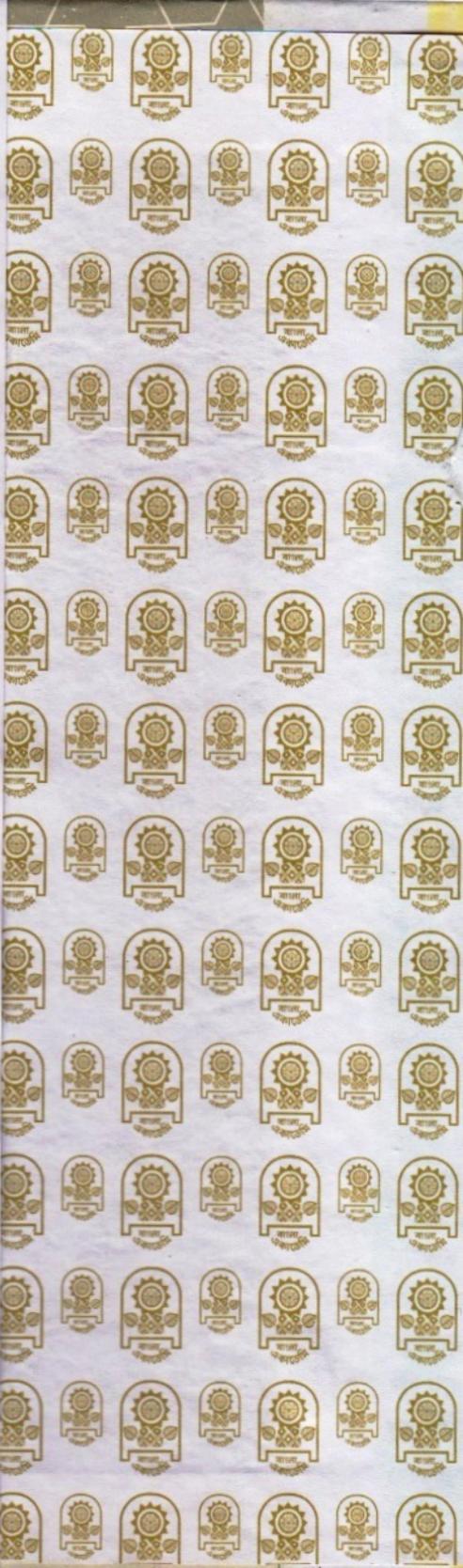


কোরান প্রে

মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান

মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান সংকলিত কোরানসূত্র
প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৮৪ সালে। বইটির
দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৯৩ এবং তৃতীয় সংস্করণ
২০০৩ সালে প্রকাশিত হয়। কোরানসূত্র একটি
ভিন্ন ধরনের বই। পরিব্রহ্ম কোরান শরিফে বিভিন্ন
বিষয় বা বাণিজ যে উল্লেখ আছে, এ বইয়ে
বর্ণানুক্রমিকভাবে তা বিন্যস্ত হয়েছে। ফলে
কোরানসূত্র কোরান শরিফের এক ধরনের
কোষাঙ্গ হিসেবে ব্যবহৃত হবে বলে আশা করা
যায়। দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংস্করণে সংকলক
পুরাতন ভূক্তির পরিমার্জনা-পরিবর্তন এবং কিছু
নতুন ভূক্তি সংযোজন করেছেন। তৃতীয়
সংস্করণ অনুযায়ী বর্তমান মুদ্রণ ছাপা হয়েছে।
কোরানসূত্র এবারও পাঠকের কাছে গৃহীত হবে
বলে আশা করা যায়।





মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান প্রেসিডেন্সি কলেজ, রাজশাহী কলেজ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটিতে শিক্ষা লাভ করেন। লন্ডনের লিঙ্কন্স ইন থেকে ১৯৫৯ সালে তিনি ব্যারিস্টার হন। বিভিন্ন সময়ে ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাস ও আইন বিভাগে অধ্যাপনা করেন। ১৯৯৫ সালে বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত হন। তিনি ১৯৯৬ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ছিলেন।

মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান ১৯৮৪ সালে বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার এবং ২০০৭ সালে একৃশে পদকে ভূষিত হন। তিনি বাংলা একাডেমি ও এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশের একজন ফেলো। তিনি লিঙ্কন্স ইন-এর অনারারি বেঞ্চার এবং অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির উরস্টার কলেজের অনারারি ফেলো।

এ পর্যন্ত তাঁর প্রায় ১০০টি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। বাংলা একাডেমি থেকে তাঁর প্রকাশিত অন্যান্য গ্রন্থ : যথাশক্ত (প্রথম প্রকাশ), গঙ্গাঞ্জি থেকে বাংলাদেশ, বচন ও প্রবচন (প্রথম প্রকাশ), বাংলাদেশের সংবিধানের শক্তি ও খণ্ডবাক্য, মাতৃভাষার সপেক্ষে রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনবকে সংজ্ঞা ও পার্থক্য বিচার, রবীন্দ্র চট্টনার রবীন্দ্র ব্যাখ্যা, রবীন্দ্রবাক্যে আর্ট সংগীত ও সাহিত্য, মহাচীনের কথা।

মুহাম্মদ হাবিবুর রহমানের জন্ম ১৯২৮ সালের ঢো ডিসেম্বর ভারতের মুর্শিদাবাদের জঙ্গীপুরের দয়ারামপুর থামে; মৃত্যু ঢাকায় ২০১৪ সালের ১১ই জানুয়ারি।

কোরানসূত্র

কোরানসূত্র

পবিত্র কোরানের বিষয়ভিত্তিক বিন্যাস

মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান
সংকলিত



বাংলা একাডেমি ঢাকা

কোরানসূত্র
মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান

সপ্তম পুনর্মুদ্রণ : বৈশাখ ১৪২৪/এপ্রিল ২০১৭

বা.এ ৫৬৩১

প্রথম প্রকাশ : ভদ্র ১৩৯১/আগস্ট ১৯৮৪। পাত্রলিপি : সংকলন উপবিভাগ, বাংলা একাডেমি।
প্রথম পুনর্মুদ্রণ : ফালুন ১৪০০/ফেব্রুয়ারি ১৯৯৪। দ্বিতীয় পুনর্মুদ্রণ : ফালুন ১৪০৯/ফেব্রুয়ারি ২০০৩। তৃতীয় পুনর্মুদ্রণ : কর্তৃক ১৪১১/অক্টোবর ২০০৪। চতুর্থ পুনর্মুদ্রণ : মাঘ ১৪১৩/জানুয়ারি ২০০৭। পঞ্চম পুনর্মুদ্রণ : বৈশাখ ১৪২১/এপ্রিল ২০১৪। ষষ্ঠ পুনর্মুদ্রণ : পুনর্মুদ্রণ উপবিভাগ, কর্তৃক ১৪২২/অক্টোবর ২০১৫। সপ্তম পুনর্মুদ্রণ : পুনর্মুদ্রণ উপবিভাগ।
মুদ্রণ সংখ্যা : ৫০০০ কপি। প্রকাশক : ড. জালাল আহমেদ, পরিচালক (চলতি দায়িত্ব), বিক্রয়, বিপণন ও পুনর্মুদ্রণ বিভাগ, বাংলা একাডেমি, ঢাকা ১০০০। মুদ্রক : ড. আমিনুর রহমান সুলতান, ব্যবস্থাপক, বাংলা একাডেমি প্রেস, ঢাকা। প্রকাশনা তত্ত্বাবধান : ইমরল ইউসুফ, পুনর্মুদ্রণ উপবিভাগ।
প্রচন্দ : মামুন কায়সার। মূল্য : ৩৫০.০০ টাকা।

KORANSUTRA [The Koranic Reference] by Muhammad Habibur Rahman.
Published by Dr. Jalal Ahmed. Director (in-charge). Sales. Marketing and Reprint
Division. Bangla Academy. Dhaka 1000. Bangladesh. Seventh Reprint : Reprint Sub-
Division. April 2017. Price : Taka 350.00 Only.

ISBN 984-07-5640-0

পিতা জহিরুদ্দিন বিশ্বাস
ও
মাতা কুল হাবিবা-র
সুরশে

পুনর্মুদ্রণ প্রসঙ্গে

বাংলা একাডেমী প্রকাশিত বইয়ের পুনর্মুদ্রণের কাজটি ইতোপূর্বে বিভিন্ন বিভাগ থেকে করা হতো। এর কোনো প্রয়োজন বা চাহিদাভিত্তিক প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ছিল না।

বিপণন ও বিক্রয়ের বিভাগ সরাসরি বইপত্র বিপণনের সাথে সংযুক্ত থাকার কারণে একাডেমী প্রকাশিত কোন বই বেশি পাঠকনন্দিত, কোন বই ছাত্রসমাজের কাছে বিশেষভাবে আদ্র্ত সে সম্পর্কে সমধিক ওয়াকিফহাল থাকায়, পুনর্মুদ্রণ কাজটি বিওবি উপবিভাগের দায়িত্বে সম্পাদিত হলে কাজের সমন্বয় সাধন, প্রকাশনার দ্রুত ব্যবস্থাগ্রহণ, ক্রেতা সাধারণের চাহিদা মোতাবেক দ্রুত বাজারজাতকরণের পদক্ষেপ গ্রহণ ইত্যাদি বিষয় অরাপ্ত হবে বিবেচনা করে কাফ্যনির্বাহী পরিষদ বিওবি'র আওতায় 'পুনর্মুদ্রণ প্রকল্প' নামে একটি 'কোষ' গঠন করে।

'কোরানসূত্র' গ্রন্থটি আল-কোরানের বিষয়ভিত্তিক বিন্যাস। আমাদের প্রকাশিত জনাব মুহাম্মদ হাবিবুর রহমানের 'যথাশব্দ' গ্রন্থটি বিপুলভাবে আদ্র্ত হয়েছিল। এরপর কোরানসূত্র গ্রন্থটি প্রকাশিত হলে তিনি সুধীসমাজের বিশেষ প্রশংসা অর্জন করেন। প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হবার ফলে গ্রন্থটির অভাব অনুভূত হয়েছে বহুদিন। এবার পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত রাপে গ্রন্থটি আবার প্রকাশ করতে পেরে আমরা বিশেষ আনন্দিত। উল্লেখ্য, প্রথম সংস্করণে গ্রন্থের নাম ছিল 'কোরানসূত্র'। এবার উচ্চারণ শুন্ধির খাতিবে বানানের সামান্য পরিবর্তন করে নাম রাখা হলো 'কোরআনসূত্র'। গ্রন্থটি সকলের ভাল লাগলে আমাদের শ্রম সার্থক হবে।

মোহাম্মদ হাফন-উর-রশিদ
মহাপরিচালক
বাংলা একাডেমী

প্রসঙ্গ-কথা

পবিত্র কোরান শরিফ একাধিকবার বাংলায় অনুদিত হয়েছে, কিন্তু ‘কোরানসূত্র’ একটি ভিন্ন ধরনের বই। পবিত্র কোরান শরিফে বিভিন্ন বিষয়, বস্তু বা ব্যক্তির যে উল্লেখ আছে, এ বইয়ে বর্ণনুক্রমিকভাবে তা বিন্যস্ত হয়েছে। ফলে গ্রন্থটি কোরান শরিফের এক ধরনের কোষগৃহ হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারবে বলে আশা করা যায়।

এ মূল্যবান বইটির সংকলন, সম্পাদনা, মুদ্রণ ও প্রকাশের সঙ্গে সংলিপ্ত সকলকে ধন্দা ও শুভেচ্ছা জানাই।

১.৬.১৩৯১
১৮.৯.১৯৮৪

মনজুরে মঙ্গল
মহাপরিচালক
বাংলা একাডেমী
ঢাকা

ভূমিকা

আদিতে কোরান শরিফ ছিল শুভি। লিপিবদ্ধ কোরানে সেই শুভত্ববৈশিষ্ট্য আজও বিদ্যমান, এর ভাষা শুভিমধুর ও আবৃত্তিধন্য এবং এর বক্তব্য বিশেষ কয়েকটি আয়ত ছাড়া সহজ ও সুস্পষ্ট। যিনি মানুষকে শ্রেষ্ঠ অবয়বে সৃষ্টি করে আকাশ ও পৃথিবীর কর্তৃত্ব দান করেছেন, সেই সৃষ্টিকর্তার বাণীর মর্মোক্তার করার জন্য মানুষ নিরসন্তর চেষ্টা করে আসছে।

কোরান শরিফ আরবে অবতীর্ণ হয়, বোধগম্য কারণে আরবি ভাষায়। বাংলাদেশে সিকি ভাগ লোকও তাঁদের মাতৃভাষা পড়তে পারেন না। আরবি পড়েন আরও কম লোক, পড়ে বেরেন আরও কম। কোরান শরিফকে কোথায় কি আছে তা ঝটি করে খুঁজে বের করা আমাদের পক্ষে সহজ নয়। কোরানে যেসব ভাব, বিষয়বস্তু বা ব্যক্তির উল্লেখ রয়েছে তার সূত্র ধরিয়ে দিয়ে বাংলা ভাষায় প্রাসঙ্গিক আয়তের সঙ্গে পাঠকের তাৎক্ষণিক পরিচয়সাধনই এই গৃহ্ণের মূল উদ্দেশ্য। এই ধরনের বই হয়তো এই প্রথম।

আরবি ও বাংলা, এই দুই ভাষার মেজাজ স্বতন্ত্র। এই গৃহ্ণের ভাষা আমি সহজ করার চেষ্টা করেছি, কোথাও কোথাও প্রথম বক্ষনীর মাঝে এক বা একাধিক শব্দ যোগ করেছি যা মূল আরবি-পাঠে নেই। ভাষাত্তরে এই রেণ্ডয়াজ্জ সুপ্রচলিত, আর অর্থ সুস্পষ্ট করার জন্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই প্রক্ষেপণ অপরিহার্য এবং সেহেতু মাজনীয়। এই গৃহ্ণে কোনো ঢীকা নেই বললেই চলে। কোথাও কোথাও তৃতীয় বক্ষনী ব্যবহার করে বিশেষ আরবি শব্দের বাংলা অর্থ বা ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে।

এই গৃহ্ণের যেসব পর্যায়ে কোরানের একাধিক সুরার উল্লেখ করা হয়েছে, সেখানে একটা আনুমানিক কালানুক্রম অনুসরণ করার চেষ্টা করা হলো। অবশ্য এই অনুশীলন সেইসব সুরার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ সম্ভব হল না, যেখানে সুরাটির বহুদার্শ এক সময়ে ও কিয়দংশ তিনি সময়ে অবতীর্ণ হয়েছিল। ইসলামিক একাডেমী, বর্তমানে ইসলামিক ফাউন্ডেশন, কর্তৃক প্রকাশিত ‘কুরআনুল করী’-এ সুরা অবতীর্ণ হওয়ার একটা কালানুক্রমের ইঙ্গিত আছে। আমি মোটামুটি সেই কালানুক্রম অনুসরণ করার চেষ্টা করেছি, যদিও সুরা অবতীর্ণ হওয়ার কোনো কালানুক্রমই এখন পর্যন্ত মূলিক বিশ্বে সর্বজনস্বীকৃতি পায় নি। বলাবাহ্ল্য, কোরান শরিফ যে ত্রিমাত্রায় লিপিবদ্ধ সেই ধারাবাহিকতাকেই আমরা চূড়ান্ত প্রমাণ বলে গ্রহণ করেছি।

সহজে করায়ত্ত করার জন্য এই গৃহ্ণের আয়তন এক খণ্ডে সীমিত করা হল। এর জন্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে একাধিক বিষয় বা প্রসঙ্গ একত্রে উল্লিখিত হয়েছে। যিথেনির্দেশ ব্যবহার করে কিছু পুনরুক্তি পরিহার করা সম্ভব হল। অবশ্য কোরানে বর্ণিত পুনরুক্তি যেমনটি আছে ঠিক তেমনটিই রইল। এই বই যখন যন্ত্রস্থ ছিল তখন আমি তার কাছে থাকতে পারি নি। আমি অত্যন্ত দুঃখিত, কিছু ভুল রয়ে গেল যা এ ধরনের গৃহ্ণে আদৌ বাঞ্ছনীয় নয়।

[দশ]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস প্রফেসর ডক্টর সিরাজুল হক এই গ্রন্থ সম্পর্কে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করার আমাকে সুযোগ দিয়েছিলেন ও ভ্রগোল বিভাগের সহকারী অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী আমার জন্য শুধু বইপত্রের খবর রাখেন নি, কষ্ট করে কিছু বই সংগ্রহ করে দিয়েছেন। আমার সহধর্মী ইসলামা রহমান ও কন্যা রুবাবা পাণ্ডুলিপি তৈরি করার ব্যাপারে নানাভাবে সাহায্য করেছেন। নূর হোসেন ধৈর্য ধরে সংশোধন-আকীর্ণ হস্তলিপি টাইপ করেছেন। এঁদের সকলকে ধন্যবাদ।

আর ধন্যবাদ বাংলা একাডেমীর সংশ্লিষ্ট সকলকে যাদের ঐকান্তিক সহযোগিতায় আমার পক্ষে এই কাজটা শেষ করা সম্ভব হলো।

১৯৮৪

বি.আই.পি. রেস্ট হাউস
বরিশাল

মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

এই সংকলনের প্রথম সংস্করণের সমালোচনায় যারা সাধুবাদ জনিয়েছেন তাঁদেরকে আমি ধন্যবাদ জানাই। যারা সংকলনের ক্রটিবিচ্ছুতির কথা উল্লেখ করেছেন তাঁদের কাছে আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ রইলাম। সমালোচকদের কিছু প্রশ্নের জবাব দেওয়া আমি আমার কর্তব্য মনে করি।

আমি কারো কোনো পূর্বকৃত ছক অনুসরণ করিনি। বর্তমান সংকলনের সঙ্গে প্রথম সংস্করণের তুলনা করলে ব্যাপারটা কিছুটা পরিষ্কার হবে। বিষয়ানুযায়ী এই সংকলনের চূড়ান্ত রূপ সম্পর্কে আমার মনে নানা দ্বিধা ও অত্যন্ত ছিল, এখনো রয়ে গেল।

বর্তমান সংস্করণে আমি ‘সৃষ্টি, আকাশ ও পৃথিবী’, ‘কর্মফল, আমলনামা ও হিসাব’, ‘কিয়ামত ও পুনরুত্থান’ ‘রসূল ও নবী’ ইত্যাদি কিছু কিছু বিষয় আলাদাভাবে না রেখে একসঙ্গে রেখেছি। আবার, সম্পর্কিত, প্রায়সম্পর্কিত বা আমার কাছে যা প্রাসঙ্গিক মনে হয়েছে এমন একাধিক বিষয় নতুন করে একসূত্রে আমি বিন্যস্ত করলাম : যেমন, ‘অত্যাচার, আগ্রাসন প্রতিশোধ’, ‘জল, বায়ু, মেঘ ও বৃষ্টি’ বা ‘শৈশব, যৌবন, জরা ও বার্ধক্য’ ইত্যাদি।

আমি কোরান শরিফ অদ্যোপাস্ত অনুবাদ করার কথা ভাবিনি। বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে সংকলনের সময় আমি ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত “কুরআনুল করীম”, মোহাম্মদ আকরম খান-এর ‘কোরান শরিফ’, মণ্ডলামা আবুল কালাম আজাদ-এর ‘তারজামুল কোরান’-এর ইংরেজি অনুবাদ, সাইয়িদ আবুল আলা মওদুদীর, ‘তাফহীমুল কুরআন’, আল্লামা ইউসুফ আলী, মোহাম্মদ মার্মাডিউক পিক্খল, মৌলভী মুহাম্মদ আলি, আর্থার জে. আরবেরি, এন. জে. দাউড-এর ইংরেজি, মরিস বুকাই-এর কিছু কিছু ফরাসি থেকে ইংরেজি অনুবাদ তুলনামূলকভাবে পাঠ করে এবং কখনো কখনো অভিধান দ্বারা আমি আমার ভাষাভঙ্গি নির্বাচন করেছি।

আরবির মেজাজ বাংলায় প্রকাশ করতে গিয়ে আক্ষরিক অনুবাদ করলে সেই অনুবাদ অনেক সময় মনে ধরে না। ‘আন জাহেবুন ইলা-স-সুকে’র অনুবাদ ‘আমি বাজারগমনকারী বা বাজারযাত্রী’ চেয়ে ‘আমি বাজার যাচ্ছি’ বললে আমার কাছে সহজ মনে হয়। অনুবাদ সহজ করার প্রবণতা আমাকে পেয়ে বসেছিল। এই গৃহ্ণনায় একটি আয়ত বা আয়তের অংশ বিভিন্ন ভুক্তিতে সংযোগ করতে হয়েছে। প্রথম সংস্করণের মুদ্রণের সময় সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি আমার কাছে ছিল না। এই সময় ঢাকায় উপস্থিত থাকতে না পারায় আমি প্রয়োজনীয় মিথোনিরীক্ষা করতে পারিনি। কলমকসুর ছাড়া অনবধানতাবশত কোথাও কোথাও অক্ষমার্হ ও অমাত্মক ক্রটি ঘট্টে গিয়েছিল। এর জন্য অবশ্যকর্তব্য হিসাবে পাঠকের কাছে আমার এই জবাবদিহি। সর্বজ্ঞের কথা স্বতন্ত্র। কেমন করে এবং কেন আরবির সামান্য জ্ঞান নিয়ে এই কাজে আমি বৃত্তি হলাম, সে আর এক কথা।

[বারো]

মহাশৃঙ্খের যে কোনো অনুবাদ এক প্রজন্মের কাছে যতই আদৃত হোক না কেন, পরে সেই অনুবাদে পরবর্তী প্রজন্মের আর মন ভরে না। মুসলমান হিসাবে আমাদের ধারণা কোরান অননুবাদনীয়। সুতরাং একটি অনুবাদ যতই মূলানুগ বা প্রাঞ্জল হোক না কেন, আমরা সেই তরজমাকে একটি ব্যাখ্যার বেশি মর্যাদা দিই না।

এ ধরনের সংকলনে আমি নির্ধারণের বা সূচিপত্রের কোনো প্রয়োজন মনে করি না। তবু, একটা বিষয়সূচি দেওয়া হলো। বিষয়সূচিতে কেবল গ্রন্থিত ভূক্তি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যেসব বিষয়ে কোনো স্বতন্ত্র গ্রন্থনা নেই, অথচ অন্য বিষয় বা বিষয়াদির সঙ্গে উল্লেখিত রয়েছে আমি মূলগ্রন্থে সেসব বিষয়ের মিথোনির্দেশ দিয়েছি।

নানা কারণে বছর দুয়েক ধরে বইটি ক্রেতারা পাছিলেন না। বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক প্রফেসর মোহাম্মদ হারুন-উর-রশিদ স্বতোপ্রশ়োদিত হয়ে তাগিদ না দিলে এই সংস্করণের আরও বিলম্ব হতো। তাঁকে এবং এ মুদ্রণ-প্রকাশনার দায়িত্বে যাঁরা ছিলনে তাঁদের সকলকে অশেষ ধন্যবাদ।

মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান

১লা জানুয়ারি, ১৯৯৩
১০, মিটোরোড,
ঢাকা-১০০০

তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকা

এই সংস্করণে পুরাতন ভূক্তির পরিমার্জন-পরিবর্তন এবং কিছু নতুন ভূক্তি সংযোজন করা হয়েছে। ভাষা ও বানান আরও সহজ করা হল। শীঘ্ৰ বিবেচনায় আমি গ্ৰন্থের প্রথম সংস্করণের নামে প্রত্যাবর্তন কৰলাম।

২৮ জানুয়ারি ২০০৩
১০ বি ইসপাহানি কলোনি
ঢাকা-১২১৭

মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান

[পনেরো]

উপদেশ গ্রহণের জন্য আমি তো কোরান সহজ করে দিয়েছি।
কেউ কি তা হলে উপদেশ গ্রহণ করবে ?

$$৫৪ : ১৭ = ৫৪ : ২২ = ৫৪ : ৩২ = ৫৪ : ৮০$$

সুরার নাম ও ত্রৈমিক সংখ্যা

১ ফাতিহা	২৭ নম্বৰ
২ বাকারা	২৮ কাসাস
৩ আল-ই-ইমরান	২৯ আনকাবুত
৪ নিসা	৩০ বুম
৫ মায়দা	৩১ লুকমান
৬ আনআম	৩২ সিজ্দা
৭ আ'রাফ	৩৩ আহজাব
৮ আনফাল	৩৪ সাবা
৯ তওবা	৩৫ ফাতির
১০ ইউনুস	৩৬ ইয়াসিন
১১ হুদ	৩৭ সাফ্ফাত
১২ ইউসুফ	৩৮ সাদ
১৩ রাদ	৩৯ জুমার
১৪ ইব্রাহিম	৪০ মুমিন
১৫ হিজের	৪১ হা-মিথ-সিজদা
১৬ নাহল	৪২ শুরা
১৭ বনিইসরাইল	৪৩ জুখরকুফ
১৮ কাহাফ	৪৪ দুখান
১৯ মরিয়ম	৪৫ জাসিয়া
২০ তা'হা	৪৬ আহ্কাফ
২১ আল্বিয়া	৪৭ মুহাম্মদ
২২ ইজ	৪৮ ফাত্হ
২৩ মুমিনুন	৪৯ হজুরাত
২৪ নূর	৫০ কাফ
২৫ ফুরকান	৫১ জারিয়াত
২৬ শোআরা	৫২ তুব

[শোলো]

৫৩ নজ্ম	৮৫ বুরুঞ্জ
৫৪ কমর	৮৬ তারিক
৫৫ রহমান	৮৭ আলা
৫৬ ওয়াকিয়া	৮৮ গাশিয়া
৫৭ হাদিদ	৮৯ ফাজুর
৫৮ মুজাদলা	৯০ বালাদ
৫৯ হাশের	৯১ শামস
৬০ মুত্তাহান	৯২ লাইল
৬১ সাফ্ফ	৯৩ দোহা
৬২ জুম্বা	৯৪ ইনশিরাহ্
৬৩ মুনাফিকুন	৯৫ তিন
৬৪ তাগাবুন	৯৬ আলাক
৬৫ তালাক	৯৭ কাদর
৬৬ তাহরিম	৯৮ বাহয়িনা
৬৭ মুন্ক	৯৯ জালজালা
৬৮ কলম	১০০ আদিয়াত
৬৯ হাক্কা	১০১ কারিয়া
৭০ মাআরিজ	১০২ তাকাসুর
৭১ নূহ	১০৩ আসর
৭২ জিন	১০৪ হুমাজা
৭৩ মুজাস্মিল	১০৫ ফিল
৭৪ মুদ্দাসসির	১০৬ কুবাইশ
৭৫ কিয়ামা	১০৭ মাউন
৭৬ দাহুর	১০৮ কাউসার
৭৭ মুরসালাত	১০৯ কাফিকুন
৭৮ নাবা	১১০ নাসর
৭৯ নাজিআত	১১১ লাহাব
৮০ আবাসা	১১২ ইখ্লাস
৮১ তাকভির	১১৩ ফালাক
৮২ ইনফিতার	১১৪ নাস
৮৩ মুত্তাফিফিন	
৮৪ ইনশিকাক	

বিষয়সূচি

অংশীবাদ ও অংশীবাদী	১	অসমান	২৯
অক্ষয়ার্থ পাপ	১৪	অসিয়ত	৩০
অগ্নি	১৪	অহংকার ও দণ্ড	৩১
অগ্নি-উপাসক	১৪	আংশিক বিশ্বাস	৩২
অঙ্গীকার, প্রতিক্রিতি ও শপথ	১৪	অহেটুব	৩৩
অতীত ও ভবিষ্যৎ	১৬	আকাশ ও পৃথিবী	
অতীতের উন্মত	১৬	সৃষ্টি, আকাশ ও পৃথিবী দ্র.	৩৩
অত্যাচার, আগ্রাসন ও প্রতিশোধ	১৬	আজৰ	৩৩
অধিকার	১৭	আজান	৩৩
অনধিকার চর্চা ও পরনিন্দা	১৮	আত্মপ্রশংসন	৩৩
অন্তরের ব্যাধি	১৮	আত্মসংশোধনের সুযোগ	৩৪
অন্তরের ব্যাধির প্রতিকার	১৯	আত্মসাঙ্গ	৩৪
অঙ্গ, বধির ও বোবা	১৯	আত্মশুদ্ধি	৩৪
অঙ্গকার	২১	আত্মা	৩৪
অপচয়	২১	আত্মীয়স্বজন	৩৪
অপনাম	২১	আদবকায়দা	৩৫
অপবাদ	২১	আদবকায়দা, মুহাম্মদের সম্মুখে	৩৭
অপবাদ, আয়োশার বিরুদ্ধে	২২	আদম, ইবলিস ও ফেরেশতাবর্গ	৩৮
অপবিত্র অবস্থা, ওজু ও তাইয়াস্মুম দ্র.	২৩	আনআম	৪২
অপব্যয়	২৩	আনসার	৪২
অবিনশ্বর ও নশ্বর	২৩	আনফাল	৪২
অভিবাদন	২৩	আনুগত্য, আঞ্চাহ ও রসূলের	৪২
অভিভাবক	২৪	আপস-নিষ্পত্তি	৪৪
অভিশপ্ত	২৪	আবাবিল	৪৪
অভিতাচার	২৫	আবু লাহাব	৪৪
অর্জন	২৫	আমলনামা	৪৪
অর্থ	২৫	আমানত	৪৪
অলৌকিক নির্দর্শনের প্রত্যাশা	২৫	আয়াতের পরিবর্তন	৪৫
অশ্বীলতা ও পর্দা	২৭	আয়ু	৪৫
অসত্য কিতাব	২৯		

[আঠারো]

আরব মরুবাসী	৪৬	আল্লাহ-রসূলের বিরোধিতা	৯৮
আরবি ভাষায় কোরান	৪৭	আল্লাহর শরণ	৯৯
আরশ	৪৮	আল্লাহর সন্তান, পুত্র বা কন্যা	১০১
আরাফ	৪৮	আল্লাহ সর্বজ্ঞ, অস্ত্রযামী, দশ্য	১০২
আরাফাত	৪৯	ও অদ্যের পরিজ্ঞাতা	
আলো ও অক্ষকার	৪৯	আল্লাহর সাক্ষাৎ ও প্রত্যাবর্তন	১০৬
আল্লাহ অভাবমুক্ত ও প্রশংসার্হ	৫১	আহমদ	১১১
আল্লাহ অভিভাবক ও সাহায্যকারী	৫৪	ইউনুস	১১২
আল্লাহই যথেষ্ট	৫৭	ইউসুফ	১১২
আল্লাহ এক ও একমাত্র উপাস্য	৫৭	ইঞ্জিল, তওরাত ইঞ্জিল দ্র.	১২০
আল্লাহ ভালোবাসেন	৬৪	ইদ্রিস	১২০
আল্লাহ ভালোবাসেন না	৬৫	ইদত	১২০
আল্লাহর অনুগ্রহ, দয়া ও ক্ষমা	৬৫	ইনশা আল্লাহ	১২০
আল্লাহর আদেশ ও নির্দেশ	৭৫	ইবাহিম	১২০
আল্লাহর আহ্বান	৭৭	ইয়েরান	১৩০
আল্লাহর ইচ্ছা ও সার্বভৌমত্ব	৭৮	ইয়াকুব (অপর নাম ইসরাইল)	১৩০
আল্লাহর উপমা	৮৪	ইয়াজুজ ও মাজুজ	১৩১
আল্লাহর ওপর নির্ভরতা	৮৮	আল-ইয়াসায়া	১৩১
আল্লাহর কন্যা	৮৯	ইয়াহুয়া	১৩১
আল্লাহর কালেমা	৮৯	ইলিয়াস	১৩১
আল্লাহর ক্ষমা	৮৯	ইলিয়ুন	১৩২
আল্লাহর গুণবন্নী	৮৯	ইসমাইল	১৩২
আল্লাহর জ্যেষ্ঠি	৮৯	ইসলাম ও মুসলিম	১৩২
আল্লাহর ত্রৈতি	৮৯	ইসরাইল	১৩৭
আল্লাহর দ্রৈত	৯০	ইসহাক	১৩৭
আল্লাহর দয়া	৯০	ইহকাল ও পরকাল	১৩৭
আল্লাহর নির্দশন	৯০	ইহুদি	১৪৩
আল্লাহর নৈকট্য	৯৬	ঈর্ষা ও লালসা	১৪৩
আল্লাহর প্রকৃতি	৯৬	ঈসা	১৪৩
আল্লাহর প্রতিকৃতি	৯৬	উট	১৫০
আল্লাহর বন্ধু	৯৮	উত্তম আদর্শ	১৫১
আল্লাহর বাণী	৯৮	উত্তম কথা	১৫১
আল্লাহর রং	৯৮	উত্তম পুরস্কার	১৫১

[উনিশ]

উন্নম সঙ্গী	১৫১	কিবলা	২০৫
উন্নরাধিকার	১৫১	কিয়ামত ও পুনরুত্থান	২০৫
উদ্ভিদ, শস্য ও ফলমূল	১৫২	কিরামান কাতেবিন	২২৮
উপদেশ দান	১৫৪	কুরাইশ	২২৮
উপহাস ও অপনাম	১৫৫	ক্রতজ্জতা	২২৯
উল্লাস ও হতাশা	১৫৫	কোরবানি	২৩০
ঝণ	১৫৭	কোরান	২৩১
এক হজার বছর	১৫৭	কোরান আবৃত্তি	২৪৬
এতিম	১৫৭	কোরানের ব্যাখ্যা	২৪৭
এতেকাফ	১৫৮	ক্রোধ	২৪৭
এহরাম	১৫৮	ক্ষমতা, মর্যাদা ও সম্মান	২৪৭
ওজন	১৫৮	ক্ষমা	২৪৯
ওজু ও তাইয়াস্মুম	১৫৮	ক্ষুধা	২৫০
ওমরা	১৫৯	খাদ্য, শিকার ও পানীয়	২৫০
ওহি	১৫৯	খেয়ালখুশি	২৫৪
ওহদের যুদ্ধ	১৬১	খ্রিস্টান	২৫৫
কর্ষ্ণবর	১৬৪	গজব	২৫৬
কন্যা, পুত্র বা বন্ধ্যত্ব	১৬৪	চিলমান	২৫৬
কবর	১৬৪	গুজবরটনা	২৫৬
কবি	১৬৫	গুহবাসী	২৫৬
কর্জে হাসানা	১৬৫	গ্ৰহ	২৫৮
কর্মফল ও হিসাব	১৬৬	গোপন ও প্রকাশ্য	২৫৮
কলম	১৭	গোপন পরামৰ্শ	২৫৮
কষ্ট, ঘঙ্গল ও আসান	১৭১	গোপনীয়তা, ব্যক্তিগত	২৫৮
কাফ্ফারা	১৭১	মুৰ	২৫৮
কাফের	১৭২	চন্দ্র ও সূর্য	২৫৮
কাবা	১৯৩	চাওয়া ও পাওয়া	২৫৯
কাবিল ও হাবিল	১৯৩	চুক্তি	২৫৯
কামনা বাসনা	১৯৩	চুক্তিরদ	২৬০
কারুন	১৯৩	চূড়ান্ত প্রমাণ	২৬১
কার্পণ্য	১৯৪	চুরি	২৬১
কিতাবি	১৯৫	চেষ্টা	২৬১
কিতাবি, ইহুদি, খ্রিস্টান মাজুস	১৯৭	ছায়া	২৬১
ও সাবেয়ি		জবরদস্তি	২৬১

[বিশ]

জবুব	২৬১	তাহাজ্জুদ	৩১৩
জবাবদিহি	২৬২	তুরবা	৩১৩
জরা	২৬২	তোয়া	৩১৩
জল, বায়ু, মেঘ ও বৃষ্টি	২৬২	দাউদ, তালুত ও জালুত	৩১৪
জলযান	২৬৬	দানখয়রাত ও সাদকা	৩১৫
জাকাত	২৬৮	দায়িত্ব	৩১৮
জাকারিয়া ও ইয়াহীয়া	২৬৮	দায়িত্বভার	৩১৮
জাকুম	২৬৯	দায়িত্ব	৩১৯
জাতি	২৭০	দাস ও দাসমুক্তি	৩১৯
জানজাবিল	২৭০	দিন ও রাতি	৩২১
জান্নাত	২৭০	দৃঢ়ব্যবৈধিক্য	৩২৩
জায়তুন	২৮১	দুশ্ম	৩২৩
জাহাঙ্গাম	২৮১	দেনমোহর	৩২৩
জিজিয়া	২৯২	দেবতার উৎসর্গ	৩২৩
জিবরাইল	২৯২	দেবদেবী	৩২৩
জিন	২৯৩	ধীর্থ	৩২৪
জিহাদ	২৯৬	ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততি	৩২৪
জিহার	২৯৯	ধনসম্পদের আবর্তন	৩২৬
জীবনোপকরণ	৩০০	ধর্ম	৩২৬
জুদি পাহাড়	৩০২	ধর্মপ্রচার	৩২৭
জুম্মা	৩০২	ধর্মবিচ্ছিন্ন ও পরধর্মসহিষ্ণুতা	৩২৮
জুলকারনাইন	৩০৩	ধৈর্য	৩৩০
জুলকিফ্ল	৩০৩	ধর্মস	৩৩২
জুয়া	৩০৪	ধর্মসের পূর্বে	৩৩৪
জ্ঞান ও জ্ঞানের সীমা	৩০৪	নক্ষত্র	৩৩৫
ট্যাট্লাস	৩০৬	নদনদী	৩৩৬
তওবা	৩০৬	নবি	৩৩৬
তওরাত ও ইস্লিল	৩০৮	নমরুদ	৩৩৬
তকদির	৩১০	নরহত্যা	৩৩৬
তবলিগ	৩১১	নামাজ ও জাকাত	৩৩৭
তকবিতক	৩১১	নারী ও পুরুষ	৩৪৮
তসনিম	৩১২	নিঃসন্তান	৩৪৯
তাবুক অভিযান	৩১২	নিদা	৩৪৯
তাইয়াম্মুম	৩১৩	নিরীর্থিক আলোচনা	৩৪৯

[একুশ]

নিরাপদ্বা	৩৪৯	প্রতিযোগিতা সংকর্মে	৩৭৯
নির্দিষ্টকাল	৩৫০	প্রতিশোধ	৩৭৯
নির্বেধ	৩৫১	প্রশান্তি	৩৭৯
নির্দেশ ও নিষেধ	৩৫১	আচুর্যের প্রতিযোগিতা	৩৮০
নিরিক্ষা খাদ্য	৩৫৩	প্রাণরক্ষা	৩৮১
নিষ্কল কর্ম	৩৫৩	ফল	৩৮১
নুহ	৩৫৩	ফাতেহা	৩৮১
নেশা	৩৬০	ফাসেক	৩৮১
পছন্দ ও অপছন্দ	৩৬০	ফিন্না	৩৮৩
পথ, পথপ্রাণ্য ও পথপ্রট	৩৬০	ফিরদাউস	৩৮৪
পবিত্র	৩৭০	ফুরকান	৩৮৪
পরকাল	৩৭০	ফেরাউন	৩৮৫
পরধর্মসহিষ্ণুতা	৩৭০	ফেরাউনের স্ত্রী	৩৮৫
পরনিদা	৩৭০	ফেরেশ্তা	৩৮৫
পরামর্শ	৩৭০	ফ্যাশান	৩৯০
পরিচয়	৩৭১	বজ্জ ও বিদ্যুৎ	৩৯১
পরিচ্ছদ	৩৭১	বৎসর ও কালগণনা	৩৯১
পরিশ্রম	৩৭১	বদরের যুদ্ধ	৩৯১
পর্দা	৩৭১	বধির	৩৯৩
পর্বত	৩৭১	বক্ষক	৩৯৩
পশু	৩৭২	বক্ষু ও শক্র	৩৯৩
পাখি	৩৭৫	বঙ্গ্যাত্র	৩৯৬
পাপ	৩৭৫	বণ্বিচিত্র্য	৩৯৬
পাপের ক্ষমা	৩৭৬	বাড়াবাড়ি	৩৯৬
পাপের সাঙ্গী	৩৭৭	বানু-কুরাইজা	৩৯৭
সিতামাতা	৩৭৭	বানু নাজির	৩৯৭
সিনিলোপি	৩৭৭	বার্ধক্য	৩৯৭
পুণ্য	৩৭৭	বিচার	৩৯৭
পুত্র না কন্যা	৩৭৭	বিচারের দিন	৩৯৯
পূর্ব ও পশ্চিম	৩৭৮	বিজয়	৩৯৯
পূর্বঘোষণা	৩৭৮	বিধবা	৪০০
পূর্বপুরুষ	৩৭৮	বিনয়	৪০০
পৃথিবী	৩৭৯	বিপদ-আপদ	৪০০
পৃথিবীর অধিকারী	৩৭৯	বিবাহ, তালাক, ইদত ও দেনমোহর	৪০২

[বাইশ]

বিশ্বাস, সংকর্ম ও পুরস্কার	৪০৮	মসজিদ-উল-আকসা	৪৪২
বিশ্বাসঘাতক	৪১৯	মসজিদ-উল-হারাম	৪৪২
বিশ্বাসীর অবিশ্বাস	৪১৯	মহাশাস্তি	৪৪২
বিশ্বাসী-নির্যাতনের শাস্তি	৪১৯	মহাশূন্যে অভিযান	৪৪২
বিশ্বাসীদের সত্তানসম্ভতি	৪২০	মাকড়সা	৪৪৩
বিশ্বাসীদের সৌভাগ্য	৪২০	মাটির পোকা	৪৪৩
বীর্যপাত	৪২১	মাতাপিতা	৪৪৩
ব্যক্তিগত গোপনীয়তা	৪২১	মানুষ	৪৪৪
ব্যক্তিগত দায়িত্ব	৪২১	মানুষ আল্লাহর প্রতিনিধি	৪৪৪
ব্যবসা-বাণিজ্য	৪২২	মানুষ একজাতি	৪৪৯
ব্যভিচার	৪২২	মানুষের অধিকার ও মর্যাদা	৪৪৯
ব্যয় ও মিতব্যয়	৪২৪	মানুষের অবস্থার পরিবর্তন	৪৫০
ভয় আল্লাহকে, মানুষকে নয়	৪২৬	মানুষের অবিশ্বাস	৪৫১
ভয় নাই	৪৩০	মানুষের অস্ত্রিতা	৪৫১
ভবিষ্যৎ	৪৩১	মানুষের কর্মপ্রচেষ্টা	৪৫১
ভান	৪৩১	মানুষের কার্য্য	৪৫১
ভারসাম্য	৪৩২	মানুষের ক্ষতিগ্রস্ততা	৪৫১
ভালো ও মন্দ	৪৩২	মানুষের দুঃখদৈন্য ও অক্রতুণ্ডতা	৪৫১
ভাষা	৪৩৪	মানুষের দৌরাত্ম্য	৪৫৫
ভোগবিলাস	৪৩৪	মানুষের দৈর্ঘ্য	৪৫৫
মক্কা, মকামে ইব্রাহিম, কাবা ও		মানুষের পরীক্ষা	৪৫৫
কিবলা	৪৩৫	মানুষের সীমালঙ্ঘন	৪৫৮
মতভেদ ও শীরামসা	৪৩৮	মান্না ও সালওয়া	৪৫৮
মদ ও জুয়া	৪৪০	মাস	৪৫৯
মধু	৪৪০	মিকাইল	৪৬০
মধ্যপথ ও মধ্যপন্থী জাতি	৪৪০	মিতব্যয়	৪৬০
মনোনীত বৎশ	৪৪১	মিরাজ	৪৬০
মন্দ	৪৪১	মুসা, বনি-ইসরাইল ও ফেরাউন	৪৬০
মন্দ কথার প্রচারণা	৪৪১	মুহাম্মদ আল্লাহর রসূল	৪৯১
মন্দ আচরণের পুনরাবৃত্তি	৪৪১	মুহাম্মদ ও মিরাজ	৫৫১
মন্দের দৌড়	৪৪১	মুহাম্মদ ও মুনাফেক	৫৫২
মমি	৪৪১	মুহাম্মদ, জায়েদ ও জয়নাব	৫৬৩
মরিয়ম	৪৪১	মুহাম্মদ-পরিবার	৫৬৩
মসজিদ	৪৪১	মৃত্যু অবশ্যঞ্চাবী	৫৬৫

[তেইশ]

মৃত্যু আল্লাহর ইচ্ছায়	৫৬৬	লোহা	৫৯৬
মৃত্যুদণ্ড	৫৬৬	শপথ	৫৯৬
মৃত্যু, বিশ্বাসীর ও অবিশ্বাসীর	৫৬৭	শক্র	৫৯৬
মৃত্যুর শেষ	৫৬৭	শক্রের শাস্তি	৫৯৬
মুহাজির ও আনসার	৫৬৮	শনিবার	৫৯৬
মৌমাছি	৫৬৮	শয়তান	৫৯৬
মুগল সৃষ্টি	৫৬৮	শরাবানতহরা	৫৯৬
মুক্ত	৫৬৯	শরিয়ত	৬০৩
মুক্ত ও সক্রি	৫৭৩	শহীদ	৬০৪
মুক্তবন্দী	৫৭৩	শাস্তি	৬০৫
মুক্তিলুক্ষ সম্পদ	৫৭৪	শাশ্বত বাণী	৬০৬
রক্তপৎ	৫৭৫	শাস্তি	৬০৬
রজঃস্মাব	৫৭৫	শাস্তির সময়	৬১৩
রমজান মাস	৫৭৫	শিশুত্ত্ব	৬১৪
রববানি	৫৭৫	শুরা ৬১৪	৬১৪
রসবাসী	৫৭৫	শূকর মাংস	৬১৪
রসূল ও নবী	৫৭৫	শৃঙ্খলা	৬১৪
রহস্য	৫৮৮	শেষ	৬১৪
রাজা-বাদশার সফর	৫৮৮	শেষ নবি	৬১৫
রায়িনা	৫৮৮	শৈশব, ঘৌবন, জরা ও বার্ধক্য	৬১৫
রাশিচক্র	৫৮৮	শোয়াইব ও মাদইয়ান সম্প্রদায়	৬১৫
কুহ-উল-কুদুস	৫৮৯	শ্রেষ্ঠ মর্যাদা	৬১৮
রূপক আয়াত	৫৮৯	ষড়যন্ত্র	৬১৮
রোম	৫৮৯	সহযোগী	৬১৯
রোজা	৫৮৯	সংশোধনের সূযোগ	৬১৯
লায়লাতুল কদর	৫৯১	সতর্কতা	৬২০
লায়লাতুল মুবারক	৫৯১	সততা	৬২০
লুকমান	৫৯১	সত্য ও মিথ্যা	৬২০
লুত	৫৯১	সত্য ও সন্দেহ	৬২১
লেখা ও লেখক	৫৯৫	সংকর্ম	৬২২
লোকদেখানো কাজ	৫৯৫	সংকর্মে প্রতিযোগিতা	৬২২
লোকভয়	৫৯৫	সন্ধ্যাসবাদ	৬২২
লোকমত	৫৯৫	সন্ধ্যাসী, পশ্চিত ও পুরোহিত	৬২২
লোভ	৫৯৫	সন্তানসন্তুতি	৬২৩

[চরিত্র]

সন্তুষ্টি	৬২৩	স্পষ্ট প্রমাণ	৬৬৭
সফর	৬২৩	স্মরণ কর আল্লাহকে	৬৬৮
সমুদ্র	৬২৫	স্বভাব	৬৬৮
সম্পত্তি	৬২৬	স্বর্ণরৌপ	৬৬৮
সাকার	৬২৬	স্বামীস্ত্রী	৬৬৮
সাক্ষ্য	৬২৭	স্বেচ্ছা	৬৭০
সাক্ষী শ্রেষ্ঠ	৬২৯	হজ ও ওমরা	৬৭১
সাদকা	৬২৯	হতাশা	৬৭৪
সাফল্য ও ব্যর্থতা	৬২৯	হবুকে মুকাস্তেয়াত	৬৭৪
সাফা ও মারওয়া	৬২৯	হাওয়ারি	৬৭৫
সাবধানি বা সংযমী	৬২৯	হাতির দল	৬৭৫
সালসাবিল	৬৩১	হাবিয়া	৬৭৫
সালাত	৬৩১	হালাল ও হারাম	৬৭৫
সালাম	৬৩১	হাসিকান্না	৬৭৬
সালেহ ও সামুদ সম্প্রদায়	৬৩১	হিজরবাসী	৬৭৬
সাহস	৬৩৫	হিজরত	৬৭৭
সাহায্য	৬৩৫	হিসাব	৬৭৮
সিজদা	৬৩৫	হুদ ও আদ সম্প্রদায়	৬৭৮
সিজদায় অপারগতা	৬৩৭	হুদাইবিয়ার সঞ্চি	৬৮২
সিজ্জিন ও ইঁহিইন	৬৩৭	হৃব	৬৮২
সিয়াম	৬৩৭	হুনাইনের যুদ্ধ	৬৮২
সীমালভনকারী ও মিথ্যাবাদী	৬৩৮		
সুক্রতিকারী ও দুশ্ক্রতিকারী	৬৪৭		
সুচের ফুটোয় উট	৬৪৮		
সুদ	৬৪৮		
সুন্দর নাম	৬৪৯		
সুপারিশ	৬৪৯		
সুলায়মান ও সাবাবাসী	৬৫১		
সূর্য : চন্দ্ৰ ও সূর্য দ্র.	৬৫৫		
সৃষ্টি, আকাশ ও পথিবী	৬৫৫		
সৃষ্টির উদ্দেশ্য	৬৬৪		
সৃষ্টির পরিবর্তন	৬৬৫		
সৃষ্টির সেরা	৬৬৬		
সৌন্দর্য	৬৬৬		

পরম করশাময় পরম দয়াময় আল্লাহর নামে

অংশীবাদ ও অংশীবাদী : (আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কিছুর বা কারও ওপর আল্লাহত্ত আরোপ করা বা আল্লাহর শরিক করাকে আরবিতে ‘শিরক’ বলে। আমরা সাধারণত ‘শেরেকি’ বলে থাকি। যে ‘শেরেকি’ করে সে মুশরিক। আরবি ‘শিরক’ ও ‘মুশরিক’-এর বাংলা ‘অংশীবাদ’ ও ‘অংশীবাদী’।)

তোমাদের কাছে কি এমন কোনো কিতাব আছে যেখানে তোমরা এই পড়েছে যে তাতে তোমরা তা-ই পাবে যা তোমরা পছন্দ কর? আমি কি তোমাদের সাথে কিয়ামত পর্যন্ত এমন কোনো প্রতিজ্ঞায় বাঁধা আছি যে, তোমরা নিজেদের জন্য যা ছির করবে তা-ই পাবে? হে রসূল! তুমি ওদেরকে জিজ্ঞাসা কর ওদের মধ্যে এ-দাবির প্রতিষ্ঠাতা কে। ওদের কি কোনো দেবদেবী আছে? থাকলে, যদি ওরা সত্যবাদী হয়, ওরা ওদের দেবদেবীদেরকে হাজির করুক।

— ৬৮ সুরা কলম : ৩৭-৪১

তোমরা কি ভেবে দেখেছ লাত ও ওজ্জা সম্বন্ধে, আর তৃতীয়টি মানাত সম্বন্ধে? তোমরা কি মনে কর তোমাদের জন্য পুত্রসন্তান আর আল্লাহর জন্য কন্যাসন্তান? এরকম ভাগ তো অন্যায় ভাগ। এগুলো তো কেবল কতকগুলো নাম যা তোমাদের পূর্বপূরুষেরা ও তোমরা রেখেছ। আর এর সমর্থনে আল্লাহ্ কোনো দলিল প্রেরণ করেন নি। তোমরা তো অনুমান ও নিজেদের স্বভাবেই অনুসরণ কর, যদিও তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের পথনির্দেশ এসেছে। — ৫০ সুরা নজর : ১৯-২৩

বলো, ‘আমার প্রতিপালক হারায় করেছেন প্রকাশ্য ও গোপন অশীলতাকে, আর পাপাচার ও অসংগত বিরোধিতাকে, আর কোনো কিছুকে আল্লাহর শরিক করা যার সম্পর্কে কোনো দলিল তিনি পাঠান নি, আর আল্লাহ্ সম্বন্ধে এমন কিছু বলা যে-সম্বন্ধে তোমাদের কোনো জ্ঞান নেই।’ — ৭ সুরা আরাফ : ৩৩

আর যারা আমার নিদর্শনসমূহকে প্রত্যাখ্যান করবে ও অহংকারে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে তারাই আগনে বাস করবে, সেখানে তারা থাকবে চিরকাল। যে আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে বা তাঁর নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করে তার চেয়ে বড়ো সীমালঘঘনকারী আর কে? (এ-ধরনের লোক যারা) তাদের কাছে কিতাব থেকে তাদের অংশ পৌছবে, যতক্ষণ না আমি যাদেরকে প্রাণ নেওয়ার জন্য পাঠাই তারা তাদের কাছে আসবে, আর তাদেরকে জিজ্ঞাসা করবে, ‘আল্লাহ্ ছাড়া যাদেরকে তোমরা ডাকতে তারা কোথায়?’ তারা বলবে, ‘তারা তো স’রে পড়েছে। আর তারা স্থীকার করবে যে তারা অবিশ্বাসী ছিল। — ৭ সুরা আরাফ : ৩৬-৩৭

তিনি যখন তাদেরকে এক পূর্ণাঙ্গ সন্তান দেন, তারা তাদেরকে যা-দেওয়া হয় সে-সম্বন্ধে তারা আল্লাহর শরিক করে। কিন্তু তারা যাকে শরিক করে আল্লাহ্ তার চেয়ে অনেক উর্দ্দে। তারা কি এমন কাউকে শরিক করে যারা কিছুই সংষ্টি করে না, বরং ওরা নিজেরাই সংষ্টি? ওরা তাদেরকে সাহায্য করতে পারে না, আর নিজেদেরকেও না।

তোমরা তাদেরকে সৎপথে ডাকলে তারা তোমাদেরকে অনুসরণ করবে না, তোমরা ওদেরকে ডাকে বা না—ই ডাকে তোমাদের পক্ষে উভয়ই সমান।

নিচয়ই আল্লাহ্ ছাড় তোমরা যাদেরকে ডাকে তারা তো তোমাদের মতোই দাস। তোমরা যাদেরকে ডাকে, যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে তারা তোমাদের ডাকে সাড়া দিক। তাদের কি চলার জন্য পা আছে? তাদের কি ধরার জন্য হাত আছে? তাদের কি দেখার জন্য চোখ আছে? বা তাদের কি শোনার জন্য কান আছে?

বলো, ‘তোমরা যাদেরকে আল্লাহ্ অংশী করেছ তাদেরকে ডাকে ও আমার বিরক্তে ষড়যন্ত্র করো, আর আমাকে অবকাশ দিয়ো না। আমার অভিভাবক তো আল্লাহ্ যিনি কিতাব অবস্তীর্ণ করেছেন ও তিনিই সৎকর্মপ্রয়াণদের অভিভাবকত্ব করে থাকেন। আর আল্লাহ্ ছাড় তোমরা যাকে ডাকে তারা তো তোমাদেরকে সাহায্য করতে পাবে না, আর তাদের নিজেদেরকেও না।’

তুমি যদি তাদের সৎপথে ডাকো তবে তারা শুনবে না। আর তুমি দেখতে পাবে যে তারা তোমার দিকে তাকিয়ে আছে, কিন্তু তারা দেখে না। — ৭ সুরা আরাফ : ১৯০-১৯৮

ওরা তো আল্লাহ্ পরিবর্তে অন্য উপাস্য গ্রহণ করেছে এ-আশায় যে, ওরা সাহায্য পাবে। কিন্তু এসব উপাস্য ওদের সাহায্য করতে পারবে না। এসব উপাস্য যাদেরকে ওরা ওদের সাহায্যকারী মনে করে তাদেরকে উপস্থিত করা হবে। তাই ওদের কথা তোমাকে যেন কষ্ট না দেয়। আমি তো জানি যা ওরা গোপন করে, আর যা ওরা প্রকাশ করে। — ৩৬ সুরা ইয়াসিন : ৭৪-৭৬

আকাশ ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব তাঁরই। তিনি কোনো সন্তান গ্রহণ করেন নি। সেই সার্বভৌমত্বে তাঁর কোনো শরিক নেই। তিনি সব কিছু সৃষ্টি করেছেন ও প্রত্যেককে তার যথোচিত প্রকৃতি দান করেছেন। তবুও কি তারা তাঁর পরিবর্তে উপাস্য হিসাবে অন্যকে গ্রহণ করবে যারা কিছুই সৃষ্টি করে না, বরং নিজেই সৃষ্টি; যারা নিজেদের ভালোও করতে পারে না, মন্দও করতে পারে না; যারা জীবন, মৃত্যু ও পুনরুদ্ধানের ওপর কোনো ক্ষমতাও রাখে না? — ২৫ সুরা ফুরকান : ২-৩

আর যেদিন তিনি একত্র করবেন অংশীবাদীদের আর আল্লাহ্ পরিবর্তে ওরা যাদের উপাসনা করতো তাদেরকে, সেদিন তিনি ওদের উপাস্যদেরকে জিঞ্জাসা করবেন, ‘তোমরাই কি আমার এ-দাসদের ভুলিয়েছিলে, না ওরা নিজেরাই পথ ভুলেছিল?’

ওরা বলবে, ‘তুমি তো পবিত্র ও মহান। তোমরা পরিবর্তে আমরা অন্যকে অভিভাবক হিসাবে গ্রহণ করতে পারি না; তুমিই তো এদের ও এদের পিতৃপুরুষদেরকে ভোগসন্তান দিয়েছিলে; অবশেষে ওরা তোমাকে ভুলে গিয়েছিল ও এক ধর্সপ্রাপ্ত জাতিতে পরিণত হয়েছিল।’

আল্লাহ্ অংশীবাদীদেরকে বলবেন, ‘তোমরা যা বলতে ওরা তা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে। তাই তোমরা শাস্তি ঠেকাতে পারবে না, সাহায্যও পাবে না। তোমাদের মধ্যে যে সীমালজ্বন করবে আমি তাকে মহাশাস্ত্রির স্বাদ নেওয়াব।’ — ২৫ সুরা ফুরকান : ১৭-১৯

তুমি কি দেখ না তাকে যে তার কামনা-বাসনার উপাসনা করে? তবুও কি তুমি তার জন্য ওকালতি করবে? — ২৫ সুরা ফুরকান : ৪৩

তিনি রাত্রিকে দিনে পরিষত করেন ও দিনকে পরিষত করেন রাত্রিতে। তিনি সূর্য ও চন্দ্রকে নিয়ন্ত্রণাধীন করেন। প্রত্যেকে আবর্তন করে এক নির্দিষ্টকাল। তিনিই আল্লাহ্ তোমাদের প্রতিপালক। সার্বভৌমত্ব আল্লাহ্ রয়। আর তোমরা আল্লাহ্ পরিবর্তে যাদেরকে ডাক তারা তো অতি তুচ্ছ, কিছুই অধিকারী নয়। তোমরা তাদেরকে ডাকলে তারা তোমাদের ডাক শুনবে না, আর শুনলেও সে-ডাকে সাড়া দেবে না। তোমরা তাদেরকে যে শরিক করেছ তা ওরা কিয়ামতের দিন অঙ্গীকার করবে। অবিশ্বাসীদের সম্পর্কে সর্বজ্ঞ আল্লাহ্ র ন্যয় কেউই তোমাকে জানাতে পারে না। — ৩৫ সুরা ফাতির : ১৩-১৪

বলো, ‘তোমরা আল্লাহ্ পরিবর্তে যাদেরকে ডাকে সেসব অংশীদারের (দেবদেবীদের) কথা ভেবে দেখেছো কি ? তারা পৃথিবীতে কিছু সৃষ্টি করে থাকলে আমাকে দেখাও অথবা আকাশসৃষ্টিতে ওদের কোনো অংশ আছে কি ? না আমি তাদেরকে এমন কোনো কিতাব দিয়েছি যার ওপর তা নির্ভর করে ? সীমালঞ্জনকারীরা তো একে অপরকে মিথ্যা প্রতিশ্রূতি দিয়ে থাকে !’ — ৩৫ সুরা ফাতির : ৪০

আর পথভ্রষ্টদের জন্য খোলা হবে জাহানাম। ওদেরকে বলা হবে ‘তারা কোথায় আল্লাহ্ পরিবর্তে তোমরা যাদের উপাসনা করতে ? ওরা কি তোমাদের সাহায্য করতে আসবে ? না কি ওরা নিজেদেরই রক্ষা করতে পারবে ?’

তারপর ওদেরকে ও পথভ্রষ্টদেরকে মুখ নিচু করে জাহানামে ঢোকানো হবে। আর ইবলিসবাহিনী সবাইকে ! ওরা সেখানে তর্কে মেতে বলবে : ‘আল্লাহ্ র শপথ ! আমরা তো তখন স্পষ্ট বিভাস্তিতেই ছিলাম যখন আমরা তোমাদেরকে বিশুভগতের প্রতিপালকের সমকক্ষ গণ্য করতাম। আমাদেরকে দৃঢ়ত্বকারীরা বিভাস্ত করেছিল। অবশ্যে আমাদের কোনো সুপারিশকারী নেই, আর নেই কোনো সহদয় বক্ষুও। হায় ! যদি আমাদের একবার ফিরে যাওয়ার সুযোগ ঘটতো তাহলে আমরা বিশ্বাসী হয়ে যেতাম !’ এর মধ্যে তো নির্দশন রয়েছে ; কিন্তু ওদের অধিকাংশই বিশ্বাস করে না। তোমার প্রতিপালক, তিনি তো পরাক্রমশালী, পরম দয়াময়। — ২৬ সুরা শোআরা : ১১-১০৮

অতএব তুমি অন্য কোনো উপাস্যকে আল্লাহ্ র শরিক কোরো না ; করলে তুমি শাস্তি পাবে। — ২৬ সুরা শোআরা : ২১৩

বলো, ‘প্রশংসা আল্লাহ্ রই ! আর শাস্তি তাঁর মনোনীত দাসদের ওপর। শ্রেষ্ঠ কে ? — আল্লাহ্, না ওরা যাদের শরিক করে তারা ? না তিনি, যিনি সৃষ্টি করেছেন আকাশ ও পৃথিবী, আর আকাশ থেকে তোমাদের জন্য বারিবর্ষণ করেন, তারপর তা-ই দিয়ে সৃষ্টি করেন মনোরম উদ্যান যার গাছপালা গজাবার ক্ষমতা তোমাদের নেই। আল্লাহ্ র সঙ্গে কোনো উপাস্য আছে কি ? তবুও ওরা এমন এক সম্প্রদায় যারা সত্য থেকে দূরে স'রে যায়। — ২৭ সুরা নমল : ৫৯-৬০

আর সেদিন ওদেরকে ডেকে বলা হবে, ‘তোমার যাদেরকে (আমার) অংশী গণ্য করতে, তারা কোথায় ?’

যাদের জন্য শাস্তি অবধারিত হয়েছে তারা বলবে, ‘হে আমাদের প্রতিপালক ! যাদেরকে আমরা পথভ্রষ্ট করেছিলাম, এরা তারা। এদেরকে আমরা বিভাস্ত করেছিলাম যেমন আমরা (নিজেরাও) বিভাস্ত হয়েছিলাম। আপনার কাছে আমাদের নিবেদন এই যে, এদের জন্য আমরা দায়ী নই। এরা তো কেবল আমাদেরই প্রজ্ঞা করতো না।’

ওদের বলা হবে, ‘তোমাদের দেবতাদের ডাকো !’ তখন ওরা তাদেরকে ডাকবে। কিন্তু তারা ওদের ডাকে সাড়া দেবে না। তখন তারা শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে। হায়, এরা যদি সংপথ অনুসরণ করত !

আর সেদিন আল্লাহ্ তাদেরকে ডেকে বলবেন, ‘তোমরা রসূলদেরকে কি জবাব দিয়েছিলে ?’ সেদিন তাদের আত্মপক্ষ সমর্থনে কিছুই বলার থাকবে না। আর তারা একে অপরকে জিঞ্জাসাবাদও করতে পারবে না। তবে যে তওবা করে ও সংকাজ করে, সে সফলকাম হবে।

তোমার প্রতিপালক যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন ও যাকে ইচ্ছা মনেন্নীত করেন, এতে ওদের কেনো হাত নেই। আল্লাহ্ পবিত্র, মহান, আর ওরা যাকে (তাঁর) শরিক করে তিনি তার উর্ধ্বে। ওদের অন্তর যা গোপন করে ও যা প্রকাশ করে, তোমার প্রতিপালক তা জানেন। — ২৮ সুরা কাসাস : ৬২-৬৯

সেদিন ওদেরকে ডেকে বলা হবে, ‘তোমরা যাদেরকে আমার শরিক গণ্য করতে তারা কোথায় ?’ প্রত্যেক সম্প্রদায় থেকে আমি একজন সাক্ষী দাঁড় করাব ও বলব, ‘তোমাদের প্রয়াণ উপস্থিতি করো !’ তখন ওরা জানতে পারবে উপাস্য হওয়ার অধিকার আল্লাহ্ ই, আর ওরা যা বানিয়েছিল তা মিথ্যা প্রতিপন্ন হবে !’ — ২৮ সুরা কাসাস : ৭৪-৭৫

বলো, ‘ওদের কথামতো যদি তাঁর সঙ্গে আরও উপাস্য থাকতো তবে তারা আরশের অধিপতির সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার উপায় খুঁজত !’ — ১৭ সুরা বনি ইস্রাইল : ৪২

বলো, ‘তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত যাদেরকে উপাস্য মনে কর তাদেরকে ডাকো, ডাকলে দেখবে তোমাদের দুঃখদৈন্য দূর করার বা তা পরিবর্তন করার শক্তি ওদের নেই !’ ওরা যাদেরকে ডাকে তাদের মধ্যে যারা নিকটতর তারাই তো তাদের প্রতিপালকের নৈকট্যলাভের উপায় খোঁজে, তাঁর দয়া প্রত্যাশা করে ও তাঁর শাস্তিকে ভয় করে। তোমার প্রতিপালকের শাস্তি তো ভয়বহু। — ১৭ সুরা বনি ইস্রাইল : ৫৬-৫৭।

ওরা আল্লাহ্ ছাড়া যার উপাসনা করে তা তাদের ক্ষতি করে না, উপকারণ করে না। ওরা বলে, ‘এগুলো আল্লাহ্ কাছে আমাদের সুপারিশকারী !’

বলো, ‘তোমরা কি আল্লাহকে আকাশ ও পৃথিবীর এমন কিছুর সংবাদ দেবে যা তিনি জানেন না ? তিনি পবিত্র, মহান !’ আর তারা যাকে শরিক করে তিনি তার উর্ধ্বে। — ১০ সুরা ইউনুস : ১৮

আর যেদিন আমি ওদের সকলকে একত্র করে অংশীবাদীদেরকে বলব, ‘তোমরা ও তোমরা যাদের শরিক করেছিলে তারা নিজের নিজের জ্ঞায়গায় থাকো !’ আমি ওদের একজনকে আর-একজনের কাছ থেকে পথক করে দেব। আর ওরা যাদের শরিক করেছিল তারা বলবে, ‘তোমরা তো আমাদের উপাসনা করতে না। আল্লাহ্ আমাদের ও তোমাদের মধ্যকার ব্যাপারে সাক্ষী হিসাবে যথেষ্ট। তোমরা যে আমাদের উপাসনা করতে এ-বিষয়ে আমরা তো খোঁজল করি নি !’

সেদিন তাদের প্রত্যেককে তার পূর্ব কৃতকর্ম সম্বন্ধে জানানো হবে ও তাদের প্রকৃত অভিভাবক আল্লাহ্ কাছে তাদের ফিরিয়ে আনা হবে ; আর তাদের বানানো মিথ্যা তাদের কাছ থেকে সরে যাবে।

বলো, 'কে তোমাদেরকে আকাশ ও পৃথিবী থেকে জীবনের উপকরণ সরবরাহ করেন, বা শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি কার কর্তৃত্বাধীন, কে মৃত থেকে জীবিত বের করেন আর সকল বিষয় নিয়ন্ত্রণ করেন ?'

তখন তারা বলবে, 'আল্লাহ !'

বলো, 'ত্বরও কি তোমরা সাবধান হবে না ?' তিনিই আল্লাহ, তোমাদের সত্য প্রতিপালক। সত্য ত্যাগ করার পর বিভ্রান্তি ছাড়া আর কী থাকে ? সুতরাং তোমরা কোথায় চালিত হচ্ছ ?'

এভাবে সত্যত্যাগীদের সম্পর্কে তোমার প্রতিপালকের এ-বাণী 'তারা বিশ্বাস করবে না', সত্য প্রতিপন্ন হয়েছে।

বলো, 'তোমরা যাদেরকে শরিক কর তাদের মধ্যে কি কেউ আছে যে, সৃষ্টিকে অস্তিত্ব এনে পরে তার পুনরাবর্তন ঘটাতে পারে ?'

বলো, 'আল্লাহই সৃষ্টিকে অস্তিত্বে আনেন ও পরে তার পুনরাবর্তন ঘটান, সুতরাং তোমরা কেমন করে বিভ্রান্ত হচ্ছ সত্য থেকে ?'

বলো, 'তোমরা যাদেরকে শরিক কর তাদের মধ্যে কি কেউ আছে যে সত্যের পথ নির্দেশ করে ?' বলো, 'আল্লাহই সত্যের পথনির্দেশ করেন !'

যিনি সত্যের হাদিস দেন তিনি অনুসরণের হকদার, না সে যে কোনো পথ না দেখালে কোনো পথ পায় না ? তোমাদের কী হয়েছে ? তোমরা কীভাবে বিচার করে থাক ? ওদের অধিকাংশ অনুমানেরই অনুসরণ করে। সত্যের পরিবর্তে অনুমান কোনো কাজে আসে না। ওরা যা করে নিশ্চয় আল্লাহই সে বিষয়ে ভালো করেই জানেন। — ১০ সুরা ইউনুস : ২৮-৩৬

জেনে রাখো ! যারা আকাশে আছে ও যারা পৃথিবীতে আছে তারা আল্লাহরই। যারা আল্লাহ ছাড়া (ত্যাগ) শরিকদের যারা ডাকে, তারা কিসের অনুসরণ করে ? তারা তো শুধু অনুমানেরই অনুসরণ করে, আর তারা শুধু মিথ্যাই বলে। — ১০ সুরা ইউনুস : ৬৬

আকাশ ও পৃথিবীতে অনেক নির্দেশন রয়েছে। তারা এসব দেখে, কিন্তু তারা এসবের প্রতি উদাসীন। তাদের অধিকাংশই আল্লাহয় বিশ্বাস করে না তাঁর শরিক না করে। তবে কি আল্লাহর সর্বগুণী শাস্তি থেকে বা তাদের অজ্ঞানে কিয়ামতের হঠাতে উপস্থিতি থেকে তারা নিরাপদ ?

বলো, 'এ-ই আমার পথ : আল্লাহর দিকে মানুষকে আমি ডাকি, আমি ও আমার অনুসারীরা সঙ্গানে বিশ্বাস করি, আল্লাহ মহিমময়, আর যারা আল্লাহর শরিক করে আমি তাদের অস্তর্ভুক্ত নই !' — ১২ সুরা ইউসফু : ১০৫-১০৮

অতএব তোমাকে যে-বিষয়ে আদেশ করা হয়েছে তা প্রকাশ্যে প্রচার করো আর অংশীবাদীদের উপেক্ষা করো। যারা বিজ্ঞপ্ত করে তাদের বিকল্পে তোমার জন্য আমিই যথেষ্ট। যারা আল্লাহর সাথে অন্য উপাস্য গ্রহণ করে তারা শৈঘ্ৰই তার পরিণাম জানতে পারবে। — ১৫ সুরা হিজর : ৯৪-৯৬

প্রশংস্য আল্লাহরই যিনি আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন আর সৃষ্টি করেছেন অঙ্ককার ও আলো। এ সত্ত্বেও অবিশ্বাসীরা তাদের প্রতিপালকের সমকক্ষ দাঁড় করায়। — ৬ সুরা আনআম : ১

...বলো, ‘তিনি এক উপাস্য আর তোমরা যে (তাঁর) শরিক করো আমি তাতে নেই। — ৬ সুরা আন্তাম : ১৯

আর যে-ব্যক্তি আল্লাহু সম্বৰ্জে মিথ্যা রচনা করে বা তাঁর নির্দশনকে প্রত্যাখ্যান করে তার চেয়ে বড়ো সীমালজ্বনকারী কে? সীমালজ্বনকারীরা অবশ্যই সফলকাম হবে না। আর যেদিন তাদের সকলকে একত্র করা হবে সেদিন আমি অংশীবাদীদেরকে বলবো, ‘যাদের তোমরা আমার শরিক মনে করতে তারা আজ কেথায়? তখন তাদের এ বলা ছাড়া অন্য কোনো অজ্ঞাত থাকবে না যে, ‘আমাদের প্রতিপালক আল্লাহুর শপথ! আমরা তো অংশীবাদী ছিলাম না।’ দেখো, তারা নিজেরাই নিজেদের কীভাবে মিথ্যবাদী প্রতিপন্থ করে আর তারা যে মিথ্যা রচনা করতো তা কীভাবে তাদের জন্য নিষ্ফল হয়ে যায়। — ৬ সুরা আন্তাম : ২১-২৪

বলো, ‘কে তোমাদেরকে উদ্ধার করে যখন তোমরা স্থল বা সমুদ্রের অঙ্ককার থেকে কাতরভাবে ও গোপনে তাঁর নিকট অনুনয় কর, ‘আমাদেরকে এর থেকে উদ্ধার করলে আমরা অবশ্যই কৃতজ্ঞের শামিল হবো।’ বলো, ‘আল্লাহই তোমাদেরকে তার থেকে এবং সমস্ত দুষ্টকষ্ট থেকে উদ্ধার করেন। এসঙ্গেও তোমরা তাঁর শরিক কর। — ৬ সুরা আন্তাম : ৬৩-৬৪

এ আল্লাহুর পথ। নিজের দাসদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তিনি এ-পথে পরিচালিত করেন। তারা যদি (তাঁর) শরিক করতো, তবে তাদের কৃতকর্ম নিষ্ফল হতো। — ৬ সুরা আন্তাম : ৮

তোমরা আমার কাছে নিঃসঙ্গ অবস্থায় এসেছো যেমন প্রথমে তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছিলাম। তোমাদেরকে যা দিয়েছিলাম তা তোমরা পেছনে ফেলে এসেছো। তোমরা যাদের অংশী করতে সেই সুপারিশকারীদেরকেও তোমাদের সাথে দেখছি না। তোমাদের মধ্যকার সম্পর্ক অবশ্য ছির হয়েছে, আর তোমরা যা ধারণা করেছিলে তাও নিষ্ফল হয়েছে। — ৬ সুরা আন্তাম : ৯৪

আর তারা জিনকে আল্লাহুর শরিক করে, অথচ তিনিই জিনদেরকে সৃষ্টি করেছেন। আর ওরা অজ্ঞানতাবশত আল্লাহুর প্রতি পুত্রকন্যা আরোপ করে। তিনি মহিমান্বিত। আর ওরা যা বলে তিনি তার উর্ধ্বে। তিনি আকাশ ও পথিবীর সুষ্ঠা, তাঁর সন্তান হবে কিভাবে? তাঁর তো কোনো শ্রেণী নেই। তিনিইতো সমস্ত সৃষ্টি করেছেন ও সব জিনিসই তিনি ভালো করে জানেন। — ৬ সুরা আন্তাম : ১০০-১০১

আর যাতে আল্লাহুর নাম নেওয়া হয় নি, তা তোমরা খেয়ো না; তা তো অনাচার। আর শৱতান তো তার বন্ধুদেরকে তোমাদের সাথে বিবাদ করতে উস্কানি দেয়। যদি তোমরা তাদের কথামেতো চল তবে তোমরা তো অংশীবাদী হয়ে যাবে। — সুরা আন্তাম ৬ : ১২১

যারা শিরুক করেছে তারা বলবে, ‘আল্লাহু যদি ইচ্ছা করতেন তবে আমরা ও আমাদের পূর্বপুরুষরা শিরুক করতাম না এবং কোনোকিছুই নিষিদ্ধ করতাম না?’ এভাবে তাদের পূর্ববর্তীরাও প্রত্যাখ্যান করেছিল, শেষে তারা আমার শাস্তি ভোগ করেছিল। বলো, ‘তোমাদের কাছে কোনো প্রমাণ আছে কি? থাকলে আমার কাছে তা পেশ কর। তোমরা শুধু কল্পনার অনুসরণ কর, শুধু মিথ্যাই বলো।’ — ৬ সুরা আন্তাম : ১৪৮

বলে, ‘এসো, তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের জন্য যা হারাম করেছেন তা তোমাদের আমি পড়ে শোনাই। তা এই : তোমরা তাঁর কোনো শরিক করবে না ...’ — ৬ সুরা আন্নাম : ১৫১

বলো, ‘আল্লাহর পরিবর্তে তোমরা যাদেরকে উপাস্য মনে করতে, তোমরা তাদেরকে ডাকো। ওরা আকাশ ও পৃথিবীতে অগুপ্রিমাণও কিছুর মালিক নয় এবং এতে ওদের কোনো অংশও নেই। আর ওরা আল্লাহর কাজে সাহায্যও করে না।’ — ৩৪ সুরা সাবা : ২২

বলো, ‘তোমরা যাকে আল্লাহর শরিক ঠিক করেছ, তাদেরকে আমাকে দেখাও।’ বরং তাঁর কোনো অংশী নেই, আল্লাহ তো শক্তিমান তত্ত্বজ্ঞনী। — সুরা সাবা ৩৪ : ২৭

সুরণ কর, লুকমান উপদেশের ছলে তার পুত্রকে বলেছিল, ‘হে বৎস ! আল্লাহর কোনো অংশী কোরো না। আল্লাহর অংশী করা তো চরম সৌমলভ্যন।’ — ৩১ সুরা লোকমান : ১৩

তোমার পিতামাতা যদি তোমাকে আমার শরিক করাতে পীড়াপীড়ি করে, যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই, তুমি তাদের কথা মানবে না। তবে পৃথিবীতে তাদের সঙ্গে সঞ্চাবে বসবাস করবে...। — ৩১ সুরা লোকমান : ১৫

জেনে রাখো, একনিষ্ঠ আনন্দগত্য আল্লাহরই প্রাপ্য। যারা আল্লাহর পরিবর্তে অন্যকে অভিভাবক হিসাবে গৃহণ করে তারা বলে ‘আমরা এদের পুঁজো এ জন্যই করি যে এরা আমাদেরকে আল্লাহর কাছাকাছি পৌছে দেবে।’ ওরা যে বিষয়ে নিজেদের মধ্যে মতভেদ করছে আল্লাহ, তার ফয়সালা করে দেবেন। যে মিথ্যবাদী ও অবিশ্঵াসী আল্লাহ, তাকে সংপথে পরিচালনা করেন না। — ৩৯ সুরা জুমার : ৩

বলো, ‘হে মৰ্য্যাদা ! তোমরা কি আমাকে আল্লাহ ভিন্ন অন্যের দাসত্ব করাতে বলছ ?’ তোমার প্রতি ও তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি অবশ্যই প্রত্যাদেশ এসেছে, ‘আল্লাহর শরিক করলে তোমার কর্ম হবে নিষ্ফল ও তুমি হবে ক্ষতিগ্রস্তদের একজন। অতএব তুমি আল্লাহর দাসত্ব করো ও কৃতজ্ঞদের অস্তর্ভুক্ত হও।’ — ৩৯ সুরা জুমার : ৬৪-৬৬

বলো, ‘আমি তো তোমাদের ঘটোই একজন মানুষ। আমার ওপর প্রত্যাদেশ হয়েছে যে তোমাদের উপাস্য একমাত্র আল্লাহ। তাই তাঁরই পথ অবলম্বন করো ও তাঁরই কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো। দুর্ভোগ অংশীবাদীদের জন্য যারা জ্ঞাকাত দেয় না ও পরকালে বিশ্বাস করে না।’ — ৪১ সুরা হা-মিম-সিজদা : ৬-৭

... যেদিন আল্লাহ ওদেরকে ডেকে বলবেন, ‘আমার শরিকরা কোথায় ?’ তখন ওরা বলবে, ‘আপনার কাছে আমরা নিবেদন করছি, এ-ব্যাপারে আমরা কিছুই জানি না।’ পূর্বে ওরা যাদের ডাকত তারা অদৃশ্য হয়ে যাবে আর অংশীবাদীরা বুঝতে পারবে যে, ওদের নিষ্ক্রিয় কোনো উপায় নেই। — ৪১ সুরা হা-মিম-সিজদা : ৮৭-৮৮

তুমি কি ওদেরকে লক্ষ কর না যারা আল্লাহর নির্দশন সম্পর্কে বিতর্ক করে ? ওরা কেথায় ফিরে যাচ্ছে ? ওরা কিতাব ও আমার রস্তাদেরকে যা দিয়ে প্রেরণ করেছিলাম তা অঙ্গীকার করে ! তাই শীঘ্ৰই ওরা জানতে পারবে যখন ওদের গলায় পড়বে বেড়ি ও শিকল। ওদের টেনে নিয়ে যাওয়া হবে ফুট্টস্ট পানিতে। তারপর আগনুন ওদের পোড়ানো হবে। পরে ওদের বলা হবে “আল্লাহ ছাড়ি যাদের তোমরা তাঁর শরিক করতে তারা কোথায় ?”

তারা বলবে, ‘তারা তো আমাদের কাছ থেকে অদ্শ্য হয়েছে। আগে আমরা তো এমন কিছুকে ডাকি নি যার কোনো সন্তা ছিল?’ এভাবে আল্লাহ্ অবিশ্বাসীদেরকে বিভ্রান্ত করেন। (ওদের বলা হবে) এ এজন্য যে, তোমরা পৃথিবীতে অযথা ফুর্তি ও দেমাক করতে। — ৪০
সুরা মুমিন : ৬৯-৭৫

... তুমি অংশীবাদীদেরকে যার কাছে ডাকছ তা তাদের কাছে বড় কঠিন বলে মনে হয়।
— ৪২ সুরা শুরা : ১৩

এদের কি এমন কঠকগুলো অংশীদার (দেবতা) আছে যারা এদের জন্য বিধান দিয়েছে এমন ধর্মের, যার অনুমতি আল্লাহ্ এদেরকে দেন নি? কিয়ামতের ঘোষণা না থাকলে, এদের বিষয়ে তো মীমাংসা হয়েই যেত। নিশ্চয়ই সীমালভনকারীদের জন্য মারাত্মক শাস্তি রয়েছে।
— ৪২ সুরা শুরা : ২১

ওরা তাঁর (আল্লাহ্) দাসদের মধ্য থেকে কাউকে-কাউকে তাঁর (সন্তার) অংশ গণ্য করে। মানুষ তো স্পষ্টই অকৃতজ্ঞ। তিনি তাঁর সৃষ্টি থেকে নিজের জন্য কন্যাসন্তান গ্রহণ করেছেন, আর তোমাদের জন্য নির্ধারিত করেছেন পুত্রসন্তান? ওরা করুণাময় আল্লাহ্ প্রতি যা আরোপ করে ওদের কাউকে সে-সংবাদ দিলে তার মুখ কালো হয়ে যায় আর সে অসহনীয় মনের দুঃখে কষ্ট পায়। যে অলংকারমণ্ডিত হয়ে লালিতপালিত ও যুক্তি প্রদর্শনে অসমর্থ তাকে কি ওরা আল্লাহ্ সাথে শরিক করে? আর ওরা কি করুণাময় আল্লাহ্ দাস ফেরেশতাদেরকে নারী বলে গণ্য করে? তাদেরকে সৃষ্টি করা কি ওরা প্রত্যক্ষ করেছিল? ওদের (এসব) কথা লেখা থাকবে ও ওদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। ওরা বলে, ‘করুণাময় আল্লাহ্ ইচ্ছা না করলে আমরা এদের পূজা করতাম না? এ বিষয়ে ওদের কোনো জ্ঞান নেই। ওরা তো কেবল মিথ্যাই বলে।’ — ৪৩ সুরা জুখুরুফ : ১৫-২০

যে-ব্যক্তি আল্লাহ্ পরিবর্তে এমন কিছুকে ডাকে যাকে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত ডাকলেও সাড়া দেবে না, তার চেয়ে বড় বিভ্রান্ত আর কে? আর তারা তো ওদের প্রার্থনা সম্বন্ধেও অবহিত নয়। যখন কিয়ামতের দিন মানুষকে একত্র করা হবে তখন তারা হবে ওদের শত্রু, আর তারা অস্বীকার করবে তাদের উপাসনা। — ৪৬ সুরা আহকাফ : ৫-৬

... তিনি কাউকেই নিজের কর্তৃত্বের শরিক করেন না। — ১৮ সুরা কাহাফ : ২৬

আর যেদিন তিনি বলবেন, ‘তোমরা যাদেরকে আমার শরিক মনে করতে তাদেরকে ডাকো।’ — ওরা তখন তাদেরকে ডাকবে কিন্তু তারা ওদের ডাকে সাড়া দেবে না। আর ওদের মাঝখানে রেখে দেব এক ধৰ্মের গহবর। অপরাধীরা আগুন দেখে বুঝবে যে ওদেরকে সেখানে ফেলা হবে এবং তার থেকে ওদের কোনো পরিত্রাণ নেই। — ১৮ সুরা কাহাফ : ৫২-৫৩

আল্লাহ্ আদেশ আসবেই। সুতরাং তা ত্বরান্বিত করতে চেয়ো না। তিনি মহিমান্বিত এবং ওরা যাকে শরিক করে তিনি তো তার উর্ধ্বে। ‘আমি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, সুতরাং আমাকেই ভয় কর’ — এই মর্মে সতর্ক করার জন্য তিনি তাঁর ইচ্ছানুযায়ী তাঁর দাসদের মধ্যে যার ওপর ইচ্ছা প্রত্যাদেশ দিয়ে ফেরেশতা পাঠান। তিনি যথাবিধি আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। ওরা যাকে শরিক করে তিনি তো তার উর্ধ্বে। — ১৬ সুরা নাহল : ১-৩

ওরা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য যাদের ডাকে তারা কিছুই সৃষ্টি করে না, তাদেরকেই সৃষ্টি করা হয়। তারা নিষ্পাগ, নির্জীব। আর পুনরুত্থান করে হবে সে-বিষয়ে তাদের কোনো চেতনা নেই।

— ১৬ সুরা নাহল : ২০-২১

পরে কিয়ামতের দিনে তিনি ওদেরকে অপদস্থ করবেন ও বলবেন, ‘কোথায় তোমাদের সেসব শরিক যাদের নিয়ে তর্কাতর্কি করতে?’ যাদের জ্ঞান দেওয়া হয়েছিল তারা বলবে, ‘আজ অবিশ্বাসীদের অপমান ও অমঙ্গল...’ — ১৬ সুরা নাহল : ২১

অংশীবাদীরা বলবে, ‘আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে আমাদের পিতৃগুরুমেরা ও আমরা তাঁকে ছাড়া অপর কিছুর উপাসনা করতাম না আর তাঁর আদেশ ছাড়া আমরা কোনো নিষিদ্ধ কাজ করতাম না।’ ওদের পূর্ববর্তীরা এমনই করতো। রসূলদের কর্তব্য তো কেবল স্পষ্ট বাণী প্রচার করা। — ১৬ সুরা নাহল : ৩৫

আর ওরা কি উপাসনা করবে আল্লাহ্ ছাড়া তাদের, যাদের আকাশ বা পৃথিবী থেকে কোনো জীবনের উপকরণ সরবরাহ করবার শক্তি নেই! আর ওরা তো কিছুই করতে সক্ষম নয়। তাই, আল্লাহ্ কোনো সদৃশ স্থির কোরে না। নিশ্চয় আল্লাহ্ জানেন, তোমরা তো জান না। — ১৬ সুরা নাহল : ৭৩-৭৪

অংশীবাদীগণ যাদেরকে আল্লাহ্ শরিক করেছিল যখন তাদেরকে দেখবে তখন তারা বলবে, ‘হে আমাদের প্রতিপালক! এরাই তারা যাদেরকে আমরা তোমার শরিক করেছিলাম, যাদেরকে আমরা তোমার পরিবর্তে ডাকতাম।’

এর উভয়ে তারা যাদেরকে শরিক করা হয়েছিল বলবে, ‘তোমরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী! সেদিন তারা আল্লাহ্ কাছে আত্মসমর্পণ করবে আর তারা যে মিথ্যা উত্তোলন করত তা তাদের জন্য নিষ্ফল হবে। আমি অবিশ্বাসীদের ও আল্লাহ্ পথে বাধাদানকারীদের শাস্তির পর শাস্তি বাড়াবো; কারণ তারা তো অশাস্তি সৃষ্টি করত।’ — ১৬ সুরা নাহল : ৮৬-৮৮

ওর (শ্যতানের) আধিপত্য তো কেবল তাদেরই ওপর যারা ওকে অভিভাবকরাপে গ্রহণ করে ও যারা (আল্লাহ্) শরিক করে। ১৬ নাহল : ১০০

ওরা মাটি থেকে তৈরি যেসব দেবতা গ্রহণ করেছে সেগুলো কি মৃতকে জীবিত করতে পারে? যদি আল্লাহ্ ছাড়া আকাশ ও পৃথিবীতে অন্যান্য উপাস্য থাকত তবে উভয়ই ধ্বংস হয়ে যেত। তাই ওরা যা বলে তার থেকে আরশের অধিপতি আল্লাহ্ তো পবিত্র, মহান। তিনি যা করেন সে-বিষয়ে তাঁকে প্রশ্ন করা হবে না, বরং ওদেরকেই প্রশ্ন করা হবে। ওরা কি তাঁকে ছাড়া বহু উপাস্য গ্রহণ করেছে?

বলো, ‘তোমরা তোমাদের প্রমাণ উপস্থিত করো। আমার সঙ্গে যারা আছে তাদের জন্য এই-ই উপদেশ। আর এ-ই উপদেশ ছিল পূর্ববর্তীদের জন্য।’

কিন্তু ওদের অধিকাশ্চই আসল সত্য জানে না। ফলে ওরা মুখ ফিরিয়ে নেয়। ‘আমি ছাড়া অন্য কোনো উপাস্য নেই, তাই আমারই উপাসনা কর’ – এই প্রত্যাদেশ ছাড়া আমি তোমার পূর্বে কোনো রসূল পাঠাই নি।

ওরা বলে ‘করুণায় সন্তান গ্রহণ করেছেন!’ তিনি তো পবিত্র মহান, বরং (যাদের আল্লাহ্ সন্তান বলা হয়) তারা তো তাঁর সম্মানিত দাস। তারা আগ বাড়িয়ে কথা বলে না। তাঁরা তার আদেশ অনুসরেই কাজ করে। — ২১ সুরা আম্বিয়া : ২১-২৭

অবিশ্বাসীরা যখন তোমাকে দেখে তখন ওরা তোমাকে কেবল বিজ্ঞপেই গ্রহণ করে। ওরা বলে, ‘একি সে যে তোমাদের দেবদেবীদের সমালোচনা কারো?’ ওরাই তো করুণাময়ের কোনো উল্লেখ করলে বিরোধিতা করে। — ২১ সুরা আমিয়া : ৩৬

বলো, ‘রাত্রিতে বা দিনে রহমান (করুণাময়) থেকে কে তোমাদেরকে রক্ষা করবে?’ তবুও ওরা ওদের প্রতিপালকের সুরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। তবে কি আমাকে ছাড়া ওদের এমন দেবদেবী আছে যারা ওদের রক্ষা করতে পারে। তারা তো নিজেদেরকেই সাহায্য করতে পারে না, আর আমার বিরুদ্ধে তাদেরকে কেউই সাহায্য করবে না। — ২১ সুরা আমিয়া : ৪২-৪৩

তোমরা এবং আল্লাহর পরিবর্তে তোমরা যাদের উপাসনা কর সেগুলো তো জাহানামের ইকন। তোমরাই সেখানে প্রবেশ করবে। যদি ওরা উপাস্যই হতো তবে ওরা জাহানামে প্রবেশ করত না। ওরা সকলে সেখানেই চিরকাল থাকবে। সেখানে অংশীবাদীরা চিৎকার করবে আর সেখানে ওরা কিছুই শুনতে পাবে না। — ২১ সুরা আমিয়া : ৯৮-১০০

আল্লাহ কোনো সন্তান গ্রহণ করেন নি। আর তাঁর সঙ্গে কোনো উপাস্য নেই। যদি থাকত, তবে প্রত্যেক উপাস্য নিজ নিজ সৃষ্টি নিয়ে পথক হয়ে পড়ত ও একে অপরের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করতে চাহিত। ওরা যা বলে তার চেয়ে আল্লাহ পবিত্র, মহান। তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্যের পরিষ্কার। ওরা যাকে শরিক করে তিনি তো তার উর্ধ্বে। — ২৩ সুরা মুমিনুন : ১১-১২

ওরা যাদের অংশীদার করেছে তারা ওদের হয়ে সুপারিশ করবে না। আর ওরাও অস্থীকার করবে ওদের দেবদেবীকে। — ৩০ সুরা রাম : ১৩

বিশুদ্ধচিত্তে তাঁর দিকে মুখ ফেরাও ; তাঁকেও ভয় করো। নামাজ কায়েম করো ও অংশীবাদীরে অস্তর্ভুক্ত হয়ো না, যারা ধর্ম সম্বন্ধে নানামতের সৃষ্টি করেছে ও বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়েছে। প্রত্যেক দলই তাদের নিজনিজ মতবাদ নিয়ে সন্তুষ্ট।

মানুষকে যখন দুঃখদৈন্য স্পর্শ করে তখন ওরা বিশুদ্ধচিত্তে ওদের প্রতিপালককে ডাকে। তারপর তিনি যখন ওদের ওপর অনুগ্রহ করেন তখন ওদের একদল ওদের প্রতিপালকের শরিক করে থাকে, ওদের আমি যা দিয়েছি তা অস্থীকার করার জন্য। ভোগ করে নাও তোমরা। শীঘ্ৰই (এর পরিপতি) জানতে পারবে। আমি কি ওদের কাছে এমন কোনো দলিল অবতীর্ণ করেছি যা ওদেরকে আমার শরিক করতে বলে?’ — ৩০ সুরা রাম : ৩১-৩৫

আল্লাহই তোমাদের সৃষ্টি করেছেন, তারপর তোমাদেরকে জীবনের উপকরণ দিয়েছেন। তিনি তোমাদের মতৃ ঘটাবেন, এবং পরে জীবিত করবেন। তোমরা যাদেরকে শরিক করো তাদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি, যে এসবের কোনো-একটাও করতে পারে? ওরা যাদের শরিক করে আল্লাহ তার চেয়ে পবিত্র, মহান!’ — ৩০ সুরা রাম : ৮০

বলো, ‘তোমরা পথ্যবীতে সফর কর ও দেখ তোমাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কী হয়েছে? ওদের অধিকাঙ্গই ছিল অংশীবাদী।’ — ৩০ সুরা রাম : ৪২

আমি মানুষকে তার মাতাপিতার সাথে সম্বৰহার করতে নির্দেশ দিয়েছি, তবে ওরা যদি তোমাকে আমার সঙ্গে এমন কিছু শরিক করতে বাধ্য করে যার সম্পর্কে তোমার কোনো জ্ঞান নেই, তুমি তাদের কথা মন্বে না। — ২৯ সুরা আনকাবুত : ৮

যারা আল্লাহর পরিবর্তে অন্যকে অভিভাবকরাপে গ্রহণ করে তাদের উপমা মাকড়সা। সে নিজের জন্য বাসা তৈরি করে, অথচ ঘরের মধ্যে মাকড়সার বাসাই দুর্বলতম, অবশ্য যদি ওরা তা জানত। ওরা আল্লাহর পরিবর্তে যে-কাউকেই ডাকুক আল্লাহ্ তা জানেন, আর তিনি শক্তিমান, তত্ত্বজ্ঞানী। মানুষের জন্য আমি এসব দ্রষ্টান্ত দিই, কিন্তু কেবল জ্ঞানী ব্যক্তিরাই এ বুঝতে পারে। — ২৯ সুরা আন্কাবুত : ৪১-৪৩

কিভাবিদের মধ্যে যারা অবিশ্বাসী এবং যারা অংশীবাদী তারা চায় না যে, তোমাদের প্রতিপালকের কাছ থেকে তোমাদের ওপর কোনো কল্যাণ অবতীর্ণ হোক। — ২ সুরা বাকারা : ১০৫

আর কোনো কোনো লোক আছে যারা আল্লাহ্ ছাড়া অন্যদেরকে তাঁর সমকক্ষ মনে করে, আর তাদেরকে আল্লাহর মতো ভালোবাসে ; কিন্তু যারা বিশ্বাস করে আল্লাহর প্রতি তাদের ভালোবাসা সবচেয়ে দৃঢ়। যারা জুনুম করে তারা যদি (এখন) দেখতো যে-শাস্তি তারা দেখবে (তা হলে বুঝতো) সব ক্ষমতা আল্লাহর আর আল্লাহর শাস্তিদান অত্যন্ত কঠোর। যাদেরকে অনুসরণ করা হয়েছিল তারা যখন অনুসারীদের ওপর বিমুখ হবে আর অনুসারীরা শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে তখন তাদের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে। আর যারা অনুসরণ করেছিল তারা বলবে, ‘হায় ! যদি একটিবার ফিরে যাবার সুযোগ আমাদের ঘটত, তবে আমরাও তাদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতাম যেমন তারা আমাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করল।’

এভাবে আল্লাহ্ তাদের কাজকর্মকে তাদের আফসোসের কারণ করে দেখাবেন আর তারা কখনও আগনু থেকে বের হতে পারবে না। — ২ সুরা বাকারা : ১৬৫-১৬৭

আর অংশীবাদী রমণী যে-পর্যন্ত না বিশ্বাস করে তোমরা তাকে বিয়ে কোরো না। অবিশ্বাসী নারী তোমাদের চমৎকৃত করলেও নিচয় ধর্মে বিশ্বাসী ক্রীতদাসী তার চেয়ে ভালো। ধর্মে বিশ্বাস না করা পর্যন্ত অংশীবাদী পুরুষের সাথে তোমাদের (কন্যার) বিয়ে দিয়ো না। অংশীবাদী পুরুষ তোমাদের চমৎকৃত করলেও ধর্মে বিশ্বাসী ক্রীতদাস তার চেয়ে ভালো। কারণ, ওরা তোমদেরকে আগুনের দিকে ডাক দেয় ! আর আল্লাহ্ তোমাদেরকে নিজ অনুগ্রহে জ্ঞানাত ও ক্ষমার দিকে আহ্বান করেন। তিনি মানুষের জন্য তাঁর নির্দর্শনসমূহ স্পষ্ট করে ব্যাখ্যা করেন, যাতে তারা তারা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। — ২ সুরা বাকারা : ২২১

বলো, ‘হে কিভাবিরা ! এসো সেই কথায় যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে অভিন্ন। আমরা আল্লাহ্ ছাড়া কারও উপাসনা করি না। কোনো কিছুকেই তাঁর অংশী করি না, আর আমাদের কেউ আল্লাহ্ ছাড়া কাউকে প্রতিপালক হিসাবে গ্রহণ করে না।’ — ৩ সুরা আল-ই-ইমরান : ৬৪

শেষে আল্লাহ্ মুনাফিক নরনারী ও অংশীবাদী নরনারীকে শাস্তি দিবেন, আর বিশ্বাসী নরনারীকে ক্ষমা করবেন। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। — ৩৩ সুরা আহ্জাব : ৭৩

তোমরা আল্লাহর উপাসনা করবে ও কোনো কিছুকে তাঁর শরিক করবে না। — ৪ সুরা নিসা : ৩৬

আল্লাহ্ তো তাঁর অংশী করার অপরাধ ক্ষমা করেন না। এ ছাড়া অন্যান্য অপরাধের জন্য যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন। আর যে আল্লাহর অংশী করে সে এক মহাপাপ করে। — ৪ সুরা নিসা : ৪৮

...বলো, 'অঙ্ক ও চক্ষুস্থান কি সমান, বা অঙ্ককার ও আলো কি এক?' তবে তারা যাদেরকে আল্লাহ'র শরিক করেছে তারা আল্লাহ'র সৃষ্টির মতো এমন কী সৃষ্টি করেছে যাতে করে তাদের কাছে মনে হয়েছে (উভয়) সৃষ্টিই সমান !

বলো, 'আল্লাহ' সব জিনিসের সৃষ্টি, তিনি এক, পরাক্রমশালী। — ১৩ সুরা রাদ : ১৬

তবে কি প্রত্যেক মানুষ যা করে যিনি তা লক্ষ করেন (তিনি তাদের সমান যাদের ওরা শরিক করে) অথচ ওরা আল্লাহ'র বহু শরিক করেছে। বলো, 'ওদের পরিচয় দাও!' তোমরা কি পথিকীর এমন কিছুর সংবাদ তাঁকে দিতে চাও যা তিনি জানেন না? না, এ শুধু অসার কথা? না, ওদের ছলনা ওদের কাছে সুন্দর মনে হয় আর ওরা সংপথ থেকে দূরে সরে যায়। আর আল্লাহ' যাকে বিভ্রান্ত করেন তার কোনো পথপ্রদর্শক নেই। ওদের জন্য পার্থিব জীবনে আছে শাস্তি, আর পরলোকের শাস্তি তো কঠিন। আর আল্লাহ'র শাস্তি থেকে ওদেরকে রক্ষা করার কেউ নেই। — ১৩ সুরা রাদ : ৩৩-৩৪

কিতাবি ও অংশীবাদীদের মধ্যে যারা অবিশ্বাস করেছিল তারা নিজ নিজ মতে অবিচলিত ছিল যতক্ষণ না তাদের কাছে এল সুম্পষ্ট প্রমাণ ...। ১৮ সুরা বাহুয়িনা : ১

কিতাবি ও অংশীবাদীদের মধ্যে যারা অবিশ্বাস করে তারা জাহানামের আগনৈ চিরকাল থাকবে, — ওরাই তো সৃষ্টির অধম! — ১৮ সুরা বাহুয়িনা : ৬

ব্যভিচারী কেবল ব্যভিচারণী বা অংশীবাদীনীকেই বিয়ে করবে এবং ব্যভিচারণীকে কেবল ব্যভিচারী বা অংশীবাদীই বিয়ে করবে। বিশ্বাসীদের জন্য এদের বিয়ে করা অবৈধ। — ২৪ সুরা নূর : ৩

মানুষের মধ্যে কেউ-কেউ দ্বিধার সঙ্গে আল্লাহ'র উপাসনা করে। তার মঙ্গল হলে তাতে তার চিত্ত প্রশান্ত হয় আর কোনো বিপর্যয় ঘটলে সে তার পূর্ববস্থায় ফিরে যায়। সে ইহলোকে ও পরলোকে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এ-ই তো স্পষ্ট ক্ষতি। ওরা আল্লাহ'র পরিবর্তে এমন কিছুকে ডাকে যা ওদের কোনো অপকার করতে পারে না, উপকারণ করতে পারে না। এ-ই চরম বিভ্রান্তি! ওরা এমন কিছুকে ডাকে যা উপকারের চেয়ে ক্ষতিই করে। কত খারাপ এ-অভিভাবক, আর কত খারাপ এ-সহচর। — ২২ সুরা হজ : ১১-১৩

আর সুরণ কর যখন আমি ইবরাহিমের জন্য কাঁবাঘরের জায়গা ঠিক করে দিয়েছিলাম, (তখন) আমি বলেছিলাম আমার সঙ্গে কোনো শরিক দাঁড় করিয়ো না...। — ২২ সুরা হজ ২৬

...সুতরাং তোমরা প্রতিমারূপ অপবিত্রতাকে বর্জন কর এবং দূরে থাকো যিদ্যা কথা থেকে, আল্লাহ'র উপর একনিষ্ঠ হয়ে ও তাঁর কোনো শরিক না করে। আর যে-কেউ আল্লাহ'র শরিক করে তার অবস্থা এমন, যেন সে আকাশ থেকে পড়ল আর পাখি তাকে ছেঁ মেরে নিয়ে গেল বা বাতাসে তাকে উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে এক দূর জায়গায় ফেলে দিল। — ২২ সুরা হজ : ৩০-৩১

হে মানবসমাজ! একটি উপমা দেওয়া হচ্ছে, যন দিয়ে শোনো। তোমরা আল্লাহ'র পরিবর্তে যাদের ডাকো তারা তো কখনও একটি মাছিও সৃষ্টি করতে পারবে না, যদি এর জন্যে তারা সকলে মিলে জোটও দাঁধে। আর মাছিও যদি তাদের কাছ থেকে কিছু নিয়ে চলে যায় সে-ও তারা ওর কাছ থেকে উদ্ধার করতে পারবে না। যে চায় ওর যার কাছে যাওয়া হয় (উভয়ই)

কত দুর্বল ! ওরা আল্লাহকে তাঁর সত্যিকারের পরিমাপ করতে পারে না। আল্লাহ তো ক্ষমতাবান, পরাক্রমশালী। — ২২ সুরা হজ : ৭৩-৭৪

... অবশ্য যে-কেউ আল্লাহর অংশী করবে নিশ্চয় আল্লাহ তার জন্য জামাত নিষিদ্ধ করবেন ও আগুন হবে তার বাসস্থান। ৫ সুরা মাযিদা : ৭২

অবশ্য বিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে শক্ততায় মানুষের মধ্যে ইহুদিদের ও অংশীবাদীদেরকে তুমি সবচেয়ে উগ্র দখবে ...। — ৫ সুরা মাযিদা : ৮২

পথনির্দেশ ও সত্যধর্ম দিয়ে তিনিই তাঁর রসূলকে পাঠিয়েছেন যাতে সে সব ধর্মের ওপর এর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করে, যদিও অংশীবাদীরা তা পছন্দ করে না। — ৬১ সুরা আস্সাফ : ৯

মহান হজের দিনে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের পক্ষ থেকে মানুষের ওপর এ এক ঘোষণা যে, আল্লাহর সাথে অংশীবাদীদের কোনো সম্পর্ক নেই ও তাঁর রসূলের সঙ্গেও নেই। তোমরা যদি তওো কর তবে তোমাদের কল্যাণ হবে। আর তোমরা যদি মুখ ফিরিয়ে নাও তবে জেনে রাখো যে তোমরা আল্লাহকে দুর্বল করতে পারবে না। আর অবিশ্বাসীদেরকে নিদারুণ শাস্তির স্বৰ্বাদ দাও। তবে অংশীবাদীদের মধ্যে যাদের সাথে তোমরা চুক্তিতে আবদ্ধ ও পরে যারা চুক্তি রক্ষায় কোনো ক্রটি করে নি, আর তোমাদের বিরুদ্ধে কাউকেও সাহায্য করেনি তাদের সাথে নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত চুক্তি পালন করবে। নিশ্চয় আল্লাহ সাবধানিদেরকে ভালোবাসেন।

তারপর নিষিদ্ধ মাস পার হলে অংশীবাদীদেরকে যেখানে পাবে বধ করবে। তাদেরকে বন্দি করবে, অবরোধ করবে ও তাদের জন্য প্রত্যেক ঘাঁটিতে ওত পেতে থাকবে। কিন্তু যদি তারা তওো করে, নামাজ কায়েম করে ও জাকাত দেয় তবে তাদের পথ ছেড়ে দেবে। আল্লাহ তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। আর অংশীবাদীদের মধ্যে কেউ তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করলে তুমি তাকে আশ্রয় দেবে, যাতে সে আল্লাহর বাণী শুনতে পায়। তারপর তাকে নিরাপদ স্থানে পৌছে দেবে, কারণ তারা অজ্ঞ লোক। — ৯ সুরা তওবা : ৩-৬

হে বিশ্বাসীগণ ! অংশীবাদীরা তো অপবিত্র ; তাই এ বছরের পর তারা যেন মসজিদ-উল-হারামের কাছে না আসে। যদি তোমরা দারিদ্র্যের ভয় কর তবে জেনে রাখো আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাঁর নিজ করণায় তিনি তোমাদের অভাব দ্রু করতে পারেন। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, তস্তজ্ঞানী। — ৯ সুরা তওবা : ২৮

আর ইহুদিয়া বলে, ‘ওজাইর আল্লাহর পুত্র’। আর খ্রিস্টনেরা বলে, ‘মসিহ আল্লাহ পুত্র’। এ তাদের মূখের কথা। পূর্বে যারা অবিশ্বাস করেছিল ওরা তাদের মতো কথা বলে। আল্লাহ তাদের ধ্বংস করুন ! তারা কেমন করে সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় ? তারা আল্লাহ ছাড়া তাদের পণ্ডিতদের ও সন্ন্যাসীদের তাদের প্রতিপালক হিসাবে গ্রহণ করেছে, আর যাইয়মপুত্র মিসহকেও। কিন্তু ওদেরকে এক উপাস্যের উপাসনা করার জন্যই আদেশ করা হয়েছিল।

তিনি ছাড়া অন্য কোনো উপাস্য নেই। তারা যাকে অংশী করে তার চেয়ে তিনি কত পবিত্র ! তারা তাদের মুখের ফুঁকারে আল্লাহর জ্যোতি নেভাতে চায়। অবিশ্বাসীরা অপ্রীতিকর মনে করলেও আল্লাহ তাঁর জ্যোতির পূর্ণ উজ্জ্বাসন ছাড়া অন্য কিছু চান না। অংশীবাদীরা অপ্রীতিকর মনে করলেও অপর সমস্ত ধর্মের ওপর জয়যুক্ত করার জন্য তিনিই পথনির্দেশ ও সত্যধর্মসহ তাঁর রসূল প্রেরণ করেছেন। — ৯ সুরা তওবা : ৩০-৩৩

আত্মীয়স্বজন হলেও অংশীবাদীদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা নবি ও বিশ্বাসীর জন্য সংগত নয়, যখন এ সুপ্রট যে ওরা জাহানামে বাস করবে। — ৯ সুরা তওবা ৯ : ১১৩

অক্তৃত্বতা : মানুষের দৃঢ়খণ্ডেন্য ও অক্তৃত্বতা দ্র।

অক্ষমার্হ পাপ : আল্লাহ্ তো তাঁর অংশী করার অপরাধ ক্ষমা করেন না। এছাড়া অন্যান্য অপরাধ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন আর যে-কেউ আল্লাহ্ অংশী করে সে এক মহাপাপ করে। — ৪ সুরা নিসা : ৪৮

আল্লাহ্ তো শরিক করার অপরাধ ক্ষমা করেন না। এছাড়া অন্যান্য অপরাধের জন্য যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন। আর কেউ আল্লাহ্ শরিক করলে সে ভীষণভাবে পথভট্ট হয়। — ৪ সুরা নিসা : ১১৬

যারা বিশ্বাস করার পর অবিশ্বাস করে এবং আবার বিশ্বাস করে ও আবার অবিশ্বাস করে, তাদের অবিশ্বাস করার বেঁক বাড়তেই থাকবে। আল্লাহ্ তাদেরকে কিছুতেই ক্ষমা করবেন না, আর তাদের কোনো পথও দেখাবেন না। মুনাফিকদেরকে সুখবর দাও যে তাদের জন্য যাচ্ছে নির্দারণ শাস্তি। — ৪ সুরা নিসা : ১৩৭-১৩৮

যারা অবিশ্বাস করে ও আল্লাহ্ পথে বাধা দেয় তারা দারুণ পথভট্ট। যারা অবিশ্বাস করেছে ও অত্যাচার করেছে আল্লাহ্ তাদেরকে কখনও ক্ষমা করবেন না। আর তাদেরকে কোনো পথও দেখাবেন না জাহানামের পথ ছাড়া, সেখানে তারা থাকবে চিরকাল। আর এ তো আল্লাহ্ পক্ষে সহজ। — ৪ সুরা নিসা : ১৬৭-১৬৯

যারা অবিশ্বাস করে ও আল্লাহ্ পথে মানুষকে বাধা দেয়, তারপর অবিশ্বাসকারী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে আল্লাহ্ তাদেরকে কিছুতেই ক্ষমা করবেন না। — ৪৭ সুরা মুহাম্মদ : ৩৪

অগ্নি : তিনি তোমাদের জন্য সবুজ গাছ থেকে আগুন উৎপাদন করেন ও তোমরা তা দিয়ে আগুন জ্বাল। — ৩৬ সুরা ইয়াসিন : ৮০

তোমরা যে-আগুন জ্বাল, তা কি লক্ষ করে দেখেছ? তোমরাই কি গাছ সৃষ্টি করেছ (যার থেকে আগুন তৈরি হয়), না আমি? আমি একে করেছি এক নির্দশন ও মরবাসীদের জন্য প্রয়োজনীয় বস্ত। সুতরাং তুমি তোমার মহান প্রতিপালকের নামের পবিত্র মহিমা ঘোষণ করো। — ৫৬ সুরা ওয়াকিয়া : ১১-১৪

অগ্নি-উপাসক : কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ বিশ্বাসী, ইহুদি, সাবেয়ি, খ্রিস্টান, মাজুস [অগ্নি-উপাসক] ও অংশীবাদীদের মধ্যে মীমাংসা করে দিবেন। আল্লাহ্ সমস্ত কিছুই প্রত্যক্ষ করেন। — ২২ সুরা হজ : ১৭

অঙ্গীকার, প্রতিশ্রুতি ও শপথ : আর তুমি অনুসরণ কোরো না তাকে যে কথায়-কথায় শপথ করে...। — ৬৮ সুরা কলম : ১০

...আর তোমরা প্রতিশ্রুতি পালন করো। প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে কৈফিয়ত তলব করা হবে। — ১৭ সুরা বনি-ইসরাইল : ৩৪

... আল্লাহকে প্রদত্ত অঙ্গীকার পালন করবে। — ৬ সুরা আন্�‌আম : ১৫২

তোমরা আল্লাহর নামে অঙ্গীকার করলে অঙ্গীকার পূর্ণ করো। আর তোমরা আল্লাহর নামে শক্ত প্রতিষ্ঠা করে তা ভঙ্গ কোরো না। আল্লাহ্ অবশ্যই তোমরা যা কর তা জানেন।

অন্য দলের চেয়ে শক্তিশালী হওয়ার উদ্দেশ্যে তোমরা পরস্পরকে প্রবক্ষন করার জন্য তোমাদের শপথকে ব্যবহার করে সেই নারীর মতো হয়ো না, যে সুতা মজবুত হওয়ার পর তা খুলে ফেলে তার কাটা সুতো নষ্ট করে দেয়। আল্লাহ্ তো এ দিয়ে তোমাদের পরীক্ষা করেন। তোমাদের যে-বিষয়ে মতভেদ আল্লাহ্ কিয়ামতের দিন তা তো পরিষ্কার করে প্রকাশ করে দেবেন।

আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে তোমাদেরকে একজাতি করতে পারতেন, কিন্তু তিনি যাকে ইচ্ছা বিভ্রান্ত করেন ও যাকে ইচ্ছা সংপথে পরিচালিত করেন। তোমরা যা কর সে—বিষয়ে অবশ্যই তোমাদের প্রশ্ন করা হবে। পরস্পরকে প্রবক্ষন করার জন্য তোমরা তোমাদের শপথকে ব্যবহার কোরো না, করলে, পা হ্রিণ হওয়ার পর পিছলে যাবে। আর আল্লাহ্ র পথে বাধা দেওয়ার জন্য তোমাদেরকে শাস্তির স্বাদ নিতে হবে। তোমাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি। তোমরা আল্লাহ্ র নামে কৃত অঙ্গীকার স্বল্পমূল্যে বিক্রয় কোরো না। আল্লাহ্ র কাছে যা আছে কেবল তাই তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা জানতে। — ১৬ সুরা নাহল : ১১-১৫

আর যারা আমানত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে আর যারা নিজেদের নামাঞ্জে যত্নবান তারাই হবে অধিকারী, অধিকারী হবে ফিরদাউসের যেখানে ওরা চিরকাল থাকবে। — ২৩ সুরা মুমিনুন : ৮-১১

যারা আল্লাহ্ র সঙ্গে দৃঢ় অঙ্গীকার করে তা ভঙ্গ করে, আল্লাহ্ যে-সম্পর্কে অক্ষণ্ট রাখতে আদেশ করেছেন তা ছিন্ন করে ও পৃথিবীতে অশাস্তি সৃষ্টি করে বেড়ায়, তারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত। — ২ সুরা বাকারা : ২৭

তোমরা সংকাজ, আত্মসংযম ও মানুষের মধ্যে শাস্তি স্থাপন করবে না বলে আল্লাহ্ র কাছে শপথ কোরো না। আল্লাহ্ সব শোনেন, সব জানেন। তোমাদের অথই শপথের জন্য আল্লাহ্ তোমাদের দায়ী করবেন না, কিন্তু তিনি তোমাদের অস্তরের সংকল্পের জন্য দায়ী করবেন। আল্লাহ্ তো ক্ষমা করেন, সহ্য করেন। যারা নিজেদের স্ত্রীর কাছে না যাওয়ার শপথ করে তারা চারমাস অপেক্ষা করবে, তারপর যদি তারা ফিরে যায়, তবে নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। — ২ সুরা বাকারা : ২২৪-২২৬

ঝ্যা, কেউ তার অঙ্গীকার পালন করলে ও সাবধান হয়ে চললে আল্লাহ্ সাবধানিকে ভালোবাসেন। যারা আল্লাহ্ র প্রতিশ্রুতি ও নিজেদের শপথকে অল্প দামে বিক্রি করে পরিকালে তাদের কোনো অংশ থাকবে না। কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না ও তাদের দিকে চেয়েও দেখবেন না এবং (তাদেরকে) পরিশুল্ক করবেন না। তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি। — ৩ সুরা আল-ই-ইমরান : ৭৬-৭৭

যারা আল্লাহ্ র সাথে দৃঢ় অঙ্গীকার আবদ্ধ হওয়ার পর তা ভঙ্গ করে, যে-সম্পর্ক অক্ষণ্ট রাখার জন্য আল্লাহ্ নির্দেশ করেছেন তা ছিন্ন করে এবং পৃথিবীতে অশাস্তি সৃষ্টি করে বেড়ায় তাদেরই জন্য আছে অভিশাপ ও তাদের জন্য আছে নিকৃষ্ট বাসস্থান। — ১৩ সুরা রাদ : ২৫

তোমাদের মধ্যে যারা ঐশ্বর্য ও প্রাচুর্যের অধিকারী তারা যেন শপথ গ্রহণ না করে যে, তারা আত্মীয়স্বজন ও অভাবগ্রস্তকে এবং আল্লাহ্ র রাস্তায় যারা গৃহত্যাগ করেছে তাদেরকে কিছুই দেবে না; তারা যেন ওদেরকে ক্ষমা করে এবং ওদের দোষত্বটি উপেক্ষা করে। তোমরা

কি চাও না যে, আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করেন? আর আল্লাহ তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। — ২৪ সুরা মূর : ২২

আল্লাহ তোমাদের শপথ হতে মুক্তির ব্যবস্থা করেছেন। আর আল্লাহ তোমাদের সহায়। আর তিনি তো সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। — ৬৬ সুরা তাহরিম : ২

যারা তোমার কাছে আনুগত্যের শপথ নেয় তারা তো আল্লাহর আনুগত্যের শপথ নেয়। আল্লাহ ওদের শপথের সাক্ষী। সুতরাং যে তা ভাঙ্গে, ভাঙ্গার প্রতিফল তারই; আর যে আল্লাহর সাথে অঙ্গীকার পুরো করে আল্লাহ তাকে বড়ে পুরস্কার দেন। — ৪৮ সুরা ফাত্তহ : ১০

হে বিশ্বসীগণ! তোমরা অঙ্গীকার পূর্ণ করবে। ৫ সুরা মায়দা : ১

তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ সুরণ কর। আর তোমরা যখন বলেছিলে 'শুনলাম ও মানলাম' তখন তিনি তোমাদেরকে যে অঙ্গীকার আবদ্ধ করেছিলেন তাও সুরণ কর ও আল্লাহকে ভয় কর। অন্তরে যা আছে সে—সম্বন্ধে আল্লাহ নিশ্চয়ই ভালো জানেন। — ৫ সুরা মায়দা : ৭

আল্লাহ তোমাদেরকে দায়ী করবেন না তোমাদের নির্বর্থক শপথের জন্য, কিন্তু যেসব শপথ তোমরা ইচ্ছা করে কর সেইসবের জন্য তিনি তোমাদের দায়ী করবেন। তারপর এর প্রায়শিক্তি : দশজন গরিবকে মাঝারি ধরনের খাবার দেওয়া যা তোমরা তোমাদের পরিজনদের খেতে দাও, বা তাদেরকে কাপড় দেওয়া বা একজন দাস মুক্ত করা, আর যার মর্যাদা নেই তার জন্য তিনি দিন রোজা করা। তোমরা শপথ করলে এ—ই তোমাদের শপথের প্রায়শিক্তি। তোমরা তোমাদের শপথ রক্ষা করো। এভাবে আল্লাহ তোমাদের জন্য তাঁর নির্দেশন বিশদভাবে বর্ণনা করেন যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা জানাও। — ৫ সুরা মায়দা : ৮৯

অতীত ও ভবিষ্যৎ : তোমাদের পূর্বে যারা গত হয়েছে তাদেরকে আমি জানি, আর তোমাদের পরে যারা আসবে তাদেরকেও আমি জানি। তোমার প্রতিপালকই ওদের একত্র করবেন। তিনি তো তত্ত্বজ্ঞানী, সর্বজ্ঞ। — ১৫ সুরা হিজর : ২৪-২৫

অতীতের উন্মত্ত : সেই উন্মত্ত গত হয়েছে। তারা যা অর্জন করেছিলো তা তাদের, তোমরা যা অর্জন করবে তা তোমাদের। তারা যা করতো সে—সম্বন্ধে তোমাদেরকে কোনো প্রশ্ন করা হবে না। — ২ সুরা বাকারা : ১৩৪

অত্যাচার, আগ্রাসন ও প্রতিশোধ : আল্লাহ যার হত্যা নিষিদ্ধ করেছেন, যথার্থ কারণ ছাড়া তাকে হত্যা কোরো না। কেউ অন্যান্যভাবে নিহত হলে তার উন্তরাধিকারীকে আমি প্রতিশোধ গ্রহণের অধিকার দিয়েছি। কিন্তু হত্যার ব্যাপারে সে যেন বাড়াবাঢ়ি না করে। তাকে তো সাহায্য করা হবে। — ১৭ সুরা বনি-ইসরাইল : ৩৩

... আর যারা অত্যাচারিত হলে প্রতিশোধ নেয়। মন্দের প্রতিফল অনুরূপ মন্দ; আর যে ক্ষমা করে দেয় ও আপসনিষ্টি করে তার পুরস্কার আছে আল্লাহর কাছে। আল্লাহ তো সীমান্তবন্ধনকারীদেরকে ভালোবাসেন না। তবে অত্যাচারিত হওয়ার পর যারা প্রতিশোধ গ্রহণ করে তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না, কেবল তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে যারা মানুষের ওপর অত্যাচার করে আর পৃথিবীতে অহেতুক বিদ্রোহ করে বেড়ায়।

তাদের জন্য রয়েছে মর্মস্তুদ শাস্তি। কেউ ধৈর্য ধারণ করলে আর ক্ষমা করলে তা হবে স্বৈর্যের কাজ। ৪২ সুরা শুরা : ৩৯-৪৩

হে বিশ্বাসীগণ। নরহত্যার ব্যাপারে তোমাদের জন্য কিসাসের (বদলার) নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। স্বাধীন ব্যক্তির বদলে স্বাধীন ব্যক্তি, ক্রীতদাসের বদলে ক্রীতদাস ও নারীর বদলে নারী। কিন্তু তার ভাইয়ের পক্ষ থেকে কিছু মাফ করলে, সম্মানজনক ব্যবস্থার অনুসরণ করা ও সদয়ভাবে তার দেয় পরিশোধ করা উচিত। এ তো তোমাদের প্রতিগালকের পক্ষ থেকে (শাস্তির) ভারলাঘব ও অনুগৃহ। এর পরও যে সীমালজ্বন করে, তার জন্য কঠিন শাস্তি রয়েছে। — ২ সুরা বাকারা : ১৭৮

আর যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তোমরাও আল্লাহর পথে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর ; তবে সীমালজ্বন করো না। আল্লাহ তো সীমালজ্বনকারীদেকে ভালোবাসেন না। — ২ সুরা বাকারা : ১৯০

পবিত্র মাসের বদলে পবিত্র মাস। আর সকল পবিত্র জিনিসের জন্য এমন বিনিময়। সুতরাং যে তোমাদের আক্রমণ করবে তোমরাও তাকে অনুরূপ আক্রমণ করবে। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর ও জেনে রাখো যে আল্লাহ সাবধানদের সাথে থাকেন। — ২ সুরা বাকারা : ১৯৪

যারা আক্রম হয়েছে তাদের যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হল, কারণ তাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে। আল্লাহ তাদের সাহায্য করতে অবশ্যই সক্ষম। — ২২ সুরা হজ : ৩৯

কথা এ-ই। যেভাবে তাকে কষ্ট দিয়েছিল সেইভাবে কেউ প্রতিশোধ নিলে ও আবার তাকে অন্যায় করা হলে আল্লাহ নিশ্চয় তাকে সাহায্য করবেন। আল্লাহ তো পাপমোচন করেন, ক্ষমা করেন। এ এজন্য যে আল্লাহ রাত্রিকে দিনে ও দিনকে রাত্রিতে পরিণত করেন আর আল্লাহ সব শোনেন, দেখেন। এ জন্যও যে, আল্লাহই সত্য। আর ওরা তাঁর পরিবর্তে যাকে ডাকে তা অসত্য, আর আল্লাহ, তিনিই তো সমৃচ্ছ মহান। — ২২ সুরা হজ : ৬০-৬২

কিন্তু কেউ অত্যাচার করার পর অনুশোচনা করলে ও নিজেকে সংশোধন করলে আল্লাহ তার প্রতি অনুকূল্পা করেন। আল্লাহ তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। — ৫ সুরা মায়দা : ৩৯

আর তাদের জন্য তার মধ্যে (তওরাতে) বিধান দিয়েছিলাম যে, প্রাণের বদল প্রাপ, চোখের বদল চোখ, কানের বদল কান, দাঁতের বদল দাঁত আর জ্বরমের বদল অনুরূপ জ্বরম। তারপর কেউ তা ক্ষমা করলে তাতে তারই পাপমোচন হবে। আর আল্লাহ যা অবর্তীণ করেছেন সেই অনুসারে যারা বিচার করে না তারাই সীমালজ্বনকারী। — ৫ সুরা মায়দা : ৪৫

অধিকার : পিতামাতা ও আত্মীয়স্বজ্ঞনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে নারীরও অংশ আছে, তা অল্পই হোক অথবা বেশি হোক, এক নির্ধারিত অংশ। — ৪ সুরা নিসা : ৭

... পুরুষ যা অর্জন করে তা তার প্রাপ্য, আর নারী যা অর্জন করে তা তার প্রাপ্য। আল্লাহর অনুগৃহ প্রার্থনা করো। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ। — ৪ সুরা নিসা : ৩২

আর তাদের জন্য তার মাধ্যমে (তওরাতে) বিধান দিয়েছিলাম যে, প্রাণের বদল প্রাপ, চোখের বদল চোখ, কানের বদল কান, দাঁতের বদল দাঁত আর জ্বরমের বদল অনুরূপ জ্বরম। তারপর কেউ তা ক্ষমা করলে তাতে তারই পাপমোচন হবে। আর আল্লাহ যা অবর্তীণ করেছেন সেই অনুসারে যারা বিচার করে না তারাই সীমালজ্বনকারী। — ৫ সুরা মায়দা : ৪৫

অদৃশ্যের জ্ঞান : আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ দ্র।

অনধিকার চর্চা ও পরনিদ্বা : দুর্ভোগ প্রত্যেকের যে পেছনে ও সামনে লোকের নিদ্বা করে। — ১০৪ সুরা হুমাজা : ১

আর তুমি অনুসরণ করো না তাকে যে কথায়—কথায় শপথ করে, অপদন্ত, যে পেছনে নিদ্বা করে, যে একের কথা অপরের কাছে লাগায়...। — ৬৮ সুরা কলম : ১০-১১

হে বিশ্বাসীগণ ! তোমরা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে অনুমান থেকে দূরে থাক ; কারণ কোনো কোনো ক্ষেত্রে কল্পনা বা অনুমান করা পাপ !

আর তোমরা একে অপরের গোপন বিষয়ের সম্বান্ধ কোরো না ও একে অপরের অসাক্ষাতে নিদ্বা কোরো না। তোমাদের মধ্যে কি কেউ তার ভাইয়ের লাশ খেতে চাইবে ? না, তোমরা তো তা ঘণ্টা কর। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। আল্লাহ্ তওবা গ্রহণ করেন, দয়া করেন। — ৪৯ সুরা হজুরাত : ১২

অন্তরের ব্যাধি : মানুষের মধ্যে এমন লোক আছে যারা বলে, ‘আমরা আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাসী’, কিন্তু তারা বিশ্বাসী নয়। আল্লাহ্ ও বিশ্বাসীদের তারা ঠকাতে চায়, অথচ তারা নিজেদেরকে ছাড়া কাউকে ঠকাতে পারে না — এ তারা বুঝতে পারে না। তাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে। তারপর আল্লাহ্ তাদের ব্যাধি বৃদ্ধি করেছেন। আর তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি, কারণ তারা মিথ্যাচারী। — ২ সুরা বাকারা : ৮-১০

আর মুনাফেকরা আর যাদের অন্তরে ব্যাধি ছিল, তারা বলছিল, ‘আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের প্রতিশৃঙ্খল প্রতারণা ছাড়া কিছুই নয়।’ — ৩৩ সুরা আহজাব : ১২

হে নবিপত্রীগণ ! তোমরা তো অন্য নারীদের মতো নও। যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় কর তবে পরপুরুষের সঙ্গে কোম্বল কঠে এমনভাবে কথাবার্তা বলা না, যাতে অন্তরে যার ব্যাধি আছে সে প্রলুব্ধ হয়। আর তোমরা ভালোভাবে কথাবার্তা বলবে। — ৩৩ সুরা আহজাব : ৩২

মুনাফেক ও যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে আর যারা শহরে গুজব রাটিয়ে বেড়ায় তারা বিরত না হলে আমি নিশ্চয়ই তাদের বিরক্তে তোমাকে প্রবল করব। এরপর এ—শহরে তারা অক্ষসংখ্যক থাকবে প্রতিবেশীরাপে, অভিশপ্ত হয়ে। ওদেরকে যেখানেই পাওয়া যাবে সেখানেই পাকড়াও ও নির্মানভাবে হত্যা করা হবে। — ৩৩ সুরা আহজাব : ৬০-৬১

স্মরণ কর, মুনাফেক ও যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে তারা বলে, ‘এদের ধর্ম এদেরকে প্রতারিত করেছে।’ আর কেউ আল্লাহর ওপর নির্ভর করলে, আল্লাহ্ তো শক্তিমান, তত্ত্বজ্ঞানী। — ৮ সুরা আনফাল : ৪৯

বিশ্বাসীরা বলে, ‘একটা সুরা অবতীর্ণ হয় না কেন ?’ তারপর দ্ব্যুর্থইন কোনো সুরা অবতীর্ণ হলে ও তার মধ্যে জিহাদের কোনো নির্দেশ থাকলে যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে তুমি দেখবে তারা মৃত্যুভয়ে—বিহ্বল মানুষের মতো তোমার দিকে তাকিয়ে আছে। — ৪৭ সুরা মুহাম্মদ : ২০

যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে তারা কি মনে করে যে, আল্লাহ্ ওদের বিদ্বেষভাব প্রকাশ করে দেবেন না ? আমি ইচ্ছা করলে তোমাকে ওদের পরিচয় দিতাম। তখন তুমি ওদের

চেহারা দেখে ওদেরকে চিনতে পারতে, তুমি অবশ্যই ওদের কথার ভঙ্গিতে ওদেরকে চিনতে পারবে। তোমরা যা কর আল্লাহ্ তা ভালো করেই জানেন। — ৪৭ সুরা মুহাম্মদ : ২৯-৩০

ওদের অস্তরে কি ব্যাধি আছে, না ওরা সন্দেহ করে? না কি ওরা ভয় করে যে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল তাদের ওপর জুলুম করবেন? ওরাই তো সীমালভয়নকারী। — ২৪ সুরা নূর : ৫০

... শয়তান যা বাইরে থেকে ছুড়ে ফেলে তা দিয়ে তিনি পরীক্ষা করেন তাদেরকে যাদের অস্তরে ব্যাধি রয়েছে, এবং যারা পাষাণহাদয়। সীমালভয়নকারীরা অশেষ মতভেদে রয়েছে। — ২২ সুরা হজ : ৫৩

আর যাদের অস্তরে ব্যাধি রয়েছে, তাদের তুমি শীঘ্রই দেখবে তারা দৌড়ে যাচ্ছে তাদের (ইহুদি ও খ্রিস্টানদের) কাছে এই বলে যে, 'আমাদের আশংকা হয় আমাদের ভাগ্যবিপর্যয় ঘটবে!' হয়তো আল্লাহ্ (তোমাকে) জয় লাভ করবেন বা তাঁর কাছ থেকে কোনো নির্দেশ দেবেন। তারপর যে-চিন্তা তারা তাদের মনে গোপনে পুষে রেখেছিল তার জন্য তারা অনুশোচনা করবে। — ৫ সুরা মায়দা : ৫২

আর যখনই কোনো সুরা অবতীর্ণ হয় তখন তাদের মধ্যে কেউ কেউ বলে, 'এ তোমাদের মধ্যে কার বিশ্বাস বাড়ালো?' যারা বিশ্বাসী এ তাদেরই বিশ্বাস বৃক্ষি করে আর তারা আনন্দিত হয়। আর যাদের অস্তরে ব্যাধি আছে এ তাদের পাপের সাথে আরও পাপ যোগ করে। আর অবিশ্বাসী অবস্থায় তাদের মত্তু ঘটে। — ৯ সুরা তত্ত্বা : ১২৪-১২৫

অস্তরের ব্যাধির প্রতিকার : হে মানবসমাজ! তোমাদের ওপর তোমাদের প্রতিপালকের কাছ থেকে এসেছে উপদেশ ও তোমাদের অস্তরে যে (ব্যাধি) আছে তার প্রতিকার এবং বিশ্বাসীদের জন্য এসেছে পথনির্দেশ ও দয়া। বলো, 'এ আল্লাহৰ দয়ায় ও তাঁর অনুগ্রহে, সূতরাং এর জন্য ওরা আনন্দ করুক। ওরা যা জর্মা করে তার চেয়ে এ শ্রেষ্ঠ।' — ১০ সুরা ইউনুস : ৫৭-৫৮

অঙ্ক, বধির ও বোবা : আর আমি তো বহু জিন ও মানুষকে জাহানামের জন্য সৃষ্টি করেছি। তাদের হানয় আছে কিন্তু তা দিয়ে তারা বোঝে না। তাদের চোখ আছে কিন্তু তা দিয়ে তারা দেখে না এবং তাদের কান আছে কিন্তু তা দিয়ে তারা শোনে না — এরা পশুর মতো, বরং তার চেয়েও পথভ্রষ্ট। এরাই বহেলাকারী। — ৭ সুরা আরাফ : ১৭৯

তুমি কি মনে কর যে, ওদের বেশির ভাগই শোনে বা বোঝে? ওরা তো পশুরই মতো, বরং তার চেয়েও পথভ্রষ্ট। — ২৫ সুরা ফুরকান : ৪৮

তুমি তো মৃতকে তোমার কথা শোনাতে পারবে না, বধিরকেও না। ওরা যখন তোমার ডাক শোনে, তখন ওরা মুখ ফিরিয়ে নেয়। তুমি অক্ষদেরকে ওদের ভুল পথ চলা থেকে সঠিক পথে আনতে পারবে না। যারা আমার আয়াতে বিশ্বাস করে শুধু তারাই তোমার কথা শুনবে; কারণ, তারা তো মুসলমান [আত্মসমর্পণকারী]। — ২৭ সুরা নমল : ৮০-৮১ ; ৩০ সুরা রাম : ৫২-৫৩

ওদের মধ্যে কেউ-কেউ তোমার দিকে কান পেতে রাখে। তারা কিছু না বুঝলেও তুমি কি বধিরদেরকে শোনোবে? ওদের মধ্যে কেউ-কেউ তোমার দিকে তাকিয়ে থাকে। তুমি কি অঙ্ককে পথ দেখাবে, তারা না দেখলেও? — ১০ সুরা ইউনুস : ৪২-৪৩

যে ইহলোকে অঙ্ক সে পরলোকেও অঙ্ক এবং আরও বেশি পথভুট্ট। — ১৭ সুরা বনি-ইসরাইল : ৭২

যারা আল্লাহ্ সম্বক্ষে মিথ্যা রচনা করে, তাদের চেয়ে বড় সীমালভ্যনকারী কে? ওদের প্রতিপালকের সামনে ওদেরকে হাজির করা হবে আর সাক্ষীরা বলবে, ‘এরাই এদের প্রতিপালকের বিরুদ্ধে মিথ্যা আরোপ করেছিল’। সাবধান! সীমালভ্যনকারীদের ওপর আল্লাহ্ অভিশাপ, যারা আল্লাহ্ পথে বাধা দেয় ও তার মধ্যে দেষত্বুটি থেঁজে তারাই পরলোককে অঙ্গীকার করে। ওরা পৃথিবীতে আল্লাহ্ বিধান ব্যর্থ করতে পারবে না আর আল্লাহ্ ছাড়া ওদের ওপর কোনো অভিভাবক নাই। ওদের শাস্তি দ্বিগুণ করা হবে। ওরা শুনতে চাইত না ও ওরা দেখতেও না। ওরা নিজেদেরই ক্ষতি করে। আর যা ওরা বানায় তা ওদের কাছ থেকে সরে যায়। নিশ্চয়ই ওরা পরলোকে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত হবে। নিশ্চয়ই যারা বিশ্বাস করে, সংকর্ম করে ও তাদের প্রতিপালকের প্রতি বিনয়াবন্ত তারাই জান্নাতে বাস করবে, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। দুটো দলের উপমা অঙ্ক ও বধিরের, আর যারা দেখতেও পায় ও শুনতেও পায়, তুলনায় দুটো কি সমান? তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না? — ১১
সুরা হুদ : ১৮-২৪

আর তাদের মধ্যেও কিছু লোক তোমার দিকে কান পেতে থাকে, কিন্তু আমি তাদের অন্তরের ওপর আবরণ দিয়েছি যেন তারা তা বুঝতে না পারে। তাদেরকে বধির করেছি। আর তারা সমস্ত নির্দশন প্রত্যক্ষ করলেও তাতে বিশ্বাস করবে না। এমন কি তারা যখন তোমার কাছে উপস্থিত হয়ে তর্ক শুনু করে তখন অবিশ্বাসীরা বলে, ‘এতো সেকালের উপকথা ছাড়া আর কিছুই নয়।’ আর তারা অন্যকে তা শুনতে বাধা দেয় ও নিজেরাও তার থেকে দূরে থাকে। আর তারা নিজেরাই শুধু নিজেদের ক্ষতি করে, তারা তা বোঝে না। — ৬ সুরা আন্নাম : ২৫-২৬

যারা আমার আয়াতকে মিথ্যা বলে তারা বধির ও মূক, তারা রয়েছে অঙ্ককারে। — ৬ সুরা আন্নাম : ৩৯

বলো, ‘তোমরা আমাকে বলো, আল্লাহ্ যদি তোমাদের শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নেন ও তোমাদের হাদয়ে মোহর এঁটে দেন তবে আল্লাহ্ ছাড়া কোন্ উপাস্য আছে যে তোমাদেরকে ওগুলো ফিরিয়ে দেবে?’

লক্ষ করো, আমি কেমন নানাভাবে কথাগুলো নানাভাবে বর্ণনা করি। তা সঙ্গেও তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়। — ৬ সুরা আন্নাম : ৪৬

ওরা বলে, ‘তুমি যার দিকে আমাদেরকে ডাকছ সে—সম্পর্কে আমাদের হন্দয় আবৃত্ত, কান বক্ষ আর তোমার ও আমাদের মধ্যে এক পর্দা আছে। সুতোং তুমি তোমার কাজ করো এবং আমরা আমাদের কাজ করি।’ বলো, ‘আমি তো তোমাদের মতোই একজন মানুষ, আমার ওপর প্রত্যাদেশ হয় যে, তোমাদের উপাস্য একমাত্র আল্লাহ। তাই তাঁরাই পথ অবলম্বন কর, তাঁরাই কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো। দুর্ভোগ অংশীবাদীদের যারা জ্ঞানত দেয় না ও পরকালে বিশ্বাস করবে না। — ৪১ সুরা হা-মিম-সিজদা : ৫-৭

তুমি কি বধিরকে শোনাতে পারবে? কিংবা যে অঙ্ক আর যে পরিষ্কার ভুল পথে আছে তাকে কি তুমি সৎপথে পরিচালিত করতে পারবে? — ৪৩ সুরা জুব্রাহ্ম : ৪০

তুমি কি লক্ষ করেছ তাকে যে তার খেয়ালখুশিকে নিজের উপাস্য ক'রে নিয়েছে? আল্লাহ জেনেশুনেই তাকে বিভ্রান্ত করেছেন, ওর কান ও অস্তরে মোহর করে দিয়েছেন এবং তার চোখের ওপর আবরণ রেখেছেন। তাই আল্লাহ মানুষকে বিভ্রান্ত করার পর কে তাকে পথের নির্দেশ দেবে? তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না? — ৪৫ সুরা জাসিয়া : ২৩

এ এজন্য যে, তারা ইহুদীবনকে পরজীবনের ওপর প্রাধান্য দেয়। আর এজন্য আল্লাহ অবিশ্বাসী সম্প্রদায়কে পথনির্দেশ করেন না। ওরাই তো তারা আল্লাহ যাদের অস্তর, কান ও চোখ মোহর করে দিয়েছেন আর ওরাই তো অমনোযোগী। ওরা তো পরকালে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। — ১৬ সুরা নাহল : ১০৭-১০৯

যারা অবিশ্বাস করেছে তুমি তাদের সতর্ক কর বা না—কর তাদের পক্ষে দুই-ই সমান। তারা বিশ্বাস করবে না। আল্লাহ তাদের হাদয় ও কান মোহর করে দিয়েছেন, তাদের চোখের ওপর আবরণ রয়েছে, এবং তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি। — ২ সুরা বাকারা : ৬-৭

তারা বধির বোবা, অঙ্ক ; সুতরাং তারা ফিরবে না। — ২ সুরা বাকারা : ১৮

আর যারা অবিশ্বাস করে তাদের উপমা যেন কোনো ব্যক্তি এমন কিছুকে ডাকে যা ইঁক-ডাক ছাড়া আর কিছুই শোনে না— তারা বধির, বোবা ও অঙ্ক ; তাই তারা কিছুই বুঝতে পারে না। — ২ সুরা বাকারা : ১৭১

নিশ্চয় আল্লাহর কাছে নিকৃষ্টতম জীব সেই বধির ও মূকরা যারা কিছুই বোঝে না। আর আল্লাহ যদি তাদের মধ্যে ভালো কিছু দেখতেন তবে তিনি তাদেরও শোনাতেন ; কিন্তু তিনি তাদের শোনালেও তারা উপেক্ষা ক'রে মুখ ফিরিয়ে নিত। — ৮ : সুরা আন্ফাল ২২-২৩

অঙ্ককার : আলো ও অঙ্ককার দ্র।

অপচয় : হে আদম সত্তান! প্রত্যেক নামাজের সময় তোমরা সুন্দর পোশাক পরবে, পানাহার করবে, কিন্তু অপচয় করবে না। তিনি অপচয়কারীদেরকে ভালোবাসেন না। — ৭ সুরা আরাফ : ৩১

... আর তোমরা অপচয় কোরো না, কারণ তিনি অপচয়কারীদেরকে ভালোবাসেন না। — ৬ সুরা আন্তাম : ১৪১

অপনাম : উপহাস দ্র।

অপবাদ : দুর্ভেগ প্রত্যেকের যে পেছনে বা সামনে লোকের নিদ্যা করে। — ১০৪ সুরা হুমাজা : ১

যারা আল্লাহ সম্বন্ধে মন্দ বলে ও রসূলকে কষ্ট দেয় আল্লাহ তো তাদেরকে ইহলোক ও পরলোকে অভিশপ্ত করেন, আর তিনি তাদের জন্য অপমানকর শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন। বিশ্বাসী পুরুষ ও বিশ্বাসী নারী কোনো অপরাধ না করলেও যারা তাদেরকে কষ্ট দেয় তারা মিথ্য অপবাদ ও স্পষ্ট পাপের বেঁধা বহন করে। — ৩৩ সুরা আহজ্বাব : ৫৭-৫৮

মুনাফিকরা ও যাদের অস্তরে ব্যাধি আছে আর যারা শহরে গুজব রঞ্চিয়ে বেড়ায় তারা বিরত না হলে আমি নিশ্চয়ই তাদের বিরুদ্ধে তোমাকে প্রবল করব। এরপর এ শহরে তারা অল্পসংখ্যকই খাকে প্রতিবেশীরাপে, অভিশপ্ত হয়ে। — ৩৩ সুরা আহজ্বাব : ৬০-৬১

কেউ কোনো দোষ বা পাপ করে পরে তা কোনো নির্দোষ ব্যক্তির ওপর আরোপ করলে, সে মিথ্যা অপবাদ ও স্পষ্ট পাপের বোধা বহন করবে। — ৪ সুরা নিসা : ১১২

যারা সাধ্বী রমণীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে ও সমক্ষে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করে না, তাদের আশিবার কষাঘাত করবে এবং কখনও তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করবে না। এরাই তো সত্যত্যাগী। তবে যদি এরপর ওরা তওবা করে ও নিজেদের সংশোধন করে তবে তো আল্লাহ ক্ষমাশীল পরম দয়ালু। আর যারা নিজেদের স্ত্রীর ওপর অপবাদ আরোপ করে অথচ নিজেরা ছাড়া তাদের কোনো সাক্ষী নেই, তাদের প্রত্যেকের সাক্ষ্য এই হবে যে, সে আল্লাহর নামে চারবার শপথ করে বলবে যে, সে অবশ্যই সত্য বলছে, আর পক্ষমবার বলবে, সে যদি মিথ্যা বলে তবে তার ওপর আল্লাহর অভিশাপ নেমে আসবে। তবে স্ত্রীর শাস্তি বক্ষ করা হবে যদি সে চারবার আল্লাহর নামে শপথ করে সাক্ষ্য দেয় যে, তার স্বামীই মিথ্যা বলছে আর পক্ষমবার বলে, তার স্বামী সত্য বললে তার নিজের ওপর আল্লাহর গজব নেমে আসবে। তোমাদের ওপর আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে আর আল্লাহ তওবা গ্রহণ না করলে ও তিনি তত্ত্বজ্ঞানী না হলে (তোমরা কেউ অব্যাহতি পেতে না)। — ২৪ সুরা নূর : ৪-১০

অপবাদ আয়েশার বিরুদ্ধে : যারা মিথ্যা অপবাদ রাটনা করেছে তারা তো তোমাদেরই একটি দল। এই অপবাদকে তোমরা তোমাদের জন্য অনিষ্টকর মনে করো না, বরং এ তো তোমাদের জন্য কল্যাণকর। ওদের প্রত্যেকের জন্য আছে ওদের কৃত পাপকর্মের ফল আর ওদের মধ্যে যে এ-ব্যাপারে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছে তার জন্য আছে কঠিন শাস্তি। এ কথা শোনার পর বিশ্বাসী পুরুষ ও নারীগণ কেন নিজেদের বিষয়ে ভালো ধারণা করে নি আর বলে নি, ‘এ তো নির্জন্লা অপবাদ !’ তারা কেন এ-ব্যাপারে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করে নি ? যখন তারা সাক্ষী উপস্থিত করে নি তখন তারা আল্লাহর বিধানে মিথ্যাবাদী। ইহলোকে ও পরলোকে তোমাদের ওপর আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে, তোমরা যা নিয়ে ঘেতেছিলে তার জন্য কঠিন শাস্তি তোমাদেরকে স্পর্শ করতো। যখন তোমরা মুখে মুখে এ প্রচার করেছিলে আর এমন বিষয়ের কথা বলেছিলে যে-স্পর্শকে তোমাদের কোনো জ্ঞান ছিল না, আর তোমরা একে তুচ্ছ ভেবেছিলে, যদিও আল্লাহর দৃষ্টিতে এ ছিল গুরুতর ব্যাপার। আর যখন তোমরা এসব শুনলে তখন কেন বললে না, ‘এ-বিষয়ে বলাবলি করা আমাদের উচিত নয়। আল্লাহই পরিত্র, যহান !’ এ তো এক গুরুতর অপবাদ !

আল্লাহ তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছেন, ‘তোমরা যদি বিশ্বাসী হও তবে কখনও একপ কাজ আর করবে না !’ আল্লাহ তো তোমাদের জন্য তাঁর আয়াতগুলো স্পষ্টভাবে বয়ন করেছেন। আর আল্লাহ তো সর্বজ্ঞ, তত্ত্বজ্ঞানী। — ২৪ সুরা নূর : ১১-১৮

যারা সাধ্বী, নিরীহ ও বিশ্বাসী নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে তারা ইহলোক ও পরলোকে অভিশপ্ত এবং তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি। যেদিন তাদের বিরুদ্ধে তাদের জিহ্বা, হাত ও পা তাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে সাক্ষ্য দেবে, সেদিন আল্লাহ তাদের প্রাপ্ত প্রতিফল পুরোপুরি দেবেন আর তারা জানবে, আল্লাহই সত্য, স্পষ্ট প্রকাশক। অসতী নারী অসৎ পুরুষের জন্য, অসৎ পুরুষ অসতী নারীর জন্য। সতী নারী সৎ পুরুষের জন্য আর সৎ পুরুষ সতী নারীর জন্য। এদের সম্বন্ধে লোকে যা বলে এরা তার চেয়ে পবিত্র। এদের জন্য আছে ক্ষমা আর সম্মানজনক জীবিকা। — ২৪ সুরা নূর : ২৩-২৬

অপবিত্র অবস্থা : ওজ্জু ও তাইয়াম্মুম দ্র.।

অপব্যয় : আত্মীয়স্বজনকে তার প্রাপ্য দেবে, আর অভাবগৃস্ত ও পথচারীকেও, আর কিছুতেই অপব্যয় করবে না। যারা অপব্যয় করে তারা অবশ্যই শয়তানের ভাই, আর শয়তান তার প্রতিপালকের প্রতি বড়ই অক্তর্ষ। — ১৭ সুরা বনি-ইসরাইল : ২৬-২৭

অবস্থার পরিবর্তন : মানুষের অবস্থার পরিবর্তন দ্র.

অবিনশ্বর ও নশ্বর : তোমাদের কাছে যা আছে তা থাকবে না আর আল্লাহর কাছে যা আছে তা থাকবে। — ১৬ সুরা নাহল : ১৬

যেখানে যা কিছু আছে সবই নশ্বর, অনিবশ্বর কেবল তোমার প্রতিপালকের সত্তা যিনি মহিমময় মহানূভব। — ৫৫ সুরা রহমান : ২৬-২৮

অভিবাদন : আর যখন তোমাদেরকে অভিবাদন করা হয়, তখন তোমরাও তেমনি বা তার চেয়ে ভালোভাবে অভিবাদন করবে। আল্লাহ তো সব বিষয়ের হিসাব নেন। — ৪ সুরা নিসা : ৮৬

হে বিশ্বাসীগণ ! তোমরা যখন আল্লাহর পথে বের হবে তখন পরীক্ষা করে নেবে, আর কেউ তোমাদের মঙ্গল কামনা করলে বা শুন্দা জ্ঞানালে ইহজীবনের সম্পদের লোভে তাকে বলো না, ‘তুমি বিশ্বাসী নও।’ কারণ, আল্লাহর কাছে অন্যায়সলভ্য সম্পদ প্রচুর রয়েছে। তোমরা তো পূর্বে এমনই ছিলে ! তারপর আল্লাহ তোমাদের ওপর অনুগ্রহ করছেন। সুতরাং তোমরা পরীক্ষা করে নেবে। তোমরা যা কর আল্লাহ তা ভালো করেই জানেন। — ৪ সুরা নিসা : ৯৪

অভিভাবক : ... ঝণগুঁহীতা যদি নির্বোধ বা দুর্বল হয় অথবা লেখার বিষয়বস্তু বলে দিতে না পারে তবে যেন তার অভিভাবক ন্যায্যভাবে লেখার বিষয়বস্তু বলে দেয়। — ২ সুরা বাকারা : ২৮২

বিশ্বাসীয়া যেন বিশ্বাসীদের ছাড়া অভিশ্বাসীদেরকে অভিভাবক হিসাবে গ্রহণ না করে। যে-কেউ এমন করবে, তার সাথে আল্লাহর কোনো সম্পর্ক থাকবে না। তবে যদি তোমরা তাদের কাছ থেকে কোনো ভয় আশঙ্কা কর তবে তোমরা তাদের স্মরণে সাবধানতা অবলম্বন করবে। আর আল্লাহ তাঁর নিজের স্মরণে তোমাদেরকে সাবধান করছেন। আর আল্লাহর দিকেই ফিরে যেতে হবে। — ৩ সুরা আল-ই-ইমরান : ২৮

আর অল্পবুদ্ধিসম্পদদেরকে তাদের সম্পত্তি দিয়ে না যা আল্লাহ তোমাদেরকে রাখতে দিয়েছেন। তার থেকে তাদের খাওয়া-পরার ব্যবস্থা করবে আর তাদের সাথে ভালোভাবে কথা বলবে। তোমরা পিতৃহীনদের ওপর লক্ষ রাখবে, যে-পর্যন্ত না তারা বিবাহযোগ্য হয়। আর তাদের মধ্যে ভালোম্বদ বিচারের জ্ঞান দেখলে তোমরা তাদের সম্পদ তাদেরকে ফিরিয়ে দেবে। তারা বড় হয়ে যাবে বলে তা অন্যায্যভাবে তাড়াতাড়ি করে তা থেঁয়ে ফেলো না। যে অভাবমুক্ত সে যেন যা অবৈধ তা থেকে নিবৃত্ত থাকে। আর যে বিস্তীর্ণ সে যেন সংগত পরিমাণে ভোগ করে। তোমরা যখন তাদের সম্পদ সমর্পণ করবে তখন সাক্ষী রেখো। হিসাব গ্রহণে আল্লাহই যথেষ্ট। — ৪ সুরা নিসা : ৫-৬

হে বিশ্বাসীগণ ! তোমাদের পিতা ও ভাতা যদি বিশ্বাস অপেক্ষা সত্য প্রত্যাখ্যানকে গ্রেয়জান করে তবে তাদেরকে অভিভাবক হিসাবে গ্রহণ কোরো না । তোমাদের মধ্যে যারা তাদের অভিভাবক করে তারাই সীমালঙ্ঘনকারী । — ৯ সুরা তওবা : ২৩

অভিশপ্ত : ... তারপর এক ঘোষণাকারী তাদের কাছে ঘোষণা করবে ‘আল্লাহর অভিশাপ সীমালঙ্ঘনকারীদের ওপর যারা আল্লাহর পথে বাধা দিত ও তার মধ্যে দোষক্রটি অনুসন্ধান করতো আর পরকালকে অবিশ্বাস করত ।’ — ৭ সুরা আরাফ : ৪৪-৪৫

নিশ্চয় আমি আমার রসূলদেরকে ও বিশ্বাসীদেরকে পার্থিব জীবনে ও কিয়ামতের দিনে সাহায্য করব । যেদিন সীমালঙ্ঘনকারীদের ওজর-আপত্তি কোনো কাজে আসবে না । ওদের জন্য রয়েছে অভিশাপ, আর ওদের জন্য রয়েছে দুর্ভোগের নিবাস । — ৪০ সুরা মুমিন : ৫১-৫২

আমি যেসব স্পষ্ট নির্দশন ও পথনির্দেশ অবস্তীর্ণ করেছি, মানুষের জন্য পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করার পরেও যারা ওইসব গোপন করে, আল্লাহ তাদেরকে অভিশাপ দেন, আর অভিশাপকারীরাও তাদেরকে অভিশাপ দেয় । ২ সুরা বাকারা : ১৫৯

নিশ্চয় যারা অবিশ্বাস করে ও অবিশ্বাসী হয়ে মারা যায় তাদের ওপর আল্লাহ, ফেরেশ্তা ও সকল মানুষেরই অভিশাপ । তারা চিরকাল অভিশাপ পেতে থাকবে । তাদের শাস্তি হলকা করা হবে না এবং তারা কোনো অবকাশও পাবে না । — ২ সুরা বাকারা : ১৬১-১৬২

যারা আল্লাহ সম্বন্ধে মন্দ বলে ও রসূলকে কষ্ট দেয় আল্লাহ তো তাদের ইহলোকে ও পরলোকে অভিশপ্ত করেন, আর তিনি তাদের জন্য অপমানকর শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন । — ৩৩ সুরা আহজ্বা : ৫৭

মুনাফিকরা ও যাদের অস্তরে ব্যাধি আছে আর যারা শহরে গুজব রঞ্চিয়ে বেড়ায় তারা বিরত না হলে আমি নিশ্চয়ই তাদের বিরুদ্ধে তোমাকে প্রবল করব । এরপর এ-শহরে তারা অল্প সংখ্যক থাকবে প্রতিবেশীরাপে, অভিশপ্ত হয়ে । ওদের যেখানেই পাওয়া যাবে সেখানেই পাকড়াও ও নির্মত্বাবে হত্যা করা হবে । — ৩৩ সুরা আহজ্বা : ৬০-৬১

আল্লাহ অবিশ্বাসীদেরকে অভিশপ্ত করেছেন এবং তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন জ্বলন্ত আগুন যেখানে ওরা চিরকাল থাকবে এবং কোনো অভিভাবক বা সাহায্যকারী পাবে না । যেদিন আগুনে ওদের মুখ উলটে-পালটে পোড়ানো হবে সেদিন ওরা বলবে, ‘হায়, আমরা যদি আল্লাহ ও রসূলকে মানতাম’ তারা আরও বলবে, ‘হে আমাদের প্রতিপালক ! আমরা আমাদের নেতা ও বড়োলকদের আনুগত্য করেছিলাম এবং ওরা আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিল । হে আমাদের প্রতিপালক ! ওদের শাস্তি দ্বিগুণ করে দাও এবং ওদেরকে মহা অভিশাপ দাও । — ৩৩ সুরা আহজ্বা : ৬৪-৬৮

তুমি কি তাদের দেখ নি যাদের কিতাবের এক অংশ দেওয়া হয়েছিল । তারা জিবত [প্রতিমা] ও তাগুত [অসত্য দেবতার]—এর ওপর বিশ্বাস করে । তারা অবিশ্বাসীদের সম্বন্ধে বলে যে, ‘বিশ্বাসীদের চেয়ে এদের পথই ভালো ।’ এরাই তো তারা যাদেরকে আল্লাহ অভিশাপ দিয়েছেন আর আল্লাহ যাকে অভিশাপ দেন তুমি কখনও কাউকে তাকে সাহায্য করতে দেখবে না । — ৪ সুরা নিসা : ৫১-৫২

যারা আল্লাহ'র সাথে দৃঢ় অঙ্গীকারে আবদ্ধ হওয়ার পর তা ভঙ্গ করে এবং যে-সম্পর্ক অক্ষণ রাখার জন্য আল্লাহ' নির্দেশ করেছেন তা ছিন্ন করে আর পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করে বেড়ায় তাদেরই জন্য রয়েছে অভিশাপ ও তাদের জন্য আছে নিকৃষ্ট বাসস্থান। — ১৩
সুরা রাদ : ২৫

যারা সামৰী, নিরীহ ও বিশ্বাসী নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে তারা ইহলোক ও পরলোকে অভিশপ্ত এবং তাদের জন্য রয়েছে মহাশান্তি। — ২৪ সুরা নুর : ২৩

বলো, 'আমি কি তোমাদেরকে এর চেয়ে যারাপ পরিণতির খবর দেব যা আল্লাহ'র কাছে আছে? যার ওপর আল্লাহ'র অভিশাপ, যার ওপর তাঁর গজব, যাদের কতকক্ষে তিনি বানুর ও কতকক্ষে শুয়োর করেছেন এবং যারা তাগুত [অসত্য দেবতা]-এর উপাসনা করে তাদের অবস্থা খুবই খারাপ। আর সরল পথ থেকে তারা সবচেয়ে বেশি বিচ্যুত। — ৫ সুরা মায়িদা : ৬০

আল্লাহ' মুনাফেক নরনারী ও অবিশ্বাসীদের প্রতিক্রিতি দিয়েছেন জাহানামের আগন্তের যেখানে ওরা থাকবে চিরকাল। এ-ই ওদের জন্য হিসাব। ওদের ওপর রয়েছে আল্লাহ'র অভিশাপ, ওদের জন্য রয়েছে স্থায়ী শান্তি। — ৯ সুরা তত্ত্বা : ৬৮

অমিতাচার : যারা বিশ্বাস করে ও সংকর্ম করে আল্লাহ' তাদেরকে জাহানে প্রবেশ করাবেন যার নিচে নদী বহিবে; কিন্তু যারা বিশ্বাস করে না, ভোগবিলাসে মেতে থাকে জন্ম ও জানোয়ারের মতো পেট ভরায় তারা বাস করবে জাহানামে। — ৪৭ সুরা মুহাম্মদ : ১২

তারা শিথ্য শুবগে বড়ই আগুরী এবং অবৈধ ভক্ষণে বড়ই আসক্ত ...। — ৫ সুরা মায়িদা : ৪২

তাদের অনেকক্ষেই তুমি পাপ, সীমালজ্বন ও অবৈধ ভক্ষণে তৎপর দেখবে। তারা যা করে নিশ্চয় তা খুব খারাপ। — ৫ সুরা মায়িদা : ৬২

অর্জন : তারা যা অর্জন করে তার প্রাপ্য অংশ তাদেরই। আল্লাহ' তো হিসাব গ্রহণে অত্যন্ত তৎপর। — ২ সুরা বাকারা : ২০২

... পুরুষ যা অর্জন করে তা তার প্রাপ্য, আর নারী যা অর্জন করে তা তার প্রাপ্য। আল্লাহ'র অনুগ্রহ প্রার্থনা করো। আল্লাহ' সববিষয়ে সর্বজ্ঞ। — ৪ সুরা নিসা : ৩২

অর্থ : ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্তুতি দ্র.।

অলোকিক নির্দশনের প্রত্যাশা : পূর্ববর্তীরা নির্দশন অঙ্গীকার করায় আমি নির্দশন প্রেরণ করা থেকে নিজেকে বিরত রাখি। আমি স্পষ্ট নির্দশন হিসাবে সামুদ্রের কাছে এক মাদি উট পাঠিয়েছিলাম। তারপর তারা ওর ওপর জুলুম করেছিল। আমি তয় প্রদর্শনের জন্যই নির্দশন প্রেরণ করি। সুরণ কর, আমি তোমাকে বলেছিলাম যে, তোমার প্রতিপালক মানুষকে ঘিরে রয়েছেন। যে-দশ্য তোমাকে (মিরাজে) দেখিয়েছি তা এবং কোরানে উল্লেখিত অভিশপ্ত বৃক্ষ কেবল মানুষের পরীক্ষার জন্য। আমি তাদেরকে তয় দেখাই, কিন্তু তা তাদের উগ্র অবাধ্যতায় বন্ধি করে। — ১৭ সুরা বনি-ইসরাইল : ৫৯-৬০

আর ওরা বলে, 'আমরা তোমাকে বিশ্বাস করব না যতক্ষণ না তুমি মাটি ফাটিয়ে একটা ঝরনা ফোটাবে বা তোমার খেজুরের বা আঙুরের বাগান হবে যার ফাঁকে ফাঁকে অজস্র নদীনালা বহিবে, বা তুমি যেমন বলো, আকাশকে টুকরো টুকরো করে ভেঙে ফেলবে আমাদের

ওপর, বা আল্লাহ ও ফেরেশতাদের নিয়ে আসবে আমাদের সামনে, বা তোমার জন্য একাট সোনার বাড়ি হবে, বা তুমি আকাশে আরোহণ করবে, কিন্তু তোমার আকাশে আরোহণ আমরা কখনও বিশ্বাস করব না যতক্ষণ না আমাদের পড়ার জন্য তুমি আমাদের কাছে এক কিতাব অবতীর্ণ করবে।' বলো, 'আমার প্রতিপালকের পবিত্র মহিমা! আমি এক সুসংবাদদাতা রসূল ছাড়া আর কী?' — ১৭ সুরা বনি-ইসরাইল : ৯০-৯৩

ওরা বলে, 'তার কাছে তার প্রতিপালকের কোনো নির্দর্শন অবতীর্ণ হয় না কেন?' বলো, 'অদ্যেয়ের জ্ঞান তো কেবল আল্লাহরই। অতএব তোমরা প্রতীক্ষা কর, আমি তোমাদের সঙ্গে প্রতীক্ষা করছি।' — ১০ সুরা ইউনুস : ২০

মানুষের হিসাবনিকাশের সময় আসম, কিন্তু ওরা তো উদাসীনতায় মুখ ফিরিয়ে রয়েছে। যখনই ওদের কাছে ওদের প্রতিপালকের কোনো নতুন উপদেশ আসে ওরা তো হস্তিষ্ঠাট্টা করতে করতে শোনে, তাদের মন সাড়া দেয় না। সীমালভনকারীরা গোপনে পরামর্শ করে, 'এ তো তোমাদের মতো একজন মানুষ, তবুও কি তোমরা দেখেছুন জাদুর খঘনে পড়বে?'

(রসূল) বলল, 'আকাশ ও পথিকীর সমস্ত কথাই আমার প্রতিপালকের জানা, আর তিনিই তো সবই জানেন।' ওরা বলে, 'না, অলীক স্বপ্ন। না, সে এ বানিয়েছে! সে তো এক কবি। সুতরাং সে আমাদের কাছে এমন এক নির্দর্শন আনুক যেমন নির্দর্শন দিয়ে পূর্বসুরিদের পাঠানো হয়েছিল।' — ২১ সুরা আল্পিয়া : ১-৫

ওরা বলে, 'তার প্রতিপালকের কাছ থেকে তার কাছে নির্দর্শন পাঠানো হয় না কেন?' বলো, 'নির্দর্শন আল্লাহর নিয়ন্ত্রণে, আর আমি তো একজন স্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র।' — ২৯ সুরা আন্কাবুত : ৫০

আর যারা কিছু জানে না তারা বলে, 'আল্লাহ, আমাদের সঙ্গে কথা বলেন না কেন? বা কোনো নির্দর্শন আমাদের কাছে আসে না কেন?'

তাদের পূর্ববর্তীরাও এইভাবে তাদের মতো বলত। তাদের অন্তর একই রকম। দ্য বিশ্বাসীদের জন্য আমি নির্দর্শনসমূহ স্পষ্টভাবে ব্যাখ্য করেছি। — ২ সুরা বাকারা : ১১৮

সুতরাং প্রকাশ্য নির্দর্শন আসার পরও যদি তোমাদের পদম্খলন ঘটে, তবে জেনে রাখো যে আল্লাহ শক্তিমান, তত্ত্বজ্ঞানী। তারা কেবল এর প্রতীক্ষায় আছে যে আল্লাহ মেঘের ছায়ায় ফেরেশতাদেরকে সঙ্গে করে তাদের কাছে হাজির হবেন, তারপর সব কিছুর মীমাংসা হয়ে যাবে। সব বিষয়ই আল্লাহর কাছে ফিরিয়ে আনা হবে। তুমি বনি-ইসরাইলকে জিজ্ঞাসা কর আমি তাদের কত স্পষ্ট নির্দর্শন দিয়েছিলাম। আল্লাহর অনুগ্রহ আসার পর কেউ তার পরিবর্তন করলে, আল্লাহ তো দণ্ডনে বড়ই কঠোর। — ২ সুরা বাকারা : ২০৯-২১১

যারা বলে, 'আল্লাহ, আমাদের আদেশ দিয়েছেন আমরা যেন কোনো রসূলের ওপর বিশ্বাস না করি যতক্ষণ পর্যন্ত সে (এমন) কোরবানি না করবে যা আগুন গ্রাস করে ফেলবে,' তাদেরকে বলো, 'আমার আগে অনেক রসূল স্পষ্ট নির্দর্শন ও তোমরা যা বলছ তা নিয়ে তোমাদের কাছে এসেছিল; যদি তোমরা সত্য বলো তবে তোমরা কেন তাদেরকে হত্যা করেছিলে?' — ৩ সুরা আল-ই-ইমরান : ১৮৩

যারা অবিশ্বাস করেছে তারা বলে, ‘(মুহাম্মদের) প্রতিপালকের কাজ থেকে তার কাছে কোনো নির্দশন অবর্তীণ হয় না কেন?’ তুমি তো কেবল সতর্ককারী, আর প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য তো পথপ্রদর্শক রয়েছে। — ১৩ সুরা রায়দ : ৭

অশ্লীলতা ও পর্দা : ওরা (যারা সংকাজ করে) গুরুতর পাপ ও অশ্লীল কাজ থেকে বিরত থাকে। কেউ ছোটখাটো দোষ করলে, তোমার প্রতিপালকের তো ক্ষমার শেষ নেই। আল্লাহ তোমাদের সম্বন্ধে ভালো করে জানেন (তখন থেকে) যখন তিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছিলেন মাটি থেকে ও যখন তোমরা মায়ের গর্ভে ছিলে ভুগ হয়ে। সুতরাং তোমরা নিজেদের বড় পবিত্র ভোবো না ; কে সংযমী তা তিনিই ভালো জানেন। — ৫৩ সুরা নজর : ৩২

আমিই মানুষকে সৃষ্টি করেছি এবং তার অস্তরের কুচিঞ্চল সম্বন্ধে আমি অবহিত। আমি তার গ্রীবাস্থিত ধর্মনির চেয়েও নিকটতর। — ৫০ সুরা কাফ : ১৬

হে আদমসত্ত্ব ! শয়তান যেন তোমাদেরকে প্রলুক্ষ না করে যেমন করে সে তোমাদের পিতামাতাকে (প্রলুক্ষ করে) জাম্মাত হতে বের করেছিল, তাদের লজ্জাহান তাদেরকে দেখাবার জন্য তাদেরকে উলঙ্গ করেছিল। সে নিজে ও তার দল তোমাদেরকে এমন ভাবে দেখে যে তোমরা তাদেরকে দেখতে পাও না। শয়তানকে আমি তাদের অভিভাবক করেছি যারা বিশ্বাস করে না। যখন তারা কোনো অশ্লীল কাজ করে তখন বলে, ‘আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে এ করতে দেখেছি ও আল্লাহও আমাদের এ নির্দেশ দিয়েছেন।’ বলো, ‘আল্লাহ অশ্লীল ব্যবহারের নির্দেশ দেন না। তোমরা আল্লাহ সম্বন্ধে এমন কিছু বলছ যে-বিষয়ে তোমাদের জ্ঞান নেই ? — ৭ সুরা আরাফ : ২৭-২৮

বলো, ‘আমার প্রতিপালক হারাম করেছেন প্রকাশ্য ও গোপন অশ্লীলতাকে ...’ — ৭
সুরা আরাফ : ৩৩

জিনা [অবৈধ ঘৌনসংগ্রহ]-র কাছে যেয়ো না, এ অশ্লীল ও মন্দ পথ। — ১৭ সুরা বনি-ইসরাইল : ৩২

... প্রকাশ্যে হোক বা গোপনে হোক, অশ্লীল আচরণের কাছে যেয়ো না — ৬ সুরা
আন্সাম : ১৫১

তিনি জানেন চোখের চুরিকে আর যা অস্তরে লুকিয়ে থাকে। — ৪০ সুরা মুমিন : ১৯

আসলে তোমাদেরকে যা-কিছু দেওয়া হয়েছে তা পার্থিব জীবনের ভোগ, কিন্তু আল্লাহর কাছে যা আছে তা আরও ভালো ও আরও স্থায়ী — তাদের জন্য যারা বিশ্বাস করে ও তাদের প্রতিপালকের ওপর নির্ভর করে, যারা গুরুতর পাপ ও অশ্লীল কাজ থেকে নিজেদের বাঁচিয়ে রাখ, রাগ করেও ক্ষমা করে দেয়, যারা তার প্রতিপালকের ডাকে সাড়া দেয়, নামাজ পড়ে, নিজেদের মধ্যে পরামর্শের মাধ্যমে নিজেদের কর্মসম্পাদন করে আর তাদের যে-জীবনের উপকরণ দেওয়া হয়েছে তার থেকে ব্যয় করে আর যারা অত্যাচারিত হলে প্রতিশোধ নেয়। ৪২ সুরা শুরা : ৩৬-৩৯

আল্লাহ অবশ্যই ন্যায়পরায়ণত, সদাচরণ ও অতীয়স্বজনকে দানের নির্দেশ দেন। আর তিনি অশ্লীলতা, অসৎ কাজ ও সীমালঙ্ঘন নিষেধ করেন। তিনি তোমাদের উপদেশ দেন যাতে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর। — ১৬ সুরা নাহল : ৯০

... (তাদের জন্য মঙ্গল) যারা নিজেদের ঘোন-অঙ্গ সংযত রাখে, তবে নিজেদের শ্বেতী বা ডান হাতের তাঁবের দাসীদের ক্ষেত্রে অন্যথা করলে তারা নিদর্শনীয় হবে না। অবশ্য কেউ এদের ছাড়া অন্যকে কামনা করলে তারা সীমালভন করবে। — ২৩ সুরা মুমিনুন : ৫-৭

তোমার কাছে প্রত্যাদিষ্ট কিতাব থেকে তুমি আবৃত্তি করো ও নামাজ কায়েম করো। অবশ্যই নামাজ অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে। আল্লাহর সুরণই সব চেয়ে বড়। তোমরা যা কর। আল্লাহ তা জানেন। — ২৯ সুরা আন্কাবুত : ৪৫

সে (শয়তান) তো কেবল তোমাদেরকে মন্দ ও অশ্লীল কাজের নির্দেশ দেয়, আর সে চায় যে, আল্লাহর স্মৰণকে তোমরা যা জান না তা বল। — ২ সুরা বাকারা : ১৬৯

আর (তাদের) যারা কোনো অশ্লীল কাজ ক'রে ফেলে বা নিজেদের ওপর অত্যাচার ক'রে আল্লাহকে সুরণ করে ও নিজেদের পাপের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করে। আর আল্লাহ ছাড়া কে পাপ ক্ষমা করবে? আর তারা যা ক'রে ফেলে তা জেনেশুনেও করে না। — ৩ সুরা আল-ই-ইম্রান : ১৩৫

... ঘোন-অঙ্গ হেফাজতকারী পুরুষ ও নারী, আল্লাহকে অধিক সুরণকারী পুরুষ ও নারী — এদের জন্য আল্লাহ ক্ষমা ও মহাপ্রতিদান রেখেছেন। — ৩৩ সুরা আহজাব ; ৩৫

হে নবি! তুমি তোমাদের শ্বেতীদেরকে, কন্যাদেরকে ও বিশ্বাসী নারীদের বলো তারা যেন চাদরের কিছু অংশ নিজেদের মুখের ওপর টেনে দেয়। এতে তাদের চেনা সহজতর হবে, ফলে তাদেরকে কেউ উত্ত্যক্ত করবে না। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। — ৩৩ সুরা আহজাব : ৫৯

যারা বিশ্বাসীদের মধ্যে অশ্লীলতার প্রসার কামনা করে তাদের জন্য ইহলোক ও পরলোকে রয়েছে কঠিন শাস্তি, আর আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না। — ২৪ সুরা নূর : ১৯

হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা শয়তানের পদাঙ্কক অনুসরণ কোরো না। কেউ শয়তানের পদাঙ্কক অনুসরণ করলে শয়তান অশ্লীল ও মন্দ কাজের নির্দেশ দেয়। আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না ধাকলে তোমদের কেউই কখনও পবিত্র হতে পারতো না, তবে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পবিত্র করেন। আর আল্লাহ সব শোনেন, সব জানেন। ২৪ সুরা নূর : ২১

বিশ্বাসী পুরুষদের বলো তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে ও তাদের ঘোন-অঙ্গকে হেফাজত করে। এ-ই তাদের জন্য সবচেয়ে ভালো। ওরা যা করে আল্লাহ তা জানেন। বিশ্বাসী নারীদের বলো, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে ও তাদের ঘোন-অঙ্গকে হেফাজত করে। তারা যা সাধারণত প্রকাশমান তা ছাড়। তারা যেন তাদের সৌন্দর্য (বা অলংকার) যেন প্রদর্শন না করে, তাদের ঘাড় ও বুক যেন মাথার কাপড় দ্বারা ঢাকা থাকে। তারা যেন নিজের স্বামী, পিতা, শ্শুর, ছেলে, স্বামীর ছেলে, ভাই, ভাইয়ের ছেলে, বোনের ছেলে, নিজেদের যেয়েছেন, তাদের অধিকারভূক্ত দাসদাসী, যৌনকামনারিক্ত পুরুষ আর সেই সব ছেলে যাদের নারীদের গোপন অঙ্গ স্মৰণে জান হয় নি তাদের ছাড় কারও কাছে তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে আর তারা যেন তাদের গোপন সৌন্দর্য বা অলংকার প্রকাশের উদ্দেশ্যে সজোরে পা ফেলে না চলে। হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা সকলে আল্লাহর দিক ফেরো যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার: — ২৪ সুরা নূর : ৩০-৩১

বৃক্ষ নারীরা যারা বিবাহের আশা রাখে না, তাদের জন্য অপরাধ নেই যদি তারা তাদের সৌন্দর্য না দেখিয়ে তাদের বহির্বাস খুলে রাখে ; তবে এ থেকে তাদের বিরত থাকাই তাদের জন্য ভালো । আল্লাহ্ সব শোনেন, সব জানেন । — ২৪ সুরা নূর : ৬০

অসত্য কিতাব : সুতরাং দুর্ভোগ তাদের জন্য যারা নিজ হাতে কিতাব রচনা করে ও সামান্য মূল্য পাবার জন্য বলে, ‘এটা আল্লাহ্ কাছ থেকে এসেছে ।’ তাদের হাত যা রচনা করে তার জন্য রয়েছে তাদের শাস্তি, আর যা তারা উপার্জন করে তার জন্যও তাদের শাস্তি । — ২ সুরা বাকরা : ৭৯

অসমান : আমি কি মুসলমানদের, [যারা আত্মসমর্পণ করেছে] অপরাধীদের সমান গণ্য করব ? তোমাদের কী হয়েছে, এ তোমাদের কেমন বিচার ? — ৬৮ সুরা কলম : ৩৫-৩৬

যারা বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে এবং যারা পৃথিবীতে ফ্যাসাদ সৃষ্টি করে বেড়ায়, আমি কি উভয়কে সমান গণ্য করব ? সাবধানির কি অপরাদের সমান হতে পারে ? — ৩৮ সুরা সাদ : ২৮

কাউকে যদি তার মদ কাজ শোভন ক'রে দেখানো হয় আর সে যদি তা উত্তম মনে করে, তবুও সে কি তার সমান (যে ভালো কাজ করে) ? । — ৩৫ সুরা ফাতির : ৮

সমান নয় অঙ্গ ও চক্ষুশান, অঙ্ককার ও আলো, ছায়া ও রৌপ্য, আর সমান নয় জীবিত ও মৃত । আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা শোনাতে পারেন । যারা কবরে রয়েছে তাদেরকে তুমি শোনাতে পারবে না । — ৩৫ সুরা ফাতির : ১৯-২২

দুটো দলের উপমা অঙ্গ ও বধিরের, আর যারা দেখতেও পায় শুনতেও পায়, তুলনায় দুটো কি সমান ? তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না ? — ১১ সুরা হৃদ : ২৪

যে-লোক মৃত ছিল যাকে আমি পরে জীবিত করেছি আর যাকে মানুষের মধ্যে চলার জন্য আলো দিয়েছি, সেই লোক কি ঐ লোকের মতো যে অঙ্ককারে রয়েছে আর সে-জায়গা থেকে বের হতে পারছে না ? এভাবে অবিশ্বাসীদের চোখে তাদের কৃতকর্ম শোভন করে রাখা হয়েছে । — ৬ সুরা আন্তাম : ১২২

যে-লোক রাত্রিতে সিজদায় ও দাঁড়িয়ে আনুগত্য প্রকাশ করে, পরলোককে ভয় করে ও তাঁর প্রতিপালকের অনুগ্রহ প্রত্যাশা করে সে কি তার সমান, যে তা করে না ? বলো, ‘যারা জানে আর যারা জানে না তারা কি সমান ?’ বোধশক্তিসম্পন্ন লোকেরাই কেবল উপদেশ গ্রহণ করে । — ৩৯ সুরা জুমার : ৯

আল্লাহ্ ইসলামের জন্য যার হাদয় উত্ত্বকৃত করে দিয়েছেন, আর যে তার প্রতিপালকের আলো পেয়েছে সে কি তার সমান যে এমন নয় ? দুর্ভোগ তাদের জন্য যাদের অন্তর আল্লাহ্ সুরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া । ওরা তো স্পষ্ট বিভাসিতে আছে । — ৩৯ সুরা জুমার : ২২

আল্লাহ্ এক দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন : এক লোকের অনেক প্রভু যারা পরম্পরকে দেখতে পারে না, আর এক লোকের প্রভু কেবল একজন, — এদের দুজনের অবস্থা কি সমান ? প্রশংসা আল্লাহহই ; কিন্তু ওদের অনেকেই তা জানে না । — ৩৯ সুরা জুমার : ২৯

সমান নয় অঙ্গ ও চক্ষুশান, এবং যারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে আর যারা দুর্ক্ষিতপ্রায়ণ । তোমরা কমই উপদেশ গ্রহণ কর । — ৪০ সুরা মুমিন : ৫৮

দুর্ক্ষতিকারীরা কি মনে করে যে, আমি জীবন ও মৃত্যুর দিক দিয়ে ওদেরকে তাদের সমান গণ্য করব যারা বিশ্বাস করে ও সংকাজ করে? ওদের ধারণা কত খারাপ! — ৪৫
সুরা জাসিয়া : ২১

বিশ্বাসী কি সত্যত্যাগীর মতোই। উভয়ে কখনও সমান হতে পারে না। — ৩২ সুরা
সিজদা : ১৮

যে-ব্যক্তি মুখে ভর দিয়ে চলে সে কি ঠিক পথে চলে, না কি সে-ব্যক্তি যে সোজা হয়ে
সরল পথে চলে? — ৬৭ সুরা মূলক : ২২

যে-লোক তার প্রতিপালক প্রেরিত-নির্দর্শন অনুসরণ করে সে কি তার সমান যার কাছে
নিজের মন্দ কর্মগুলো শোভন মনে হয় ও যে নিজ খেয়ালখুশির অনুসরণ করে? — ৪৭ সুরা
মুহাম্মদ : ১৪

... সাবধানিরা কি তাদের সমান যারা জাহানামে স্থায়ী হবে আর যাদের পান করতে
দেওয়া হবে ফুট্ট পানি যা ওদের নাড়িভুড়ি ছিন্নবিছিন্ন করে দেবে? — ৪৭ সুরা মুহাম্মদ : ১৫

... বলো, 'আঞ্চ ও চঙ্গুশ্বান কি সমান, বা অঙ্ককার ও আলো কি এক?' — ১৩ সুরা রাদ : ১৬

তোমার প্রতিপালকের কাছ থেকে তোমার ওপর যা অবর্তীর্ণ হয়েছে তাকে যে সত্য বলে
জানে সে আর যে (জ্ঞেন্ত) অঙ্ক সে কি সমান? বোধশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিরাই শুধু উপদেশ
গ্রহণ করে। — ১৩ সুরা রাদ : ১৯

অগ্নিবাসী ও ভান্নাতবাসী সমান নয়। জাহানতবাসীরাই সফলকাম। — ৫৯ সুরা হাশর : ২০

অসিয়ত : তোমাদের মধ্যে যখন কারও মৃত্যু উপস্থিত হয় আর সে যদি ধনসম্পত্তি
রেখে যায়, তবে পিতামাতা ও আত্মীয়-স্বজনের জন্য অসিয়ত করার বিধান দেওয়া হল।
সাবধানিদের পক্ষে এটা অবশ্যপালনীয়। তারপর এ শোনার পরও যে একে পরিবর্তন করে,
তা হলে যে পরিবর্তন করবে তার অপরাধ হবে। নিশ্চয় আল্লাহ সব শোনেন ও সব জানেন।
তবে যদি কেউ অসিয়তকারীর পক্ষপাতিত্ব বা অন্যায়ের আশঙ্কা করে, তারপর সে তাদের
পরম্পরের মধ্যে ফয়সালা করে দেয়, তবে তার কোনো দোষ নেই। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল,
পরম দয়ালু। — ২ সুরা বাকারা : ১৮০-১৮২

আর তোমাদের মধ্যে যারা স্ত্রী রেখে মারা যায়, তারা তাদের স্ত্রীদের জন্য এই অসিয়ত
করে যাবে যে, তাদেরকে যেন এক বছর পর্যন্ত ভরণপোষণ দেওয়া হয় আর বাড়ি থেকে বের
করে দেওয়া না হয়; কিন্তু যদি তারা বের হয়ে যায় তবে তারা নিজেদের জন্য তাদের
অধিকার মতো যা করবে তাতে তোমাদের কোনো পাপ নেই। আল্লাহ তো শক্তিমান,
তত্ত্বজ্ঞনী। — ২ সুরা বাকারা : ২৪০

হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের কারও যখন মৃত্যুকাল ঘনিয়ে আসে তখন অসিয়ত করার
সময় তোমাদের মধ্য থেকে দু'জন ন্যায়পরায়ণ লোককে সাক্ষী রাখবে। তোমরা সফরে থাকলে
ও তোমাদের মরণদণ্ড উপস্থিত হলে তোমাদের ছাড়া অন্য লোকদের মধ্য থেকে দু'জন সাক্ষী
ঘনোনীত করবে। তোমাদের সম্মেহ হলে নামাজের পর তাদের অপেক্ষা করতে বলবে।
তারপর তারা আল্লাহর নামে শপথ করে বলবে, 'আমরা এর বিনিময়ে কোনো মূল্য গ্রহণ করব
না যদি সে আত্মীয় ও হয় আর আমরা আল্লাহর সাক্ষী গোপন করব না, করলে আমরা নিশ্চয়

পাপীদের অন্তর্ভুক্ত হব'। যদি এ প্রকাশ পায় যে, তারা দুর্জন অপরাধে লিপ্ত হয়েছে, তবে যাদের স্বার্থহানি ঘটেছে, তাদের মধ্য থেকে তাদের নিকটতম দুর্জন তাদের স্থান দেবে ও আল্লাহর নামে শপথ করে বলবে, 'আমাদের সাক্ষ্য অবশ্যই তাদের থেকে বেশি সত্য আর আমরা সীমালজ্ঞন করি নি, করলে আমরা তো সীমালজ্ঞনকারীদের শাখিল হব'।

এই ভাল, তাহলে লোক ঠিকভাবে সাক্ষ্য দেবে বা ভয় করবে যে, শপথের পর আবার তাদের শপথ করানো হবে। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় করো ও শোনো। আল্লাহ সত্যত্যাগী সম্প্রদায়কে সংপত্তি পরিচালিত করেন না। — ৫ সুরা মায়িদা : ১০৬-১০৮

অহংকার ও দন্ত : আর যারা আমার নিদর্শনসমূহকে প্রত্যাখ্যান করে ও অহংকারে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় তারাই আগুনে বাস করবে, সেখানে তারা থাকবে চিরকাল। — ৭ সুরা আরাফ : ৩৬

অবশ্যই যারা আমার নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করে ও অহংকারে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, আকাশের দরজা তাদের জন্য খোলা হবে না ও তারা জাপ্তাতেও চুক্তে পারবে না যে—পর্যন্ত না সুচের ফুটোয় উট চুক্তে পারে। এভাবে আমি অপরাধীদেরকে প্রতিফল দেব। তাদের শয্য হবে জাহান্নাম এবং উপরের আচ্ছাদনও। এভাবে আমি সীমালজ্ঞনকারীদেরকে শাস্তি দেব। — ৭ আরাফ : ৪০-৪১

পৃথিবীতে যারা অন্যায়ভাবে অহংকার করে বেড়ায় আমি তাদের দৃষ্টিকে আমার নিদর্শন থেকে ফিরিয়ে দেব। তারপর তারা আমার প্রত্যেকটি নিদর্শন দেখলেও ওতে বিশ্বাস করবে না। তারা সংপথ দেখলেও তাকে পথ বলে গ্ৰহণ করবে না, কিন্তু ভাস্ত পথ দেখলেই সেই পথ অনুসরণ করবে। এ এজন্য যে, তারা আমার নিদর্শনগুলোকে প্রত্যাখ্যান করেছে ও এ-স্বক্ষে ওরা অমনোযোগী। — ৭ সুরা আরাফ : ১৪৬

যারা আমার সাক্ষাৎ কামনা করে না তারা বলে, 'আমাদের কাছে ফেরেশতা পাঠানো হয় না কেন বা আমরা প্রতিপালককে দেখতে পাই না কেন?' ওরা ওদের অন্তরে অহংকার পোষণ করে আর ওরা দারুণভাবে সীমালজ্ঞন করছে। যেদিন ওরা ফেরেশতাদেরকে প্রত্যক্ষ করবে সেদিন দোরী ব্যক্তিদের জন্য কোনো সুখবর থাকবে না এবং ওরা বলবে, "বাঁচাও ! বাঁচাও !" — ২৫ সুরা ফুরুকান : ২১-২২

দুঃখবৈদ্যন্য স্পৰ্শ করার পর যদি আমি তাকে অনুগ্রহ আস্বাদন করাই তখন সে বলে, 'আমার বিপদ কেটে গিয়েছে!' আর সে উল্লাসে ফেটে পড়ে ও অহংকার করে। — ১১ সুরা হুদ : ১০

তুমি মাটিতে দেমাক করে পা ফেলো না। তুমি মাটিও ফাটাতে পারবে না এবং পাহাড়ের সমান উচুও হতে পারবে না। এসবের মধ্যে যেগুলো মন্দ সেগুলো তোমার প্রতিপালক ষণ্ণ করেন। — ১৭ সুরা বনি-ইসরাইল : ৩৭-৩৮

মানুষের ওপর অনুগ্রহ করলে সে মুখ ফিরিয়ে নেয় ও অহংকারে দূরে সরে যায়, আর অনিষ্ট স্পৰ্শ করলে সে একেবারে হতাশ হয়ে পড়ে। — ১৭ সুরা বনি-ইসরাইল : ৮৩

তুমি মানুষের সামনে গাল ফুলিয়োনা ও মাটিতে দেমাক করে পা ফেলোনা। কারণ আল্লাহ কোনো উক্ত অহংকারীকে ভালবাসেন না। তুমি সংযতভাবে পা ফেলো ও তোমার গলার

আওয়াজ নিচু কর ; গলার আওয়াজের মধ্যে গর্দভের গলাই সবচেয়ে শ্রতিকটু। — ৩১ সুরা
নূকমান : ১৮-১৯

আদ সম্প্রদায়ের ব্যাপার তো এই যে, ওরা পৃথিবীতে অথথা অহংকার করতো আর
বলত, ‘আমাদের চেয়ে শক্তিশালী কে আছে?’ ওরা কি তবে লক্ষ করে নি যে, আল্লাহ যিনি
ওদের সৃষ্টি করেছেন তিনি ওদের চেয়েও শক্তিশালী। অথচ ওরা আমার নির্দর্শনগুলোকে
অস্থীকার করত। — ৪১ সুরা হা-মিম-সিজদা : ১৫

মানুষকে অনগ্রহ করলে সে মুখ ফিরিয়ে নেয় ও অহংকারে দূরে সরে যায়। আর যখন
তাকে মন্দ স্পর্শ করে সে তখন দীর্ঘ প্রার্থনায় রত হয়। — ৪১ সুরা হা-মিম-সিজদা : ৫১

যারা, নিজেদের কাছে কোনো দলিল-প্রমাণ না থাকলেও, আল্লাহর নির্দর্শন সম্পর্কে
তর্কে লিপ্ত হয় তাদের এই কাজ আল্লাহ ও বিশ্বাসীদের দ্বিতীয়ে অত্যন্ত ঘণ্য। আল্লাহ
প্রত্যেক অহংকারী ও সৈরাচারী ব্যক্তির হাদয়ে মোহর করে দেন। — ৪০ সুরা মুমিন : ৩৫

নিজেদের কাছে কোনো দলিল না থাকলেও যারা আল্লাহর নির্দর্শন সম্পর্কে তর্ক করে,
তাদের অন্তরে আছে কেবল অহংকার যা সফলকাম হয় না। অতএব তুমি আল্লাহকে আশ্রয়
করো, তিনি সব শোনেন, সব দেখেন। — ৪০ সুরা মুমিন : ৫৬

তোমাদের প্রতিপালক বলেন, ‘তোমরা আমাকে ডাকো, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া
দেব। যারা অহংকারে আমার উপাসনায় বিমুখ তারা অপমানিত হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ
করবে’। — ৪০ সুরা মুমিন : ৬০

এক উপাস্য, তিনিই তোমাদের উপাস্য, সুতরাং যারা পরলোকে বিশ্বাস করে না
তাদের অন্তর সত্যবিমুখ আর তারা অহংকারী। এতে সন্দেহ নেই যে, আল্লাহ জানেন যা ওরা
গোপন করে আর যা ওরা প্রকাশ করে। তিনি অহংকারীকে ভালোবাসেন না। — ১৬ সুরা
নাহল : ২২-২৩

সুতরাং তোমরা জাহান্নামের দরজায় ঢোকো সেখানে চিরকাল থাকার জন্য। দেখো
অহংকারীদের বাসস্থান কত খারাপ — ১৬ সুরা নাহল : ২৯

কেবল তারাই আমার নির্দর্শনগুলো বিশ্বাস করে যাদেরকে তা সুরণ করিয়ে দিলে তারা
সিজদায় লুটিয়ে পড়ে ও তাদের প্রতিপালকের পবিত্র মহিমাকীর্তন করে এবং অহংকার করে
না। — ৩২ সুরা সিজদা : ১৫

... নিশ্চয় আল্লাহ ভালবাসেন না আত্মস্তুরী ও দাস্তিককে। — ৪ সুরা নিসা : ৩৬

... যারা তাঁর উপাসনা করতে লজ্জা বা অহংকার বোধ করে তাদেরকে সকলকে তিনি
ত্ত্বার কাছে একত্র করবেন। যারা বিশ্বাস করে ও সংকাজ করে তিনি তাদেরকে পুরো পুরুষ্কার
দেবেন, আর নিজ অনুগ্রহে আরও বেশি দেবেন, কিন্তু যারা অবজ্ঞা করে ও অহংকার করে
তিনি তাদেরকে নিরাকৃশ শাস্তি দিবেন। আর আল্লাহ ছাড়া তারা তাদের জন্য কোনো
অভিভাবক বা সাহায্যকারী পাবে না। — ৪ সুরা নিসা : ১৭২-১৭৩

... আল্লাহ ভালবাসেন না উদ্ধৃত অহংকারীদেরকে। — ৫৭ সুরা হাদিদ : ২৩

আংশিক বিশ্বাস : ... তবে কি তোমরা কিতাবের কিছু অংশে বিশ্বাস কর আর
কিছু অংশ অবিশ্বাস কর? সুতরাং তোমাদের মধ্যে যারা এমন কাজ করে, পার্থিব

জীবনে তাদের শাস্তি লাঙ্গনা ছাড়া আর কি হতে পারে? আর কিয়ামতের দিন তাদেরকে আরও কঠোর শাস্তির দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। তারা যা করে আল্লাহ সে সম্বন্ধে জানেন না তা নয়। তারাই পরকালের বিনিময়ে পার্থিব জীবন ক্রয় করে, সুতরাং তাদের শাস্তি লাঘব করা হবে না আর তারা কোনো সাহায্যও পাবে না। — ২ সুরা বাকারা : ৮৫-৮৬

আইউব: সুরণে করো, আমার দাস আইউবের কথা যখন সে তার প্রতিপালককে ডাক দিয়ে বলেছিল, ‘য়েতান তো আমাকে যত্নগ্রাম ও কষ্ট দিচ্ছে?’ আমি তাকে বলেছিলাম, ‘তুমি তোমার দু-পা দিয়ে মাটিতে বাঢ়ি মার! ‘গোসল করার ও খাওয়ার জন্য (তুমি পাবে) ঠাণ্ডা পানি!’ আমি তৎক্ষেত্রে তার পরিবার-পরিজন ও তাদের মতো আরও অনেককে ফিরিয়ে দিয়েছিলাম। এ আমার আশীর্বাদ এবং বোধক্ষিস্ম্পন্ন লোকদের জন্য এক উপদেশ স্বরূপ। আর (আমি বললাম), ‘এক মুঠে ঘাস নাও ও তা দিয়ে বাঢ়ি মার আর শপথ ভেঙ্গে না।’ আমি তাকে পেলাম ধৈর্যশীল। কত ভাল দাস। সে আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে ছিল। — ৩৮ সুরা সাদ : ৪১-৪৪

আর সুরণ করো আইউবের কথা যখন সে তার প্রতিপালককে ডাক দিয়ে বলেছিল, ‘আমি দুঃখকষ্টে পড়েছি, তুমি তো দয়ালদের মধ্যে সবচেয়ে বড় দয়াল।’ আমি তার ডাকে সাড়া দিয়েছিলাম, তার দুঃখকষ্ট দূর করেছিলাম, তার পরিবার-পরিজন ও তাদের সঙ্গে তাদের মতো আরও অনেককে ফিরিয়ে দিয়েছিলাম। (এ) আমার আশীর্বাদ। যারা উপাসনা করে তাদের জন্য এক উপদেশ। — ২১ সুরা আস্বিয়া : ৮৩-৮৪

আকাশ ও পৃথিবী : সংষ্টি, আকাশ ও পৃথিবী দ্র.

আজর : [ইব্রাহিমের পিতা] ইব্রাহিম দ্র.

আজান : কোরানে ‘আজান’-এর পরিবর্তে ‘নিদা’ [ডাকা] শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। : হে বিশ্বসিগণ ! জুম্মার দিনে যখন নামাজের জন্য ডাকা হয়, তখন তোমরা আল্লাহকে মনে রেখে তাড়াতাড়ি করবে ও কেনাবেচা বন্ধ করবে। এই তোমাদের জন্য ভালো, যদি তোমরা বোঝ। — ৬২ সুরা জুম্মাঃ : ৯

আর তোমরা যখন নামাজের জন্য ডাকো তখন তারা তাকে হাসিতামাশা ও খেলার জিনিস বলে নেয়। কারণ, এরা এমন এক জাত যাদের বুদ্ধিশুক্রি নেই। — ৫ সুরা মায়দা : ৫৮

আত্মপ্রশংসা : ... আল্লাহ তোমাদের সম্বন্ধে ভালো করেই জানেন (তখন থেকে) যখন তিনি তোমাদেরকে সংষ্টি করেছিলেন মাটি থেকে ও যখন তোমরা তোমাদের মাত্রগভৰ্তে ছিলে জ্ঞান হয়ে। সুতরাং তোমরা নিজেদের বড় পবিত্র ভোবো না, কে সংযমী তা তিনিই ভালো জানেন। — ৫৩ সুরা নাজৰ্ম : ৩২

যারা নিজেরা যা করেছে তাতে আনন্দ প্রকাশ করে এবং নিজেরা যা করে নি এমন কাজের জন্য প্রশংসা পেতে ভালোবাসে তারা শাস্তি থেকে মুক্তি পাবে তুমি কখনও এমন ভোবো না। তাদের জন্য রয়েছে নিদারণ শাস্তি। — ৩ সুরা আল-ই-ইমরান : ১৮৮

আত্মসংশোধনের সুযোগ : আল্লাহ যদি মানুষকে তাদের সীমালঞ্চনের জন্য শাস্তি দিতেন তবে পৃথিবীতে কোনো জীবজন্তুকেই রেহাই দিতেন না, কিন্তু তিনি এক নির্দিষ্টকাল

পর্যন্ত তাদেরকে অবকাশ দিয়ে থাকেন। তারপর যখন সময় আসে তখন তারা মুহূর্তকাল দেরি বা তাড়াহুড়ো করতে পারে না। — ১৬ সুরা নাহল : ৬১

কিন্তু যারা তওবা (অনুশোচনা) করে, নিজেদেরকে সংশোধন করে আল্লাহকে দৃঢ়ভাবে অবলম্বন করে ও আল্লাহর উদ্দেশ্যে তাদের ধর্মকে শুল্ক করে তারা বিশ্বাসীদের সঙ্গে থাকবে। আর বিশ্বাসীদেরকে আল্লাহ মহাপুরুষ্কার দেবেন। তোমরা যদি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর ও বিশ্বাস কর তবে আল্লাহ তোমাদেরকে শাস্তি প্রদান করে কি করবেন? আল্লাহ অত্যন্ত জ্ঞানী, গুণগ্রাহী — ৪ সুরা নিসা : ১৪৬-১৪৭

আত্মাং ৪ : আর তোমরা একে অন্যের ধন অন্যায়ভাবে গ্রাস কোরো না। আর মানুষের ধনসম্পদের কিছু অংশ জেনেশুনে অন্যায়ভাবে গ্রাস করার উদ্দেশ্যে বিচারকদের ঘৃষ দিও না। — ২ সুরা বাকারা : ১৮

তোমরা পিতৃহীনদের ওপর লক্ষ রাখবে, যে-পর্যন্ত না তারা বিবাহযোগ্য হয়। আর তাদের ভালোমদ বিচারের জ্ঞান দেখলে তোমরা তাদের সম্পদ ফিরিয়ে দেবে। তারা বড় হয়ে যাবে বলে অন্যায়ভাবে তাড়াতাড়ি তা খেয়ে ফেলো না। — ৪ নিসা : ৬

নিশ্চয় যারা পিতৃহীনদের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস কোরে তারা তো তাদের পেটে আগুন পোরে। তারা অলবে জ্বলন্ত আগুনে। — ৪ সুরা নিসা : ১০

হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা একে অন্যের সম্পত্তি অন্যায়ভাবে গ্রাস কোরো না, তোমরা অবশ্য পরম্পরার রাজি হয়ে ব্যাবসা করতে পার। — ৪ সুরা নিসা : ২৯

তারা মিথ্যাশ্রবণে বড়ই আগ্রহ ও অবৈধ ভক্ষণে বড়ই আসক্ত। — ৫ সুরা মায়দা : ৪২

তাদের অনেককেই তুমি পাপ, সীমালঞ্জন ও অবৈধ ভক্ষণে তৎপর দেখবে। তারা যা করে নিশ্চয় তা খুব খারাপ। — ৫ সুরা মায়দা : ৬২

আত্মশুদ্ধি : যে ধনসম্পদ দান করে আত্মশুদ্ধির জন্য ও কারও প্রতি অনুগ্রহের প্রতিদানের প্রত্যাশায় নয়, কেবল তার মহান প্রতিপালকের সন্তুষ্টি লাভের জন্য সে তো সন্তুষ্ট হবেই। — ৯২ সুরা নাহল : ১৮-২১

যে নিজেকে পবিত্র করবে সে-ই সফল হবে। — ৯১ সুরা শামস : ৯

আত্মা : রহ. দ্র.।

আত্মীয়স্বজ্ঞন : আত্মীয়স্বজ্ঞনকে তার প্রাপ্য দেবে এবং অভাবগ্রস্ত ও পথচারীকেও, আর কিছুতেই অপব্যয় কোরো না। — ১৭ সুরা বনি-ইসরাইল : ২৬

... আর যখন তোমরা কথা বলবে তখন আত্মীয়স্বজ্ঞনের বিরুদ্ধে হলেও ন্যায্য বলবে এবং আল্লাহকে প্রদত্ত অঙ্গীকার পূর্ণ করবে। এইভাবে আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দিয়েছেন যেন তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর। — ৬ সুরা আন্ব্রাম : ১৫২

... বলো, ‘কিয়ামতের দিন তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে যারা নিজেদের ও নিজেদের পরিবারবর্গের ক্ষতিসাধন করে। জেনে রাখো, এ-ই স্পষ্ট ক্ষতি।’ — ৩৯ সুরা জুমার : ১৫

... বলো, ‘আমি এর জন্য তোমাদের কাছে আত্মীয়ের ভালোবাসা ছাড়া কোনো পুরুষ্কার চাই না।’ ... — ৪২ সুরা শুরা : ২৩

আল্লাহ্ অবশ্যই ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ ও আত্মিয়স্বজনকে দানের নির্দেশ দেন। আর তিনি অশীলতা, অসংকর্য ও সীমালঙ্ঘন নিষেধ করেন। তিনি তোমাদের উপদেশ দেন যাতে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর। — ১৬ সুরা নাহল : ৯০

কিয়ামতের দিন তোমাদের আত্মীয়স্বজন ও সন্তানসন্তি তোমাদের কোনো কাজে আসবে না। আল্লাহ্ তোমাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেবেন। তোমরা যা কর তিনি তা দেখেন। — ৬০ সুরা মুমতাহানা : ৩

অতএব আত্মীয়স্বজন, অভাবগৃস্ত আর মুসাফিরকে তাদের প্রাপ্য দেবে। যারা আল্লাহ্'র সন্তুষ্টি কামনা করে তাদের জন্য এ ভালো, আর তারাই সফলকাম। — ৩০ সুরা রূম : ৩৮

... আর আল্লাহ্ বিধানে বিশ্বাসী ও মুহাজিরদের (শরণার্থীদের) মধ্যে যারা রক্তের সম্পর্কে আবদ্ধ তারা পরম্পরের অনেক বেশি নিকটতর। তবে তোমরা তোমাদের বন্ধুবন্ধবদের প্রতি দক্ষিণ্য দেখাতে চাইলে তা করতে পার। এ-ই কিতাবে লেখা আছে। — ৩৩ সুরা আহজাব : ৬

হে মানবসমাজ ! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় করো যিনি তোমাদেরকে একই আত্মা থেকে সৃষ্টি করেছেন ও তা থেকে তার সঙ্গিনী সৃষ্টি করেন এবং যিনি তাদের দুঃজন থেকে বহু নরনারী ছড়িয়ে দিয়েছেন। আর তোমরা ভয় করো আল্লাহকে যার নামে তোমরা একে অপরের কাছে দাবি করো। আর তোমরা মাতৃগর্ভকে (অর্থাৎ জ্ঞাতিবক্ষন ছিন্ন করাকে) ভয় করো। আল্লাহ্ তো তোমাদের ওপর তৌক্ষ দৃষ্টি রাখেন। — ৪ সুরা নিসা : ১

আর সম্পত্তি ভাগের সময় আত্মীয়স্বজন, পিতৃহীন বা অভাবগৃস্ত লোক উপস্থিত থাকলে তাদেরকে তার থেকে (কিছু) দাও আর তাদের সঙ্গে ভালো কথা বলো। — ৪ সুরা নিসা : ৮

তোমাদের মধ্যে যারা ঐশ্বর্য ও প্রাচুর্যের অধিকারী তারা যেন শপথ গ্রহণ না করে যে, তারা আত্মীয়স্বজন ও অভাবগৃস্তকে এবং আল্লাহ্'র রাস্তায় যারা গহত্যাগ করেছে তাদেরকে কিছুই দেবে না। তারা যেন ওদের ক্ষমা করে এবং ওদের দোষত্বটি উপেক্ষা করে। তোমরা কি চাও না যে, আল্লাহ্ তোমাদের ক্ষমা করেন। আর আল্লাহ্ তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। — ২৪ সুরা নূর : ২২

আত্মীয়স্বজন হলেও অংশীবাদীদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা নবি ও বিশ্বাসীদের জন্য সংগত নয়, যখন এ সুস্পষ্ট যে ওরা জাহানামে বাস করবে। — ৯ সুরা তওবা : ১১৩

আদবকায়দা : আর তারাই রহমান (করুণাময়)-এর দাস যারা প্রথিবীতে নম্রভাবে চলাফেরা করে, আর যখন অঙ্গ ব্যক্তিরা তাদের স্বেচ্ছাধন করে তখন তারা বলে, 'শাস্তি'। — ২৫ সুরা ফুরুকান : ৬৩

আর তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ লাভের আশায় তোমাকে যদি তাদের (সাহায্যপ্রার্থীদের) কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে হয় তবে তাদের সাথে নম্রভাবে কথা বোলো। — ১৭ সুরা বনি-ইসরাইল : ২৮

তুমি মাটিতে দেমাক করে পা ফেলো না ; তুমি মাটিও ফাটাতে পারবে না, আর পাহাড়ের সমান উচুও হতে পারবে না। — ১৭ সুরা বনি-ইসরাইল : ৩৭

তুমি সংযতভাবে পা ফেলো আর তোমার গলার আওয়াজ নিচু করবে। গলার আওয়াজের মধ্যে গর্দভের গলাই সবচেয়ে শুতিকটু। — ৩১ সুরা লুকমান : ১৯

তোমরা আল্লাহ'র উপাসনা করবে ও কোনো কিছুকে তাঁর শরিক করবে না। আর পিতা-মাতা আত্মীয়স্বজন, পিতৃহীন, অভাবগ্রস্ত, নিকট-প্রতিবেশী ও দূর-প্রতিবেশী, সঙ্গীসাথী, পথচারী আর তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসদাসীদের সাথে সদ্যবহার করবে। নিশ্চয় আল্লাহ ভালোবাসেন না আত্মস্তরী ও দাস্তিককে। — ৪ সুরা নিসা : ৩৬

আর যখন তোমাদের অভিবাদন করা হয় তখন তোমরাও তেমনি বা তার চেয়ে ভালোভাবে অভিবাদন করবে। আল্লাহ'র তো সব বিষয়ের হিসাব নেন। — ৪ সুরা নিসা : ৮৬

হে বিশ্বাসিগণ ! তোমরা যখন আল্লাহ'র পথে বের হবে তখন পরীক্ষা করে নেবে। আর কেউ তোমাদের মঙ্গলকামনা করলে বা শুধু জানালে ইহজীবনের সম্পদের লোভে তাকে বলো না, 'তুমি বিশ্বাসী নও!' আল্লাহ'র কাছে অন্যায়সলভ্য সম্পদ প্রচুর রয়েছে। তোমরা তো পূর্বে এমনই ছিলে। তারপর আল্লাহ' তোমাদের ওপর অনুগ্রহ করেছেন, সুতরাং তোমরা পরীক্ষা কর'বে নেবে। তোমরা যা কর আল্লাহ' তা ভালো করেই জানেন। — ৪ সুরা নিসা : ৯৪

হে বিশ্বাসিগণ ! তোমরা নিজেদের বাড়ি ছাড়া অন্য কারও বাড়িতে বাসিন্দাদের অনুমতি না নিয়ে ও তাদের সালাম না দিয়ে প্রবেশ কোরো না। এ-ই তোমাদের জন্য শ্রেয়, যাতে তোমরা সাবধান হয়। যদি তোমরা বাড়িতে কাউকে না পাও তাহলে তোমাদেরকে যতক্ষণ না অনুমতি দেওয়া হয়, ততক্ষণ সেখানে প্রবেশ করবে না। যদি তোমাদেরকে বলা হয় 'ফিরে যায়' তবে তোমরা ফিরে যাবে। এ-ই তোমাদের জন্য ভালো, আর তোমরা যা কর সে-সম্বন্ধে আল্লাহ' ভালো করেই জানেন। যে-বাড়িতে কেউ বাস করে না তাতে তোমাদের কোনো প্রয়োজন থাকলে সেখানে তোমাদের প্রবেশে কোনো পাপ নেই। আর আল্লাহ' জানেন যা তোমরা প্রকাশ কর আর যা তোমরা গোপন কর। বিশ্বাসী পুরুষদের বলো তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে আর তাদের যৌন-অঙ্গকে হেফাজত করে। তারা যা সাধারণত প্রকাশমান তা ছাড়া তারা যেন তাদের সৌন্দর্য (বা অলংকার) প্রদর্শন না করে, তাদের ঘাড় ও বুক যেন মাথার কাপড় দ্বারা ঢাক থাকে। তারা যেন নিজের স্বামী, পিতা, শুশুর, ছেলে, স্বামীর ছেলে, ভাই, ভাইয়ের ছেলে, বোনের ছেলে, নিজেদের যেয়েছেলে, তাঁদের অধিকারভুক্ত দাসদাসী, যৌনকামনারিক্ত পুরুষ আর সেইসব ছেলে যাদের নারীদের গোপন অঙ্গ সম্বন্ধে জ্ঞান হয় নি তাদেরকে ছাড়া কারও কাছে তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে। তারা যেন তাদের গোপন সৌন্দর্য (বা অলংকার) প্রকাশের জন্য সজোরে পা ফেলে না চলে। হে বিশ্বাসিগণ ! তোমরা সকলে আল্লাহ'র দিকে ফেরো যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার। — ২৪ সুরা নূর : ২৭-৩১

হে বিশ্বাসিগণ ! তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসদাসীরা ও তোমাদের মধ্যে যারা বয়ঝ্রাপ্ত হয় নি তারা যেন তোমাদের ঘরে প্রবেশ করতে তিনটি সময়ে অনুমতি নেয় : ফজরের নামাজের পূর্বে, দুপুরে যখন তোমরা বিশ্বামের জন্য কাপড়চোপড় আলংকা কর তখন, আর এশার নামাজের পর। এ-তিনি সময় তোমাদের গোপনীয়তা অবনম্বনের সময়। এ-তিনি সময় ছাড়া অন্য সময়ে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করলে তোমাদের জন্য ও তাদের জন্য কোনো দোষ নেই। তোমাদের এককে তো অপরের নিকট তো যাতায়ত করতেই হয়। এভাবে আল্লাহ'

তোমাদের কাছে তাঁর নির্দেশ স্পষ্টভাবে বয়ান করেছেন। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, তত্ত্বজ্ঞানী। আর তোমাদের সত্তানসন্ততি বয়ঃপ্রাণ হলে তারাও যেন তাদের বয়োজ্যেষ্ঠদের অনুমতি চায়। এভাবে আল্লাহ্ তোমাদের জন্য তাঁর নির্দেশ স্পষ্টভাবে বয়ান করেন। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, তত্ত্বজ্ঞানী। বৃক্ষ নারীরা যারা বিবাহের আশা রাখে না, তাদের জন্য অপরাধ নেই যদি তারা তাদের সৌন্দর্য না দেখিয়ে তাদের বহির্বাস খুলে রাখে; তবে এ থেকে বিরত থাকাই তাদের জন্য ভালো। আল্লাহ্ সব শোনেন, সব জানেন। — ২৪ সুরা নূর : ৫৮-৬০

... তবে যখন তোমরা ঘরে প্রবেশ করবে তখন তোমরা তোমাদের স্বজনদেরকে সালাম করবে। এ আল্লাহ্ কাছে কল্যাণময় ও পবিত্র অভিবাদন। এ ভাবে আল্লাহ্ তোমাদের জন্য তাঁর নির্দেশ বিশদভাবে বিবৃত করেন যাতে তোমরা বুঝতে পার। — ২৪ সুরা নূর : ৬১

আদবকায়দা মুহাম্মদের সম্মুখে : হে বিশ্বাসীগণ ! তোমাদের অনুমতি না দেওয়া হলে, খাওয়ার তৈরির জন্য অপেক্ষা না করে, খাওয়ার জন্য তোমরা নবির বাড়ির ভিতরে ঢুকবে না। তবে তোমাদেরকে ডাকা হলে তোমরা যাবে ও খাওয়ার পর তোমরা চলে যাবে। কথাবার্তায় তোমরা মেতে যেয়ো না ; এমন (ব্যবহার) নবির বিরক্তি সৃষ্টি করে। সে তোমাদেরকে উঠে যাওয়ার জন্য বলতে সংকোচ বোধ করে। কিন্তু আল্লাহ্ সত্য কথা বলতে সংকোচ বোধ করেন না। তোমরা তাঁর স্ত্রীদের কাছে কিছু চাইলে পর্দার আড়াল থেকে চাইবে। এ-বিধান তোমাদের ও তাদের হাদয়ের জন্য পবিত্রতর।

তোমাদের কারও পক্ষে আল্লাহ্ রসূলকে কষ্ট দেওয়া বা তার মৃত্যুর পর তার স্ত্রীদের বিবাহ করা বৈধ হবে না। আল্লাহ্ র চোখে এ গুরুতর অপরাধ। — ৩৩ সুরা আহজাব : ৫৩

আল্লাহ্ ও তাঁর ফেরেশতারা নবির জন্য দোয়া করেন। হে বিশ্বাসীগণ ! তোমরাও নবির জন্য দোয়া কর ও পূর্ণ শান্তি কামনা কর। — ৩৩ সুরা আহজাব : ৫৬

তারাই বিশ্বাসী যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলে বিশ্বাস করে আর রসূলের সঙ্গে সমঝিগতভাবে একত্র হলে তাঁর অনুমতি ছাড়া সারে পড়ে না। যারা তোমার অনুমতি প্রার্থনা করে তারাই আল্লাহ্ ও রসূলে বিশ্বাসী। সুতরাং তারা তাদের কোনো কাজে বাহরে যাওয়ার জন্য অনুমতি চাইলে তাদের মধ্যে যাদের ইচ্ছা তুমি অনুমতি দিও ও তাদের জন্য আল্লাহ্ কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কোরো। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

তোমরা একে অপরকে যেভাবে আহ্বান করো রসূলের আহ্বানকে তেমন ভেবো না। তোমাদের মধ্যে যারা চুপিচুপি স'রে পড়ে আল্লাহ্ তাদেরকে জানেন। সুতরাং যারা তাঁর আদেশের বিরুদ্ধাচারণ করে তারা সাবধান হোক, না হলে ফিৎনা বা কঠিন শান্তি তাদেরকে গ্রাস করবে। — ২৪ সুরা নূর : ৬২-৬৩

হে বিশ্বাসিগণ ! যখন তোমাদেরকে বলা হয়, ‘মজলিসে জায়গা প্রশস্ত করে দাও’, তখন তোমরা জায়গা করে দিয়ো। আল্লাহ্ তোমাদের জন্য জায়গা প্রশস্ত করে দেবেন। আর যখন বলা হয়, ‘উঠে যাও’, তোমরা উঠে যেয়ো। তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাসী ও জ্ঞানী আল্লাহ্ তাদেরকে মর্যাদায় উন্নত করবেন। তোমরা যা কর আল্লাহ্ সে সম্পর্কে ভালো করেই জানেন।

হে বিশ্বাসিগণ ! তোমরা রসূলের সাথে একান্তে কথা বলতে চাইলে তার আগে কিছু সন্দেশ দেবে। এ-ই তোমাদের জন্য শ্রেয় ও পবিত্র। যদি না পার, তবে আল্লাহ্ তো ক্ষমাশীল,

পরম দয়ালু। তোমরা কি একান্তে কথা বলার পূর্বে সদকা দেওয়াকে কষ্টকর মনে কর? যদি তোমরা সদকা দিতে না পার তবে আল্লাহ তোমাদের দিকে মুখ তুলে চাইবেন। তখন অস্তুত তোমরা নামাজ কাহেম করবে, জাকাত দেবে আর আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করবে। তোমরা যা কর আল্লাহ, তা ভালোভাবে জানেন। — ৫৮ সুরা মুজাদলা : ১১-১৩

হে বিশ্বাসিগণ! আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আগে যাওয়ার চেষ্টা কোরো না, আর আল্লাহকে ভয় করো। অবশ্যই আল্লাহ সব শোনেন, সব জানেন।

হে বিশ্বাসিগণ! আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আগে যাওয়ার চেষ্টা করে না, আর আল্লাহকে ভয় কর অবশ্যই আল্লাহ সব শোনেন, সব জানেন।

হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা নবির কঠস্বরের ওপরে নিজেদের কঠস্বর উচু কোরো না আর নিজেদের মধ্যে যেভাবে উচুগলায় কথা বল তার সঙ্গে সেভাবে উচুগলায় কথা বোলো না ; কারণ এতে তোমাদের ভালো কাজ বরবাদ হয়ে যাবে, আর তোমরা তা টেরও পাবে না। যারা আল্লাহর রসূলের সামনে নিজেদের কঠস্বর নিচু করে, আল্লাহ তাদের অস্তরকে পরিশোধন করেছেন, যাতে তারা সাবধান হয়ে চলতে পাবে। তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহাপুরুষ্কার।

(হে নবি!) যারা ঘরের পেছন থেকে তোমাকে উচুগলায় ডাকে তাদের বেশির ভাগই হচ্ছে নির্বোধ। তোমার বের হয়ে আসা পর্যন্ত তারা যদি দৈর্ঘ্য ধরত তা হলে তাই হতো তাদের জন্য ভালো। আল্লাহ তো ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

হে বিশ্বাসিগণ! যদি কোনো সত্যত্যাগী তোমাদের কাছে কোনো খবর আনে তোমরা তা পরীক্ষ করে দেখবে, যাতে অজান্তে তোমরা কেন্দ্রো সম্প্রদায়কে আঘাত না করে বস এবং পরে তোমাদের কাজের জন্য তোমরা লজ্জা না পাও। তোমরা জেনে রাখ, তোমাদের মধ্যে আল্লাহর রসূল আছেন। তিনি বেশির ভাগ ব্যক্তিকে তোমাদের কথা শুনলে তোমরাই অসুবিধায় পড়তে; কিন্তু আল্লাহ তোমাদের কাছে ধর্মবিশ্বাসকে প্রিয় এবং তাকে তোমাদের জন্য মনঃপূত করেছেন। আর তোমাদের কাছে অপ্রিয় করেছেন অবিশ্বাস, সত্যত্যাগ ও অবাধ্যতাকে। এরাই তারা যারা সংপথে পরিচালিত; এ আল্লাহর দান ও অনুগ্রহ। আর আল্লাহ তো সর্বজ্ঞ, তত্ত্বজ্ঞানী। — ৪৯ সুরা হজুরাত : ১-৮

আদম, ইবলিস ও ফেরেশতাবর্গ : স্মরণ করো যখন তোমার প্রতিপালক ফেরেশতাদেরকে বলেছিলেন, ‘আমি মাটি থেকে মানুষ সৃষ্টি করেছি, যখন আমি তাকে সৃষ্টাম করব আর তার মধ্যে আমার রাহ সঞ্চার করব তখন তোমরা তাকে সিজদা করবে।’ তখন ফেরেশতারা সকলেই সিজদা করল, ইবলিস ছাড়া ; সে অহংকার করল এবং অবিশ্বাসীদের অস্তুর্ণ্ত হলো।

তোমার প্রতিপালক বললেন, ‘হে ইবলিস! আমি যাকে নিজ হাতে সৃষ্টি করেছি তাকে সিজদা করতে তোমার বাধা কোথায়? তুম অহংকার করলে, তুম কি এতই বড়?’

ইবলিস বলল, ‘আমি তার চেয়ে বড়। তুম আমাকে আনুম দিয়ে সৃষ্টি করেছ আর ওকে সৃষ্টি করেছ মাটি থেকে?’

তিনি বললেন, ‘তুম এখান থেকে বের হয়ে যাও, তুম তো অভিশপ্ত ! আর তোমার ওপর আমার এ-অভিশাপ বিচারের দিন পর্যন্ত স্থায়ী হবে?’

সে বলল, ‘হে আমার প্রতিপালক ! তুমি আমাকে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত অবকাশ দাও ।’ তিনি বললেন, তোমাকে অবকাশ দেওয়া হলো সেই দিন পর্যন্ত যা অবধারিত !’

ইবলিস বলল, তোমার ইজ্জতের দোহাই ! আমি ওদের সকলের সর্বনাশ করব তোমার বিশুদ্ধচিত্ত দাসদেরকে ছাড়া । তিনি বললেন, ‘আমি সত্য, আর আমি সত্যিই বলছি যে, তোমাকে দিয়ে ও ওদের মধ্যে যারা তোমার অনুসূরী হবে তাদের দিয়ে আমি জাহানাম ভরিয়ে তুলব !’ — ৩৮ সুরা সাদ : ৭১-৮৫

আমিই তোমাদের সৃষ্টি করেছিলাম, তারপর তোমাদেরকে রূপ দিয়েছিলাম, তারপর ফেরেশ্তাদেরকে বলেছিলাম আদমকে সিজদা করতে । ইবলিস ছাড়া সকলেই সিজদা করেছিল, যারা সিজদা করেছিল সে তাদের অস্তর্ভুক্ত হলো না । (আল্লাহ) বললেন, ‘আমি যখন তোমাকে আদেশ দিলাম তখন কে তোমাকে বাধা দিল যে তুমি সিজদা করলে না ?’

সে বলল, ‘আমি তার (আদমের) চেয়ে বড়, তুমি আমাকে আগুন দিয়ে সৃষ্টি করেছ আর তাকে সৃষ্টি করেছ কাদা দিয়ে !’

তিনি বললেন, ‘এখান থেকে নেমে যাও ; এখানে থেকে অহংকার করবে, এ হতে পারে না । সুতরাং বের হয়ে যাও, তুমি তো অধমদের একজন !’

সে বলল, ‘পুনরুত্থানের দিন পর্যন্ত তুমি আমাকে অবকাশ দাও ।’

তিনি বললেন, ‘তোমাকে অবকাশ দেওয়া হলো ।’

সে বলল, ‘যাদেরকে উপলক্ষ করে তুমি আমার সর্বনাশ করলে, তার জন্য আমিও তোমার সরল পথে তাদের (মানুষের) জন্য নিষ্ঠয় ওত পেতে থাকব, তারপর আমি তাদের সামনে, পেছনে, ডান ও বাম থেকে তাদের কাছে আসবই, আর তুমি তাদের অনেককেই ক্রতৃক্ষণ পাবে না ।’

তিনি বললেন, ‘এখান থেকে অধঃপতিত ও নির্বাসিত অবস্থায় বের হয়ে যাও ! মানুষের মধ্যে যারা তোমাকে অনুসরণ করবে নিষ্ঠয় আমি তাদের সকলকে দিয়ে জাহানাম ভরিয়ে দেব ।’

আর আমি বললাম, ‘হে আদম ! তুমি ও তোমার সঙ্গী জাগ্নাতে বাস কর এবং যেখানে ইচ্ছা বা যা ইচ্ছা খাও, কিন্তু এই গাছের কাছে যেয়ো না, গেলে তোমরা সীমালঙ্ঘনকারীদের অস্তর্ভুক্ত হবে ।’

তারপর তাদের লজ্জাস্থান যা গোপন রাখা হয়েছিল তা প্রকাশ করার জন্য শয়তান তাদেরকে (আদম-দম্পত্তিকে) কুমুদ্রা দিল ও বলল, ‘যাতে তোমরা দুজনে ফেরেশ্তা বা অমর না হতে পারো তার জন্যই তোমাদের প্রতিপালক এ-গাছ সম্বন্ধে তোমাদের নিষেধ করেছেন !’ সে তাদের দুজনের কাছে শপথ করে বলল, ‘আমি তো তোমাদের একজন হিতৈষী !’

এভাবে সে তাদেরকে ধোঁকা দিল । তারপর যখন তারা সেই গাছের ফলের স্বাদ গ্রহণ করল তখন তাদের লজ্জাস্থান তাদের কাছে প্রকাশ হয়ে পড়ল । আর তারা বাগানের গাছের পাতা দিয়ে নিজেদেরকে ঢাকার চেষ্টা করল । তখন তাদের প্রতিপালক তাদেরকে ডেকে বললেন, ‘আমি কি তোমাদেরকে এ-গাছের ব্যপারে সাবধান করে দিই নি ? আর শয়তান যে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু আমি কি তা তোমাদেরকে বলি নি ?’

তারা বলল, ‘হে আমাদের প্রতিপালক ! আমরা নিজেদের ওপর জুনুম করেছি, যদি তুমি আমাদের ক্ষমা না কর তবে নিশ্চয় আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হব ।’

তিনি বললেন, ‘তোমরা একে অন্যের শত্রু হিসাবে কিছুকালের জন্য পৃথিবীতে নেমে যাও । আর (সেখানে) তোমাদের জন্য আবাস ও জীবিকা রইল ।’ তিনি বললেন, ‘সেখানেই তোমরা জীবনযাপন করবে, সেখানেই তোমাদের ঘৃত্য হবে আর সেখান থেকেই তোমাদেরকে বের ক’রে আনা হবে ।’^৭ : সুরা আরাফ ১১-২৫

আমি অবশ্যই এর আগে আদমকে নির্দেশ দিয়েছিলাম, কিন্তু সে ভুল গিয়েছিল ; আমি তার মধ্যে দৃঢ়সংকল্প পাই নি । আমি যখন ফেরেশতাদেরকে বললাম, ‘আদমকে সিজদা কর !’ ইবলিস ছাড়া সকলেই সিজদা করল ; সে অমান্য করে বসল । আমি বললাম, ‘হে আদম ! এ তোমার ও তোমার স্ত্রীর শত্রু । সূতরাং সে যেন কিছুতেই তোমাদেরকে জান্মাত হতে বের করে না দেয়, দিলে তোমরা দুঃখকষ্ট পাবে । তোমার জন্য এই রইল যে, তুমি জান্মাতে ক্ষুধার্ত বা উলঙ্গ বোধ করবে না এবং পিপাসা বা রোদের তাপ তোমাকে কষ্ট দেবে না সেখানে ।’

তারপর শয়তান তাকে ফুসমন্ত্র দিল । সে বলল, ‘হে আদম ! আমি কি তোমাকে অমরতা ও অক্ষয় বাজ্যের গাছের কথা বলে দেব ?’ তারপর যখন তারা ফল খেল, তখন তাদের লজ্জাস্থান তাদের কাছে প্রকাশ হয়ে পড়ল আর তারা বাগানের গাছের পাতা দিয়ে নিজেদের ঢাকতে লাগল । আদম তাঁর প্রতিপালকের অবাধ্য হলো, ফলে সে হলো পথভ্রষ্ট ।

এর পর তার প্রতিপালক তাকে মনোনীত করলেন, তার প্রতি ক্ষমাপরবশ হলেন আর তাকে পথের নির্দেশ দিলেন । তিনি বললেন, ‘তোমরা একে অপরের শত্রু হিসাবে একই সঙ্গে জান্মাত হতে নেমে যাও । পরে আমার পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে সংপথের নির্দেশ এলে যে আমার পক্ষ অনুসূরণ করবে সে বিপদগামী হবে না ও দুঃখকষ্ট পাবে না, আর যে আমার স্মরণে বিমুখ হবে তার জীবনের ভোগসন্তার সংকুচিত হবে আর আমি তাকে কিয়ামতের দিন অক্ষ অবস্থায় ওঠাব ।

সে বলবে, ‘হে আমার প্রতিপালক, কেন আমাকে অক্ষ করে ওঠালে, আমি তো ছিলাম ক্ষুআন ?’

তিনি বলবেন, ‘তুমি এমনই ছিলে । আমার নির্দর্শনগুলো তোমার কাছে এসেছিল, কিন্তু তুমি তা বর্জন করেছিলে আর এভাবেই আজ তোমাকে বর্জন করা হলো ।’ আর এভাবেই আমি তাকে প্রতিফল দিই যে বাড়াবাড়ি করে ও তার প্রতিপালকের নির্দর্শনে বিশ্঵াস করে না । পরকালের শাস্তি তো অবশ্যই আরও কঠিন, আরও স্থগী । — ২০ সুরা তাহা ৪ ১১৫-১২৭

স্মরণ করো, আমি যখন ফেরেশতাদেরকে বললাম, ‘আদমকে সিজদা করো’, তখন ইবলিস ছাড়া সকলেই সিজদা করল । সে বলেছিল, ‘আমি তাকে সিজদা করব যাকে তুমি কাদা থেকে সৃষ্টি করেছ ?’ সে বলেছিল, ‘তুমি কি একে দেখেছ যাকে আমার ওপর তুমি মর্যাদা দিলে ? কিয়ামতের দিন পর্যন্ত যদি আমাকে অবকাশ দাও তা হলে আমি অল্প কয়েকজন ছাড়া তার বৎসরদেরকে সম্মুখে নষ্ট করে ফেলব ।’

আল্লাহ বললেন, ‘যাও, জাহানামই তোমার পুরস্কার, আর প্রতিদান তাদের যারা তোমাকে অনুসরণ করবে। তোমার কষ্টস্বর দিয়ে ওদের মধ্যে যাকে পার সত্য থেকে সরিয়ে নাও, তোমার অশ্঵ারোহী ও পদাতিক বাহিনী নিয়ে ওদের আক্রমণ করো, আর ওদের ধনসম্পদে ও সন্তানসম্ভূতিতে শরিক হও, আর প্রতিশ্রুতি দিয়ে যাও।’ শয়তান ওদের যে-প্রতিশ্রুতি দেয় সে তো ছলনা। ‘আমার দাসদের ওপর তোমার কোনো ক্ষমতা থাকবে না।’ কর্মবিধায়ক হিসাবে তোমার প্রতিপালকই যথেষ্ট। — ১৭ সুরা বনি-ইসরাইল : ৬১-৬৫

যখন তোমার প্রতিপালক ফেরেশতাদের বললেন, ‘আমি ছাঁচে-চালা শুকনো ঠন্ঠনে মাটি থেকে মানুষ সৃষ্টি করেছি, যখন আমি তাকে সৃষ্টি করব এবং তার মধ্যে আমার রাহ (প্রাণ) সঞ্চার করব তখন তোমরা তাকে সিজদা করবে।’

তখন (আদমকে) ফেরেশতারা সকলেই সিজদা করল, ইবলিস ছাড়া ; সে সিজদা করতে অঙ্গীকার করল। আল্লাহ বললেন, ‘হে ইবলিস। তোমার কী হল যে তুমি সিজদাকারীদের সাথে যোগ দিলে না ?’

সে বললো, ‘তুমি ছাঁচে-চালা শুকনো মাটি থেকে যে মানুষ সৃষ্টি করেছ আমি তাকে সিজদা করব না।’

আল্লাহ বললেন, ‘তুমি এখান থেকে বেরিয়ে যাও, তুমি তো অভিশপ্ত। আর কর্মফল দিবস পর্যন্ত তোমার ওপর অভিশপ্ত রাইল।’

সে বললো, ‘হে আমার প্রতিপালক ! পুনরুদ্ধান দিবস পর্যন্ত আমাকে অবকাশ দাও।’ আল্লাহ বললেন, ‘তোমাকে অবকাশ দেওয়া হলো অবধারিত সময় উপস্থিত হওয়া পর্যন্ত।’ সে বললো, ‘হে আমার প্রতিপালক ! তুমি আমার যে-সর্বনাশ করলে তার দোহাই ! আমি পৃথিবীতে মানুষের কাছে (পাপকে) আকর্ষণীয় করব আর আমি সকলের সর্বনাশ করব তোমার নির্বাচিত দাস ছাড়া।’

আল্লাহ বললেন, ‘এ-ই আমার কাছে পৌছানোর সরল পথ। বিভ্রান্ত হয়ে যারা তোমাকে অনুসরণ করবে তারা ছাড়া আমার দাসদের ওপর তোমার কোনো প্রভাব খাটবে না। তোমার অনুসারীদের সকলেরই স্থান হবে জাহানামে ; তার সাতটি দরজা আছে, প্রত্যেক দরজার জন্য পৃথক পৃথক দল আছে।’ — ১৫ সুরা হিজর : ২৮-৪৪

আর আমি যখন ফেরেশতাদের বলেছিলাম, ‘আদমকে সিজদা করো’, তখন ইবলিস ছাড়া সকলেই সিজদা করল। সে ছিল জিনদের একজন, সে তার প্রতিপালকের আদেশ অমান্য করল। তবে কি তোমরা আমার পরিবর্তে ওকে ও ওর বৎসরকে অভিভাবকরাপে গ্রহণ করছ ? ওরা তো তোমাদের শক্র ! সীমালঘনকারীদের কী খারাপ বিনিময়। আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকালে তাদের আমি ডাকি নি, এবং তাদের সৃষ্টি করতেও না। আর আমি তো বিভ্রান্তকারীদের সাহায্য গ্রহণ করি না। — ১৮ সুরা কাহাফ : ৫০-৫১

আর যখন তোমার প্রতিপালক ফেরেশতাদেরকে বললেন, ‘আমি পৃথিবীতে প্রতিনিধি সৃষ্টি করছি।’ তারা বলল, ‘আপনি কি সেখানে এমন কাউকে সৃষ্টি করবেন যে আশান্তি ঘটাবে ও রক্তপাত করবে ? অথচ আমরাই তো আপনার পরিব্রত মহিমা যোৰণ করি।’

তিনি বললেন, ‘নিশ্চয়ই আমি যা জানি তোমরা জান না।’ আর তিনি আদমকে যাবতীয় নাম শিক্ষা দিলেন। তারপর তিনি ফেরেশতাদের সামনে সেইসব উপস্থিত ক’রে বললেন, ‘এই

সবের নাম আমাকে বলে দাও, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।' তারা বলল, 'আপনি পবিত্র মহান। আপনি আমাদের যা শিক্ষা দিয়েছেন তাছাড়া আমাদের তো কোনো জ্ঞান নেই। নিশ্চয় আপনি প্রাঞ্জ তত্ত্বজ্ঞানী।'

তিনি বললেন 'হে আদম ! ওদের এইসবের নাম বলে দাও।' যখন সে তাদের ওদের নাম বলে দিল, তখন তিনি বললেন, 'আমি কি তোমাদেরকে বলি নি যে আকাশ ও মর্ত্যের অদ্যশ্য বস্তু সম্বন্ধে আমি জানি, আর আমি তা জানি তোমরা যা প্রকাশ করো বা গোপন রাখ নিশ্চিতভাবে?' আমি যখন ফেরেশতাদেরকে বললাম, 'আদমকে সিজদা করো' তখন ইবলিস ছাড়া সকলেই সিজদা করলো। সে অমান্য করলো ও অহংকার করলো। তাই সে অবিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হলো। আর আমি বললাম, 'হে আদম ! তুমি ও তোমার সঙ্গী জানাতে বসবাস করো এবং যেখান থেকে যা ইচ্ছা খাও ; কিন্তু এই গাছের কাছে যেয়ো না, গেলে তোমরা অন্যায়কারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে।' কিন্তু শয়তান তার থেকে তাদের পদম্খলন ঘটাল, তাই তারা যেখানে ছিল সেখান থেকে তাদেরকে বের করে দেওয়া হলো। আমি বললাম, 'তোমরা একে অন্যের শত্রু হিসাবে নেমে যাও। পৃথিবীতে কিছুকালের জন্য তোমাদের বসবাস ও জীবিকা রাইল।'

তারপর আদম তার প্রতিপালকের কাছ থেকে কিছু বাণী পেল। আল্লাহ তার প্রতি ক্ষমাপরবশ হলেন। তিনি তো ক্ষমাপরবশ, পরম দয়ালু। আমি বললাম, 'তোমরা সকলেই এখান হতে নেমে যাও। পরে যখন আমার পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে সংপথের কোনো নির্দেশ আসবে তখন যারা আমার সংপথের নির্দেশ অনুসরণ করবে তাদের কোনো ভয় থাকবে না ও তারা দুঃখিতও হবে না।' যারা অবিশ্বাস করে ও আমার নির্দেশকে প্রত্যাখ্যান করে তারাই আগুনে বাস করবে, সেখানে তারা থাকবে চিরকাল। — ২ সুরা বাকারা : ৩০-৩৯

আল্লাহ তো আদম, নুহ ও ইব্রাহিমের বংশধর এবং ইমরানের বংশধরকে বিশুজ্জগতে মনোনীত করেছেন। এরা পরম্পর পরম্পরের বংশধর। আর আল্লাহ তো সব শোনেন, সব জানেন। — ৩ সুরা আল-ই-ইমরান : ৩০-৩৪

আনআম : [উট গরু, ভেড়া, ছাগল, হরিণ, মৌলগাই, মোষ ইত্যাদি গৃহপালিত চতুর্পদ জন্তুর সামগ্রিক নামবাচক আরবি শব্দ] পশু দ্র.

আনসার : মুহাজির ও আনসার দ্র।

আনফাল : যুদ্ধলক্ষ সম্পদ দ্র.

আনুগত্য, আল্লাহ-রসূলের : আকাশ ও পৃথিবীতে যা-কিছু আছে তাঁরই, আর সকল সময়ের জন্য কর্তব্য তাঁরই প্রতি। — ১৬ সুরা নাহল : ৫২

... যদি তোমরা বিশ্বাসী হও তবে আল্লাহ ও রসূলের আনুগত্য করো। — ৮ সুরা আনফাল : ১

হে বিশ্বাসিগণ ! তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করো। তোমরা যখন তাঁর কথা শুনছ তখন তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ো না। আর তোমরা তাদের মতো হয়ো না যারা বলে, 'শুনলাম তো'; আসলে তারা শোনে না। — ৮ সুরা আনফাল : ২০-২১

বলো, ‘তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাস তবে আমাকে অনুসরণ করো, আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন ও তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করবেন। আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল পরম দয়ালু’। বলো, ‘আল্লাহ ও রসূলের অনুগত হও।’ কিন্তু তারা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে জেনে রাখ আল্লাহ অবিশ্বাসীদেরকে ভালোবাসেন না। — ৩ সুরা আল-ই-ইমরান ৩১-৩২

আর তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের অনুসরণ করো যাতে তোমরা কুরণালভ করতে পার। — ৩ সুরা আল-ই-ইমরান ৩১

(হে নবী পঞ্চীগণ !) তোমাদের মধ্যে যে-কেউ আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি অনুগত হবে ও সৎকাজ করবে তাকে আমি দুবার পুরস্কার দেব, আর তার জন্য আমি সম্মানজনক জীবিকা রেখেছি। — ৩৩ সুরা আহ্মাব ৩১

... যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের অনুগত্য করে তারা অবশ্যই মহাসাফল্য অর্জন করবে। — ৩৩ সুরা আহ্মাব ৩১

এসব আল্লাহর নির্ধারিত সীমা। আর যে আল্লাহর ও রসূলের অনুগত হয়ে চলবে আল্লাহ তাকে স্থান দেবেন জাগ্নাতে যার নিচে নদী বইবে। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে, আর এ মহাসাফল্য। — ৪ সুরা নিসা ১৩

হে বিশ্বসিগণ ! তোমরা আল্লাহর অনুগত হও, তোমরা রসূল ও তোমাদের শাসকদের অনুগত হও, আর যদি কোনো বিষয়ে তোমাদের মতভেদ ঘটে সে-বিষয় আল্লাহ ও রসূলের কাছে ফিরিয়ে দাও (যীমাংসার জন্য), যদি তোমরা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস কর। এ-ই ভালো ও (এর) শেষ ভালো। — ৪ সুরা নিসা ৫৯

আমি এ-উদ্দেশ্যে রসূল প্রেরণ করেছি যে, আল্লাহর নির্দেশক্রমে তাকে অনুসরণ করা হবে। যখন তারা নিজেদের ওপর অত্যচার করেছিল তখন তারা তোমার কাছে এলে, আল্লাহর ক্ষমা চাইলে ও রসূলও তাদের জন্য ক্ষমা চাইলে, নিশ্চয়ই তারা আল্লাহকে পেত ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালুরূপে। — ৪ সুরা নিসা ৬৪

আর আমি যদি তাদেরকে নির্দেশ দিতাম যে ‘তোমরা নিজেদের প্রাণ উৎসর্গ করো বা নিজ গৃহ ত্যাগ করো’ তবে তারা অল্প কয়েকজন ছাড়া তা মানতো না। আর তাদেরকে যা করতে উপদেশ দেওয়া হয়েছিল তারা তা করলে তাদের নিশ্চয়ই ভালো হতো ও অস্তরের হৈর্ষে তারা আরও দৃঢ় হত। আর তখন আমি তাদেরকে আমার কাছ থেকে বড় পুরস্কার দিতাম। আর তাদেরকে সরল পথে পরিচালিত করতাম। আর যে-কেউ আল্লাহ ও রসূলের অনুগত্য করে সে তাদের সঙ্গী হবে আল্লাহ যাদেরকে অনুগ্রহ করেছেন — যেমন নবি, সত্যবাদী, শহীদ ও সৎকর্মপরায়ণব্যক্তি। এবং তারা কত উত্তম সঙ্গী। এ আল্লাহর অনুগ্রহ। জানে আল্লাহই যথেষ্ট। — ৪ সুরা নিসা ৬৬-৭০

যে রসূলের অনুগত্য করে সে তো আল্লাহরই আনুগত্য করলো। আর যে মুখ ফিরিয়ে নেয় আমি তাদের ওপর তোমাকে পাহারা দিতে পাঠাই নি। — ৪ সুরা নিসা ৮০

হে বিশ্বসিগণ ! তোমরা আল্লাহর অনুগত্য করো, রসূলের অনুগত্য করো এবং তোমাদের কর্ম ব্যর্থ কোরো না। — ৪৭ সুরা মুহাম্মদ ৩৩

যখন বিশ্বাসীদেরকে তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেওয়ার জন্য আল্লাহ ও তাঁর রসূলের দিকে আহ্�বান করা হয় তখন তারা তো শুধু একথাই বলে, ‘আমরা শুনলাম ও মানলাম।’ ওরাই সফলকাম। যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করে, আল্লাহকে ভয় করে ও তাঁর শাস্তি হতে সাবধান থাকে তারাই সফলকাম। ওরা দৃঢ়ভাবে আল্লাহকে শপথ করে বলে যে, ‘তুমি ওদের আদেশ করলে ওরা জিহাদের জন্য বার হবেই।’

বলো, ‘শপথ করতে হবে না, তোমাদের আনুগত্য তো জানাই আছে। তোমরা যা কর আল্লাহ সে-বিষয়ে ভালো করেই জানেন।’ বলো, ‘আল্লাহর আনুগত্য কর এবং রসূলের আনুগত্য কর।’ তারপর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে তার ওপর অর্পিত দায়িত্বের জন্য সে দায়ী। আর তোমরা তার অনুগত হলে সৎপথ পাবে। রসূলের কাজ তো কেবল স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেওয়া।’ — ২৪ সুরা নূর : ৫১-৫৪

আল্লাহর আনুগত্য কর ও তাঁর রসূলের আনুগত্য কর। যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, জেনে রাখ, আমার রসূলের দায়িত্ব কেবল স্পষ্টভাবে প্রচার করা। — ৬৪ সুরা তাগাবুন : ১২

তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর ও রসূলের আনুগত্য কর এবং সতর্ক হও। যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, জেনে রাখ, আমার রসূলের দায়িত্ব তো কেবল স্পষ্টভাবে প্রচার করা। — ৫ সুরা মায়দা : ৯২

আপস-নিষ্পত্তি : মন্দের প্রতিফল মন্দ, আর যে ক্ষমা করে দেয় ও আপসনিষ্পত্তি করে তার পুরস্কার আছে আল্লাহর কাছে। আল্লাহ সীমালভ্যকারীদেরকে ভালোবাসেন না। — ৪২ সুরা শূরা : ৪০

তাদের অধিকাংশ গোপন পরামর্শে কোনো ভালো নেই, তবে যে দান-খয়রাত, সৎকাজ ও মানুষের মধ্যে শাস্তি স্থাপনের নির্দেশ দেয় (তার মধ্যে ভালো আছে)। আর আল্লাহর সন্তুষ্টিলাভের আশায় যে এইরকম করবে তাকে আমি মহাপুরস্কার দেব। — ৪ সুরা নিসা : ১১৪

কোনো স্ত্রী যদি তার স্বামীর কাছে থেকে দুর্ব্যবহার ও উপেক্ষিত হওয়ার আশংকা করে তবে তারা আপস-নিষ্পত্তি করতে চাইলে তাদের কোনো দোষ নেই। আপস করা তো ভালো। — ৪ সুরা নিসা : ১২৮

আবাবিল : হাতির দল দ্র.

আবু লাহাব : ধৰ্ম হেক আবু লাহাবের দুই হাত ! আর সে নিজে। তার ধনসম্পদ ও তার উপার্জন তার কোনো কাজে আসবে না। সে জ্বলবে অগ্নিশিখায়, আর তার জ্বালানিভারাক্ষস্ত স্ত্রীও, যার গলায় থাকবে কড়া আঁশের দড়ি। — ১১১ সুরা লাহাব : ১-৫

আমলনামা : কর্মফল দ্র।

আমানত : ... আর যারা আমানত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে, যারা সাক্ষ্য দানে আটল এবং নিজেদের নামাযে যত্নবান তারাই সম্মানিত হবে জামাতে। — ৭০ সুরা মাঝারিজ : ৩২-৩৫

আর যারা আমানত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে আর যারা নিজেদের নামাযে যত্নবান তারাই হবে অধিকারী — অধিকারী হবে ফিরদাউসের যেখানে ওরা চিরকাল থাকবে। — ২৩ সুরা মুমিনুন : ৮-১১

ଯଦି ତୋମରା ସଫରେ ଥାକ ଏବଂ କୋନୋ ଲେଖକ ନା ପାଓ ତବେ ବନ୍ଧକ ରାଖା ବୈଧ । ତୋମରା ଏକେ ଅପରକେ ବିଶ୍ୱାସ କରଲେ ଯାକେ ବିଶ୍ୱାସ କରା ହୟ ସେ ଯେଣ ଆମାନତ ଫେରତ ଦେଇ ଏବଂ ତାର ପ୍ରତିପାଳକକେ ଯେନ ଭୟ କରେ । — ୨ ସୁରା ବାକାରା : ୨୮୩

ହେ ବିଶ୍ୱାସିଗଣ ! ଜେନେଶୁନେ ଆଜ୍ଞାହ ଓ ତାର ରସୁଲେର ସଙ୍ଗେ ବିଶ୍ୱାସଭଙ୍ଗ କରବେ ନା । ଆର ତୋମାଦେର ପରମ୍ପରେର ଗଛିତ ଦ୍ର୍ୟେର ସମ୍ପର୍କେଣ ନନ୍ଦ । — ୮ ସୁରା ଆନଫଳ : ୨୭

କିତାବିଦେର ମଧ୍ୟେ ଏମନ ଲୋକ ରଯେଛେ ଯେ, ବିପୁଳ ଆମାନତ ରାଖଲେ ଓ ଫେରତ ଦେବେ । ଆର ଏମନ ଲୋକଓ ଆଛେ ଯାର କାହେ ଏକଟା ଦିନାରୀ ଓ ଆମାନତ ରାଖଲେ ତାର ପେଛନେ ଲେଗେ ନା ଥାକଲେ ମେ ଫେରତ ଦେବେ ନା । ଏ ଏଜନ୍ୟ ଯେ ତାରା ବଲେ, ‘ଏଇ ଅଶିକ୍ଷିତଦେର ପ୍ରତି ଆମାଦେର କୋନୋ ଦୟାଯିତ୍ୱ ନେଇ’ ଆର ତାରା ଜେନେଶୁନେ ଆଜ୍ଞାହର ନାମେ ମିଥ୍ୟା ବଲେ । — ୩ ସୁରା ଆଲ-ଇ-ଇମରାନ : ୭୫

ନିଶ୍ୟଇ ଆମି ଆକାଶ, ପୃଥିବୀ ଓ ପର୍ବତମାଳାର କାହେ ଏ-ଆମାନତ ଦିତେ ଚେଯେଛିଲାମ । ଓରା ଭୟେ ବହିତେ ଅସୀକ୍ରାନ୍ତ କରଲ, କିନ୍ତୁ ମାନୁଷ ତା ବେଇଲ । ମାନୁଷ ତୋ ନିଜେର ଓପର ବଡ଼ ଜୁଲୁମ କରେ ଥାକେ, ଆର ସେ ବଡ଼ି ଅଞ୍ଜ । — ୩୩ ସୁରା ଆହ୍ରାବ : ୭୨

ଆୟାତେର ପରିବର୍ତ୍ତନ : ସଥନ ଆମାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଆୟତ ତାଦେର କାହେ ପଡ଼ା ହୟ ତଥନ ଯାରା ଆମାର ସାକ୍ଷତେର ଭୟ କରେ ନା ତାରା ବଲେ, ‘ଏ ଛାଡ଼ା ଅନ୍ୟ ଏକ କୋରାନ ଆଲୋ ବା ଏକେ ବଦଳେ ଦାଓ’ ।

ବଲୋ, ‘ନିଜେ ଥେକେ ଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରା ଆମାର କାଜ ନଯ । ଆମାର ଓପର ଯା ପ୍ରତ୍ୟାଦେଶ ହୟ ଆମି ତାରଇ ଅନୁସରଣ କରି । ଆମି ଆମାର ପ୍ରତିପାଳକେର ଅବାଧ୍ୟତା କରଲେ ଭୟ ହୟ ମହାଦିନେର ଶାସ୍ତିର ।’

ବଲୋ, ‘ଆଜ୍ଞାହର ତେମନ ଇଚ୍ଛା ଥାକଲେ ଆମି ତୋମାଦେର କାହେ ଏ ପଡ଼ତାମ ନା, ଆର ତିନି ତୋମାଦେର ଏ ବିଷୟେ ଜ୍ଞାନାତେନ ନା । ଆମି ତୋ ଏର ଆଗେ ତୋମାଦେର ମଧ୍ୟେ ଦୀର୍ଘକାଳ କାଟିଯେ ଦିଲାମ ତୁବୁଣ କି ତୋମରା ବୁଝବେ ନା ?’ ଯେ-ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜ୍ଞାହର ସମ୍ପର୍କେ ମିଥ୍ୟା ବାନାସ ବା ଆଜ୍ଞାହର ନିର୍ଦର୍ଶନକେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରେ ତାର ଚେଯେ ବଡ଼ ସୀମାଲଭୟନକାରୀ ଆର କେ ? ଅପରାଧୀରା ତୋ ସଫଲ ହୟ ନା ।’ — ୧୦ ସୁରା ଇଉନ୍ନୁସ : ୧୫-୧୭

ଆମି ସଥନ ଏକ ଆୟାତେର ଜ୍ଞାଯଗାୟ ଅନ୍ୟ ଏକ ଆୟାତ ଉପର୍ଦ୍ଵିତୀ କରି, ଆଜ୍ଞାହ ଯା ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ କରେନ ତା ତିନି ଭାଲୋ ଜାନେନ । ତଥନ ତାରା ବଲେ, ‘ତୁମି ତୋ କେବଳ ମିଥ୍ୟା ବାନାସ ।’ କିନ୍ତୁ ଓଦେର ଅନେକେଇ ତା ଜାନେ ନା । — ୧୬ ସୁରା ନାହଳ : ୧୦୧

ଆମି କୋନୋ ଆୟାତ ରଦ କରଲେ ବା ଭୁଲେ ଯେତେ ଦିଲେ ତାର ଚେଯେ ଆରଓ ଭାଲୋ ବା ତାର ସମତୁଳ୍ୟ କୋନୋ ଆୟାତ ଆନି । ତୁମି କି ଜାନ ନା ଯେ ଆଜ୍ଞାହ ସବବିଷୟେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ? — ୨ ସୁରା ବାକାରା : ୧୦୬

ଆୟ : କିତାବେ ଯା (ଲେଖା ଆଛେ) ତାର ବାହିରେ କାରାଓ ଆୟ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଯ ନା ବା କାରାଓ ଆୟ ଥେକେ କିଛୁ କଟାଓ ହୟ ନା । ଏ ଆଜ୍ଞାହର ଜନ୍ୟ ସହଜ । — ୩୫ ସୁରା ଫାତିର : ୧୧

আমি যাকে দীর্ঘজীবন দিই তাকে তো আকৃতি-প্রকৃতিতে উলটিয়ে দিই। তবুও কি তারা বোঝেনা। — ৩৬ সুরা ইয়াসিন : ৬৮

আরব মরুবাসী : আরব মরুবাসীরা বলে, ‘আমরা বিশ্বাস করলাম’ বলো, ‘তোমরা বিশ্বাস কর নি। বরং বলো, ‘আমরা আত্মসমর্পণ করার ভাব দেখছি। কারণ এখনও তোমাদের অন্তরে বিশ্বাস জন্মায় নি। যদি তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য কর তোমাদের কর্মফল সামান্য পরিমাণে কমানো হবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরমদয়ালু’।

তারাই বিশ্বাসী যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি বিশ্বাস করার পর সন্দেহ রাখে না এবং ধনপ্রাপ দিয়ে আল্লাহর পথে সংগ্রাম করে, তারাই সত্যনিষ্ঠ।

বলো, ‘তোমরা কি তোমাদের ধর্মপরায়ণতা সম্পর্কে আল্লাহকে জানাচ্ছ? যদিও আল্লাহ আকাশ ও পৃথিবীতে যা-কিছু আছে তার সম্পর্কে জানেন! আল্লাহ সব বিষয়ে সম্যক অবগত।’

ওরা মনে করে ওরা আত্মসমর্পণ করে তোমাকে ধন্য করেছে।

বলো, ‘তোমাদের আত্মসমর্পণ আমাকে ধন্য করেছে মনে কর না, বরং বিশ্বাসের দিকে পরিচালিত করে আল্লাহই তোমাদের ধন্য করেছেন, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।’ — ৪৯ সুরা হজুরাত : ১৪-১৭

যে-সকল মরুবাসী আরবরা জিহাদে যোগ না দিয়ে ঘরে রয়ে গেছে তারা তোমাকে বলবে, ‘আমরা আমাদের ধনসম্পদ ও পরিবার-পরিজনের রক্ষণাবেক্ষণে ব্যস্ত ছিলাম। অতএব আমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন।’

ওরা মুখে যা বলে তা ওদের অন্তরে নেই। ওদের বলো, ‘আল্লাহ তোমাদের কারও ক্ষতি বা মঙ্গল করার ইচ্ছা করলে কে তাঁকে ঠেকাতে পারে? তোমরা যা কর সে-বিষয়ে আল্লাহ তো ভালো করেই জানেন।’ — ৪৮ সুরা ফাতাহ : ১১

যেসব মরুবাসী আরবরা ঘরে থেকে গিয়েছিল তাদেরকে বলো, ‘তোমাদেরকে ডাকা হবে এক প্রবলপরাক্রান্ত জাতির সাথে যুদ্ধ করতে। তোমরা ওদের সাথে যুদ্ধ করবে যতক্ষণ না ওরা আত্মসমর্পণ করে। তোমরা এ-নির্দেশ পালন করলে আল্লাহ তোমাদের ভালো পুরুষ্কার দেবেন। কিন্তু তোমরা যদি আগের মতো পালিয়ে যাও তিনি তোমাদেরকে দারুণ শাস্তি দেবেন।’ — ৪৮ সুরা ফাতাহ : ১৬

মরুবাসী আরবদের মধ্যে কিছু লোক অজুহাত উপস্থিত করে অব্যাহতি প্রার্থনার জন্য এল, আর যারা আল্লাহকে ও তাঁর রসূলকে মিথ্যা কথা বলেছিল তারা বসে রইল। ওদের মধ্যে যারা অবিশ্বাস করেছে তাদের মারাত্মক শাস্তি হবে। — ৯ সুরা তত্ত্বা : ৯০

অবিশ্বাস ও কপটতায় মরুবাসী আরবরা বড় বেশি পোক্ত। আর আল্লাহ তাঁর রসূলের ওপর যা অবস্তীর্ণ করেছেন তার সীমাবেষ্টার জ্ঞানলাভ না করার যোগ্যতা এদের বেশি। আল্লাহ সর্বজ্ঞ তত্ত্বজ্ঞানী। মরুবাসী আরবদের কেউ যা (আল্লাহর পথে) ব্যয় করে তাকে তারা বাধ্যতামূলক জরিমানা ভাবে ও প্রতীক্ষা করে তোমাদের ভাগ্যচক্রের পরিবর্তনে। ওদের ভাগ্যচক্রই মন্দ হোক! আল্লাহ সব শোনেন, সব জানেন। মরুবাসী আরবদের মধ্যে

কেউ-কেউ আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে এবং যা ব্যয় করে তা আল্লাহর সামিধ্য ও রসূলের আশীর্বাদ লাভের উপায় মনে করে। হ্যাঁ, নিশ্চয়ই তা ওদের জন্য আল্লাহর সামিধ্যলাভের উপায়। আল্লাহ শীর্ষই স্থীয় করুণায় ওদের আশ্রয় দেবেন। আল্লাহ তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। — ৯ সুরা তওবা : ৯৭-৯৯

আরবদের মরুবাসীদের মধ্যে যারা তোমাদের আশেপাশে আছে তাদের কেউ-কেউ এবং মদীনাবাসীদের কেউ-কেউ মুনাফেক। ওরা কপটতায় পাকা। তুমি ওদেরকে জান না। আমি ওদেরকে জানি। আমি ওদেরকে দুইবার শাস্তি দেব এবং পরে ওদেরকে মহাশাস্তির দিকে ফেরানো হবে। — ৯ সুরা তওবা : ১০১

আল্লাহর রসূলের সহগামী না হয়ে পেছনে রয়ে যাওয়া আর তার (মুহাম্মদ) জীবনের চেয়ে নিজেদের জীবনকে প্রিয় জ্ঞান করা মদীনাবাসী ও তাদের পার্শ্ববর্তী আরব মরুবাসীদের জন্য সংগত নয়। কারণ, তারা তো আল্লাহর পথে ত্রঃশয়, ক্লাস্তিতে বা ক্ষুধায় এমন কোনো কষ্ট পায় না বা অবিশ্বাসীদের ক্ষেত্র উদ্বেক করে এমন কোনো স্থানে পদক্ষেপ নেয় না বা শত্রুদের কাছ থেকে এমন কোনো আঘাত পায় না যা তাদের সৎকর্ম হিসাবে লেখা হয় না। আল্লাহ তো সৎকর্মপরায়ণদের শুমফুল নষ্ট হতে দেন না। আর (আল্লাহর পথে) তারা এমন কিছু, কম বা বেশি ব্যয়, করে না বা এমন কোনো প্রান্তর অতিক্রম করে না যা তাদের পক্ষে লেখা না হয়, যাতে করে তারা যা করে তার চেয়ে ভালো পুরস্কার আল্লাহ তাদের দিতে পারেন। — ৯ সুরা তওবা : ১২০-১২১

আরবি ভাষায় কোরান : আমি তোমার ভাষায় এ (কোরান) সহজ করে দিয়েছি যাতে তুমি তার দ্বারা সাবধানিদের সুসংবাদ দিতে পার ও তক্ষিয় সম্প্রদায়কে সর্তক করতে পার। — ১৯ সুরা মরিয়ম : ৯৭

কোরান আমি তো আরবি ভাষায় অবতীর্ণ করেছি যাতে তোমরা বুঝতে পার। — ১২ সুরা ইউসুফ : ২

আরবি ভাষায় এ-কোরান যার মধ্যে কোনো জটিলতা নেই, যাতে মানুষ সাবধানতা অবলম্বন করে। — ৩১ সুরা জুমার : ২৮

এই আরবি কোরান যারা বোঝে সেই সম্প্রদায়ের জন্য কিতাবের আয়াতের বিশদ ব্যাখ্যা দেয়, সুসংবাদ দেয় ও সর্তক করে। কিন্তু অনেকেই মুখ ফিরিয়ে নেয়, ফলে ওরা শুনতে পায় না। — ৪১ সুরা হা-মিম-সিজদা : ৩-৪

আমি আজমি (অ-আরবি) ভাষায় কোরান অবতীর্ণ করতাম ওরা অবশ্যই বলত, 'এর আয়তাগুলো বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা হল না কেন? (কী আশচার্য, ভাষা) আজমী আর রসূল) আরবীয়? — ৪১ সুরা হা-মিম-সিজদা : ৪৪

এইভাবে আমি তোমার ওপর আরবি ভাষায় কোরান অবতীর্ণ করেছি যাতে তুমি সর্তক করতে পার নগরমাতার (মক্কার) অধিবাসীদেরকে ও তার আশেপাশে যারা বাস করে তাদেরকে আর সর্তক করতে পার সমবেত হওয়ার দিন সম্পর্কে, যার ব্যাপারে কোনো সদেহ নেই। সেদিন একদল জাহানামে প্রবেশ করবে। — ৪২ সুরা শুরা : ৭

আমি আরবি ভাষায় এ-কোরান অবতীর্ণ করেছি যাতে তোমরা বুঝতে পার। — ৪৩
সূরা জুহুরফ : ৩

... এ-কিতাব মুসার কিতাবের সমর্থক, আরবি ভাষায়। — ৪৬ সূরা আহকাফ : ১২

এভাবে আমি আরবি ভাষায় অবতীর্ণ করেছি এক নির্দেশ। — ১৩ সূরা রাদ : ৩৭

আরশ : [আল্লাহর সিংহসন বা সৃষ্টির পরিচালন কেন্দ্র]। আর তিনি ক্ষমাশীল, প্রেময় ; সম্মানিত আরশের অধিকারী। — ৮৫ সূরা বুরুজ : ১৪-১৫

তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ যিনি আকাশ ও পৃথিবী ছয়দিনে সৃষ্টি করেন, তারপর তিনি আরশে সমাচীন হন। — ৭ সূরা আরাফ : ৫৪

তিনি আকাশ, পৃথিবী এবং দুয়ের মধ্যবর্তী সমস্ত কিছু ছয় দিনে সৃষ্টি করেন, তারপর তিনি আরশে সমাচীন হন। — ২৫ সূরা ফোরকান : ৫৯

যখন তাঁর আরশ পানির ওপর ছিল তখন তিনিই আকাশ ও পৃথিবী ছয় দিনে সৃষ্টি করেন — তোমাদের মধ্যে কে আচরণে ভালো তা পরীক্ষা করার জন্য। — ১১ সূরা হুদ : ৭

যারা আরশ ধারণ করে আছে, আর যারা তার চারাপাশ যিরে আছে তারা তাদের প্রতিপালকের পবিত্র মহিমা ঘোষণা করে ও তাঁর ওপর বিশ্বাস করে এবং বিশ্বাসীদের জন্য প্রার্থনা করে বলে, ‘হে আমাদের প্রতিপালক ! তোমার দয়া ও জ্ঞান সর্বব্যাপী ! অঙ্গের যারা তওবা করে ও তোমার পথ অবলম্বন করে তুমি তাদের ক্ষমা কর ও জাহান্নামের শাস্তি থেকে তাদের রক্ষা করো !’ — ৪০ সূরা মুমিন : ৭

তিনি মহার্যাদার অধিকারী, অধিপতি আরশের। — ৪০ সূরা মুমিন : ১৫

বলো ‘কে সপ্তাকাশ আর আরশের মালিক ?’ ওরা বলবে, ‘আল্লাহ !’ বলো, ‘তবুও কি তোমরা সাবধান হবে না ?’ — ২৩ সূরা মুমিনুন : ৮৬-৮৭

মহিমাবিত আল্লাহ যিনি প্রকৃত মালিক, তিনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। তিনি সম্মানিত আরশের অধিপতি। — ২৩ সূরা মুমিনুন : ১১৬

আল্লাহ আকাশ, পৃথিবী ও ওদের মাঝের সবকিছু ছয়দিনে সৃষ্টি করেন। তারপর তিনি আরশে সমাচীন হন। — ৩২ সূরা সিজদা : ৮

তিনি ছয় দিনে আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেন, তারপর আরশে সমাচীন হয়েছেন। — ৫৭ সূরা হাদিদ : ৪

আল্লাহই বিনাস্তত্ত্বে উর্ধ্বদেশে আকাশমণ্ডলী স্থাপন করেছিলেন, — তোমরা যা (এখন) দেখছ। তারপর তিনি আরশে সমাচীন হন ...। — ১৩ সূরা রাদ : ২

তারপর ও যদি মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে তুমি বলো, ‘আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। তিনি ছাড়া অন্য কোনো উপাস্য নেই। আমি তাঁরই ওপর নির্ভর করি, আর তিনি মহা আরশের অধিপতি।’ — ৯ সূরা তওবা : ১২৯

আ’রাফ : তাদের (জান্মাত ও জাহান্নামের) মধ্যে পর্দা আছে আর আ’রাফ (জান্মাত ও জাহান্নামের মধ্যস্থিত প্রাচীর)-এ কিছু লোক থাকবে যারা এতেককে তার লক্ষণ দেখে

চিনবে। আর তারা জাগ্নাতবাসীদেরকে ডেকে বলবে, ‘তোমাদের ওপর শাস্তি হোক’। তারা তখনও সেখানে প্রবেশ করে নি, তবে তারা আশা করছে। আর যখন তাদের চোখ জাহানামবাসীদের ওপর ঘোরানো হবে তখন তারা বলবে, ‘হে আমাদের প্রতিপালক ! আমাদেরকে সীমান্তবনকারীদের সঙ্গী কোরো না।’

আরাফাতবাসীরা যাদের লক্ষণ দেখে চিনবে তাদের ডেকে বলবে, ‘তোমাদের সাঙ্গপাঞ্জ ও তোমাদের অঙ্ককার তোমাদের কোন্ কাজে এল ? আর এদেরই সম্বন্ধে কি তোমরা শপথ করে বলতে যে, আল্লাহ এদের ওপর অনুগ্রহ করবেন না ? এদেরকেই বলা হবে, ‘তোমরা জান্নাতে প্রবেশ কর। তোমাদের কোনো ভয় নেই আর তোমরা দৃঢ়ত্ব পাবে না।’

জাহানামবাসীরা জাগ্নাতবাসীদের ডেকে বলবে, ‘আমাদের ওপর কিছু পানি ঢেলে দাও বা আল্লাহ জীবিকা হিসাবে তোমাদের যা দিয়েছেন তার খেকে কিছু দাও।’ তারা (জাগ্নাতবাসীরা) বলবে, ‘আল্লাহ এ দুটো নিষিদ্ধ করেছেন অবিশ্বাসীদের জন্য যারা তাদের ধর্মকে তামাশা আর খেলা বলে গ্রহণ করেছিল আর পৃথিবীর জীবন যাদেরকে ভুলিয়ে রেখেছিল।’ সুতরাং আজ আমি তাদের ভুলে যাব যেভাবে তারা তাদের এই দিনের সাক্ষাৎকারকে ভুলেছিল আর আমার নির্দশনকে অস্থীকার করেছিল। — ৭ সুরা আরাফ : ৪৬-৫১

আরাফত : ইজ দ্র।

আলো ও অঙ্ককার : প্রশংসা আল্লাহরই যিনি আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন আর সৃষ্টি করেছেন অঙ্ককার ও আলো। এ সত্ত্বেও অবিশ্বাসীরা তাদের প্রতিপালকের সমকক্ষ দাঁড় করায়। — ৬ সুরা আনআম : ১

আল্লাহ তাদের অভিভাবক যারা বিশ্বাস করে। তিনি তাদেরকে অঙ্ককার খেকে আলোয় নিয়ে যান। আর যারা অবিশ্বাস করে তাদের অভিভাবক তাগুত (অসত্য দেবতারা), এরা তাদেরকে আলো খেকে অঙ্ককারে নিয়ে যায়। ওরাই বাস করবে আগুনে যেখানে তারা থাকবে চিরকাল। — ২ সুরা বাকারা : ২৫৭

তিনি তোমাদের ওপর অনুগ্রহ করেন ও তাঁর ফেরেশ্তারাও তোমাদের জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা করে অঙ্ককার খেকে তোমাদের আলোয় আনার জন্য, এবং তিনি বিশ্বাসীদের প্রতি পরম দয়ালু। — ৩৩ সুরা নিসা : ৪৩

হে মানুষ ! তোমাদের প্রতিপালকের কাছ থেকে তোমাদের কাছে প্রমাণ এসেছে ও আমি তোমাদের ওপর স্পষ্ট জ্যোতি অবতীর্ণ করেছি। — ৪ সুরা নিসা : ১৭৪

তিনি তাঁর দাসদের প্রতি সুস্পষ্ট আয়াত অবতীর্ণ করেছেন তোমাদের অঙ্ককার হতে আলোয় আনার জন্য। আল্লাহ তো তোমাদের জন্য মহানুভব, পরম দয়ালু। — ৫৭ সুরা হাদিদ : ৯

সেদিন তুমি দেখবে বিশ্বাসী পুরুষ ও নারীদের, তাদের সামনে ও ডানপাশে তাদের জ্যোতি বিছুরিত হবে। বলা হবে, ‘আজ তোমাদের জন্য সুখবর জান্নাতের যার নিচে নদী বইবে। সেখানে তোমরা থাকবে চিরকাল। এ-ই মহাসাহ্যল্য।’ — ৫৭ সুরা হাদিদ : ১২

যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলে বিশ্বাস করে তারাই তাদের প্রতিপালকের দৃষ্টিতে সিদ্ধিক [সিত্যনির্ণয়] ও শহীদের মতো। তাদের জন্য রয়েছে তাদের প্রাপ্য পুরুষ্কার ও জ্যোতি। — ৫৭ সুরা হাদিদ : ১৯

হে বিশ্বাসিগণ ! আল্লাহকে ভয় কর ও তাঁর রসূলের প্রতি বিশ্বাস কর। তাঁর অনুগ্রহে তিনি তোমাদের দ্বিগুণ পুরস্কার দেবেন। আর তিনি তোমাদের দেবেন আলো, যার সাহায্যে তোমরা চলবে। আর তিনি তোমাদের ক্ষমা করবেন, আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। — ৫৭
সুরা হাদিদ : ২৮

... বলো, ‘অঙ্ক ও চক্ষুজ্বান কি সমান, বা অঙ্ককার ও আলো কি এক?’

তবে তারা যদেরকে আল্লাহর শরিক করেছে তারা আল্লাহর সৃষ্টির মতো এমন কী সৃষ্টি করেছে যাতে করে তাদের কাছে মনে হয়েছে (উভয়) সৃষ্টি সমান ? বলো, ‘আল্লাহ সব জিনিসের সৃষ্টি, তিনি এক, পরাক্রমশালী। — ১৩ সুরা রাদ : ১৬

... অতএব হে বিশ্বাসী বৌধসম্পন্ন ব্যক্তিগণ ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, তিনি তোমাদের কাছে অবতীর্ণ করেছেন এক উপদেশ বাণী, প্রেরণ করেছেন এক রসূল, যে তোমাদের কাছে আল্লাহর স্পষ্ট আয়াত আবৃত্তি করে, যারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে তাদের অঙ্ককার হতে আলোয় আনার জন্য। — ৬৫ সুরা তালাক : ১০-১১

আল্লাহ আকাশ ও পথিখীর জ্যোতি। তাঁর জ্যোতির উপমা — এক কুনুঙ্গির মধ্যে একটা প্রদীপ, প্রদীপটা কাচের মধ্যে, কাচ উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতো, এটা জ্বলে পরিব্রত্ত জ্যয়তুন গাছের তেলে যা পূর্বদিকেরও নয়, পশ্চিমদিকেরও নয় ; সে তেল আগুনের স্পর্শ ছাড়াই যেন উজ্জ্বল আলো দেয়। জ্যোতির উপর জ্যোতি। (আল্লাহ) যাকে ইচ্ছা তার জ্যোতির দিকে পথনির্দেশ করেন। আল্লাহ মানুষের জন্য উপমা দিয়ে থাকেন, আর আল্লাহ তো সর্ব বিষয়ে জ্ঞাত। — ২৪ সুরা নূর : ৩৫

যারা অবিশ্বাস করে তাদের কর্ম মরুভূমির মরীচিকার মতো, পিপাসার্ত যাকে পানি মনে করে থাকে সে ওর কাছে গেলে দেখবে তা কিছুই নয় এবং সেখানে সে পাবে আল্লাহকে। তারপর তিনি তার প্রতিফল হিসাব মতোই দেবেন। আল্লাহ হিসাব গ্রহণে তৎপর। অথবা ওদের কর্মের উপমা সমুদ্রের অতল অঙ্ককার, ঢেউয়ের ওপর ঢেউ যাকে উথালপাথাল করে, যার ওপরে ঘনঘটা, এক অঙ্ককারের ওপর আর-এক অঙ্ককার, কেউ হাত বার করলে তা যোটেই দেখতে পায় না। আল্লাহ যাকে আলো না দেন তার জন্য কোনও আলো নেই। — ২৪ : সুরা নূর ৩৯-৪০

হে বিশ্বাসিগণ ! তোমরা আল্লাহর কাছে তওবা কর — বিশুদ্ধ তওবা ; হয়তো তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের মন্দ কাজগুলো মুছে দেবেন আর তোমাদেরকে প্রবেশ করাবেন জান্মাতে, যার পাদদেশে নদী বইবে। সেদিন নবী ও তার বিশ্বাসী সঙ্গীদের আল্লাহ, অপদস্থ করবেন না। তাদের জ্যোতি তাদের সামনে ও ডান পাশে ছড়িয়ে পড়বে, আর তারা বলবে, ‘হে আমার প্রতিপালক ! আমাদের জ্যোতিকে পূর্ণ কর ও আমাদের ক্ষমা কর, তুমি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান !’ — ৬৬ সুরা তাহরিম : ৮

ওরা আল্লাহর জ্যোতি ফুঁকারে নেভাতে চায়, কিন্তু আল্লাহ তাঁর জ্যোতি পূর্ণরূপে উদ্ভাসিত করবেন, যদিও অবিশ্বাসীরা তা পছন্দ করে না। — ৬১ সুরা আস্মাফ : ৮

... আল্লাহর কাছ থেকে এক জ্যোতি ও স্পষ্ট কিতাব তো তোমাদের কাছে এসেছে। যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে এ (কোরান) দিয়ে তিনি তাদের শাস্তির পথে পরিচালিত

করেন, আর নিজের ইচ্ছায় অঙ্ককার হতে বে'র করে আলোর দিকে নিয়ে যান আর ওদের সরল পথে পরিচালিত করেন। — ৫ সুরা মাযিদা : ১৫-১৬

তারা তাদের মুখের ফুৎকারে আল্লাহর জ্যোতি নেভাতে চায়। অবিশ্বাসীরা অপ্রীতিকর মনে করলেও আল্লাহ্ তাঁর জ্যোতির পূর্ণ উদ্ভাসন ছাড়া অন্যকিছু চান না। অংশীবাদীরা অপ্রীতিকর মনে করলেও অপর সমস্ত ধর্মের ওপর জয়যুক্ত করার জন্য তিনিই পথনির্দেশ ও সত্যধর্মসহ রসূল প্রেরণ করেছেন। — ৯ সুরা তওবা : ৩২-৩৩

আল্লাহ্ অভাবমুক্ত ও প্রশংসার্থ : সমস্ত প্রশংসা বিশুজ্জগতের প্রতিপালক আল্লাহ্ৰই যিনি পরম কৃপাময়, পরম দয়াময়, বিচারদিনের মালিক। — ১ সুরা ফাতিহা : ১

প্রশংসা আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর, যিনি বাণীবাহক করেছেন ফেরেশ্তাদেরকে, যারা দুই, তিনি বা চার জোড়া পক্ষবিশিষ্ট। তিনি তাঁর সৃষ্টির সঙ্গে যা ইচ্ছা যোগ করেন। আল্লাহ্ তো সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। — ৩৫ সুরা ফাতির : ১

হে মানব সম্প্রদায় ! তোমরা তো আল্লাহর মুখাপেশ্বী, কিন্তু আল্লাহ্, তিনি তো অভাবমুক্ত প্রশংসার্থ। — ৩৫ সুরা ফাতির : ১৫

সুতরাং তুমি তোমার মহান প্রতিপালকের নামের পবিত্র মহিমা ঘোষণা করো। — ৫৬ সুরা ওয়াকিয়া : ৭৪

অতএব তুমি তোমার মহান প্রতিপালকের নামের পবিত্র মহিমা ঘোষণা কর। — ৫৬ সুরা ওয়াকিয়া : ৯৬

বলো, ‘প্রশংসা আল্লাহ্ৰই ! আর শাস্তি তাঁর মনোনীত দাসদের ওপর। শ্রেষ্ঠ কে ?— আল্লাহ্, না ওরা যাদের শরিক করে তারা ? — ২৭ সুরা নম্ল : ৫৯

বলো, ‘প্রশংসা আল্লাহ্ৰই, তিনি তোমাদেরকে তাঁর নির্দর্শন দেখাবেন। তখন তোমরা তা বুৰুতে পারবে। তোমরা যা কর তা তোমার প্রতিপালকের অজানা নয়।’ — ২৭ সুরা নম্ল : ৯৩

তিনিই আল্লাহ্, তিনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। ইহকাল ও পরকালে সকল প্রশংসা তাঁরই। আর হৃকুম তাঁরই আর তোমাদেরকে তাঁরই কাছে ফিরিয়ে আনা হবে। — ২৮ সুরা কাসাস : ৭০

পবিত্র ও মহিমাময় তিনি যিনি তাঁর দাসকে তাঁর নির্দর্শন দেখাবার জন্য রাত্রে সফর করিয়েছিলেন মসজিদ-উল-হারাম থেকে মসজিদ-উল-আকসায় যেখানকার পরিবেশ তাঁরই আলীবাদপৃত। তিনি তো সব শোনেন, সব দেখেন। — ১৭ সুরা বনি-ইসরাইল : ১

সাত আকাশ ও পৃথিবী আর তাদের মধ্যকার সব কিছু তাঁরই পবিত্র মহিমাকীর্তন করে, আর এমন কিছু নেই যা তাঁর পবিত্র মহিমাকীর্তন করে না। অবশ্য ওদের পবিত্র মহিমাকীর্তন তোমরা বুৰুতে পারবে না। তিনি সহ্য করেন, ক্ষমাও করেন। — ১৭ : ৪৪

বলো, ‘প্রশংসা আল্লাহ্ৰই যিনি কোনো সত্তান গ্রহণ করেনন নি, তাঁর সার্বভৌমত্বে কোনো শরিক নেই, আর তিনি এমন দুর্দশায় পড়েন না যার জন্য তাঁর অভিভাবকের প্রয়োজন হতে পারে। সুতরাং শুন্দার সাথে তাঁর মাহাত্ম্য কীর্তন করো।’ — ১৭ সুরা বনি-ইসরাইল : ১১১

তুমি তোমার প্রতিপালকের প্রশংসা ক'রে তাঁর পবিত্র মহিমাকীর্তন কর আর
সিজদাকারীদের শাখিল হও। তোমার কাছে নিশ্চিত বিশ্বাস (মত্তু) আসা পর্যন্ত তুমি তোমার
প্রতিপালকের উপাসনা কর। — ১৫ সুরা হিজর ৪: ১৮-১৯

প্রশংসা আল্লাহরই যিনি আকাশ ও পথিবী সৃষ্টি করেছেন আর সৃষ্টি করেছেন অন্ধকার ও
আলো। এ সঙ্গেও অবিশ্বাসীরা তাদের প্রতিপালকের সমকক্ষ দাঁড় করায়। — ৬ সুরা
আন্নাম ১

তোমার প্রতিপালক অভাবমুক্ত, দয়াশীল। তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদের সরিয়ে দিতে
পারেন আর তোমাদের পরে যাকে ইচ্ছা তোমাদের জ্ঞানগায় বসাতে পারেন, যেমন তিনি
তোমাদেরকে অন্য এক সম্প্রদায়ের বৎশ হতে সৃষ্টি করেছেন। — ৬ সুরা আন্নাম ১: ১৩৩

আর প্রশংসা বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহরই প্রাপ্য। — ৩৭ সুরা সাফ্ফাত ১: ১৮২

তুমি যদি ওদের জিজ্ঞাসা কর, ‘আকাশ ও পথিবী কে সৃষ্টি করেছেন?’ ওরা বিশ্বয়
বলবে, ‘আল্লাহ্।’ বলো, ‘প্রশংসা আল্লাহরই’; কিন্তু ওদের অনেকেই তা জানে না। আকাশ
ও পথিবীতে যা-কিছু আছে তা আল্লাহরই। আল্লাহতো অভাবমুক্ত প্রশংসার্হ। — ৩১ সুরা
লুক্মান ২: ২৫-২৬

প্রশংসা আল্লাহরই যিনি আকাশ ও পথিবীতে যা-কিছু আছে সব কিছুরই মালিক, আর
পরলোকেও সকল প্রশংসা তাঁরই। তিনি তত্ত্বজ্ঞানী, সববিষয়ে অবহিত। তিনি জানেন মাটিতে
যা প্রবেশ করে, যা তা থেকে বের হয়, আর যা আকাশ থেকে নামে আর যা-কিছু আকাশে
ওঠে। তিনিই পরম দয়ালু ও ক্ষমাশীল। — ৩৪ সুরা সাবা ১-২

...প্রশংসা বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহরই প্রাপ্য। — ৪০ সুরা মুমিন ৬: ৬৫

আকাশ ও পথিবীতে যা-কিছু আছে তাঁরই। তিনি সমুন্নত, মহান। আকাশ তো ওপর
থেকে ভেঙে পড়তে পারে, আর (তাই) ফেরেশতাগণ তাদের প্রতিপালকের পবিত্র
মহিমাকীর্তন করে ও যারা পথিবীতে আছে তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। জেনে রাখো,
আল্লাহ্ তিনি তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। — ৪২ সুরা শুরা ৪: ৪-৫

প্রশংসা আল্লাহরই যিনি আকাশমণ্ডলীর প্রতিপালক, পথিবীর প্রতিপালক, বিশ্বজগতের
প্রতিপালক। আকাশ ও পথিবীতে গৌরব-গরিমা তাঁরই, আর তিনি পরাক্রমশালী, তত্ত্বজ্ঞানী।
— ৪৫ সুরা জাসিয়া ৩: ৩৬-৩৭

কেবল তারাই আমার আয়াতে বিশ্বাস করে যাদের তা স্মরণ করিয়ে দিলে তারা
সিজদায় লুটিয়ে পড়ে ও তাদের প্রতিপালকের পবিত্র মহিমাকীর্তন করে এবং অহংকার করে
না। — ৩২ সুরা সিজদা ১: ১৫

তোমরা প্রতিপালকের নির্দেশের অপেক্ষায় ধৈর্য ধর। তুমি আমার চোখের সামনেই
রয়েছ। তুমি যখন ঘূম থেকে উঠবে তখন তুমি তোমার প্রতিপালকের পবিত্র মহিমা ঘোষণা
করবে। আর তার পবিত্রতা ঘোষণা কর রাত্রির কিছু অংশে, আর যখন তারাগুলো পালিয়ে
যায়।’ — ৫২ সুরা তুর ৪: ৪৮-৪৯

... তিনি যাকে ইচ্ছা সাহায্য করেন, আর তিনি পরাক্রমশালী পরম দয়ালু। — ৩০
সুরা বুম ৫

সুতরাং তোমরা সন্ধায় ও সকালে আল্লাহর পবিত্র মহিমা কীর্তন কর। আর মহিমা ঘোষণা করো বিকালে ও দুপুরে। আকাশ ও পথিবীতে সকল প্রশংসা তাঁরই। তিনিই মৃত হতে জীবন্তের আর্বিভাব ঘটান ও মাটির মৃত্যুর পর তাকে আবার জীবিত করেন। এভাবেই তোমাদেরকে ওঠানো হবে। — ৩০ সুরা রুম : ১৭-১৯

যে-কেউ জিহাদ করে সে তো নিজের জন্যই জিহাদ করে। আল্লাহ অবশ্যই জগৎসংসারের ওপর নির্ভরশীল নন। — ২৯ সুরা আনকাবুত : ৬

তুমি যদি ওদেরকে জিজ্ঞাসা কর ‘জমি শুকিয়ে যাওয়ার পর আকাশ থেকে বৃষ্টি ঝরিয়ে কে তাকে আবার প্রাপ্ত দেয়?’ ওরা অবশ্যই বলবে ‘আল্লাহই।

বলো, ‘প্রশংসা আল্লাহরই’ কিন্তু এ ওদের অনেকেই বুঝতে পারে না। — ২৯ সুরা আনকাবুত : ৬৩

আল্লাহ অবশ্যই তাদের কথা শুনেছেন, যারা বলে, ‘আল্লাহ অভাবগুণ্ঠ ও আমরা অভাবমুক্ত।’ তারা যা বলেছে তা ও নবিদের অন্যায়ভাবে হত্যা করার বিষয় আমি লিখে রাখব ও বলব, ‘তোমরা দহনযন্ত্রণা ভোগ কর।। এ সেই যা তোমরা নিজ হাতে পূর্বে পাঠিয়েছ। আর নিচ্য আল্লাহ দাসদেরকে অত্যাচার করেন না।’ — ৩ সুরা আল-ই-ইমরান : ১৮১-১৮২

আকাশে ও পথিবীতে যা-কিছু আছে সব আল্লাহরই। তোমাদের পূর্বে যাদের কিতাব দেওয়া হয়েছে তাদেরকে ও তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যে তোমরা আল্লাহকে ভয় করবে। আর তোমরা তা অবিশ্বাস করলেও আকাশে ও পথিবীতে যা-কিছু আছে তা আল্লাহরই। আর আল্লাহ অভাবমুক্ত, প্রশংসার্হ। — ৪ সুরা নিসা : ১৩১

আকাশ ও পথিবীতে যা-কিছু আছে সবই তাঁর পবিত্র মহিমা ঘোষণা করে ; তিনি পরাক্রমশালী, তস্ত্বজ্ঞানী। — ৫৭ সুরা হাদিদ : ১ = ৫৯ : ১ = ৬১ : ১

. . . যে মুখ ফিরিয়ে নেয় সে জেনে রাখুক আল্লাহ তো অভাবমুক্ত, প্রশংসার্হ। — ৫৭ সুরা হাদিদ : ২৪

দেখো তোমারাই তো তারা যাদের আল্লাহর পথে ব্যয় করতে বলা হচ্ছে অর্থে তোমাদের অনেকেই কার্পণ্য করছে। যারা কার্পণ্য করে তারা তো নিজেদেরই প্রতি কার্পণ্য করে। আল্লাহ অভাবমুক্ত আর তোমরা অভাবগুণ্ঠ।

যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তিনি তোমাদের জায়গায় অন্য জ্ঞাতিকে প্রতিষ্ঠিত করবেন। তারা তোমাদের যতো হবে না। — ৪৭ সুরা মুহাম্মদ : ৩৮

আল্লাহ তাঁর নাম স্মরণ করার জন্য যেসব ঘরকে মর্যাদায় উন্নত করেছেন সেখানে সকাল ও সন্ধ্যায় তাঁর পবিত্র মহিমা ঘোষণা করে সেসব লোক যাদের ব্যবসাবাণিজ্য ও কেনাবেচা আল্লাহকে স্মরণ করতে, নামাজ পড়তে ও জাকাত দিতে বিরত রাখে না। তারা ভয় করে সেদিনের যেদিন তাদের অস্তর ও দৃষ্টি ভয়ে বিস্তুল হয়ে পড়বে। — ২৪ সুরা নূর : ৩৬-৩৭

তুমি কি দেখ না যে, আকাশ ও পথিবীতে যারা আছে তারা ও উড়ন্ত পাখিরা আল্লাহর পবিত্র মহিমা কীর্তন করে? সকলেই তাঁর প্রশংসা ও পবিত্র মহিমা ঘোষণার পদ্ধতি জানে। আর ওরা যা করে সে-বিষয়ে আল্লাহ ভালো ক'রেই জানেন। — ২৪ সুরা নূর : ৪১

আকাশ ও পৃথিবীতে যা-কিছু আছে তা তাঁরই। আর আল্লাহ্, তিনিই তো অভাবমুক্ত, প্রশংসার্হ। — ২২ সুরা হজ : ৬৪

আকাশ ও পৃথিবীতে যা-কিছু আছে সবই তাঁর পবিত্র মহিমা কীর্তন করে, সার্বভৌমত্ব তাঁরই। প্রশংসা ও তাঁরই। তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। — ৬৪ সুরা তাগাবুন : ১

আকাশ ও পৃথিবীতে যা-কিছু আছে সব আল্লাহর পবিত্র মহিমাকীর্তন করে, যিনি মালিক, পবিত্র পরাক্রমশালী ও তত্ত্বজ্ঞানী। — ৬২ সুরা জুমআ : ১

যখন আসবে আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় আর তুমি মানুষকে দলেদলে আল্লাহর ধর্ম গ্রহণ করতে দেখবে, তখন তুমি তোমার প্রতিপালকের প্রশংসায় তাঁর পবিত্র মহিমা ঘোষণা করো ও তাঁর ক্ষমা প্রার্থনা করো। তিনি তো ক্ষমাপ্রবণ। — ১১০ সুরা নাসর : ১-৩

আল্লাহ্ অভিভাবক ও সাহায্যকারী : তোমাদের প্রতিপালকের কাছ থেকে যা অবর্তীণ হয়েছে তোমরা তাঁর অনুসূরণ কর আর তাঁকে ছাড়া অন অভিভাবকের অনুসূরণ কোরো না। তোমরা খুব কমই উপদেশ গ্রহণ কর। — ৭ সুরা আরাফ : ৩

অবশ্যে যখন রসূলরা নিরাশ হল আর লোকে ভাবল যে রসূলদের যিথ্যা আশ্বাস দেওয়া হয়েছে, তখন তাদের কাছে আমার সাহায্য এল। এভাবে আমি যাকে চাই সে উদ্ধার পায়। অপরাধী সম্প্রদায়ের জন্য আমার শান্তি রদ করা যায় না। ওদের কাহিনীতে বোধশক্তিসম্পন্নব্যক্তিদের জন্য আছে শিক্ষা। — ১২ সুরা ইউসুফ : ১১০-১১১

বলো, ‘আমি কি আকাশ ও পৃথিবীর স্রষ্টা ছাড়া অন্য কাউকে অভিভাবক হিসাবে গ্রহণ করব?’ — ৬ সুরা আন্তাম : ১৪

তাদের প্রতিপালকের কাছে তাদের জন্য রয়েছে শান্তির নিকেতন, আর তারা যা করতো তার জন্য তিনিই তাদের অভিভাবক। — ৬ সুরা আন্তাম : ১২৭

নিশ্চয়ই আমি আমার রসূলদের ও বিশ্বাসীদের পার্থিব জীবনে ও কিয়ামতের দিনে সাহায্য করব। — ৪০ সুরা মুমিন : ৫১

যারা আল্লাহর পরিবর্তে অন্য কাউকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে আল্লাহ্ তাদের কার্যকলাপের প্রতি দৃষ্টি রাখেন। তুমি তাদের কর্মবিধায়ক নও। — ৪২ সুরা শুরা : ৬

আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে সকল মানুষকে এক জাতি করতে পারতেন ; আসলে তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে তাঁর অনুগ্রহের পাত্র মনে করেন, সীমালঙ্ঘনকারীদের কোনো অভিভাবক নেই ; কেনো সাহায্যকারীও নেই। ওরা কি আল্লাহর পরিবর্তে অন্য কাউকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করেছে, কিন্তু আল্লাহ্ অভিভাবক তো তিনিই, আর তিনি তো মৃতকে জীবিত করেন। তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। — ৪২ সুরা শুরা : ৮-৯

তোমরা পৃথিবীতে আল্লাহর অভিপ্রায়কে ব্যর্থ করতে পারবে না আর তিনি ছাড়া তোমাদের কোনো অভিভাবক নেই, সাহায্যকারীও নেই। — ৪২ সুরা শুরা : ৩১

আল্লাহ্ কাউকে পথভ্রষ্ট করলে তার জন্য তিনি ছাড়া কোনো অভিভাবক নেই। সীমালঙ্ঘনকারীয়া যখন শান্তি প্রত্যক্ষ করবে তখন তুমি ওদের বলতে শুনবে, ‘আমাদের কি ফেরার কোনো উপায় নেই?’ — ৪২ সুরা শুরা : ৪৮

আল্লাহুর শাস্তির বিরুদ্ধে ওদের সাহায্য করার জন্য ওদের কোনো অভিভাবক থাকবে না আর আল্লাহু কাউকে পথপ্রদ করলে তার কোনো গতি নেই। — ৪২ সূরা শূরা : ৪৬

করুণাময় আল্লাহু ছাড়া তোমাদের কি কোনো সেনাবাহিনী আছে যারা তোমাদের সাহায্য করবে ? অবিশ্বাসীরা তো বিভাসিতে রয়েছে। — ৬৭ সূরা মূলক : ২০

তোমরা আল্লাহকে ব্যর্থ করতে পারবে না, মাটিতে বা আকাশে ; আর আল্লাহু ছাড়া তোমাদের অভিভাবক নেই, সাহায্যকারীও নেই। — ২৯ সূরা আনকাবুত : ২২

যারা আল্লাহুর পরিবর্তে অন্যকে অভিভাবক রাখে গ্রহণ করে তাদের উপমা মাকড়সা। সে নিজের জন্য বাসা তৈরি করে, অর্থ বাসার মধ্যে মাকড়সার বাসাই দুর্বলতম, অবশ্যই যদি ওরা তা জানতো। — ২৯ আনকাবুত : ৪১

তুমি কি জান না, আকাশ ও পৃষ্ঠিবীর সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহরই আর আল্লাহু ছাড়া তোমাদের কোনো অভিভাবক নেই, কেউ সাহায্যও করবে না। — ২ সূরা বাকারা : ১০৭

তোমরা কি মনে কর তোমরা জানাতে প্রবেশ করবে, যদি এখনও তোমাদের পূর্বে যারা চলে গেছে তোমরা তাদের অবস্থায় পড় নি ? অর্থ—সংকট ও দুঃখ—দারিদ্র্য তাদের স্পর্শ করেছিল, এবং তারা এমনই বিচলিত হয়ে পড়েছিল যে রসূল ও তার ওপর যারা বিশ্বাস করেছিল তারাও বলে উঠেছিল, ‘আল্লাহর সাহায্য কখন আসবে ?’ জেনে রাখ, আল্লাহর সাহায্য তো কাছেই। — ২ সূরা বাকারা : ২১৪

আল্লাহু তাদের অভিভাবক যারা বিশ্বাস করে। তিনি তাদের অঙ্গকার থেকে আলোয় নিয়ে যান। আর যারা অবিশ্বাস করে তাদের অভিভাবক তাগুত [অসত্য দেবতা], এরা তাদের আলো থেকে অঙ্গকারে নিয়ে যায়। তারাই বাস করবে আগনৈ যেখানে তারা থাকবে চিরকাল। — ২ সূরা বাকারা : ২৫৭

স্মরণ কর, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কাছে কাতর প্রার্থনা করেছিলে ; তিনি তা গ্রহণ করেছিলেন (ও বলেছিলেন) : ‘আমি তোমাকে সাহায্য করব এক সহস্র ফেরেশ্তা দিয়ে যারা একের পর এক আসবে !’ — ৮ সূরা আনফাল : ৯

আর যদি তারা মুখ ফেরায় তবে জেনে রাখো আল্লাহুই তোমাদের অভিভাবক, আর তিনি কত ভালো অভিভাবক, আর কত ভালো সাহায্যকারী। — ৮ সূরা আনফাল : ৪০

আর আল্লাহু তোমাদের জন্য এ—সুসংবাদ দিয়েছেন যাতে তোমাদের মন আশ্চর্ষ হয়। আর শক্তিমান তত্ত্বজ্ঞানী আল্লাহর কাছ ছাড়া কোনো সাহায্য নেই। — ৩ সূরা আল-ই-ইমরান : ১২৬

আল্লাহই তোমাদের অভিভাবক, আর তিনিই শ্রেষ্ঠ সাহায্যকারী। — ৩ সূরা আল-ই-ইমরান : ১৫০

আল্লাহু তোমাদেরকে সাহায্য করলে কেউই তোমাদের ওপর জয়ী হবে না। আর তিনি তোমাদেরকে সাহায্য না করলে তিনি ছাড়া আর কে আছে যে তোমাদেরকে সাহায্য করবে ? আর বিশ্বাসীদের আল্লাহরই উপর নির্ভর করা উচিত। — ৩ সূরা আল-ই-ইমরান : ১৬০

আল্লাহু অবশ্যই তাদের কথা শুনেছেন যারা বলে, ‘আল্লাহু অভাবগুরুত্ব ও আমরা অভাবমুক্ত !’ তারা যা বলেছে তা ও নবিদের অন্যান্যভাবে হত্যা করার বিষয় আমি লিখে রাখব ও বলব ‘তোমরা দহনযন্ত্রণা ভোগ কর !’ — ৩ সূরা আল-ই-ইমরান : ১৮১

আল্লাহ্ তোমাদের শক্তদেরকে ভালোভাবে জানেন। আর অভিভাবক হিসাবে আল্লাহইয়ে
যথেষ্ট, যাহায্যকারী হিসাবে আল্লাহইয়ে যথেষ্ট। — ৪ সুরা নিসা : ৪৫

তোমাদের খেয়ালখুশি ও কিতাবিদের খেয়ালখুশি অনুসারে কাজ হবে না। যে-কেউ মন্দ
কাজ করবে সে তার প্রতিফল পাবে, আর আল্লাহ্ ছাড়া সে তার জন্য কোনো অভিভাবক ও
সাহায্যকারী পাবে না। — ৪ সুরা নিসা : ১২৩

হে বিশ্বসিগণ! তোমরা আল্লাহকে সাহায্য করলে তিনি তোমাদের সাহায্য করবেন আর
তোমাদের পা শক্ত করবেন। — ৪৭ সুরা মুহাম্মদ : ৭

ওরা কি পৃথিবীতে সফর করে নি আর দেখে নি ওদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কি
হয়েছিল? তিনি ওদের ধর্ষণ করেছেন আর অবিশ্বাসীদের অবস্থা অনুরূপই হবে। এ এজন্য
যে আল্লাহ্ বিশ্বসীদের অভিভাবক, আর অবিশ্বাসীদের কোনো অভিভাবক নেই। — ৪৭
সুরা মুহাম্মদ : ১০-১১

যারা আক্রমণ হয়েছে, তাদের যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হল, কারণ তাদের প্রতি অত্যাচার
করা হয়েছে। আল্লাহ্ তাদের সাহায্য করতে অবশ্যই সক্ষম। — ২২ সুরা হজ : ৩৯

তাদের ঘরবাড়ি থেকে অন্যায়ভাবে বের করা হয়েছে শুধু এ জন্য যে তারা বলে,
'আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ'।

আল্লাহ্ যদি মানবজাতির এক দলকে আর এক দল দিয়ে বাধা না দিতেন তা
হলে বিধিবন্ত হয়ে যেতে (ব্রিস্টানদের) যঠ, আর গির্জা, ধর্ষণ হয়ে যেতে ইহুদীদের
ভজনালয় আর মসজিদ যেখানে আল্লাহর নাম বেশি করে স্মরণ করা হয়। আল্লাহ্ নিশ্চয়ই
তাকে সাহায্য করেন যে তাঁর (ধর্মকে) সাহায্য করে। আল্লাহ্ নিশ্চয়ই শক্তিমান,
পরাক্রমশালী। — ২২ সুরা হজ : ৪০

কথা এ-ই। আর তাকে যেভাবে কষ্ট দিয়েছিল সেইভাবে কেউ প্রতিশোধ নিলে ও
আবার তার ওপর অন্যায় করা হলে আল্লাহ্ নিশ্চয় তাকে সাহায্য করবেন। আল্লাহ্ তো
পাপমোচন করেন, ক্ষমা করেন। — ২২ সুরা হজ : ৬০

আর আল্লাহর পথে জিহাদ করো যেভাবে জিহাদ করা উচিত। তোমাদেরকে তিনি
মনোনীত করেছেন। তিনি তোমাদের ধর্মে তোমাদের জন্য কঠিন কোনো বিধান দেন নি। এ ধর্ম
তোমাদের পিতা ইব্রাহিমের ধর্মের অনুরূপ। আল্লাহ্ পূর্বে তোমাদের নামকরণ করেছিলেন
'মুসলিম', আর এ কিতাবেও করেছেন যাতে রসূল তোমাদের জন্য সাক্ষীস্বরূপ হয় এবং
তোমরা সাক্ষীস্বরূপ হও মানবজাতির জন্য। সুতরাং তোমরা নামাজ কায়েম কর, জাকাত দাও
ও আল্লাহকে অবলম্বন কর। তিনিই তোমাদের অভিভাবক — এক মহানুভব অভিভাবক
ও এক মহানুভব সাহায্যকারী। — ২২ সুরা হজ : ৭৮

আর তিনি দান করবেন তোমাদের আকাঙ্ক্ষিত আর—একটি অনুগ্রহ, আল্লাহর সাহায্য
ও আসন্ন বিজয়; বিশ্বসীদের এর সুখবর দাও। — ৬১ সুরা আস্মাফ : ১৩

আকাশ ও পৃথিবীর সার্বভৌম ক্ষমতা নিশ্চয় আল্লাহর। তিনি জীবন দান করেন। আর
তিনিই মত্যু ঘটান। আল্লাহ্ ছাড়া তোমাদের কোনো অভিভাবক নেই, সাহায্যকারীও নেই।
— ৯ সুরা তওরা : ১১৬

যখন আসবে আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় আর তুমি মানুষকে দলে দলে আল্লাহর ধর্ম গ্রহণ করতে দেখবে, তখন তুমি তোমার প্রতিপালকের প্রশংসায় তাঁর পবিত্র মহিমা ঘোষণা করবে ও তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবে; তিনি তো ক্ষমপ্রবর্শ। — ১১০ সুরা নাসর : ১-৩

আল্লাহই যথেষ্ট : বলো, ‘আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট। তিনি তাঁর দাসদের ভালো করেই জানেন ও দেখেন। — ১৭ সুরা বনি-ইসরাইল : ৯৬

আল্লাহ কি তাঁর দাসদের জন্য যথেষ্ট নন? — ৩৯ সুরা জুমার : ৩৬

...বলো, ‘আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। যারা নির্ভর করতে চায় তারা আল্লাহরই ওপর নির্ভর করুক।’ — ৩৯ সুরা জুমার : ৩৮

আর যদি তারা তোমাকে ঠকাতে চায়, তবে তোমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট ...। — ৮ সুরা আনফাল : ৬২

হে নবি! তোমার জন্য ও তোমার অনুসারীদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। — ৮ : ৬৪

...হিসাবগ্রহণে আল্লাহই যথেষ্ট। — ৪ সুরা নিসা : ৬

...আল্লাহর সাক্ষীই যথেষ্ট। — ৪ সুরা নিসা : ৭৯ ; ৪ : ১৬৬

...কর্মবিধানে আল্লাহই যথেষ্ট। — ৪ সুরা নিসা : ৮১ ; ৪ : ১৩২ ; ৪ : ১৭১

আল্লাহ এক ও একমাত্র উপাস্য : তিনি উদয়চল ও অস্তাচলের প্রতিপালক; তিনি ছাড়া কেনে উপাস্য নেই; অতএব তুমি তাঁকেই কর্মবিধায়করণে গ্রহণ কর। — ৭৩ সুরা মূজ্জাস্মিল : ৯

সমস্ত প্রশংসা বিশ্লেষণের প্রতিপালক আল্লাহরই, যিনি পরম করুণাময়, পরম দয়াময় — বিচারদিনের মালিক। আমরা তোমারই উপাসনা করি, তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি। — ১ সুরা ফাতিহা : ১-৪

বলো, ‘আমি শরণ নিছি মানুষের প্রতিপালকের, মানুষের অধীশ্বরের, মানুষের উপাস্যের ...। — ১১৪ সুরা নাস : ১-৩

বলো, “তিনি আল্লাহ (যিনি) অবিভীত। আল্লাহ সবার নির্ভরশূল। তিনি কাউকে জন্ম দেননি ও তাঁকেও কেউ জন্ম দেয় নি। আর তাঁর সমতুল্য কেউ নেই।” — ১১২ সুরা ইখলাস : ১-৪

সবকিছুর সমাপ্তি তো তোমার প্রতিপালকের কাছে। তিনিই হাসান, তিনিই কাদান। তিনিই মারেন, তিনিই বাঁচান। তিনি সৃষ্টি করেন যুগল পুরুষ ও নারীর স্বলিত শুক্রবিন্দু হতে। পুনরুদ্ধারণ ঘটাবার দায়িত্ব তাঁরই। তিনি অভাব দূর করেন ও ধনসম্পদ দান করেন। তিনি শেরা নক্ষত্রের মালিক। তিনি আদ—সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছিলেন, আর সামুদ—সম্প্রদায়কেও; কাউকেই তিনি অব্যাহতি দেন নি। আর এদের পূর্বে ধ্বংস করেছিলেন নুহের সম্প্রদায়কেও — ওরা ছিল বড়ই সীমালঙ্ঘনকারী ও অবাধ্য। তিনি (লুত—সম্প্রদায়ের আবাসভূমি তুলে) ফেলে দিয়েছিলেন, এক সর্বগ্রাসী শাস্তি তাকে ঢেকে ফেলেছিল। তাহলে তুমি তোমার প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহ সম্পর্কে সন্দেহ করবে? — ৫৩ সুরা নজর : ৪২-৫৫

বলো, ‘আমি তো একজন সতর্ককারী মাত্র আর আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই যিনি এক মহাপ্রতাপশালী, যিনি আকাশ ও পৃথিবী এবং তাদের মধ্যকার সবকিছুর প্রতিপালক, যিনি পরাক্রমশালী, মহাক্ষমশালী। বলো, ‘এ এক মহাসংবাদ যার থেকে তোমরা মুখ ফিরিয়ে নিছ’। — ৩৮ সুরা সাদ : ৬৫-৬৮

আকাশ ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব তাঁরই। তিনি কোনো সন্তান গ্রহণ করেন নি। সেই সার্বভৌমত্বে তাঁর কোনো শরিক নেই। তিনি সব কিছু সৃষ্টি করেছেন ও প্রত্যেককে তার যথোচিত প্রকৃতি দান করেছেন। তবুও কি তারা তাঁর পরিবর্তে উপাস্য হিসাবে অন্যকে গ্রহণ করবে যারা কিছুই সৃষ্টি করে না, বরং নিজেরাই সৃষ্টি; যারা নিজেদের ভালোও করতে পারে না, মন্দও করতে পারে না; আর জীবন মৃত্যু ও পুনরুত্থানের ওপর কোনো ক্ষমতাও রাখে না। — ২৫ সুরা ফোরকান : ২-৩

(মুসাকে বলা হল) “... আমি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। অতএব আমার উপসনা কর ও আমাকে স্মরণ করে নামায কায়েম কর ...।” — ২০ সুরা তাহা : ১৪

আল্লাহ, তিনি ছাড়া অন্য কোনো উপাস্য নেই। সব সুন্দর নাম তাঁরই। — ২০ সুরা তাহা : ৮

অতএব তুমি অন্য কোনো উপাস্যকে আল্লাহর শরিক কোরো না, করলে তুমি শাস্তি পাবে। — ২৬ সুরা শোয়ারা : ২১৩

বলো, ‘প্রশংসন আল্লাহরই! আর শাস্তি তাঁর মনোনীত দাসদের ওপর।’ শ্রেষ্ঠ কে? — আল্লাহই, না ওরা যাদের শরিক করে তারা? না, তিনি যিনি সৃষ্টি করেছেন আকাশ ও পৃথিবী আর আকাশ থেকে তোমাদের জন্য বারি বর্ষণ করেন, তারপর তা-ই দিয়ে সৃষ্টি করেন মনোরম উদ্যান যার গাঢ়পালা গজাবার ক্ষমতা তোমাদের নেই। আল্লাহর সঙ্গে অন্য কোনো উপাস্য আছে কি? তবুও ওরা এমন এক সম্প্রদায় যারা সত্য থেকে সরে যায়।

না তিনি, যিনি পৃথিবীকে বাসোপযোগী করেছেন, সেখানে মাঝে মাঝে প্রবাহিত করেছেন নদীনালা আর স্থাপন করেছেন সুদৃঢ় পর্বত ও দুই সাগরের মধ্যে সৃষ্টি করেছেন ব্যবধান। আল্লাহর সঙ্গে অন্য কোনো উপাস্য আছে কি? তবুও ওদের অনেকেই তা জানে না। বা তিনি, যিনি আর্তের আহানে সাড়া দেন যখন সে তাঁকে ডাকে, বিপদ-আপদ দূর করেন, আর তোমাদের পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেন। আল্লাহর সঙ্গে অন্য কোনো উপাস্য আছে কি? তোমরা যুব সামান্যই উপদেশ গ্রহণ করে থাক।

না তিনি, যিনি তোমাদের জলে ও স্তলে, অক্ষকারে পথ প্রদর্শন করেন আর যিনি তাঁর অনুগ্রহের পূর্বে সুখবরের বাতাস পাঠান। আল্লাহর সঙ্গে অন্য কোনো উপাস্য আছে কি? ওরা যাকে শরিক করে, আল্লাহ তার থেকে অনেক উর্ধ্বে।

না তিনি, যিনি সৃষ্টি অস্তিত্বে আনয়ন করেন, তারপর ওকে পুনরায় সৃষ্টি করবেন, আর যিনি তোমাদেরকে আকাশ ও পৃথিবী থেকে জীবনের উপকরণ দান করেন। আল্লাহর সঙ্গে অন্য কোনো উপাস্য আছে কি? বলো, ‘তোমরা যদি সত্য কথা বলো তবে তোমাদের প্রমাণ উপস্থিত করো।’

বলো, 'আল্লাহ ছাড়া আকাশ ও পৃথিবীতে কেউই অদ্য বিষয়ের জ্ঞান রাখে না আর ওরা কখন পুনরুৎস্থিত হবে ওরা জানে না। না, তাদের কানে পরকাল সম্পর্কে কোনো জ্ঞান পৌছে না। না, এ-ব্যাপারে ওদের সন্দেহ রয়েছে; কারণ ওরা তো দেখতে পায় না।' — ২৭ সুরা নম্ব ৮ : ৫৯-৬৬

তিনিই আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই; ইহকাল ও পরকালে সকল প্রশংস্তা তাঁরই; হকুম তাঁরই আর তোমাদেরকে তাঁরই দিকে ফিরিয়ে আনা হবে। — ২৮ সুরা কাসাস : ৭০

তুমি আল্লাহর সঙ্গে অন্য উপাস্যকে ডেকো না। তিনি ছাড়া অন্য কোনো উপাস্য নেই। আল্লাহর সন্তা ছাড়া অন্য সবকিছুই ধৰ্মস হবে। হকুম তাঁরই, তাঁরই দিকে তোমাদের ফিরিয়ে আনা হবে। — ২৮ সুরা কাসাস : ৮৮

আল্লাহর সাথে অপর কোনো উপাস্য স্থির কোরো না, করলে নিন্দিত ও নিঃসহায় হয়ে পড়বে। — ১৭ সুরা বনি-ইসরাইল : ২২

বলো, 'ওদের কথামতো যদি তাঁর সঙ্গে আরও উপাস্য থাকত তবে তারা আরশের অধিপতির প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার উপায় খুঁজত। তিনি পবিত্র ও মহিমময়। আর ওরা যা বলে তিনি তার অনেকে ওপরে।' — ১৭ সুরা বনি-ইসরাইল : ৪২-৪৩

বলো, 'তোমরা আল্লাহ ব্যতীত যাদেরকে উপাস্য মনে কর তাদের ডাকে, ডাকলে দেখবে তোমার দুঃখদৈনন্দিন দূর করার বা পরিবর্তন করার শক্তি ওদের নেই।' — ১৭ সুরা বনি-ইসরাইল : ৫৬

আকাশ ও পৃথিবীর অদ্য বিষয়ের (জ্ঞান) আল্লাহরই। আর তাঁর কাছে সব কিছুই ফিরিয়ে আনা হবে। তাই তোমরা তাঁরই উপাসনা কর ও তাঁরই ওপর নির্ভর করো। তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে তোমার প্রতিপালক জানেন না তা নয়। — ১১ সুরা হুদ : ১২৩

যারা আল্লাহর সাথে অন্য উপাস্য গ্রহণ করে তারা শীঘ্ৰই তার পরিণাম জানতে পারবে। — ১৫ সুরা হিজর : ৯৬

বলো, 'সাক্ষী হিসাবে কোন জিনিস সর্বশ্রেষ্ঠ?' বলো, 'তোমাদের ও আমার মধ্যে আল্লাহই (শ্রেষ্ঠ) সাক্ষী। আর এই কোরান আমার কাছে পাঠানো হয়েছে যেন আমি তোমাদেরকে ও যার কাছে এ পৌছবে তাদেরকে এ দিয়ে সতর্ক করি। 'তোমরা কি এ-সাক্ষ দাও যে, আল্লাহর সঙ্গে অন্য কোনো উপাস্য আছে? বলো, 'আমি সে-সাক্ষ দিই না', বলো, 'তিনি একমাত্র উপাস্য আর তোমরা যে (তাঁর) শরিক কর সে সম্পর্কে আমি তাতে নেই।' — ৬ সুরা আন্তাম : ১৯

বলো, 'আল্লাহ ছাড়া আমরা কি এমন কিছুকে ডাকব যা আমাদের কোনো উপকার বা অপকার করতে পারে না? ...' — ৬ সুরা আন্তাম : ৭১

তিনি আকাশ ও পৃথিবীর সুষ্ঠা, তাঁর সন্তান হবে কেমন করে? তাঁর তো কোনো স্তুতি নেই, তিনিই তো সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন ও সব জিনিসই তিনি ভালো করে জানেন। এই তো আল্লাহ, তোমাদের প্রতিপালক। তিনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, তিনি সব কিছুরই সুষ্ঠা। সুতরাং তোমরা তাঁর উপাসনা কর; তিনি সব কিছুরই তত্ত্ববধায়ক। তাঁকে দৃষ্টিতে

পাওয়া যায় না, বরং দৃষ্টিশক্তি তাঁরই অধিকারে ; আর তিনিই সৃষ্টিদর্শী, সব খবর তাঁর জানা। — ৬ সুরা আন্তাম : ১০১-১০৩

তাদের শপথ যারা সারি বৈধে দাঁড়ায় (ফেরেশতারা) ও যারা সঙ্গের ধর্মক দিয়ে থাকে, আর যারা কোরান আবণ্ডি করে। নিশ্চয়ই তোমাদের উপাস্য এক। যিনি আকাশ ও পৃথিবী আর ওদের অস্তবর্তী সমস্ত কিছুর রক্ষক, রক্ষক পূর্বালোরে। — ৩৭ সুরা সাফ্ফাত : ১-৫

‘আল্লাহ এক’ — একথা বললে যারা পরকালে বিশ্঵াস করে না তাদের হন্দয় বিত্তক্ষয় সংকুচিত হয়, আর তাঁকে ছাড়া অন্যদের কথা উল্লেখ করা হলে তারা আনন্দে উল্লসিত হয়। — ৩৯ সুরা জুমার : ৪৫

বলো, ‘হে মূর্দ্দো ! তোমার কি আমাকে আল্লাহ ভিন্ন অন্যের দাসত্ববরণ করতে বলছ ?’ তোমার প্রতি ও তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি অবশ্যই প্রত্যাদেশ এসেছে। তুমি আল্লাহর শরিক করলে তোমার কর্ম হবে নিষ্ফল ও তুমি হবে ক্ষতিগ্রস্ত। অতএব তুমি আল্লাহর দাসত্ব করো ও কৃতজ্ঞদের অস্তর্ভুক্ত হও !’ — ৩৯ সুরা জুমার : ৬৪-৬৬

এ—কিতাব পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ আল্লাহর কাছ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে, যিনি পাপ ক্ষমা করেন, তওমা কবুল করেন ; যিনি শাস্তিদানে কঠোর, যিনি শক্তিশালী। তিনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, ফিরে যেতে হবে তাঁরই কাছে। — ৪০ সুরা মুমিন : ২-৩

তিনিই আল্লাহ, তোমাদের প্রতিপালক, সব কিছুর স্বষ্টি। তিনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। সুতরাং তোমরা কোথায় ফিরে যাচ্ছ ? যারা আল্লাহর নির্দর্শন অঙ্গীকার করে তারা এইভাবে ফিরে যায়। আল্লাহই তোমাদের জন্য পৃথিবীকে বাসের উপযোগী করেছেন এবং আকাশকে করেছেন ছাদ। আর তিনি তোমাদেরকে আকৃতি দান করেছেন, তোমাদের আকৃতিকে করেছেন সর্বোৎকৃষ্ট এবং তোমাদেরকে দান করেছেন উত্তম জীবনের উপকরণ। তিনিই আল্লাহ, তোমাদের প্রতিপালক। কত যথন বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহ ! তিনি চিরঋঢ়ীব, তিনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। সুতরাং তাঁর আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে তাঁকে ডাকো। প্রশংসা বিশ্বজগতের আল্লাহরই প্রাপ্য। বলো, ‘আমার প্রতিপালকের কাছ থেকে আমার কাছে স্পষ্ট নির্দর্শন আসার পর তোমরা আল্লাহ, ছাড়া যাকে ডাকো তার উপাসনা করতে আমাকে নিষেধ করা হয়েছে। আর আমাকে আদেশ করা হয়েছে বিশ্বপ্রতিপালকের কাছে আত্মসমর্পণ করতে !’ — ৪০ সুরা মুমিন : ৬২-৬৬

তিনিই উপাস্য আকাশে, তিনিই উপাস্য পথিবীতে, আর তিনি তত্ত্বজ্ঞানী, সর্বজ্ঞ। কত মহান তিনি যিনি আকাশ, পথিবী ও তাদের মাঝের সব কিছুর সার্বভৌম অধিপতি। কিয়ামতের জন্য কেবল তাঁরই আছে, আর তাঁরই কাছে তোমাদেরকে ফিরে যেতে হবে। — ৪৩ সুরা জুখরুক্ফ : ৮৪-৮৫

তোমরা যদি নিশ্চিত বিশ্বাসী হও (তবে দেখতে পাবে) তিনি আকাশ, পথিবী ও উভয়ের মধ্যবর্তী সমস্ত কিছুর প্রতিপালক। তিনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, তিনি জীবন দান করেন ও তিনিই মৃত্যু ঘটান। তিনি তোমাদের প্রতিপালক ও তোমাদের পূর্বপুরুষদেরও প্রতিপালক। — ৪৪ সুরা দুখান : ৭-৮

বলো, ‘আমি তো তোমাদের মতোই একজন মানুষ, আমার প্রতি প্রত্যাদেশ হয় যে আল্লাহই তোমাদের একমাত্র উপাস্য। সুতরাং যে তার প্রতিপালকের সাক্ষাৎ কামনা করে সে

যেন সংকর্ষ করে ও তার প্রতিপালকের উপাসনায় কাউকেই শরিক না করে।' — ১৮ সুরা
কাহাফ ১১০

'আমি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, সুতরাং আমাকে ভয় কর।' — এই মর্মে সতর্ক করার
জন্য তিনি তাঁর ইচ্ছানুযায়ী তাঁর দাসদের মধ্যে যার ওপর ইচ্ছা প্রত্যাদেশ দিয়ে ফেরেশতা
পাঠান। — ১৬ সুরা নাহল ২

এক উপাস্য, তিনিই তোমাদের উপাস্য, সুতরাং যারা পরলোকে বিশ্বাস করে না তাদের
অস্তর সত্যবিমুখ আর তারা অহংকারী। — ১৬ সুরা নাহল ২

আল্লাহ বলেন, 'তোমরা দুটি উপাস্য গ্রহণ কর না, আমিই তো একমাত্র উপাস্য। সুতরাং
আমাকেই ভয় কর।' — ১৬ সুরা নাহল ৫

যদি আল্লাহ ছাড়া আকাশ ও পৃথিবীতে বহু উপাস্য থাকত তবে উভয়ই ধ্বংস হয়ে
যেত। তাই ওরা যা বলে তার থেকে আরশের অধিপতি আল্লাহ তো পবিত্র মহান। তিনি যা
করেন সে-বিষয়ে তাঁকে প্রশ্ন করা হবে না, বরং ওদেরকেই প্রশ্ন করা হবে। ওরা কি তাঁকে
ছাড়া বহু উপাস্য গ্রহণ করেছে?

বলো, 'তোমরা তোমাদের প্রমাণ উপস্থিত কর। আমার সঙ্গে যারা আছে তাদের জন্য
এই-ই উপদেশ। আর এই-ই উপদেশ ছিল পূর্ববর্তীদের জন্য।' কিন্তু ওদের অধিকাংশই আসল
সত্য জানে না। ফলে ওরা মুখ ফিরিয়ে নেয়। 'আমি ছাড়া অন্য কোনো উপাস্য নেই, তাই
আমারই উপসনা কর' — এই প্রত্যাদেশ ছাড়া আমি পূর্বে কোনো রসূল পাঠাই নি। — ২১
সুরা আম্বিয়া ২২-২৫

তাদের মধ্যে যে বলবে, "তিনি ছাড়াও আমি একজন উপাস্য", তাকে আমি
প্রতিদান দেব জ্ঞাহামামে; ভাবেই আমি সীমালভানকারীদের শাস্তি দিয়ে থাকি। — ২১ সুরা
আম্বিয়া ২৯

বলো, 'আমার ওপর প্রত্যাদেশ হয় যে, তোমাদের উপাস্য একমাত্র আল্লাহ। তোমরা কি
মুসলমান হবে (আত্মসমর্পণ করবে)?' — ২১ সুরা আম্বিয়া ১০৮

আল্লাহ কোনো সত্ত্বান গ্রহণ করেন নি। আর তাঁর সঙ্গে কোনো উপাস্য নেই।
যদি থাকত, তবে প্রত্যেক উপাস্য নিজ নিজ সৃষ্টি নিয়ে পৃথক হয়ে পড়ত ও একে অপরের
ওপর প্রাধান্য বিস্তার করতে চাইত। ওরা যা বলে তার চেয়ে আল্লাহ পবিত্র, মহান। তিনি
দৃশ্য ও অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা। ওরা যাকে শরিক করে তিনি তো তার উর্ধ্বে। — ২৩ সুর্য
মুমিনুন ১১-১২

যথিমান্বিত আল্লাহ, যিনি প্রকৃত মালিক, তিনি ছাড়া কোনো উপাস্য নাই। তিনি
সম্মানিত আরশের অধিপতি। — ২৩ সুরা মুমিনুন ১১৬

তোমরা কিতাবিদের সঙ্গে তক্কবিত্ক করবে, কিন্তু সৌজন্যের সাথে, তবে যারা
ওদের মধ্যে সীমালভ্যন করে তাদের সাথে নয়। আর বলো, 'আমাদের ওপর আর
তোমাদের ওপর যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে আমরা বিশ্বাস করি। আর আমাদের উপাস্য
ও তোমাদের উপাস্য তো একই, আর তাঁরই কাছে আমরা আত্মসমর্পণ করি।' — ২৯ সুরা
আনকাবুত ৪৬

হে আমার বিশ্বাসী দাসেরা ! আমার পৃথিবী প্রশস্ত, সুতরাং তোমরা আমারই উপাসনা করো। — ২৯ সুরা আনকাবুত : ৫৬

হে মানুষ ! তোমরা উপাসনা কর তোমাদের সেই প্রতিপালকের যিনি তোমাদেরকে ও তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা আত্মরক্ষা করতে পার। যিনি পৃথিবীকে তোমাদের জন্য বিছানা ও আকাশকে ছাদ করেছেন, আর তোমাদের জীবিকার জন্য আকাশ থেকে পানি ঝরিয়ে ফলমূল উৎপাদন করেন। সুতরাং জেনেশুনে কাউকেও আল্লাহর সমকক্ষ দাঁড় করিয়ো না। — ২ সুরা বাকারা : ২১-২২

তোমরা কেমন ক'রে আল্লাহকে অস্বীকার কর, (যখন) তোমাদের প্রাণ ছিল না, পরে তিনিই তোমাদের প্রাণ দিয়েছেন, পরে তিনিই তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন, তারপর আবার তোমাদের জীবিত করবেন আর তাঁরই কাছে তোমাদের ফিরে যেতে হবে। — ২ সুরা বাকারা : ২৮

(আমরা গ্রহণ করেছি) আল্লাহর রং। রঙে আল্লাহর চেয়ে কে বেশি সুন্দর ? আর আমরা তাঁকেই উপাসনা করি। — ২ সুরা বাকারা : ১৩৮

আর তোমাদের উপাস্য এক, তিনি ভিন্ন আর কোনো উপাস্য নেই, তিনি করুণাময়, পরম দয়ালু। — ২ সুরা বাকারা : ১৬৩

আল্লাহ — তিনি ছাড়া অন্য কোনো উপাস্য নেই। তিনি চিরঙ্গীব, অনাদি। তাঁকে তত্ত্ব বা নিঃস্ব স্পর্শ করে না। আকাশ ও পৃথিবীতে যা-কিছু আছে সবই তাঁর। কে আছে যে তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর কাছে সুপারিশ করবে ? তাদের (মানুষের) সামনে ও পেছনে যা-কিছু আছে তিনি তা জানেন। তিনি যা ইচ্ছা করেন তা ছাড়া তাঁর জ্ঞানের কিছুই তারা আয়ত্ত করতে পারে না। আকাশ ও পৃথিবী ব্যাপী তাঁর আসন, আর তাদের রক্ষণাবেক্ষণে তিনি ক্লান্ত হন না। তিনি অতুচ্ছ মহামহিম। — ২ সুরা বাকারা : ২৫৫

আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো উপাস্য নেই তিনি চিরঙ্গীব ও অনাদি। — ৩ সুরা আল-ই-ইমরান : ২

আল্লাহর কাছে আকাশ ও পৃথিবীর কোনো কিছুই তো গোপন নেই। তিনি মাত্রগতে যেভাবে ইচ্ছা তোমাদের আকৃতি গঠন করেন। তিনি ব্যক্তিত অন্য কোনো উপাস্য নেই। তিনি প্রবল পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়। — ৩ সুরা আল-ই-ইমরান : ৫-৬

আল্লাহ সাক্ষ্য দেন যে, তিনি ছাড়া অন্য কোনো উপাস্য নেই। ফেরেশ্তারা ও জ্ঞানবান ব্যক্তিরা ন্যায়ের পক্ষে দাঁড়িয়ে (সাক্ষ্য দেয়) আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো উপাস্য নেই, আর তিনি পরাক্রমশালী তত্ত্বজ্ঞানী। — ৩ সুরা আল-ই-ইমরান : ১৮

বলো, “হে কিতাবিরা ! এসো সেই কথায় যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে অভিন্ন : আমরা আল্লাহ ছাড়া কারও উপাসনা করি না, কোনোকিছুকেই তাঁর অংশী করি না, আর আমাদের কেউ আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে প্রতিপালক হিসাবে গ্রহণ করে না।” — ৩ সুরা আল-ই-ইমরান : ৬৪

কোনো মানুষের পক্ষে এ হতে পারে না যে, আল্লাহ তাকে কিতাব, হিকমত ও নবুয়ত দান করবেন, তারপর সে লোকদের বলবে, ‘তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে আমার দাস হয়ে যাও।’

না, সে বলবে, ‘তোমরা রববানি (এক উপাস্যের সাধক হও), যেহেতু তোমরা শিক্ষা দাও ও যেহেতু তোমরা লেখাপড়া করেছ’। আর ফেরেশ্তা বা নবিদেরকে প্রতিপালক হিসাবে গ্রহণ করতে সে তোমাদের নির্দেশ দেবে না। তোমাদের মুসলমান হওয়ার পর সে কি তোমাদের কাফের হতে বলবে? — ৩ সুরা আল-ই-ইমরান ১৭৯-৮০

আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো উপাস্য নেই। তিনি তোমাদেরকে কিয়ামতের দিনে একত্র করবেন — এতে তো কোনো সন্দেহ নেই। কে আছে আল্লাহর চেয়ে বড় সত্যবাদী? — ৪ সুরা নিসা ৮-৭

হে কিতাবিগণ! তোমরা তোমাদের ধর্ম সম্বন্ধে বাড়াবড়ি কোরো না ও আল্লাহর সম্বন্ধে সত্য বলো। মরিয়মপুত্র ঈসা মসিহ আল্লাহর রসূল। আর তিনি তাঁর বাচী ও তাঁর রাহ মরিয়মের কাছে পাঠিয়েছিলেন। সুতরাং তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলে বিশ্বাস করো, আর বোলো না, ‘তিনি’ (আল্লাহ)। তোমরা নিবৃত্ত হও। এ তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আল্লাহই তো একমাত্র উপাস্য। তাঁর সত্ত্বান হবে? তিনি এর অনেক উর্ধ্বে। আকাশে ও পৃথিবীতে যা-কিছু আছে সব আল্লাহরই। কর্মবিধানে আল্লাহই যথেষ্ট। — ৪ সুরা নিসা ১৭১

আকাশ ও পৃথিবীতে যা-কিছু আছে সবই আল্লাহর পরিত্ব মহিমা ঘোষণা করে। তিনি পরাক্রমশালী, তত্ত্বজ্ঞানী। আকাশ ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব তাঁরই, তিনি জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান, তিনি সববিষয়ে সর্বশক্তিমান। তিনিই আদি, তিনিই অস্ত, তিনিই যুগপৎ ব্যক্ত ও অব্যক্ত, আর তিনি সববিষয়ে সম্যক অবহিত। তিনিই ছয়দিনে আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, তারপর আরশে সমাচীন হয়েছেন। তিনি জানেন যা-কিছু মাটিতে ঢেকে ও যা-কিছু মাটি থেকে বের হয়, আর আকাশ থেকে যা-কিছু নামে ও আকাশে যা-কিছু ওঠে। তোমরা যেখানেই থাক না কেন তিনি তোমাদের সঙ্গে আছেন। তোমরা যা-কিছু কর আল্লাহ তা দেখেন। আকাশ ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব তাঁরই। সমস্ত বিষয়ের মীমাংসা তাঁরই কাছে। তিনি রাত্রিকে দিনে পরিণত করেন আর দিনকে পরিণত করেন রাত্রিতে। তিনি অন্তর্যামী। — ৫৭ সুরা হাদিদ ১-৬

সুতরাং ভূমি জেনে রাখো, আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। ভূমি তোমার এবং বিশ্বাসী পুরুষ ও নারীদের কৃতির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর। তোমরা দিনে কোথায় যাও রাতে কোথায় থাকো তা আল্লাহ ভালো করেই জানেন। — ৪৭ সুরা মুহাম্মদ ১১

তিনি আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। তিনি অদৃশ্য ও দৃশ্যের পরিজ্ঞাতা। তিনি পরম করুণাময়, পরম দয়াময়। তিনিই আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। তিনিই যালিক, তিনিই পবিত্র, তিনিই শান্তি, তিনিই নিরাপত্তাবিধায়ক, তিনিই রক্ষক, তিনিই পরাক্রমশালী, তিনিই প্রবল, তিনিই অহংকারের অধিকারী। ওরা যাকে শর্কর করে আল্লাহ, তার থেকে পবিত্র, মহান। তিনিই আল্লাহ, সৃজনকর্তা, উপ্তবনকর্তা, রূপদাতা, সকল উত্তম নাম তাঁরই। আকাশ ও পৃথিবীতে যা-কিছু আছে সমস্তই তাঁর পবিত্র মহিমা ঘোষণা করে। তিনি পরাক্রমশালী, তত্ত্বজ্ঞানী। — ৫৯ সুরা হাশর ২২-২৪

... তোমাদের উপাস্য তো একমাত্র আল্লাহ। সুতরাং তাঁরই কাছে আত্মসমর্পণ কর ও সুসংবাদ দাও বিনীতদের যাদের হাদয় আল্লাহর নাম করা হলে ভয়ে কাঁপে, যারা তাদের

বিপদ-আপদে ধৈর্য ধরে ও নামাজ কায়েম করে আর আমি তাদের যে জীবনের উপকরণ দিয়েছি তার থেকে ব্যয় করে। — ২২ সুরা হজ : ৩৪-৩৫

হে বিশ্বাসিগণ ! তোমরা রুকু কর, সিজদা করো ও তোমার প্রতিপালকের উপাসনা করো, এবং সৎকাজ করো যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার। — ২২ সুরা হজ : ৭৭

আল্লাহ্, তিনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, সুতরাং বিশ্বাসিগণ আল্লাহ্'র ওপর নির্ভর করকৃ। — ৬৪ সুরা তাগবুন : ১৩

যারা বলে, ‘আল্লাহ্ তো তিনের মধ্যে একজন’, তারা তো নিশ্চয় অবিশ্বাসী। এক উপাস্য ভিন্ন অন্য কোনো উপাস্য নেই। তারা যা বলে তা থেকে নিবৃত্ত না হলে তাদের মধ্যে যারা অবিশ্বাস করেছে তাদের ওপর অবশ্যই নির্দারণ শাস্তি এসে পড়বে। — ৫ সুরা মায়দা : ৭৩

তারপর ওরা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে তুমি বলো, ‘আমার জন্য আল্লাহ্ ই যথেষ্ট, তিনি ছাড়া অন্য কোনো উপাস্য নেই। আমি তাঁরই ওপর নির্ভর করি আর তিনি মহা আরশের অধিপতি। — ৯ সুরা তওবা : ১২৯

আল্লাহ্ ভালোবাসেন : ... আর তোমরা সৎকর্ম করো, আল্লাহ্ সৎকর্মপরায়ণদের ভালোবাসেন। — ২ সুরা বাকারা : ১৯৫

... যারা তওবা করে ও পবিত্র থাকে আল্লাহ্ তাদের ভালোবাসেন। — ২ সুরা বাকারা : ২২২

বলো, ‘তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাস তবে আমাকে অনুসরণ কর, আল্লাহ্ তোমাদের ভালোবাসবেন ও অপরাধ ক্ষমা করবেন। বড়ই আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।’ — ৩ সুরা আল-ই-ইমরান : ৩১

হ্যা, কেউ তার অঙ্গীকার পালন করলে ও সাবধান হয়ে চললে আল্লাহ্ সাবধানিকে ভালোবাসেন। — ৩ সুরা আল-ই-ইমরান : ৭৬

যারা সচ্ছল ও অসচ্ছল অবস্থায় ব্যয় করে ও যারা ক্রোধ সংবরণ করে আর মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল, আল্লাহ্ (সেই) সৎকর্মপরায়ণদেরকে ভালোবাসেন। — ৩ সুরা আল-ই-ইমরান : ১৩৪

... যারা ধৈর্য ধরে আল্লাহ্ তাদেরকে ভালোবাসেন। — ৩ সুরা আল-ই-ইমরান : ১৪৬

... আর আল্লাহ্ সৎকর্মপরায়ণদেরকে ভালোবাসেন। — ৩ সুরা আল-ই-ইমরান : ১৪৮ ; ৫ সুরা মায়দা : ৯৩

... আর তুমি কোনো সংকল্প করলে আল্লাহর প্রতি নির্ভর করবে। আল্লাহ্ তো নির্ভরশীলদেরকে আল্লাহ্ ভালোবাসেন। — ৩ সুরা আল-ই-ইমরান : ১৫৯

... যারা ন্যায়বিচার করে আল্লাহ্ তাদেরকে ভালোবাসেন। — ৪৯ সুরা হুজুরাত : ৯

যারা আল্লাহর পথে সারি বেঁধে সুদৃঢ় প্রাচীরের মতো সংগ্রাম করে আল্লাহ্ তাদেরকে ভালোবাসেন। — ৬১ সুরা সাফুর : ৪

... আল্লাহ্ সৎকর্মপরায়ণদেরকে ভালোবাসেন। — ৫ সুরা মায়দা : ১৩

আল্লাহ তো ন্যায়পরায়ণদেরকে ভালোবাসেন। — ৬০ সূরা মুত্তাহিনা : ৮ ; ৫ সূরা মায়দা : ৪২

নিশ্চয় আল্লাহ সাবধানিদেরকে ভালোবাসেন। — ৯ সূরা তওবা : ১

যারা পবিত্র হয় আল্লাহ তাদেরকে ভালোবাসেন। — ৯ সূরা তওবা : ১০৮

আল্লাহ ভালোবাসেন না : ... তিনি অপচয়কারীদেরকে ভালোবাসেন না। — ৯ সূরা আরাফ : ৩১

তিনি তো সীমা অতিক্রমকারীদেরকে ভালোবাসেন না। — ৭ সূরা আরাফ : ৫৫

আল্লাহ বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদেরকে ভালোবাসেন না। — ২৮ সূরা কাসাস : ৭৭ ; ৫ সূরা মায়দা : ৬৪

... তিনি অপচয়কারীদেরকে ভালোবাসেন না। — ৬ সূরা আনআম : ১৪১

... আল্লাহ উদ্ধৃত, অহংকারীকে ভালোবাসেন না। — ৩১ সূরা লুকমান : ১৮

... আল্লাহ তো সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে ভালোবাসেন না। — ৪২ সূরা শূরা : ৪০ ; ২ সূরা বাকারা : ১৯০ ; ৩ সূরা আল-ই-ইমরান : ৫৭ ; ৩ : ১৪০

... তিনি অহংকারীকে ভালোবাসেন না। — ১৬ সূরা নাহল : ২৩

... তিনি অবিশ্বাসীদেরকে ভালোবাসেন না। — ৩০ সূরা রাম : ৪৫

... আল্লাহ কিন্তু ফ্যাশাদ ভালোবাসেন না। — ২ সূরা বাকারা : ২০৫

আল্লাহ কোনো অক্তজ্ঞ পাপীকে ভালোবাসেন না। — ২ সূরা বাকারা : ২৭৬

... আল্লাহ তো বিশ্বসভদ্রকারীদেরকে ভালোবাসেন না। — ৮ সূরা আনফাল : ৫৮

বলো, ‘আল্লাহ ও রসূলের অনুগত হও’। কিন্তু তারা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে জেনে রাখো আল্লাহ অবিশ্বাসীদেরকে ভালোবাসেন না। — ৩ সূরা আল-ই-ইমরান : ৩২

... আল্লাহ তো সীমা অতিক্রমকারীদেরকে ভালোবাসেন না। — ৫ সূরা মায়দা : ৮৭

... নিশ্চয় আল্লাহ ভালোবাসেন না আত্মস্তুরী ও দাস্তিককে। যারা কৃপণতা করে ও মানুষকে কৃপণতার নির্দেশ দেয় এবং আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদের যা দিয়েছেন তা গোপন করে (আল্লাহ তাদেরকেও ভালোবাসেন না)। আর আমি অবিশ্বাসীদের জন্য অপমানকর শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি। আর যারা লোক-দেখানোর জন্য তাদের ধনসম্পদ ব্যয় করে এবং আল্লাহ ও শেষ দিনে বিশ্বাস করে না (আল্লাহ তাদেরকেও ভালোবাসেন না)। আর শয়তান কারও সঙ্গী হলে সে-সঙ্গী কর্তব্য-নাই ! — ৪ সূরা নিসা : ৩৬-৩৮

... নিশ্চয় আল্লাহ বিশ্বাসঘাতক পাপিষ্ঠকে ভালোবাসেন না। — ৪ সূরা নিসা : ১০৭

... আল্লাহ ভালোবাসেন না উদ্ধৃত অহংকারীদেরকে। — ৫৭ সূরা হাদিদ : ২৩

তিনি কোনো বিশ্বাসঘাতক অক্তজ্ঞকে ভালোবাসেন না। — ২২ : ৩৮

আল্লাহর অনুগ্রহ, দয়া ও ক্ষমা : ... আর তোমরা ক্ষমা প্রার্থনা কর আল্লাহর কাছে। আল্লাহ তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। — ৭৩ সূরা মুজ্জামিল : ২০

... কেউ ছেটখাটো দোষ করলে, তোমার প্রতিপালকের তো ক্ষমার শেষ নেই। — ৫৩ সূরা নজর্ম : ৩২

তিনি সৃষ্টির সূচনা করেন ও পুনরাবর্তন ঘটান। আর তিনি ক্ষমাশীল প্রেমময়, সম্মানিত আরশের অধিকারী। — ৮৫ সুরা বুরজ : ১৩-১৫

পৃথিবীতে শাস্তিস্থাপনের পর সেখানে ফ্যাশান ঘটাবে না, তাঁকে ভয় ও আশার সঙ্গে ডাকবে। নিশ্চয়, আল্লাহর অনুগ্রহ তো সৎকর্মপরায়ণদের কাছেই আছে। — ৭ সুরা আরাফ : ৫৬

... তিনি বললেন, ‘আমার শাস্তি যাকে ইচ্ছা দিয়ে থাকি। আর আমার অনুগ্রহ, সে তো প্রত্যেক জিনিসে ছড়িয়ে আছে। তাই তা আমি তাদের জন্য তা লিখে দিই যারা সংযম পালন করে, জাকাত দেয় ও আমার নির্দেশনগুলোয় বিশ্বাস করে...।’ — ৭ সুরা আরাফ : ১৫৬

তুমি কি দেখ না কীভাবে তোমার প্রতিপালক ছায়া বিস্তার করেছেন? তিনি তো ইচ্ছা করলে একে স্থির রাখতে পারতেন। তারপর তিনি সূর্যকে নিয়োগ করেছেন এর পথপ্রদর্শক হিসাবে। তারপর তিনি একে ধীরে ধীরে গুটিয়ে আনেন।

আর তিনিই তোমাদের জন্য রাত্রিকে আবরণস্বরূপ করেছেন, বিশ্বামের জন্য তোমাদের দিয়েছেন নিদ্রা ও কর্মের জন্য দিয়েছেন দিন।

তিনিই নিজ অনুগ্রহের পূর্বে সুস্থিতাদ্বারা বাতাস পাঠান ও আকাশ থেকে বিশুদ্ধ পানি বর্ষণ। এ দিয়ে মৃত জমিকে জীবিত ও অসংখ্য জীবজন্তু ও মানুষের ত্রিয়া নিবারণ করার জন্য। আর আমি এ ওদের মধ্যে বিতরণ করি যাতে ওয়া স্মরণ করে। কিন্তু বেশির ভাগ লোক কেবল অকৃতজ্ঞতাই প্রকাশ করে। — ২৫ সুরা ফোরকান : ৪৫-৫০

তিনি আকাশ, পৃথিবী এবং দূয়ের মধ্যবর্তী সমস্ত কিছু দ্য দিনে সৃষ্টি করেন, তারপর তিনি আরশে সমাচীন হন। তিনি করুণাময়, তাঁর সম্পর্কে যে জানে তাকে জিজ্ঞাসা করে দেখো। যখন ওদেরকে বলা হয়, ‘করুণাময়কে সিজদা কর’ তখন ওরা বলে, ‘করুণাময় আবার কে? তুমি কাকেও সিজদা করতে বললেই কি আমরা তাকে সিজদা করবো?’ এতে ওদের বিমুখতাই বৃদ্ধি পায়। — ২৫ সুরা ফোরকান : ৫৯-৬০

আল্লাহ মানুষের ওপর অনুগ্রহ করলে কেউ বাধা দিতে পারে না, আর তিনি অনুগ্রহ করতে না চাইলে কেউ মানুষের ওপর অনুগ্রহ করতে পারে না। তিনি শক্তিমান, তত্ত্বজ্ঞানী। হে মানব সম্প্রদায়! তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ কর। আল্লাহ ছাড়া কি কোনো স্থিতি আছে যে তোমাদের আকাশ ও পৃথিবী থেকে জীবিকা দান করে? তিনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। সুতরাং কেমন করে তোমরা সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নিছ? — ৩৫ সুরা ফাতির : ২-৩

তোমাদের প্রতিপালক তার দাক্ষিণ্যে এদেরকে (যারা পরকাল কামনা করে) এবং ওদেরকে (যারা পার্থিব সুখ কামনা করে) সাহায্য করেন এবং তোমার প্রতিপালকের দাক্ষিণ্য বারিত নয়। লক্ষ করো, আমি কিভাবে তাদের কাউকে অন্য কারও ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি, আর পরকাল তো মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ আর শ্রেয়ত্বেও শ্রেষ্ঠতর। — ১৭ সুরা বনি-ইসরাইল : ২০-২১

মানুষের ওপর অনুগ্রহ করলে সে মুখ ফিরিয়ে নেয় ও আহংকারে দূরে সরে যায়, আর তাকে অনিষ্ট স্পর্শ করলে সে একেবারে হতাশ হয়ে পড়ে। — ১৭ সুরা বনি-ইসরাইল : ৮৩

আমার দাসদের বলে দাও যে, আমি ক্ষমা করি, আমি দয়া করি। আর আমার শাস্তি তো বড় কষ্টকর। — ১৫ সুরা হিজর : ৪৯-৫০

বলো, ‘আকাশ ও পৃথিবীতে যা আছে তা কার?’ বলো, ‘আল্লাহরই’ দয়া করাকে তিনি তাঁর কর্তব্য বলে স্থির করেছেন। — ৬ সুরা আন্�‌আম ১২

যারা তাদের প্রতিপালককে সকালে ও সন্ধিয়ার তাঁর সন্তুষ্টি লাভের জন্য ডাকে তাদেরকে তুমি তাড়িয়ে দিয়ো না। তাদের কর্মের জবাবদিহির দায়িত্ব তোমার নয়, আর তোমার কোনো কর্মের জবাবদিহির দায়িত্বও তাদের নয় যে তুমি তাদের তাড়িয়ে দিবে, তাদের তাড়িয়ে দিলে তুমি সীমালঙ্ঘনকারীদের শাফিল হবে। — ৬ সুরা আন্�‌আম ৫

যারা আমার নির্দশনে বিশ্বাস করে তারা যখন তোমার কাছে আসে তখন তাদেরকে তুমি বলো, ‘তোমাদের ওপর শাস্তি বর্ষিত হোক!’ তোমাদের প্রতিপালক দয়া করাকে তাঁর কর্তব্য বলে স্থির করেছেন। তোমাদের মধ্যে কেউ অজ্ঞানতাবশত যদি খারাপ কাজ করে, তারপর তওবা করে ও নিজেকে সংশোধন করে তবে আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। — ৬ সুরা আন্�‌আম ৫৪

আর তারা এজন্যে প্ররোচিত করে যে, যারা পরকালে বিশ্বাস করে না, তাদের মন যেন ওর (শয়তানের) প্রতি অনুরোধী হয় এবং ওতে যেন তারা তুষ্ট হয়, আর তারা যা করে তাতে যেন তারা লিপ্ত থাকতে পারে। — ৬ সুরা আন্�‌আম ১১৩

ওরা সকলেই সেদিন শাস্তির শরিক হবে। অপরাধীদের ব্যাপারে আমি এমনই করে থাকি। ওদের কাছে ‘আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই’ বলা হলে ওরা অহংকারে তা অগ্রাহ্য করতো। আর বলতো, ‘আমরা কি এক পাগল কবির কথায় আমাদের উপাস্যদেরকে বাদ দেব?’ — ৩৭ সুরা সাফ্ফাত ৩৩-৩৬

তোমরা কি দেখো না, আকাশ ও পৃথিবীতে যা-কিছু আছে সবই আল্লাহ তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন এবং তোমাদের ওপর তাঁর প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করেছেন? — ৩১ সুরা লুকমান ২০

বলো, ‘হে আমার দাসগণ! তোমরা যারা নিজেদের প্রতি ভুলুম করেছ, আল্লাহর অনুগ্রহ হতে নিরাশ হয়ো না, আল্লাহ সমুদ্য পাপ ক্ষমা করে দেবেন। তিনি তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।’ তোমাদের কাছে শাস্তি আসার পূর্বে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের প্রতি এগিয়ে যাও এবং তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ কর। শাস্তি এসে পড়লে তোমরা সাহায্য পাবে না।’ — ৩৯ সুরা জুমার ৫৩-৫৪

মানুষের ওপর অনুগ্রহ করলে সে মুখ ফিরিয়ে নেয় ও অহংকারে দূরে স'রে যায়, আর তাকে মন্দ স্পৰ্শ করলে সে তখন দীর্ঘ প্রার্থনায় বসে। — ৪১ সুরা হা-মিম-সিজদা ৫

আল্লাহই রাখিকে তোমাদের বিশ্বামের জন্য সৃষ্টি করেছেন ও দিনকে করেছেন আলোয় উজ্জ্বল। নিশ্চয়ই আল্লাহ মানুষের ওপর অনুগ্রহশীল, কিন্তু বেশির ভাগ মানুষই ক্রতজ্জতা প্রকাশ করে না। — ৪০ সুরা মুমিন ৬

আকাশ তো ওপর থেকে ভেড়ে পড়তে পারে, (তাই) ফেরেশ্তারা তাদের প্রতিপালকের পবিত্র মহিমা কীর্তন করে ও পৃথিবীতে যারা আছে তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। জেনে রাখো, আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। — ৪২ সুরা শুরা ৫

আল্লাহ তাঁর দাসদেরকে বড় দয়া করেন। তিনি যাকে ইচ্ছা জীবনের উপকরণ দান করেন। তিনি প্রবল পরাক্রমশালী। — ৪২ সুরা শূরা : ১১

তিনি তাঁর দাসদের অনুশোচনা গ্রহণ করেন ও পাপ মোচন করেন, আর তোমরা যা কর তিনি তা জানেন। — ৪২ সুরা শূরা : ২৫

তোমাদের যে বিপদাপদ ঘটে তা তো তোমাদের ক্রতৃকর্মেরই ফল, আর তোমাদের অনেক অপরাধ তিনি ক্ষমা করে দেয়। — ৪২ সুরা শূরা : ৩০

মন্দের প্রতিফল অনুরূপ মন্দ, আর যে ক্ষমা করে দেয় ও আপসনিষ্ঠি করে তার পুরুষ্কার আছে আল্লাহর কাছে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালজ্ঞনকারীদেরকে ভালোবাসেন না। — ৪২ সুরা শূরা : ৩০

কেউ ধৈর্য ধারণ করলে ও ক্ষমা করে দিলে তা হবে স্তৈর্যের কাজ। — ৪২ সুরা শূরা : ৩৩

এরা কি তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ বটন করে? আমি তাদের পার্থিব জীবনে তাদের মধ্যে জীবিকা বস্টন করি, আর এককে অপরের ওপর র্যাদায় উন্নত করি যাতে একে অপরকে দিয়ে কাজ করিয়ে নিতে পারে, আর ওরা যা জমা করে তার চেয়ে তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ অনেক ভালো। — ৪৩ সুরা জুরুক্ষফ : ৩২

তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ গণনা করে তার সংখ্যা নির্ণয় করতে পারবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। — ১৬ সুরা নাহল : ১৮

তোমরা যেসব অনুগ্রহ ভোগ কর সে তো আল্লাহরই কাছ থেকে। আবার, দুঃখদৈন্য যখন তোমাদের স্পর্শ করে তখন তোমরা তাঁকেই নম্র হয়ে ডাকো। আবার আল্লাহ যখন তোমাদের দুঃখদৈন্য দূর করেন তখন তোমাদের এক দল তাদের প্রতিপালকের শরিক করে ওদের আমি যা দিয়েছি তা অঙ্গীকার করার জন্য। তাই ভোগ করে নাও, শীঘ্ৰই জানতে পারবে। — ১৬ সুরা নাহল : ৫৩-৫৫

আর আল্লাহ যা—কিছু সৃষ্টি করেছেন তার থেকে তিনি তোমাদের জন্য ছায়ার ব্যবস্থা করেন ও তোমাদের জন্য পাহাড়ে আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেন। আর তোমাদের জন্য ব্যবস্থা করেন পরিধেয় বস্ত্রের যা তোমাদের তাপ থেকে রক্ষা করে। আর তিনি তোমাদের জন্য ব্যবস্থা করেছেন বর্মের যা তোমাদেরকে যুক্তে রক্ষা করে। এভাবে তিনি তোমাদের ওপর তাঁর অনুগ্রহ পূর্ণ করেন যাতে তোমরা আত্মসমর্পণ কর। — ১৬ সুরা নাহল : ৮১

যারা অক্ষণান্তাবশত খারাপ কাজ করে, তারা পরে অনুশোচনা করলে ও নিজেদের সংশোধন করলে তাদের জন্য তো তোমার প্রতিপালক ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। — ১৬ সুরা নাহল : ১১৯

আর তোমাদের যা প্রয়োজন তিনি তা তোমাদেরকে দিয়েছেন। তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ গণনা করলে তার সংখ্যা নির্ণয় করতে পারবে না। অক্তৃত্ব মানুষ তো অতিমাত্রায় সীমালজ্ঞনকারী। — ১৪ সুরা ইস্রাইল : ৩৪

আমার দাসদের মধ্যে একদল ছিল যারা বলত, ‘হে আমাদের প্রতিপালক। আমরা বিশ্বাস করি, তুমি আমাদেরকে ক্ষমা করো ও দয়া করো, তুমি তো দয়ালদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ

দয়াল।' কিন্তু তাদেরকে নিয়ে তোমরা হাসিঠাট্টা করতে এতই বিভোর ছিলে যে, তা তোমাদেরকে আমার কথা ভুলিয়ে দিয়েছিল। তোমরা তো তাদেরকে হাসিঠাট্টা করতে। তাদের ধৈর্যের জন্য আমি আজ তাদেরকে এমন ভাবে পূর্বস্কার দিলাম যে, তারাই হল সফল। — ২৩ সুরা মুমিনুন : ১০৯-১১১

বলো, 'হে আমার প্রতিপালক, ক্ষমা কর ও দয়া কর, তুমি তো শ্রেষ্ঠ দয়ালু।' — ২৩ সুরা মুমিনুন : ১১৮

যারা না-দেখে তাদের প্রতিপালককে ভয় করে তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার। — ৬৭ সুরা মূলুক : ১২

বলো, 'তিনি করুণাময়, আমরা তাঁর ওপর বিশ্঵াস করি ও তাঁরাই ওপর নির্ভর করি। শীঘ্ৰই তোমরা জানবে কে স্পষ্ট বিবাঙ্গিতে রয়েছে।' — ৬৭ সুরা মূলুক : ২৯

সেদিন বুহ (জিবরাইল) ও ফেরেশ্তারা সারি বেঁধে দাঁড়াবে ; করুণাময় যাকে অনুমতি দেবেন সে ছাড়া অন্যেরা কথা বলবে না আর সে যথার্থ বলবে। এদিন (যে আসবে তা) সুনিশ্চিত ; অতএব যার ইচ্ছা সে তার প্রতিপালকের শরণাপন্ন হোক। — ৭৮ সুরা নাবা : ৩৮-৩৯

আল্লাহর অনুগ্রহের ফল সম্বন্ধে চিন্তা কর, কৌভাবে তিনি জমির মৃত্যুর পর তাকে আবার জীবিত করেন ...। — ৩০ সুরা হজ : ৫০

(তারাই ধৈর্যশীল) যারা তাদের ওপর বিপদ এলে বলে, 'আমরা তো আল্লাহরাই আর নিশ্চিতভাবে তাঁরাই দিকে ফিরে যাব।' এইসব লোকের প্রতি তাদের প্রতিপালকের কাছ থেকে আশীর্বাদ ও দয়া বর্ষিত হয়, আর এরাই সংপথ প্রাণ। — ২ সুরা বাকারা : ১৫৬-১৫৭

তুমি কি তাদের দেখ নি, যারা মৃত্যুভয়ে হাজারে হাজারে নিজের ঘৰবাড়ি ছেড়ে গিয়েছিল ? তারপর আল্লাহ তাদের বলেছিলেন, 'তোমাদের মৃত্যু হোক।' পরে তিনি তাদের জীবিত করলেন। আল্লাহ তো মানুষকে অনুগ্রহ করেন ; কিন্তু অনেক মানুষই ক্রতৃপক্ষ প্রকাশ করে না। — ২ সুরা বাকারা : ২৪৩

আর আল্লাহ তো এমন নন যে, তুমি তাদের মধ্যে থাকবে তবু তিনি তাদেরকে শাস্তি দেবেন, আর তিনি এমন নন যে তারা ক্ষমা চাইবে তবু তিনি তাদেরকে শাস্তি দেবেন। — ৮ সুরা আনফাল : ৩৩

যারা অবিশ্বাস করে তাদেরকে বলো, 'যদি তারা বিরত হয় তবে যা অতীতে হয়েছে আল্লাহ ক্ষমা করবেন, কিন্তু তারা যদি অন্যায়ের পুনরাবৃত্তি করে তবে তাদের আগে যারা এসেছিল তাদের দৃষ্টান্ত তো রয়েছে।' — ৮ সুরা আনফাল : ৩৮

... বলো, 'অনুগ্রহ আল্লাহরাই হাতে, তিনি যাকে ইচ্ছা তা দান করেন। আল্লাহ মহানুভব সর্বজ্ঞ। যাকে ইচ্ছা তিনি নিজের অনুগ্রহের জন্য বিশেষ করে বেছে নেন। আর আল্লাহ মহা অনুগ্রহশীল।' — ৩ সুরা আল-ই-ইমরান : ৭৩-৭৪

আর তোমরা সকলে আল্লাহর রশিকে শক্ত করে ধর ও বিভক্ত হয়ো না। তোমাদের ওপর আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ করো, তোমরা পরস্পরের শত্রু ছিলে, তিনি তোমাদের হাদয়ে সম্প্রতির সঞ্চার করলেন ; তাই তাঁরাই অনুগ্রহে তোমরা পরস্পরের ভাই হয়ে গেলে। তোমরা

অগ্নিকুণ্ডের কিনারায় ছিলে, তারপর তা থেকে তিনি তোমাদের উদ্ধার করেছেন। এভাবে তোমাদের জন্য নির্দশন পরিষ্কার করে বয়ান করেন যাতে তোমরা সৎপথ পাও। — ৩ সূরা আল-ই-ইমরান ১০৩

তোমরা প্রতিযোগিতা করো, তোমাদের প্রতিপালকের কাছ থেকে ক্ষমা ও জামাত লাভের জন্য যা আকাশ ও পৃথিবীর সমান প্রশংস্ত, যা সাবধানিদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। যারা সচ্ছল ও অসচ্ছল অবস্থায় ব্যয় করে ও যারা ক্ষেত্র সংবরণ করে আর মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল, আল্লাহ (সেই) সংকর্মপরায়ণদেরকে ভালোবাসেন। আর (তাদের) যারা কোনো অশ্লীল কাজ করে ফেলে বা নিজেদের ওপর অত্যাচার করে আল্লাহকে স্মরণ করে ও নিজেদের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। আর আল্লাহ ছাড়া আর কে পাপ ক্ষমা করবে? আর তারা যা করে ফেলে তা জেনেশুনেও করে না। — ৩ সূরা আল-ই-ইমরান ১৩৩-১৩৫

আত্মসম্পর্ণকারী পুরুষ ও নারী, বিশ্বাসী পুরুষ ও নারী, অনুগত পুরুষ ও নারী, সত্যবাদী পুরুষ ও নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ ও নারী, ন্যূন পুরুষ ও নারী, দানশীল পুরুষ ও নারী, রোজা পালনকারী পুরুষ ও নারী, যৌনঅঙ্গ হেফাজতকারী পুরুষ ও নারী, আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও নারী — এদের জন্য আল্লাহ ক্ষমা ও মহাপ্রতিদিন রেখেছেন। — ৩৩ সূরা আহ্জাব ৩৫

তিনি তোমাদের ওপর অনুগ্রহ করেন ও তাঁর ফেরেশ্তারাও তোমাদের জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা করেন অক্ষকার থেকে তোমাদেরকে আলোয় আনার জন্য এবং তিনি বিশ্বাসীদের প্রতি পরম দয়ালু। — ৩৩ সূরা আহ্জাব ৪৩

শেষে আল্লাহ মুনাফেক নরনারী ও অংশীবাদী নরনারীকে শাস্তি দেবেন। আর বিশ্বাসী নরনারীকে ক্ষমা করবেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। — ৩৩ সূরা আহ্জাব ৫৭৩

হিতাহিত নির্দেশ দিতে আর তোমাদেরকে ক্ষমা করতে আল্লাহ তোমাদের পূর্ববর্তীদের চরিতকথা তোমাদের কাছে পরিষ্কার করে বলতে চান। বস্তুত আল্লাহ সর্বজ্ঞ, তত্ত্বজ্ঞানী, আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করতে চান; আর যারা কামনা-বাসনার অনুসরণ করে তারা চায় তোমরা ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট হও। আল্লাহ তোমাদের ভার হাল্কা করতে চান। মানুষ সৃষ্টিগত ভাবেই দুর্বল। — ৪ সূরা নিসা ২৬-২৮

তোমাদেরকে যা নিষেধ করা হয়েছে তার মধ্যে যা গুরুতর তা থেকে বিরত থাকলে তোমাদের ছেটাখাটো পাপগুলো আমি মোচন করব ও তোমাদেরকে সম্মানজনক স্থানে প্রবেশ করার অধিকার দেব। — ৪ সূরা নিসা ৩১

আল্লাহ তো তাঁর অংশী করার অপরাধ ক্ষমা করেন না। এ ছাড়া অন্যান্য অপরাধ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন। আর যে কেউ আল্লাহর অংশী করে সে এক মহাপাপ করে। — ৪ সূরা নিসা ৪৮

আর কেউ মন্দ কর্ম করে বা নিজের ওপর অত্যাচার করে, পরে আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করলে সে আল্লাহকে পাবে ক্ষমাশীল ও পরম দয়াময় হিসাবে। — ৪ সূরা নিসা ১১০

আর তোমার ওপর যদি আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না থাকত তবে ওদের একদল তো তোমাকে পথভ্রষ্ট করতে চাইতাই, কিন্তু তারা নিজেদেরকে ছাড়া আর কাউকেও পথভ্রষ্ট করে

না ও তোমার কোনোই ক্ষতি করতে পারে না। আল্লাহ তোমার ওপর কিতাব ও হিকমত অবতীর্ণ করেছেন, আর তুমি যা জানতে না তা তোমাকে তিনি শিক্ষা দিয়েছেন, আর তোমার ওপর আল্লাহর মহা অনুগ্রহ রয়েছে। — ৪ সুরা নিসা : ১১৩

আল্লাহ তো তাঁর শরিক করার অপরাধ ক্ষমা করেন না। এ ছাড়া অন্যান্য অপরাধের জন্য যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন। আর কেউ আল্লাহর শরিক করলে সে ভীষণভাবে পথভঙ্গ হয়। — ৪ সুরা নিসা : ১১৬

হে মানুষ ! তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের প্রমাণ এসেছে ও আমি তোমাদের ওপর স্পষ্ট জ্ঞ্যতি অবতীর্ণ করেছি। তারপর যারা আল্লাহর ওপর বিশ্বাস করবে ও তাঁকে অবলম্বন করবে তাদের তিনি তাঁর দয়া ও অনুগ্রহের মধ্যে প্রবেশ করার অধিকার দেবেন ও তাদেরকে সরল পথে তাঁর দিকে পরিচালিত করবেন। — ৪ সুরা নিসা : ১৭৪-১৭৫

তোমরা এগিয়ে যাও তোমাদের প্রতিপালকের ক্ষমা ও সেই জামাতলাভের দিকে, যা আকাশ ও পৃথিবীর সমান প্রশংসন, যা প্রস্তুত করা হয়েছে আল্লাহ ও তাঁর রসূলদেরকে যারা বিশ্বাস করে তাদের জন্য। এ আল্লাহর অনুগ্রহ যাকে ইচ্ছা তিনি এ দান করেন। আল্লাহ তো মহাঅনুগ্রহকারী। — ৫৭ সুরা হাদিদ : ২১

হে বিশ্বসিগণ ! আল্লাহকে ভয় করো ও তাঁর রসূলের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করো। তিনি তাঁর অনুগ্রহে তোমাদেরকে দ্বিগুণ পুরস্কার দেবেন। আর তিনি তোমাদেরকে দেবেন আলো, যার সাহায্যে তোমরা পথ চলবে। আর তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। এ এজন্য যে, কিতাবিগণ যেন জানতে পারে আল্লাহর সামান্যতম অনুগ্রহের ওপরও ওদের কোনো ক্ষমতা নেই। অনুগ্রহ আল্লাহরই হাতে যাকে ইচ্ছা তাকে তিনি তা দান করেন। আল্লাহ তো মহাঅনুগ্রহশীল। — ৫৭ সুরা হাদিদ : ২৮-২৯

... মানুষের সীমালঙ্ঘন সংহেও তোমার প্রতিপালক তো মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল ; আর তোমার প্রতিপালক তো শাস্তি দানেও কঠোর। — ১৩ সুরা রাদ : ৬

পরম করুণাময় আল্লাহ, তিনিই কোরান শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি সৃষ্টি করেছেন মানুষ। তিনি তাকে ভাব প্রকাশ করতে শিখিয়েছেন। সূর্য ও চন্দ্র নির্দিষ্ট কক্ষ পথে যোরে। তৃণলতা ও বক্ষাদি তারই নিয়ম মেনে চলে। তিনি আকাশকে উন্নত রেখেছেন এবং তিনি ভারসাম্য স্থাপন করেছেন যাতে তোমরা ভারসাম্য লঙ্ঘন না কর। তোমরা ন্যায্য ও জনের মান রেখো ও ওজনে কম দিয়ো না। তিনি সৃষ্টি জীবের জন্য পৃথিবীকে বিছিয়ে দিয়েছেন। সেখানে রয়েছে ফলমূল, খেজুর গাছের নতুন কাঁদি, খোসায় ঢাকা শস্যদানা আর সুগন্ধি গাছগাছড়া। অতএব তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে ?

মানুষকে তিনি পোড়া মাটির মতো শকুনো মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন, আর তিনি জিনকে সৃষ্টি করেছেন ধূম্রহীন অগ্নিশিখা থেকে। সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে ?

তিনি দুই উদয়চাল ও দুই অস্তাচালের মালিক। সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে ?

তিনি প্রবাহিত করেন দুই সমুদ্র যারা পরম্পরের সাথে মিলিত হয়, কিন্তু ওদের মধ্যে ব্যবধান থাকে যা তারা অতিক্রম করতে পারে না। সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্‌ অনুগ্রহ অঙ্গীকার করবে ?

উভয় সমুদ্র থেকে ওঠে মুক্তা ও প্রবাল। সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্‌ অনুগ্রহকে অঙ্গীকার করবে ?

সমুদ্রে বিচরণশীল জলযানগুলো তাঁরই নিয়ন্ত্রণে পর্বতের (বা পতাকার) মতো শোভা পায়। সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্‌ অনুগ্রহকে অঙ্গীকার করবে ?

সেখানে যা—কিছু আছে সবই নশ্বর, অবিনশ্বর কেবল তোমার প্রতিপালকের সত্তা, যিনি, মহিমময়, মাহানুভব। সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্‌ অনুগ্রহ অঙ্গীকার করবে ?

আকাশ ও পৃথিবীতে যা আছে সকলেই তাঁর কাছে প্রার্থী। প্রত্যেক দিনই তিনি (সৃষ্টির) মহিমায় বিরাজ করেন। সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্‌ অনুগ্রহকে অঙ্গীকার করবে ?

হে দুই ভার (মানুষ ও জিন) ! আমি শৈত্রই (হিসাবনিকাশ চুকিয়ে) তোমাদেরকে করব। মুক্ত সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্‌ অনুগ্রহকে অঙ্গীকার করবে ?

হে জিন ও মানব সম্প্রদায়। তোমরা যদি আকাশ ও পৃথিবীর সীমা অতিক্রম করতে পার তো অতিক্রম কর। অবশ্য তোমরা আমার অনুমতি ছাড়া (নিজ শক্তিতে) তা অতিক্রম করতে পারবে না। সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্‌ অনুগ্রহকে অঙ্গীকার করবে ?

তোমাদের জন্য আগুন ও ধোঁয়া পাঠানো হবে, তখন তোমাদের কোনো উপায় থাকবে না। সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্‌ অনুগ্রহকে অঙ্গীকার করবে ?

আর যথন আকাশ ছিঁড়ে ফেটে যাবে আর লাল চামড়ার মতো হবে তার রং। সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্‌ অনুগ্রহকে অঙ্গীকার করবে ?

সেদিন কোনো মানুষ বা জিনকে তার পাপ সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হবে না। সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্‌ অনুগ্রহকে অঙ্গীকার করবে ?

পাপীদের পরিচয় পাওয়া যাবে তাদের লক্ষণ দেখে। তাদের মাথার সামনের চুল ও পা ধরে তাদের পাকড়াও করা হবে। সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্‌ অনুগ্রহকে অঙ্গীকার করবে ?

এই সেই জাহানাম যা পাপীরা অবিশ্বাস করে। ওরা জাহানামের আগুন ও ফুট্ট পানির মধ্যে ছুটোছুটি করবে। সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্‌ অনুগ্রহকে অঙ্গীকার করবে ?

কিন্তু যে ব্যক্তি আল্লাহর সামনে উপস্থিত হওয়ার ভয় করে তার জন্য রয়েছে দুটো বাগান। সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্‌ অনুগ্রহকে অঙ্গীকার করবে ?

উভয় (বাগান) ঘন শাখা প্রশাখায় ভরা। সুরতাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্‌ অনুগ্রহকে অঙ্গীকার করবে ?

সেখানে উপচে পড়বে দুটো ঝরনা। সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্‌ অনুগ্রহকে অঙ্গীকার করবে ?

সেখানে প্রত্যেক ফল থাকবে দুই রকম। সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্‌ অনুগ্রহকে অঙ্গীকার করবে ?

সেখানে ওরা হেলান দিয়ে বসবে রেশমের আস্তর-দেওয়া পুরু ফরাশে। দুই বাগানের ফল ঝুলবে তাদের নাগালের মধ্যে। সুতরাং তোমরা প্রতিপালকের কোন্‌ অনুগ্রহকে অঙ্গীকার করবে ?

সেখানে থাকবে আনন্দনয়না তরুণীয়া, যাদেরকে পূর্বে মানুষ বা জিন স্পর্শ করে নি। সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্‌ অনুগ্রহকে অঙ্গীকার করবে ?

(তারা) প্রবাল ও পদ্মুরাগের মতো। সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্‌ অনুগ্রহকে অঙ্গীকার করবে ?

উত্তম কাজের জন্য উত্তম পুরস্কার ছাড়া কি হতে পারে ? সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্‌ অনুগ্রহকে অঙ্গীকার করবে ?

এ বাগান দুটো ছাড়া আরও দুটো বাগান থাকবে। সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্‌ অনুগ্রহকে অঙ্গীকার করবে ?

ঘন সবুজ দুটো বাগান। সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্‌ অনুগ্রহকে অঙ্গীকার করবে ? সেখানে আছে দুটো উচ্ছিলিত ঝর্ণা। সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্‌ অনুগ্রহকে অঙ্গীকার করবে ?

সেখানে আছে ফলমূল খেজুর ও ডালিম। সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্‌ অনুগ্রহকে অঙ্গীকার করবে ?

সেখানে থাকবে পবিত্র ও মনোরমা নারী। সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্‌ অনুগ্রহকে অঙ্গীকার করবে ?

তাঁবুর জেনানায় রাইবে আনন্দনয়না হুব। সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্‌ অনুগ্রহকে অঙ্গীকার করবে ? এদের ইতঃপূর্বে মানুষ বা জিন স্পর্শ করে নি। সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্‌ অনুগ্রহকে অঙ্গীকার করবে ?

ওরা সুন্দর গালিচা-বিছানো সবুজ চাদরের ওপর হেলান দিয়ে বসবে। সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্‌ অনুগ্রহকে অঙ্গীকার করবে ? কত মহান নাম তোমার প্রতিপালকের, যিনি মহিময় ও মহানুভব ! — ৫৫ সুরা রহমান : ১-৭৮

এ এক উপদেশ, অতএব যার ইচ্ছা সে তার প্রতিপালকের পথ অবলম্বন করুক। আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া তোমাদের ইচ্ছা কার্যকর হবে না। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, তত্ত্বজ্ঞানী। তিনি যাকে ইচ্ছা তাঁর অনুগ্রহের অস্তর্ভুক্ত করেন, কিন্তু সীমালঞ্চনকারীদের জন্য তো তিনি প্রস্তুত রেখেছেন ভয়ানক শাস্তি। — ৭৬ সুরা দাহর : ২৯-৩১

তোমাদের ওপর আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে আর আল্লাহ তওবা গ্রহণ না করলে এবং তিনি তত্ত্বজ্ঞানী না হলে (তোমরা কেউ অব্যাহতি পেতে না)। — ২৪ সুরা নূর : ১০

ইহলোকেও তোমাদের ওপর আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে তোমরা যা নিয়ে মেতে ছিলে তার জন্য কঠিন শাস্তি তোমাদেরকে স্পর্শ করত। — ২৪ সূরা নূর : ১৪

তোমাদের ওপর আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে ও আল্লাহ দয়াপরবশ না হলে তোমাদের কেউ অব্যাহতি পেত না। হে বিশ্বাসিগণ ! তোমরা শয়তানের পদাঞ্চক অনুসরণ কোরো না। কেউ শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করলে, শয়তান অশ্লীলতা ও মন্দ কাজের নির্দেশ দেয়। আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে তোমাদের কেউই কখনও পবিত্র হতে পারতে না। তবে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পবিত্র করেন। আল্লাহ সব দেখেন, সব জানেন।

তোমাদের মধ্যে যারা ঐশ্বর্য ও প্রাচুর্যের অধিকারী তারা যেন শপথ গ্রহণ না করে যে, তারা আত্মীয়স্বজন ও অভাবগৃস্তকে এবং আল্লাহর রাস্তায় যারা গহত্যাগ করেছে তাদেরকে কিছুই দেবে না। তারা যেন ওদেরকে ক্ষমা করে এবং ওদের দোষত্বটি উপেক্ষা করে। তোমরা কি চাও না যে, আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করেন ? আর আল্লাহ তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। — ২৪ সূরা নূর : ২১-২২

... আল্লাহ নিশ্চয়ই মানুষের প্রতি দয়াপরবশ, পরম দয়ালু। — ২২ সূরা হজ : ৬৫

আকাশ ও পথিবীর সার্বভৌমত্ব আল্লাহরই, তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন। তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। — ৪৮ সূরা ফাতাহ : ১৪

মুহাম্মদ আল্লাহর রসূল। তার সহচরগণ অবিশ্বাসীদের প্রতি কঠোর আর নিজেরা পরম্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল। আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় তুমি তাদেরকে রুক্ষ ও সিজদায় নথিত দেখবে। তাদের মুখের ওপর সিজদার চিহ্ন থাকবে, তাদের সম্বন্ধে এরূপ বর্ণনা রয়েছে তওরাতে, আর ইঞ্জিলেও। তাদের উপমা একটি চারাগাছ, যা থেকে গজায় কিশলয়, তারপর এ দৃঢ় ও পুষ্ট হয় এবং পরে কাণ্ডের ওপর শক্ত হয়ে দাঁড়ায় — চাষিকে আনন্দ দেয়। এভাবে আল্লাহ বিশ্বাসীদের উন্নতি ক'রে কাফেরদের অস্তর্জালা সৃষ্টি করেন। যারা বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে, আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা ও মহা-পুরস্কারের প্রতিক্রিয়া দিচ্ছেন। — ৪৮ সূরা ফাতাহ : ২৯

... আজ তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্ম পূর্ণ করলাম ও তোমাদের ওপর আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের ধর্ম মনোনীত করলাম। — ৫ সূরা মায়দা : ৩

তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ কর। আর তোমরা যখন বলেছিলে, ‘শ্ববণ করলাম ও মান্য করলাম’ তখন তিনি তোমাদেরকে যে-অঙ্গিকারে আবক্ষ করেছিলেন তাও স্মরণ কর এবং আল্লাহকে ভয় করো। অন্তরে যা আছে সে—সম্বন্ধে আল্লাহ নিশ্চয়ই তালো জানেন। — ৫ সূরা মায়দা : ১

হে বিশ্বাসিগণ ! তোমাদের ওপর আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ করো। যখন এক সম্প্রদায় তোমাদের ওপর হাত তুলতে চেয়েছিল আল্লাহ তাদের হাত ঠেকিয়ে দিয়েছিলেন। আর আল্লাহকে ভয় কর, আল্লাহর ওপরই তো বিশ্বাসীদের নির্ভর করা উচিত। — ৫ সূরা মায়দা : ১১

ইহুদি ও খ্রিস্টানগণ বলে, ‘আমরা আল্লাহর পুত্র ও তাঁর প্রিয় !’ বলো, ‘তবে কেন তিনি তোমাদের পাপের জন্য তোমাদেরকে শাস্তি দেন। না, তোমরা তাদেরই মতো মানুষ যাদেরকে

আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন। যাকে ইচ্ছা তিনি ক্ষমা করেন এবং যাকে ইচ্ছা তিনি শাস্তি দেন। আর আকাশ ও পৃথিবী আর তাদের মধ্যে যা—কিছু আছে তার সার্বভৌমত্ব আল্লাহরই। আর তাঁরই কাছে প্রত্যাবর্তন করতে হবে — ৫ সুরা মাযিদা : ১৮

কিন্তু কেউ অত্যাচার করার পর অনুশোচনা করলে ও নিজেকে সংশোধন করলে আল্লাহ তার প্রতি অনুকূল্পা করেন। আল্লাহ তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। — ৫ সুরা মাযিদা : ৩৯

হে বিশ্বসিগণ। তোমাদের মধ্যে কেউ তার ধর্ম থেকে ফিরে গেলে আল্লাহ এমন এক সম্প্রদায় আনবেন যাদেরকে তিনি ভালোবাসেন ও যারা তাঁকে ভালোবাসবে, তারা হবে বিশ্বসীদের প্রতি কোমল ও অবিশ্বাসীদের প্রতি কঠোর। তারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে ও কোনো নিন্দুকের নিন্দায় ভয় করবে না। এ আল্লাহর অনুগ্রহ যাকে ইচ্ছা তিনি দান করেন। আল্লাহ তো সর্বব্যর্যাপ্তি তত্ত্বজ্ঞানী। — ৫ সুরা মাযিদা : ৫৪

ওরা কি জানে না যে, আল্লাহ তাঁর দাসদের তওবা গ্রহণ করেন আর তিনি সাদকাহ গ্রহণ করেন? আল্লাহ তো ক্ষমাপরবশ, পরম দয়ালু। — ৯ সুরা তওবা : ১০৪

আল্লাহ অবশ্যই অনুগ্রহ করলেন নবির ওপর, আর মুহাম্মদের ওপর যারা সংকটের সময় তার (মুহাম্মদের) সাথে গিয়েছিল, এমন কি যখন এক দলের মনের বিকার হওয়ার উপক্রম হয়েছিল তখনও। পরে আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করলেন। তিনি তো ওদের ব্যাপারে ছিলেন দয়াপরবশ, পরম দয়ালু।

আর তিনি অপর তিনিজন (কাআর ইবনে মালিক, হিলাল ইবনে উমাইয়া ও মুরারা ইবনে বুবাই)কেও ক্ষমা করলেন যাদেরকে পেছনে ফেলে আসা হয়েছিল। পৃথিবী প্রশংস্ত হওয়া সঙ্গেও তাদের জন্য তা ছোট হয়ে আসছিল ও তাদের জীবন দুঃসঙ্গ হয়ে উঠেছিল। তারা বুঝতে পেরেছিল আল্লাহ ছাড়া কোনো আশুয় নেই। পরে আল্লাহ তাদেরকে অনুগ্রহ করলেন যাতে তারা অনুতপ্ত হয়। আল্লাহ তো ক্ষমাপরবশ, পরম দয়ালু। — ৯ সুরা তওবা : ১১৭-১১৮

যখন আসবে আল্লাহর সাহায্য ও বিজয়, আর তুমি মানুষকে দলে দলে আল্লাহর ধর্ম গ্রহণ করতে দেখবে, তখন তুমি তোমার প্রতিপালকের প্রশংসায় তাঁর পবিত্র মহিমা ঘোষণা করো ও তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো। তিনি তো ক্ষমাপরবশ। — ১১০ সুরা নাসর : ১-৩

আল্লাহর আদেশ ও নির্দেশ : আমার আদেশ তো এক কথায়, চেখের পলকের মতো। — ৫৪ সুরা কমর : ৫০

...জেনে রাখো, সৃষ্টি করা ও নির্দেশ দেওয়া তাঁরই কাজ। তিনি মহিমময় বিশ্বপ্রতিপালক। — ৭ সুরা আরাফ : ৫৪

তিনি যখন কিছু করতে ইচ্ছা করেন তখন তিনি কেবল বলেন ‘হও’, আর তা হয়ে যায়। — ৩৬ সুরা ইয়াসিন : ৮২

বলো, ‘আমি আমার প্রতিপালকের স্পষ্ট প্রমাণের ওপর নির্ভর করি, অথচ তোমরা তা প্রত্যাখ্যান করেছ। তোমরা যা সত্ত্ব চাচ্ছ তা আমার কাছে নেই। কর্তৃত তো আল্লাহরই। তিনি সত্য বয়ন করেন। আর তিনিই শ্রেষ্ঠ মীমাংসাকারী। — ৬ সুরা আন্তাম : ৫৭

তিনি যথাবিধি আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। যখন তিনি বলেন, ‘হও’, তখন তা হয়ে যায়। তাঁর কথাই সত্য। যেদিন শিঙায় ফুঁ দেওয়া হবে সেদিনকার কর্তৃত তো তাঁরই। অদ্য ও দৃশ্য সব কিছু তাঁর জানা। তিনিই তত্ত্বজ্ঞানী, সব খবর রাখেন। — ৬ সূরা আন্তাম ১৩

তিনি জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান; আর যখন তিনি কিছু করাবেন স্থির করেন তখন তিনি শুধু বলেন, ‘হও’, তখন তা হয়ে যায়। — ৪০ সূরা মুমিন ৬৮

... আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কোনো নির্দর্শন নিয়ে আসা কোনো রসূলের কাজ নয়। আল্লাহর আদেশ এলে ন্যায়সংগতভাবে ফয়সালা হয়ে যাবে, তখন মিথ্যাশুয়ীরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। — ৪০ সূরা মুমিন ৭৮

আল্লাহর আদেশ আসবেই। সুতরাং তা ভুবিত করতে চেয়ো না। তিনি মহিমান্বিত এবং ওরা যাকে শরিক করে তিনি তার উর্ধ্বে। — ১৬ সূরা নাহল ১

সরল পথের নির্দেশ আল্লাহর দায়িত্ব, কিন্তু পথের মধ্যে বাঁকা পথও আছে। তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদের সকলকেই সৎপথে পরিচালিত করতে পারতেন। — ১৬ সূরা নাহল ৯

আমি কোনো কিছু চাইলে সে-বিষয়ে আমার কথা কেবল এই যে, আমি বলি, ‘হও’, তখন তা হয়ে যায়। — ১৬ সূরা নাহল ১০

আল্লাহ অবশ্যই ন্যায়পরায়ণতা, সদাচারণ ও আত্মীয়সংজ্ঞনকে দানের নির্দেশ দেন। আর তিনি অঙ্গীলতা, অসৎ কার্য ও সীমালঙ্ঘন নিষেধ করেন। তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দেন যাতে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর। — ১৬ সূরা নাহল ১১০

তারা (রসূলেরা) আগ বাঢ়িয়ে কথা বলে না। তারা তো তাঁর আদেশ অনুসারেই কাজ করে। — ২১ সূরা আব্রিয়া ১২১

... অগ্র ও পশ্চাতের সিদ্ধান্ত আল্লাহরই। — ৩০ সূরা রাম ৮

আল্লাহ আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি; আর যখন তিনি কিছু করতে ঠিক করেন শুধু বলেন ‘হও’, তখন তা হয়ে যায়। — ২ সূরা বাকারা ১১৭

আল্লাহ ও তার রসূল কোনো বিষয়ে নির্দেশ দিলে কোনো বিশ্বাসী পুরুষ বা নারীর সে বিষয়ে তিনি সিদ্ধান্তের অধিকার থাকবে না। কেউ আল্লাহ ও তার রসূলকে অমান্য করলে সে তো স্পষ্টই পঞ্চসূর্য হবে। — ৩৩ সূরা আহজাব ৩৬

... আল্লাহর আদেশ কার্যকর হয়েই থাকে। — আহজাব ৩৩ ৩৭

... আল্লাহর বিধান সুনির্ধারিত। — আহজাব ৩৩ ৩৮

আলিফ-লাম-মিম-রা। এগুলো কিতাবের আয়াত, তোমার প্রতিপালক হতে তোমার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে তাই সত্য, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এতে বিশ্঵াস করে না। — ১৩ সূরা রাদ ১

... আল্লাহ হুকুম করেন, তাঁর হুকুমকে কেউ প্রতিহত করতে পারে না, আর তিনি হিসাব গ্রহণে তৎপর। — ১৩ সূরা রাদ ৪১

... নিশ্চয় আল্লাহ যা ইচ্ছা আদেশ করেন। — ৫ সুরা মায়িদা : ১

আল্লাহর আহ্বান : তোমরা বিনয়ের সাথে ও গোপনে তোমাদের প্রতিপালককে ডাকো। তিনি সীমা অতিক্রমকারীদেরকে ভালোবাসেন না। — ৭ সুরা আরাফ : ৫৫

তুমি তো মৃতকে তোমার কথা শোনাতে পারবে না, বধিরকেও না। ওরা যখন তোমার ডাক শোনে তখন ওরা মুখ ফিরিয়ে নেয়। তুমি অঙ্কদেরকেও ওদের ভূল পথ থেকে পথে আনতে পারবে না। যারা আমার নির্দশনে বিশ্বাস করে শুধু তারাই তোমার কথা শুনবে ; কারণ, তারা তো মুসলমান [আত্মসমর্পণকারী]। — ২৭ সুরা নমল : ৮০-৮১; ৩০ সুরা রাম : ৫২-৫৩

যারা শোনে শুধু তারাই সাড়া দেয়। আর মৃতকে আল্লাহ পুনরুজ্জীবিত করবেন। তারপর তাঁর দিকেই তাদেরকে ফিরিয়ে আনা হবে। — ৬ সুরা আনআম : ৩৬

বলো, ‘তোমরা ভেবে দেখ, আল্লাহর গভৰ তোমাদের ওপর পড়লে বা তোমাদের কাছে কিয়ামত উপস্থিত হলে যদি তোমরা সত্য কথা বলো তবে তোমরা কি আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকেও ডাকবে?’ না, শুধু তাঁকেই ডাকবে? তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদের দুঃখ দূর করবেন, আর তোমরা ভূলে যাবে যাকে তোমরা তাঁর শরিক করতে। — ৬ সুরা আনআম : ৪০-৪১

যে-ব্যক্তি আল্লাহর দিকে মানুষকে ডাক দেয়, সংক্ষজ্ঞ করে, আর বলে, ‘আমি তো মুসলমান [আত্মসমর্পণকারী], তার কথার চেয়ে উত্তম কথা আর কার?’ — ৪১ সুরা হা�-মিদ-সিজদা : ৩০

তোমাদের প্রতিপালক বলেন, ‘তোমরা আমাকে ডাকো, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব। যারা অহৎকারে আমার উপসনার বিমুখ তারা অপমানিত হয়ে জাহানামে প্রবেশ করবে’। — ৪০ সুরা মুমিন : ৬০

যারা বিশ্বাস করে ও সংকর্ম করে তিনি তাদের আহ্বানে সাড়া দেন এবং তাঁদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ বৃদ্ধি করেন। অবিশ্বাসীদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি। — ৪২ সুরা শূরা : ২৬

আল্লাহর সেই অবশ্যজ্ঞাবী নিধারিত দিন আসার পূর্বে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের ডাকে সাড়া দাও। সেদিন তোমাদের কোনো আশ্রয় থাকবে না, আর তোমাদের জন্য তা নিরোধ করারও কেউ থাকবে না। — ৪২ সুরা শূরা : ৪৭

তুমি মানুষকে হিকমত ও সং উপদেশ দিয়ে তোমার প্রতিপালকের পথে ডাক দাও ও ওদের সাথে ভালোভাবে আলোচনা কর। তাঁর পথ ছেড়ে যে বিপথে যায় তার সম্বন্ধে তোমার প্রতিপালক ভালো করেই জানেন। আর যে সংপথে থাকে তাকেও তিনি ভালো করেই জানেন। — ১৬ সুরা নাহল : ১২৫

আর আমার দাসরা যখন আমার সম্বন্ধে তোমাকে প্রশ্ন করে তখন (তুমি বলো) ‘আমি তো কাছেই আছি। যখন কোনো প্রার্থনাকারী আমাকে ডাকে আমি তার ডাকে সাড়া দিই। অতএব তারাও আমার ডাকে সাড়া দিক ও আমার ওপর বিশ্বাস রাখুক যাতে তারা ঠিক পথে চলতে পারে’। — ২ বাকারা : ১৮৬

আকাশ ও পৃথিবীর সংষ্ঠিতে এবং দিন ও রাত্রির পরিবর্তনে নির্দশন রয়েছে সেই বৈধশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য যারা দাঁড়িয়ে, বসে ও শুয়ে আল্লাহকে স্মরণ করে ও আকাশ

ও পৃথিবীর সংষ্টি সম্বন্ধে চিন্তা করে আর (বলে), ‘হে আমাদের প্রতিপালক ! তুমি এ নিরর্থক সংষ্টি কর নি। তুমি পবিত্র ! তুমি আমাদের আগন্তুর শাস্তি থেকে রক্ষা কর। হে আমাদের প্রতিপালক ! তুমি যাকে আগন্তুর ফেলবে তাকে তুমি নিশ্চয় হেয় করবে আর সীমালঙ্ঘনকারীদের কেউ সাহায্য করবে না। হে আমাদের প্রতিপালক ! আমরা এক আহ্বায়ককে বিশ্বাসের দিকে ডাক দিতে শুনেছি, ‘তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের ওপর বিশ্বাস কর !’ সুতরাং আমরা বিশ্বাস করেছি। হে আমাদের প্রতিপালক ! তুমি আমাদের পাপ ক্ষমা কর, আমাদের মন্দ কার্যগুলো দূর করে দাও আর আমাদের সৎকর্মশীলদের মতো মৃত্যু দাও। হে আমাদের প্রতিপালক ! তোমার রসুলদের মাধ্যমে আমাদের যা দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছ তা আমাদেরকে দাও আর কিয়ামতের দিন আমাদের হেয় কোরো না। তুমি প্রতিশ্রুতির খেলাপ কর না।’

তারপর তাদের প্রতিপালক তাদের ডাকে সাড়া দিয়ে বলেন, ‘আমি তোমাদের মধ্যে কোনো ক্ষমনিষ্ঠ নর বা নারীর কর্ম বিফল করি না। তোমরা পরম্পর সমান। সুতরাং যারা দেশত্যাগ করে পরবাসী হয়েছে, নিজের ঘর থেকে উৎখাত হয়েছে, আমার পথে নির্যাতিত হয়েছে, যুদ্ধ করেছে বা নিহত হয়েছে আমি তাদের মন্দ কাজগুলো অবশ্যই দূর করে দেব এবং অবশ্যই তাদেরকে দান করব জানাত যাব নিচে নদী বহুবে। এ আল্লাহর পুরুষ্কার। বস্তুত আল্লাহর কাছেই রয়েছে ভালো পুরুষ্কার। — ৩ সুরা আল-ই-ইমরান : ১৯০-১৯৫

তাদের জন্য ভালো যারা তাদেরকে প্রতিপালকের ডাকে সাড়া দেয়। যারা তাঁর ডাকে সাড়া দেয় না তাদের পৃথিবীতে যা—কিছু আছে সবই যদি তাদের থাকত ও তার সাথে তার সম্পরিমাণ আরও কিছু থাকত ওরা তা মুক্তিপণ হিসাবে দিতে রাজি হত। ওদের কড়া হিসাব নেওয়া হবে আর জাহানামে হবে ওদের বাস, আর বাসস্থান হিসেবে তা কর খারাপ ! — সুরা রাদ ১৩ : ১৮

আল্লাহর ইচ্ছা ও সার্বভৌমত্ব : ... এভাবে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথচার করেন ও যাকে ইচ্ছা পথনির্দেশ দেন। — ৭৪ সুরা মুদ্দাস্সির : ৩১

আল্লাহর ইচ্ছা না হলে কেউ এ (কোরান) থেকে গ্রহণ করতে পারবে না। তিনিই একমাত্র ভয় করবার যোগ্য পাত্র এবং তিনিই ক্ষমা করার অধিকারী। — ৭৪ সুরা মুদ্দাস্সির : ৫৬

এ তো শুধু বিশুজ্ঞতের জন্য উপদেশ। তোমাদের মধ্যে যে সরল পথে চলতে চায় তার জন্য। বিশুজ্ঞতের প্রতিপালক আল্লাহর অনুমতি না হলে তোমাদের মতি হয়না। — ৮১ সুরা তাক্বির : ২৭-২৯

যিনি নিজের ক্ষমতায় আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন তিনি কি ওগুলোর অনুরূপ সৃষ্টি করতে পারেন না ? হ্যা, তিনি তো মহাস্থান, সর্বজ্ঞ। তিনি যখন কিছু করতে ইচ্ছা করেন তখন তিনি কেবল বলেন ‘হও’, আর তা হয়ে যাব। তাই তো তিনি পবিত্র ও মহান, যিনি প্রত্যেক বিষয়ের সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী ; আর তাঁরই কাছে তোমরা ফিরে যাবে। — ৩৬ সুরা ইয়াসিন : ৮১-৮৩

তিনি যা ইচ্ছা তা করেন। — ৮৫ সুরা বুরুজ : ১৬

আকাশ ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব তাঁরই। তিনি কোনো সন্তান গ্রহণ করেন নি। সেই সার্বভৌমত্বে তাঁর কোনো শরিক নেই। তিনি সব কিছু সৃষ্টি করেছেন আর প্রত্যেককে তার যথোচিত প্রকৃতি দান করেছেন। — ২৫ সুরা ফোরকানঃ ২

তিনি আকাশ, পৃথিবী ও তাদের মধ্যে যা—কিছু আছে তার প্রতিপালক। সুতরাং তাঁরই উপাসনা কর আর তাঁর উপাসনায় ধৈর্ঘ্য ধর। তুমি কি তাঁর সমগুণবিশিষ্ট কাউকে জান ? — ১৯ সুরা মরিয়মঃ ৬৫

আকাশ, পৃথিবী ও তাদের অন্তর্ভুক্ত স্থানে ও ভূগর্ভে যা আছে তা তাঁরই। — ২০ সুরা তাহাঃ ৬

কাউকে প্রিয় মনে করলে তুমি তাকে সৎপথে আনতে পারবে না, তবে আল্লাহই যাকে ইচ্ছা সৎপথে আনেন ও তিনিই ভালো জানেন কারা সৎপথ অনুসরণ করে। — ২৮ সুরা কাসাসঃ ৫৬

তোমার প্রতিপালক যার জন্য ইচ্ছা তার জীবনের উপকরণ বাঢ়ান ও যার জন্য ইচ্ছা তা কমান, তিনি তাঁর দাসদের ভালোভাবে জানেন ও দেখেন। — ১৭ সুরা বনি-ইসরাইলঃ ৩০

আমিই জীবন দান করি ও মৃত্যু ঘটাই আর আমি চূড়ান্ত মালিকানার অধিকারী। — ১৫ সুরা ইহিজরঃ ২৩

তোমার প্রতিপালক ইচ্ছা করলে পৃথিবীতে যারা আছে সকলেই বিশ্বাস করত। তাহলে কি তুমি বিশ্বাসী হওয়ার জন্য মানুষের ওপর জবরদস্তি করবে ? আল্লাহর অনুমতি ছাড়া বিশ্বাস করা কারও সাধ্য নেই। আর যারা বোঝে না আল্লাহ তাদেরকে কল্পনালিপ্ত করেন। — ১০ সুরা ইউনুসঃ ১৯-১০০

বলো, ‘আকাশ ও পৃথিবীতে যা আছে তা কার ?’ বলো, ‘আল্লাহরই !’ দয়া করাকে তিনি তাঁর কর্তব্য বলে স্থির করেছেন। — ৬ সুরা আন্�‌আমঃ ১২

...আল্লাহ ইচ্ছা করলে নিশ্চয় সকলকে এক সঙ্গে সৎপথে আনতেন।... — ৬ সুরা আন্�‌আমঃ ৩৫

...আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বিপথগামী করেন এবং যাকে ইচ্ছা তিনি সরল পথে স্থাপন করেন। — ৬ সুরা আন্�‌আমঃ ৩৯

...তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদের দুঃখ দূর করবেন। আর তোমরা ভুলে যাবে যাকে তোমরা তাঁর শরিক করতে। — ৬ সুরা আন্�‌আমঃ ৪১

...আমি যাকে ইচ্ছায় মর্যাদায় উন্নত করি। তোমার প্রতিপালক তো প্রজ্ঞাময় তত্ত্বজ্ঞানী। — ৬ সুরা আনানামঃ ৮৩

এ আল্লাহর পথ। নিজের দাসদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তিনি এ দিয়ে সৎপথে পরিচালিত করেন। — ৬ সুরা আন্�‌আমঃ ৮৮

... যদি তোমার প্রতিপালক ইচ্ছা করতেন তবে তারা এ করত না। তাই তুমি তাদেরকে ও তাদের মিথ্যা রচনাকে পরিত্যাগ কর। আর তারা এ জন্যে প্রয়োচিত করে যে, যারা পরকালে বিশ্বাস করে না, তাদের মন যেন ওর প্রতি অনুরাগী হয় ও তারা যেন তা

নিয়ে তুষ্ট হয়, আর তারা যা করে তাতে যেন তারা লিপ্ত থাকতে পারে। — ৬ সুরা আন্নাম : ১১২-১১৩

তোমার প্রতিপালক অভাবমুক্ত, দয়শীল। তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদের সরিয়ে দিতে পারেন আর তোমাদেরকে পরে যাকে ইচ্ছা তোমাদের জায়গায় বসাতে পারেন, যেমন তোমাদেরকে তিনি অন্য এক সম্প্রদায়ের বৎশ হতে সৃষ্টি করেছেন। — ৬ সুরা আন্নাম : ১৩০

যারা শিরক করেছে তারা বলবে, ‘আল্লাহ যদি ইচ্ছা করতেন তবে আমরা ও আমাদের পূর্বপুরুষরা শিরক করতাম না, আর কোনো কিছুই নিষিদ্ধ করতাম না।’ এভাবে তাদের পূর্ববর্তীরাও প্রত্যাখ্যান করেছিল, শেষে তারা আমার শাস্তি ভোগ করেছিল। বলো, ‘তোমাদের কাছে কোনো প্রমাণ আছে কি? থাকলে আমার কাছে তা পেশ করো। তোমরা শুধু কল্পনারই অনুসরণ কর, শুধু মিথ্যাই বলো।’

বলো, ‘চূড়ান্ত প্রমাণ তো আল্লাহরই, তিনি যদি ইচ্ছা করতেন তবে তোমাদের সকলকে সংপত্তি পরিচালিত করতেন।’ — ৬ সুরা আন্নাম : ১৪৮-১৪৯

বলো, আমার প্রতিপালক যার প্রতি ইচ্ছা তার জীবনের উপকরণ বর্ধিত করেন বা সীমিত করেন। কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানে না।’ — ৩৪ সুরা সাবা : ৩৬

বলো, ‘আমার প্রতিপালক তাঁর দাসদের মধ্যে যার প্রতি ইচ্ছা তার জীবনের উপকরণ বর্ধিত বা সীমিত করেন। তোমরা যা—কিছু ব্যয় করবে তিনি তার প্রতিদান দেবেন, তিনি তো শ্রেষ্ঠ জীবিকাদাতা।’ — ৩৪ সুরা সাবা : ৩৯

... তিনিই আল্লাহ তোমাদের প্রতিপালক। সার্বভৌমত্ব তাঁরই, তিনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। তাই তোমরা মুখ ফিরিয়ে কোথায় চলেছে? — ৩৯ সুরা জুমার : ৬

আল্লাহ অবতীর্ণ করেছেন উন্মত বাণীসংবলিত এমন এক কিতাব যাতে একই কথা নানাভাবে বারবার বলা হয়েছে। যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করে তাদের দেহ এতে রোমাঞ্চিত হয়, তারপর তাদের দেহ ও মন প্রশংস্ত হয়ে আল্লাহর স্মরণে ঝুঁকে পড়ে। এই আল্লাহর পথবিনিদেশ, তিনি যাকে ইচ্ছা এ দিয়ে পঞ্চপ্রদর্শন করেন। আর আল্লাহ যাকে বিভাস করেন তার কোনো পথ প্রদর্শক নেই। — ৩৯ সুরা জুমার : ২৩

বলো, ‘সব সুপারিশ আল্লাহরই এখতিয়ারে। আকাশ ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব আল্লাহরই। তারপর তাঁরই কাছে তোমাদেরকে ফিরিয়ে আনা হবে।’ — ৩৯ সুরা জুমার : ৪৪

আকাশ ও পৃথিবীর চাবি তাঁরই কাছে। তিনি যার জন্য ইচ্ছা তার জীবনের উপকরণ বাঢ়ান। তাঁর তো সব বিষয়ে ভালো করে জানা। — ৪২ সুরা শুরা : ১২

... আল্লাহ যাকে ইচ্ছা ধর্মের প্রতি টানেন আর যে তাঁর দিকে মুখ ফেরায় তাকে ধর্মের দিকে পরিচালিত করেন। — ৪২ সুরা শুরা : ১৩

আল্লাহ তাঁর দাসদের দয়া করেন; তিনি যাকে ইচ্ছা জীবনের উপকরণ দান করেন। তিনি প্রবল পরাক্রমশালী। — ৪২ সুরা শুরা : ১৪

আকাশ ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব আল্লাহরই। তিনি যা ইচ্ছা তা—ই সৃষ্টি করেন। তিনি যাকে ইচ্ছা কন্যা বা পুত্র দান করেন বা পুত্র কন্যা দুই—ই দান করেন, আর যাকে ইচ্ছা তিনি বন্ধ্য করে দেন। নিশ্চয় তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমূল। — ৪২ সুরা শুরা : ৪৯-৫০

কখনোই তুমি কোনো ব্যাপারে বোলো না, ‘আমি ওটা আগামীকাল করব, ‘ইনশাআল্লাহ্’ [আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে] না বলে। যদি ভূলে যাও তবে তোমার প্রতিপালককে স্মরণ কোরো ও বোলো, ‘স্মরত আমার প্রতিপালক আমাকে গুহাবাসীর কাহিনীর চেয়েও নিকটতর সত্যের পথের নির্দেশ দেবেন।’ — ১৮ সুরা কাহাফঃ ১৩-২৪

আল্লাহর আদেশ আসবেই। সুতরাং তা ভুলান্তি করতে চেয়ে না। তিনি মহিমান্তি ও ওরা যাকে শরিক করে তিনি তো তার উর্ধ্বে। ‘আমি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, সুতরাং আমাকেই ভয় কর’ — এই মর্মে সতর্ক করার জন্য তিনি তাঁর ইচ্ছানুযায়ী তাঁর দাসদের মধ্যে যার ওপর ইচ্ছা প্রত্যাদেশ দিয়ে ফেরেশতা পাঠান। — ১৬ সুরা আন্তাম : ১-২

আকাশ ও পৃথিবীতে যা-কিছু তা তাঁরই, আর সকল সময়ের জন্য কর্তব্য তাঁরই প্রতি। তোমরা কি আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকে ভয় করবে? — ১৬ সুরা নাহল : ৫২

আমি প্রত্যেক রসূলকেই তার স্বজাতির ভাষাভাষী ক'রে পাঠিয়েছি, তাদের কাছে পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করার জন্য। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা বিভাস্ত করেন ও যাকে ইচ্ছা সংপথে পরিচালিত করেন; আর তিনি শক্তিমান তত্ত্বজ্ঞানী। — ১৪ সুরা ইব্রাহিম : ৪

বলো, ‘যদি তোমরা জান তবে বলো, এই পৃথিবী আর এতে যারা আছে তারা কার?’

ওরা বলবে, ‘আল্লাহর।’ বলো, ‘তবে কেন তোমরা শিক্ষা নেবে না?’

বলো, ‘কে সাত আসমান ও আরশের মালিক।’

ওরা বলবে, ‘আল্লাহ্।’ বলো, ‘তবে কেন তোমরা সাবধান হবে না?’

বলো, ‘যদি তোমরা জান, তবে আমাকে বলো, সব কিছুর কর্তৃত কার হাতে, যিনি রক্ষা করেন ও যার ওপর আর রক্ষক নেই?’

ওরা বলবে, ‘আল্লাহর।’ বলো, ‘তবুও তোমরা কেমন করে বিভাস্ত ইচ্ছ? এবৎ, আমি তো ওদের কাছে সত্য পৌছিয়েছি: কিন্তু ওরা তো যিথ্যে কথা বলে। — ২৩ সুরা মুমিনুন : ৮৪-৯০

মহামহিময় তিনি যিনি সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান, যিনি মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করেছেন তোমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য কে তোমাদের মধ্যে কর্মে উত্তম। তিনি পরাক্রমশালী, ক্ষমাশালী। — ৬৭ সুরা মূলক : ১-২

তাঁর ইচ্ছামতো আকৃতিতে তিনি তোমাকে গঠন করেছেন। — ৮২ সুরা ইন্ফিতার : ৮

... তিনি যাকে ইচ্ছা সাহায্য করেন এবং তিনি পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু। — ৩০ সুরা বুম : ৫

ওরা কি লক্ষ করে না, আল্লাহ্ যার জন্য ইচ্ছা তার জীবনের উপকরণ বাঢ়ান বা তা কমান। এর মধ্যে তো বিশাসী সম্প্রদায়ের জন্য নির্দেশন রয়েছে। — ৩০ সুরা বুম : ৩৭

তিনি যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন ও যাকে ইচ্ছা অনুগ্রহ করেন। তোমাদেরকে তাঁরই কাছে ফিরিয়ে আনা হবে। — ২৯ সুরা আনকাবুত : ২১

আল্লাহ্ তাঁর দাসদের মধ্যে যার জন্য ইচ্ছা তার জীবনের উপকরণ বাঢ়ান ও যার জন্য ইচ্ছা তা কমান। আল্লাহ্ তো সব বিষয়ই ভালো করে জানেন। — ২৯ সুরা আনকাবুত : ৬২

... আল্লাহ, যাকে ইচ্ছা বিশেষভাবে আপন দয়ার পাত্ররাপে মনোনীত করেন। আর আল্লাহ তো মহা অনুগ্রহশীল। — ২ সুরা বাকারা : ১০৫

তুমি কি জান না, আকাশ ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহরই, আর আল্লাহ ছাড়া তোমাদের কোনো অভিভাবক নেই, কেউ সাহায্যও করবে না। — ২ সুরা বাকারা : ১০৭

... আল্লাহ, যাকে ইচ্ছা অশেষ জীবিকা দান করেন। — ২ সুরা বাকারা : ২১২

... আল্লাহ, যাকে ইচ্ছা সরল পথে পরিচালিত করেন। — ২ সুরা বাকারা : ২১৩

... আর যদি আল্লাহ ইচ্ছা করতেন তবে তাদের কাছে স্পষ্ট প্রমাণ আসার পরে তারা নিজেদের মধ্যে ঝগড়াবিবাদ করত না। কিন্তু তাদের মধ্যে মতভেদ ঘটল ; ফলে তাদের কিছু বিশ্বাস করল আর কিছু অবিশ্বাস করল। আল্লাহ ইচ্ছা করলে তারা যুক্তিগ্রহে লিপ্ত হত না, কিন্তু আল্লাহ যা ইচ্ছা তাই করেন। — ২ সুরা বাকারা : ২৫৩

আকাশে ও পৃথিবীতে যা—কিছু আছে সবই আল্লাহরই। তোমাদের মনে যা আছে তা প্রকাশ কর বা গোপন রাখ, আল্লাহ তার হিসাব তোমাদের কাছ থেকে নেবেন। তারপর যাকে ইচ্ছা তিনি ক্ষমা করবেন ও যাকে খুশি শাস্তি দেবেন। আল্লাহ তো সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। — ২ সুরা বাকারা : ২৮৪

আল্লাহর কাছে আকাশ ও পৃথিবীর কোনো কিছুই তো গোপন নেই। তিনিই মাত্রগতে যেভাবে ইচ্ছা তোমাদের আকৃতি গঠন করেন। তিনি ব্যক্তিত অন্য কোনো উপাস্য নেই। তিনি প্রবল পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়। — ৩ সুরা আল-ই-ইমরান : ৫-৬

বল, ‘হে সার্বভৌম শক্তির মালিক আল্লাহ! তুমি যাকে ইচ্ছা রাজ্য দাও, আর যার থেকে ইচ্ছা রাজ্য কেড়ে নাও, আর যাকে ইচ্ছা সম্মানিত কর, আর যাকে ইচ্ছা অপমানিত কর। কল্যাণ তোমার হতেই। নিশ্চয় তুমি সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান। তুমি রাত্রিকে দিনে, দিনকে রাত্রিতে পরিবর্তন কর, আর তুমই মৃত হতে জীবন্তের আবির্ভাব ঘটাও, আবার জীবন্ত থেকে মৃত্যের আবির্ভাব ঘটাও। তুমি যাকে ইচ্ছা অপরিমিত জীবনের উপকরণ দান কর।’ — ৩ সুরা আল-ই-ইমরান : ২৬-২৭

... আল্লাহ যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। তিনি যখন কিছু স্থির করেন তখন বলেন ‘হও’, আর তখনই তা হয়ে যায়। — ৩ সুরা আল-ই-ইমরান : ৪৭

... বলো, ‘অনুগ্রহ আল্লাহরই হাতে, তিনি যাকে ইচ্ছা তা দান করেন। আল্লাহ মহানুভব সর্বজ্ঞ। যাকে ইচ্ছা তিনি নিজের অনুগ্রহের জন্য বিশেষ করে বেছে নেন। আর আল্লাহ মহা অনুগ্রহশীল।’ — ৩ সুরা আল-ই-ইমরান : ৭৩-৭৪

আকাশে ও পৃথিবীতে যা—কিছু আছে সব আল্লাহরই। তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল পরম দয়ালু। — ৩ সুরা আল-ই-ইমরান : ১২৯

আকাশ ও পৃথিবীর সার্বভৌম ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহরই, আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। — ৩ সুরা আল-ই-ইমরান : ১৮৯

আর আকাশ ও পৃথিবীতে যা—কিছু আছে সব আল্লাহরই এবং সব কিছুকে আল্লাহ পরিবেষ্টন করে রঁয়েছেন। — ৪ সুরা নিসা : ১২৬

আকাশে ও পৃথিবীতে যা-কিছু আছে সব আল্লাহরই। তোমাদের পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে তাদেরকে ও তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছি যে তোমরা আল্লাহকে ভয় করবে। আর তোমরা অবিশ্বাস করলেও আকাশে ও পৃথিবীতে যা-কিছু আছে তা আল্লাহরই। আর আল্লাহ অভাবমুক্ত, প্রশংসার্হ। — ৪ সুরা নিসা : ১৩১

... আর আকাশে ও পৃথিবীতে যা-কিছু আছে সবই আল্লাহর আর কর্মবিধানে আল্লাহই যথেষ্ট। — ৪ সুরা নিসা : ১৩২ ; ৪ সুরা নিসা : ১৭১

আকাশ ও পৃথিবীতে যা-কিছু আছে সবই আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। তিনি পরাক্রমশালী, তত্ত্বজ্ঞানী। আকাশ ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব তাঁরই, তিনি জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান, তিনি সববিষয়ে সর্বশক্তিমান। — ৫৭ সুরা হাদিদ : ১-২

আল্লাহ যার জন্য ইচ্ছা তার জীবনের উপকরণ বাঢ়ান ও যার জন্য ইচ্ছা তা কমান। — ১৩ সুরা রাম : ২৬

তিনি যাকে ইচ্ছা তাঁর অনুগ্রহের অন্তর্ভুক্ত করেন; কিন্তু সীমালংঘনকারীদের জন্য তো তিনি প্রস্তুত রেখেছেন তয়ানক শাস্তি। — ৭৬ সুরা দাহর : ৩১

আকাশ ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব আল্লাহরই ও তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তনশীল। — ২৪ সুরা নুর : ৪২

আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা-কিছু আছে সমস্তই তাঁর পবিত্র মহিমা কীর্তন করে, সার্বভৌমত্ব তাঁরই। প্রশংসন ও তাঁরই। তিনি সববিষয়ে সর্বশক্তিমান। — ৬৪ সুরা তাগাবুন : ১

আল্লাহ যাকে হেয় করেন তাকে কেউ সশ্মানিত করতে পারে না। আল্লাহ অবশ্যই যা ইচ্ছা তাই করেন। — ২২ সুরা হজ : ১৮

আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর বাহিনীসমূহ আল্লাহরই এবং আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। — ৪৮ সুরা ফাতাহ : ১

আকাশ ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব আল্লাহরই, তিনি যাকে ইচ্ছা করেন আর যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন। তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। — ৪৮ সুরা ফাতাহ : ১৪

... নিশ্চয় আল্লাহ যা ইচ্ছা তা-ই আদেশ করেন। — ৫ সুরা মায়দা : ১

... আকাশ ও পৃথিবীর আর তাদের মাঝে যা-কিছু আছে তার সার্বভৌমত্ব আল্লাহরই। তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন, আর আল্লাহ তো সববিষয়ে সর্বশক্তিমান। — ৫ সুরা মায়দা : ১৭

... যাকে ইচ্ছা তিনি ক্ষমা করেন এবং যাকে ইচ্ছা তিনি শাস্তি দেন। আর আকাশ ও পৃথিবী এবং তাদের মধ্যে যা-কিছু আছে তার সার্বভৌমত্ব আল্লাহরই। আর তাঁরই কাছে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। — ৫ সুরা মায়দা : ১৮

তুমি কি জান না যে, আকাশ ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব আল্লাহরই? যাকে ইচ্ছা তিনি শাস্তি দেন, যাকে ইচ্ছা তিনি ক্ষমা করেন, আর আল্লাহ সববিষয়ে শক্তিমান। — ৫ সুরা মায়দা : ৪০

... আর আল্লাহ যার পদচূড়তি চান তার জন্য আল্লাহর কাছে তোমার কিছুই করার নেই। — ৫ সুরা মায়দা : ৪১

...এ আল্লাহর অনুগ্রহ যাকে ইচ্ছা তিনি দান করেন। আর আল্লাহ তো সর্বব্যাপী তত্ত্বজ্ঞানী। — ৫ সুরা মায়দা : ৫৪

... আল্লাহর দু হাতই খোলা, যে ভাবে ইচ্ছা তিনি দান করেন। — ৫ সুরা মায়দা : ৬৪

... আল্লাহ যার প্রতি ইচ্ছা তার ওপর ক্ষমাপরবশ হন, আল্লাহ সর্বজ্ঞ তত্ত্বজ্ঞানী। — ৯ সুরা তওবা : ১৫

আকাশ ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব নিশ্চয় আল্লাহর। তিনিই জীবন দান করেন। আর তিনিই যত্ন ঘটান। আল্লাহ ছাড়া তোমাদের কোনো অভিভাবক নেই, সাহায্যকারীও নেই। — ৯ সুরা তওবা : ১১৬

আল্লাহর উপমা : আমি এই কোরআনে মানুষের জন্য সর্বপ্রকার দৃষ্টান্ত উপস্থিত করেছি যাতে ওরা উপদেশ গ্রহণ করে। — ৩০ সুরা জুমার : ২৭

আল্লাহ উপমা দিচ্ছেন (একদিকে) অপরের অধিকারভূক্ত এক দাস যার কোনো কিছুর ওপর কোনো নিয়ন্ত্রণ নাই আর (অপরদিকে) এমন একজন যাকে তিনি নিজ থেকে ভালো জীবনের উপকরণ দিয়েছেন, যার থেকে সে গোপনে ও প্রকাশে ব্যয় করে। ওরা কি সমান? সকল প্রশংসন্মা আল্লাহরই প্রাপ্তি। অথচ ওদের অধিকাংশই এ জানে না। আল্লাহ আরও উপমা দিচ্ছেন দুই ব্যক্তির : একজন মৃক — কোনো—কিছুরই শক্তি রাখে না, আর সে তার প্রভূর ভারস্বরূপ, তাকে যেখানেই পাঠানো হোক—না কেন সে ভালো কিছু করে আসতে পারে না, সে কি সমান হবে ঐ ব্যক্তির যে ন্যায়ের নির্দেশ দেয় ও যে আছে সরল পথে? — ১৬ সুরা নাহল : ৭৫-৭৬

তাদেরকে তুমি সেই লোকের কথা শোনাও যাকে আমি নির্দেশনাবলি দিয়েছিলাম, কিন্তু সে তা বর্জন করে, (আর কেমন করে) শয়তান তার পিছনে লাগে এবং সে বিপর্যাসীদের অন্তর্ভুক্ত হয়। আর আমি ইচ্ছা করলে এর মাধ্যমে তাকে উচ্চ মর্যাদা দিতে পারতাম, কিন্তু সে দুনিয়ার প্রতি আসক্ত হল ও তার কামনা-বাসনার অনুসরণ করল। তার অবস্থা কুরুরের মতো, ওকে তুমি কষ্ট দিলে সে জিহ্বা বার ক'রে হাঁপাতে থাকে আর তুমি কষ্ট না দিলেও জিহ্বা বার ক'রে হাঁপায়। যে-সম্প্রদায় আমার নির্দেশনসমূহকে প্রত্যাখ্যান করে তাদের অবস্থান তেমনি। সুতরাং তুমি এই কাহিনী বর্ণনা কর যাতে তারা চিন্তা করে। যে-সম্প্রদায় আমার নির্দেশনাবলিকে মিথ্যা বলে ও নিজেদের প্রতি অনাচার করে তাদের অবস্থা কী খারাপ! — ৭ সুরা আরাফ : ১৭৫-১৭

দুটো দলের উপমা অক্ষ ও বধিরের, আর যারা দেখতেও পায় ও শুনতেও পায়। তুলনায় দুটো কি সমান? তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না? — ১১ সুরা হুদ : ২৪

তুমি ওদের কাছে একটি উপমা বয়ান কর, দুই ব্যক্তির উপমা। ওদের একজনকে আমি দিয়েছিলাম দুটো আঙুরের বাগান আর এ—দুটোকে আমি খেজুরগাছ দিয়ে ধিরে দিয়েছিলাম আর দুয়ের মাঝে দিয়েছিলাম শস্যক্ষেত। দুটো বাগানই ফল দিত ও তাতে কোনো কসুর করত না। আর দুইয়ের ফাঁকে ফাঁকে আমি নদী বইয়ে দিয়েছিলাম। আর তার প্রচুর ধনসম্পদ ছিল। তারপর কথায়—কথায় সে তার বন্ধুকে বলল, ‘ধনসম্পদে আমি তোমার থেকে বড় ও জনবলেও তোমার চেয়ে শক্তিশালী।’

এভাবে নিজের ওপর অত্যাচার করে সে তার বাগানে ঢুকল। সে বলল, ‘আমি মনে করি না যে এ কখনও ধৰ্ষণ হবে। আমি মনে করি না যে, কিয়ামত হবে। আর যদি আমাকে আমার প্রতিপালকের কাছে ফিরিয়ে নেওয়া হয় তবে আমি তো নিশ্চয়ই এর চেয়ে ভালো আয়গা পাব।’

তার সঙ্গী তার তর্কের উপরে তাকে বলল, ‘তুমি কি তাঁকে অস্বীকার করছ যিনি তোমাকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন ও তারপর শুক্র থেকে আর তারপর পূর্ণদ্ব করেছেন মানুষের অবয়বে ? আল্লাহই আমার প্রতিপালক আর আমি কাউকেও আমার প্রতিপালকের অঙ্গী করি না। তুমি যখন ধনে ও সন্তানে আমাকে তোমার চেয়ে কম দেখলে তখন তোমার বাগানে ঢুকে তুমি কেন বললে না, আল্লাহ যা চেয়েছেন তা-ই হয়েছে, আল্লাহর সাহায্য ছাড়া কোনো শক্তি নেই।’ হয়তো আমার প্রতিপালক আমাকে তোমার বাগানের চেয়ে আরও ভালো কিছু দেবেন আর তোমার বাগানে আকাশ থেকে আগুন ঝরাবেন, যার ফলে তা গাছপালাশূন্য মাটি হয়ে যাবে, বা ওর পানি মাটির নিচে হারিয়ে যাবে আর তুমি কখনও তাকে ফিরিয়ে আনতে পারবে না।’

তার ফলগুলো ধৰ্ষণ হয়ে গেল। আর সেখানে যা সে ব্যয় করেছিল তা মাচাসমেত যখন পড়ে গেল তখন সে হাত মুচড়ে আক্ষেপ করতে লাগল। সে বলতে লাগল, ‘হায় আমি যদি কাউকে আমার প্রতিপালকের শরিক না করতাম !’ আর আল্লাহ ছাড়া তাকে সাহায্য করার কোনো লোক ছিল না, আর সে নিজেও কোনো সুরাহা করতে পারল না। এক্ষেত্রে অভিভাবকভূতের অধিকার সেই আল্লাহর যিনি সত্য। পুরুষ্কার দানে ও পরিণাম-নির্ণয়ে তিনিই শ্রেষ্ঠ। — ১৮ সুরা কাহাফঃ ৩২-৪৫

ওদের কাছে পার্থিব জীবনের উপমা উপস্থিত করো। এ পানির মতো যা আমি বর্ষণ করি আকাশ থেকে, যার দ্বারা মাটির গাছপালা ঘন হয়ে ওঠে, তারপর তা শুকিয়ে এমন চুরচুর হয় যে বাতাস তাকে উড়িয়ে নিয়ে যায়। আল্লাহ তো সববিষয়ে শক্তিমান। — ১৮ সুরা কাহাফঃ ৪৫

তুমি কি লক্ষ কর না আল্লাহ, কিভাবে উপমা দিয়ে থাকেন ? ভালো কথার উপমা ভালো গাছ যার জড় শক্ত ও ডালগালা ওপরে ছড়ানো, যা প্রত্যেক মৌসুমে তার প্রতিপালকের আজ্ঞায় ফল দেয়। আর আল্লাহ মানুষের জন্য উপমা দিয়ে থাকেন যাতে তারা শিক্ষা লাভ করে। অসার কথার তুলনা অসার গাছ যার জড় মাটি থেকে বিছিন্ন, যার কোনো স্থায়িত্ব নেই। — ১৪ সুরা ইব্রাহিমঃ ২৪-২৬

যারা আল্লাহর পরিবর্তে অন্যকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে তাদের উপমা মাকড়সা। সে নিজের জন্য বাসা তৈরি করে, অর্থ ঘরের মধ্যে মাকড়সার বাসাই দুর্বলতম, অবশ্য যদি ওরা তা জানত। ওরা আল্লাহর পরিবর্তে যে-কাউকেই ডাকুক আল্লাহ, তা জানেন, আর তিনি শক্তিমান, তত্ত্বজ্ঞানী। মানুষের জন্য আমি এসব দৃষ্টান্ত দেই। কিন্তু কেবল জ্ঞানী বাস্তিরাই এ বুঝতে পারে। আল্লাহ, যথাযথভাবে আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। এর মধ্যে অবশ্যই নির্দর্শন রয়েছে বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য। — ২৯ সুরা আন্কাবুতঃ ৪১-৪৪

এরাই সংৎপথের বিনিয়োগ ভাস্তপথ কিনেছে। সুতৰাং তাদের ব্যবসা লাভজনক হয়নি। তারা সংৎপথেও পরিচালিত নয়। তাদের উপমা এমন এক ব্যক্তি যে আগুন ছেলে তার

চারদিক আলোকিত করে, তারপর আল্লাহ সেই আলো সরিয়ে দেন ও তাদের ঘোর অঙ্ককারে ফেলে দেন আর তারা আর কিছুই দেখতে পায় না। তারা বধির, বোবা, অঙ্ক ; সুতরাং তারা ফিরবে না। বা, যেমন আকাশ থেকে মূলধারে বটি পড়ছে, তার মধ্যে ঘোর অঙ্ককার, বজ্রের গর্জন ও বিদ্যুত্তের ঝলকানি। বজ্রধনি হলে মৃত্যুর ভয়ে তারা কানে আঙুল দেয়। আল্লাহ অবিশ্বাসীদেরকে ঘিরে রেখেছেন। বিদ্যুত্তের ঝলকানি তাদের দ্বিতীয়ক্ষিকে প্রায় কেড়ে নেয়। যখনই বিদ্যুত্তের আলো তাদের সামনে উদ্ভাসিত হয় তারা তখনই পথ চলতে থাকে, আর যখন অঙ্ককার ছেয়ে ফেলে তখন তারা থমকে দাঁড়ায়। আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাদের শ্রবণ ও দ্বিতীয়ক্ষিক নিয়ে নিতে পারেন। আল্লাহ তো সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। — ২ সুরা বাকারা : ১৬-২০

আল্লাহ মশা বা তার চেয়ে বড় কোনো জিনিসের উদাহরণ দিতে বিব্রতবোধ করেন না। তাই যারা বিশ্বাস করে তারা জানে যে, এ-সত্য উপমা তাদের প্রতিপালকের কাছ থেকে এসেছে ; কিন্তু যারা অবিশ্বাস করে তারা বলে, ‘আল্লাহ কি উদ্দেশ্যে এমন এক উপমা দিয়েছেন ?’ এ দিয়ে তিনি অনেককে বিভ্রান্ত করেন, আবার অনেককে সংপত্তি পরিচালিত করেন। আসলে সত্যত্যাগীদেরকে ছাড়া আর কাউকেও তিনি বিভ্রান্ত করেন না। যারা আল্লাহর সঙ্গে দৃঢ় অঙ্গীকার করে তা ভঙ্গ করে, আল্লাহ যে সম্পর্ক অঙ্কণ রাখতে আদেশ করেছেন তা ছির করে ও পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করে বেড়ায়, তারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত। — ২ সুরা বাকারা : ২৬-২৭

আর যারা অবিশ্বাস করে তাদের উপমা, কোনো ব্যক্তি এমন কিছুকে ডাকে যা হাঁকড়াক ছাড়া আর কিছুই শোনে না — তারা বধির, বোবা ও অঙ্ক ; তাই তারা কিছুই বুঝতে পারে না। — ২ সুরা বাকারা : ১৭১

আর যখন ইত্তাহিম বলল, ‘হে আমার প্রতিপালক ! আমাকে দেখাও কিভাবে তুমি মৃতকে জীবিত কর !’

তিনি বললেন, ‘তুমি কি এ বিশ্বাস কর না ?’

সে বলল, ‘নিশ্চয়ই করি, তবে কেবল আমার মনকে বুঝ দেওয়ার জন্য !’

তিনি বললেন, ‘তবে চারটি পাখি ধরে ওদের বশ কর। তারপর ওদের একেক অংশ পাহাড়ে রেখে আসো। তারপর ওগুলোকে ডাক দাও। ওগুলো দৌড়ে তোমার কাছে চলে আসবে। জেনে রাখো যে, আল্লাহ প্রবল পরাক্রমশালী তত্ত্বজ্ঞানী !’

যারা আল্লাহর পথে আপন ধনসম্পদ ব্যয় করে, তাদের উপমা একটা শস্যবীজের মতো যা থেকে সাতটি শীষ জন্মে, প্রতিটি শীষে থাকে একশত দানা। আর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বহুগুণে বাড়িয়ে দেন। আল্লাহ প্রাচুর্যময় মহাজ্ঞানী। — ২ সুরা বাকারা : ২৬০-২৬১

হে বিশ্বাসিগণ দানের কথা প্রচার ক'রে বা কষ্ট দিয়ে (খোঁটা দিয়ে) তোমরা তোমাদের দানকে নষ্ট কোরো না এই লোকের মতো যে নিজের ধন লোকদেখানোর জন্য ব্যয় করে ও আল্লাহ এবং পরকালে বিশ্বাস করে না। তার উপমা একটা শক্ত পাথর যার ওপর কিছু মাটি থাকে, পরে তার ওপর প্রবল বৃষ্টি পড়ে তাকে মসৃণ করে ফেলে। যা তারা উপার্জন করেছে তার কিছুই তারা কাজে লাগাতে পারবে না। আল্লাহ তো অবিশ্বাসী সম্পদায়কে সংপ্রদেশ

পরিচালিত করেন না। অপরদিকে যারা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ও নিজের হৃদয়কে দৃঢ় করার জন্য তাদের ধনসম্পদ ব্যয় করে, তাদের তুলনা উচু জায়গার একটা বাগান যেখানে মুষলধারে বৃষ্টি হয় ও তার ফলে ফলমূল ছিগুণ জন্মে। আর মুষলধারে বৃষ্টি না হলে শিশিরই (সেখানে) যথেষ্ট। তোমরা যা কর আল্লাহ তা ভালো করেই দেখেন।

তোমাদের কেউ কি চায় যে তার খেজুর ও আঙুরের একটা বাগান থাকবে যার নিচ দিয়ে নদী বইবে আর যেখানে সব রকমের ফলমূল থাকবে, আর যখন সে বুড়ো হয়ে পড়বে ও তার অসহায় দুর্বল ছেলেময়েও থাকবে (তখন) সেখানে এক অগ্নিবারা ঘূর্ণি ঝড় হানা দেবে আর তা জলে-পুড়ে থাক হয়ে যাবে। এভাবে আল্লাহ তাঁর সব নির্দশন তোমাদের জন্য স্পষ্ট করে প্রকাশ করেন যাতে তোমরা বুঝতে পার। — ২ সুরা বাকারা : ২৬৪-২৬৬

আল্লাহর প্রতি আহবানই বাস্তব। যারা তাঁকে ছাড়া অন্যকে ডাকে শুরা তাদেরকে কেনো সাড়া দেয় না। তাদের দৃষ্টান্ত সেই ব্যক্তির মতো যে তার মুখে পানি পৌছে দেওয়ার আশায় এমন পানির দিকে তার হাত দুটো বাড়ায় যা তার মুখে পৌছাবার নয়। অবিশ্বাসীদের আহবান তো নিষ্ফল। — ১৩ সুরা রাদ : ১৪

তিনি আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেন, নদীনালাগুলো পাত্র অনুসারে তা বয়ে নিয়ে যায়। আর যে-ফেনা ওপরে তেসে ওঠে স্ত্রোত তা টেনে নিয়ে যায়। যখন অলংকার বা তৈজসপত্র তৈরি করার জন্য আগুন তাতানো হয় তখন এমন আবর্জনা ওপরে উঠে আসে। এভাবে আল্লাহ সত্ত্ব ও অসত্ত্বের দৃষ্টান্ত দিয়ে থাকেন। যা আবর্জনা তা ফেলে দেওয়া হয় আর যা মানুষের উপকারে আসে তা জমিতে থেকে যায়। এভাবে আল্লাহ উপমা দিয়ে থাকেন। — ১৩ সুরা রাদ : ১৭

আল্লাহ আকাশ ও পথিবীর জ্যোতি। তাঁর জ্যোতির উপমা : এক কুলুঙ্গির মধ্যে একটা প্রদীপ, প্রদীপটা কাচের মধ্যে, কাচ উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতো, এটা জ্বলে পবিত্র জয়তুন গাছের তেলে যা পূর্বদিকেরও নয়, পশ্চিমদিকেরও নয় ; সে-তেল আগুনের স্পর্শ ছাড়াই যেন উজ্জ্বল আলো দেয়। জ্যোতির উপর জ্যোতি ! (আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তার জ্যোতির দিকে পথনির্দেশ করেন। আল্লাহ মানুষের জন্য উপমা দিয়ে থাকেন, আর আল্লাহ তো সব সববিষয়ে জ্ঞাত। — ২৪ সুরা নূর : ৩৫

যারা অবিশ্বাস করে তাদের কর্ম মরুভূমির মরীচিকার মতো, পিপাসার্ত যাকে পানি মনে করে থাকে সে ওর কাছে গেলে দেখবে তা কিছুই নয় এবং সেখানে সে পাবে আল্লাহকে। তারপর তিনি তার প্রতিফল হিসাব মতোই দেবেন। আল্লাহ হিসাব গ্রহণে তৎপর। অথবা ওদের কর্মের উপমা সমুদ্রের অতল অঙ্ককার, ঢেউয়ের ওপর ঢেউ যাকে উখালপাথাল করে, যার ওপরে ঘনঘাটা, এক অঙ্ককারের ওপর আর-এক অঙ্ককার, কেউ হাত বার করলে তা মোটেই দেখতে পায় না। আল্লাহ যাকে আলো না দেন তার জন্য কোনও আলো নেই। — ২৪ সুরা নূর : ৩৯-৪০

হে মানবসমাজ ! একটি উপমা দেওয়া হচ্ছে, মন দিয়ে শোনো। তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদের ডাক তারা তো কখনও একটি মাছিও সৃষ্টি করতে পারবে না, যদি এর জন্য তারা সকলে মিলে জ্বাট বাঁধে আর মাছি যদি তাদের কাছ থেকে কিছু নিয়ে চলে যায় সে-ও তারা ওর কাছ থেকে উদ্ধার করতে পারবে না। যে চায় ও যার কাছে চাওয়া হয় (উভয়ই) কি

দুর্বল ! ওরা আল্লাহকে সত্যিকারের পরিমাপ করতে পারে না। আল্লাহ তো ক্ষমতাবান, পরাক্রমশালী। — ২২ সুরা হজ : ৭৩-৭৪

যাদের তওরাতের বিধান দেওয়া হলেও তা অনুসরণ করে নি তাদের উপমা ; বই-বওয়া গাধা। কত খারাপ তাদের উপমা যারা আল্লাহর আয়তকে মিথ্যা বলে। — ৬২ সুরা জুমআ : ৫

... তাদের (বিশ্বাসীদের) উপমা একটা চারাগাছ যার থেকে কিশলয় গজায়, তারপর তা দৃঢ় ও পুষ্ট হয় এবং পরে কাণ্ডের ওপর শক্ত হয়ে দাঁড়ায় — চারিকে আনন্দ দেয়। এভাবে আল্লাহ বিশ্বাসীদের উন্নতি করে কাফেরদের অঙ্গৰ্জানা সৃষ্টি করেন। যারা বিশ্বাস করে ও সংকাজ করে আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা ও মহাপুরুষ্কারের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন। — ৪৮ সুরা ফাতাহ : ২৯

আল্লাহর ওপর নির্ভরতা : তোমার প্রতিপালক তো তাঁর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেবেন। তিনি পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ। অতএব আল্লাহর ওপর নির্ভর করো। তুমি তো স্পষ্ট সত্ত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত — ২৭ সুরা নমল : ৭৮-৭৯

বলো, ‘আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট। তিনি তাঁর দাসদের ভালো করেই জানেন ও দেখেন।’ — ১৭ সুরা বনি-ইস্রাইল : ১৬

আকাশ ও পথিবীর অদ্য বিষয়ের (জ্ঞান) আল্লাহরই আর তাঁর কাছেই সবকিছুই ফিরিয়ে আনা হবে। তাই তাঁরই উপাসনা কর ও তাঁর ওপর নির্ভর কর। তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে তোমার প্রতিপালক জানেন না তা নয়। — ১১ সুরা হুদ : ১২৩

আল্লাহ কি দাসের জন্য যথেষ্ট নন ? — ৩৯ সুরা জুমার : ৩৬

... বলো, ‘আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট।’ যারা নির্ভর করতে চায় তারা আল্লাহরই ওপর নির্ভর করুক। — ৩৯ সুরা জুমার : ৩৮

আসলে তোমাদের যা-কিছু দেওয়া হয়েছে সে তো পার্থিব জীবনের ভোগ ; কিন্তু আল্লাহর কাছে যা আছে তা আরও ভালো ও আরও স্বাক্ষী — তাদের জন্য যারা বিশ্বাস করে ও তাদের প্রতিপালকের ওপর নির্ভর করে। — ৪২ সুরা শূরা : ৩৬

যারা বিশ্বাস করে ও তাদের প্রতিপালকের ওপর নির্ভর করে তাদের ওপর ওর (শয়তানের) কোনো আধিপত্য নেই। — ১৬ সুরা নাহল : ১৯

ওদের রসূলরা ওদেরকে বলত, ‘সত্যই, আমরা তোমাদের মতো মানুষ। কিন্তু আল্লাহ, তাঁর দাসদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা অনুগ্রহ করেন। আল্লাহর অনুমতি ছাড়া তোমাদের কাছে প্রমাণ উপস্থিত করা আমাদের কাজ নয়। বিশ্বাসীদের আল্লাহর ওপর নির্ভর করা উচিত। আমরা আল্লাহর ওপর নির্ভর করব না কেন ? তিনিই তো আমাদের পথ দেখিয়েছেন। তোমরা আমাদেরকে যে-কষ্ট দিচ্ছ আমরা তা তো ধৈর্যের সাথে সহ্য করব, আর যারা আল্লাহর ওপর নির্ভর করতে চায় তারা নির্ভর করুক।’ — ১৪ সুরা ইব্রাহিম : ১১-১২

বলো, ‘তোমরা ভোবে দেখেছ কি, যদি আল্লাহ, আমাকে ও আমাদের সঙ্গীদের ক্ষমতা করেন বা দয়া করেন (তাতে ওদের কী), কে ওদেরকে মারাত্মক শাস্তি থেকে রক্ষা করবে ?’

বলো, ‘তিনি করণাময়, আমরা তাঁর ওপর বিশ্বাস করি ও তাঁরই ওপর নির্ভর করি, শীঘ্ৰই তোমরা জানতে পারবে কে স্পষ্ট বিআভিতে আছে।’ — ৬৭ সুরা মূলক : ২৮-২৯

আর যদি তারা তোমাকে ঠকাতে চায়, তবে তোমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট — তিনি তোমাকে তাঁর সাহায্যে ও বিশ্বাসীদের দিয়ে শক্তিশালী করেছেন। — ৮ সুরা আনফাল : ৬২

হে নবি ! তোমার জন্য ও তোমার অনুসারী বিশ্বাসীদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। — ৮ সুরা আনফাল : ৬৪

... আর তুমি কোনো সংকল্প করলে আল্লাহর ওপর নির্ভর করবে। আল্লাহ নির্ভরশীল—দেরকে ভালোবাসেন। — ৩ সুরা আল-ই-ইমরান : ১৫৯

তুমি আল্লাহর ওপর নির্ভর কর, কর্মবিধানে আল্লাহই যথেষ্ট। — ৩৩ সুরা আহজাব : ৩

... বিশ্বাসীদের কর্তব্য আল্লাহর ওপর নির্ভর করা। — ৫৮ সুরা মুজাদালা : ১০

আল্লাহ তিনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, সুতরাং বিশ্বাসিগণ আল্লাহর ওপর নির্ভর করুক। — ৬৪ সুরা তাগাবুন : ১৩

... আর আল্লাহকে ভয় করো, আল্লাহর ওপরই তো বিশ্বাসিদের নির্ভর করা উচিত। — ৫ সুরা মাযিদা : ১১

তারপর ওরা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে তুমি বলো, ‘আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। তিনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। আমি তাঁরই ওপর নির্ভর করি, আর তিনি মহা আরশের অধিপতি।’ — ৯ সুরা তওবা : ১২৯

আল্লাহর কন্যা : আল্লাহর সন্তান দ্র।

আল্লাহর কালেমা : আল্লাহর বাণী দ্র।

আল্লাহর ক্ষমা : আল্লাহ অনুগ্রহ দয়া ও ক্ষমা দ্র।

আল্লাহর গুণাবলি : পথিকীর সব গাছ যদি কলম হয়, আর এই যে সমুদ্র, এর সঙ্গে যদি সাত সমুদ্র যোগ দিয়ে কালি হয়, তবুও আল্লাহর গুণাবলি লিখে শেষ করা যাবে না। আল্লাহ তো শক্তিমান, তত্ত্বজ্ঞানী। — ৩১ সুরা লুক্মান : ২৭

বলো, ‘আমার প্রতিপালকের বাণী (লেখার জন্য) সমুদ্র যদি কালি হয়, তবে আমার প্রতিপালকের কথা শেষ হওয়ার পূর্বেই সমুদ্র নিঃশেষ হয়ে যাবে, এর সাহার্যার্থে এর মতো (আর একটি সমুদ্র) আনলেও। — ১৮ সুরা কাহাফ : ১০৯

আল্লাহর জ্যোতি : আলো ও অক্ষকার দ্র।

আল্লাহর ত্রৈত্ব : হে কিতাবিগণ। তোমরা তোমাদের ধর্ম সম্বন্ধে বাড়াবাঢ়ি কোরো না ও আল্লাহ সম্বন্ধে সত্য বলো। মরিয়মপুত্র ঈস্বা মসিহ আল্লাহর রসূল আর তিনি তাঁর বাণী ও তাঁর বুহ মরিয়মের কাছে পাঠিয়েছিলেন। সুতরাং তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলে বিশ্বাস করো আর বোলো না ‘তিন’ (আল্লাহ)। তোমরা নিবৃত্ত হও, এ তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আল্লাহই তো একমাত্র উপাস্য। তাঁর সন্তান হবে ? তিনি এর অনেক উর্ধ্বে। আকাশে ও পথিকীতে যা-কিছু আছে সব আল্লাহই। কর্মবিধায়ক হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট। — ৪ সুরা নিসা : ১৭১

যারা বলে, ‘আল্লাহ তো তিনের মধ্যে একজন’, তারা নিশ্চয় অবিশ্বাসী। এক উপাস্য ভিন্ন অন্য কোনো উপাস্য নেই। তারা যা বলে তা থেকে নিবৃত্ত না হলে তাদের

মধ্যে যারা অবিশ্বাস করেছে তাদের ওপর অবশ্যই নির্দারণ শাস্তি নেমে আসবে। — ৫ সুরা মাযিদা : ৭৩

আল্লাহর দয়া : আল্লাহর অনুগ্রহ, দয়া ও ক্ষমা দ্র.।

আল্লাহর নির্দর্শন : পৃথিবীতে যারা অন্যায়ভাবে অহংকার করে বেড়ায় আমি তাদের দ্রষ্টি আমার নির্দর্শনাবলি থেকে ফিরিয়ে দেব। তারপর তারা আমার প্রত্যেকটি নির্দর্শন দেখলেও তাতে বিশ্বাস করতে পারবে না। তারা সংপৰ্থ দেখলেও তাকে পথ ব'লে গৃহণ করবে না ; কিন্তু ভ্রান্ত পথ দেখলেই সেই পথ তারা অনুসরণ করবে। এ এজন্য যে, তারা আমার নির্দর্শনসমূহকে প্রত্যাখ্যান করেছে ও এ সম্বন্ধে ওরা অমনোযোগী। তাদের কর্ম নিষ্ফল হবে যারা আমার নির্দর্শনসমূহ ও পরকালের সাক্ষাৎকে মিথ্যা বলে। তারা যা করবে সেইমতো কি তাদের প্রতিফল দেওয়া হবে না ? — ৭ সুরা আরাফ : ১৪৬-১৪৭

স্মরণ করো, তোমার প্রতিপালক আদমসন্তানের কঠিদেশ থেকে তাদের সন্তানসন্ততি-দেরকে বার করেন আর তাদেরকে নিজেদের ব্যাপারে সাক্ষ্য দিতে বললেন, ‘আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নই ?’ তারা বলে, ‘নিচয়ই আমরা সাক্ষ্য দিছি !’ এ এজন্য যে তোমরা যেন কিয়ামতের দিন না বলো, ‘আমরা তো এ বিষয়ে জানতাম না !’ বা তোমরা যেন না বলো, ‘আমাদের পূর্বপুরুষেরাই তো আমাদের পূর্বে শিরক করত, আর আমরা তো তাদের পরবর্তী বংশধর ! তবে কি মিথ্যাশুন্ধীদের ক্রত্কর্মের জন্য তুমি আমাদেরকে ধ্বংস করবে ?’

আর এভাবে নির্দর্শনগুলো আমি বয়ান করি যাতে তারা ফিরে আসে। তাদেরকে সেই লোকের কথা শোনাও যাকে আমি নির্দর্শনাবলি দিয়েছিলাম, কিন্তু সে তা বর্জন করে, (আর কেমন করে) শ্যাতান তার পিছনে লাগে এবং সে বিপথগামীদের অস্তর্ভুক্ত হয়। আর আমি ইচ্ছা করলে এর মাধ্যমে তাকে উচ্চ মার্যাদা দিতে পারতাম, কিন্তু সে দুনিয়ার প্রতি আসক্ত হল ও তার কামনা-বাসনার অনুসরণ করল। তার অবস্থা কুকুরের মতো, ওকে তুমি কষ্ট দিলে সে জিহ্বা বার করে হাঁপাতে থাকে আর তুমি কষ্ট না দিলেও জিহ্বা বার করে হাঁপায়। যে-সম্প্রদায় আমার নির্দর্শনসমূহকে প্রত্যাখ্যান করে তাদের অবস্থাও তেমনি। সুতরাং তুমি এই কাহিনী বর্ণনা কর যাতে তারা চিন্তা করে। যে সম্প্রদায় আমার নির্দর্শনাবলিকে মিথ্যা বলে ও নিজেদের প্রতি অনাচার করে তাদের অবস্থা কী খারাপ ! — ৭ সুরা আরাফ : ১৭২-১৭৭

যারা আমার নির্দর্শনাবলিকে মিথ্যা বলে আমি তাদেরকে ক্রমে ক্রমে এমনভাবে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাই যে তারা জনতেও পারে না। আমি তাদেরকে সময় দিয়ে থাকি। আমার কৌশল বড়ই নিপুণ ! — ৭ সুরা আরাফ : ১৮২-১৮৩

ওদের জন্য একটা নির্দর্শন মৃত ধরিবারী, যা আমি পুনরুজ্জীবিত করি ও যার থেকে শস্য উৎপন্ন করি—যা ওরা খায়। ওর মধ্যে আমি সৃষ্টি করি খেজুর ও আঙুরের বাগান এবং বইয়ে দিই ঝরনা, যাতে ওরা ফলমূল খেতে পারে যা ওদের হাতের সৃষ্টি নয়। তবু কি ওরা ক্রতৃক্ষতা প্রকাশ করে না ? — ৩৬ সুরা ইয়াসিন : ৩৩-৩৫

যখনই ওদের প্রতিপালকের কোনো নির্দর্শন ওদের কাছে আসে তখনই ওরা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। — ৩৬ সুরা ইয়াসিন : ৪৬

মরিয়ম বলল, ‘কেমন ক’রে আমার পুত্র হবে যখন আমাকে কোনো পূর্বয স্পর্শ করেনি ও আমি ব্যতিচারণীও নই ?’

সে বলল, ‘এভাবেই হবে। তোমার প্রতিপালক বলেছেন, ‘এ আমার জন্য সহজ আর আমি তাকে সৃষ্টি করব মানুষের জন্য এক নির্দেশন ও আমার তরফ থেকে এক আশীর্বাদ হিসাবে। এ তো এক নির্ধারিত সিদ্ধান্ত।’ — ১৯ সূরা মরিয়ম ৪ ২০-২১

(সামুদ্রে) এই তো সেই ঘরবাড়িগুলি তাদের সীমালঙ্ঘনের জন্য জনশূন্য অবস্থায় পড়ে আছে। এর মধ্যে জানী সম্প্রদায়ের জন্য অবশ্যই নির্দেশন রয়েছে। — ২৭ সূরা নম্রল ৫২

যারা আমার আয়াতে বিশ্বাস করে শুধু তারাই তোমার কথা শুনবে ; কারণ, তারা তো মুসলমান (আত্মসমর্পণকারী) — ২৭ সূরা নম্রল ৮১ = ৩০ সূরা বুম ৫৩

পূর্ববর্তীর নির্দেশন অঙ্গীকার করায় আমি নির্দেশন প্রেরণ করা থেকে নিজেকে বিরত রাখি। আমি স্পষ্ট নির্দেশন হিসাবে সামুদ্রের কাছে এক মাদী উট পাঠিয়েছিলাম। তারপর তারা ওর ওপর ঝুলুম করেছিল। আমি তায় প্রদর্শনের জন্যই নির্দেশন প্রেরণ করি। — ১৭ সূরা বনি-ইসরাইল ৫৯

তুমি বনি-ইসরাইলকে জিজ্ঞাসা করে দেখ, আমি মুসাকে নয়টি স্পষ্ট নির্দেশন দিয়েছিলাম। যখন সে তাদের কাছে এসেছিল ফেরাউন তাকে বলেছিল, ‘হে মুসা ! আমি তো মনে করি তুমি যাদুগ্রস্ত।’ — ১৭ সূরা বনি-ইসরাইল ১০১

দিন ও রাত্রির পরিবর্তনে এবং আল্লাহ আকাশ ও পৃথিবীতে সৃষ্টি যা করেছেন তাতে সাবধানী সম্প্রদায়ের জন্য নির্দেশন রয়েছে। — ১০ সূরা ইউনুস ৬

তোমাদের পূর্বে বহু মানবগোষ্ঠীকে আমি অবশ্যই ধ্বংস করেছিলাম যখন তারা সীমালঙ্ঘন করেছিল। স্পষ্ট নির্দেশন নিয়ে তাদের কাছে তাদের রসূল এসেছিল, কিন্তু তারা বিশ্বাস করার জন্য প্রস্তুত ছিল না। এভাবে আমি অপরাধী সম্প্রদায়কে প্রতিফল দিয়ে থাকি। তারপর তোমরা কি কর তা দেখার জন্য আমি তাদের পরে পৃথিবীতে তোমাদেরকে প্রতিনিধি করেছি। — ১০ সূরা ইউনুস ১৩-১৪

যারা আমার নির্দেশনে বিশ্বাস করে তারা যখন, তোমার কাছে আসে তখন তাদের তুমি বোলো, ‘শাস্তি বর্ষিত হোক তোমাদের ওপর। তোমাদের প্রতিপালক দয়া করাকে তাঁর কর্তব্য বলে স্থির করেছেন। তোমাদের মধ্যে কেউ অজ্ঞানতাবশত যদি খারাপ কাজ করে, তারপর তওবা করে ও নিজেকে সংশোধন করে তবে তো আল্লাহ ক্ষমাশীল পরম দয়ালু। এভাবে আয়াত বিশদভাবে বর্ণনা করি যাতে অপরাধীদের সামনে পথ প্রকাশিত হয়।

— ৬ সূরা আন্তাম ৫৪-৫৫

বলো, ‘তোমাদের ওপর বা নিচে থেকে শাস্তি পাঠাতে, তোমাদেরকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করতে বা এক দলকে অন্য দলের অত্যাচারের স্বাদ গ্রহণ করতে তিনিই পারেন।’ দেখ, কেমন করে বিভিন্নভাবে আয়াত বয়ান করি যাতে তারা বুঝতে পারে। তোমার সম্প্রদায় তো তাকে মিথ্যা বলেছে, যদিও তা সত্য। বলো, ‘আমি তোমাদের কর্মবিধায়ক নই।’ প্রত্যেক বার্তার জন্য নির্ধারিত কাল রয়েছে, আর শীত্রেই তোমরা তা জানবে। তুমি যখন দেখ তারা আমার নির্দেশন নিয়ে নির্বর্থক আলোচনায় মেঠে আছে তখন তুমি দূরে সরে যাবে যে-পর্যন্ত না তারা অন্য প্রসঙ্গে যোগ দেয়। আর শয়তান যদি তোমাকে ভুল করায়, তবে খেয়াল হওয়ার পরে সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়ের সঙ্গে বসবে না।’ — ৬ সূরা আন্তাম ৬৫-৬৮

নিক্ষয় আল্লাহ বীজকে ও আঁষিকে অঙ্কুরিত করেন। তিনিই মত থেকে জীবন্তকে বের করেন ও জীবন্ত থেকে মতকে বের করেন। এই তো আল্লাহ, সুতরাং তোমরা কোথায় ফিরে যাবে? তিনিই উষার উম্মেষ ঘটান। আর তিনিই বিশ্বামৈর জন্য রাত্রি এবং গণনার জন্য চন্দ্র ও সূর্যকে সৃষ্টি করেছেন। এসব পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ কর্তৃক সুবিন্যস্ত। আর তিনিই তোমাদের জন্য নক্ষত্র সৃষ্টি করেছেন যাতে করে তোমরা তার সাহায্যে শহলে ও সমুদ্রে অঙ্কুরারে পথ পাও। জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য তিনি নির্দর্শনসমূহ বিশদভাবে বয়ান করেছেন। আর তিনিই তোমাদেরকে একই ব্যক্তি হতে সৃষ্টি করেছেন। আর তোমাদের জন্য স্থায়ী ও অস্থায়ী বাসস্থান রয়েছে। অনুধাবনকারী সম্প্রদায়ের জন্য তিনি এ বিশদভাবে বয়ান করেছেন। আর তিনিই আকাশ থেকে বারি বর্ষণ করেন, তারপর তা দিয়ে তিনি সব রকম গাছে চারা ওঠান; তারপর তার থেকে তিনি সবুজ পাতা গজান, পরে তার থেকে ঘন সন্নিবিষ্ট শস্যদানা সৃষ্টি করেন। আর তিনি খেজুর গাছের মাথি থেকে ঝুলন্ত কাঁদি বের করেন ও আঙ্গুরের বাগান, (সৃষ্টি করেন), জ্যয়তুন ও ডালিম, যা একে অন্যের মতো, আবার নয়ও। যখন তাদের ফল ধরে আর ফল পাকে তখন সেগুলোর দিকে লক্ষ কর; নিক্ষয়ই এগুলোতে বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য নির্দর্শন রয়েছে। — ৬ সুরা আন্তাম: ১৫-১৯

আর তারা আল্লাহর নামে কঠিন শপথ করে বলে, ‘তাদের কাছে যদি কোনো নির্দর্শন আসত তবে অবশ্যই তারা বিশ্বাস করত’। বলো ‘নির্দর্শন তো আল্লাহর একত্রিয়ারভূক্ত।’ আর তাদের কাছে নির্দর্শন এলেও তারা যে বিশ্বাস করবে না, এ কীভাবে তোমাদের বোঝানো যাবে? আর তারা যেখন প্রথমবারে ওভে বিশ্বাস করেনি তেমনি আমিও তাদের অস্তরে ও নয়নে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করব আর অবাধ্যতায় তাদেরকে উদ্ভ্রান্তের ন্যায় ঘূরে বেড়াতে দেব। ৬ সুরা আন্তাম: ১০৯-১১০

আর যখন তাদের কাছে কোনো নির্দর্শন আসে তারা তখন বলে, ‘আল্লাহর রসূলগণকে যা দেওয়া হয়েছিল আমাদের তা না দেওয়া পর্যন্ত আমরা কখনও বিশ্বাস করব না।’ রিসালতের দায়িত্ব আল্লাহ কার ওপর অর্পণ করবেন তা তিনিই ভালো জানেন। যারা অপরাধ করেছে, চক্রন্ত করার জন্য আল্লাহর কাছ থেকে তাদের ওপর লাঙ্গনা ও কঠোর শাস্তি পড়বে। — ৬ সুরা আন্তাম: ১২৪

তোমরা যেন না বলতে পার যে, ‘কিতাব তো শুধু আমাদের পূর্বে দুই সম্প্রদায়ের ওপরই অবতীর্ণ হয়েছিল। আমরা তাদের পঠনপাঠন সম্বর্কে তো অঙ্গই ছিলাম, কিংবা তোমরা যেন বলতে না পার যে, ‘যদি কিতাব আমাদের ওপর অবতীর্ণ হত তবে আমরা তো তাদের চেয়ে আরও ভালো পথ পেতাম।’ এখন তো তোমাদের জন্য তোমাদের প্রতিপালকের কাছ থেকে স্পষ্ট প্রশান্তি, পথ নির্দেশ ও দয়া এসেছে। তারপর যে-কেউ আল্লাহর নির্দর্শনকে প্রত্যাখ্যান করবে ও তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে তার চেয়ে বড় সীমালঙ্ঘনকারী আর কে হবে?

যারা আমার নির্দর্শনসমূহ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাদের এ-আচরণের জন্য আমি তাদেরকে খারাপ শাস্তি দেব। তারা শুধু এই প্রতীক্ষা করে যে, তাদের কাছে ফেরেশতা আসবে, বা তোমার প্রতিপালক আসবেন, বা তোমার প্রতিপালকের কোনো নির্দর্শন আসবে।

যেদিন তোমার প্রতিপালকের কোনো নির্দেশ আসবে, সেদিন যে-ব্যক্তি পূর্বে বিশ্বাস করেনি তার বিশ্বাস কোনো কাজে আসবে না, বা যার বিশ্বাস কোনো ভালো কিছু অর্জন করেনি তার সংকর্মও কোনো কাজে লাগবে না। বলো, ‘প্রতীক্ষা কর, আমিও প্রতীক্ষা করছি।’ — ৬ সুরা আন্তাম : ১৫৬-১৫৮

ওরা কি ওদের সামনে আর পেছনে যে আকাশ ও পৃথিবী আছে তা লক্ষ করে না ? আমি ইচ্ছা করলে, পৃথিবী ওদেরকে নিয়ে ধসে পড়বে বা ওদের ওপর আকাশ টুকরো টুকরো হয়ে ওদের ওপর ভেঙে পড়বে। এর মধ্যে অবশ্যই নির্দেশন রয়েছে প্রত্যেক দাসের জন্য, যে আল্লাহর দিকে মুখ ফেরায়। — ৩৪ সুরা সাবা : ৯

মৃত্যু এল আল্লাহ প্রাণ হরণ করেন। আর যারা জীবিত তাদেরও তিনি চেতনা হরণ করেন ওরা যখন নিন্দিত থাকে। তারপর যার জন্য মৃত্যু অবধারিত করেছেন তিনি তার প্রাণ রেখে দেন, আর অন্যদেরকে নিন্দিষ্ট সময়ের জন্য চেতনা ফিরিয়ে দেন। এর মধ্যে অবশ্যই চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য নির্দেশন রয়েছে। — ৩৯ সুরা জুমা : ৪২

তিনিই তোমাদেরকে নির্দেশনগুলো দেখান ও আকাশ থেকে তোমাদের জন্য জীবনের উপকরণ পাঠান। যে আল্লাহর দিকে মুখ করেছে সেই উপদেশ গ্রহণ করে। তাই আল্লাহর আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে তাকে ডাকো, যদিও অবিশ্বাসীরা এ পছন্দ করে না। — ৪০ সুরা মুমিন : ১৩-১৪

যারা নিজেদের কাছে কোনো দলিলপ্রমাণ না থাকলেও আল্লাহর নির্দেশন সম্পর্কে তর্কে নিষ্পত্তি হয়, তাদের এই কাজ আল্লাহ ও বিশ্বাসীদের দৃষ্টিতে অত্যন্ত ঘণ্ট্য। আল্লাহ প্রত্যেক অহংকারী ও স্বৈরাচারী ব্যক্তির হস্তয়কে মোহর করে দেন। — ৪০ সুরা মুমিন : ৩৫

তুমি কি ওদের লক্ষ কর না যারা আল্লাহর নির্দেশন সম্পর্কে বিতর্ক করে ? ওরা কোথায় ফিরে যাচ্ছে ? — ৪০ সুরা মুমিন : ৬৯

আল্লাহ তোমাদের জন্য আন্তাম (গবাদিপশু) সৃষ্টি করেছেন। কতক চড়ার জন্য ও কতক খাওয়ার জন্য। এর মধ্যে তোমাদের জন্য প্রচুর উপকার রয়েছে। তোমরা যা প্রয়োজন বোধ কর এদের দিয়ে তা পেতাও। আর ওদের ওপর ও জলযানে তোমাদের বহন করা হয়। তিনি তোমাদেরকে তাঁর নির্দেশনাবলি দেবিয়ে থাকেন। সুতরাং তোমরা আল্লাহর কোন নির্দেশনকে অশ্঵ীকার করবে ? — ৪০ সুরা মুমিন : ৭৯-৮১

বিশ্বাসীদের জন্য আকাশ ও পৃথিবীতে নির্দেশন রয়েছে। তোমাদের সৃষ্টিতে ও জীবজগতের বশবিস্তারে বিশ্বাসীদের জন্য নিশ্চিত নির্দেশন রয়েছে। নির্দেশন রয়েছে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য রাত্রি ও দিনের পরিবর্তনে, যে-বষ্টি দিয়ে পৃথিবীকে তার মৃত্যুর পর আবার জীবিত করা হয় তার মধ্যে, আর বায়ুর পরিবর্তনে। এগুলো আল্লাহর আয়াত যা তিনি তোমার কাছে আবস্থি করেছেন যথাযথভাবে। সুতরাং আল্লাহর আয়াতের পরিবর্তে ওরা আর কার বাসীতে বিশ্বাস করবে ? — ৪৫ জাসিয়া : ৩-৬

আমি ওদের যে-প্রতিষ্ঠা দিয়েছিলাম তোমাদেরকে তা দিই নি। আমি ওদেরকে দিয়েছিলাম কান, চোখ ও হস্তয় ; কিন্তু ওদের কান, চোখ ও হস্তয় ওদের কোনো কাজে আসেনি, কেননা ওরা আল্লাহর আয়াতকে অশ্঵ীকার করেছিল। যা নিয়ে ওরা ঠাট্টা-বিদ্যুৎ করত তাই-ই ওদের ঘিরে ফেলল। আমি তো ধ্বংস করেছিলাম তোমাদের চারপাশের

জনপদগুলোকে। আমি ওদেরকে বারবার আমার নিদর্শনগুলো দেখিয়েছিলাম যাতে ওরা সংপথে ফিরে আসে। — ৪৬ সুরা আহকাফঃ ২৬-২৭

নিচিত বিশ্বাসীদের জন্য পৃথিবীতে নিদর্শন রয়েছে, আর তোমাদের যথেও। তোমরা কি তা অনুধাবন করবে না? আকাশে রয়েছে তোমাদের জীবনের উপকরণের উৎস ও প্রতিশ্রুত সবকিছু। আকাশ ও পৃথিবীর প্রতিপালকের শপথ, এ সবই তেমনি সত্য যেমন তোমরা কথা বলছ। — ৫১ সুরা জারিয়াতঃ ২০-২৩

তবে কি ওরা লক্ষ করে না উট কিভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে? কিভাবে আকাশ উর্ধ্বে রাখা হয়েছে, পর্বতমালাকে কীভাবে শক্ত করে দাঁড় করানো হয়েছে? আর পৃথিবীকে কীভাবে সমান করা হয়েছে? — ৮৮ সুরা গাশিয়া ১৭-২০

আমি রসুলদেরকে পাঠিয়েছিলাম কেবল সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসাবে, কিন্তু অবিশ্বাসীরা যিথ্যে তর্ক করে সত্যকে ব্যর্থ করার জন্য। আর আমার নিদর্শন ও যা ওদের সতর্ক করা হয়েছে সেসবকে তারা হাসিঠাট্টার ব্যাপার ভাবে। — ১৮ সুরা কাহফঃ ৫৬

তিনিই আকাশ হতে বারি বর্ষণ করেন, ওতে তোমাদের জন্য রয়েছে পানীয় আর তার থেকে গাছপালা জন্মায় যাতে তোমরা পশু চরিয়ে থাক। তিনি তোমাদের জন্য তা দিয়ে শস্য; জন্মান, জয়তুন, খেজুর গাছ, আঙুর আর সব রকম ফল। এর মধ্যে তো চিঞ্চলীল সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন রয়েছে। আর তিনি তোমাদের অধীন করেছেন রাত্রি, দিন, সূর্য ও চন্দকে, নক্ষত্রার্জিও অধীন হয়েছে তাঁরই বিধানে। নিচ্যই এতে বোধশক্তিসম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য রয়েছে নিদর্শন। আর তিনি তোমাদের অধীন করেছেন নানা রকম জিনিস যা তোমাদের জন্য পৃথিবীতে সৃষ্টি করেছেন। এতে রয়েছে নিদর্শন সেই সম্প্রদায়ের জন্য যারা উপদেশ গ্রহণ করে। — ১৬ সুরা নাহলঃ ১০-১৩

তারা কি লক্ষ করে না পাখি আকাশের শূন্যে সহজেই ঘূরে বেড়ায়? আল্লাহই ওদের স্থির রাখেন। এর মধ্যে তো নিদর্শন রয়েছে বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য। — ১৬ সুরা নাহলঃ ৭৯

যারা আল্লাহর নিদর্শনে বিশ্বাস করে না আল্লাহ তাদেরকে পথনির্দেশ করেন না এবং তাদের জন্য আছে নিরাকৃশ শাস্তি। যারা আল্লাহর নিদর্শনে বিশ্বাস করে না তারা কেবলই যিথ্যা বানায়, আর তারাই যিথ্যাবাদী। — ১৬ সুরা নাহলঃ ১০৪-১০৫

তাঁর নিদর্শনাবলির মধ্যে একটি নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদের মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন। এখন তোমরা মানুষ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ছো। আর তাঁর নিদর্শনাবলির মধ্যে আর একটি হল, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের সঞ্জীবীদের সৃষ্টি করেছেন যাতে তোমরা ওদের কাছে শাস্তি পাও। আর তিনি তোমাদের মধ্যে পরম্পরারের প্রতি সম্প্রীতি ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। চিঞ্চলীল সম্প্রদায়ের জন্য এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে। আর তাঁর নিদর্শনাবলির মধ্যে অন্যতম নিদর্শন, আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র্য। এতে জ্ঞানীদের জন্য অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে।

আর তাঁর নিদর্শনাবলির মধ্যে আর-এক নিদর্শন, রাত্রিতে ও দিনে তোমাদের জন্য নিদ্রা ও আল্লাহর অনুগ্রহের অবৈষণ। এতে অবশ্যই মনোযোগী সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন রয়েছে। আর তাঁর নিদর্শনাবলির মধ্যে আর-এক নিদর্শন, তিনি তোমাদের দেখান বিদ্যুৎ, যা ভয় ও ভরসা সঞ্চার করে; আর তিনি আকাশ থেকে বষ্টি ঝরান ও তা দিয়ে মাটিকে তাঁর মৃত্যুর

পর আবার জীবিত করেন। এর মধ্যে বোধশক্তিসম্পদ সম্প্রদায়ের জন্য নির্দেশন রয়েছে। আর তাঁর নির্দেশনাবলির মধ্যে আর-এক নির্দেশন, তাঁরই আদেশে আকাশ ও পথিবীর স্থিতি; তারপর আল্লাহ যখন তোমাদের মাটি থেকে ওঠার জন্য ডাকবেন তখন তোমরা উঠে আসবে। — ৩০ সূরা বুম : ২০-২৫

আর তাঁর নির্দেশনাবলির মধ্যে একটি নির্দেশন, তোমাদের সুস্থিতি দেওয়ার জন্য ও তাঁর অনুগ্রহ আসাদুন করবার জন্য তিনি বায়ু প্রেরণ করেন, যার সাহায্যে তাঁর বিধানে জলযানগুলো বিচরণ করে, তোমরা যাতে তাঁর অনুগ্রহ সন্ধান করতে পার ও তাঁর প্রতি ক্রতজ্জ হও। — ৩০ সূরা বুম : ৪৬

যারা আল্লাহর নির্দেশন ও তাঁর সাথে সাক্ষাৎ অঙ্গীকার করে তারাই আমার অনুগ্রহ হতে নিরাশ হয়। তাদের জন্য আছে কঠিন শাস্তি। — ২৯ সূরা আন্কাবুত : ২৩

আর যারা কিছু জানে না তারা বলে, ‘আল্লাহ আমাদের সঙ্গে কথা বলে না কেন? বা কোনো নির্দেশন আমাদের কাছে আসে না কেন?’ তাদের পূর্ববর্তীরাও এইভাবে তাদের মতো বলত। তাদের অন্তর একই রকম। দৃঢ় বিশ্বাসীদের জন্য আমি নির্দেশনসমূহ সুস্পষ্টভাবে বয়ান করেছি। — ২ সূরা বাকারা : ১১৮

নিচ্য দুটি পাহাড় সাফা ও মারওয়া আল্লাহর নির্দেশনসমূহের অন্যতম। সুতরাং যে আল্লাহর ঘরে হজ বা ওমরা করে, তার জন্য এই দুটি প্রদক্ষিণ করলে কোনো পাপ নেই। আর যে-ব্যক্তি ইচ্ছা করে কোনো ভালো কাজ করে, আল্লাহ তাকে পূর্ম্বকার দেন আর তিনি তো সব জানেন। আমি যেসব স্পষ্ট নির্দেশন ও পথনির্দেশ অবর্তীণ করেছি, মানুষের জন্য পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করার পরেও যারা ওইসব গোপন রাখে, আল্লাহ তাদের অভিশাপ দেন, আর অভিশাপকারীরাও তাদের অভিশাপ দেয়। — ২ সূরা বাকারা : ১৫৮-১৫৯

আকাশ ও পথিবীর সৃষ্টিতে, রাত্রি ও দিনের পরিবর্তনে মানুষের উপকারে যা লাগে তা নিয়ে জাহাজের সমুদ্রাত্মা, সেই বৃষ্টিতে যা আল্লাহ আকাশ থেকে বর্ষণ করেন, যার দ্বারা তিনি মৃত পথিবীকে পুনরুজ্জীবিত করেন ও সেখানে যাবতীয় জীবজন্মের ঘটান আর সেই বায়ুপুরাবাহের পরিবর্তনে এবং আকাশ ও পথিবীর সেবায় নিয়োজিত সেই মেঘমালায় জ্ঞানী লোকের জন্য তো বহু নির্দেশন রয়েছে। — ২ সূরা বাকারা : ১৬৪

তুমি কি দেখ না যে, আকাশ ও পথিবীতে যারা আছে তারা ও উড়স্ত পাখিরা আল্লাহর পরিত্র মহিমা কীর্তন করে? সকলেই তাঁর প্রশংসা ও মহিমা-ঘোষণার পদ্ধতি জানে। আর ওরা যা করে সে-বিষয়ে আল্লাহ ভালো করেই জানেন। আকাশ ও পথিবীর সর্বভৌমত্ব আল্লাহরই, আর তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন। তুমি কি দেখ না আল্লাহ মেঘমালাকে সঞ্চালিত করেন, তারপর তাদেরকে-একত্র করেন ও পরে পুঁজীভূত করেন, তুমি দেখতে পাও, তারপর তার থেকে বষ্টি নামে। আকাশের শিলাস্তুপ থেকে তিনি বর্ষণ করেন শিলা, আর এ দিয়ে তিনি যাকে ইচ্ছা আঘাত করেন, আর যাকে ইচ্ছা তার ওপর থেকে এ অন্যদিকে ফিরিয়ে দেন। মেঘের বিদ্যুৎ ঝলক প্রায় দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নেয়। আল্লাহ দিন ও রাত্রের পরিবর্তন ঘটান, অস্তদৃষ্টিসম্পদের জন্য এতে শিক্ষা রয়েছে। আল্লাহ পানি হতে সমস্ত জীব সৃষ্টি করেছেন। ওদের কিছু বুকে ভর দিয়ে চলে, কিছু দুই পায়ে চলে ও কিছু চার পায়ে। আল্লাহ তো

সববিষয়ে সর্বশক্তিমান। আমি অবশ্যই সুম্পষ্ট নিদর্শন অবতীর্ণ করেছি। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সরল পথ প্রদর্শন করেন। — ২৪ সুরা নূর : ৪১-৪৬

আল্লাহর নৈকট্য : স্মরণ কর, আমি তোমাকে বলেছিলাম যে, তোমার প্রতিপালক মানুষকে ঘিরে রয়েছেন। — ১৭ সুরা বনি-ইসরাইল : ৬০

আর আমার দাসরা যখন আমার সম্বন্ধে তোমাকে প্রশ্ন করে তখন (তুমি বলো), ‘আমি ত কাছেই আছি।’ যখন কোনো প্রার্থনাকারী আমাকে ডাকে আমি তার ডাকে সাড়া দিই। অতএব তারাও আমার ডাকে সাড়া দিক ও আমার ওপর বিশ্বাস করুক যাতে তারা ঠিক পথে চলতে পারে। — ২ সুরা বাকারা : ১৮-২৬

... তোমরা যেখানেই থাক না কেন তিনি তোমাদের সঙ্গে আছেন। তোমরা যা-কিছু কর আল্লাহ তা দেখেন। — ৫৭ সুরা হাদিদ : ৪

আল্লাহর প্রকৃতি : আল্লাহ এক ও একমাত্র উপাস্য দ.

আল্লাহর প্রতিশ্রুতি : যখন ওরা প্রতিশ্রুত শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে তখন ওরা বুঝতে পারবে, কোন্ পক্ষের সমর্থন দুর্বলতর, আর কোন্ পক্ষ সংখ্যায় অল্প। বলো, ‘আমি জানি না তোমাদের যে-বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে তা কি আসন্ন, না আমার প্রতিপালক এর জন্য কোনো দীর্ঘ মিয়াদ স্থির করে রেখেছেন।’ — ৭২ সুরা জিন : ২৪-২৫

হে মানব সম্প্রদায় ! আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য। সুতরাং পার্থিব জীবন যেন তোমাদেরকে কিছুতেই ধোকা না দেয়, আর ধোকাবাজ যেন কিছুতেই আল্লাহ সম্পর্কে তোমাদেরকে ধোকা না দিতে পারে। — ৩৫ সুরা ফাতির : ৫

এ স্থায়ী জ্ঞানাত — অদ্য বিষয় — যার প্রতিশ্রুতি করুণাময় তাঁর দাসদের দিয়েছেন। তাঁর প্রতিশ্রুতি বিষয় তো আসবেই। — ১৯ সুরা মরিয়ম : ৬১

তাঁর কাছেই তোমাদের সকলের প্রত্যাবর্তন, আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য। — ১০ সুরা ইউনুস : ৪

আর ওরা বলো, ‘যদি তোমরা সত্য কথা বলো (তবে বলো) কবে এই (ভীতি প্রদর্শনের) প্রতিশ্রুতি ফলবে ? — ১০ সুরা ইউনুস : ৪৮

মনে রেখো, আকাশ ও পৃথিবীতে যা-কিছু আছে তা আল্লাহরই। সাবধান ! আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য, কিন্তু ওদের অধিকাংশই তা জানে না। — ১০ সুরা ইউনুস : ৫৫

যারা বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে তাদের জন্য আছে সুখকর উদ্যান, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য। তিনি শক্তিমান তত্ত্বজ্ঞানী। — ৩১ সুরা লুক্মান : ৮-৯

হে মানব সম্প্রদায় ! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে তয় করো ও সেদিনের তয় করো যখন পিতা সন্তানের কোনো উপকারে আসবে না, সন্তানও তার পিতার কোনো উপকারে আসবে না। আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য। সুতরাং পার্থিব জীবন যেন তোমাদের কিছুতেই ধোকা না দেয়, আর ধোকাবাজ (শয়তান) যেন কিছুতেই আল্লাহ সম্পর্কে তোমাদেরকে (বিভ্রান্ত না করে)। — ৩১ সুরা লুক্মান : ৩-৩

যেদিন আমি পর্বতকে উপড়ে ফেলব আর তুমি পৃথিবীকে দেখবে একটা শূন্য ময়দান, আমি সেদিন (সকলকে) একত্রিত করব এবং কাউকেই অব্যাহতি দেব না। আর তাদেরকে তোমাদের প্রতিপালকের সামনে সারি বেঁধে হাজির করানো হবে। আর (বলা হবে) ‘তোমাদেরকে প্রথমে যে ভাবে সৃষ্টি করেছিলাম সেভাবেই তোমরা আমার সামনে হাজির হয়েছ, অথচ তোমরা মনে করতে যে, তোমাদের জন্য প্রতিশ্রুত মুহূর্ত আমি উপস্থিত করব না।’ — ১৮ সুরা কাহাফ় : ৪৭-৪৮

... কিন্তু ওদের (শাস্তির) জন্য রয়েছে এক প্রতিশ্রুত মুহূর্ত যার থেকে ওদের পরিত্রাণ নেই। — ১৮ সুরা কাহাফ় : ৫৮

ওরা জোর করে আল্লাহর শপথ করে বলে যে, ‘যার মত্ত্য হয় আল্লাহ তাকে পুনরজীবিত করবেন না।’ না, তাঁর পক্ষ হতে এ সত্য প্রতিশ্রুতি; কিন্তু বেশির ভাগ লোক তা জানে না। যে-যে বিষয়ে ওদের মতানিক্য ছিল তা স্পষ্টভাবে দেখাবার জন্য আর যাতে অবিশ্বাসীরা জানতে পারে ওরা মিথ্যাবাদী (তার জন্য তিনি তার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করবেন)। — ১৬ সুরা নাহল : ৩৮-৩৯

তুমি কখনও মনে কোরো না যে, আল্লাহ তাঁর রসূলদের প্রতি প্রদণ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন। আল্লাহ তো পরাক্রমশালী ও দণ্ডবিধাতা। — ১৪ সুরা ইব্রাহিম : ৪৭

সেদিন আকাশকে গুটিয়ে ফেলব যেভাবে লিখিত কাগজ গুটানো হয়। যেভাবে আমি প্রথম সৃষ্টির সূচনা করেছিলাম সেভাবে আমি পুনরায় সৃষ্টি করব। প্রতিশ্রুতিপালন আমার কর্তব্য, আমি এ পালন করবই। — ২১ সুরা আম্বিয়া : ১০৪

বলো, ‘তিনিই পথিবীতে তোমাদের বৎশ বিস্তার করেন আর তাঁরই কাছে তোমরা সমবেত হবে।’

ওরা বলে, ‘তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে বলো, এ-প্রতিশ্রুতি কখন পালন করা হবে?’

বলো, ‘এর জ্ঞান কেবল আল্লাহর, আমি তো স্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র।’ — ৬৭ সুরা মূলক : ২৪-২৬

আলিফ-লাম-মিম। রোমানরা পরাজিত হয়েছে, নিকটবর্তী অঞ্চলে। কিন্তু ওরা ওদের এ-পরাজয়ের পর শীঘ্ৰই জয়লাভ করবে, কয়েক বছরের মধ্যেই। অগ্র ও পশ্চাতের সিদ্ধান্ত আল্লাহরই। সেদিন বিশ্বাসীরা উংফুল্ল হবে, আল্লাহর সাহায্যে। তিনি যাকে ইচ্ছা সাহায্য করেন, আর তিনি পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু। এ আল্লাহরই প্রতিশ্রুতি, আল্লাহ তাঁর প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন না, কিন্তু বেশির ভাগ লোক তা বোঝে না। ওরা পার্থিব জীবনের বাহ্য দিক সম্বন্ধে অবগত, পরকাল সম্বন্ধে অমনোযোগী। — ৩০ সুরা বুম : ১-৭

অতএব ধৈর্য ধর, আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য। যারা দৃঢ় বিশ্বাসী নয় তারা যেন তোমাকে বিচলিত করতে না পারে। — ৩০ সুরা বুম : ৬০

আর যারা বিশ্বাস করে ও সৎক্ষান্ত করে তাদেরকে জাহাতে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে, যার নিচে নদী বইবে ; সেখানে তারা থাকবে চিরকাল। আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য। আর কে আছে আল্লাহর চেয়ে বড় সত্যবাদী? — ৪ সুরা নিসা : ১২২

ତୋମାଦେର ମଧ୍ୟେ ଯାରା ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଓ ସଂକାଜ କରେ ଆଜ୍ଞାହ ତାଦେରକେ ପ୍ରତିକ୍ରତି ଦିଚ୍ଛେନ ଯେ, ତିନି ତାଦେରକେ ପୃଥିବୀତେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ଦାନ କରବେନ, ସେମନ ତିନି ପ୍ରଧିନିଧିତ୍ୱ ଦାନ କରେଛିଲେନ ତାଦେର ପୂର୍ବବତ୍ତୀଦେରକେ । — ୨୪ ସୁରା ନୂଃ ୫୬

... ଯାରା ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଓ ସଂକାଜ କରେ ଆଜ୍ଞାହ ତାଦେରକେ କ୍ଷମା ଓ ମହାପୂରମ୍ଭକାରେର ପ୍ରତିକ୍ରତି ଦିଚ୍ଛେନ । — ୪୮ ସୁରା ଫାତାହୁ ୩ ୨୯

ଆଜ୍ଞାହର ବନ୍ଧୁ ୩ ଜେମେ ରାଖ, ଆଜ୍ଞାହର ବନ୍ଧୁଦେର କୋନୋ ତଥ୍ୟ ନେଇ । ତାରା ଦୁଃଖିତତ୍ୱ ହବେ ନା । — ୧୦ ସୁରା ଇଉନୁସ ୩ ୬୨

ଆଜ୍ଞାହର ବାଣୀ : ଆଜ୍ଞାହ ତା'ର ବାଣୀ ଅନୁଯାୟୀ ସତ୍ୟକେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରବେନ, ଅପରାଧୀରା ତା ଅପରହ୍ନ କରଲେବେ । — ୧୦ ସୁରା ଇଉନୁସ ୩ ୮୨

... ଆର ଆଜ୍ଞାହର ବାଣୀ କେଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରତେ ପାରବେ ନା । ରମ୍ଭଲଦେର କିଛୁ ଖବର ତୋ ତୋମାର କାହେ ଏସେହେ । — ୬ ସୁରା ଆନ୍‌ଆମ ୩ ୩୪

ଆର ସତ୍ୟ ଓ ନ୍ୟାୟେର କ୍ଷେତ୍ରେ ତୋମାର ପ୍ରତିପାଳକେର ବାଣୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ । ଆର ତା'ର ବାଣୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାର କେଉ ନେଇ । ତିନି ସବ ଶୋନେନ, ସବ ଜାନେନ । — ୬ସୁରା ଆନ୍‌ଆମ ୩ ୧୧୫

ତୁମି ତୋମାର କାହେ ତୋମାର ପ୍ରତିପାଳକ ଯେ—କିତାବ ପାଠିଯେଛେନ ତାର ଥେକେ ଆସୁଣ୍ଡି କର । ତାର ବାଣୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାର କେଉ ନେଇ । ତା'କେ ଛାଡ଼ି ତୁମି କଥନଇ ଅନ୍ୟ କୋନୋ ଆଶ୍ୟ ପାବେ ନା । — ୧୮ ସୁରା କାହାଫ୍ ୩ ୨୭

ଆଜ୍ଞାହର ରୁ ୩ (ଆମରା ଗ୍ରହଣ କରେଛି) ଆଜ୍ଞାହର ରୁ ୧ । ରଙ୍ଗ ଆଜ୍ଞାହର ଚୟେ କେ ବେଶ ସୁନ୍ଦର ? ଆର ଆମରା ତାରଇ ଉପାସନା କରି । — ୨ ସୁରା ବାକାରା ୩ ୧୩୮

ଆଜ୍ଞାହ-ରସୁଲର ବିରୋଧିତା ୩ ... ଯାରା ଆଜ୍ଞାହ ଓ ତା'ର ରମ୍ଭଲକେ ଅମାନ୍ୟ କରେ ତାଦେର ଜନ୍ୟ ରଯେଛେ ଭାହାମାଯେର ଆଗୁନ, ମେଖାନେ ତାରା ଥାକବେ ଚିରକାଳ । — ୭୨ ସୁରା ଜିନ ୩ ୨୩

ବଲୋ, 'ଆୟି ଯଦି ଆୟାର ପ୍ରତିପାଳକେର ଅବାଧ୍ୟ ହିଁ ତବେ ଆୟି ତଯ କରି ମହାଦିନେର ଶାସ୍ତି ଆମାର ଓପର ପଡ଼ିବେ । ମେଦିନ ଯାକେ ଶାସ୍ତି ଥେକେ ବାଁଚିଲୋ ହବେ ତାର ଓପର ତିନି ତୋ ଦୟା କରବେନ, ଆର ସେ-ଇ ସ୍ପଷ୍ଟ ସାଫଲ୍ୟ ।' — ୬ ସୁରା ଆନ୍‌ଆମ ୩ ୧୫-୧୬

ଆଜ୍ଞାହ ଓ ତା'ର ରମ୍ଭଲ କୋନୋ ବିଷୟେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଲେ କୋନୋ ବିଶ୍ୱାସୀ ପୁରୁଷ ବା ନାୟିର ମେବିଯିଯେ ଭିନ୍ନ ମିଦ୍ଦାନ୍ତେର ଅଧିକାର ଥାକବେ ନା । କେଉ ଆଜ୍ଞାହ ଓ ତା'ର ରମ୍ଭଲକେ ଅମାନ୍ୟ କରଲେ ମେ ତୋ ସ୍ପଷ୍ଟଇ ପଥଭର୍ତ୍ତ ହବେ । — ୩୩ ସୁରା ଆହ୍ଜାବ ୩ ୫୭

ଯାରା ଆଜ୍ଞାହ ସମ୍ବନ୍ଧେ ମନ୍ଦ ବଲେ ଓ ରମ୍ଭଲକେ କଷ୍ଟ ଦେଯ ଆଜ୍ଞାହ ତୋ ତାଦେର ଇହଲୋକେ ଓ ପରଲୋକେ ଅଭିଶପ୍ତ କରେନ, ଆର ତିନି ତାଦେର ଜନ୍ୟ ଅପମାନକର ଶାସ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ରେଖେଛେ । — ୩୩ ସୁରା ଆହ୍ଜାବ ୩ ୫୭

ଅପରଦିକେ ଯେ ଆଜ୍ଞାହ ଓ ତା'ର ରମ୍ଭଲର ଅବାଧ୍ୟ ହବେ ଓ ନିଧାରିତ ସୀମା ଲଂଘନ କରବେ ତିନି ତାକେ ଆଗୁନ ଛୁଡ଼େ ଫେଲବେନ, ମେଖାନେ ମେ ଥାକବେ ଚିରକାଳ ଆର ତାର ଜନ୍ୟ ରଯେଛେ ଅପମାନକର ଶାସ୍ତି ।' — ୪ ନିମ୍ନା ୩ ୧୪

ଯାରା ଅସ୍ଵାକାର କରେଛେ ଓ ରମ୍ଭଲର ଅବାଧ୍ୟ ହେଁବେ ତାରା ମେଦିନ ମାଟିର ସାଥେ ଯିଶେ ଯେତେ ଚାହିଁବେ । ଆର ତାରା ଆଜ୍ଞାହର କାହୁ ଥେକେ କୋନୋ କଥାଇ ଗୋପନ କରତେ ପାରବେ ନା । — ୪ ସୁରା ନିମ୍ନା ୩ ୪୨

আর যদি কারও কাছে সংপথ প্রকাশ হওয়ার পর সে রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে ও বিশ্বাসীদের পথ ছাড়া অন্য পথ অনুসরণ করে, তবে সে যেদিকে ফিরে যায় সেদিকেই আমি তাকে ফিরিয়ে দেব ও জাহানামেই তাকে পোড়াব, আর বাসস্থান হিসেবে তা কতই-না জগন্য। — ৪ সুরা নিসা : ১১৫

কত জনপদের বাসিন্দারা তাদের প্রতিপালক ও রসূলদের নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ করেছিল। ফলে আমি তাদের কাছ থেকে কড়া হিসাব নিয়েছিলাম আর তাদেরকে দিয়েছিলাম কঠিন শাস্তি। তারপর তারা তাদের কর্মের শাস্তি ভোগ করল, আর ক্ষতিই ছিল তাদের কর্মের ফল। — ৬৫ সুরা তালাক : ৮-৯

যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে তাদেরকে তাদের পূর্ববর্তীদের মতোই অপদষ্ট করা হবে। আমি সুম্পষ্ট আয়াত অবর্তীণ করেছি। অবিশ্বাসীদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি। — ৫৮ সুরা মুজাদালা : ৫

যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে তারা হবে চরম অপমানিতদের অস্তর্ভুক্ত। — ৫৮ সুরা মুজাদালা : ২০

ওরা কি জানে না যে, যে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরোধিতা করে তার জন্য আছে জাহানামের আগুন। সেখানে সে চিরকাল থাকবে। সে-ই তো চরম অপমান। — ৯ সুরা তওবা : ৬৩

আল্লাহর শরণ : বলো, ‘আমি শরণ নিছি উষার সুষ্ঠার, তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার অমঙ্গল হতে ; অমঙ্গল হতে রাত্রি, যখন তা গভীর অঙ্ককারে আচ্ছন্ন হয়, অমঙ্গল হতে সেসব নারীর যারা গিটে ফুঁ দিয়ে জাদু করে, এবং অমঙ্গল হতে হিংসুকের যখন সে হিংসা করে।’ — ১১৩ সুরা ফালাক : ১-৫

বলো, ‘আমি শরণ নিছি মানুষের প্রতিপালকের, মানুষের অধীশ্বরের, মানুষের উপাস্যের, তার কুমক্ষণার অমঙ্গল হতে, যে সুযোগ মতো আসে ও সুযোগ মতো সরে পড়ে, যে কুমক্ষণা দেয় মানুষের অস্তরে, জিন বা মানুষের মধ্য থেকে। — ১১৪ সুরা নাস : ১-৬

আর যদি শয়তানের কুমক্ষণা তোমাকে প্ররোচিত করে তবে তুমি আল্লাহর শরণ নেবে। নিশ্চয়ই তিনি সব শোনেন, সব জানেন। — ৭ সুরা আরাফ : ২০০

যদি শয়তানের কুমক্ষণা তোমাকে উসকানি দেয় তবে তুমি আল্লাহর শরণ নেবে ; তিনি সব শোনেন সব জানেন। — ৪১ সুরা হামিম সিজদা : ৩৬

বলো, ‘হে আমার প্রতিপালক ! আমি শয়তানের প্ররোচনা থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করি।’ বলো, ‘হে আমার প্রতিপালক ! আমি ওদের উপস্থিতি থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করি।’ — ২৩ সুরা মুমিনুন : ১৭-১৮

আল্লাহর সন্তান, পুত্র বা কন্যা : আকাশ ও পথিবীর সার্বভৌমত্ব তাঁরই। তিনি কোনো সন্তান গ্রহণ করেননি। সেই সার্বভৌমত্বে তাঁর কোনো অঙ্গী নেই। তিনি সব কিছু সৃষ্টি করেছেন ও প্রত্যেককে তার যথোচিত প্রকৃতি দান করেছেন। তবুও কি তারা তাঁর পরিবর্তে উপাস্য হিসাবে অন্যকে গ্রহণ করবে যারা কিছুই সৃষ্টি করে না, বরং নিজেরাই সৃষ্টি ; আর

নিজেদের ভালোও করতে পারে না, মন্দও করতে পারে না ; যারা জীবন, মৃত্যু ও পুনরুত্থানের ওপর কোনো ক্ষমতাও রাখে না। — ২৫ সুরা ফোরকান : ২-৩

সন্তান গ্রহণ করা আল্লাহর কাজ নয়। তিনি তো পবিত্র, মহিমময়। — ১৯ সুরা মরিয়ম : ৩৫

তারা বলে, ‘করুণাময় সন্তান গ্রহণ করেছেন।’ তোমরা তো এক আজব কথা বানিয়েছ। (এর জন্য) হয়তো আকাশ ফেটে পড়বে, পৃথিবী বিদীর্ণ হবে ও পর্বতমণ্ডলী চূঁপিচূর্ণ হয়ে যাবে। এজন্য যে, তারা করুণাময়ের প্রতি সন্তান আরোপ করে। অথচ করুণাময়ের জন্য এ শোভন নয় যে তার সন্তান হবে। — ১৯ সুরা মরিয়ম : ৮৮-৯২

তোমাদের প্রতিপালক কি তোমাদের জন্য পুত্রসন্তান ঠিক করেছেন আর তিনি নিজে ফেরেশতাদেরকে কল্য হিসেবে গ্রহণ করেছেন? তোমরা তো নিশ্চয় ডয়ানক কথা বলছ! — ১৭ সুরা বনি-ইসরাইল : ৪০

তারা বলে, ‘আল্লাহর পুত্র আছে।’ তিনি মহান পবিত্র। তিনি অভাবমুক্ত ! আকাশ ও পৃথিবীতে যা-কিছু আছে তা তাঁরই। এ বিষয়ে তোমাদের কাছে কোনো সনদ নেই। তোমরা কি আল্লাহ সম্বন্ধে এমন কিছু বলছ যে—বিষয়ে তোমাদের কোনো জ্ঞান নেই? বলো, ‘যারা আল্লাহ সম্বন্ধে যিন্ত্যা উত্তোলন করে তারা সফলকাম হবে না।’ পৃথিবীতে ওদের জন্য আছে কিছু সুখসঙ্গেগ। পরে আমারই নিকট ওদের প্রত্যাবর্তন। তারপর অবিশ্বাসের জন্য ওদেরকে আমি কঠোর শাস্তির স্থান আস্থাদন করাবো। — ১০ সুরা ইউনুস : ৬৮-৭০

... ওরা অজ্ঞানতাবশত আল্লাহর পুত্রকন্যা আরোপ করে। তিনি মহিমাবিত। ওরা যা বলে তিনি তার উর্ধ্বে। তিনি আকাশ ও পৃথিবীর সুষ্ঠা, তাঁর সন্তান হবে কেমন করে? তাঁর কোনো স্ত্রী নেই। তিনি তো সমস্ত কিছুই সৃষ্টি করেছেন ও সব জিনিসই তিনি ভালো করে জানেন। — ৬ সুরা আন-আম : ১০০-১০১

ওদেরকে জিজ্ঞাসা করো, ওরা কি মনে করে যে আল্লাহর জন্য কন্যা আর ওদের নিজেদের জন্য রয়েছে পুত্র, বা ওরা কি উপস্থিতি ছিল যখন আমি ফেরেশতাদেরকে সৃষ্টি করেছিলাম? দেখো ওরা ঘনগড়া কথা বলে থাকে যখন বলে, ‘আল্লাহ সন্তান জন্ম দিয়েছেন।।’ ওরা তো যিন্ত্য কথা বলে। তিনি কি পুত্রের পরিবর্তে কন্যা পছন্দ করেছেন? তোমাদের কী হয়েছে, এ তোমাদের কেমন বিচার ধারা? তবে কি তোমার উপদেশ নেবে না? তোমাদের কাছে কোনো সুস্পষ্ট প্রমাণ আছে? তোমরা যদি সত্য কথা বলো তবে তোমাদের কিতাব নিয়ে এস? — ৩৭ সুরা সাফ্ফাত : ১৪৯-১৫৭

আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করতে চাইলে তিনি তাঁর সৃষ্টির মধ্যে যাকে ইচ্ছা মনোনীত করতে পারতেন। তিনি পবিত্র ও মহান। তিনিই আল্লাহ, এক ও শক্তিমান। — ৩৯ সুরা জুমার : ৪

ওরা তাঁর (আল্লাহর) দাসদের মধ্য থেকে কাউকে—কাউকে তাঁর সন্তান অংশ গণ্য করে। মানুষ তো স্পষ্টই অকৃতজ্ঞ। তিনি কি তাঁর সৃষ্টি থেকে নিজের জন্য কন্যাসন্তান গ্রহণ করেছেন, আর তোমাদের জন্য নির্ধারিত করেছেন পুত্রসন্তান? ওরা করুণাময় আল্লাহর ওপর যা আরোপ করে ওদের কাউকে সে—সংবাদ দিলে তার মুখ কালো হয়ে যাব আর সে অসহায় মনের দুঃখে কষ্ট পায়। যে অলংকার মণিত হয়ে লালিতপালিত ও যুক্তিপ্রদর্শনে

অসমর্থ তাকে কি ওরা আল্লাহর সাথে শরিক করে? আর ওরা কি করুণাময় আল্লাহর দাস ফেরেশতাদের নারী বলে গণ্য করে? তাদেরকে সৃষ্টি করা কি ওরা প্রত্যক্ষ করেছিল? ওদের এসব কথা লেখা থাকবে ও ওদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। ওরা বলে, ‘করুণাময় আল্লাহ, ইচ্ছা না করলে আমরা এদের পূজা করতাম না’ এ-বিষয়ে ওদের কোনো জ্ঞান নেই। ওরা তো কেবল মিথ্যাই বলে। — ৪৩ সুরা জুখুরফঃ ১৫-২০

বলো; ‘করুণাময়ের কোনো সন্তান থাকলে আমি তাকে সবার আগে উপাসনা করতাম।’

ওরা (তাঁর প্রতি) যা আরোপ করে তার চেয়ে আকাশ ও পৃথিবীর অধিপতি এবং আরশের অধিকারী পবিত্র ও মহান। অতএব, ওদেরকে যেদিনের কথা বলা হয়েছে তার সম্মুখীন হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ওরা কথা বলে যাক, খেলা করুক। তিনিই উপাস্য আকাশে, তিনিই উপাস্য পৃথিবীতে, আর তিনি তত্ত্বজ্ঞানী, সর্বজ্ঞ। — ৪৩ সুরা জুখুরফঃ ৮১-৮৪

ওরা আল্লাহর ওপর কল্যাসন্তান আরোপ করে, তিনি তো পবিত্র মহিমময়। আর নিজেদের জন্য তা-ই ঠিক করে যা ওরা চায়। ওদের কাউকেও যখন কন্যাসন্তানের সুস্থিতাদ দেওয়া হয় তখন ওদের মুখ কালো হয়ে যায় ও মন ছোট হয়ে যায়। আর যে-ব্যবর সে পায় তার লজ্জায় সে নিজ সম্প্রদায় থেকে নিজেকে লুকিয়ে রাখে। (ভাবে) অপমান সহ্য করে সে ওকে রাখবে? না মাটিতে পুঁতে ফেলবে? আহ! কী খারাপ ওদের সিদ্ধান্ত! — ১৬ সুরা নাহলঃ ৫৭-৫৯

আর তাদেরকে সতর্ক করার জন্য যারা বলে যে, আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন, এ-বিষয়ে তাদের কোনো জ্ঞান নেই ও তাদের পূর্বপুরুষদেরও ছিল না। উন্নত কথাই তাদের মুখ থেকে বের হয়, তারা কেবল মিথ্যাই বলে। — ১৮ সুরা কাহাফঃ ৪-৫

ওরা বলে, ‘করুণাময় সন্তান গ্রহণ করেছেন।’ তিনি তো পবিত্র, মহান। বরং (যদের আল্লাহর সন্তান বলা হয়) তারা তো তাঁর সম্মানিত দাস। তারা আগে বাড়িয়ে কথা বলে না। তারা তাঁর আদেশ অনুসারেই কাজ করে। — ২১ সুরা আল্লাম্বিয়াঃ ২৬-২৭

আল্লাহ কোনো সন্তান গ্রহণ করেননি। আর তাঁর সৎগে কোনো উপাস্য নেই। যদি থাকত, তবে প্রত্যেক উপাস্য নিজ নিজ সৃষ্টি নিয়ে পৃথক হয়ে পড়ত ও একে অপরের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করতে চাইত। ওরা যা বলে তার চেয়ে আল্লাহ পবিত্র, মহান। তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা। ওরা যাকে শরিক করে তিনি তো তার উর্ধ্বে। — ২৩ সুরা মুমিনুনঃ ১১-১২

আর তারা বলে, ‘আল্লাহর পুত্র আছে।’ তিনি মহান পবিত্র। বরং আকাশ ও পৃথিবীতে যা-কিছু আছে সব আল্লাহরই। সবকিছু তাঁরই একান্ত অনুগত। — ২ সুরা বাকারাঃ ১১৬

হে কিতাবিগণ! তোমরা তোমাদের ধর্ম সম্বন্ধে বাড়াবাড়ি কোরোনা ও আল্লাহর সম্বন্ধে সত্য বলো। মরিয়মপুত্র দ্বিসা মসিহ আল্লাহর রসূল। আর তিনি তাঁর বাণী ও তাঁর বুহ মরিয়মের কাছে পাঠিয়েছিলেন। সুতরাং তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলে বিশ্বাস করো, আর বেলো না ‘তিন’ (আল্লাহ)। তোমরা নিবৃত্ত হও, এ তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আল্লাহই তো একমাত্র উপাস্য। তাঁর সন্তান হবে? তিনি এর অনেক উর্ধ্বে। আকাশে ও পৃথিবীতে যা-কিছু আছে সব আল্লাহরই। কর্মবিধানে আল্লাহই যথেষ্ট। — ৪ সুরা নিসাঃ ১৭১

আর ইহুদিরা বলে, ‘ওজ্জাহির আল্লাহর পুত্র’ ; আর খ্রিস্টানেরা বলে, ‘মসিহ আল্লাহর পুত্র’। এ তাদের মুখের কথা। পূর্বে যারা অবিশ্বাস করেছিল ওরা তাদের মতো কথা বলে। আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করুন। তারা কেমন করে সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। — ৯ সুরা তওবা : ৩০

আল্লাহ সর্বজ্ঞ, অন্তর্যামী, দশ্য ও অদ্শ্যের পরিজ্ঞাতা : আমিই মানুষকে সৃষ্টি করেছি এবং তার অস্তরের কুচিঞ্চল সম্বন্ধে আমি অবহিত। আমি তার গ্রীবাস্থিত ধর্মনীর চেয়েও নিকটতর। — ৫০ সুরা কাফ : ১৬

তিনি অদ্শ্যের পরিজ্ঞাতা, আর তাঁর অদ্শ্যের জ্ঞান তিনি কারও কাছে প্রকাশ করবেন না তাঁর মনোনীত রসূল ছাড়া। আর তখন আল্লাহ রসূলের সামনে ও পিছনে প্রহরী রাখেন যাতে তিনি জানতে পারেন, তারা তাদের প্রতিপালকের বাণী পৌছে দিয়েছে কিনা। তাদের সব কিছুকে তিনি ঘিরে রাখেন এবং প্রত্যেক জিনিসের হিসাব রাখেন। — ৭২ সুরা জিন : ২৬-২৮

... আল্লাহর অজ্ঞানে কোনো নারী গৰ্ভধারণ বা সন্তান প্রসব করে না। — ৩৫ সুরা ফাতির : ১১

আকাশ ও পথিবীর অদ্শ্য বিষয় জানেন আল্লাহ। অস্তরে যা আছে সে—সম্পর্কেও তিনি ভালো করেই জানেন। — ৩৫ সুরা ফাতির : ৩৮

আকাশ, পথিবী ও তাদের মধ্যবর্তী স্থানে এবং ভূগর্ভে যা আছে তা তাঁরই। তোমাকে উচুঁ গলায় বলতে হবে না, আল্লাহ জানেন যা গুপ্ত ও যা অব্যক্ত। — ২০ সুরা তাহা : ৬-৭

তাদের সামনে ও পেছনে যা—কিছু আছে তা তিনি জানেন, কিন্তু জ্ঞানের সাহায্য তারা তা আয়ত্ত করতে পারবে না। — ২০ সুরা তাহা : ১১০

বলো, ‘আল্লাহ ছাড়া আকাশ ও পথিবীতে কেউই অদ্শ্যের জ্ঞান রাখে না আর ওরা কখন পুনরুত্থিত হবে ওরা তা জানে না।’ না, ওদের কাছে পরকাল সম্পর্কে কোনো জ্ঞান পৌছে না। না, এ—ব্যাপারে ওদের সন্দেহ রয়েছে, কারণ ওরা তো দেখতে পায় না — ২৭ সুরা নমল : ৬৫-৬৬

তারা তাদের অস্তরে যা গোপন করে আর ও যা প্রকাশ করে তা তোমার প্রতিপালক জানেন। — ২৭ সুরা নমল : ৭৪

তোমার প্রতিপালক তো তাঁর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেবেন। তিনি পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ। — ২৭ সুরা নমল : ৭৮

তোমাদের অস্তরে যা আছে তা তোমাদের প্রতিপালক ভালো করেই জানেন। যদি তোমরা সৎকর্মপরায়ণ হও, আল্লাহ তো ক্ষমা করেন তাদেরকে যারা প্রায়শই আল্লাহর দিকে মুখ ফেরায়। — ১৭ সুরা বনি-ইসরাইল : ২৫

... বলো, ‘অদ্শ্যের জ্ঞান তো কেবল আল্লাহরই। অতএব তোমরা প্রতীক্ষা কর, আমি তোমাদের সঙ্গে প্রতীক্ষা করছি।’ — ১০ সুরা ইন্দুনুস : ২০

সাবধান ! ওরা তাঁর কাছে গোপন রাখার জন্য ওদের অস্তরকে ঢেকে রাখে। সাবধান ! ওরা যখন নিজেদেরকে কাপড়ে ঢেকে রাখে (অর্থাৎ ওদের অভিসন্ধি গোপন করে) তখন ওরা

কী গোপন করে ও কী প্রকাশ করে তা কি তিনি জানেন না? অন্তরে কী আছে তিনি তো ভালো করেই জানেন। — ১১ সুরা হুদ : ৫

আকাশ ও পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয়ের (জ্ঞান) আল্লাহরই। আর তাঁর কাছে সবকিছুই ফিরিয়ে আনা হবে। তাই তাঁরই উপাসনা কর ও তাঁর ওপর নির্ভর করো তোমরা যা কর সে-সম্বন্ধে তোমার প্রতিপালক জানেন না তা নয়। — ১১ সুরা হুদ : ১২৩

তোমাদের পূর্বে যারা গত হয়েছে তাদের আমি জানি, আর তোমাদের পরে যারা আসবে তাদেরও আমি জানি। তোমাদের প্রতিপালকই ওদের একত্র করবেন। তিনি তো তত্ত্বজ্ঞানী, সর্বজ্ঞ। — ১৫ সুরা হিজর : ২৪-২৫

তিনিই আকাশ ও পৃথিবীর আল্লাহ। তিনি তোমাদের গোপন ও প্রকাশ্য সব কিছুই জানেন। আর তোমরা যা কর তাও তাঁর জানা। — ৬ সুরা আন্নাম : ৩

রাখিতে ও দিনে যা-কিছু থাকে তা তাঁরই। আর তিনি সব শোনেন, সব জানেন। — ৬ সুরা আন্নাম : ১৩

‘... তাঁরই কাছে রয়েছে অদৃশ্যের চাবি, তিনি ছাড়া আর কেউ তা জানে না। জলে-স্থলে যা-কিছু আছে তা তিনিই জানেন। তাঁর অস্ত্রাত্মারে একটি পাতাও পড়ে না। মাটির অঙ্ককারে এমন কোনো শস্যকণা অংকুরিত হয় না বা এমন কোনো রসাল বা শুষ্ক জিনিস নেই যা কিভাবে সুস্পষ্টভাবে নেই।’

তিনি রাত্রে তোমাদের ঘুম আনেন। আর দিনে তোমরা যা কর তা তিনি জানেন। তারপর দিনে তোমাদের তিনি আবার জাগান যাতে নির্দিষ্ট মেয়াদ পুরো হয়। তারপর তাঁর দিকেই তোমাদের প্রত্যাবর্তন। তারপর তোমরা যা কর সে-সম্বন্ধে তোমাদের তিনি জানিয়ে দেবেন। — ৬ সুরা আন্নাম : ৫৫-৬০

(লোকমান বলল) ‘বাছা! কোনো কিছু সরষে দানার পরিমাণও হয় আর তা যদি থাকে পাথরের মধ্যে বা আকাশে বা মাটির নিচে থাকে, আল্লাহ তাও উপস্থিত করবেন। আল্লাহ তো সূক্ষ্মাদৃশী, সব বিষয়ে খবর রাখেন। — ৩১ সুরা লুকমান : ১৬

কেউ অবিশ্বাস করলে তা যেন তোমাকে কষ্ট না দেয়। আমারই কাছে ওরা ফিরবে। তারপর, ওরা যা করত আমি ওদেরকে (তা) জানাব। (ওদের) অন্তরে যা রয়েছে সে-সম্বন্ধে আল্লাহ ভালোভাবেই জানেন। — ৩১ সুরা লুকমান : ২৩

কখন কিয়ামত হবে তা কেবল আল্লাহই জানেন। তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন আর তিনি জানেন যা জরাযুতে রয়েছে। কেউ জানে না আগামীকাল সে কী অর্জন করবে এবং কেউ জানে না কোন্ দেশে তার মৃত্যু হবে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সব বিষয়ই তার জানা। — ৩১ সুরা লুকমান : ৩৪

প্রশংসা আল্লাহরই, যিনি আকাশ ও পৃথিবীতে যা-কিছু আছে সব কিছুরই মালিক, আর পরলোকেও সকল প্রশংসা তাঁরই। তিনি তত্ত্বজ্ঞানী, সর্ববিষয়ে অবহিত। তিনি জানেন মাটিতে যা প্রবেশ করে, আর তা থেকে যা বের হয়, আর যা আকাশ থেকে নামে আর যা-কিছু আকাশে ওঠে। তিনিই পরম দয়ালু ও ক্ষমাশীল। — ৩৪ সুরা সাবা : ১-২

তিনি জানেন চোখের চুরিকে আর যা অন্তরে লুকিয়ে থাকে। — ৪০ সুরা মুমিন : ১৯

ওরা কি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছে? (তা হলে) সিদ্ধান্ত তো আমারও রয়েছে। ওরা কি মনে করে যে, আমি ওদের গোপন বিষয় ও পরামর্শের খবর রাখি না। অবশ্যই রাখি। আমার ফেরেশতারা তো ওদের কাছে থেকে সব লিখে রাখে। — ৪৩ সুরা জুখুরফ : ৭৯-৮০

তোমরা যা গোপন রাখ এবং যা প্রকাশ কর আল্লাহ তা জানেন। — ১৬ সুরা নাহল : ১৯
এতে সন্দেহ নেই যে, আল্লাহ জানেন যা ওরা গোপন করে ও যা ওরা প্রকাশ করে। তিনি অহঙ্কারীদের ভালোবাসেন না। — ১৬ সুরা নাহল : ২৩

আকাশ ও পথিবীর অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান আল্লাহরই। — ১৬ সুরা নাহল : ৭৭

তিনি দশ্য ও অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা। — ২৩ সুরা মুমিনুন : ১২

তিনিই দশ্য ও অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা, পরাক্রমশালী পরম দয়ালু। — ৩২ সুরা সিজদা : ৬

তোমরা গোপনেই কথা বলো বা প্রকাশ্যে, তিনি তো অন্তর্যামী। যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনি কি জানবেন না? তিনি সৃষ্টাদৰ্শী, সম্যক অবগত। — ৬৭ সুরা মুলক : ১৩-১৪

... একের (পাপের) ভার অন্যে বহন করবে না। তারপর তোমাদেরকে তোমাদের প্রতিপালকের কাছে ফিরে যেতে হবে। আর (তখন) তোমার যা করতে তিনি তোমাদেরকে তা জানিয়ে দেবেন। (তোমাদের) অন্তরে যা আছে তা তিনি ভালোভাবেই জানেন। — ৩৯
সুরা জুমার : ৭

তারা কি জানে না যে, তারা যা গোপন রাখে বা প্রকাশ করে নিশ্চিতভাবে আল্লাহ তা জানেন? — ২ সুরা বাকারা : ৭১

পূর্ব ও পশ্চিম সব দিকই আল্লাহর। আর তুমি যে দিকেই মুখ ফেরাও সে দিকই আল্লাহর। আল্লাহ তো সর্বব্যাপী, সর্বজ্ঞ। — ২ সুরা বাকারা : ১১৫

... তাদের (মানুষের) সামনে ও পেছনে যা-কিছু আছে তা তিনিই জানেন। তিনি যা ইচ্ছা করেন তা ছাড়া তারা জ্ঞানের কিছুই কেউ আয়ত্ত করতে পারবে না। — ২ সুরা বাকারা : ২৫৫

আকাশে ও পথিবীতে যা-কিছু আছে সবই আল্লাহর। তোমাদের মনে যা আছে তা প্রকাশ কর বা গোপন রাখ, আল্লাহ তার হিসাব তোমাদের কাছ থেকে নেবেন। — ২ সুরা বাকারা : ২৮৪

... আল্লাহ সব বিষয়ই তালো করে জানেন। — ৮ সুরা আনফাল : ৭৫

আল্লাহর কাছে আকাশ ও পথিবীর কোনোকিছুই তো গোপন নেই। — ৩ সুরা আল-ই-ইমরান : ৫

বলো, ‘তোমাদের মনে যা আছে তা যদি তোমরা গোপন করো বা প্রকাশ করো, আল্লাহর তা জানা আছে। আর আকাশ ও পথিবীতে-কিছু যা আছে তিনি তাও জানেন। আর আল্লাহ সববিষয়ে সর্বশক্তিমান।’ — ৩ সুরা আল-ই-ইমরান : ২৯

... অদৃশ্য সম্পর্কে তোমাদেরকে জানানো আল্লাহর কাজ নয়, তবে আল্লাহ তাঁর রসূলগণের মধ্যে যাকে ইচ্ছা মনোনীত করেন। সুতরাং তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলদের বিশ্বাস করো। তোমরা বিশ্বাস করলে ও সাবধান হয়ে চললে তোমাদের জন্য রয়েছে যথাপূর্বস্ক্রাব। — ৩ সুরা আল-ই-ইমরান : ১৭৯

... আল্লাহ তো ভালো করেই জানেন তোমরা যা করো। তুমি আল্লাহর ওপর নির্ভর করো; কর্মবিধানে আল্লাহই যথেষ্ট। — ৩৩ সূরা আহ্�মাব : ২-৩

আল্লাহর আয়াত ও হিকমতের কথা যা তোমাদের ঘরে পড়া হয় তা তোমরা শ্মরণ রাখবে। আল্লাহ তো সুক্ষ্মদৰ্শী, তিনি সব খবর রাখেন। — ৩৩ সূরা আহ্মাব : ৩৪

তিনিই আদি, তিনিই অস্ত। তিনিই যুগপৎ ব্যক্ত ও অব্যক্ত, আর তিনি সর্ববিষয়ে সম্যক অবহিত। — ৫৭ সূরা হাদিদ : ৩

... তিনি জানেন যা-কিছু মাটিতে ঢেকে ও যা-কিছু মাটি থেকে বের হয়, আর আকাশ থেকে যা-কিছু নামে ও আকাশে যা-কিছু ওঠে। তোমরা যেখানেই থাক না কেন তিনি তোমাদের সঙ্গে আছেন। তোমরা যা-কিছু করো আল্লাহ তা দেখেন। — ৫৭ সূরা হাদিদ : ৪

... তোমরা দিনে কোথায় যাও ও রাত্রিতে কোথায় থাক তা আল্লাহ ভালোকরেই জানেন। — ৪৭ সূরা মুহাম্মদ : ১৯

আল্লাহ জানেন যা প্রত্যেক নারী (তার গর্ভে) ধারণ করে এবং জরায়ুতে যা-কিছু পরিবর্তন ঘটে এবং তাঁর নিকট প্রত্যেক বস্ত্র এক নির্দিষ্ট পরিমাণ রয়েছে। তিনি অদৃশ্য ও দৃশ্যের পরিজ্ঞাতা, তিনি মহান, সর্বোচ্চ মর্যাদাবান। (তাঁর নিকট উভয়ই) সমান তোমাদের মধ্যে যে কথা গোপন করে বা যে তা প্রকাশ করে — যে রাত্রিতে আত্মগোপন করে এবং যে দিনে (প্রকাশ্য) বিচরণ করে। — ১৩ সূরা রাদ : ৮-১০

আল্লাহই সাত আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। আর এভাবেই আকাশ ও পৃথিবীর সকল স্তরে তাঁর নির্দেশ নেমে আসে, যাতে তোমরা বুঝতে পার যে, আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান, আর সমস্ত কিছুই তাঁর জানা। — ৬৫ সূরা তালাক : ১২

তিনিই আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, তিনি অদৃশ্য ও দৃশ্যের পরিজ্ঞাতা, তিনি পরম করুণাময়, পরম দয়াময়। — ৫৯ সূরা হাশর : ২২

জ্ঞেন রাখো, আকাশ ও পৃথিবীতে যা আছে তা আল্লাহরই। তোমরা যা-কিছু করো আল্লাহ তা জানেন। যেদিন তারা তাঁর কাছে ফিরে যাবে সেদিন তিনি তাদেরকে জানিয়ে দিবেন তারা যা করত। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ। — ২৪ সূরা নূর : ৬৪

তুমি কি লক্ষ করো না যে, আল্লাহ আকাশ থেকে বারিবর্ষণ করেন যাতে পৃথিবী সবজ্ঞ-শ্যামল হয়ে ওঠে। আল্লাহ তো সুক্ষ্মদৰ্শী, সব খবর রাখেন। — ২২ সূরা হজ : ৬৩

তুমি কি জান না যে, আকাশ ও পৃথিবীতে যা-কিছু রয়েছে আল্লাহ তা জানেন? এ সবই লেখা আছে এক কিতাবে। এ আল্লাহর কাছে সহজ। — ২২ সূরা হজ : ৭০

মানুষের সামনে ও পিছনে যা-কিছু আছে তিনি তা জানেন, আর সব কিছুই আল্লাহর কাছে ফিরে যাবে। — ২২ সূরা হজ : ৭৬

তুমি কি বোঝ না, আকাশ ও পৃথিবীতে যা-কিছু আছে আল্লাহ তা জানেন? তিনজনের মধ্যে এমন কোনো গোপন পরামর্শ হয় না যদের মধ্যে চতুর্থজন হিসাবে তিনি হাজির না থাকেন, পাঁচজনের মধ্যেও হয় না, যেখানে তিনি স্বষ্টজন হিসাবে না থাকেন। সংখ্যায় ওরা এর চেয়ে কম বা বেশি হোক, ওরা যেখানেই থাক-না কেন আল্লাহ ওদের সঙ্গে আছেন। ওরা

যা-ই করে কিয়ামতের দিন ওদের তা জ্ঞানিয়ে দেওয়া হবে। আল্লাহর তো সব বিষয়ই ভালো করে জানা। — ৫৮ সুরা মুজদালা ১-২

আল্লাহ জানেন আকাশ ও পথিবীর অদ্য বিষয় সম্পর্কে। তোমরা যা করো আল্লাহ তা দেখেন। — ৪৯ সুরা হজুরাত ১-১৮

আল্লাহ তোমাদের শপথ থেকে মুক্তির ব্যবস্থা করে দিয়েছেন, আল্লাহ তোমাদের সহায়। আর তিনি সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। — ৬৬ সুরা তাগাবুন ১-২

আকাশ ও পথিবীতে যা-কিছু আছে সমস্তই তিনি জানেন, আর তিনি জানেন তোমরা যা গোপন করো বা তোমরা যা প্রকাশ করো, আর তিনি তো অস্তর্যামী। — ৬৪ সুরা তাগাবুন ১-৪

তিনি দশ্য ও অদ্যের পরিজ্ঞাতা, শক্তিমান, তত্ত্বজ্ঞানী। — ৬৪ সুরা তাগাবুন ১-১৮

... তারা বলবে, ‘আমরা জানি না। অদ্য সম্বন্ধে তুমই জান।’ — ৫ সুরা মায়িদা ১০৯

আল্লাহর সাক্ষাৎ ও প্রত্যাবর্তন ১ বস্তুত মানুষ তো সীমালঙ্ঘন করেই থাকে, কারণ সে নিজেকে অভাবমুক্ত মনে করে। প্রত্যাবর্তন তো তোমার প্রতিপালকের কাছেই। — ৯৬ সুরা আলাক ১-৬-৮

আমি জীবন দান করি, মণ্ড ঘটাই আর সকলের প্রত্যাবর্তন আমারই দিকে। — ৫০ সুরা কাফ ১-৩

প্রত্যেক স্তুতির একজন তত্ত্বাবধায়ক আছে। সুত্রাং মানুষ বোঝার চেষ্টা করুক কি থেকে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে সবগে স্থিলিত পানি হতে, এ নির্গত হয় সুলব (মেরুদণ্ড, নরের যৌনদেশ অর্থে) ও তারাইব (পঞ্চর, নারীর যৌনদেশ অর্থে)-এর মিলনে। নিশ্চয় তিনি তাকে (মানুষকে) ফিরিয়ে নিতে পারেন। যেদিন গোপন তথ্য পরীক্ষিত হবে, সেদিন তার কোনো সামর্থ্য ও সাহায্যকারী থাকবে না। — ৮৬ সুরা তারিক ১-১০

... যারা তাদের ধর্মকে তামাশা আর খেলা বলে গৃহণ করেছিল আর পথিবীর জীবন যাদেরকে ভুলিয়ে রেখেছিল। সুত্রাং আজ আমি তাদেরকে ভুল যাব, যেভাবে তারা তাদের এই দিনের সাক্ষাৎকারকে ভুল ছিল আর আমার নির্দর্শনকে অঙ্গীকার করেছিল। — ৭ সুরা আরাফ ১-৫

তাদের কর্ম নিষ্কল হবে যারা আমার নির্দর্শনসমূহ ও পরকালের সাক্ষাৎকে মিথ্যা বলে। তারা যা করে সেইমতো কি তাদের প্রতিফল দেওয়া হবে না? — ৭ সুরা আরাফ ১-১৪

যারা আমার সাক্ষাৎ কামনা করে না তারা বলে, ‘আমাদের কাছে ফেরেশ্তা পাঠানো হয় না কেন বা আমরা প্রতিপালককে দেখতে পাই না কেন?’ ওরা ওদের অন্তরে অহংকার পোষণ করে আর ওরা দারুণভাবে সীমালঙ্ঘন করেছে। যেদিন ওরা ফেরেশ্তাদের প্রত্যক্ষ করবে সেদিন দেয়ী ব্যক্তিদের জন্য সুখবর থাকবে না এবং ওরা বলবে, ‘বাঁচাও, বাঁচাও।’ — ২৫ সুরা ফোরাকান ১-২১-২২

পথিবী ও যারা সেখানে বাস করে আমি তাদের উত্তরাধিকারী, আর তাদেরকে আমারই কাছে ফিরিয়ে আনা হবে। — ১৯ সুরা মরিয়ম ১-৪০

আকাশ ও পথিবীতে এমন কেউ নেই যে করুণাময়ের কাছে দাসরাপে উপস্থিত হবে না। — ১৯ সুরা মরিয়ম ১-৯৩

... যে-কেউ নিজকে পবিত্র করে সে তো পবিত্র করে নিজেরই তালোর জন্য। প্রত্যাবর্তন আল্লাহরই কাছে। — ৩৫ সুরা ফাতির : ১৮

তাঁরই কাছে তোমাদের সকলের প্রত্যাবর্তন, আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য। সৃষ্টিকে তিনি অস্তিত্বে আনেন, তারপর তার পুনরাবর্তন ঘটাবেন, যারা বিশ্বাসী ও পুণ্যবান তাদের ন্যায় বিচারের সাথে কর্মফল দেওয়ার জন্য। আর তারা অবিশ্বাস করত বলে অবিশ্বাসীদের জন্য রয়েছে অতি উৎকৃষ্ট পানীয় ও নিরাকুণ শাস্তি। — ১০ সুরা ইউনুস : ৪

যারা আমার সাক্ষাতের ভয় করে না ও পার্থিব জীবনেই তুষ্ট ও তাতেই নিশ্চিন্ত থাকে আর যারা আমার নির্দশন সম্পর্কে কোনো খবর রাখে না, তাদের ক্রতৃকর্মের জন্য তাদের আগুনেই বাস (করতে হবে)। — ১০ সুরা ইউনুস : ৭-৮

... তাই যারা আমার সাক্ষাতের ভয় করে না আমি অবাধ্যতার জন্য তাদের উদ্ভ্রান্তের ন্যায় ঘূরে বেড়াতে দিই। — ১০ সুরা ইউনুস : ১১

আর যেদিন তিনি ওদের একত্র করবেন সেদিন (ওদের মনে হবে) যে, তারা দিনের এক মুহূর্তকাল মাত্র ছিল, ওরা পরম্পরাকে চিনবে। আল্লাহর সাক্ষাৎ যারা অঙ্গীকার করেছে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে আর তারা তো সংপথপ্রাপ্ত ছিল না। আমি ওদেরকে যে-ভয় দেখিয়েছি তার কিছু তোমাকে দেখিয়েই দিই, বা তোমার মতৃহই ঘটাই, ওদেরকে তো আমারই কাছে ফিরতে হবে, আর ওরা যা করে আল্লাহ তো তার সাক্ষী। — ১০ সুরা ইউনুস : ৪৫-৪৬

মনে রেখো, আকাশ ও পৃথিবীতে যা-কিছু আছে তা আল্লাহরই। সাবধান! আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য, কিন্তু ওদের অধিকাংশই তো জানে না। তিনিই জীবন দেন ও মত্য ঘটান, আর তাঁরই কাছে তোমরা ফিরে যাবে। — ১০ সুরা ইউনুস : ৫৫-৫৬

বলো, ‘যারা আল্লাহ সম্বর্কে মিথ্যা উত্তোলন করে তারা সফলকাম হবে না।’ পৃথিবীতে ওদের জন্য আছে কিছু সুখভোগ, পরে আমারই নিকট ওদের প্রত্যাবর্তন। তারপর অবিশ্বাসের জন্য ওদের আমি কঠিন শাস্তির স্বাদ আস্থাদন করাব। — ১০ : ৬৯-৭০

আর তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কাছে ক্ষমা গ্রাহন করো ও তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন করো। তিনি তোমাদেরকে এক নির্দিষ্টকালের জন, উন্নত জীবন উপভোগ করতে দেবেন আর যারা বেশি কর্মনিষ্ঠ তাদের প্রত্যেককে তিনি বেশি দেবেন। যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও তবে আমি তোমাদের জন্য আশঙ্কা করি মহাদিনের শাস্তির। আল্লাহরই কাছে তোমাদের প্রত্যাবর্তন, আর তিনি তো সববিষয়ে সর্বশক্তিমান। — ১১ সুরা হুদ : ৩-৪

আকাশ ও পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয়ের (জ্ঞান) আল্লাহরই। আর তাঁর কাছে সবকিছুই ফিরিয়ে আনা হবে। তাই তোমরা তাঁরই উপাসনা করো ও তাঁর ওপর নির্ভর করো। — ১১ সুরা হুদ : ১২৩

যারা আল্লাহর সম্মুখীন হওয়াকে মিথ্যা বলেছে তারা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত। যখন হঠাতে ক'রে তাদের কাছে কিয়ামত এসে পড়বে তখন তারা বলবে, ‘হায়! আফ্সোস যে একে আমরা অবজ্ঞা করেছিলাম।’ তাদের পিঠে তারা তাদের পাপের বোঝা বইবে। দেখো, তারা যা বইবে তা খুব খারাপ। — ৬ সুরা আন্তাম : ৩১

যারা শোনে শুধু তারাই ডাকে সাড়া দেয়। আর মৃতকে আল্লাহ পুনরুজ্জীবিত করবেন। তারপর তাঁর দিকেই তাদের ফিরিয়ে আনা হবে। — ৬ আন্তাম : ৩৬

তিনি রাত্রে তোমাদের ঘূম আনেন। আর দিনে তোমরা যা করো তা তিনি জানেন। তারপর তাঁর দিকেই তোমাদেরকে তিনি আবার জাগান যাতে নির্দিষ্ট মেয়াদ পুরো হয়। তারপর তাঁর দিকেই তোমাদের প্রত্যাবর্তন। তারপর তোমরা যা করো সে-সম্বন্ধে তোমাদেরকে তিনি জানিয়ে দেবেন। — ৬ সুরা আন্তাম : ৬০

তাঁর দাসদের উপর তিনি অপ্রতিহত আর তিনিই তোমাদের হেফাজতের জন্য (রক্ষণাবেক্ষণকারী) প্রেরণ করেন। অবশ্যে তোমাদের কারও মৃত্যু ঘনিয়ে এলে আমার প্রেরিতরা তার মৃত্যু ঘটায়, আর তারা কোনো কসুর করে না। তারপর তাদের প্রকৃত প্রতিপালকের কাছে তাদেরকে আনা হয়। মনে রেখো, হুকুম তো তাঁরই, আর হিসাব গ্রহণে তিনি সবচেয়ে তৎপর। — ৬ সুরা আন্তাম : ৬১-৬২

আর আমি মুসাকে কিতাব দিয়েছিলাম যা সৎকর্মপরায়ণের জন্য সম্পূর্ণ,— যা সব কিছুর প্রাঞ্চল বিবরণ, পথনির্দেশ ও দয়াস্বরূপ — যাতে তারা তাদের প্রতিপালকের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বিশ্বাস করে। — ৬ সুরা আন্তাম : ১৫৪

বলো, ‘আমি কি আল্লাহকে ছেড়ে অন্য কোনো প্রতিপালক খুঁজবো, যখন তিনি সবকিছুর প্রতিপালক? প্রত্যেকেই নিজের কাজের জন্য দায়ী আর কেউ অন্য কারও ভার বহন করবে না। তারপর তোমাদের প্রতিপালকের কাছেই তোমাদের প্রত্যাবর্তন। তারপর যে-বিষয়ে তোমরা মতভেদ ঘটিয়েছিলে তা তিনি তোমাদেরকে জানিয়ে দেবেন।’ — ৬ সুরা আন্তাম : ১৬৪

... আর যে আমার দিকে ফিরে এসেছে তার পথ অনুসূরণ করো, তারপর আমারই কাছে তোমাদের ফিরে আসতে হবে। আর তোমরা যা করতে সে-বিষয়ে আমি তোমাদেরকে অবহিত করব। — ৩১ সুরা লুক্মান : ১৫

বলো, ‘সব সুপারিশ আল্লাহরই এখতিয়ারে। আকাশ ও পথিবীর সার্বভৌমত্ব আল্লাহরই। তারপর তাঁর কাছে তোমাদের ফিরিয়ে আনা হবে।’ — ৩৯ : সুরা জুমার ৪৪

অবিশ্বাসীদের দলদলে জাহানামের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। যখন ওরা জাহানামের কাছে উপস্থিত হবে তখন তার ফটক খুলে দেওয়া হবে। জাহানামের রক্ষীরা ওদেরকে বলবে, ‘তোমাদের কাছে কি তোমাদের মধ্য থেকে রসূল আসে নি যারা তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের আয়ত আবশ্যিক করত ও এ-দিনটির সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তোমাদের সতর্ক করত?’ ওরা বলবে, ‘অবশ্যই এসেছিল।’ কিন্তু অবিশ্বাসীদের ব্যাপারে শাস্তির আদেশই বাস্তবায়িত হবে। ওদেরকে বলা হবে, ‘তোমরা জাহানামের দরজা দিয়ে প্রবেশ করো, সেখানে চিরকাল বসবাসের জন্য।’ উক্তদের জন্য কত খারাপ সে-বাসস্থান। — ৩৯ সুরা জুমার : ৭১-৭২

জেনে রাখো, ওরা (সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা) ওদের প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাৎকার সম্বন্ধে সন্দিহান; খেনে রাখো সবকিছুকে আল্লাহ ঘিরে রেখেছেন। — ৪১ সুরা হা�-মিম-সিজদা : ৫৪

সুতরাং তুমি ধৈর্য ধরো, আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য। আমি ওদের যে শাস্তির কথা বলছি তার কিছু যদি তোমাকে দেখিয়ে দিই অথবা তার পূর্বে তোমার মতৃ ঘটাই, ওদেরকে তো আমারই কাছে ফিরে আসতে হবে। — ৪০ সুরা মুমিন : ৭৭

আমরা অবশ্যই আমাদের প্রতিপালকের কাছে ফিরে যাব। ৪৩ সুরা জুখ্রফ : ১৪

বলো, ‘আমি কি তোমাদেরকে তাদের খবর দেব যারা কর্মে বড়ই ক্ষতিগ্রস্ত? ওরাই তারা, পার্থিব জীবনে যাদের প্রচেষ্টা পণ্ড হয়, যদিও তারা মনে করে তারা সংকর্ম করছে। ওরাই তারা, যারা অস্তীকার করে ওদের প্রতিপালকের নির্দশনগুলো ও তাঁর সঙ্গে ওদের সাক্ষাতের বিষয়।’ ওদের কর্ম তো নিষ্কল। কিয়ামতের দিন ওদের কোনো গুরুত্ব দেওয়া হবে না। — ১৮ সুরা কাহাফ : ১০৩-১০৫

বলো, ‘আমি তো তোমাদেরই মতো একজন মানুষ, আমার প্রতি প্রত্যাদেশ হয় যে, তোমাদের উপাস্য একমাত্র আল্লাহ। সুতরাং যে তার প্রতিপালকের সাক্ষাৎ কামনা করে সে যেন সংকর্ম করে ও তার প্রতিপালকের উপাসনায় কাউকেই শরিক না করে।’ — ১৮ সুরা কাহাফ : ১১০

তিনি বললেন, ‘তোমরা অপদষ্ট হয়ে এখানেই থাকো। আমার সাথে কথা বলো না। আমার দাসদের মধ্যে একদল ছিল যারা বলত, ‘হে আমার প্রতিপালক! আমরা বিশ্বাস করেছি, তুমি আমাদেরকে ক্ষমা করো ও দয়া করো, তুমি তো দয়ালদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দয়াল।’ কিন্তু তাদেরকে নিয়ে তোমরা হাসিঠাট্টা করতে এত বিভোর ছিলে যে তা তোমাদেরকে আমার কথা ভুলিয়ে দিয়েছিল। তোমরা তো তাদের নিয়ে হাসিঠাট্টা করতে। আমি আজ ধৈর্যের জন্য তাদের এমনভাবে পুরস্কার দিলাম, তারাই হল সফল।’

তিনি বলবেন, ‘তোমরা পৃথিবীতে কয় বছর ছিল?’ ওরা বলবে, ‘আমরা তো ছিলাম একদিন বা দিনের কিছু অংশ। যারা গণনা করে আপনি না হয় তাদেরকে জিজ্ঞাসা করুন।’

তিনি বলবেন, ‘তোমরা অল্প সময়ই ছিলে, যদি তোমরা জ্ঞানতে। তোমরা কি মনে করেছিলে যে আমি তোমাদের অনর্থক সৃষ্টি করেছি আর তোমাদেরকে আমার কাছে ফিরিয়ে আনা হবে না?’ — ২৩ সুরা মুমিনুন : ১০৮-১১৫

তিনি আকাশ থেকে পৃথিবী পর্যন্ত সকল বিষয় পরিচালনা করেন। তারপর একদিন সব কিছুই ফিরিয়ে নেওয়া হবে বিচারের জন্য, যেদিনের দৈর্ঘ্য হবে তোমাদের হিসাবে হাজার বছরের সমান। — ৩২ সুরা সিজদা : ৫

ওরা বলে, ‘আমরা যাটি হয়ে গেলেও কি আমাদের আবার নতুন করে সৃষ্টি করা হবে?’

ওরা তো ওদের প্রতিপালকের সাক্ষাৎকার অস্তীকার করে।

বলো, ‘মতুর ফেরেশ্তা তোমাদের প্রাপ নেবে। শেষে তোমাদের ফিরিয়ে আনা হবে তোমাদের প্রতিপালকের কাছে।’ — ৩২ সুরা সিজদা : ১০-১১

ওদেরকে বলা হবে, তোমরা শাস্তির স্বাদ নাও, কারণ আজকের সাক্ষাতের কথা তোমরা ভুলে গিয়েছিলে। তোমরা যা করতে তার জন্য শাস্তি ভোগ করতে থাকো। — ৩২ সুরা সিজদা : ১৪

তিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে প্রশস্ত করেছেন, অতএব তোমরা দিগ্দিগন্তে বিচরণ করো ও তাঁর দেয়া জীবনের উপকরণ থেকে আহার করো। আবার ওঠানোর পর তাঁরই কাছে ফিরতে হবে। — ৬৭ সূরা মূলক : ১৫

... মানুষের মধ্যে অনেকেই তাদের প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাতের ব্যাপারটি অবিশ্বাস করে। — ৩০ সূরা বুম : ৮

আর যারা অবিশ্বাস করেছে এবং আমার নির্দশন ও পরকালের সাক্ষাৎকার অঙ্গীকার করেছে তারাই শাস্তি ভোগ করতে থাকবে। — ৩০ সূরা বুম : ১৬

যে আল্লাহর সাক্ষাৎকার কামনা করে সে জেনে রাখুক, আল্লাহর নির্ধারিত কাল আসবেই। তিনি সব শোনেন, সব জানেন। — ২৯ সূরা আনকাবুত : ৫

যারা আল্লাহর নির্দশন ও তাঁর সাথে সাক্ষাৎ অঙ্গীকার করে তারাই আমার অনুগ্রহ হতে বক্ষিত হয়। তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি। — ২৯ সূরা আনকাবুত : ২৩

প্রত্যেক প্রাণকেই মরণের স্বাদ নিতে হবে, তারপর আমারই কাছে তোমাদের ফিরিয়ে আনা হবে। — ২৯ সূরা আনকাবুত : ৫৭

তোমরা কেমন করে আল্লাহকে অঙ্গীকার করো, (যখন) তোমাদের প্রাণ ছিল না পরে তিনিই তোমাদের প্রাণ দিয়েছেন, পরে তিনিই তোমাদের ম্যুত্য ঘটাবেন, তারপর আবার তোমাদের জীবিত করবেন আর তাঁরই কাছে তোমাদের ফিরে যেতে হবে? — ২ সূরা বাকারা : ২৮

(তারাই বিনীত) যারা বিশ্বাস করে যে, তাদের প্রতিপালকের সাথে নিশ্চিতভাবে তাদের নিশ্চয় দেখা হবে ও তাঁরই দিকে তারা ফিরে যাবে। — ২ সূরা বাকারা : ৪৬

আর যখন তোমরা বলেছিলে, ‘হে মুসা! আমরা আল্লাহকে প্রত্যক্ষভাবে না দেখা পর্যন্ত তোমাকে কখনও বিশ্বাস করব না,’ তখন তোমরা বজ্ঞাহত হয়েছিলে, তোমরা তো তাকিয়ে দেখছিলে। — ২ সূরা বাকারা : ৫৫

... আর যারা ধৈর্য ধরে তুমি তাদেরকে তুমি সুখবর দাও। যারা তাদের ওপর কোনো বিপদ এলে বলে, ‘আমরা তো আল্লাহরই আর নিশ্চিতভাবে তাঁরই দিকে ফিরে যাব।’ — ২ সূরা বাকারা : ১৫৫-৫৬

আর তোমরা তোমাদের জন্য আগেই কিছু পাঠাও [ভালো কাজ করো] ও আল্লাহকে ভয় করো। আর জেনে রাখো যে, আল্লাহর সাথে তোমাদের দেখা করতে হবে। আর বিশ্বাসীদেরকে সুখবর দাও। — ২ সূরা বাকারা : ২২৩

কে সে যে আল্লাহকে উত্তম ঝণ দেবে? আল্লাহ তার জন্য এ বহুগুণে বাড়িয়ে দেবেন আর আল্লাহই জীবিকা কমান ও বাড়ান এবং তোমাদেরকে তাঁরই কাছে ফিরিয়ে নেওয়া হবে। — ২ সূরা বাকারা : ২৪৫

... কিন্তু যারা আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎকারে বিশ্বাস করেছিল তারা বলল, ‘আল্লাহর অনুমতিক্রমে কত ছোট দল তো কত বড় দলকে পরাস্ত করেছে।’ আর আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন। — ২ সূরা বাকারা : ২৪৯

আর তোমরা সেই দিনকে ভয় করো যে দিন তোমাদেরকে আল্লাহর কাছে ফিরিয়ে আনা হবে। তারপর প্রত্যেককে তার কর্মফল পুরোপুরি প্রদান করা হবে। আর তাদের কারও ওপর কোনো জুলুম করা হবে না। — ২ সুরা বাকারা : ২৮১

যেদিন তারা আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে সেদিন তাদের ওপর অভিবাদন করা হবে ‘সালাম’ (শান্তি)। তিনি তাদের জন্য বড় প্রতিদান প্রস্তুত রেখেছেন। — ৩৩ সুরা আহ্জার : ৪৮

... তিনি সকল বিষয় নিয়ন্ত্রণ করেন ও তাঁর নির্দর্শনসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করেন যাতে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের সঙ্গে সাক্ষাতের বিষয়ে নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করতে পার। — ১৩ সুরা রা�'দ : ২

আকাশ ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব আল্লাহরই ও তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। — ২৪ সুরা নূর : ৪২

জেনে রাখো, আকাশ ও পৃথিবীতে যা—কিছু আছে তা আল্লাহরই, তোমরা যা—কিছু করো আল্লাহ, তা জানেন। যেদিন তারা তাঁর কাছে ফিরে যাবে সেদিন তিনি তাদেরকে জানিয়ে দেবেন তারা যা করত। আল্লাহ সর্বজ্ঞ। — ২৪ সুরা নূর : ৬৪

তারা (তোমাকে) শান্তি তাড়াতাড়ি এগিয়ে আনতে বলে, যদিও আল্লাহ কখনও তাঁর প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেন না। তোমার প্রতিপালকের একদিন তোমাদের গণনার হাজার বছরের সমান। আর আমি অবকাশ দিয়েছিলাম কত জনপদকে যথন ওরা সীমালঙ্ঘন করেছিল ; তারপর ওদেরকে শান্তি দিয়েছিলাম। আর প্রত্যাবর্তন করতে হবে আমারই কাছে। — ২২ সুরা হজ : ৪৭-৪৮

মানুষের সামনে ও পিছনে যা—কিছু আছে তিনি তা জানেন, আর সব কিছুই আল্লাহর কাছে ফিরে যাবে। — ২২ সুরা হজ : ৭৬

... আর প্রত্যাবর্তন তো তাঁরই কাছে। — ৬৪ সুরা তাগাবুন : ৩

বলো, ‘তোমারা যে—ম্যাত্র ইতে পালাতে চাও তোমাদেরকে সে ম্যাত্র সামনা—সামনি হতেই যেতে হবে। তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেওয়া হবে অদ্য ও দশ্যের পরিজ্ঞাতা আল্লাহর কাছে আর তোমাদেরকে জানিয়ে দেওয়া তোমরা যা করতে।’ — ৬২ সুরা জুমআ : ৮

... আল্লাহরই দিকে তোমরা সকলে ফিরে যাবে। তারপর তোমরা যে—বিষয়ে মতভেদ করেছিল সে—স্মরকে আল্লাহ, তা তোমাদেরকে জানিয়ে দেবেন। — ৫ সুরা মায়দা : ৪৮

... আল্লাহর দিকেই তোমাদের সকলকে ফিরতে হবে, তারপর তোমরা যা করতে তিনি তোমাদেরকে সে—স্মরকে জানাবেন। — ৫ সুরা মায়দা : ১০৫

আহমদ : আর যথন আল্লাহ নবিদের অঙ্গীকার গ্রহণ করলেন তখন তিনি বললেন — ‘আমি তোমাদেরকে কিতাব ও ইকমত দিছি, তোমাদের কাছে যা আছে তার সমর্থকরাপে যথন একজন রসূল আসবে তখন নিশ্চয়ই তোমরা তাকে বিশ্বাস করবে এবং অবশ্যই তাকে সাহায্য করবে। তোমরা কি স্থীকার করলে ? আর আমার অঙ্গীকার কি তোমরা গ্রহণ করলে ?’ তারা বলল, ‘আমরা স্থীকার করলাম !’ তিনি বললেন, ‘তবে তোমরা সাক্ষী থাকো, আর

আমিও তোমাদের সাক্ষী রহিলাম।' অতএব এর পর যারা মুখ ফিরিয়ে নেবে তারা তো সত্যত্যাগী। — ৩ সুরা আল-ই-ইমরানঃ ৮১-৮২

স্মরণ করো, মরিয়মপুত্র ঈসা বলেছিল, 'হে বনি-ইসরাইল! আল্লাহ্ আমাকে তোমাদের কাছে পাঠিয়েছেন আর আমার আগে থেকে তোমাদের কাছে যে-তওরাত রয়েছে আমি তার সমর্থক, আর পরে আহমদ নামে যে-রসূল আসবে আমি তারও সুস্থিতদাতা।' পরে সে যখন নির্দশন নিয়ে তাদের কাছে এল ওরা বলতে লাগল, 'এতো এক স্পষ্ট যাদু।' — ৬১ সুরা আস্ফাফঃ ৬

ইউনুসঃ ইউনুসের সম্প্রদায় ছাড়া অন্য কোনো জনপদবাসী কেন এমন ছিল না যারা বিশ্বাস করতে পারতো ও তাদের বিশ্বাসের দ্বারা উপকৃত হতে পারত? তারা যখন বিশ্বাস করল তখন আমি তাদেরকে পার্থিব জীবনে অপমানকর শাস্তি থেকে মুক্ত করলাম ও কিছু কালের জন্য জীবন উপভোগ করতে দিলাম। — ১০ সুরা ইউনুসঃ ৯৮

আরও সংপথে পরিচালিত করেছিলাম ইসমাইল, আল-ইয়াসায়া, ইউনুস ও লুতকে। আর তাদের প্রত্যেককে বিশ্বজগতের (সবকিছুর) ওপর আমি শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছিলাম। — ৬ সুরা আন্তামঃ ৮৬

ইউনুসও ছিল রসূলদের একজন। স্মরণ করো, সে যখন পালিয়ে গিয়ে বোঝাই নৌকায় উঠল। তারপর (নৌকা অচল হওয়ায়) আরোহীদের মধ্যে কে অলঙ্ঘনে তার ভাগ্যপরীক্ষায় সে বাদ পড়ল। পরে এক বিরাট মাছ তাকে গিলে ফেলল। আর সে (নিজকে) ধিক্কার দিতে লাগল। সে যদি আল্লাহর পবিত্র মহিমা আবৃত্তি না করত তা হলে তাকে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত মাছের পেটেই থাকতে হতো। তারপর ইউনুসকে আমি এক ত্ণহীন প্রান্তরে ফেলে দিলাম। আর (তখন) সে অসুস্থ ছিল। পরে তাকে ছায়া দেওয়ার জন্য আমি এক লাউগাছ গজালাম। তাকে আমি লক্ষ বা তারও বেশি লোক পাঠিয়েছিলাম। আর তারা বিশ্বাস করেছিল। তাই আমি তাদেরকে কিছু কালের জন্য জীবন উপভোগ করতে দিলাম। — ৩৭ সুরা সাফ্কাতঃ ১৩৯-১৪৮

আর সুরণ করো জুন-নুন (মৎসাধিকারী ইউনুস)-এর কথা যখন সে রাগ করে বেরিয়ে গিয়েছিল আর মনে করেছিল আমি তাকে বিপদে ফেলব না। তারপর সে অঙ্ককার থেকে আহ্বান করেছিল, 'তুমি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। তুমি পবিত্র মহান! আমি তো সীমালঞ্চনকারী।'

তখন আমি তার ডাকে সাড়া দিয়েছিলাম ও তাকে দুশ্চিন্তা থেকে উদ্ধার করেছিলাম। আর এভাবেই আমি বিশ্বাসীদেরকে উদ্ধার করে থাকি। — ২১ সুরা আল্বিয়াঃ ৮৭-৮৮

অতএব তুমি তোমার প্রতিপালকের নির্দেশের অপেক্ষায় ধৈর্য ধরো। তুমি মৎস-সঙ্গী (ইউনুসের) ন্যায় অধৈর্য হয়ো না, সে প্রার্থনা করার সময় দুশ্চিন্তা করতো। তার প্রতিপালকের অনুগ্রহ তার কাছে না পৌছলে সে লাঞ্ছিত হয়ে উমুক্ত প্রান্তরে পড়ে থাকত। তার প্রতিপালক আবার তাকে মনোনীত করলেন ও সংকর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত করলেন। — ৬৮ সুরা কালামঃ ৪৮-৫০।

ইউসুফঃ স্মরণ করো ইউসুফ তার পিতাকে বলেছিল, 'হে আমার পিতা! আমি এগারো নক্ষত্র, সূর্য ও চন্দ্রকে দেখেছি, ওরা যেন আমাকে সিজদা করছে।'

সে বলল, ‘হে আমার পুত্র ! তোমার স্বপ্নের কথা তোমার ভাইদের কাছে বোলো না, বললে তোমার বিরঞ্জনে ওরা ষড়যন্ত্র করবে। শয়তান তো মানুষের প্রকাশ্য শত্রু। এভাবে তোমার প্রতিপালক তোমাকে মনোনীত করবেন ও তোমাকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিক্ষা দেবেন। আর তোমার ওপর ও ইয়াকুবের পরিবার-পরিজনের ওপর তিনি তাঁর অনুগ্রহ পূর্ণ করবেন যেভাবে তিনি তোমার পিতৃপুরুষ ইব্রাহিম ও ইসহাকের ওপর এর আগে তা পূর্ণ করেছিলেন। তোমার প্রতিপালক তো সর্বজন তৎজ্ঞানী। — ১২ সুরা ইউসুফ : ৪-৬

ইউসুফ ও তার ভাইদের কাহিনীতে নিচ্ছয় জিজ্ঞাসুদের জন্য নির্দশন রয়েছে।

স্মরণ করো, ওরা বলেছিল, ‘আমাদের পিতার কাছে ইউসুফ ও তার ভাই আমাদের চেয়ে বেশি প্রিয়, যদিও আমরা দলে ভারী। আমাদের পিতা তো ভুল করছেন। ইউসুফকে হত্যা করো, নয় তাকে কোনো স্থানে নির্বাসনে পাঠাও, তাহলে তোমাদের পিতার দৃষ্টি শুধু তোমাদের ওপর পড়বে এবং তারপর তোমরা (তার কাছে) ভালো লোক হবে।’

ওদের ঘর্খ্যে একজন বলল, ‘ইউসুফকে হত্যা কোরো না। আর তোমরা যদি কিছু করতেই চাও তবে তাকে কোনো গভীর কৃপে ফেলে দাও। পথ্যাত্রীদলের কেউ তাকে তুলে নিয়ে যাবে।’

ওরা বলল, ‘হে আমাদের পিতা ! ইউসুফের ব্যাপারে আমরা তার ভালো চাইলেও তুমি আমাদেরকে বিশ্বাস করছ না কেন ? তুমি আগামীকাল তাকে আমাদের সঙ্গে পাঠাও, সে ফলমূল থাবে ও খেলাধূলা করবে। আমরা তো তাকে দেখে রাখব !’

সে বলল, ‘তোমরা তাকে নিয়ে গেলে আমার কষ্ট হবে, আর আমার ভয় হয় তোমরা তার ওপর নজর না দিলে তাকে নেকড়ে বাঘ খেয়ে ফেলবে !’

ওরা বলল, ‘আমরা এক ভারী দল হওয়া সত্ত্বেও যদি নেকড়ে বাঘ তাকে খেয়ে ফেলে তবে আমাদের ক্ষতি হওয়াই উচিত !’

তারপর ওরা যখন তাকে নিয়ে গেল এবং সকলে মিলে ঠিক করল ওরা তাকে কৃপে ফেলে দেবে তখন আমি তাকে জানিয়ে দিলাম, ‘তুমি (একদিন) ওদের এ-কাজের কথা অবশ্যই ওদের বলে দেবে যখন ওরা তোমাকে চিনবে না।’

ওরা রাতে কাঁদতে কাঁদতে ওদের পিতার কাছে এল। ওরা বলল, ‘হে আমাদের পিতা, আমরা দৌড়ের পাছা দিছিলাম আর ইউসুফকে আমাদের মালপত্রের কাছে রেখে দিয়েছিলাম। তারপর নেকড়ে বাঘ তাকে খেয়ে ফেলেছে। অবশ্য তুমি তো আমাদেরকে বিশ্বাস করবে না, যদিও আমরা সত্যই বলছি !’ ওরা তার জামায় ঝুটা রক্ত (লাগিয়ে) এনেছিল।

সে বলল, ‘না, তোমরা তো এক মনগড়া কথা নিয়ে এসেছ, তাই পুরো ধৈর্য ধরাই আমার পক্ষে ভালো। তোমরা যা বলছ সে-বিষয়ে একমাত্র আল্লাহই আমার ভরসা !’

আর (তারপর) এক যাত্রীদল এল। ওদের যে পানি আনত তাকে পাঠানো হল সে তার পানির ডোল নামিয়ে দিল। সে বল উঠল, ‘কী খুশির খবর ! এ যে এক ছেলে !’ তারপর ওরা তাকে পণ্ডুব্য হিসাবে লুকিয়ে রাখল। ওরা যা করছিল সে-বিষয়ে আল্লাহ ভালো করেই জানতেন। আর ওরা তাকে কমদামে, মাত্র কয়েক দিরহামে বিক্রি করে দিল। এ-ব্যাপারে ওদের লোভ ছিল না। — ১২ সুরা ইউসুফ : ৭-২০

মিশরের যে-লোক ওকে কিনেছিল সে তার শ্বাকে বলো, ‘একে ভালোভাবে রাখো, হয়তো সে আমাদের উপকারে আসবে বা আমরা ওকে ছেলে হিসাবেও নিতে পারি।’

আর এভাবে আমি ইউসুফকে ঘটনার (বা স্বপ্নের) ব্যাখ্যা শিক্ষা দেবার জন্য সে দেশে প্রতিষ্ঠিত করলাম। সকল কাজেই আল্লাহর অপ্রতিহত ক্ষমতা, কিন্তু অনেক মানুষ তা জানে না। সে (ইউসুফ) যখন পুরো সাবালক হল তখন আমি তাকে হিকমত ও এলেম দান করলাম। আর এভাবেই আমি সৎকর্মপরায়ণদের পূর্বস্ক্রত করি।

সে যে-মহিলার বাড়িতে ছিল সে তার চরিত্র নষ্ট করার জন্য তাকে ফুসলাতে লাগল ও সকল দরজাগুলো বন্ধ করে বলল, ‘এসো।’

সে বলল, ‘আমি আল্লাহর শরণ নিছি, (তোমার কর্তা) আমার প্রভু, তিনি আমাকে সম্মানের সাথে থাকতে দিয়েছেন।’ যারা সীমালঞ্চন করে তারা অবশ্য সফলকাম হয় না।’ সেই মহিলা তার প্রতি আসঙ্গ হয়েছিল, আর সেও তার প্রতি আসঙ্গ হয়ে পড়ত যদি না সে তার প্রতিপালকের নিদর্শন প্রত্যক্ষ করত। তাকে মন্দ কর্ম ও অশুলিতা থেকে বিরত রাখার জন্য আমি এভাবে নিদর্শন দেখিয়েছিলাম। সে ছিল অবশ্যই আমার বিশুদ্ধচিত্ত দাসদের একজন।

ওরা দুজনে দৌড়িয়ে দরজার দিকে গেল। আর শ্বালোটি পেছন থেকে তার জামা ছিড়ে ফেলল। শ্বালোকটির স্বামীকে তারা দরজার কাছে দেখতে পেল। শ্বালোকটি বলল, ‘যে তোমার পরিবারের সাথে কুরুর্ম কামনা করে তার জন্য তাকে কারাগারে পাঠানো বা অন্য কোনো দারণ শাস্তি ছাড়া আর কি শাস্তি হতে পারে?’

ইউসুফ বলল, ‘সে-ই আমার কাছ থেকে কুরুর্ম কামনা করেছিল।’

শ্বালোকটির পরিবারের একজন সাঙ্গ দিল, ‘যদি ওর জামার সামনের দিক ছেঁড়া থাকে তবে শ্বালোকটি সত্য কথা বলেছে, ইউসুফ মিথ্যা বলেছে; কিন্তু ওর জামা যদি পিছন দিকে ছেঁড়া থাকে তবে শ্বালোকটি মিথ্যা কথা বলেছে, ইউসুফ সত্য কথা বলেছে।’

গৃহস্থামী যখন দেখল যে তার জামা পেছন দিক থেকে ছেঁড়া তখন সে বলল, ‘এ তোমাদের নারীদের ছলনা ! তোমাদের তো ছলনা কঠিন। হে ইউসুফ ! তুমি এ বিষয়ে কিছু মনে করো না। আর হে নারী ! তুমি তোমার অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো। নিশ্চয়ই তুমি অপরাধী !’ — ১২ সুরা ইউসুফ ১১-২৯

শহরের মহিলারা বলল, ‘আজিজের শ্বাতি তার জওয়ান চাকরটাকে খারাপ করার জন্য ফুসলাছে, প্রেমে পাগল হয়ে গেছে, আমরা তো দেখেছি সে বড় ভুল করছে।’

সে (আজিজের শ্বাতি) যখন ওদের ষড়যন্ত্রের কথা শুনল তখন সে ওদের নিমন্ত্রণ করল এক ভোজসভায়। ওদের প্রত্যেককে একটি করে ছুরি দিল (খাবার কাটার জন্য) আর ইউসুফকে বলল, ‘ওদের সামনে এসো।’

তারপর ওরা যখন তাকে দেখল তখন তার শ্রেষ্ঠতায় অভিভূত হয়ে নিজেদের হাত কেটে ফেলল। ওরা বলল, ‘দেহাই আল্লাহ ! এ তো মানুষ নয়, এ তো এক মহান ফেরেশ্তা।’

সে বলল, ‘ইনিই তিনি যার জন্য তোমরা আমার নিম্না করছ ! আমি তাকে খারাপ করার জন্য ফুসলাবার চেষ্টা করেছি, কিন্তু সে তো নিজেকে পবিত্র রেখেছে। আমি তাকে যা বলি সে যদি তা না করে তবে সে কারাগারে যাবেই এবং তাকে অপমান করা হবে।’

ইউসুফ বলল, ‘হে আমার প্রতিপালক ! এই মহিলারা আমাকে যার দিকে ডাকছে তার চেয়ে কারাগার আমার অনেক প্রিয় । আপনি যদি ওদের ছলনা থেকে আমাকে রক্ষা না করেন তবে আমি ওদের দিকে আকঢ়ে হয়ে পড়ব এবং জাহেল ব'লে যাব ।’

তারপর তার প্রতিপালক তার ডাকে সাড়া দিলেন ও তাকে ওদের ছলনা থেকে রক্ষা করলেন । তিনি তো সব শোনেন, সব জানেন । লক্ষণ দেখে ওদের মনে হল যে, তাকে কিছু সময়ের জন্য কারাগারে পাঠাতেই হবে । — ১২ সুরা ইউসুফ ৪ ৩০-৩৫

তার সঙ্গে দুজন যুবকও কারাগারে গেল । ওদের একজন বলল, ‘আমি স্বপ্নে দেখলাম আমি আঙুর নিংড়ে রস বার করছি ।’ আর অন্যজন বলল, ‘আমি আমার মাথায় রুটি বইছি আর, পাখি তার থেকে খাচ্ছে, আমাদেরকে তুমি এর অর্থ বুঝিয়ে দাও, আমরা তোমাকে তো সংকর্মপরায়ণ দেখছি ।’

ইউসুফ বলল, ‘তোমাদেরকে যে খাবার দেওয়া হয় তা আসার আগে আমি তোমাদের স্বপ্নের অর্থ বুঝিয়ে দেব । আমি যা তোমাদেরকে বলব তা আমার প্রতিপালক আমাকে যা শিক্ষা দিয়েছেন তার থেকেই বলব । যে-সম্প্রদায় আল্লাহকে বিশ্বাস করে না ও পরলোক অবিশ্বাস করে আমি তো তাদের ধর্মসমাজ বর্জন করেছি । আমি আমার পিতৃপুরুষ ইব্রাহিম, ইসহাক ও ইয়াকুবের সমাজ অনুসরণ করি । আল্লাহর সাথে কোনো জিনিসকে শরিক করা আমাদের কাজ নয় । এ আমাদের এবং সব মানুষের ওপর আল্লাহর অনুগ্রহ, কিন্তু অনেক মানুষই ক্ষতিজ্ঞতা প্রকাশ করে না ।

হে কারাগারের সঙ্গীরা ! একাধিক প্রতিপালক ভালো, না এক শক্তিশালী আল্লাহ ? তাঁকে ছেড়ে তোমরা উপাসনা করছ কতকগুলো নামের যা তোমাদের পিতৃপুরুষ ও তোমরা বানিয়েছে যদের জন্য কোনো প্রমাণ আল্লাহ পাঠাননি । বিধান দেবার আধিকার কেবল আল্লাহরই । তিনি আদেশ দিয়েছেন, তিনি ছাড়া অন্য কারও উপাসনা না করতে, এ-ই সরল ধর্ম কিন্তু অনেক মানুষ এ জানে না ।

হে কারাগারের সঙ্গীরা ! তোমাদের একজন সম্বন্ধে কথা এই যে, সে তার প্রভুকে মদ্য পান করবে । আর অপরজন সম্বন্ধে কথা এই যে, সে শূলবিন্দি হবে ; তারপর তার মাথা থেকে পাখি আহর করবে । যে-বিষয়ে তোমরা জানতে চাচ্ছ তার সিদ্ধান্ত হয়ে গিয়েছে ।’

ওদের মধ্যে যে মুক্তি পাবে বলে ইউসুফের মনে হল তাকে সে বলল, ‘তোমার প্রভুর নিকট আমার কথা বলো ।’

কিন্তু শয়তান ওকে ওর প্রভুর কাছে তার কথা বলার কথা ভুলিয়ে দিল । তাই ইউসুফ কয়েক বৎসর কারাগারেই রয়ে গেল । — ১২ সুরা ইউসুফ ৪ ৩৬-৪২

রাজা বলল, ‘আমি স্বপ্নে দেখলাম সাতটি শুটকো গাই সাতটা মোটাসোটা গাইকে খেয়ে ফেলছে, আর দেখলাম সাতটি সুবুজ শিশ ও অপর সাতটি শুকনো । হে প্রধানগণ ! যদি তোমরা স্বপ্নের ব্যাখ্যা করতে পার তবে আমার স্বপ্নের সম্বন্ধে বিধান দাও ।’

ওরা বলল, ‘এ অর্থহীন স্বপ্ন এবং অর্থহীন স্বপ্ন ব্যাখ্যা করার অভিজ্ঞতা আমাদের নেই ।’

দুজন বন্দির মধ্যে যে মুক্তি পেয়েছিল তার দীর্ঘকাল পরে ইউসুফের কথা স্মরণ হল । সে বলল, ‘আমি এর অর্থ তোমাদের জানিয়ে দেব । সুতরাং তোমরা আমাকে যেতে দাও ।’

(সে বলল) ‘হে ইউসুফ, হে সত্যবাদী ! সাতটি শুটকো গাই সাতটি মোটাসোটা গাইকে খেয়ে ফেলছে, আর সাতটি সবুজ শিষ ও অন্য সাতটি শুকনো শিষ সম্বন্ধে তুমি আমাদেরকে ব্যাখ্যা করো, যাতে আমি রাজা ও সভাসদদের কাছে ফিরে গেলে লোকে জানতে পারে ।’

ইউসুফ বলল, ‘তোমরা সাত বছর একটানা চাষ করবে, তারপর তোমরা যে-শস্য সংগ্রহ করবে ওর মধ্যে যা তোমরা খাবে তাছাড়া সব শিষসমেত রেখে দেবে। আর তারপর আসবে সাতটি কঠিন বছর। এই সাত বছর যা জমিয়ে রেখেছ লোকে তা খেয়ে ফেলবে, সামান্য কিছু ছাড়া যা তোমরা বাঁচিয়ে রাখবে। আর তারপর আসবে এক বছর, সে-বছর মানুষের জন্য প্রচুর বষ্টি হবে আর সে বছর মানুষ (ভালোই) আঙুর পিষবে [ভোগ-উপভোগ ক'রবে] । — ১২ সুরা ইউসুফ : ৪৩-৪৯

রাজা বলল, ‘তোমরা ইউসুফকে আমার কাছে নিয়ে এস ।’

যখন দৃত তার কাছে এল তখন সে বলল, ‘তুমি তোমার প্রভুর কাছে ফিরে যাও ও তাকে জিজ্ঞাসা করো, যে-মহিলারা হাত কেটে ফেলেছিল তাদের অবস্থা কী। আমার প্রতিপালক তো তাদের ছলনা ভালো করেই জানেন ।’

রাজা মহিলাদেরকে বলল, ‘যখন তোমরা ইউসুফকে খারাপ করার জন্য ফুসলাবার চেষ্টা করেছিলে তখন তোমাদের কী হয়েছিল ?’

তারা বলল, ‘দোহাই আল্লাহ ! আমরা ওর মধ্যে কোনো দোষ দেখি নি ।’

আজিজের স্ত্রী বলল, ‘এখন সত্য বের হল। তাকে খারাপ করার জন্য আমি ফুসলেছিলাম। সে তো সত্য কথা বলেছে ।’

সে (ইউসুফ) বলল, ‘আমি এ বললাম যাতে সে জানতে পারে যে তার অনুপস্থিতিতে আমি তার প্রতি বিশ্঵াসঘাতকতা করিনি, আর আল্লাহ তো বিশ্বাসঘাতকদের ঘড়্যব্র সফল করেন না ।’

‘আমি নিজেকে নির্দোষ মনে করি না, মানুষের মন তো মন্দকর্মপ্রবণ, কিন্তু সে নয় যার ওপর আমার প্রতিপালক দয়া করেন। আমার প্রতিপালক তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু ।’

রাজা বলল, ‘ইউসুফকে আমার কাছে নিয়ে এসো, আমি ওকে আমার বিশ্বস্ত সহচর নিযুক্ত করব ।’ তারপর রাজা যখন তার সাথে কথা বলল তখন সে বলল, ‘আজ তুমি আমাদের কাছে সম্মান ও বিশ্বাসের পাত্র ।’

ইউসুফ বলল, ‘আমাকে দেশের কোষাধ্যক্ষ নিযুক্ত করুন, আমি বিশ্বস্ত রক্ষক, আর অভিজ্ঞও ।’

এভাবে আমি ইউসুফকে সেদেশে প্রতিষ্ঠিত করলাম। সে-দেশে সে যথা ইচ্ছা বসবাস করত। আমি যাকে ইচ্ছা তার প্রতি দয়া করি। আমি সৎকর্মপরায়ণদের শ্রমফল মষ্ট করি না। যারা বিশ্বাসী ও সাধারণি তাদের পরলোকের পুরস্কারই উত্তম। — ১২ সুরা ইউসুফ : ৫০-৫৭

ইউসুফের ভায়েরা এল। তারা তার সামনে উপস্থিত হলে সে ওদের চিনতে পারল, কিন্তু ওরা তাকে চিনতে পারল না। আর সে যখন ওদের রসদের ব্যবস্থা করে দিল তখন সে বলল, ‘তোমরা আমার কাছে তোমাদের সংভাইকে নিয়ে এসো। তোমরা কি দেখছ না যে আমি পূরো

মাপ দিই ? আর আমি অতিথির সেবা ভালোই করি ?' কিন্তু তোমরা যদি তাকে আমার কাছে না নিয়ে আস তবে আমার কাছে তোমাদের জন্য কোন রসদ থাকবে না, আর তোমরাও আমার কাছে আসবে না !'

ওরা বলল, 'ওর বিষয়ে আমরা পিতাকে রাজি করানোর চেষ্টা করব, আর আমরা এ নিশ্চয়ই করব !'

ইউসুফ তার চাকরদের বলল, 'ওরা মে-জিনিসের দাম দিয়েছে তা ওদের মালপত্রের মধ্যে রেখে দাও যাতে আল্লাহর জন্য করা হয়েছে, সুতরাং আমাদের ভাইকে আমাদের সাথে পাঠিয়ে দিন যাতে আমরা রসদ পেতে পারি। নিশ্চয়ই আমরা তার দেখাশোনা করব !'

তারপর ওরা যখন ওদের পিতার কাছে ফিরে এল তখন বলল, 'হে আমাদের পিতা, আমাদের জন্য রসদ বন্ধ করা হয়েছে, সুতরাং আমাদের ভাইকে আমাদের সাথে পাঠিয়ে দিন যাতে আমরা রসদ পেতে পারি। নিশ্চয়ই আমরা তার দেখাশোনা করব !'

সে বলল, 'আমি ওর ব্যাপারে তোমাদের তেমনই বিশ্বাস করব যেমন ওর ভাইয়ের ব্যাপারে এর পূর্বে আমি তোমাদের বিশ্বাস করেছিলাম। রক্ষণবেক্ষণে আল্লাহই শ্রেষ্ঠ ও দয়ালুদের মধ্যে তিনিই শ্রেষ্ঠ দয়াল !'

যখন ওরা ওদের মালপত্র খুল তখন ওরা দেখতে পেল ওদের পগ্যম্বৃত্য ওদের ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। ওরা বলল, 'হে আমাদের পিতা ! আমরা আর কি আশা করতে পারি ? এ আমাদের দেওয়া জিনিসের দাম, আমাদের ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমরা আমাদের লোকদের খাবারদাবার এনে দেব ও আমরা আমাদের ভাইয়ের দেখাশোনা করব। আর আমরা আরও এক উট বোঝাই মাল আনব, যা এনেছি তা পরিমাণে অল্প !'

পিতা বলল, 'আমি ওকে কখনই তোমাদের সাথে পাঠাব না, যতক্ষণ না তোমরা আল্লাহর নামে শপথ করো যে, তোমরা ওকে আমার কাছে নিয়ে আসবে, তোমরা একান্ত অসহায় হয়ে পড়লে অন্য কথা !'

তারপর যখন ওরা তার কাছে প্রতিজ্ঞা করল তখন সে বলল, 'আমরা মে-বিষয়ে কথা বলছি আল্লাহ, তার বিচার করবেন !'

সে বলল, 'হে বাছারা ! তোমরা এক দরজা দিয়ে প্রবেশ কোরো না, ভিন্ন তিনি দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে। আল্লাহর বিধানের বিরুদ্ধে আমি তোমাদের জন্য কিছু করতে পারি না। বিধান আল্লাহরই। আমি তাঁরই ওপর নির্ভর করি, আর যারা অপরের ওপর নির্ভর করে তাদের উচিত আল্লাহর ওপর নির্ভর করা !'

আর যখন তারা তাদের পিতা যেভাবে তাদের আদেশ করেছিল সেভাবেই প্রবেশ করল তখন আল্লাহর বিধানের বিরুদ্ধে তা তাদের কোনো কাজে এল না। কেবল ইয়াকুবের অস্তরে যে অভিপ্রায় ছিল তা সে পূর্ণ করল, আর সে তো ছিল জ্ঞানী, কারণ আমি তাকে শিক্ষা দিয়েছিলাম। কিন্তু অনেক মানুষই এ জানে না। — ১২ সুরা ইউসুফ : ৫৮-৬৮

ওরা যখন ইউসুফের সামনে উপস্থিত হল তখন ইউসুফ তার আপন ভাইকে নিজের কাছে রাখল ও বলল, 'আমিই তোমার আপন ভাই, সুতরাং ওরা যা করত তার জন্য দৃঢ় কোরো না !'

তারপর সে যখন ওদের রসদের ব্যবস্থা করে দিল তখন সে তার নিজের ভাইয়ের মালপত্রের মধ্যে রাজার পানপত্র রেখে দিল। তখন এক নকিব চিৎকার করে বলল, ‘যাত্রীরা ! তোমরা নিশ্চয়ই চোর !’

ওরা তাদের দিকে চেয়ে বলল, ‘তোমরা কী হারিয়েছ ?’

তারা বলল, ‘আমরা রাজার পানপত্র হারিয়েছি। যে তা এনে দেবে সে এক উট মাল পাবে, আর আমি তার জামিন !’

ওরা বলল, ‘আল্লাহর শপথ ! তোমরা তো জানো আমরা এ দেশে খারাপ কাজ করতে আসিনি, আর আমরা চোরও নই !’

তারা বলল, ‘যদি তোমরা মিথ্যা বল তবে যে চুরি করেছে তার কি শাস্তি হবে ?’

ওরা বলল, ‘যার মালপত্রের মধ্যে পাত্রটি পাওয়া যাবে তার শাস্তি হবে দাসত্ব !’ এভাবে আমরা সীমালভনকারীদেরকে শাস্তি দিয়ে থাকি। তারপর ইউসুফ তার আপন ভাইয়ের মালপত্র তল্লাশির পূর্বে ওদের মালপত্র তল্লাশি করতে লাগল, পরে তার সহোদরের মালপত্রের মধ্য থেকে পাত্রটি বার করা হল।

এভাবে আমি ইউসুফকে শিখিয়েছিলাম। আল্লাহ ইচ্ছা না করলে রাজার আইনে তার আপন ভাইকে সে দাস করতে পারত না। আমি যাকে ইচ্ছা মর্যাদায় বড় করি। প্রত্যেক জ্ঞানী লোকের ওপর আছে আরও জ্ঞানী লোক।

ওরা বলল, ‘সে যদি চুরি করে থাকে, তার আপন ভাইও তো পূর্বে চুরি করেছিল !’

কিন্তু ইউসুফ প্রকৃত ব্যাপার নিজের মনে গোপন রাখল ও ওদের কাছে প্রকাশ করল না। সে মনে মনে বলল, ‘তোমাদের অবস্থা তো এর চেয়েও খারাপ আর তোমরা যা বলছ সে-সম্বন্ধে আল্লাহ ভালো করেই জানেন !’

ওরা বলল, ‘হে আজিজ, এর পিতা বড়ই বৃদ্ধ। সুতরাং এর জ্যায়গায় আপনি আমাদের একজনকে রাখুন আমরা তো আপনাকে একজন মহানুভব লোক হিসেবে দেখে আসছি !’

সে বলল, ‘যার কাছে আমরা আমাদের মাল পেয়েছি তাকে ছাড়া অন্যকে রাখার অপরাধ থেকে আমরা আল্লাহর আশ্রয় নিচ্ছি। এমন করলে আমরা তো অত্যাচার করব !’ — ১২ সুরা ইউসুফ : ৬৯-৭১

যখন ওরা তার কাছ থেকে সম্পূর্ণ নিরাশ হল তখন ওরা নির্জনে গিয়ে পরামর্শ করতে লাগল। ওদের মধ্যে যে বয়োজ্যেষ্ঠ ছিল সে বলল, ‘তোমরা কি জ্ঞান না যে তোমাদের পিতা তোমাদের কাছ থেকে আল্লাহর নামে অঙ্গীকার নিয়েছেন আর আগেও তোমরা ইউসুফের ব্যাপারে অন্যায় করেছিলে। সুতরাং আমি কিছুতেই এদেশ ছাড়ব না যতক্ষণ না আমার পিতা আমাকে অনুমতি দেন বা আল্লাহ আমার জন্য কোনো ব্যবস্থা করেন। আর তিনিই বিচারকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তোমরা তোমাদের পিতার কাছে ফিরে যাও আর বল, ‘হে আমাদের পিতা, তোমার পুত্র চুরি করেছে আর আমরা যা জ্ঞান তারই প্রত্যক্ষ বিবরণ দিলাম। অদৃশ্যের ব্যাপারে আমরা কিছুই জানতাম না। যে-শহরে আমরা ছিলাম তার বাসিন্দাদের জিজ্ঞাসা করুন আর যে-যাত্রীদের সাথে আমরা এসেছি তাদেরকেও (জিজ্ঞাসা করুন)। আমরা অবশ্যই সত্য বলছি।’

(ইয়াকুব) বলল, ‘না, তোমরা এক মনগড়া কথা নিয়ে এসেছ তাই আগে ধৈর্য ধরাই আমার ভালো। হয়তো আল্লাহ ওদের সকলকে এক সঙ্গে আমার কাছে এনে দেবেন। তিনি তো সর্বজ্ঞ তত্ত্বজ্ঞানী’ সে ওদের দিকে মুখ ফিরিয়ে নিল ও বলল, ‘আফসোস ইউসুফের জন্য’ সে শোকে অঙ্ক হয়ে গিয়েছিল আর সে অসহ্য মানসিক কষ্টে ছিল।

ওরা বলল, ‘আল্লাহর শপথ! তুমি তো ইউসুফের কথা ভুলবেন না যতক্ষণ না তুমি মৃত্যুর হবে বা মরে যাবে’।

সে বলল, ‘আমি আমার অসহ্য বেদনা, আমার দুঃখ আল্লাহর কাছে নিবেদন করছি। আর আমি আল্লাহর কাছ থেকে যা জানি তোমরা তা জান না। বাছারা! তোমরা যাও, ইউসুফ ও তার ভাইয়ের খোঁজ করো। আল্লাহর আশীর্বাদ সম্পর্কে তোমরা নিরাশ হয়ো না, কারণ অবিশ্বাসী সম্প্রদায় ছাড়া আল্লাহর আশীর্বাদ সম্পর্কে কেউ নিরাশ হয় না।’

যখন ওরা তার কাছে উপস্থিত হল তখন বলল, ‘হে আজিজ! আমরা ও আমাদের পরিবার-পরিজন বিপদে পড়েছি, আর আমরা অল্প মাল এনেছি। আপনি আমাদের রসদ দেন পুরো মাত্রায়, আর আমাদের কিছু দানও করেন। আল্লাহ তো দাতাদের পূর্বস্কার দিয়ে থাকেন।’

সে বলল, ‘তোমরা কি জান তোমরা ইউসুফ ও তার আপন ভাইয়ের ওপর কেমন ব্যবহার করেছিলে যখন তোমাদের জ্ঞান ছিল না?’

ওরা বলল, ‘তবে কি তুমি ইউসুফ?’

সে বলল, ‘আমিই ইউসুফ আর এ আমার ভাই, আল্লাহ আমাদের ওপর অনুগ্রহ করেছেন। যে লোক সাবধানি ও ধৈর্যশীল সে-ই সৎকর্মপরায়ণ। আর আল্লাহ তো সৎকর্মশীলদের শুভফল নষ্ট করেন না।’

ওরা বলল, ‘আল্লাহর শপথ! আল্লাহ নিশ্চয়ই তোমাকে আমাদের ওপর প্রাধান্য দিয়েছেন আর আমরা নিশ্চয়ই অপরাধী ছিলাম।’

সে বলল, ‘আজ তোমাদের বিরক্তে কোনো অভিযোগ নেই। আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করুন। আর তিনি দয়ালুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দয়াল। তোমরা আমার এ জ্ঞানটি নিয়ে যাও আর এ আমার পিতার মুখের উপর রেখো। তিনি দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবেন। আর তোমাদের পরিবারের সকলকেই আমার কাছে নিয়ে এসো।’ — ১২ সুরা ইউসুফ ৪৮০-৯৩

তারপর এই কাফেলা যখন বেরিয়ে পড়ল তখন তাদের পিতা বলল, ‘তোমরা যদি আমাকে অপ্রকৃতিশূন্য মনে না করো তবে আমি বলব যে, আমি ইউসুফের গন্ধ পাচ্ছি।’

যারা উপস্থিত ছিল তারা বলল, ‘আল্লাহর শপথ! আপনি তো আপনার আগের ভুলেই আছেন। তারপর যখন (ইউসুফকে পাওয়ার) সুস্বাদাতা এল ও তার মুখের ওপর জ্ঞানটি বাখল তখন সে তার দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেল। সে বলল, ‘আমি কি তোমাদের বলিনি যে, আমি আল্লাহর কাছ থেকে যা জানি তোমরা তা জান না?’

ওরা বলল, ‘হে আমাদের পিতা! আমাদের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন, আমরা অবশ্যই দোষী।’

সে বলল, ‘আমি আমার প্রতিপালকের কাছে তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করব। নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।’

তারপর ওরা যখন ইউসুফের কাছে উপস্থিত হল তখন সে তার পিতামাতাকে কোলাকুলি করে বলল, ‘আপনারা আল্লাহর ইচ্ছায় নিরাপদে মিশরে ঢোকেন।’

আর ইউসুফ তার পিতামাতাকে উচ্চাসনে বসাল আর ওরা সকলে তার জন্য নমিত হয়ে সিজদা করল (আল্লাহর কাছ)। সে বলল, ‘হে আমার পিতা! এই আমার আগের স্বপ্নের ব্যাখ্যা। আমার প্রতিপালক তা সত্ত্বে পরিগত করেছেন। আর তিনি আমাকে কারাগার থেকে মুক্ত করেছেন ও শয়তান আমার আর আমার ভাইদের সম্পর্ক নষ্ট করার পরও আপনাদের মরুভূমি থেকে এখানে এনে দিয়ে আমার ওপর অনুগ্রহ করেছেন। আমার প্রতিপালক যা ইচ্ছা করেন তা সৃষ্টিভাবে করেন। নিশ্চয়ই তিনি সর্বজ্ঞ তত্ত্বজ্ঞানী।

‘হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে রাজ্য দান করেছ ও স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিক্ষা দিয়েছ। হে আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টা! তুমই ইহলোক ও পরলোকে আমার অভিভাবক। তুমি আমাকে আত্মসমর্পণকারীর মতু দাও ও আমাকে সংকর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত করো।’ — ১২ সুরা ইউসুফ : ৯৪-১০১

পূর্বে তোমাদের কাছে স্পষ্ট নির্দশন নিয়ে ইউসুফ এসেছিল। কিন্তু সে যা নিয়ে এসেছিল তোমরা তাতে সন্দেহ করতে। অবশ্যে যখন ইউসুফের মতু হল তখন তোমরা বলেছিলে, ‘ইউসুফের পরে আল্লাহ আর কাউকে রসূল করে পাঠাবেন না।’ এভাবে আল্লাহ সীমালজ্ঞনকারী ও সৎস্যবাদীদের বিভাস্ত করেন। — ৪০ সুরা মামুন : ৩৪

ইঞ্জিল : তওরাত ও ইঞ্জিল দ্র.

ইদরিস : এই কিতাবে উল্লেখিত ইদরিসের কথা বর্ণনা করো। সে ছিল সত্যবাদী, নবি। আর আমি তাকে উচ্চ মর্যাদা দান করেছিলাম। — ১৯ সুরা মরিয়ম : ৫৫-৫৭

আর সুরণ করো ইসমাইল, ইদরিস ও জুলকিফ্লের কথা। তাদের প্রত্যেকেই ছিল ধৈর্যশীল। — ২১ সুরা আর্বিয়া : ৮৫

ইদ্দত : বিবাহ তালাক, ইদ্দত ও দেনমোহর দ্র.

ইনশাআল্লাহ : কখনই তুমি কোনো ব্যাপারে বোলো না, ‘আমি গুটা আগামী কাল করব, ইনশাআল্লাহ [আল্লাহ ইচ্ছা করলে]’ না বলে। যদি ভুলে যাও তবে তোমার প্রতিপালককে সুরণ কোরো ও বোলো। ‘সম্ভবত আমার প্রতিপালক আমাকে গুহাবাসীর কাহিনীর চেয়েও নিকটতর সত্ত্বের পথের নির্দেশ দেবেন।’ — ১৮ সুরা কাহাফ : ২৩-২৪

আমি ওদের পরীক্ষা করব যেভাবে আমি পরীক্ষা করেছিলাম বাগানের মালিকদের যখন ওরা শপথ করে বলেছিল যে, ওরা সকালে বাগানের ফল পেড়ে আনবেই কোনো ব্যতিক্রম না করে (ইনশাআল্লাহ না বলে)। তাই যখন ওরা ঘূর্মিয়েছিল তখন তোমাদের প্রতিপালকের কাছ থেকে এক বিপর্যয় সেই বাগানে হানা দিল, ফলে তা পুড়ে গিয়ে রাতের আঁধারের মতো কালো হয়ে গেল — ৬৮ সুরা কালাম : ১৭-২০

ইব্রাহিম : নিশ্চয় সাফল্য লাভ করবে সে যে পবিত্র আর যে তার প্রতিপালকের নাম সুরণ করে ও নামাজ পড়ে। তবু তোমরা পার্থিব জীবনকে প্রাধান্য দাও, যদিও পরবর্তী জীবন

আরও ভালো ও আরও শ্রায়ী। এ তো আছে পূর্বের গ্রন্থে, ইব্রাহিম ও মুসার গ্রন্থে। — ৮৭ সুরা আলা : ১৪-১৯

তুমি কি দেখেছ তাকে যে মুখ ফিরিয়ে নেয়, আর দান করে সামান্যই, তারপর হয়ে যায় পাষাণহাদয়? তার কি অদৃশ্যের জ্ঞান আছে? তাকে কি জানানো হয়নি যা আছে মুসার গ্রন্থসমূহে এবং ইব্রাহিমের গ্রন্থে, যে (ইব্রাহিম) তার দায়িত্ব পালন করেছিল? — ৫৩ সুরা নজুম : ৩৩-৩৭

সুরণ করো আমার দাস ইব্রাহিম, ইসহাক ও ইয়াকুবের কথা। ওরা ছিল শক্তিমান ও সূক্ষ্মদৃষ্টি। পরকালের চিন্তা দ্বারা তাদেরকে আমি বিশেষভাবে পবিত্র করেছিলাম। অবশ্যই তারা আমার কাছে মনোনীত ও উচ্চম (দাসদের অস্তর্ভুক্ত)। — ৩৮ সুরা সাদ : ৪৫-৪৭

বর্ণনা করো এ-কিতাবে উল্লেখিত ইব্রাহিমের কথা, সে ছিল সত্যবাদী ও নবি। যখন সে তার পিতাকে বলল, ‘হে আমার পিতা! যে শোনে না, দেখে না ও তোমার কোনো কাজে আসে না, তুমি তার উপাসনা কর কেন? হে আমার পিতা! আমার কাছে এমন জ্ঞান এসেছে যা তোমার কাছে আসেনি, সুতরাং তুমি আমার অনুসরণ করো, আমি তোমাকে সঠিক পথ দেখাব। হে আমার পিতা! শয়তানের উপাসনা কোরো না। শয়তান তো করুণাময়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে। হে আমার পিতা! আমার ভয় হয়, তোমাকে করুণাময়ের শান্তি স্পর্শ করবে ও তুমি শয়তানের বক্ষু হয়ে পড়বে।’

সে বলল, ‘হে ইব্রাহিম! তুমি কি আমার দেবদেবীকে ঘণা করো? যদি তুমি বিরত না হও তবে আমি তোমাকে পাথর মেরে (হত্যা করব)। তুমি চিরদিনের জন্য আমার কাছ থেকে দূর হয়ে যাও।’

ইব্রাহিম বলল, ‘তোমার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। আমি আমার প্রতিপালকের কাছে, তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করব, তিনি আমার ওপর বড় অনুগ্রহশীল। আমি তোমাদের থেকে ও তোমরা আল্লাহ্ ছাড়া যাদের উপাসনা কর তাদের থেকে আলাদা হলাম। আমি আমার প্রতিপালককে ডাকব। আশা করি, আমার প্রতিপালককে ডেকে আমি ব্যর্থ হব না।’

তারপর সে যখন তাদের থেকে ও তারা আল্লাহ্ ছাড়া যাদের উপাসনা করত সেসব থেকে আলাদা হয়ে গেল তখন আমি তাকে ইসহাক ও ইয়াকুবকে দান করলাম আর প্রত্যেককে নবি করলাম। আর আমি তাদেরকে অনুগ্রহ করলাম, আর তাদেরকে দিলাম সত্যিকারের মহান খ্যাতি। — ১৯ সুরা মরিয়ম : ৪১-৫০

নবিদের মধ্যে যাদের আল্লাহ্ পুরস্কৃত করেছেন এরাই তারা : আদমের বৎসর ও যাদেরকে আমি নুহের সঙ্গে নৌকায় ঢাঙিয়েছিলাম তাদের বৎসর, ইব্রাহিম এবং ইসরাইলের বৎসর — যাদেরকে আমি পথের হাদিস দিয়েছিলাম ও মনোনীত করেছিলাম। তাদের কাছে করুণাময়ের আয়ত আবৃত্তি করা হলে তারা সিজদায় লুটিয়ে পড়ত ও অক্ষু বিসর্জন করত। — ১৯ সুরা মরিয়ম : ৫৮

ওদের কাছে ইব্রাহিমের বৃত্তান্ত বর্ণনা করো। সে যখন তার পিতা ও তার সম্প্রদায়কে বলেছিল, ‘তোমরা কিসের উপাসনা কর?’ ওরা বলল, ‘আমরা প্রতিমার পূজা করি, আর আমরা নিষ্ঠার সাথে ওদের পূজা করে যাব।’

সে বলল, ‘তোমরা ডাকলে ওরা কি শোনে, বা ওরা কি তোমাদের উপকার বা অপকার করতে পারে?’ ওরা বলল, ‘না, তবে আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদের এমনই করতে দেখেছি।’

(সে বলল), ‘তোমরা কি যার পূজা করছ তার সম্বন্ধে ভেবে দেখেছ? তোমরা আর তোমাদের পূর্বের পিতৃপুরুষেরা যার পূজা করত বিশ্বজগতের প্রতিপালক ছাড়া তারা সকলেই আমার শত্রু। তিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন আর তিনিই আমাকে পথপ্রদর্শন করেন। তিনিই আমাকে আহার্য ও পানীয় দান করেন। আর রোগক্রান্ত হলে তিনিই আমাকে রোগমুক্ত করেন। আর তিনিই আমার মৃত্যু ঘটাবেন, তারপর আবার জীবিত করবেন। আর আমি আশা করি, তিনি কিয়ামতের দিন আমার দোষগুলো মাফ ক’রে দেবেন। হে আমার প্রতিপালক! আমাকে জ্ঞান দাও ও সৎকর্মপ্রায়ণদের অস্তুর্ভুক্ত করো। পরে যারা আসবে আমাকে তাদের মধ্যে যশস্বী করো, আর আমাকে জাগ্নাতুন নঙ্গে [সুখকর উদ্যান]-এর একজন উত্তরাধিকারী করো। আর আমার পিতাকে ক্ষমা করো, তিনি তো পথব্রহ্ম। আর আমাকে পুনরুত্থানের দিন পর্যন্ত অপদষ্ট কোরো না।’

— ২৬ সুরা শোয়ারা : ৬৯-৮৭

আমার প্রেরিত ফেরেশতারা সুসংবাদ নিয়ে ইত্রাহিমের কাছে এল। তারা বলল, সালাম [শাস্তি]। সেও বলল, সালাম [শাস্তি]। সে অবিলম্বে এক ভূনা বাচুর নিয়ে এল। সে যখন দেখল তারা (ফেরেশতারা) তার দিকে হাত বাড়াচ্ছে না তখন তাদেরকে সন্দেহ করল ও তাদের সম্বন্ধে তার মনে ভয় হল। তারা বলল, ‘ভয় কোরো না, আমাদেরকে লুতের সম্পদায়ের কাছে পাঠানো হয়েছে।’

তখন তার স্ত্রী দাঁড়িয়ে ছিল, সে হাসল। তারপর আমি তাকে ইসহাকের ও ইসহাকের পরবর্তী ইয়াকুবের সুসংবাদ দিলাম। সে বলল, ‘কি আশ্র্য! আমি সন্তানের জননী হ্য, যখন আমি বৃক্ষ ও এই আমার স্বামী বৃক্ষ ও এই আমার স্বামী বৃক্ষ! এ তো এক অস্তুত ব্যাপার!’

তারা বলল, ‘আল্লাহর কাজে অবাক হচ্ছ? হে নবির পরিবার। তোমাদের ওপর রয়েছে আল্লাহর অনুগ্রহ ও কল্যাণ। তিনি প্রশংসার্হ ও সম্মানার্হ।’

তারপর যখন ইত্রাহিমের ভয় দূর হল ও তার কাছে সুসংবাদ এল তখন সে লুতের সম্পদায়ের পক্ষে (আমার পাঠানো ফেরেশতাদের সঙ্গে) তর্ক করতে লাগল। ইত্রাহিম তো ছিল ধৈর্যলীল, কোমল-হৃদয়, আল্লাহ-অভিমুখী।

(আমি বললাম), ‘হে ইত্রাহিম! এ থেকে বিরত হও। তোমার প্রতিপালকের বিধান এসে পড়েছে। নিশ্চয় ওদের ওপর এক অনিবার্য শাস্তি আসবে।’ — ১১ সুরা হুদ : ৬৯-৭৬

আর ওদেরকে বল ইত্রাহিমের অতিথিদের কথা যখন ওরা তার কাছে উপস্থিত হয়ে বলল, ‘সালাম, তখন সে বলেছিল, ‘তোমাদেরকে আমাদের ভয় হচ্ছ।’

ওরা বলল, ‘ভয় কোরো না, আমরা তোমাকে এক জ্ঞানী পুত্রের সুখবর দিচ্ছি।’

সে বলল, ‘তোমরা কি আমি বার্ধক্যগ্রস্ত হওয়া সন্ত্রেও আমাকে এ-সুখবর দিচ্ছ? তোমরা কী ব্যাপারে সুখবর দিচ্ছ?’

ওরা বলল, ‘আমরা সত্য খবর দিচ্ছি, তাই তুমি হতাশ হয়ো না।’

সে বলল, ‘যারা পথবষ্ট তারা ছাড়া আর কে তার প্রতিপালকের অনুগ্রহ থেকে হতাশ হয়।’ — ১৫ সুরা হিজ্র : ৫১-৫৬

(স্মরণ করো), ইত্রাহিম তার পিতা আজরকে বলেছিল, ‘আপনি কি মৃত্যিকে উপাস্য রাখে গ্রহণ করেন? আমি তো আপনাকে ও আপনার সম্প্রদায়কে স্পষ্ট ভুল করতে দেখছি।’

আমি এভাবে ইত্রাহিমকে আকাশ ও পৃথিবীর পরিচালনা ব্যবস্থা দেখাই যাতে সে দ্রৃ বিশ্বাসীদের একজন হয়। তারপর রাতের অঙ্কুকার যথন তাকে ছেয়ে ফেলল তখন সে নক্ষত্র দেখে বলল, ‘ও-ই আমার প্রতিপালক।’

তারপর যখন তা অস্তমিত হয় তখন সে বলল, ‘যা অস্তমিত হয় তা আমি ভালোবাসি না।’

তারপর যখন সে চাঁদকে উঠতে দেখল সে বলল, ‘এ আমার প্রতিপালক।’ যখন তা অস্তমিত হল তখন সে বলল, ‘আমাকে আমার প্রতিপালক সংপৰ্থ না দেখালে আমি তো পথবষ্টদের শামিল হব।’

তারপর যখন সে সূর্যকে উঠতে দেখল তখন সে বলল, ‘এ-ই আমার মহান প্রতিপালক।’ যখন তাও অস্তমিত হল তখন সে বলল, ‘হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা যাকে আল্লাহর শরিক কর, তার সাথে আমার সম্পর্ক নেই। নিশ্চয়ই আমি একনিষ্ঠভাবে তাঁর দিকে মুখে ফেরাছি যিনি আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন আর আমি অংশীবাদীদের সঙ্গে নেই।’

তার সম্প্রদায় তার সঙ্গে তর্ক করতে শুরু করল। সে বলল, ‘তোমরা কি আল্লাহ সম্বন্ধে আমার সঙ্গে তর্ক নামবে? তিনি তো আমাকে সংপৰ্থে পরিচালিত করেছেন। আমার প্রতিপালক অন্য ইচ্ছা না করলে তোমরা যাকে তাঁর শরিক কর তাকে আমি ভয় করি না। সব কিছুই আমার প্রতিপালকের জানা, তবু কি তোমরা বুবৰে না? তোমরা যাকে আল্লাহর শরিক কর আমি তাকে কেমন করে ভয় করব? যার বিষয়ে তিনি তোমাদেরকে কোনো সনদ দেননি তাকে তোমরা আল্লাহর শরিক করতে ভয় করো না? সুতৰাং যদি তোমরা জান তবে বল দুই দলের মধ্যে নিরাপত্তা কোন দলের প্রাপ্য।’ যারা বিশ্বাস করেছে ও তাদের বিশ্বাসকে সীমালঙ্ঘন করে কল্পিত করে নি, নিরাপত্তা তাদেরই জন্য এবং তারাই সংপৰ্থপ্রাপ্ত।

আর আমি আমার এই যুক্তি ইত্রাহিমকে দিয়েছিলাম তার সম্প্রদায়ের সাথে মোকাবিলা করতে। আমি যাকে ইচ্ছা মর্যাদায় উন্নীত করি। তোমার প্রতিপালক প্রজ্ঞাময় তত্ত্বজ্ঞানী। আর আমি তাকে দান করেছিলাম ইসহাক ও ইয়াকুব, আর তাদের প্রত্যেককে সংপৰ্থে পরিচালিত করেছিলাম। — ৬ সুরা আনামাম : ৭৪-৮৪

ইত্রাহিম ছিল তার (নুহের) অনুসারী। (স্মরণ করো) যখন সে তার প্রতিপালকের কাছে বিশুদ্ধ চিত্তে উপস্থিত হয়েছিল এবং তার পিতা ও তার সম্প্রদায়কে জিজ্ঞাসা করেছিল, ‘তোমরা কিসের পূজা করু? তোমরা কি আল্লাহর পরিবর্তে অসত্য উপাস্য চাও? বিশুজ্জগতের প্রতিপালক সম্পর্কে তোমরা কী ভাবো?’ তারপর ইত্রাহিম তারকাদের দিকে একবার তাকাল এবং বলল, ‘আমার অসুখ করেছে মনে হচ্ছে।’

ওরা তখন তাকে পিছনে ফেলে রেখে চলে গেল। পরে সে ওদের দেবতাদের কাছে গিয়ে বলল, ‘তোমরা খাবার খাচ্ছ না কেন? তোমাদের কী হয়েছে যে, তোমরা কথা বলছ না?’ সে ওদের ওপর জ্বারে আঘাত করল। তখনই এসব লোকগুলো তার দিকে ছুটে এল।

সে বলল, ‘তোমরা নিজেরা পাথর খোদাই করে যাদেরকে তৈরি করো তোমরা কি তাদেরই পূজা করো? আসলে আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন তোমাদেরকে আর তোমরা যা তৈরি করো তা—ও।’

ওরা বলল, ‘এর জন্য এক অগ্নিকূণ্ড তৈরি করো, একে ঝলন্ত আগুনে ফেলে দাও।’

ওরা তার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করেছিল, কিন্তু আমি ওদেরকে হেয় করে দিলাম। ইব্রাহিম বলল, ‘আমি আমার প্রতিপালকের দিকে চললাম, তিনি আমাকে তো সৎপথে পরিচালিত করবেন। হে আমার প্রতিপালক! আমাকে এক সৎকর্মপরায়ণ পুত্র দাও।’

তারপর আমি তাকে এক ধীরস্থিতির পুত্রের খবর দিলাম। তারপর যখন তাঁর পিতার সঙ্গে কাজ করার মতো তার বয়স হল তখন ইব্রাহিম তাকে বলল, ‘বাছা! আমি স্বপ্নে দেখি যে, তোমাকে আমি জ্বাই করছি, এখন তোমার কী বলার আছে?’

সে বলল, ‘হে আমার পিতা! আপনাকে যা আদেশ করা হয়েছে তাই করুন। আল্লাহ ইছ্জা করলে আপনি দেখবেন আমি ধৈর্য ধরতে পারি।’

তারা দুজনেই যখন আনুগত্য প্রকাশ করল ও ইব্রাহিম তার পুত্রকে (জ্বাই করার জন্য) কাত করে শুইয়ে দিল তখন আমি তাকে ডেকে বললাম, ‘হে ইব্রাহিম! তুমি তো স্বপ্নের আদেশ সত্যই পালন করলে।’

এভাবেই আমি সৎকর্মপরায়ণদেরকে পুরস্কৃত করে থাকি। নিচয়ই এ ছিল এক স্পষ্ট পরীক্ষা। আমি (তাকে ছাড়িয়ে নিয়ে) জ্বাই করার জন্য দিলাম এক মহান জ্ঞান এবং তাকে রেখে দিলাম পরবর্তীদের মাঝে (স্মরণীয় করে), ‘ইব্রাহিমের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক।’ এভাবে আমি সৎকর্মপরায়ণদেরকে পুরস্কৃত করে থাকি। সে ছিল আমার এক বিশ্বাসী দাস। আমি তাকে ইসহাকের সুখবর দিয়েছিলাম, সে ছিল এক নবি, সৎকর্মপরায়ণদের একজন। তাকে ও ইসহাককে আমি সম্মিলন দান করে ছিলাম; তাদের বংশধরদের কেউ-কেউ ছিল সৎকর্মপরায়ণ আবার কেউ-কেউ নিজেদের ওপর স্পষ্টই অত্যাচার করত। — ৩৭ সুরা সাফ্ফাত : ৮৩-১১৩

আমি তোমাদের জন্য নির্ধারিত করেছি (সেই) ধর্ম যার নির্দেশ দিয়েছিলাম নুহকে, — যা আমি প্রত্যাদেশ করেছি তোমাকে, — যার নির্দেশ দিয়েছিলাম ইব্রাহিম মুসা ও স্টিসাকে, এই বলে যে, তোমরা ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করো ও তার মধ্যে মতভেদ এনো না। — ৪২ সুরা শূরা : ১৩

স্মরণ করো, ইব্রাহিম তার পিতা ও তার সম্প্রদায়কে বলেছিল, ‘তোমরা যাদের পূজা কর তাদের সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। সম্পর্ক আছে শুধু তাঁরই সাথে যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন আর তিনিই আমাকে সৎপথে পরিচালিত করবেন।’

তার পরে যারা এসেছে তাদের জন্য এই ঘোষণাকে সে চিরস্তন বাধীরপে রেখে গিয়েছে যাতে ওরা (সৎপথে) ফিরে আসে। — ৪৩ সুরা জুখুরফ : ২৬-২৮

তোমার কাছে ইব্রাহিমের সম্মানিত অতিথিদের কথা পৌছেছে কি? যখন ওরা তার কাছে উপস্থিত হয়ে বলল, ‘সালাম’। উত্তরে সে বলল, ‘সালাম’। (তার মনে হল) ‘এরা তো অপরিচিত লোক।’

তারপর ইত্রাহিম তাদের কিছু না বলে তার স্ত্রীর কাছে গেল ও এক মোটাসোটা গোরুর বাছুর ভেজে নিয়ে এল। সেটাকে সে ওদের সামনে রাখল, আর পরে ওদেরকে বলল, ‘তোমরা খাচ্ছনা কেন?’ ওদের সম্পর্কে তার মনে ভয় হল।

ওরা বলল, ‘ভয় পেয়ো না।’ তারপর ওরা তাকে এক গুণী পুত্রের সুখবর দিল। তখন তার স্ত্রী চিৎকার করতে করতে সামনে এল ও গাল চাপড়ে বলল, ‘আমি তো এক বৃদ্ধা, বৃক্ষ্যা।’

ওরা বলল, ‘তোমার প্রতিপালক এরকমই বলেছেন। তিনি তত্ত্বজ্ঞানী, সর্বজ্ঞ।’

ইত্রাহিম বলল, ‘হে ফেরেশ্তাগণ! তোমাদের বিশেষ কাজটা কী?’

ওরা বলল, ‘আমাদেরকে এক অপরাধী সম্প্রদায়ের কাছে পাঠানো হয়েছে তাদের ওপর মাটির ঢেলা ছাড়ার জন্য, যা সীমা অতিক্রমকারীদের জন্য তোমার প্রতিপালকের কাছে নিদিষ্ট আছে।’

সেখানে যারা বিশ্বাসী ছিল আমি তাদেরকে উদ্ধার করেছিলাম, আর সেখানে একটি পরিবার ছাড়া কোনো মুসলমান [আতুসমর্পণকারী] আমি পাইনি। যারা কঠিন শাস্তিকে ভয় করে আমি তাদের জন্য এতে একটি নির্দশন রেখেছি। — ৫১ সুরা জারিয়াত : ২৪-৩৭

নিচ্যয়ই ইত্রাহিম ছিল এক সম্প্রদায়ের প্রতীক। সে ছিল আল্লাহর অনুগত, একনিষ্ঠ আর সে অংশীবাদী ছিল না। আল্লাহর অনুগ্রহের জন্য সে ছিল ক্রতৃজ্ঞ। আল্লাহ তাকে সরলপথে পরিচালিত করেছিলেন। আমি তাকে পৃথিবীতে ভালো দিয়েছিলাম ও পরকালেরও সে তো সংকর্মপরায়ণদের অন্যতম (হবে)। এখন আমি তোমার ওপর প্রত্যাদেশ করলাম, তুমি একনিষ্ঠ ইত্রাহিমের সমাজ অনুসরণ করো। ইত্রাহিম অংশীবাদীদের মধ্যে ছিল না। — ১৬ সুরা নাহল : ১২০-১২৩

স্মরণ করো, ইত্রাহিম বলেছিল, ‘হে আমার প্রতিপালক! এ-শহর নিরাপদ করো ও আমাকে ও আমরা পুত্রদের প্রতিমা পূজা থেকে দূরে রাখো।

‘হে আমার প্রতিপালক! এসব প্রতিমা বহু মানুষকে বিভাস্ত করেছে; সুতরাং যে আমার অনুসরণ করবে সে-ই আমার দলভূক্ত হবে, কিন্তু কেউ আমার অবাধ্য হলে তুমি নিচ্যয়ই ক্ষমশীল, পরম দয়ালু।

‘হে আমাদের প্রতিপালক! আমি আমার বংশধরদের কতকক্ষে তোমার পরিত্র গ্রহের কাছে এক অনুর্বর উপত্যকায় বসবাস করালাম। হে আমাদের প্রতিপালক! যেন ওরা নামাজ কায়েম করে। এখন তুমি কিছু লোকের মন ওদের অনুরাগী ক'রে দাও, আর ফলফলাদি দিয়ে ওদের জীবিকার ব্যবস্থা করো, যাতে ওরা কতজ্ঞতা প্রকাশ করে।

‘হে আমাদের প্রতিপালক! নিচ্যয়ই তুমি জান যা আমরা গোপন করি ও যা আমরা প্রকাশ করি। আকাশ ও পৃথিবীর কিছুই আল্লাহর কাছে গোপন থাকে না। আল্লাহ আমাকে আমার বৃক্ষ বয়সে ইস্মাইল ও ইসহাককে দান করেছেন। নিচ্যয়ই, আমার প্রতিপালক প্রার্থনা শুনে থাকেন।

‘হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ও আমার বংশধরদের নামাজ কয়েমকারী করো। হে আমাদের প্রতিপালক! আমার প্রার্থনা কবুল করো। হে আমাদের প্রতিপালক! যেদিন হিসাব

ହବେ ସେଦିନ ଆମାକେ, ଆମାର ପିତାମାତାକେ ଓ ବିଶ୍ୱାସୀଦେରକେ କ୍ଷମା କୋରୋ ।' — ୧୪ ସୂରା
ଇତ୍ରାହିମ : ୩୫-୪୧

ଆମି ତୋ ଏର ପୁର୍ବେ ଇତ୍ରାହିମକେ ଭାଲୋମନ୍ଦ ବିଚାରେ ଜ୍ଞାନ ଦିଯେଛିଲାମ ଓ ଆମି ତାର ସମ୍ବନ୍ଧେ ଭାଲୋ କରେଇ ଜାନତାମ । ଯଥନ ମେ ତାର ପିତା ଓ ତାର ସମ୍ପଦାଯକେ ବଲଳ, 'ଏହି ଯେ ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଲୋ ଯାଦେର ପୂଜାୟ ତୋମରା ରତ ରଯେଛ, ଏଗୁଲୋ କୀ ?'

ଓରା ବଲଳ, 'ଆମରା ଆମାଦେର ପିତ୍ତପୁରୁଷଦେରକେ ଏଦେର ପୂଜା କରତେ ଦେଖଛି ।'

ମେ ବଲଳ, 'ତୋମରା ନିଜେରା ତୋ ସ୍ପଷ୍ଟ ବିଭାଗିତେ ରଯେଛେ, ତୋମାଦେର ପିତ୍ତପୁରୁଷରାଓ ଛିଲ (ବିଭାଗିତେ) ।'

ଓରା ବଲଳ, 'ତୁମି କି ଆମାଦେର କାହେ ସତ୍ୟ ଏନେଛ, ନା ତୁମି ଠାଟ୍ଟା କରଛ ?'

ମେ ବଲଳ, 'ନା, ତୋମାଦେର ପ୍ରତିପାଳକ ଆକାଶ ଓ ପଥିବିର ପ୍ରତିପାଳକ, ତିନି ତୋ ଓଦେର ମୃଣି କରେଛେ ଆର ଏ-ବିଷୟେ ଆମି ସାଙ୍କ, ଦିଛି । ଆଜ୍ଞାହର ଶପଥ ! ତୋମରା ଚଲେ ଗେଲେ ଆମି ତୋମାଦେର ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଲୋର ବ୍ୟାପାରେ ଅବଶ୍ୟାଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିବ ।'

ତାରପର ମେ ଓଦେର ପ୍ରଧାନ ମୂର୍ତ୍ତି ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତିକେ ଭେଣ୍ଡୁରେ ଦିଲ, ଯାତେ ଓରା ତାର ଶରାପମନ୍ନ ହୁଁ ।

ଓରା ବଲଳ, 'ଆମାଦେର ଦେବତାଦେର କେ ଏମନ କରଲୋ ? ନିଶ୍ଚୟଇ ମେ ସୀମାଲଭୟନକାରୀ ।'

କେଉ-କେଉ ବଲଳ, 'ଏକ ଯୁବକକେ ଓଦେର ସମାଲୋଚନା କରତେ ଶୁନେଛି, (ମବାଇ) ତାକେ ଇତ୍ରାହିମ ବଲେ ଡାକେ ।' ଓରା ବଲଳ, 'ତାକେ ଲୋକେର ସାମନେ ଉପାହିତ କରୋ, ଯାତେ ଓରା ସାଙ୍କ୍ୟ ଦିତେ ପାରେ ।'

ଓରା ବଲଳ, 'ହେ ଇତ୍ରାହିମ ! ତୁମିଇ କି ଆମାଦେର ଦେବତାଦେର ଏମନ କରେଛ ?'

ମେ ବଲଳ, 'ଏଦେର ଏହି ପ୍ରଧାନଇ ତୋ-ଏ କରେଛେ । ଏଦେର ଜିଜ୍ଞାସା କରେ ଦେଖୋ-ନା, ଯଦି ଏରା କଥା ବଲାତେ ପାରେ ।'

ତଥନ ଓରା ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କରେ ଦେଖିଲ ଓ ଏକେ ଅଗରକେ ବଲାତେ ଲାଗଲ, 'ତୋମରାଇ ତୋ ସୀମାଲଭୟନକାରୀ ?' ତାରପର ଓଦେର ମାଥା ହେଟ୍ ହେଁ ହେଁ ଗେଲ ଓ ଓରା ବଲଳ, 'ତୁମି ତୋ ଭାଲୋଇ ଜ୍ଞାନ ଯେ ଏରା କଥା ବଲେ ନା ।'

ଇତ୍ରାହିମ ବଲଳ, 'ତବେ କି ତୋମରା ଆଜ୍ଞାହର ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏମନ କିଛୁବ ଉପାସନା କର୍ଯ୍ୟ ତୋମାଦେର କୋନ ଉପକାର କରତେ ପାରେ ନା, କ୍ଷତିଓ କରତେ ପାରେ ନା ? ଧିକ୍ ତୋମାଦେରକେ ଆର ଆଜ୍ଞାହର ପରିବର୍ତ୍ତେ ତୋମରା ଯାଦେର ଉପାସନା କର ତାଦେରକେ ! ତବୁ କି ତୋମରା ବୁଝବେ ନା ?'

ଓରା ବଲଳ, 'ତବେ ଓକେ (ଇତ୍ରାହିମକେ) ପୁଢ଼ିଯେ ଫେଲୋ, ସାହାଯ୍ୟ କରୋ ତୋମାଦେର ଦେବତାଦେରକେ ଯଦି (ଏକାନ୍ତରୀ) କିଛୁ କରତେ ଚାଓ ।'

ଆମି ବଲଳାମ, 'ହେ ଅଗ୍ନି ! ତୁମି ଇତ୍ରାହିମେର ଜନ୍ୟ ଶୀତଳ ଓ ନିରାପଦ ହୟେ ଯାଓ ।'

ଓରା ଇତ୍ରାହିମେର ବିରକ୍ତେ ଏକ ଫନ୍ଦି ଆଟିତେ ଚାଇଲ । କିନ୍ତୁ ଆମି ଓଦେର ସବଚେଯେ ବେଶ କ୍ଷତିଗ୍ରହ କରିଲାମ । ଆର ଆମି ତାକେ ଓ ଲୁତକେ ଉଦ୍ଧାର କରେ ନିଯେ ମେ-ଦେଶେ ଗେଲାମ, ଯେଥାନେ ଆମି ବିଶ୍ୱାସୀଦେର ଜନ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ରେଖେଛି । ଆର ଆମି ଇତ୍ରାହିମକେ ଦାନ କରେଛିଲାମ ଇସହାକ,

আরও দান করেছিলাম ইয়াকুব, আর প্রত্যেককেই সৎকর্মপরায়ণ করেছিলাম। — ২১ সুরা আল্বিয়া : ৫১-৭২

স্মরণ করো ইব্রাহিমের কথা, সে তার সম্পদায়কে বলেছিল, ‘তোমরা আল্লাহর উপাসনা করো ও তাকে ভয় করো। তোমাদের জন্য এ-ই শ্রেয় যদি তোমরা জানতে। তোমরা তো আল্লাহ ছাড়া কেবল প্রতিমার পূজা করছ আর মিথ্যা বানাচ্ছ। তোমরা আল্লাহ ছাড়া যাদের পূজা করো তারা তোমাদেরকে জীবনের উপকরণ দিতে পারে না। তাই তোমরা জীবনের উপকরণ কামনা করো আল্লাহর কাছে ও তাঁরই উপাসনা করো আর তাঁর কাছে ক্রতৃপক্ষতা প্রকাশ করো ! তোমরা তাঁরই কাছে ফিরে যাবে। তোমরা যদি আমাকে মিথ্যাবাদী বল তবে জ্ঞেনে রাখ, তোমাদের আগে যারা এসেছিল তারাও নবিদের মিথ্যাবাদী বলেছিল !’ সত্যকে স্পষ্টভাবে প্রচার করে দেওয়াই রসূলের কাজ। — ২৯ সুরা আনকাবুত : ১৬-১৮

‘একে হত্যা করো বা আগুনে পুড়িয়ে মারো’ — এ ছাড়া উক্তরে ইব্রাহিমের সম্পদায়ের অন্য কিছু বলার ছিল না। কিন্তু আল্লাহ তো তাকে আগুন থেকে রক্ষা করলেন। এতে অবশ্যই নির্দশন রয়েছে বিশ্বাসী সম্পদায়ের জন্য।

ইব্রাহিম বলল, ‘পর্থিব জীবনে তোমাদের পারম্পরিক বন্ধুত্ব রক্ষার জন্য তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে প্রতিমাগুলোকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছ, কিন্তু কিয়ামতের দিন তোমরা একে অপরকে অস্বীকার করবে আর অভিশাপ দেবে। তোমরা বাস করবে জাহানামে আর তোমাদের কেউ সাহায্য করবে না।’

লুত তাকে বিশ্বাস করল। ইব্রাহিম বলল, ‘আমি আমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে দেশত্যাগ করেছি। নিশ্চয়ই তিনি পরাক্রমশালী তত্ত্বজ্ঞানী।’

আমি ইব্রাহিমকে দান করলাম ইসহাক ও ইয়াকুব এবং তার বশ্বধরদের মধ্যে প্রবর্তন করলাম নবুয়ত ও কিতাব। আর পৃথিবীতে তাকে আমি পুরস্কৃত করেছিলাম ; পরকালেও সে নিশ্চয় সৎকর্মপরায়ণদের একজন হবে। — ২৯ সুরা আনকাবুত : ২৪-২৭

আর ইব্রাহিমকে তার প্রতিপালক কয়েকটি কথা দিয়ে পরীক্ষা করেছিলেন। আল্লাহ বললেন, ‘আমি তোমাকে মানবজাতির নেতা করেছি।’

সে বলল, ‘আমার বশ্বধরদের মধ্য হতেও ?’

আল্লাহ বললেন, ‘আমার প্রতিশ্রুতি সীমালভ্যনকারীদের প্রতি প্রযোজ্য নয়।’

আর স্মরণ করো মেই সময়কে যখন আমি (কাব্য) ঘরকে মানুষের মিলনক্ষেত্র ও আশুয়ঙ্গল করেছিলাম। (আর আমি বলেছিলাম), ‘তোমরা ইব্রাহিমের দাঁড়ানোর জায়গাকেই নামাজের জায়গারূপে গ্রহণ করো।’

আর যখন আমি ইব্রাহিম ও ইসমাইলকে আদেশ করি যে, ‘তোমরা আমার ঘরকে পবিত্র রাখবে তাদের জন্য যারা এ প্রদক্ষিণ করবে, এখানে বসে এতেকাফ করবে, এখানে কুকু ও সিজদা করবে।’

(স্মরণ করো) যখন ইব্রাহিম বলেছিল, ‘হে আমার প্রতিপালক ! একে নিরাপদ শহর করো, আর এর অধিবাসীদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও পরকাল বিশ্বাস করবে তাদেরকে খাবার

জন্য দাও ফলাহার, তিনি বললেন, ‘যে কেউ অবিশ্঵াস করবে তাকেও কিছুকালের জন্য জীবন উপভোগ করতে দেব। তারপর তাকে নরকের শাস্তি ভোগ করতে বাধ্য করব, আর সে কী খারাপ পরিণতি !’

আর যখন ইত্তাহিম ও ইসমাইল (কাবা) ঘরের ভিত্তি স্থাপন করছিল, তখন তারা বলেছিল, ‘হে আমার প্রতিপালক তুমি আমাদের এই কাজ গ্রহণ করো। তুমি তো সব শোন আর সব জানো। হে আমাদের প্রতিপালক ! তুমি আমাদের দুঃজনকে তোমার একান্ত অনুগত করো ও আমাদের বৎশর্দ্ধ হতে তোমার অনুগত এক উম্মত [সমাজ] তৈরি করো। আমাদেরকে উপাসনার নিয়মপদ্ধতি দেখিয়ে দাও, আর আমাদের প্রতি ক্ষমাপরবশ হও ! তুমি অত্যন্ত ক্ষমাপরবশ পরম দয়ালু। হে আমার প্রতিপালক ! তাদের মধ্য থেকে তাদের কাছে এক রসূল প্রেরণ করো যে তোমার আয়াত তাদের কাছে আবণ্ণি করবে, তাদেরকে কিভাব ও হিকমত শিক্ষা দেবে এবং তাদেরকে পবিত্র করবে। তুমি তো পরাক্রমশালী তত্ত্বজ্ঞানী !’

যে নিজেকে বোকা বানিয়েছে সে ছাড়া ইত্তাহিমের সমাজ থেকে আর কে মুখ ফেরাবে ? পৰিবীতে তাকে আমি মনোনীত করেছি, পরকালেও সে হবে সংকরমপরায়ণগণের একজন। তার প্রতিপালক যখন তাকে বলেছিলেন, ‘আত্মসম্পর্গ করো !’ সে বলেছিল, ‘বিশ্বজগতের প্রতিপালকের কাছে আমি আত্মসম্পর্গ করলাম !’

আর ইত্তাহিম ও ইয়াকুব এসম্বক্ষে তাদের পুত্রদের নির্দেশ দিয়েছিল, ‘হে আমার ছেলেরা ! আল্লাহ তোমাদের জন্য এ-দীন [ধর্ম]—কে মনোনীত করেছেন। সুতরাং আত্ম-সমর্পণকারী না হয়ে তোমার কখনো মৃত্যুবরণ কোরো না। — ২ সুরা বাকারা : ১২৪-১৩২

তুমি কি সে-ব্যক্তি (নমরুদ)–র কথা তেবে দেখ নি যে ইত্তাহিমের সাথে তার প্রতিপালক সম্বক্ষে তর্ক করেছিল, যেহেতু আল্লাহ তাকে রাজত্ব দিয়েছিলেন ? যখন ইত্তাহিম বলল, ‘আমার প্রতিপালক তিনি যিনি জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান’, সে বলল, ‘আমি তো জীবন দান করি ও মৃত্যু ঘটাই !’

ইত্তাহিম বলল, ‘নিচয়ই আল্লাহ সূর্যকে পূর্ব দিক থেকে ওঠান, (দেখি) তুমি তাকে পশ্চিম দিক থেকে ওঠাও !’ যখন সে (নমরুদ) হতভয় হয়ে গেল।

আর আল্লাহ জুলুমকারী সম্প্রদায়কে সংপত্তি পরিচালিত করেন না।

আবার সেই ব্যক্তির কথা স্মরণ করো, যে এমন এক শহরে পৌছেছিল যা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছিল। সে বলল, ‘মৃত্যুর পর কিরণে আল্লাহ একে জীবিত করবেন ?’

যখন তাকে আল্লাহ একশত বৎসর মৃত রাখলেন, তারপর তাকে পুনর্জীবিত করলেন। আল্লাহ বললেন, ‘তুমি মৃত (অবস্থায়) কতক্ষণ ছিলে ?’ সে বলল, ‘এক দিন বা এক দিনেরও কিছু কম !’

তিনি বললেন, ‘না, একশত বৎসর ছিলে। আর লক্ষ করো তোমার খাদ্যসামগ্ৰী ও পানীয় বস্তু আর তোমার গাধাটাকে — ওসব অবিকৃত রয়েছে আর আমরা তোমাকে মানবজ্ঞাতির জন্য নির্দেশন স্বীকৃত কৰিব। আর (গাধার) হাড়গুলোর দিকে লক্ষ করো, কিভাবে সেগুলোকে আমরা জোড়া দিই ও মাংস দিয়ে ঢেকে দিই !’ যখন এ তার কাছে স্পষ্ট হল তখন সে বলে উঠল, ‘আমি জানি, আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিশালী !’

আরও যখন ইত্রাহিম বলল, ‘হে আমার প্রতিপালক। আমাকে দেখাও কিভাবে তুমি মৃতকে জীবিত কর।’

তিনি বললেন, ‘তুমি কি এ বিশ্বাস কর না?’

সে বলল, ‘নিশ্চয় করি, তবে কেবল এ আমার মনকে বুঝ দেওয়ার জন্য।’

তিনি বললেন, ‘তবে চারটা পাখি ধরে ওদেরকে বশ করো। তারপর ওদের এক একটাকে পাহাড়ে রেখে আসো। তারপর ওগুলোকে ডাক দাও। ওগুলো দোড়ে তোমার কাছে আসবে। জ্ঞেনে রাখো যে, আল্লাহ প্রবল পরাক্রমশালী তত্ত্বজ্ঞানী।’ — ২ সুরা বাকারা : ২৫৮-২৬০

আল্লাহ তো আদম, নুহ ও ইত্রাহিমের বৎসর এবং ইমরানের বৎসরকে বিশ্বজগতে মনোনীত করেছেন। বৎসরুক্রমে এরা পরস্পর পরস্পরের বৎসর। আর আল্লাহ তো সব শোনেন, সব জানেন। — ৩ সুরা আল-ই-ইমরান : ৩৩-৩৪

হে কিতবিরা ! ইত্রাহিম সম্বক্ষে কেন তোমরা তর্ক করো, যখন তাওরাত ও ইঞ্জিল তার পরে অবতীর্ণ হয়েছিল ? তোমরা কি বোঝ না ? দেখো, যে বিষয়ে তোমাদের কিছু জ্ঞান ছিল তোমরা সে-বিষয়ে তর্ক করেছ, তবে যে-বিষয়ে তোমাদের জ্ঞান নেই সে-বিষয়ে কেন তর্ক করছ ? আসলে আল্লাহ তো জানেন আর তোমরা তো জ্ঞান না। ইত্রাহিম ইহুদিও ছিল না, খ্রিস্টানও ছিল না। সে ছিল একনিষ্ঠ আত্মসমর্পণকারী এবং সে অঙ্গীবাদীদের দলভুক্ত ছিল না। যারা ইত্রাহিমের অনুসরণ করছিল তারা আর এই নবি ও বিশ্বাসীরাই মানুষের মধ্যে ইত্রাহিমের ঘনিষ্ঠতম। আর আল্লাহ বিশ্বাসীদের অভিভাবক। — ৩ সুরা আল-ই-ইমরান : ৬৫-৬৮

বলো, ‘আল্লাহ সত্তা বলেছেন। সুতোঁ তোমরা একনিষ্ঠ ইত্রাহিমের সমাজকে অনুসরণ করো, সে অঙ্গীবাদীদের অস্তর্ভুক্ত ছিল না। নিশ্চয় মানবজাতির জন্য সর্বপ্রথম যে-গৃহ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তা তো বাক্সা [বক্সার অপর নাম]-য়, তা আশীর্বাদপ্রাপ্ত ও বিশ্বজগতের দিশারি। সেখানে বহু স্পষ্ট নির্দশন রয়েছে ; (যেমন) ইত্রাহিমের দাঁড়াবার স্থান। আর যে-কেউ সেখানে প্রবেশ করে সে নিরাপদ। মানুষের মধ্যে যার সেখানে যাওয়ার সামর্থ্য আছে আল্লাহর উদ্দেশ্যে সেই গৃহের হজ করা তার অবশ্য কর্তব্য। আর যে অঙ্গীকার করবে সে জ্ঞেন রাখুক আল্লাহ বিশ্বজগতের উপর নির্ভর করেন না। — ৩ সুরা আল-ই-ইমরান : ৯৫-৯৭

তোমাদের জন্য ইত্রাহিম ও তার অনুসারীদের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ। তারা তাদের সম্প্রদায়কে বলেছিল, ‘তোমাদের সঙ্গে ও তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যার উপাসনা করো তার সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। আমরা তোমাদেরকে মানি না। তোমাদের ও আমাদের মধ্যে চিরশতুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি হবে যদি না তোমরা এক আল্লাহতে বিশ্বাস কর।

তবে ব্যক্তিক্রম এই যে, ইত্রাহিম তার পিতাকে বলেছিল, ‘আমি নিশ্চয়ই তোমার জন্য প্রার্থনা করব ; তোমার জন্য এছাড়া আল্লাহর কাছে আর কিছু করার নেই।’ ইত্রাহিম ও তার অনুসারীরা বলেছিল, ‘হে আমাদের প্রতিপালক, আমরা তো তোমারই ওপর নির্ভর করেছি, তোমারই দিকে মুখ করেছি ও তোমারই কাছে ফিরে যাব। হে আমাদের প্রতিপালক ! তুমি

আমাদেরকে অবিশ্বাসীদের শিকার কোরো না, হে আমাদের প্রতিপালক ! তুমি আমাদের ক্ষমা করো ; তুমি তো পরাত্মশালী, তত্ত্বজ্ঞানী !'

নিশ্চয় তাদের (ইব্রাহিম ও তাঁর অনুসারীদের) মধ্যে তোমরা যারা আল্লাহ ও পরকালের ভয় কর তাদের জন্য রয়েছে এক উত্তম আদর্শ। কেউ মুখ ফিরিয়ে নিলে সে জেনে রাখুক, আল্লাহ তো অভাবমুক্ত, প্রশংসার্হ। — ৬০ সুরা মুমতাহানা : ৪-৬

আর পুরুষই হোক বা নারীই হোক যারা বিশ্বাসী হয়ে সংকাজ করবে তারাই জানাতে প্রবেশ করবে ও তাদের প্রতি অণুপরিমাণও জুনুম করা হবে না। আর তার চেয়ে ধর্মে কে ভালো যে সৎকর্মপরায়ণ হয়ে আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করে ও একনিষ্ঠতাবে ইব্রাহিমের সমাজ অনুসূরণ করে। আর আল্লাহ ইব্রাহিমকে বন্ধুরাপে গ্রহণ করেছেন। — ৪ সুরা নিসা : ১২৪-১২৫

আর স্মরণ করো যখন আমি ইব্রাহিমের জন্য কাবাঘরের জায়গা ঠিক করে দিয়েছিলাম, তখন বলেছিলাম আমার সঙ্গে কোনো শরিক দাঁড় করিয়ো না ও আমার ঘরকে পবিত্র রেখো তাদের জন্য যারা তওয়াফ [প্রদক্ষিণ] করে, যারা নামাজে দাঁড়ায়, ঝুকু করে ও সিজদা করে। — ২২ সুরা হজ : ২৬

...এ-ধর্ম তোমাদের পিতা ইব্রাহিমের ধর্মের অনুরূপ। — ২২ সুরা হজ : ৭৮

আত্মীয়স্বজন হলেও অংশীবাদীদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা নবি ও বিশ্বাসীর জন্য সংগত নয় যখন এ সুম্পষ্ট যে ওরা জাহানামে বাস করবে। ইব্রাহিম তার পিতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছিল, আর তা তাকে দেওয়া সন্তু হয়েছিল আল্লাহর একটি প্রতিশ্রুতির জন্য, তাঁর প্রয় যখন এ তার কাছে স্পষ্ট হল যে, সে আল্লাহর শত্রু তখন ইব্রাহিম তার সম্পর্কে নিশ্চেষ্ট হয়ে গেল। ইব্রাহিম তো ছিল কোমলহৃদয় ও ধৈর্যশীল। — ৯ সুরা তওবা : ১১৩-১১৪

ইমরান : আল্লাহ তো আদম, নুহ ও ইব্রাহিমের বংশধর এবং ইমরানের বংশধরকে বিশৃঙ্গতে মনোনীত করেছেন। এরা পরম্পরার পরম্পরার বংশধর। আর আল্লাহ তো সব শোনেন, সব জানেন। যখন ইমরানের শ্ত্রী বলেছিল, ‘হে আমার প্রতিপালক ! আমার গর্ভে যা আছে তা একান্ত তোমার জন্য আমি উৎসর্গ করলাম। সুতরাং আমার পক্ষ থেকে তা গ্রহণ করো। তুমি তো সবই শোন, সবই জান।’

তাঁরপর যখন সে ওকে প্রসব করল তখন সে বললো, ‘হে আমার প্রতিপালক ! আমি কন্যা প্রসব করেছি !’ আল্লাহ ভালোই জানতেন সে যা প্রসব করেছিল। ‘ছেলে তো মেয়ের মতো নয়, আমি তার নাম মরিয়াম রেখেছি আর অভিশপ্ত শয়তান থেকে তার ও তার বংশধরদের জন্য আমি তোমার শরণ নিছি !’ — ৩ সুরা আল-ই-ইমরান : ৩৩-৩৬

ইয়াকুব (অপর নাম ইসরাইল) : সুরণ কর আমার দাস ইব্রাহিম, ইসহাক ও ইয়াকুবের কথা। ওরা ছিল শক্তিশালী ও সৃক্ষ্মদৰ্শী। পরলোকের চিন্তা দ্বারা তাদেরকে আমি বিশেষভাবে পবিত্র করেছিলাম। তারা আমার কাছে মনোনীত ও উত্তম (দাসদের অন্তর্ভুক্ত)। — ৩৮ সুরা সোয়াদ : ৪৫-৪৭

তাঁরপর সে (ইব্রাহিম) যখন তাদের থেকে ও তারা আল্লাহ ছাড়া যাদের উপাসনা করত মেসব থেকে আলাদা হয়ে গেল তখন আমি তাকে ইসহাক ও ইয়াকুবকে দান করলাম, আর

প্রত্যেককে নবি করলাম। আর তাদেরকে আমি অনুগ্রহ করলাম আর তাদেরকে দিলাম সত্যিকারের মহান খ্যাতি। — ১৯ সুরা মরিয়ম : ৪৯-৫০

নবিদের মধ্যে আল্লাহ্ যাদেরকে পূর্বস্মত করেন এরাই তারা : আদমের বংশধর ও যাদেরকে আমি নুহের সঙ্গে মৌকায় ঢিঁড়েছিলাম তাদের বংশধর, ইব্রাহিম ও ইসরাইলের বংশধর — যাদেরকে আমি পথের হিসিস দিয়েছিলাম ও মনোনীত করেছিলাম। তাদের কাছে করুণাময়ের আয়াত আব্বত করা হলে তারা সিজদায় লুটিয়ে পড়ত ও অক্ষুবিশর্জন করত। — ১৯ সুরা মরিয়ম : ৫৮

আর আমি ইব্রাহিমকে দান করেছিলাম ইসহাক, আরও দান করেছিলাম ইয়াকুব আর প্রত্যেককেই সংকর্মপরায়ণ করেছিলাম। আর তাদের করেছিলাম নেতা ; তারা আমার নির্দেশ অনুসারে মানুষকে সৎপথ প্রদর্শন করত। তাদেরকে আদেশ করেছিলাম সংকাজ করতে, নামাজ কায়েম করতে ও জাকাত প্রদান করতে। তারা আমারই উপাসনা করত — ২১ সুরা আম্বিয়া : ৭২-৭৩

আর ইব্রাহিম ও ইয়াকুব এ-সম্বন্ধে তাদের পুত্রদেরকে আমার নির্দেশ দিয়েছিল : ‘হে আমার ছেলেরা ! আল্লাহ্ তোমাদের জন্য এ-দীন [ধর্ম]—কে মনোনীত করেছেন। সুতরাং আত্মসমর্পণকারী না হয়ে তোমরা কখনও মৃত্যুবরণ কোরো না !’

ইয়াকুবের কাছে যখন মত্যু এসেছিল তোমরা কি তখন উপস্থিত ছিলে ? ছেলেদেরকে সে যখন জিজ্ঞাসা করেছিল, ‘আমার পরে তোমরা কিসের উপাসনা করবে ?’ তখন-তারা বলেছিল, ‘আমরা আপনার এক আল্লাহ্ ও আপনার পিতৃপুরুষ ইব্রাহিম, ইসমাইল ও ইসহাকের আল্লাহরই উপাসনা করব। আর আমরা তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করি।’ — ২ সুরা বাকারা : ১৩২-১৩৩

তওরাত অবর্তীণ হওয়ার পূর্বে ইসরাইল নিজের জন্য যা হারাম করেছিল তা ছাড়া বনি-ইসরাইলের জন্য সকল খাদাই হালাল ছিল। বলো, ‘যদি তোমরা সত্য কথা বলো তবে তওরাত এনে পড়ো !’ — ৩ সুরা আল-ই-ইমরান : ৯৩

ইয়াজুজ ও মাজুজ : জুলকারনাইম দ্র.।

আল-ইয়াসায়া : সুরণ কর ইসমাইল, আল-ইয়াসায়া ও জুলকিফলের কথা। এয়া প্রত্যেকই ছিল সজ্জন। — ৩৮ সুরা : ৪৮

আরও সৎপথে পরিচালিত করেছিলাম ইসমাইল, আল-ইয়াসায়া, ইউনুস ও লুতকে, আর তাদের প্রত্যেককে বিশ্বজগতের (সবকিছু) ওপর আমি শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছিলাম। — ৬ সুরা আনআম : ৮৬

ইয়াহুইয়া : জ্ঞাকারিয়া ও ইয়াহুইয়া দ্র.।

ইরাম : তুমি কি দেখনি তোমার প্রতিপালক কি করেছিলেন আদ বংশের ইরাম গোত্রের ওপর যারা অধিকারী ছিল সুউচ্চ প্রাসাদের, যার সমতুল্য কোনো দেশে তৈরি হয়নি ? — ৮৯ সুরা ফাজ্র : ৬-৭

ইলিয়াস : আর আমি জ্ঞাকারিয়া, ইয়াহুইয়া, ঈসা আর ইলিয়াসকেও সৎপথে পরিচালিত করেছিলাম। এরা সকলে সজ্জনদের অস্তর্ভুক্ত। — ৬ সুরা আনআম : ৮৫

ইলিয়াসও ছিল রসুলদের একজন। সুরণ কর সে তার সম্প্রদায়কে বলেছিল, ‘তোমরা কি সাবধান হবে না? তোমরা কি বাআলকে ডাকবে আর পরিভ্যাগ করবে শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি আল্লাহকে, যিনি প্রতিপালক তোমাদের ও তোমাদের পূর্বপুরুষদের?’

কিন্তু ওরা তাকে মিথ্যাবাদী বলেছিল, কাজেই ওদেরকে তো শাস্তি ভোগ করতেই হবে। তবে আল্লাহর একনিষ্ঠ দাসদের কথা আলাদা। আমি তাকে তার পরবর্তীদের কাছে (সুরণীয় করে) রেখেছি। ইলিয়াসের ওপর শাস্তি বর্ষিত হোক। এভাবেই আমি সংকর্মপরায়ণদেরকে পুরুষ্কার দিয়ে থাকি। সে ছিল আমার বিশ্বাসী দাসদের অন্যতম। — ৩৭ সুরা সাফ্ফাত : ১২৩-১৩২।

ইলিয়ন : কর্মফল ও হিসাব দ্রু।

ইসমাইল : সুরণ কর ইসমাইল, আল-ইয়াসায়া ও জুলকিফলের কথা। ওরা প্রত্যেকেই ছিল সজ্জন। — ৩৮ সুরা সোয়াদ : ৪৮

এই কিতাবে উল্লেখিত ইসমাইলের কথা বর্ণনা করো; সে প্রতিশ্রুতি পালন করত, আর সে ছিল রসুল, নবি। সে তার পরিজনবর্গকে নামাজ ও জাকাত আদায়ের নির্দেশ দিত; আর সে ছিল তার প্রতিপালকের প্রিয়পাত্র। — ১৯ সুরা মরিয়ম : ৫৪-৫৫

আরও সংপথে পরিচালিত করেছিলাম ইসমাইল, আল-ইয়াসায়া ইউনুস ও নুতকে। আর তাদের প্রত্যেককে বিশ্বজগতের (সব কিছুর) ওপর আমি শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছিলাম। — ৬ সুরা আনআম : ৮৬

ইব্রাহিম বললো, ‘আমি আমার প্রতিপালকের দিকে চললাম। তিনি তো আমাকে সংপথে পরিচালিত করবেন। হে আমার প্রতিপালক! আমাকে এক সংকর্মপরায়ণ পুত্র দাও।’

তারপর আমি তাকে এক ধীরস্থির পুত্রের খবর দিলাম। তারপর যখন পিতার সঙ্গে কাজ করার মতো তার বয়স হল তখন ইব্রাহিম তাকে বললো, ‘বাছা! আমি স্বপ্নে দেখি যে, তোমাকে আমি জ্বাই করেছি, এখন তোমার কী বলার আছে?’

সে বললো, ‘হে আমার পিতা! আপনাকে যে আদেশ করা হয়েছে তা-ই করুন। আল্লাহ ইচ্ছা করলে, অপনি দেখবেন, আমি দৈর্ঘ্য ধরতে পারি।’

তারা দুজনেই, (যখন) আনুগত্য প্রকাশ করল ও ইব্রাহিম তার পুত্রকে (জ্বাই করার জন্য) কাত করে শুইয়ে দিল তখন আমি তাকে ডেকে বললাম, ‘হে ইব্রাহিম! তুমি তো স্বপ্নের আদেশ সত্যই পালন করলে? এ ভাবেই আমি সংকর্মপরায়ণদেরকে পুরুষ্কৃত করে থাকি। নিশ্চয় এ ছিল এক স্পষ্ট পরীক্ষা। আমি তাকে (ছাড়িয়ে নিয়ে) জ্বাই করার জন্য দিলাম এক মহান জন্মু...। — ৩৭ সুরা সাফ্ফাত : ৯৯-১০৭

আর সুরণ কর ইসমাইল, ইদরিস ও জুলকিফল-এর কথা, তাদের প্রত্যেকেই ছিল ধৈর্যশীল। — ২১ সুরা আম্বিয়া : ৮৫

ইসলাম ও মুসলিম : আমি কি মুসলমানদেরকে (যারা আত্মসমর্পণ করেছে) অপরাধীদের সমান গণ্য করব? তোমাদের কী হয়েছে, এ তোমাদের কেমন বিচার? — ৬৮ সুরা কলম : ৩৫-৩৬

‘...আমাদের মধ্যে কিছু লোক আত্মসমর্পণ করেছে আর কিছু বাঁকা পথ ধরেছে। যারা আত্মসমর্পণ করেছে তারা সোজা পথ বেছে নিয়েছে; কিন্তু যারা বাঁকা পথ ধরেছে তারাই তো জাহাঙ্গামের ইঙ্কন হবে।’ — ৭২ সুরা জিন : ১৪

তুমি তো মৃতকে তোমার কথা শোনাতে পারবে না, বধিরকেও না। ওরা যখন তোমার ডাক শোনে, তখন ওরা মুখ ফিরিয়ে নেয়। তুমি অন্ধদেরকেও ওদের ভুল পথে থেকে সঠিক পথে আনতে পারবে না। যারা আমার আয়তে বিশ্বাস করে শুধু তারাই তোমার কথা শুনবে। কারণ, তারা মুসলমান (আত্মসমর্পণকারী)। — ২৭ সুরা নমল : ৮০-৮১ = ৩০ রূম : ৫২-৫৩

যখন তাদের কাছে এ আবশ্যিক করা হয় তখন তারা বলে, আমরা এতে বিশ্বাস করি, এ আমাদের প্রতিপালকের কাছ থেকে আগত সত্য। আমরা অবশ্য পূর্বেও আত্মসমর্পণ করেছিলাম — ২৮ সুরা কাসাস : ৫৩

মুসা বলেছিল, ‘হে আমার সম্প্রদায়! যদি তোমরা আল্লাহয় বিশ্বাস করে থাক, যদি তোমরা মুসলমান (আত্মসমর্পণকারী) হও তবে তোমরা তাঁরাই ওপর নির্ভর কর।’ — ১০ সুরা ইউনুস : ৮৪

... অবশ্যে পানিতে যখন সে ডুবে যাচ্ছে তখন সে (ফ্রেরডিন) বললো, ‘আমি বিশ্বাস করলাম যে, বনি-ইসরাইল ধাঁর ওপর বিশ্বাস করে তিনি ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই, আর তাঁর কাছে যারা আত্মসমর্পণ করে আমি তাদের একজন।’ — ১০ সুরা ইউনুস : ৯০

‘... হে আকাশ ও পৃথিবীর সুষ্টি! তুমই ইহলোক ও পরলোকে আমার অভিভাবক। তুমি আমাকে আত্মসমর্পণকারীর মৃত্যু দাও ও আমাকে সৎকর্মপরায়ণদের অনুভূতি করো।’ — ১২ সুরা ইউসুফ : ১০১

আর বলো, ‘আমাকে আদেশ করা হয়েছে যেন আমি মুসলমানদের (আত্মসমর্পণ-কারীদের) মধ্যে অগ্রণী হই।’ (আমাকে আরও আদেশ করা হয়েছে) ‘তুমি অংশীবাদীদের অস্তর্ভুক্ত হয়ো না।’ — ৬ সুরা আনআম : ১৪

... বলো, ‘আল্লাহর পথই পথ। আর আমাদের বিশ্বজগতের প্রতিপালকের কাছে আত্মসমর্পণ করতে আদেশ করা হয়েছে। আর নামাজ পড়ে ও তাঁকে ভয় কর। তাঁরাই কাছে তোমাদেরকে সমবেত করা হবে।’ — ৬ সুরা আনআম : ৭১-৭২

আল্লাহ্ কাউকে সংপত্তি পরিচালিত করতে চাইলে তিনি তাঁর হৃদয় ইসলামের জন্য বড় করে দেন ও কাউকে বিপথগামী করতে চাইলে তিনি তাঁর হৃদয় খুব ছেট করে দেন, তার কাছে ইসলাম মেনে চলা আকাশে ঢাঁড়ার মতোই দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে! যারা বিশ্বাস করে না আল্লাহ্ তাদের এভাবে অপদষ্ট করেন। আর এটাই তোমার প্রতিপালকের নির্দেশিত সরল পথ। যারা উপদেশ গ্রহণ করে তাদের জন্য নির্দেশনসমূহ বিশদভাবে বয়ন করেছি। তাদের প্রতিপালকের কাছে তাদের জন্য রয়েছে শাস্তির নিকেতন, আর তারা যা করত তার জন্য তিনিই তাদের অভিভাবক।’ — ৬ সুরা আনআম : ১২৫-১২৭

বলো, ‘আমার নামাজ, আমার উপাসনা, আমার জীবন ও আমার মৃত্যু, বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহরই উদ্দেশে। তাঁর কোনো শরিক নেই, আর আমাকে এ-ব্যাপারেই তো

আদেশ করা হয়েছে, যেন মুসলমানদের (আত্মসমর্পণকারীদের) মধ্যে আমি অগ্রণী হই। — ৬ সূরা আনআম : ১৬২-১৬৩

যে—কেউ সৎকর্মপরায়ণ হয়ে আল্লাহ'র কাছে আত্মসমর্পণ করে সে তো এক মজবুত হতল ধরে। সকল কর্মের পরিণাম আল্লাহ'রই দিকে। — ৩১ সূরা লুকমান : ২২

বলো, 'আমাকে আদেশ করা হয়েছে আল্লাহ'র আনুগত্যে একনিষ্ঠ হয়ে তাঁর দাসত্ব করতে; আদেশ করা হয়েছে আমি যেন আত্মসমর্পণকারীদের অগ্রণী হই।' — ৩১ সূরা জুমার : ১১-১২

আল্লাহ ইসলামের জন্য যার হৃদয় উত্সুক করেছেন, আর যে তার প্রতিপালকের আলো পেয়েছে সে কি তার সমান যে এমন নয়? দুর্ভোগ তাদের জন্য যাদের অন্তর আল্লাহ সুরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। ওরা স্পষ্ট বিভাসিতে আছে। — ৩১ সূরা জুমার : ২২

তোমাদের কাছে শাস্তি আসার পূর্বে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের দিকে এগিয়ে যাও ও তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ কর। শাস্তি এসে পড়লে তোমরা সাহায্য পাবে না। — ৩১ সূরা জুমার : ৫৪

যে—ব্যক্তি আল্লাহ'র দিকে মানুষকে ডাক দেয়, সৎকাজ করে আর বলে, 'আমি তো মুসলমান (আত্মসমর্পণকারী)', তার কথার চেয়ে উত্তম কথা আর কার?' — ৪১ সূরা হামিম-সিজ্দা : ৩৩

বলো, 'আমার প্রতিপালকের কাছ থেকে আমার কাছে স্পষ্ট নির্দেশন আসার পর তোমরা আল্লাহ ছাড়া যাকে ডাকো তার উপাসনা করতে আমাকে নিষেধ করা হয়েছে। আর আমাকে আদেশ করা হয়েছে বিশ্ব প্রতিপালকের কাছে আত্মসমর্পণ করতে।' — ৪০ সূরা মুমিন : ৬৬

হে আমার দাসরা! আজ তোমাদের কোনো ভয় নেই দুঃখও করারও কিছু নই। তোমরাই তো আমার আয়াতে বিশ্বাস করেছিলে ও আত্মসমর্পণ করেছিলে। তোমরা ও তোমাদের শ্রীরা আনন্দে জাগ্রাতে প্রবেশ করো। — ৪৩ সূরা যুখরুফ : ৬৮-৭০

আর আল্লাহ যা—কিছু সৃষ্টি করেছেন তা থেকে তিনি তোমাদের জন্য ছায়ার ব্যবস্থা করেন ও তোমাদের জন্য পাহাড়ে আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেন, আর তোমাদের জন্য ব্যবস্থা করেন পরিধেয় বস্ত্রের যা তোমাদেরকে তাপ থেকে রক্ষা করে। আর তিনি ব্যবস্থা করেন তোমাদের জন্য বর্ষের যা তোমাদেরকে ঘূঢ়ে রক্ষা করে। এভাবে তিনি তোমাদের ওপর তাঁর অনুগ্রহ পূর্ণ করেন যাতে তোমরা আত্মসমর্পণ কর। — ১৬ সূরা নাহল : ৮১

...মুসলমানদের জন্য প্রত্যেক বিষয়ে স্পষ্ট ব্যাখ্যা হিসাবে পথের নির্দেশ, দয়া ও সুখবর হিসাবে তোমার ওপর আমি আজ কিতাব অবতীর্ণ করলাম। — ১৬ সূরা নাহল : ৮৯

বলো, 'আমার ওপর প্রত্যাদেশ হয় যে, তোমাদের উপাস্য একমাত্র আল্লাহ। সুতরাং তোমরা কি মুসলমান হবে (আত্মসমর্পণ করবে)? — ২১ সূরা আম্বিয়া : ১০৮

হ্যা, যে সৎকাজ করে আল্লাহ'র কাছে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করে তার ফল তার প্রতিপালকের কাছে রয়েছে, আর তাদের কোনো ভয় নেই আর তারা দুঃখও পাবে না। — ২ সূরা বাকারা : ১১২

যে নিজেকে বোকা বানিয়েছে সে ছাড়া ইব্রাহিমের সমাজ থেকে আর কে মুখ ফেরাবে ? পৃথিবীতে তাকে আমি মনোনীত করেছি, পরকালেও সে হবে সৎকর্মপরায়ণগণের একজন। তার প্রতিপালক যখন তাকে বলেছিলেন, ‘আত্মসমর্পণ কর, সে বলেছিল, ‘বিশ্বজগতের প্রতিপালকের কাছে আত্মসমর্পণ করলাম’।

আর ইব্রাহিম ও ইয়াকুব এ-স্মৰকে তারে পুত্রদের নির্দেশ দিয়েছিল, ‘হে আমার ছেলেরা ! আল্লাহ তোমাদের জন্য এ দ্বীন [ধর্ম]—কে মনোনীত করেছেন। সুতরাং আত্মসমর্পণবারী না হয়ে তোমরা কখনো মতুবরণ করো না। ইয়াকুবের নিকট যখন মতু এসেছিল তোমরা কি তখন উপস্থিত ছিলে ? সে যখন ছেলেদেরকে জিজ্ঞাসা করেছিল, ‘আমার পরে তোমরা কিসের উপাসনা করবে ?’ তারা তখন বলেছিল, ‘আমরা আপনার এক আল্লাহয় ও আপনার পিতৃপুরষ ইব্রাহিম, ইসমাইল ও ইসহাকের আল্লাহর উপাসনা করব। আর আমরা তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করি।’ — ২ সুরা বাকারা : ১৩০-১৩৩

তোমরা বলো, ‘আমরা আল্লাহয় বিশ্বাস করি আর যা আমাদের প্রতি এবং ইব্রাহিম, ইসমাইল, ইয়াকুব ও তার বংশধরগণের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে, আর যা তাদের প্রতিপালকের কাছ থেকে সৈসা, মুসা ও অন্যান্য নবিকে দেওয়া হয়েছে আমরা তাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য করি না এবং আমরা তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করি।’ — ২ সুরা বাকারা : ১৩৬

আর এমন লোকও আছে যে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য জীবন সমর্পণ করে দেয়। আর আল্লাহ তাঁর দাসদেরকে বড় দয়া করেন। হে বিশ্বাসিগণ ! তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করো, আর শয়তানের পদার্থক অনুসরণ কোরো না। সে তো তোমাদের প্রকাশ্য শক্তি। সুতরাং প্রকাশ্য নির্দেশন আসার পরও যদি তোমাদের পদম্বলন ঘটে, তবে জেনে রাখো যে, আল্লাহ শক্তিমান, তত্ত্বজ্ঞানী। — ২ সুরা বাকারা : ২০৭-৯

নিশ্চয় ইসলাম আল্লাহর একমাত্র ধর্ম। যাদের নিকট নিকট কিতাব দেওয়া হয়েছিল তারা পরম্পরারের প্রতি বিদ্বেষবশত তাদের কাছে জ্ঞান আসার পরও তাদের মধ্যে মতানৈক্য ঘটিয়েছিল ! আর যে আল্লাহর নির্দেশনসমূহকে অবিশ্বাস করবে, আল্লাহ তো (তার) হিসাব গ্রহণে অত্যন্ত তৎপর। তারপর যদি তারা তোমার সাথে তর্ক করে তবে তুমি বলো, ‘আমি ও আমার অনুসারীরা আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করেছি।’

আর যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে তাদেরকে ও নিরক্ষরদেরকে বলো, ‘তোমরা কি আত্মসমর্পণ করেছ ?’

যদি তারা আত্মসমর্পণ করে তবে নিশ্চয় তারা পথ পাবে। আর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে তোমার কাজ তো কেবল প্রচার করা। আল্লাহ তো দাসদেরকে দেখেন। — ৩ সুরা আল-ই-ইমরান : ১৯-২০

বলো, ‘হে কিতাবিরা ! এসো সেই কথায় যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে অভিন্ন ! আমরা আল্লাহ ছাড়া কারও উপাসনা করি না, কোনোক্ষেত্রেই তার অঙ্গী করি না, আর আমাদের কেউ আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে প্রতিপালক হিসাবে গ্রহণ করে না।’ যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে বলো, ‘আমরা মুসলমান তোমরা সাক্ষী থাকো।’ — ৩ সুরা আল-ই-ইমরান : ৬৪

ইব্রাহিম ইহুদি ছিল না, খ্রিস্টানও ছিল না। সে ছিল একনিষ্ঠ আত্মসমর্পণকারী এবং সে অঙ্গীবাদীদের দলভুক্ত ছিল না। — ৩ সুরা আল-ই-ইমরান : ৬৭

কোনো মানুষের পক্ষে এ হতে পারে না যে, আল্লাহর তাকে কিতাব, হিকমত ও নবুয়ত দান করবেন, তারপর সে লোকদেরকে বলবে, ‘তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে আমার দাস হয়ে যাও।’ না, সে বলবে, ‘তোমরা রববানি [এক উপাস্যের সাধক] হয়ে যাও, যেহেতু তোমরা শিক্ষা দাও ও যেহেতু তোমরা লেখাপড়া করেছো।’ আর সে তোমাদেরকে ফেরেশ্তা বা নবিদেরকে প্রতিপালক হিসাবে গ্রহণ করতে নির্দেশ দেবে না। তোমাদের মুসলমান হওয়ার পর সে কি তোমাদেরকে কাফের হতে বলবে ? — ৩ সুরা আল-ই-ইমরান : ৭৯-৮০

তারা কি আল্লাহর ধর্মের পরিবর্তে অন্য ধর্ম চায় ? অথচ আকাশ ও পৃথিবীতে যা-কিছু রয়েছে সমস্তই স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় তার কাছে আত্মসমর্পণ করেছে ; আর তাঁরই কাছে তাদেরকে ফিরিয়ে আনা হবে। বলো, ‘আমরা আল্লাহয় ও আমাদের ওপর যা অবতীর্ণ হয়েছে, আর ইব্রাহিম, ইসমাইল, ইয়াকুব ও তার বংশধরগণের ওপর যা অবতীর্ণ হয়েছিল, আর যা মুসা, ঈসা ও অন্যান্য নবিকে তাদের প্রতিপালকের কাছ থেকে পাঠানো হয়েছে, তাতে বিশ্বাস করি, আমরা তাদের মধ্যে কোন পার্থক্য করি না ও আমরা তাঁরই কাছে আত্মসমর্পণকারী। আর কেউ ইসলাম ছাড়া অন্য ধর্ম ছাইলে তা কখনও গ্রহণ করা হবে না ; আর সে হবে পরলোকে ক্ষতিগ্রস্তদের দলভুক্ত ! ’ — ৩ সুরা আল-ই-ইমরান : ৮৩-৮৫

হে বিশ্বসিগণ ! তোমরা আল্লাহকে যথার্থভাবে ভয় করো আর তোমরা আত্মসমর্পণকারী না হয়ে যোরো না। — ৩ সুরা আল-ই-ইমরান : ১০২

তোমরাই শ্রেষ্ঠ দল, মানবজাতির জন্য তোমাদের অভ্যুত্থান হয়েছে। তোমরা সৎকর্মের নির্দেশ দান কর, অসৎকার্য নিষেধ করো ও আল্লাহয় বিশ্বাস করো। আর কিতাবিয়া যদি বিশ্বাস করত তবে তা তাদের জন্য ভালো হত। তাদের মধ্যে বিশ্বাসী আছে, কিন্তু তাদের অধিকাংশ সত্যত্যাগী। — ৩ সুরা আল-ই-ইমরান : ১১০

আত্মসমর্পণকারী পুরুষ ও নারী, বিশ্বাসী পুরুষ ও নারী, অনুগত পুরুষ ও নারী, সত্যবাদী পুরুষ ও নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ ও নারী, নম্র পুরুষ ও নারী, দানশীল পুরুষ ও নারী, রোজা পালনকারী পুরুষ ও নারী, যৌনঅঙ্গ হেফাজতকারী পুরুষ ও নারী, আল্লাহকে অধিক সুরক্ষকারী পুরুষ ও নারী — এদের জন্য তো আল্লাহ ক্ষমা ও মহাপ্রতিদান রেখেছেন। — ৩৩ সুরা আহজাব : ৩৫

আর তার চেয়ে ধর্মে কে ভালো যে সৎকর্মপ্রায়ণ হয়ে আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করে ও একনিষ্ঠভাবে ইব্রাহিমের সমাজ অনুসরণ করে ? আর আল্লাহ ইব্রাহিমকে তো বস্তুরূপে গ্রহণ করেছেন। — ৪ সুরা নিসা : ১২৫

... তোমাদের উপাস্য তো একমাত্র আল্লাহ। সুতরাং তাঁরই কাছে আত্মসমর্পণ কর ও সুসংবাদ দাও বিনোতদের — যদের হস্ত আল্লাহর নাম করা হলে ভয়ে কঁপে, যারা তাদের বিপদ-আপদে ধৈর্য ধরে ও নামাজ কায়েম করে এবং আমি তাদেরকে যে-জীবনের উপকরণ দিয়েছি তার থেকে ব্যয় করে। — ২২ সুরা হজ : ৩৪-৩৫

আর আল্লাহর পথে জিহাদ করো যেভাবে জিহাদ করা উচিত। তোমাদেরকে তিনি মনোনীত করেছেন। তিনি তোমাদের ধর্মে তোমাদের জন্য কঠিন কোনো বিধান দেন নি।

এ-ধর্ম তোমাদের পিতা ইব্রাহিমের ধর্মের অনুরূপ। তিনি (আল্লাহ) পূর্বে তোমাদের নামকরণ করেছিলেন ‘মুসলিম’, আর এ কিভাবেও করেছেন, যাতে রসূল তোমাদের জন্য সাক্ষীস্বরূপ হয় এবং তোমরা সাক্ষীস্বরূপ হও মানবজাতির জন্য। সুতরাং তোমরা নামাজ কায়েম কর, জাকাত দাও ও আল্লাহকে অবলম্বন করো। তিনিই তোমাদের অভিভাবক এক মহানুভব অভিভাবক ও এক মহানুভব সাহায্যকারী। — ২২ সুরা হজ : ৭৮

ওরা মনে করে ওরা আত্মসমর্পণ করে তোমাকে ধন্য করেছে। বলো, ‘তোমাদের আত্মসমর্পণ আমাকে ধন্য করেছে মনে কোরো না, বরং বিশ্বাসের দিকে পরিচালিত করো আল্লাহই তোমাদেরকে ধন্য করেছেন, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।’ — ৪৯ সুরা হজ্জুরাত : ১৭

যে ইসলামের দিকে আহত হয়েও আল্লাহ স্মৰণে মিথ্যা রটনা করে তার চেয়ে বড় সীমালঙ্ঘনকারী আর কে? আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না। ওরা আল্লাহর জ্যোতি ফুঁকারে নেতৃত্বে চায়, কিন্তু আল্লাহ তার জ্যোতি পূর্ণরূপে উন্নিসিত করবেন, যদিও অবিশ্বাসীরা তা পছন্দ করে না। — ৬১ সুরা আস্মাফ : ৭-৮

আজ তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্মকে পূর্ণ করলাম ও তোমাদের ওপর আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম, এবং ইসলামকে তোমাদের ধর্ম মনোনীত করলাম। — ৫ সুরা মায়দা : ৩

অক্ষীয়াদীরা অগ্রীতিকর মনে করলেও অপর সমস্ত ধর্মের ওপর জয়যুক্ত করার জন্য তিনিই পথনির্দেশ ও সত্যধর্মসহ তাঁর রসূল প্রেরণ করেছেন। — ১ সুরা তওবা : ৩৩

ইসরাইল : [ইয়াকুবের অপর নাম ইসরাইল। তার বংশধরদের বনি-ইসরাইল বলা হয়।] ইয়াকুব দ্র.

ইসহাক : তারপর সে (ইব্রাহিম) যখন তাদের থেকে ও তারা আল্লাহ ছাড়া যাদের উপাসনা করতো সেসব থেকে আলাদা হয়ে গেল তখন তাকে ইসহাক ও ইয়াকুবকে দান করলাম, আর প্রত্যেককে নবি করলাম। — ১৯ সুরা মরিয়ম : ৪৯-৫০

তখন তার (ইব্রাহিমের) স্ত্রী দাঁড়িয়েছিল, সে হাসল। তারপর আমি তাকে ইসহাকের ও ইসহাকের পরবর্তী ইয়াকুবের সুস্মরণ দিলাম। — ১১ সুরা হুদ : ১১

আমি তাকে (ইব্রাহিমকে) ইসহাকের সুখবর দিয়েছিলাম, সে ছিল এক নবি, সংকর্মপ্রয়ণদের একজন। তাকে ও ইসহাককে আমি সম্মতি দান করেছিলাম, তাদের বংশধরদের মধ্যে কেউ-কেউ ছিল সংকর্মপ্রয়ণ, আবার কেউ-কেউ নিজেদের ওপর স্পষ্টই জুলুম করত। — ৩৭ সুরা সাফ্ফাত : ১১২-১১৩

আর তাকে (ইব্রাহিমকে) দান করেছিলাম ইসহাক ও ইয়াকুব, আর তাদের প্রত্যেককে সৎপথে পরিচালিত করেছিলাম। — ৬ সুরা আনআম : ৮৪

ইহকাল ও পরকাল : নিশ্চয় সাফল্য লাভ করবে সে যে পবিত্র আর যে তার প্রতিপালকের নাম স্মারণ করে ও নামাজ পড়ে। তবু তোমরা পার্থিব জীবনকে প্রাধান্য দাও, যদিও পরবর্তী জীবন আরও ভালো ও স্থায়ী। এ তো আছে পূর্বের গ্রন্থে, ইব্রাহিম ও মুসার গ্রন্থে। — ৮৭ সুরা আলালা : ১৪-১৯

তোমার জন্য পরকাল ইহকালের চেয়ে ভালো। — ৯৩ সুরা দোহা : ৮

ইহকাল ও পরকাল তো আল্লাহরই হাতে। — ৫৩ সুরা নজ্ম : ২৫

যারা পরকালে বিশ্বাস করে না তারাই ফেরেশতাদের নারীবাচক নাম দেয় ; যদিও এ ব্যাপারে তাদের কোনো জ্ঞান নেই। তারা কেবল অনুমানেই অনুসরণ করে। সত্যের ব্যাপারে তো অনুমানের কোন মূল্য নেই। অতএব যে আমার সুরণে বিমুখ তাকে উপেক্ষা করে চলো ; সে তো কেবল পার্থিব জীবনই কামনা করে। — ৫৩ সুরা নাজ্ম : ২৭-২৯

না, তোমরা প্রকৃতপক্ষে পার্থিব জীবনকে ভালোবাস, এবং পরকালকে উপেক্ষা কর। — ৭৫ সুরা কিয়ামা : ২০-২১

হে মানবসম্প্রদায় ! আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য। তাই পার্থিব জীবন যেন তোমাদেরকে কিছুতেই ধোকা না দেয় ; আর ধোকাবাজ (শয়তান) যেন কিছুতেই আল্লাহ সম্পর্কে তোমাদেরকে ধোকা না দিতে পারে। — ৩৫ সুরা ফাতির : ৫

আল্লাহর অভিশাপ সীমালভ্যনকারীদের ওপর যারা আল্লাহর পথে বাধা দিত ও তার মধ্যে দোষকৃতি অনুসন্ধান করত, আর তারাই পরকালকে অবিশ্বাস করত। — ৭ সুরা আরাফ : ৪৪-৪৫

আর এভাবেই আমি তাকে প্রতিফল দিই যে বাড়াবাড়ি করে ও তার প্রতিপালকের নির্দশন বিশ্বাস করে না। পরকালের শাস্তি তো অবশ্যই আরও কঠিন, আরও স্থায়ী। — ২০ সুরা তাহা : ১২৭

আমি অবিশ্বাসীদের কাউকে—কাউকে তাদের পরীক্ষা করার জন্য, পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য হিসাবে ভোগবিলাসের যে উপকরণ দিয়েছি তার দিকে তুমি কখনও লক্ষ করো না। তোমার প্রতিপালকের দেওয়া জীবনের উপকরণ আরও ভালো ও আরো স্থায়ী। — ২০ সুরা তাহা : ১৩১

যারা পরকালে বিশ্বাস করে না তাদের দৃষ্টিতে তাদের কর্মকে আমি শোভন করেছি, তাই ওরা বিভ্রান্তের মতো ঘুরে বেড়ায় ; এদের জন্য আছে কঠিন শাস্তি ও এরাই পরকালে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত। — ২৭ সুরা নমল : ৪-৫

বলো, ‘আল্লাহ ছাড়া আকাশ ও পথিবীতে কেউই অদ্য বিষয়ের জ্ঞান রাখে না, আর ওরা কখন পুনরুত্থিত হবে ওরা তা জানে না।’ না, ওদের কাছে পরকাল সম্পর্কে কোনো জ্ঞান পৌছে না। না, এ—ব্যাপারে তাদের সন্দেহ রয়েছে ; কারণ, তারা তো দেখতে পায় না। — ২৭ সুরা নমল : ৬৫-৬৬

তোমাদের যা—কিছু দেয়া হয়েছে তা তো পার্থিব জীবনের ভোগ ও শোভা ; আর যা আল্লাহর কাছে আছে তা (আরও) ভালো ও স্থায়ী। তোমরা কি তা বুঝবে না ? যাকে আমি ভালো পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, যা সে পাবে সে কি ঐ লোকের সমান যাকে আমি পার্থিব জীবনের ভোগসম্ভাব দিয়েছি, যাকে পরে কিয়ামতের দিন অপরাধী করে উপস্থিত করা হবে ? — ২৮ সুরা কাসাস : ৬০-৬১

আল্লাহ যা তোমাকে দিয়েছেন তা দিয়ে পরকালের কল্যাণ অনুক্঳ান করো। ইহলোকে তোমার বৈধ সংশ্লেষণ তুমি উপেক্ষা কোরো না। তুমি সদয় হও, যেমন আল্লাহ তোমার প্রতি সদয় এবং পথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চেয়ে না। আল্লাহ ফ্যাশাদ সৃষ্টিকারীদেরকে ভালোবাসেন না।’ — ২৮ সুরা কাসাস : ৭৭

এ পরকাল — যা আমি নির্ধারণ করি তাদেরই জন্য যারা এ-পৃথিবীতে উদ্ভূত হতে ও ফ্যাশান সৃষ্টি করতে চায় না। সাবধানিদের জন্য রয়েছে শুভ পরিণাম। — ২৮ সুরা কাসাস : ৮৩

আর যারা পরকালে বিশ্বাস করে না তাদের জন্য আমি প্রস্তুত রেখেছি মর্মস্তুদ শাস্তি। — ১৭ সুরা বনি-ইসরাইল : ১০

কেউ পার্থিব সুখসম্ভোগ কামনা করলে আমি তাকে যা ইচ্ছা তাড়াতাড়ি দিয়ে থাকি। পরে ওর জন্য জাহানাম আমি নির্ধারণ করব যখানে সে নিন্দিত ও নিষ্কিপ্ত হয়ে পুড়তে থাকবে। যারা বিশ্বাসী হয়ে পরকাল কামনা করে, আর তার জন্য যথাযথ চেষ্টা করে তাদেরই চেষ্টা স্বীকৃত হয়ে থাকে। তোমার প্রতিপালক তাঁর দাক্ষিণ্যে এদেরকে (যারা পরকাল কামনা করে) এবং ওদেরকে (যারা পার্থিব সুখ কামনা) সাহায্য করেন। এবং তোমার প্রতিপালকের দাক্ষিণ্য বারিত নয়। — ১৭ সুরা বনি-ইসরাইল : ১৮-১৯

তুমি যখন কোরান পাঠ কর তখন তোমার ও যারা পরকালে বিশ্বাস করে না তাদের মধ্যে আমি এক প্রচলন পর্দা খেলে দিই। — ১৭ সুরা বনি-ইসরাইল : ৪৫

যারা আমার সাক্ষাতের ভয় করে না ও পার্থিব জীবনেই তুষ্ট ও তাড়েই নিশ্চিত থাকে আর যারা আমার নির্দশন সম্পর্কে কোনো খবর রাখে না তাদের কৃতকর্মের জন্য তাদের আগনৈতি বাস (করতে হবে)। — ১০ সুরা ইউনুস : ৭-৮

... হে মানুষ ! তোমাদের দৌরাত্মাই তো তোমাদের নিজের ওপরই। পার্থিব জীবনের সুখভোগ করে নাও, পরে আমারই কাছে তোমরা ফিরে আসবে। তখন আমি তোমাদেরকে জানিয়ে দেব তোমরা যা করতে। পার্থিব জীবনের দ্রষ্টান্ত বৃষ্টির মতো যা আমি আকাশ থেকে বর্ষণ করি ও যা দিয়ে মাটির গাছপালা ঘন হয়ে ওঠে, যার থেকে মানুষ ও জীবজন্মু আহার পায়। তারপর যখন জমি তার শোভা ধারণ করে ও নয়ন জুড়ায় আর ওর মালিকরা মনে করে এ তাদের আয়ত্তে তখন দিনে বা রাতে আমার নির্দেশ এসে পড়ে ; আর আমি তা এমনভাবে নির্মূল করে দিই, যেন এর আগে তার অস্তিত্বই ছিল না। এ ভাবে আমি চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য নির্দর্শনাবলি পরিষ্কার করে বয়ান করি। — ১০ সুরা ইউনুস : ২৩-২৪

বলো, ‘যারা আল্লাহ সম্বক্ষে মিথ্যা উত্ত্বাবন করে তারা সফলকাম হবে না।’ ওদের জন্য আছে পৃথিবীতে কিছু সুখসম্ভোগ, পরে আমারই নিকট ওদের প্রত্যাবর্তন। তারপর অবিশ্বাসের জন্য ওদেরকে আমি কঠিন শাস্তির স্বাদ আস্থাদন করাব। — ১০ সুরা ইউনুস : ৬৯-৭০

যদি কেউ পার্থিব জীবন ও তার শোভা-সৌন্দর্য কামনা করে তবে পৃথিবীতে আমি ওদের কর্মের পরিমিত ফল দান করি, আর পৃথিবীতে ওরা কম পাবে না। ওদের জন্য পরকালে আগন ছাড়া অন্য কিছুই নেই। আর তারা যা করে তা পঞ্চ হবে। আর ওরা যা কাজকর্ম করে থাকে তা তো অথবান। — ১১ সুরা হুদ : ১৫-১৬

যারা বিশ্বাসী ও সাবধানি তাদের জন্য পরকালের পুরুষ্কারই উত্তম। — ১২ সুরা ইউসুফ : ৭৫

আর পার্থিব জীবন তো ক্রীড়াকৌতুক ছাড়া আর কিছুই নয় ; সাবধানিদের জন্য পরকালের আবাসই ভালো ; তোমরা কি বোঝ না ? — ৬ সুরা আন্তাম : ৩২

আমি কল্যাণময় করে অবতারণ করেছি এই কিতাব (কোরান) যা এর পূর্বেকার কিতাবের সমর্থক ও যা দিয়ে তুমি যঙ্কা ও তার পার্শ্ববর্তী লোকেদেরকে সর্তক কর। যারা পরকালে বিশ্বাস করে তারা এতে বিশ্বাস করে ও তারা তাদের নামাজের হেফজত করে। — ৬ সূরা আন্তাম : ৯২

(আমি বলব,) ‘হে জিন ও মানব সম্প্রদায় ! তোমাদের মধ্য থেকে কি রসূলরা তোমাদের কাছে অসেনি যারা আমার নির্দশন তোমাদের কাছে বয়ান করত ও তোমাদেরকে এদিনের মোকাবিলার জন্য সর্তক করত ?’ ওরা বলবে, ‘আমরা আমাদের অপরাধ স্বীকার করলাম।’ পার্থিব জীবন ওদেরকে ঠিকিয়েছিল আর ওরা যে অবিশ্বাস করে ছিল তাও ওরা স্বীকার করবে। — ৬ সূরা আন্তাম : ১৩০

হে মানবসম্প্রদায় ! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় করো এবং ভয় করো সেদিনের যেদিন পিতা সন্তানের কোনো উপকারে আসবে না, সন্তানও তার পিতার কোনো উপকারে আসবে না। আল্লাহর প্রতিশৃঙ্খল সত্য। সুতরাং পার্থিব জীবন যেন তোমাদেরকে কিছুতেই ধোঁকা না দেয়, আর ধোঁকাবাজ (শয়তান) যেন কিছুতেই আল্লাহ সম্পর্কে তোমাদেরকে (বিবাস্ত না করে)। — ৩১ সূরা লুক্মান : ৩৩

... না, যারা পরকালে বিশ্বাস করে না তারা শাস্তি ও ঘোর বিভ্রান্তিতে রয়েছে। — ৩৪
সূরা সাবা : ৮

ওদের (সাবাবাসীদের) সম্বন্ধে ইবলিসের অনুমান সত্য হল, আর শুধু বিশ্যাসীদের একটি দল ছাড়া ওরা তাকে অনুসরণ করল, যদের ওপর তার কোনো অধিপত্য ছিল না, তবে কারা পরকালে বিশ্যাসী ও কারা তা সন্দেহ করে তা প্রকাশ করে দেওয়াই ছিল আমার উদ্দেশ্য। তোমার প্রতিপালক সর্ব বিষয়েরই তত্ত্ববধায়ক। — ৩৪ সূরা সাবা : ২০-২১

‘আল্লাহ এক’ — এ কথা বললে যারা পরকালে বিশ্বাস করে না তাদের হানয় বিচ্ছিন্নায় সক্ষুচিত হয়, আর তিনি ছাড়া অন্য উপাসকদের কথা উল্লেখ করা হলে তারা আনন্দে উল্লিপিত হয়। — ৩৯ সূরা জুমার : ৪৫

যে-কেউ পরকালে ফসল কামনা করে আমি তার জন্য পরকালের ফসল বাঢ়িয়ে দিই। আর যে-কেউ ইহলোকের ফসল কামনা করে আমি তাকে তারই কিছু দিই, পরকালে এদের জন্য কিছুই থাকবে না। — ৪২ সূরা শূরা : ২০

ওদের কাছে পার্থিব জীবনের উপমা উপস্থিত কর। এ পানির মতো যা আমি বর্ষণ করি আকাশ থেকে, যার দ্বারা মাটির গাছপালা ঘন হয়ে ওঠে, তারপর তা শুকিয়ে এমন চুরচুর হয় যে, বাতাস ওকে উড়িয়ে নিয়ে যায়। আল্লাহ তো সর্ববিষয়ে শক্তিমান। ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততি তো পার্থিব জীবনের শোভা ; আর সৎকর্মের ফল স্থায়ী, তা তোমার প্রতিপালকের কাছে পূর্ম্মকার পাওয়ার জন্য শ্রেষ্ঠ ও বাসনাপূরনের জন্যও ভালো। — ১৮ সূরা কাহাফ : ৪৫-৪৬

যারা তাদের ওপর অত্যাচার হওয়ার পর আল্লাহর পথে হিজরত করেছে আমি অবশ্যই তাদেরকে পৃথিবীতে উন্নত আবাস দেব, আর পরলোকে তাদের পূর্ম্মকারও বেশি। যদি ওরা এ বোঝার চেষ্টা করত ! — ১৬ সূরা নাহল : ৪১

যারা পরকালে বিশ্বাস করে না। তাদের উপমা নিকষ্ট, কিন্তু আল্লাহর উপমা মহান আর তিনি শক্তিমান তত্ত্বজ্ঞানী। — ১৬ সূরা নাহল : ৬০

এ এজন্য যে, তারা ইহজীবনকে পরজীবনের ওপর প্রাধান্য দেয়। আর এজন্য আল্লাহ্ অবিশ্বাসী সম্প্রদায়কে পথনির্দেশ করেন না। ওরাই তো তারা, আল্লাহ্ যাদের অস্তর, কান ও চোখ মোহর করে দিয়েছেন, আর ওরাই তো অমনোযোগী। ওরা তো পরকালে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। — ১৬ সুরা নাহল : ১০৭-১০৯

যারা ইহজীবনকে পরজীবনের ওপর প্রাধান্য দেয়, আল্লাহ্ র পথে বাধা দেয় ও আল্লাহ্ র পথকে বাঁকা করতে চায়, ওরাই তো বড় বিপথে রয়েছে। — ১৪ সুরা ইন্দ্রাহিম : ৩

নিশ্চয়ই যারা পরকালে বিশ্বাস করে না তারা তো সরল পথ থেকে স'রে গেছে। — ২৩ সুরা মুমিনুন : ৭৪

ওরা পার্থিব জীবনের বাহ্য দিক সম্বন্ধে অবগত, পরকাল সম্বন্ধে অমনোযোগী। — ৩০ সুরা রাম : ৭

আর যারা অবিশ্বাস করেছে এবং আমার নির্দেশনাবলী ও পরকালের সাক্ষাত্কার অঙ্গীকার করেছে তারাই শান্তি ভোগ করতে থাকবে। — ৩০ সুরা বুম : ১৬

এ-পার্থিব জীবন তো ক্রীড়াকৌতুক ছাড়া কিছুই নয়। পরকালের জীবনই তো প্রকৃত জীবন যদি অবশ্য ওরা তা জানত ! — ২৯ সুরা আনকাবুত : ৬৪

আলিফ-লাম-মিম। এ সেই কিতাব, এতে কোনো সন্দেহ নেই। সাবধানিদের জন্য এ পথনির্দেশক, যারা অদ্যে বিশ্বাস করে, নামাজ কায়েম করে ও তাদেরকে যে-জীবিকা দান করেছি তার থেকে ব্যয় করে, এবং যারা তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে ও তোমার পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে যারা বিশ্বাস করে ও পরকালে যারা নিশ্চিত বিশ্বাসী, তারাই তাদের প্রতিপ্লাকের নিদেশিত পথে রয়েছে ও তারাই সফলকাম। — ২ সুরা বাকারা : ১-৫

... এমন কিছু লোক আছে যারা বলে, ‘হে আমাদের প্রতিপালক। আমাদেরকে এই পৃথিবীতেই দাও !’ পরকালে তো তাদের জন্য তা কোনো অংশ নেই। আর তাদের মধ্যে অনেকে বলে, ‘হে আমাদের প্রতিপালক ! আমাদেরকে ইহকালে কল্যাণ দাও ও পরকালেও কল্যাণ দাও এবং আমাদেরকে অগ্নি যন্ত্রণা থেকে রক্ষা করো !’ — ২ সুরা বাকারা : ২০০-২০১

আর মানুষের মধ্যে এমন লোক আছে যার পার্থিব জীবনের কথাবার্তা তোমাকে মুগ্ধ করে ও তার অন্তর্বে যা আছে সে-সম্বন্ধে সে আল্লাহকে সাক্ষী রাখে, কিন্তু আসলে সে তোমার ঘোর বিরোধী। আর যখন সে চলে যায় তখন সে পৃথিবীতে ফ্যাশান সৃষ্টি করে আর শস্যক্ষেত্র ও জীবজগ্তের বৎশ ধ্বংশ করার চেষ্টা করে, আল্লাহ্ কিন্তু ফ্যাশান ভালোবাসেন না। আর যখন তাকে বলা হয় ‘তুমি আল্লাহকে ভয় কর, তখন তার অহংকার তাকে পাপ কাজে লিপ্ত করে। তাই তার উপযুক্ত স্থান জাহানাম ; আর সে তো খুব খারাপ জায়গা। — ২ সুরা বাকারা : ২০৪-২০৬

অবিশ্বাসীদের জন্য পার্থিব জীবন শোভন করা হয়েছে। তারা বিশ্বাসীদের ঠাট্টাবিজ্ঞপ করে থাকে, অর্থ যারা সংযত হয়ে চলে কিয়ামতের দিন তারাই তাদের ওপরে থাকবে। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা অশেষ জীবিকা দান করেন। — ২ সুরা বাকারা : ২১২

...লোকে তোমাকে জিজ্ঞাসা করে তারা (আল্লাহ্ র পথে) কী খরচ করবে। বলো, ‘যা উদ্বৃত্ত’। এভাবে আল্লাহ্ তার সকল নির্দেশন তোমাদের জন্য প্রকাশ করেন যাতে তোমরা চিন্তা কর ইহকাল ও পরকাল সম্বন্ধে। — ২ সুরা বাকারা : ২১৯

দেশে সম্পূর্ণভাবে শক্তি নিপাত না করা পর্যন্ত বন্দি রাখা কোন নবির জন্য সমীচীন নয়। তোমরা চাও পার্থিব সম্পদ আর আল্লাহ্ চান পরকালের কল্যাণ। আল্লাহ্ তো শক্তিমান তত্ত্বজ্ঞানী। — ৮ সুরা আনফাল : ৬৭

নারী, সন্তান, রাশিকৃত স্বর্ণ ও রৌপ্যের ভাণ্ডার, মার্কামারা ঘোড়া, গবাদিপশু এবং ক্ষেতখামারের প্রতি বাসনাপ্রতি (হেতু), মানুষের কাছে (তাদের) সৌন্দর্যমণ্ডিত করা হয়েছে। এ সব ইহজীবনের ভোগ্যবস্ত। আর আল্লাহ্ — তাঁরই নিকট তো উত্তম আশ্রয়স্থল।

বলো, ‘আমি কি তোমাদের এ সব জিনিসের চেয়ে আরও ভালো কিছুর খবর দেব ? যারা সাবধান হয়ে চলবে তাদের প্রতিপালকের কাছে তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত, যার নীচে নদী বহিবে, সেখানে তারা থাকবে চিরকাল তাদের জন্য (রহিবে) পবিত্র সঙ্গীনি ও আল্লাহর সন্তুষ্টি !’ আর আল্লাহ্ তার দাসদেরকে দেখেন। — ৩ সুরা আল-ই-ইমরান : ১৪-১৫

আর আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কারও মৃত্যু হবে না, কারণ তার মেয়াদ নির্ধারিত, কেউ পার্থিব পুরস্কার চাইলে আমি তাকে তার কিছু দিই, এবং কেউ পারলোকিক পুরস্কার চাইলে আমি তাকে তার কিছু দিই এবং আমি শীঘ্ৰই কৃতজ্ঞদের পুরস্কৃত করব। — ৩ সুরা আল-ই-ইমরান : ১৪৫

তোমাদের তো ধনসম্পদ ও জীবন সম্বন্ধে তোমাদের পরীক্ষা করা হবে। — ৩ সুরা আল-ই-ই-ইমরান : ১৮৬

তুমি কি তাদের দেখনি যাদের বলা হয়েছিল, ‘তোমরা তোমাদের হাতকে সংযত কর আর নামাজ কায়েম কর ও জ্ঞাকাত দাও !’ তারপর যখন তাদের যুদ্ধের বিধান দেওয়া হল তখন একদল আল্লাহকে ভয় করার মতো বা তার চেয়েও বেশি মানুষকে ভয় করছিল। আর তারা বলছিল, ‘হে আমাদের প্রতিপালক ! আমাদের জন্য কোন যুদ্ধের বিধান দিলে ? আমাদের কিছু সময়ের জন্য অবকাশ দাও-না ?’

বলো, ‘পার্থিব ভোগ সামান্য ! আর যে সংঘমী তার জন্য পরকালই ভালো। তোমাদের ওপর সামান্য পরিমাণও অত্যাচার করা হবে না !’ তোমরা যেখানেই থাক-না কেন মৃত্যু তোমাদের নাগাল পাবেই, এমন কি সুউচ্চ সুদৃঢ় দুর্গ থাকলেও !

আর তাদের ভালো হলে তারা বলে, ‘এ আল্লাহর কাছে থেকে’ আর তাদের কোনো মন হল তারা বলে, ‘এ তোমার জন্য !’ বলো, ‘সব কিছুই আল্লাহর কাছে থেকে’। এ সম্প্রদায়ের কি হয়েছে যে এরা একেবারেই কোনো কথা বোঝে না। — ৪ সুরা নিসা : ৭৭-৭৮

হে মানবসমাজ, তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদেরকে সরিয়ে অপরকে আনতে পারেন, আর আল্লাহ্ এ করতে সম্পূর্ণ সক্ষম। যে-কেউ ইহকালের পুরস্কার চাইবে (সে জেনে রাখুক যে), আল্লাহর কাছে ইহকাল ও পরকালের পুরস্কার রয়েছে। আল্লাহ্ সব শোনেন, সব দেখেন। — ৪ সুরা নিসা : ১৩৩-১৩৪

কিন্তু তাদের মধ্যে যারা স্থিতপ্রক্ষেত্রে তারা ও বিশ্বাসীরা তোমার ওপর যা অবতীর্ণ করা হয়েছে এবং তোমার পূর্বে যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তাতেও বিশ্বাস করে, এবং যারা নামাজ কায়েম করে, জ্ঞাকাত দেয়, আর আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাস করে আমি তাদেরকে বড় পুরস্কার দেব। — ৪ সুরা নিসা : ১৬২

তোমরা জেনে রাখ, পার্থিব জীবন তো ক্রীড়াকোতুক, ঝাঁকজমক, আত্মপ্রশংসা ও ধনে-জনে প্রাচুর্যলাভের প্রতিযোগিতা ছাড়া আর কিছুই নয়। এর উপরা (সেই) বাটি যা দিয়ে উৎপন্ন শস্যসম্ভার অবিশ্বাসীদেরকে চর্যকৃত করে, তাপর তা শুকিয়ে যায়, আর তাই তুমি তাকে হলুদ বর্ণ দেখতে পাও, অবশেষে তা খড়কটোয় পরিণত হয়। পরকালে রয়েছে কঠিন শাস্তি। এবং আল্লাহর ক্ষমা ও সন্তুষ্টি। পার্থিব জীবন তুলনাময় ভোগ ব্যতীত কিছুই নয়। — ৫৭ সুরা হাদিদ : ২০

পার্থিব জীবন তো কেবল ক্রীড়াকোতুক, যদি তোমরা বিশ্বাস স্থাপন কর ও সাবধান হও আল্লাহ তোমাদের পুরস্কার দেবেন, আর তিনি তোমাদের সব ধনসম্পদ চান না। তোমাদের কাছ থেকে তিনি তা চাইলে ও তার জন্য তোমাদের ওপর চাপ দিলে তোমরা তো কার্পণ্য করবে, আর তখন তিনি তোমাদের মনের ভাব প্রকাশ করে দেবেন। দেখ, তোমারই তো তারা যাদেরকে আল্লাহর পথে ব্যয় করতে বলা হচ্ছে, অথচ তোমাদের অনেকেই কার্পণ্য করছে। যারা কার্পণ্য করে তারা তো নিজেদেরই প্রতি কার্পণ্য করে। আল্লাহর অভাবমুক্ত, আর তোমরা অভাবগ্রস্ত। যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তিনি তোমাদের জ্ঞায়গায় অন্য জাতিকে প্রতিষ্ঠিত করবেন; আর তারা তোমাদের মতো হবে না। — ৪৭ সুরা মুহাম্মদ : ৩৬-৩৮

আল্লাহ যার জন্য ইচ্ছা তার জীবনের উপকরণ বাঢ়ান ও যার জন্য ইচ্ছা তা কমান ; কিন্তু মানুষ পার্থিব জীবনে উল্লিঙ্গিত, যদিও ইহজীবন তো পরজীবনের তুলনায় ক্ষণস্থায়ী ! — ১৩ সুরা রাদ : ২৬

ওরা সহজলভ্য পার্থিব জীবনকে ভালোবাসে এবং পরবর্তী কঠিন দিনকে উপেক্ষা করে চলে। আমি তাদেরকে সৃষ্টি করেছি ও তাদের গঠন মজবুত করেছি। আমি যখন ইচ্ছা করব, তখন তাদের স্থলে তাদের অনুরূপ অন্য জাতিকে প্রতিষ্ঠিত করব। — ৭৬ সুরা দাহর : ২৭-২৮

হে বিশ্বাসিগণ ! তোমাদের কী হল যে যখন আল্লাহর পথে তোমাদের অভিযানে বের হতে বলা হয় তখন তোমরা ঘরের টানে গড়িয়াসি কর ? তোমরা কি পরকালের পরিবর্তে পার্থিব জীবন নিয়েই খুশি ? পরকালের তুলনায় পার্থিব জীবনের ভোগের উপকরণ তো নগণ্য। যদি তোমরা অভিযানে বের না হও, তবে তিনি তোমাদেরকে নিদারুণ শাস্তি দেবেন, আর অন্য এক জাতিকে তোমাদের জ্ঞায়গায় বসাবেন। আর তোমরা তাঁর কোনোই ক্ষতি করতে পারবে না। আল্লাহ তো সর্বশক্তিমান। — ৯ সুরা তওবা : ৩৮-৩৯

ইহুদি : কিতাবি এবং মুসা ও বনি-ইসরাইল দ্র।

ঈর্ষা ও লালসা : যা দিয়ে আল্লাহ তোমাদের কাউকে কারও ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন, তোমরা তার লালসা কোরো না। — ৪ সুরা নিসা : ৩২

ঈসা : বর্ণনা কর এ-কিতাবে উল্লেখিত মরিয়মের কথা, যখন সে তার পরিবার থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে নিভৃতে পূর্ব দিকে এক জ্ঞায়গায় আশ্রয় নিল এবং ওদের থেকে নিজেকে আড়াল করার জন্য সে পর্দা করল তখন আমি তার কাছে আমার বুহ (জিবরাসিল)-কে পাঠালাম। সে তার কাছে পুরো মানুষের বেশে আত্মপ্রকাশ করল। মরিয়ম

বললো, ‘আমি তোমার থেকে করুণাময়ের আশ্রয় চাচ্ছি, তুমি যদি আল্লাহকে ভয় কর তবে (কাছে এসো না)।’

সে বললো, ‘তোমার প্রতিপালক তো আমাকে পাঠিয়েছে তোমাকে এক পবিত্র পুত্র দান করার জন্য।’

মরিয়ম বললো, ‘কেমন করে আমার পুত্র হবে যখন আমাকে কোনো পূরুষ স্পর্শ করেনি ও আমি ব্যভিচারিণীও নই।’

সে বললো, ‘এভাবেই হবে।’ তোমার প্রতিপালক বলেছেন, ‘এ আমার জন্য সহজ আর আমি তাকে সৃষ্টি করব মানুষের জন্য এক নির্দর্শন ও আমার তরফ থেকে এক আশীর্বাদ হিসাবে। এতো এক নির্ধারিত সিদ্ধান্ত।’

তারপর (মরিয়ম) গর্ডে স্তান ধারণ করল ও তাকে নিয়ে দূরে চলে গেল এক জায়গায়। প্রসববেদনা তাকে এক খেজুর গাছের নীচে আশ্রয় নিতে বাধ্য করল। সে বললো, ‘হায়! এর আগে যদি আমরা মরণ হতো, আর (আমাকে) কেউ মনে না রাখতো।’

তারপর ফেরেশতা (গাছের) নিচ থেকে ডেকে বললো, ‘তুমি দুঃখ করো না, তোমার পায়ের কাছে তোমার প্রতিপালক এক নহর সৃষ্টি করেছেন। তুমি তোমার দিকে খেজুর গাছের ডাল ঝাঁকাও (তা) পাকা তাজা খেজুর দেবে। সুতৰাং খাও, পান কর ও চোখ জুড়াও। মানুষের মধ্যে কাউকেও যদি তুমি দেখ তখন বলো, ‘আমি করুণাময়ের উদ্দেশ্যে মৌনতা পালনের মানত করেছি। তাই আজ আমি কিছুতেই কোনো মানুষের সঙ্গে কথা বলব না।’

তারপর সে তাকে নিয়ে তার সম্পদায়ের কাছে হাজির হল। ওরা বললো, ‘মরিয়ম! তুমি তো এক অঙ্গুত কাণ্ড করে বসেছে। ও হারুনের বোন! তোমার পিতা তো খারাপ লোক ছিল না আর তোমার মা—ও তো ব্যভিচারিণী ছিল না।’

তারপর সে (মরিয়ম) তার (ঈসার) দিকে ইঙ্গিত করল। ওরা বললো, ‘যে কোলের শিশু তার সঙ্গে আমরা কেমন করে কথা বলব?’

সে বললো, ‘আমি তো আল্লাহর দাস? তিনি আমাকে কিভাব দিয়েছেন ও আমাকে নবি করেছেন। যেখানেই আমি থাকি না—কেন, তিনি আমাকে আশিসভাজন করেছেন, তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যত দিন জীবিত থাকি ততদিন নামাজ ও জ্ঞানাত আদায় করতে এবং আমার মায়ের অনুগত থাকতে। আর তিনি আমাকে উদ্ধৃত বা হতভাগ্য করেননি। আমার ওপর শাস্তি ছিল যেদিন আমি জ্ঞানাত করেছিলাম ও (শাস্তি) থাকবে যেদিন আমার মৃত্যু হবে এবং যেদিন জীবিত অবস্থায় আমার পুনরুত্থান হবে।’

এ—ই মরিয়মপুত্র ঈশা, যে-বিষয়ে ওরা বিতর্ক করে।

স্তান গ্রহণ করা আল্লাহর কাজ নয়। তিনি তো পবিত্র মহিমায়। তিনি যখন কিছু স্থির করেন তখন বলেন, ‘হও! আর তা হয়ে যায়। ঈসা বলেছিল, ‘আল্লাহই আমার প্রতিপালক ও তোমাদের প্রতিপালক, সুতৰাং তাঁর উপাসনা কর। এ—ই সরল পথ।’

তারপর বিভিন্ন দল নিজেদের মধ্যে (ঈসার বিষয়ে) ঘৰানেক্য সৃষ্টি করল। তাই মহাদিনে অবিশ্বাসীদের হবে দুর্ভোগ। ওরা যেদিন আমার কাছে আসবে সেদিন ওরা স্পষ্ট শুনতে ও দেখতে পাবে। কিন্তু সীমালঞ্চনকারীরা আজ স্পষ্ট বিভাস্তিতে আছে। এদেরকে

পরিতাপের দিন সম্পর্কে সতর্ক করে দাও, যখন সিদ্ধান্ত হয়ে যাবে। এখন ওরা অবুব আর ওরা বিশ্বাস করবে না। পৃথিবী ও যারা সেখানে বাস করে আমি তাদের উত্তরাধিকারী আর তাদেরকে আমারই কাছে ফিরিয়ে আনা হবে। — ১৯ সুরা মরিয়ম : ১৬-৪০

আমি তোমাদের জন্য নির্ধারিত করেছি (সেই) ধর্ম যার নির্দেশ দিয়েছিলাম নৃহকে — যা আমি প্রত্যাদেশ করেছি তোমাকে — যার নির্দেশ দিয়েছিলাম ইস্রাহিম, মুসা ও ঈসাকে, এই বলে যে, তোমরা ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করো ও তার মধ্যে মতভেদ (এনো) না।' — ৪২ সুরা শুরা : ১৩

যখন মরিয়মপুত্রের দৃষ্টান্ত উপস্থিত করা হয় তখন তোমার সম্প্রদায় হৈচে শুরু করে দিয়ে বলে, 'আমাদের দেবতারা বড়, না সে?' এরা কেবল তর্কাত্তর্কির জন্যই তোমাকে এ কথা বলে। আসলে এরা তো এক তার্কিক সম্প্রদায়। সে তো ছিল আমারই এক দাস যাকে আমি অনুগ্রহণ করেছিলাম আর করেছিলাম বনি-ইসরাইলের জন্য আদর্শস্বরূপ। আমি ইচ্ছা করলে তোমাদের পরিবর্তে ফেরেশ্তাদের পৃথিবীর উত্তরাধিকারী করতে পারতাম। ঈসা তো কিয়ামতের অগ্রদূত। সুতরাং তোমরা কিয়ামতে সন্দেহ কোরো না, আর আমাকে অনুসরণ করো। এ-ই সরল পথ। শয়তান যেন তোমাদের কিছুতেই এ থেকে নিবৃত্ত না করে। সে তো তোমাদের প্রকাশ্য শক্তি।

ঈসা যখন স্পষ্ট নির্দেশ নিয়ে এল, সে বলেছিল, 'তোমরা যে-বিষয়ে মতভেদ করছ তা স্পষ্ট করে দেওয়ার জন্য আমি তোমাদের কাছে হিকমত নিয়ে এসেছি। সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় করো আর আমার অনুসরণ করো। আল্লাহই তো আমার প্রতিপালক ও তোমাদের প্রতিপালক, তাই তাঁর উপাসনা করো। এ-ই সরল পথ।'

তারপর ওদের বিভিন্ন দল নিজেদের মধ্যে মতভেদের সৃষ্টি করল। তাই সীমালঙ্ঘনকারীদের জন্য নিরাকৃত দিনের শাস্তির দুর্ভোগ অপেক্ষা করছে।

ওরা তো ওদের অজ্ঞানে হঠাতে কিয়ামত আসার অপেক্ষা করছে। সেদিন বক্সুরা পরম্পরারের শক্তি হয়ে যাবে সাবধানিয়া ছাড়া। — ৪৩ সুরা জুবুরুফ : ৫৭-৬৭

আর সুরণ কর সেই নারীকে (মরিয়মকে) যে নিজের সতীত্ব রক্ষা করেছিল। তারপর তার মধ্যে আমি আমার বুঝ ফুকে দিয়েছিলাম। আর তাকে ও তার পুত্রকে বিশ্বাসীর জন্য এক নির্দেশন করেছিলাম। — ২১ সুরা আল্বিয়া : ১১

আর মরিয়মপুত্র ও তার জননীকে এক নির্দেশন করেছিলাম, তাদেরকে আর এক উচু জাহাগায় স্থান দিয়েছিলাম যেখানে ঝরনা বইত। — ২৩ সুরা মুমিনুন : ৫০

আর আমি তো মুসাকে কিতাব দিয়েছিলাম ও তারপর একের পর এক রসুল পাঠিয়েছি। আমি মরিয়মপুত্র ঈসাকে স্পষ্ট প্রমাণ দিয়েছি ও পবিত্র আত্মা দ্বারা (জিবরাইল) তার শক্তি বৃক্ষি করেছি। তবে কি যখনই কোন রসুল এমন কিছু এনেছে যা তোমাদের মনের মতো হয়নি তখনই তোমরা অহংকার করেছ, আর কাউকে যিথ্যাবাদী বলেছ ও কাউকে হত্যা করেছ? — ২ সুরা বাকারা : ৮৭

এই রসুলদের মধ্যে কাউকে কারও উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি। তাদের মধ্যে কারও সাথে আল্লাহ কথা বলেছেন, আর কাউকে উচ্চ মর্যাদায় উল্লোগ করেছেন। আমি মরিয়মপুত্র ঈসাকে

স্পষ্ট প্রমাণ প্রদান করেছি আর তাঁকে পবিত্র আত্মা (জিবরাইল) দ্বারা তার শক্তি বৃক্ষি করেছি। আর যদি আল্লাহ্ ইচ্ছা করতেন, তবে তাদের কাছে স্পষ্ট প্রমাণ আসার পরে তারা নিজেদের মধ্যে ঝগড়াবিবাদ করত না। কিন্তু তাদের মধ্যে মতভেদ ঘটল, ফলে তাদের কিছু বিশ্বাস করল, আবার কিছু অবিশ্বাস করল। আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে তারা যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হত না, কিন্তু আল্লাহ্ যা ইচ্ছা তা-ই করেন। — ২ : ২৫৩

যখন ইমরানের স্ত্রী বলেছিল, ‘হে আমার প্রতিপালক ! আমার গর্ভে যা আছে তা একান্ত তোমার জন্য অমি উৎসর্গ করলাম। সুতরাং আমার পক্ষ থেকে তুমি তা গ্রহণ কর। তুমি তো সবই শোন, সবই জান। তারপর যখন সে ওকে প্রসব করল তখন সে বললো, ‘হে আমার প্রতিপালক ! আমি কন্যা প্রসব করেছি। আল্লাহ্ ভালোই জানতেন সে যা প্রসব করেছিল। ‘ছেলে তো যেয়ের মতো নয়, আমি তার নাম মরিয়ম রেখেছি আর অভিশপ্ত শয়তান থেকে তার ও তার বংশধরদের জন্য আমি তোমার শরণ নিচ্ছি।’

তারপর তার প্রতিপালক তাকে (মরিয়মকে) ভালোভাবেই গ্রহণ করেন ও তাকে ভালোভাবেই মানুষ করেন এবং তিনি তাকে জ্ঞাকারিয়ার তত্ত্বাবধানে রেখেছিলেন। যখনই জ্ঞাকারিয়া ঘরে তার সঙ্গে দেখা করতে যেত তখনই তার কাছে খাবারদাবার দেখতে পেত। সে বলত, ‘ও মরিয়ম ! এসব তুমি কোথেকে পেলে ?’

সে বলত, ‘ও আল্লাহর কাছ থেকে !’ নিশ্চয় আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা অশেষ জীবিকা দান করেন। — ৩ সুরা আল-ই-ইমরান : ৩৫-৩৭

যখন ফেরেশতারা বলেছিল, ‘ও মরিয়ম ! আল্লাহ্ তো তোমাকে মনোনীত ও পবিত্র করেছেন আর বিশ্বে নারীর মধ্যে তোমাকে নির্বাচিত করেছেন। ও মরিয়ম ! তোমার প্রতিপালকের অনুগত হও ও সিজ্দা করো আর যারা বুকু করে তাদের সাথে বুকু করো।’

এ অদৃশ্যলোকের সংবাদ যা আমি তোমাকে প্রত্যাদেশের মারফত জানাচ্ছি। তুমি তাদের কাছে ছিলে না যখন তারা তাদের কলম (বা তীর) ছুড়েছিল কে তাদের মধ্যে মরিয়মের দেখাশোনা করবে তা ঠিক করার জন্য। আর যখন তারা তর্কাতর্কি করছিল তখনও তুমি তাদের কাছে ছিলে না।

যখন ফেরেশতারা বললো, ‘ও মরিয়ম ! নিশ্চয় আল্লাহ্ তাঁর তরফ থেকে তোমাকে সুখবর দিচ্ছেন একটি বাগীর — যার নাম হবে মসিহ—মরিয়ম পুত্র ঈসা। সে ইহকাল ও পরকালে সম্মানিত হবে আর সে সাম্মানিক্ষণ্যপ্রাপ্তদের একজন। সে দোলনায় থাকা অবস্থায় ও পরিগত বয়সে মানুষের সঙ্গে কথা বলবে, আর সে হবে পুণ্যবানদের একজন।’

সে বললো, ‘হে আমার প্রতিপালক ! আমাকে কোনো পুরুষ স্পর্শ করেনি, কেমন করে আমার সন্তান হবে ?’ তিনি বললেন, ‘এভাবেই !’ আল্লাহ্ যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। তিনি যখন কিছু স্থির করেন তখন বললেন, ‘হও’, তখনই তা হয়ে যায়।

আর তিনি তাকে শিক্ষা দেবেন কিতাব, হিকমত, তওরাত ও ইঞ্জিল। আর তাকে রসূল করবেন বনি-ইসরাইলদের জন্য। সে বলবে, ‘আমি তোমাদের প্রতিপালকের কাছ থেকে তোমাদের কাছে নির্দেশন এনেছি। আমি তোমাদের জন্য মাটি দিয়ে একটি পাখি বানাব তারপর আমি ওতে ফুঁ দেব, আল্লাহর অনুমতি পেলে তা পাখি হয়ে যাবে। আমি জন্মাঙ্ক ও কৃষ্ণ

রোগীকে ভালো করব আর আল্লাহর অনুমতি পেলে যতকে জীবন্ত করব। আর তোমাদের বলে দেব ঘরে তোমরা কী থাবে ও কী মজুত করবে। এতে তো তোমাদের জন্য নির্দশন রয়েছে, যদি তোমরা বিশ্বাসী হও। আর আমি এসেছি আমার কাছে যে তওরাত আছে তার সমর্থকরণে ও তোমাদের জন্য যা নিষিদ্ধ ছিল তার কিছু বৈধ করতে, আর আমি তোমাদের প্রতিপালকের কাছ থেকে তোমাদের জন্য নির্দশন এনেছি। সুতরাং আল্লাহকে ভয় কর আর আমাকে অনুসরণ কর। আল্লাহ আমার প্রতিপালক ও তোমাদের প্রতিপালক। সুতরাং তোমরা তাঁর উপাসনা করবে। এ-ই সরল পথ।'

যখন ঈসা বুঝতে পারল তারা অবিশ্বাস করছে। তখন সে বললো, ‘আল্লাহর পথে কারা আমাকে সাহায্য করবে?’

হাওয়ারিয়া (শিষ্যরা) বললো, ‘আমরাই আল্লাহর পথে সাহায্য করব। আমরা আল্লাহয় বিশ্বাস করেছি। আমরা আত্মসমর্পণ করলাম, তুমি সাক্ষী থাক। হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি যা অবতীর্ণ করেছ তাতে আমরা বিশ্বাস করেছি আর আমরা রসূলের অনুসরণ করেছি। সুতরাং যারা (সত্য সমর্থন করে) সাক্ষ্য দেয় তুমি আমাদের তাদের সাথে রাখো।’

আর তারা ষড়যন্ত্র করল, আর আল্লাহও পরিকল্পনা করলেন। আর আল্লাহই তো শ্রেষ্ঠ পরিকল্পনাকারী।

যখন আল্লাহ বললেন, ‘হে ঈসা ! আমি তোমার কাল পূর্ণ করতে এবং তোমাকে আমার কাছে তুলে নিতে যাচ্ছি। আর যারা অবিশ্বাস করেছে আমি তাদের থেকে তোমাকে পবিত্র করব এবং তোমার অনুসারীদের কিয়ামত পর্যন্ত অবিশ্বাসীদের ওপরে রাখব। তারপর আমার কাছে তোমরা ফিরবে। তারপর যে-বিষয়ে তোমাদের মতভেদ ঘটছে আমি তার মীমাংসা করে দেব। যারা অবিশ্বাস করেছে আমি তাদের ইহকাল ও পরকালে কঠোর শাস্তি দেব আর তাদের কেউ সাহায্য করবে না। আর যারা বিশ্বাস করেছে ও সৎকাজ করেছে তিনি তাদের পুরো প্রতিফল দেবেন। আল্লাহ তো সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে ভালোবাসেন না।’

‘আমি তোমার কাছে এই পাঠ করছি নির্দশন ও সারগত বাণী থেকে।’ নিশ্চয় ঈসার দৃষ্ট্যান্ত আদমের দৃষ্ট্যান্তের মতো। তাকে তিনি শাটি থেকে সৃষ্টি করেছিলেন, তারপর তাকে বলা হল, ‘হও’, আর সে হয়ে যায়। — ৩ সুরা আল-ই-ইমরান : ৪২-৫৯

আর তাদের অবিশ্বাস ও মরিয়মের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ ! আর তারা বলেছিল, ‘আমরা আল্লাহর রসূল মরিয়মপুত্র ঈসা মসিহকে হত্যা করেছি।’

তারা তাকে হত্যা করেনি বা ক্রুশবিদ্ধও করেনি, কিন্তু তাদের এমন মনে হয়েছিল। তার সম্বন্ধে যাদের সন্দেহ ছিল তাদের এ-সম্পর্কে অনুমান করা ছাড়া কোনো জ্ঞানই ছিল না। এ নিশ্চিত যে তারা তাকে হত্যা করেনি। আল্লাহ তাকে তাঁর কাছে তুলে নিয়েছেন। আর আল্লাহ, শক্তিমান, তত্ত্বজ্ঞানী। কিতাবিদের মধ্যে প্রত্যেকে তার মতুর পূর্বে তাকে (ঈসাকে) বিশ্বাস করবেই, আর কিয়ামতের দিন সে (ঈসা) তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে। — ৪ সুরা নিসা : ১৫৬-১৫৯

হে কিতাবিগণ ! তোমরা তোমাদের ধর্ম সম্বন্ধে বাড়াবাড়ি কোরো না ও আল্লাহর সম্বন্ধে সত্য বলো। আল্লাহর রসূল মরিয়মপুত্র ঈসা মসিহ আর তিনি তাঁর বাণী ও তাঁর রাহ

মরিয়মের কাছে পাঠিয়েছিলেন। সুতরাং তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলে বিশ্বাস কর, আর বোলো না ‘তিন’ (আল্লাহ)। তোমরা নিষ্ক্রিয় হও, এ তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আল্লাহই তো একমাত্র উপাস্য। তাঁর সন্তান হবে? তিনি এর অনেক উর্ধ্বে। আকাশে ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সব আল্লাহই। কর্মবিধানে আল্লাহই যথেষ্ট। মসিহ আল্লাহর দাস হওয়াকে হেয় জ্ঞান করে না, আর কাছের ফেরেশতারাও নয়। যারা তাঁর উপাসনা করতে লজ্জা বা অহংকার বোধ করে তাদের সকলকে তিনি তাঁর কাছে একত্র করবেন। — ৪ সুরা নিসা : ১৭১-১৭২

আমি নুহ ও ইস্রাইলিমকে রসূল হিসাবে পাঠিয়েছিলাম এবং আমি তাদের বৎশধরদের জন্য স্থির করেছিলাম নবুরূত ও কিতাব। কিন্তু ওদের মধ্যে (অল্প কজনই) সংপথ অবলম্বন করেছিল, আর অধিকাংশই ছিল সত্যত্যাগী। তারপর আমি তাদের অনুগামী করেছিলাম আমার রসূলদের ও মরিয়মপুত্র ঈসাকে। আর তাকে (ঈসাকে) দিয়েছিলাম ইঞ্জিল ও তার অনুসারীদের অন্তরে দিয়েছিলাম করণ ও দয়া। আর সন্ন্যাসবাদ — এতেও ওরা নিজেরাই আল্লাহর সন্তুষ্টিলাভের জন্য প্রতিষ্ঠা করেছিল। আমি ওদের এ-বিধান চাপাইনি, অথচ এ-ও ওরা যথাযথভাবে পালন করে নি। ওদের মধ্যে যারা বিশ্বাস করেছিল ওদের আমি দিয়েছিলাম পূর্বস্কার। আর ওদের বেশির ভাগই তো সত্যত্যাগী। — ৫৭ সুরা হাদিদ : ২৬-২৭

আরও দ্রষ্টান্ত দিচ্ছেন ইমরান-কন্যা মরিয়মের, যে তার সতীত্ব রক্ষা করেছিল। তাই আমি তার মধ্যে আমার রাহ ফুঁকে দিয়েছিলাম, এবং সে তার প্রতিপালকের বাণী ও তাঁর নির্দর্শনাবলি বাস্তবায়িত করেছিল। সে ছিল অনুগতদের একজন। — ৬৬ সুরা তাহরিম : ১২

স্মরণ করো, মরিয়মপুত্র ঈসা বলেছিল, ‘হে বনি-ইসরাইল! আল্লাহ, আমাকে তোমাদের কাছে পাঠিয়েছেন ও আমার আগে থেকে তোমাদের কাছে যে তওরাত রয়েছে আমি তার সমর্থক, আর পরে আহমদ নামে যে-রসূল আসবে আমি তার সুসংবাদদাতা।’ পরে সে যখন স্পষ্ট নির্দর্শন নিয়ে ওদের কাছে এল ওরা বলতে লাগল, ‘এতো এক স্পষ্ট জাদু।’ — ৬১ সুরা আস্মাফ : ৬

হে বিশ্বাসিগণ! আল্লাহর ধর্মকে সাহায্য কর, যেমন মরিয়মপুত্র ঈসা তার শিয়গণকে বলেছিল, ‘আল্লাহর পথে কে আমাকে সাহায্য করবে?’ শিয়গণ বলেছিল, ‘আমরাই আল্লাহর পথে সাহায্য করব।’ তারপর বনি-ইসরাইলের একদল বিশ্বাস করল, আর একদল অবিশ্বাস করল। পরে আমি বিশ্বাসীদেরকে তাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে শক্তিশালী করলাম, তাই তারা জয়ী হল। — ৬১ সুরা আস্মাফ : ১৪

নিশ্চয় তারা অবিশ্বাস করে যারা বলে, ‘মরিয়মপুত্র মসিহই আল্লাহ।’ বলো, ‘আল্লাহ যদি মরিয়মপুত্র মসিহ, তার মা ও পথিবীর সবকে ধ্বনি করতে চান, তবে কার শক্তি আছে তাঁকে বাধা দেবে? আকাশ ও পথিবীতে আর তার মাঝে যা-কিছু আছে তার সার্বভৌমত্ব আল্লাহরই। তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন আর আল্লাহ তো সববিষয়ে সর্বশক্তিমান।’ — ৫ সুরা মায়দাঃ ১৭

মরিয়মপুত্র ঈসাকে তার পূর্বে অবতীর্ণ তওরাতের সমর্থকরাপে ওদের উত্তরসাধক করেছিলাম ও তার পূর্বে অবতীর্ণ তওরাতের সমর্থকরাপে এবং সতর্ককারীদের জন্য পথের

নির্দেশ ও উপদেশ হিসাবে তাকে ইঞ্জিল দিয়েছিলাম ; তার মধ্যে ছিল পথের নির্দেশ ও আলো। — ৫ সুরা মায়দা : ৪৬

যারা বলে, ‘আল্লাহই মরিয়মপুত্র মসিহ তারা নিঃসন্দেহে অবিশ্বাসী, অথচ মসিহ বলেছিল, ‘হে বনি-ইসরাইল ! তোমরা আমার প্রতিপালক ও তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহর উপাসনা করো।’

অবশ্য যে-কেউ আল্লাহর অংশী করবে নিশ্চয় আল্লাহ, তার জন্য জাগ্রাত নিষিদ্ধ করবেন ও আগনৈ হবে তার বাসস্থান। আর অত্যাচারীদেরকে কেউ সাহায্য করবে না।

যারা বলে, ‘আল্লাহ তো তিনের মধ্যে একজন’, তারা তো নিশ্চয় অবিশ্বাসী। এক উপাস্য ভিন্ন অন্য কোন উপাস্য নেই। তারা যা বলে তা থেকে নিষ্ক্রিয় না হলে তাদের মধ্যে যারা অবিশ্বাস করেছে তাদের ওপর অবশ্যই নিদারণ শাস্তি এসে পড়বে। তবে কি তারা আল্লাহর দিকে ফিরবে না ও তাঁর কাছে ক্ষমা চাইবে না ? আল্লাহর তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

মরিয়মপুত্র মসিহ তো কেবল একজন রসূল, তার পূর্বে কত রসূল গত হয়েছে ও তার মাতা সতী ছিল। তারা দুর্জনেই খওয়াদাওয়া করত।

দেখ, ওদের জন্য আয়াত কীরূপ পরিষ্কার করে বর্ণনা করি। আরও দেখো, ওরা কিভাবে সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। বলো, ‘তোমরা কি আল্লাহ ছাড়া এমন কিছুর উপাসনা কর যার তোমাদের ক্ষতি বা উপকার কোনটাই করার ক্ষমতা নেই ? আল্লাহ তো সব শোনেন, সব জানেন !’ — ৫ সুরা মায়দা : ৭২-৭৬

বনি-ইসরাইলের মধ্যে যারা অবিশ্বাস করেছিল তারা দাউদ ও মরিয়মপুত্র ঈসা কর্তৃক অভিশপ্ত হয়েছিল ; কারণ, তারা ছিল অবাধ্য ও সীমালঙ্ঘনকারী। — ৫ মায়দা : ৭৮

যখন আল্লাহ বলবে, ‘হে মরিয়মপুত্র ঈসা ! সুরণ কর তোমার ও তোমার জননীর ওপর আমার অনুগ্রহ। আমি পরিত্ব আত্মা (জিবরাইলকে)-কে দিয়ে তোমাকে শক্তিশালী করেছিলাম, আর তুমি দেলনায় ও পরিণত বয়সে মানুষের সাথে কথা বলতে ; তোমাকে কিতাব হিকমত, তাওরাত ও ইঞ্জিল শিক্ষা দিয়েছিলাম। তুমি কানা দিয়ে আমার অনুমতিক্রমে পাখিরমতো আকৃতি গঠন করে তাতে ফুঁ দিতে, আর আমার অনুমতিক্রমে তা পাখি হয়ে যেত, জন্মাঙ্গ ও কৃষ্ট ব্যাধিগ্রস্তকে তুমি আমার অনুমতিক্রমে নিরাময় করতে ও আমার অনুমতিক্রমে তুমি জীবিত করতে, আমি তোমার (ক্ষতি করা) থেকে বনি-ইসরাইলকে নিষ্ক্রিয় রেখেছিলাম। তুমি যখন তাদের কাছে শ্পষ্ট নির্দশন এনেছিলে তখন তাদের মধ্যে যারা অবিশ্বাস করেছিল, তারা বলেছিল, ‘এ জাদু ছাড়া আর কিছুই না। আরও সুরণ কর, আমি যখন হাওয়ারিদেরকে এ প্রেরণা দিয়েছিলাম যে, ‘তোমরা আমার ওপর ও আমার রসূলের ওপর বিশ্বাস কর’, তারা বলেছিল, ‘আমরা বিশ্বাস করলাম আর তুমি সাক্ষী থাক যে আমরা মুসলমান !’

হাওয়ারিয়া বলেছিল, ‘হে মরিয়মপুত্র ঈসা ! তোমার প্রতিপালক কি আমাদের জন্য আকাশ থেকে খাবারভরা খাষ্টা পাঠাতে পারবে ?’

সে বলেছিল, ‘আল্লাহকে ভয় করো, যদি তোমরা বিশ্বাসী হও !’ তারা বলেছিল, ‘আমাদের ইচ্ছা করে যে, তার থেকে কিছু আমরা খাই (যাতে) আমাদের চিন্ত প্রসারিত লাভ করবে। আর আমরা জানতে পারি যে তুমি আমাদের সত্য বলেছ, আর আমরা তার সাক্ষী থাকব !’

মরিয়মপুত্র ঙেসা বললো, ‘হে আল্লাহ ! আমাদের প্রতিপালক ! আমাদের জন্য আকাশ থেকে খাবারভরা খাঙ্গা পাঠাও, এ হবে আমাদের ও আমাদের সকলের জন্য ঝিন (খুশির উৎসব) ও তোমার কাছ থেকে নির্দশন। আর তুমি আমাদেরকে জীবিকা দাও, আর তুমিই তো শ্রেষ্ঠ জীবিকাদাতা !’

আল্লাহ বললেন, ‘নিশ্চয় আমি তোমাদের কাছে তা পাঠাব, কিন্তু এর পরও তোমাদের মধ্যে কেউ অবিশ্বাস করলে তাকে এমন শাস্তি দেব যে-শাস্তি বিশ্বজগতের আর কাউকে দেব না !’

আর যখন আল্লাহ বলবেন, ‘হে মরিয়মপুত্র ঙেসা ! তুমি কি লোকদের বলেছিলে যে, তোমরা আল্লাহ ছাড়া আমাকে ও আমার জন্মনৈকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করো ?’

সে বলবে, ‘তুমিই মহিমময় ! আমার যা বলার অধিকার নেই তা বল্য আমার পক্ষে শোভন নয়। যদি আমি তা বলতাম তবে তুমি তা জানতে। আমার অস্তরের কথা তো তুমি জান, কিন্তু তোমার অস্তরের কথা তো আমি জানি না। তুমিই অদ্য সম্বৰ্দ্ধে ভালো করে জান। তুমি আমাকে যে আদেশ করেছ তা ছাড়া তাদের আমি কিছুই বলিনি। আর তা এই : তোমরা আমার ও তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ উপাসনা কর !’ আর যতদিন আমি তাদের মধ্যে ছিলাম ততদিন আমি ছিলাম তাদের কর্মকাণ্ডের সাক্ষী, কিন্তু যখন তুমি আমাকে তুলে নিলে তখন তুমিই তো ছিলে তাদের কর্মকাণ্ডের সাক্ষী। তুমি যদি তাদের শাস্তি দাও তবে তারা তো তোমারই দাস আর যদি তাদের ক্ষমা কর তবে তুমি তো শক্তিমান তত্ত্বজ্ঞানী !’

আল্লাহ বলবেন, ‘এ সেই দিন যে-দিন সত্যবাদীরা তাদের সততার জন্য উপকৃত হবে, তাদের জন্য আছে জ্ঞানাত যার নিচে নদী বইবে। তারা সেখানে থাকবে চিরকাল। আল্লাহ তাদের প্রতি প্রসন্ন হবে আর তারাও তাতে সন্তুষ্ট হবে। এটাই মহাসাফল্য।

আকাশ ও পৃথিবী এবং ওদের মাঝে-যা-কিছু আছে তার সার্বভৌমত আল্লাহরই, আর তিনি সর্ববিষয়ে শক্তিমান। — ৫ সুরা মায়দা : ১১০-১২০

আর ইহুদিরা বলে, ‘ওজাইর আল্লাহর পুত্র, আর খ্রিস্টানেরা বলে ‘মসিহ আল্লাহর পুত্র।’ এ তাদের মুখের কথা। পূর্বে যারা অবিশ্বাস করেছিল ওরা তাদের মতো কথা বলে। আল্লাহ তাদের ধৰ্মস করুন। তারা কেমন করে সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় ! তারা আল্লাহকে ছেড়ে তাদের পশ্চিতদেরকে ও সন্ন্যাসীদেরকে তাদের প্রতিপালক হিসাবে গ্রহণ করেছে। আর মরিয়মপুত্র মসিহকেও !’ কিন্তু ওদের এক উপাস্যের উপাসনা করার জন্যই আদেশ করা হয়েছিল। তিনি ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই। তারা যাকে শরিক করে তার চেয়ে তিনি কত পবিত্র ! — ৯ সুরা তত্ত্বা : ৩০-৩১

উট : তবে কি ওরা লক্ষ করে না, উট কিভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে ? — ৮৮ সুরা গাশিয়া : ১৭

আর উটকে তোমাদের জন্য আল্লাহর নির্দশনগুলোর অন্যতম করেছি। তোমাদের জন্য ওতে মঙ্গল রয়েছে। সুতরাং সারি বৈধে দাঁড় করিয়ে ওদেরকে জবাই করার সময় তোমরা আল্লাহর নাম নাও। যখন ওরা কাত হয়ে পড়ে যায় তখন তোমরা তার থেকে খাও ও খাওয়াও তাকে যে চায় না, আর যে চায় তাকেও। এভাবে আমি ওদের তোমাদের অধীন করে দিয়েছি যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। — ২২ সুরা হজ : ৩৬

উত্তম আদর্শ : তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ্ ও পরকালকে ভয় করে আর আল্লাহকে বেশি করে সুরণ করে তাদের জন্য আল্লাহর রসূলের মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে। — ৩৩
সুরা আহজাব : ২১

তোমাদের জন্য ইব্রাহিম ও তার অনুসারীদের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ। — ৬০ সুরা
মুমতাহানা : ৪

উত্তম কথা : যে-ব্যক্তি আল্লাহর দিকে ঘানুষকে ডাক দেয়, সংকাজ করে আর
বলে, ‘আমি তো মুসলমান, তার কথার চেয়ে উত্তম কথা আর কার?’ — ৪১ সুরা হাফ-মিম-
সিজদা : ৩৩

উত্তম পুরুষকার : তারপর তাদের প্রতিপালক তাদের ডাকে সাড়া দিয়ে বলেন, ‘আমি
তোমাদের মধ্যে কোনো কর্মনির্ণয় নার বা নারীর কর্ম বিফল করি না। তোমরা পরম্পরার সমান।
সুতরাং যারা দেশ ত্যাগ করে পরবাসী হয়েছে, নিজের ঘর থেকে উৎখাত হয়েছে, আমার পথে
নির্যাতিত হয়েছে আর যুক্ত করেছে বা নিহত হয়েছে আমি তাদের মদ্দ কাজগুলো অবশ্যই দূর
করব ও অবশ্যই তাদেরকে জান্মাত দান করব, যার নিচে নদী বইবে। এ আল্লাহর পুরুষকার।
বস্তুত আল্লাহর কাছেই রয়েছে উত্তম পুরুষকার।’ — ৩ সুরা আল-ই-ইমরান : ১৯৫

উত্তম সঙ্গী : আর যে-কেউ আল্লাহ্ ও রসূলের অনুসরণ করবে সে, তাদের সঙ্গী হবে
আল্লাহ্ যাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন — যেমন নবী, সত্যবাদী, শহীদ ও সংকর্মপ্রায়ণ
ব্যক্তি! এবং তারা কত উত্তম সঙ্গী। এ আল্লাহর অনুগ্রহ। জানে আল্লাহই যথেষ্ট।
— ৪ সুরা নিসা : ৬৯-৭০

উত্তরাধিকার : পিতামাতা ও আত্মীয় স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পুরুষের অংশ
আছে। আর পিতামাতা ও আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে নারীরও অংশ আছে,
তা অল্পই হোক অথবা বেশিই হোক, এক নির্ধারিত অংশ। আর সম্পত্তিভাগের
সময়ে আত্মীয়স্বজন, পিতৃহীন বা অভাবগ্রস্ত লোক উপস্থিত থাকলে তাদের তার থেকে
(কিছু) দাও; আর তাদের সঙ্গে তালো কথা বলো।

আর তারা তার করুক যে, অসহায় ছেলেপিলে পেছনে ফেলে রেখে গেলে তাদের জন্যও
তারা উদ্বিগ্ন হবে। সুতরাং তারা যেন আল্লাহকে ভয় করে ও ন্যায়সঙ্গত করা বলে। নিচ্ছয়
যারা পিতৃহীনদের ধনসম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করে তারা তাদের পেটে আগুন পোরে। তারা
অঙ্গস্ত আগুনে জ্বলবে।

আল্লাহ্ নির্দেশ দিচ্ছেন তোমাদের সন্তানসন্তি সম্পর্কে : এক ছেলে পাবে দুই মেয়ের
অংশের সমান ; যদি দুই মেয়ের বেশি থাকে তবে তারা পাবে যা সে রেখে গেছে তার দুই-
ত্রিয়াংশ, আর যদি এক মেয়ে থাকে তবে সে পাবে অর্ধেক, আর তার যদি সন্তান থাকে
তবে তার পিতামাতা প্রত্যেকে পাবে তার ছয় ভাগের এক ভাগ, কিন্তু যদি তার সন্তান না
থাকে শুধু পিতামাতা তার উত্তরাধিকারী হয় তবে তার মা পাবে তিনি ভাগের এক ভাগ ; কিন্তু
যদি তার ভাইয়েরা থাকে তবে তার মা পাবে ছয় ভাগের এক ভাগ, মৃত ব্যক্তির অসিয়তের
দাবি বা ঋণ পরিশোধের পরে।

তোমাদের পিতামাতা ও তোমাদের সন্তানরা, তোমরা জানো না এদের মধ্যে কে
তোমাদের উপকারের দিক দিয়ে বেশি আপন। এ আল্লাহর বিধান। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, তত্ত্বজ্ঞানী।

তোমাদের স্ত্রী যা রেখে যায় তার অর্ধেক তোমরা পাবে, যদি তাদের একটি সন্তান থাকে তবে তোমরা পাবে তাদের রেখে—যাওয়া সম্পত্তির চারভাগের এক ভাগ, তাদের অসিয়তের দাবি বা ঝণ পরিশোধের পরে। আর তারা পাবে তোমরা যা রেখে যাও তার চারভাগের একভাগ যদি তোমাদের সন্তান না থাকে, কিন্তু যদি একটি সন্তান থাকে তবে যা রেখে যাও আট ভাগের এক ভাগ তারা পাবে, তোমাদের অসিয়তের দাবি বা ঝণ পরিশোধের পরে।

আর যদি কোনো পুরুষ বা স্ত্রীলোক সম্পত্তি রেখে যায় যার উত্তরাধিকার গৃহণ করবার জন্য পিতামাতা বা সন্তানসন্ততি নেই আর তার আছে এক ভাই বা এক বোন তবে তাদের প্রত্যেকে পাবে ছয় ভাগের এক ভাগ, কিন্তু তারা সংখ্যায় বেশি হয় তবে তিনি ভাগের এক ভাগের অংশীদার হবে অসিয়তের দাবি ও ঝণ পরিশোধের পরে, অবশ্যই সেই ঝণ যেন (উত্তরাধিকারীদের) ক্ষতি না করে। এ হচ্ছে আল্লাহর নির্দেশ। আল্লাহ্ জানেন, তিনি সহ্য করেন।

এসব আল্লাহ্ নির্ধারিত সীমা। আর যে আল্লাহ্ ও রসূলের অনুগত হয়ে চলবে, আল্লাহ্ তাকে জাগ্রাতে স্থান দেবেন, তার নিচে নদী বিহুবে। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে, আর এ মহাসাফল্য। অপরদিকে যে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের অবাধ্য হবে ও তাঁর নির্ধারিত সীমা লজ্জন করবে তিনি তাকে আগুনে ছুড়ে ফেলে দেবেন, সেখানে সে থাকবে চিরকাল; আর তার জন্য রয়েছে অপমানকর শাস্তি। — ৪ সুরা নিসা : ৭-১৪

হে বিশ্বাসিগণ ! জবরদস্তি করে নারীদেরকে তোমাদের উত্তরাধিকার গণ্য করা বৈধ নয়। তোমরা তাদেরকে যা দিয়েছ তা থেকে কিছু আত্মসাং করার উদ্দেশ্যে তাদের ওপর অত্যাচার কোরো না। তারা যদি প্রকাশে ব্যভিচার না করে, তোমরা তাদের সাথে সংভাবে জীবপ্যাপন করবে। তোমরা যদি তাদেরকে ঘৃণ কর তবে এমন হতে পারে যে আল্লাহ্ যার মধ্যে প্রভৃত কল্যাণ রেখেছেন তোমরা তাকে ঘৃণ করছ। — ৪ সুরা নিসা : ১৯

আর প্রত্যেকের জন্য আমি উত্তরাধিকার নির্ধারিত করেছি যা পিতামাতা ও নিকট অঙ্গীয়রা রেখে যায় সে-সম্পর্কে। আর যাদের সঙ্গে ডান হাত দিয়ে তোমরা অঙ্গীকারে আবদ্ধ হয়েছে তাদের প্রাপ্য তাদের দাও। নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ সবকিছু দেখেন। — ৪ সুরা নিসা : ৩৩

তারা তোমার কাছে পরিষ্কারভাবে জানতে চায়। বলো, ‘যে—ব্যক্তির পিতামাতা নেই ও সন্তান নেই তার সম্বন্ধে আল্লাহ্ এই বিধান দিচ্ছেন : কেউ যদি মারা যায়, যার ছেলে নেই কিন্তু এক বোন আছে, বোন তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধেক পাবে, আর সে হবে তার (বোনের) উত্তরাধিকারী যদি তার (বোনের) ছেলে না থাকে, কিন্তু যদি দুই বোন থাকে তবে তারা পাবে তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশ আর যদি ভাই ও বোন থাকে তবে পুরুষরা পাবে স্ত্রীলোকের দুই অংশের সমান।’ আল্লাহ্ পরিষ্কার নির্দেশ দিচ্ছেন পাছে তোমরা পথভ্রষ্ট হও। আর আল্লাহ্ সব কিছু জানেন। — ৪ সুরা নিসা : ১৭৬

উত্তিদ, শস্য ও ফলমূল : যানুষ তার খাদের প্রতি লক্ষ্য করুক, (কেমন করে) আমি-প্রচুর বারি বর্ষণ করি, তারপর ভূমিকে ভালোভাবে বিদীর্ণ করি এবং তার মধ্যে উৎপন্ন করি শস্য, আঙুর, শাকসবজি, জ্যুতুন, খেজুব, গাছগাছালির বাগান, ফল ও গবাদিথাদ্য। এ তোমাদের ও তোমাদের পশুদের ভোগের জন্য। — ৮০ সুরা আবাসা : ২৪-৩২

আকাশ থেকে আমি বর্ষণ করি উপকারী সৃষ্টি ও তা দিয়ে সৃষ্টি করি বাগান, শস্য এবং উচু খেজুরগাছ যাতে থাকে গুচ্ছ গুচ্ছ খেজুর — আমার দাসদের জীবিকাস্তরপ !' সৃষ্টি দিয়ে আমি মৃত জীব সঞ্চীবিত করি ; এভাবে ঘটবে পুনরুত্থান। — ৫০ সুরা কাহ : ৯-১১

ওদের জন্য একটা নির্দশন মৃত ধরিবারী, যা আমি পুনর্জীবিত করি ও যার থেকে আমি শস্য উৎপন্ন করি — যা ওরা খায়। তার মধ্যে আমি সৃষ্টি করি খেজুর ও আঙুরের বাগান এবং বইয়ে দিই বরনা, যাতে ওরা এর ফলমূল থেতে পারে — যা ওদের হাতের সৃষ্টি নয়। তবু ওরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না ? পরিত্র-মহান তিনি যিনি উদ্ধিদ, মানুষ এবং ওরা যাদের জানে না তাদের প্রত্যেককে জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন। — ৩৬ সুরা ইয়াসিন : ৩৩-৩৬

তিনি তোমাদের জন্য সবুজ গাছ থেকে আগুন উৎপাদন করেন ও তোমরা তা দিয়ে আগুন জ্বাল। — ৩৬ সুরা ইয়াসিন : ৮০

তোমরা যে-বীজ বুনো সে-সম্পর্কে কী চিন্তা করেছ ? তোমরাই কি ওর অঙ্কুর গজাও, না আমি তা করি ? আমি ইচ্ছা করলে তাকে খড়কুটোয় পরিণত করতে পারতাম, তখন তোমরা অবাক হয়ে বলত, আমরা তো দেন্যায় পড়ে গেলাম ! আমরা তো বাস্তিত হলাম !' — ৫৬ সুরা ওয়াকিয়া : ৬৩-৬৭

তোমরা যে-আগুন জ্বাল, তা কি লক্ষ্য করেছ ? তোমরাই কী গাছ সৃষ্টি করেছে (যার থেকে আগুন তৈরি হয়), না, আমি ? আমি একে করেছি এক নির্দশন ও মরবাসীদের জন্য প্রয়োজনীয় বস্তু। — ৫৬ সুরা ওয়াকিয়া : ৭১-৭৩

ওরা কি পথিবীর দিকে নজর দেয় না ? আমি সেখানে ভালো ভালো উদ্ধিদ জন্মাই। নিশ্চয় তার মধ্যে আছে নির্দশন, কিন্তু ওদের অধিকাশ্চিত তা বিশ্বাস করে না। আর তোমার প্রতিপালক, তিনি তো পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু দয়াময়। — ২৬ সুরা শোয়ারা : ৭-৯

নিশ্চয় আল্লাহ বীজকে ও আঁটিকে অঙ্কুরিত করেন। — ৬ সুরা আনআম : ৯৫

আর তিনিই আকাশ থেকে বারি বর্ষণ করেন, তারপর তাই দিয়ে সব রকম গাছের চারা ওঠান তারপর তার থেকে সবুজ পাতা গজান, পরে তার থেকে ঘন সন্নিবিষ্ট শস্যদ্যানা সৃষ্টি করেন। আর তিনি খেজুর গাছের মাথি থেকে ঝুলন্ত কাঁদি বের করেন ও আঙুরের বাগান সৃষ্টি করেন, (সৃষ্টি করেন) জয়তুন ও ডালিম, যা একে অন্যের মতো, আবার নয়ও। যখন তাদের ফল ধরে ও ফল পাকে তখন সেগুলোর দিকে লক্ষ্য করো ; নিশ্চয়ই এগুলোতে বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য নির্দশন রয়েছে। — ৬ সুরা আনআম : ৯৯

আর তিনিই বাগান তৈরি করেন জাফরি দিয়ে আবার জাফরি ছাড়া ; (সৃষ্টি করেন) খেজুর ও বিভিন্ন স্বাদের খাদ্যশস্য, জয়তুন ও ডালিম, দেখতে এক, আবার নয়ও। যখন তাদের ফল ধরে তখন তোমরা তোমরা তোমরা ফল খাবে আর ফসল তোলার দিনে অপরকে যা দেয় তা দেবে। আর তোমরা অপচয় কোরো না, কারণ তিনি অপচয়কারীদেরকে ভালোবাসেন না। — ৬ সুরা আনআম : ১৪১

তুমি কি দেখ না, আল্লাহ আকাশ থেকে বারি বর্ষণ করেন, তারপর তাকে ভূমিতে স্বোত্তাকারে প্রবাহিত করেন এবং তা দিয়ে বিবিধ বর্ণের ফসল উৎসন্ন করেন ?

পরে যখন তা শুকিয়ে যায় তখন তোমরা তা হলুদবর্ণ দেখ। অবশ্যে তাকে তিনি খড়কুটোয় পরিগত করেন। নিচয় এতে বোধশক্তিসম্পন্নদের জন্য উপদেশ রয়েছে।

— ৩৯ সুরা জুমার : ২১

তিনিই আকাশ থেকে বারিবর্ষণ করেন, ওতে তোমাদের জন্য রয়েছে পানীয় আর তার থেকে গাছপালা জন্মায় যাতে তোমরা পশু চারিয়ে থাক। তিনি তোমাদের জন্য তা দিয়ে শস্য জন্মান, জন্মান জয়তুন, খেজুরগাছ, আঙুর আর সব রকম ফল। এর মধ্যে তো চিঞ্চালী সম্প্রদায়ের জন্য নির্দেশন রয়েছে। — ১৬ সুরা নাহল : ১০-১১

আর খেজুরগাছ ও আঙুর থেকে তোমরা মদ ও ভালো খাবার পেয়ে থাকো। এর মধ্যে তো বোধশক্তিসম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য নির্দেশন রয়েছে। — ১৬ : ৬৭

আর আমি আকাশ থেকে পরিমিতভাবে বারিবর্ষণ করি, তারপর আমি তা মাটিতে ধরে রাখি ; আমি তা সরিয়ে নিতেও পারি। তারপর আমি তা দিয়ে তোমাদের জন্য খেজুর ও আঙুরের বাগান সৃষ্টি করি ; তারমধ্যে তোমাদের জন্য থাকে প্রচুর ফল ; আর তা থেকে তোমরা খেয়ে থাকো। আর আমি সৃষ্টি করি এক গাছ যা সিনাই পর্বতে জন্মায়, এর থেকে মানুষের জন্য তেল ও তরকারি হয়। — ২৩ সুরা মুমিনুন : ১৮-২০

ওরা কি লক্ষ করে না, আমি উষর ভূমির ওপর পানি প্রবাহিত করে তার সাহায্যে শস্য উদ্গত করি যার থেকে ওদের আনআম (গবাদিপশু) ও ওরা আহার করে? ওরা কি তবুও লক্ষ করবে না। — ৩২ সুরা সিজদা : ২১

আমি ঘন মেঘমালা হতে মূষলধারে বৃষ্টিপাত করি, তা দিয়ে উৎপন্ন করি শস্য, উক্তি ও ঘনসন্ধিবিষ্ট উদ্যান। — ৭৮ সুরা নাবা : ১৪-১৬

তিনিই পৃথিবীকে বিস্তৃত করেছেন এবং তার মধ্যে পর্বত ও নদী সৃষ্টি করেছেন, আর সৃষ্টি করেছেন প্রত্যেক ফল দুই-দুই প্রকারের। তিনি দিনকে রাত দিয়ে চেকে রেখেছেন। এর মধ্যে অবশ্যই চিঞ্চালী সম্প্রদায়ের জন্য নির্দেশন রয়েছে। মাটির পরম্পর অংশ সংলগ্ন ; ওর মধ্যে আছে আঙুরের বাগান, শস্যের ক্ষেত, বহু শিরবিশিষ্ট বা একশিরবিশিষ্ট খেজুরের গাছ ; ওদের একই পানি দেওয়া হয়, আর ফল হিসাবে কোনো কোনো ফলকে অপর কোনো ফলের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়ে থাকি। অবশ্যই চিঞ্চালী সম্প্রদায়ের জন্য এর মধ্যে নির্দেশন রয়েছে। — ১৩ সুরা রাদ : ৩-৪

তৃণলতা ও বক্ষাদি তাঁরই নিয়ম মেনে চলে। — ৫৫ সুরা রহমান : ৬

তিনি সৃষ্টি জীবের জন্য পৃথিবীকে বিছিয়ে দিয়েছেন। সেখানে রয়েছে ফলমূল, খেজুর গাছের নতুন কাঁদি, খোসায় ঢাকা শস্যদানা আর সুগন্ধি গাছগাছডা। অতএব তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? — ৫৫ সুরা রহমান : ১০-১৩

তুমি মাটিকে দেখ নিষ্ঠাণ, তারপর আমি সেখানে বৃষ্টিবর্ষণ করলে তার রোমাঞ্চ লাগে, ফুলেক্ষেপে ওঠে এবং জন্ম দেয় নানান সুন্দর জিনিস। এ-ই তো প্রমাণ যে আল্লাহ্ সত্য এবং তিনিই মৃতকে জীবন দান করেন এবং তিনি সববিষয়ে শক্তিমান। — ২২ সুরা হজ : ৬

উপদেশ দান : আর আমি তোমার জন্য পথ সহজতম করে দিয়েছি। সুতরাং তুমি উপদেশ দাও, যদি সে উপদেশ কাজে লাগে। যে ভয় করে সে উপদেশ গ্রহণ করবে। যে

নিতান্তই হতভাঙ্গ্য সে তা উপেক্ষা করবে। সে মহা আগুনে প্রবেশ করবে। তাপর সেখানে সে মরবেও না, বেঁচেও থাকবে না। — ৮৭ সুরা আলা : ৮-১৩

ওরা যা বলে আমি তা ভালোভাবেই জানি। তোমাকে ওদের ওপর জবরদস্তি করার জন্য পাঠানো হয়নি। সুতরাং যে আমার শাস্তিকে ভয় করে তাকে কোরানের সাহায্যে উপদেশ দাও। — ৮০ সুরা কাফ : ৪৫

বলো, ‘আমি (উপদেশের জন্য) তোমাদের কাছে কোনো প্রতিদান চাই না, আর যারা মিথ্যা দাবি করে আমি তাদের মধ্যে নেই। এ তো বিশ্বজগতের জন্য উপদেশ মাত্র। এ-খবরের সত্যতা তো তোমরা কিছুকাল পরে জানতেই পারবে।’ — ৩৮ সুরা সাদ : ৮৬-৮৮

আর আমি তো ওদের কাছে বারবার আমার বাণী পৌছিয়ে দিয়েছি, যাতে ওরা সে-উপদেশ গ্রহণ করে। এর আগে আমি যাদেরকে কিতাব দিয়েছিলাম তারাও এতে বিশ্বাস করে। — ২৮ সুরা কাসাস : ৫১-৫২

হে মানবসমাজ ! তোমাদের ওপর তোমাদের প্রতিপালকের কাছ থেকে এসেছে উপদেশ আর তোমাদের অন্তরে যে (ব্যাধি) আছে তার প্রতিকার এবং বিশ্বাসীদের জন্য এসেছে পথনির্দেশ ও দয়া। — ১০ সুরা ইউনুস : ৫৭

‘ওদের (সীমালঙ্ঘনকারীদের) কর্মের জবাদিহির দায়িত্ব তাদের নয় যারা সাবধানতা অবলম্বন করে; তবে উপদেশ দেওয়া তাদের কর্তব্য যাতে ওরা ও সাবধান হয়। — ৬ সুরা আনআম : ৬৯

আমি এই কোরানে মানুষের জন্য সর্বপ্রকার দৃষ্টান্ত উপস্থিত করেছি যাতে ওরা উপদেশ গ্রহণ করে। — ৩৯ সুরা জুমা : ২৭

তিনিই তোমাদেরকে নির্দর্শনগুলো দেখান ও আকাশ থেকে তোমাদের জন্য জীবনের উপকরণ পাঠান। যে আল্লাহর দিকে মুখ করে সে-ই উপদেশ গ্রহণ করে। তাই আল্লাহর আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্তে তাঁকে ডাকো, যদিও অবিশ্বাসীরা এ পছন্দ করে না। — ৪০ সুরা মুমিন : ১৩-১৪

অতএব তুমি উপদেশ দাও। তুমি তো শুধু একজন উপদেষ্টা, ওদের কর্মের নিয়ন্তা নও। কেউ মুখ ফিরিয়ে নিলে অবিশ্বাস করলে আল্লাহ ওদেরকে দেবেন মহাশাস্তি। ওদের প্রত্যাবর্তন আমার কাছে। তারপর ওদেরহিসাব নিকাশ আমারই কাজ। — ৮৮ সুরা গাশিয়া : ২১-২৬

উপহাস ও অপনাম : হে বিশ্বাসিগণ ! কোনো পুরুষ যেন অপর পুরুষকে উপহাস না করে, কেননা যাকে উপহাস করা হয় সে উপহাসকারীর চেয়ে ভালো হতে পারে; আর কোনো নারীও অপর নারীকে যেন উপহাস না করে; কেননা যাকে উপহাস করা হয় সে উপহাসকারীর চেয়ে ভালো হতে পারে। তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ কোরো না। আর তোমরা একে অপরেকে মন্দ নামে ডেকো না। কেউ বিশ্বাস স্থাপন করলে তাকে মন্দ নামে ডাকা খারাপ কাজ। যারা এ-ধরনের আচরণ থেকে বিরত না হয় তারা তো সীমালঙ্ঘন করে। — ৪৯ সুরা হজুরাত : ১১

উল্লাস ও হতাশা : মানুষের ওপর অনুগ্রহ করলে সে মুখ ফিরিয়ে নেয় ও অহংকারে দূরে সরে যায়, আর অনিষ্ট স্পর্শ করলে সে একেবারে হতাশ হয়ে পড়ে। — ১৭ সুরা বনি-ইসরাইল : ৮-৩

সে (ইব্রাহিম) বললো, ‘যারা পথভ্রষ্ট তারা ছাড় আর কে তার প্রতিপালকের অনুগ্রহ থেকে হতাশ হয়?’ — ১৫ সুরা হিজর : ৫৬

যদি আমি মানুষকে আমার অনুগ্রহের আস্বাদন করাই ও পরে তা থেকে তাকে বঞ্চিত করি তখন সে অবশ্যই হতাশ ও অক্তৃত্ব হয়। দুর্ঘটনের স্পর্শ করার পর যদি আমি তাকে অনুগ্রহ আস্বাদন করাই তখন সে বলে, ‘আমার বিপদ কেটে গিয়েছে’, আর সে উল্লাসে ফেটে পড়ে ও অহংকার করে। কিন্তু যারা ধৈর্য ধরে ও সংকর্ষ করে তাদেরই জন্য আছে ক্ষমা ও মহাপূরুষ্কার। — ১১ সুরা হৃদ : ১-১১

বলো, ‘হে আমার দাসগণ। তোমরা যারা নিজেদের ওপর জুলুম করেছ, আল্লাহর অনুগ্রহ হতে নিরাশ হয়ে না ; আল্লাহ সব পাপ ক্ষমা করবেন। তিনি তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।’

তোমাদের কাছে শাস্তি আসার পূর্বে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের দিকে এগিয়ে যাও ও তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করো, শাস্তি এসে পড়লে তোমরা সাহায্য পাবে না। — ৩৯ সুরা জুমা : ৫৩-৫৪

... আমি মানুষকে যখন অনুগ্রহ আস্বাদন করাই তখন সে উৎফুল্ল হয়। আর যখন তার ক্তকর্মের জন্য তার মন ঘটে তখন মানুষ হয়ে পড়ে অক্তৃত্ব। — ৪২ সুরা শুরা : ৪৮

আমি যখন মানুষকে অনুগ্রহের স্বাদ দিই ওরা তাতে উৎফুল্ল হয়। আর ওদের ক্তকর্মের ফলে ওরা দুর্দশাগ্রস্ত হলেই ওরা হতাশ হয়ে পড়ে। — ৩০ সুরা বুম : ৩৬

যখন তোমাদের মধ্যে দুই দলের সাহস হারাবার উপক্রম হয়েছিল তখন আল্লাহই ছিলেন উভয়ের সহায়ক। আর বিশ্বাসীদের উচিত আল্লাহর ওপর নির্ভর করা। — ৩ সুরা আল-ই-ইমরান : ১২২

আর তোমরা সাহস হারিয়ো না ও দুঃখ কোরো না। তোমারই হবে শ্রেষ্ঠ যদি তোমরা বিশ্বাসী হও। ৩ সুরা আল-ই-ইমরান : ১৩৯

আর কত নবি যুক্ত করেছে, তাদের সাথে ছিল বহু রববানি [এক উপাস্যের সাধক]। আল্লাহয় পথে তাদের যে বিপর্যয় ঘটেছিল তাতে তারা মুষড়ে পড়েনি, দুর্বল হয় নি ও নতিও স্থীকার করে নি। যারা ধৈর্য ধরে আল্লাহ, তো তাদেরকে ভালোবাসেন।

আর তাদের এ ছাড়া আর অন্য কোন কথা ছিল না, — ‘হে আমাদের প্রতিপালক। আমাদের পাপের ও কাজের বাড়াবাড়ি ক্ষমা করো, আমাদের পা শক্ত কর ও অবিশ্বাসী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্য করো।’

তারপর আল্লাহ তাদের পার্থিব পূরুষ্কার ও পরলোকের উত্তম পূরুষ্কার দেন। আর আল্লাহ সৎকর্মপ্রায়ণদেরকে ভালোবাসেন। — ৩ সুরা আল-ই-ইমরান : ১৪৬-১৪৮

পথবিতে বা ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের ওপর যে-বিপদ আসে আমি তা ঘটানোর পূর্বেই তা লেখা হয়, আল্লাহর পক্ষে এ খুবই সহজ। এ এজন্য যে, তোমরা যা হারিয়েছ তাতে যেন তোমরা বিমর্শ না হও, আর যা তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন তার জন্য খুশিতে উল্লসিত না হও। — ৫৭ সুরা হাদিদ : ২২-২৩

ঝণঃ যদি (খাতক) অভাবী হয়, তবে তাকে সচ্ছল হওয়া পর্যন্ত অবকাশ দাও। আর যদি ঝণ মাফ করে দাও, তবে তা তোমাদের জন্য আরও ভালো, যদি তোমরা তা জানতে। — ২ সুরা বাকারা : ২৮০ (মত ব্যক্তির ঝণপরিশেধ প্রসঙ্গে উত্তরাধিকার দ্র.। ঝণচুক্তি প্রসঙ্গে চুক্তি দ্র.)।

এক হাজার বছরঃ তিনি আকাশ হতে পৃথিবী পর্যন্ত সব বিষয় পরিচালনা করেন। তারপর একদিন সব কিছু টাঁর কাছে ফিরিয়ে নেওয়া হবে, — যেদিনের দৈর্ঘ্য হবে তোমাদের হিসাবে হাজার বছরের সমান। — ৩২ সুরা সিজদা : ৫

...তোমার প্রতিপালকের একদিন তোমাদের গণনার হাজার বছরের সমান। — ২২ সুরা হজ : ৪৭

এতিমঃ লোকে এতিমদের [পিতৃহীনদের] সম্পর্কে তোমাকে জিজ্ঞাসা করে। বলো, ‘তাদের জন্য সুব্যবস্থা করাই ভালো।’ আর যদি তোমরা তাদের সাথে মিলেমিশে থাক, তবে তারা তোমাদেরই ভাই। আল্লাহ্ জানেন কে হিতকারী ও কে অনিষ্টকারী। আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে তোমাদেরকে কষ্টে ফেলতে পারতেন। আল্লাহ্ তো প্রবল শক্তিমান, তত্ত্বজ্ঞানী। — ২ সুরা বাকারা : ২২০

তিনি কি তোমাকে পিতৃহীন অবস্থায় পামনি, আর তোমাকে আশ্রয় দেননি? তিনি কি তোমাকে ভুল পথে পেয়ে পথের হদিস দেননি? তিনি কি তোমাকে অভাবী দেখে অভাবমুক্ত করেননি? সতরাং তুমি পিতৃহীনদের প্রতি কঠোর হয়ো না, আর যে সাহায্য চায় তাকে উৎসন্না কোরো না। আর তুমি তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহের কথা ঘোষণা করো। — ৯৩ সুরা দোহা : ৬-১১

তুমি কি দেখেছ তাকে যে ধর্ম (বিচার)-কে অঙ্গীকার করে, যে এতিমকে ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দেয়, আর অভাবগ্রস্তকে অন্নদানে উৎসাহিত করে না? — ১০৭ সুরা মাউন : ১-৩

তুমি কি জানো কষ্টসাধ্য পথ কী? সে হচ্ছে, দাসমুক্তি বা দুর্ভিক্ষের দিনে অন্নদান এতিম আত্মীয়কে বা দুর্দাঙ্গস্ত অভাবীকে...। — ৯০ সুরা বালাদ : ১২-১৬

আর তোমরা পিতৃহীনকে তাদের ধনসম্পদ সমর্পণ করবে আর ভালোর সঙ্গে মন্দ বিনিয় করবে না। আর তোমরা তোমাদের সম্পদের সাথে তাদের সম্পদকে মিলিয়ে খেয়ে ফেলো না। এ তো মহাপাপ। — ৪ সুরা নিসা : ২

তোমরা পিতৃহীনদের ওপর লক্ষ রাখবে, যে-পর্যন্ত না তারা বিবাহযোগ্য হয়। আর তাদের মধ্যে ভালোমন্দ বিচারের জ্ঞান দেখলে তোমরা তাদের সম্পদ তাদেরকে ফিরিয়ে দেবে। তারা বড় হয়ে যাবে বলে অন্যায়ভাবে তাড়াতাড়ি করে তোমরা তা খেয়ে ফেলো না। যে অভাবমুক্ত সে যেন যা অবৈধ তা থেকে নিষ্ক্রিয় থাকে। আর যে বিত্তহীন সে যেন সংগত পরিমাণে তোগ করে। তোমরা যখন তাদের সম্পদ সমর্পণ করবে তখন সাক্ষী রেখো। হিসাব গ্রহণে আল্লাহই যথেষ্ট। — ৪ সুরা নিসা : ৬

যারা পিতৃহীনদের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করে তারা তো তাদের পেটে আগুন পোরে! তারা জ্বলন্ত আগুনে জ্বলবে। — ৪ সুরা নিসা : ১০

আর লোকে তোমার কাছে নারীদের বিষয় পরিষ্কারভাবে জানতে চায়। বলো, ‘আল্লাহ্ তাদের সম্বন্ধে তোমাদেরকে পরিষ্কারভাবে জানাচ্ছেন আর যে-কিতাব তোমাদের কাছে

আবস্তি করা হয় (তাও জানিয়ে দেয়), পিতৃহীনা নারীর সম্পর্কে যাদের প্রাপ্য তোমরা দাও না অথচ তোমরা তাদেরকে বিয়ে করতে চাও, আর অসহায় শিশুদের সম্বর্কে, আর পিতৃহীনদের ওপর তোমাদের ন্যায়বিচার কায়েম করা সম্পর্কে। আর তোমরা যা ভালো কাজ কর আল্লাহ্ তা ভালো করেই জানেন। — ৪ সুরা নিসা : ১২৭

পিতৃহীন বয়ঁঝ্রাণ্ট না হওয়া পর্যন্ত সদুদেশ্য ছাড়া তার সম্পত্তির কাছে যেয়ো না। আর তোমরা প্রতিশ্রুতি পালন করো, প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে কৈফিয়ত তলব করা হবে। — ১৭ সুরা বনি-ইসরাইল : ৩৪

এতেকাফ : [সৎসার থেকে বিছিন্ন হয়ে কিছুকালের জন্য ইবাদতের উদ্দেশ্যে মসজিদে অবস্থন করাকে ইতেকাফ বা এতেকাফ বলে]

... আর যখন তোমরা মসজিদে এতেকাফে থাকো তখন স্ত্রী সহবাস কোরো না। এ আল্লাহ্ সীমারেখা, সুতরাং এর ধারে কাছে যেয়ো না। এভাবে আল্লাহ্ মানুষের জন্য তার আয়াত স্পষ্ট করে ব্যক্ত করেন, যাতে তারা সাবধান হয়ে চলতে পারে। — ২ সুরা বাকরা : ১৮৭

এহরাম : [হজ বা ওমরা পালনের অবস্থাকে এহরাম বলে, তখন অনেক বৈধ কার্য অবৈধ বিবেচিত হয়] হজ দ্র.।

ওজন : সুতরাং তোমরা মাপ ও ওজন ঠিকভাবে দেবে। তোমরা লোকদেরকে তাদের প্রাপ্য বস্তু কম দেবেন। — ৭ সুরা আরাফ : ৮৫

তোমরা মাপ পূর্ণাত্মায় দেবে ; যারা মাপে কম দেয় তাদের মতো হয়ে না এবং সঠিক দাঁড়িপাল্লায় ওজন করবে। — ২৬ সুরা শোআরা : ১৮১-১৮২

মাপ দেওয়ার সময় পুরো মাপ দেবে, আর ঠিক দাঁড়িপাল্লায় ওজন করবে। এই ভালো আর এর পরিণামও ভালো। — ১৭ সুরা বনি-ইসরাইল : ৩৫

...তোমরা মাপে ও ওজনে কম কোরো না। — ১১ সুরা হুদ : ৮৪

...মাপ ও ওজন ন্যায্যভাবে দেবে। — ১১ সুরা হুদ : ৮৫

আর তোমরা পরিমাণ ও ওজন ন্যায্যভাবে করবে। — ৬ সুরা আনআম : ১৫২

তোমরা ন্যায্য ওজনের মান রেখো ও ওজনে কম দিয়ো না। — ৫৫ সুরা রাহমান : ৯

দুর্ভোগ তাদের জন্য যারা ওজনে কম দেয়, যারা লোকের কাছ থেকে মেপে নেবার সময় পুরো মাত্রায় নেয়, আর যখন লোকদেরকে মেপে বা ওজন করে দেয় তখন কম করে দেয়। ওরা কি চিন্তা করে না যে, ওদেরকে আবার গঠনে হবে সেই মহাদিনে যেদিন সব মানুষ দাঁড়াবে বিশ্বজগতের প্রতিপালকের সামনে? — ৮৩ ও ১-৬.

ওজু ও তাইয়াম্বুম : হে বিশ্বসিগণ ! তোমরা নেশার অবস্থায় নামাজের কাছে যেয়ো, না যতক্ষণ না তোমরা কী বলছ তা বুবাতে পার ; আর পথে চলার সময় ছাড়া অপবিত্র অবস্থাতেও নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা গোসল কর। আর যদি তোমরা অসুস্থ থাকো বা সফরে থাকো বা তোমাদের কেউ পায়খানা থেকে আস বা স্ত্রীর সাথে সংগত হও আর পানি না পাও তবে তাইয়াম্বুম করবে পরিশ্রমীর মাটি দিয়ে এবং (তা) মুখে ও হাতে বুলিয়ে নেবে। নিচয় আল্লাহ্ পাপমোচনকারী, ক্ষমাশীল। — ৪ সুরা নিসা : ৪৩

হে বিশ্বাসিগণ ! যখন তোমরা নামাজের জন্য দাঁড়াও তখন তোমাদের মুখ ও হাত কনুই পর্যন্ত ধোবে ও তোমাদের মাথায় হাত বুলিয়ে নেবে আর পা গিঁট পর্যন্ত ধোবে। যদি তোমরা অপবিত্র থাক তবে বিশেষভাবে পবিত্র হবে। যদি তোমরা অসুস্থ থাকো বা সফরে থাকো বা তোমাদের কেউ পায়খানা থেকে আস এবং স্ত্রীর সাথে সংগত হও, আর পনি না পাও, তবে তাইয়াম্মুম করবে পরিক্ষার মাটি দিয়ে এবং তা মুখে ও হাতে বুলিয়ে নেবে। আল্লাহ তোমাদের কষ্ট দিতে চান না এবং তিনি তোমাদের পবিত্র করতে চান ও তোমাদের ওপর তাঁর অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করতে চান যাতে তোমরা ক্রতৃত্ব জানাতে পার। — ৫ সুরা মায়দা : ৬

ওজায়ের : আল্লাহর সন্তান, কন্যা, না পুত্র ? দ্র. ।

ওজ্জা : দেবদেবী দ্র. ।

ওসিলা : দেবতার উৎসর্গ দ্র.

ওমরা : হজ দ্র.

ওহি (প্ররূপ বা প্রত্যাদেশ) : শপথ অন্তর্মিত নক্ষত্রের, তোমাদের সঙ্গী বিভ্রান্ত নয়, পথভৱ্য নয়, আর সে নিজের ইচ্ছামতো কথা বলে না। এ প্রত্যাদেশ যা (তার ওপর) অবরীর হয় তাকে শিক্ষা দেয় এক মহ শক্তিধর। বুদ্ধিধর (জিবরাইল) আবির্ভূত হল, উর্ধ্ব দিগন্তে। তারপর সে তার কাছে এল, খুব কাছে, যার ফলে তাদের দু'জনের মধ্যে দুই ধনুকের ব্যবধান রইল। তখন তিনি তাঁর দাসের প্রতি যা প্রত্যাদেশ করার সেই প্রত্যাদেশ করলেন। সে যা দেখেছিল তার হাদয় তা অস্থীকার করেনি। সে যা দেখেছিল তোমরা কি সে-বিষয়ে তর্ক করবে ? — ৫৩ সুরা নজৰ্ম : ১-১২

বলো, ‘প্রত্যাদেশের আমি মাধ্যমে জ্ঞেনেছি জ্ঞেনের একটি দল (কোরান) শুনেছে ও তাদের সম্প্রদায়ের কাছে গিয়ে বলেছে, ‘আমরা তো এক বিস্ময়কর কোরান শুনেছি যা সঠিক পথনির্দেশ দেয় ; তাই আমরা এতে বিশ্বাস করেছি। আমরা কখনও আমাদের প্রতিপালকের কোনো শরিক করব না।’ — ৭২ সুরা জিন : ১-২

ওপরে আল্লাহ মালিক সত্য। তোমার প্রতি আল্লাহর প্রত্যাদেশ সম্পূর্ণ হওয়ার পূর্বে কোরান পড়তে তুমি তাড়াতাড়ি কোরো না আর বলো, ‘হে আমার প্রতিপালক ! আমার জ্ঞান বাড়িয়ে দাও।’ — ২০ সুরা তাহা : ১১৪

তোমার প্রতিপালক প্রত্যাদেশের মাধ্যমে তোমাকে যে-হিকমত দান করেছেন এগুলো তার অন্তর্ভুক্ত। তুমি আল্লাহর সাথে কোন উপাস্য গ্রহণ কোরো না। করলে তুমি নির্দিত হবে ও আল্লাহর অনুগ্রহ থেকে বিতাড়িত হয়ে জাহানামে নিষ্কিপ্ত হবে। — ১৭ সুরা বনি-ইসরাইল : ৩৯

ইচ্ছা করলে আমি তোমার ওপর যা প্রত্যাদেশ করেছি তা প্রত্যাহার করতাম, তা হলে এ বিষয়ে তুমি আমার বিরুদ্ধে কোনো কর্মবিধায়ক পেতে না। এ প্রত্যাহার না করা তোমার প্রতিপালকের দয়া। নিশ্চয় তোমার ওপর তাঁর বড় অনুগ্রহ আছে। — ১৭ সুরা বনি-ইসরাইল : ৮৬-৮৭

মানুষের জন্য এ এক আশ্চর্যের বিষয় যে, আমি তাদেরই একজনের কাছে প্রত্যাদেশ পাঠিয়েছি এই মর্মে যে, তুমি মানুষকে সতর্ক করবে ও বিশ্বাসীদের সুসংবাদ দেবে, তাদের

প্রতিপালকের কাছে রয়েছে তাদের জন্য বড় মর্যাদা। অবিশ্বাসীরা বলে, ‘এ তো এক স্পষ্ট জাদুকর’! — ১০ সুরা ইউনুস : ২

তোমার ওপর যা প্রত্যাদেশ হয়েছে তুমি তার অনুসরণ করো। আর তুমি দৈর্ঘ্য ধরো যে পর্যন্ত না আল্লাহর হকুম আসে। আর আল্লাহই সবচেয়ে ভালো বিচারক। — ১০ সুরা ইউনুস : ১০৯

আর যে আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা বানায় বা বলে, ‘আমার কাছে প্রত্যাদেশ হয়’ যদিও তার প্রতি প্রত্যাদেশ হয় না এবং যে বলে, ‘আল্লাহ যা অবতারণ করেছেন আমিও তার মতো অবতারণ করতে পারি তার চেয়ে বড় সীমালজ্ঞনকারী আর কে? আর যদি তুমি দেখতে পেতে যখন সীমালজ্ঞনকারীরা মৃত্যুযন্ত্রণায় ডুগবে আর ফেরেশাতারা হাত বাড়িয়ে বলবে, ‘তোমাদের প্রাণ বের করো। তোমরা আল্লাহ সম্বন্ধে অন্যায় বলতে ও তাঁর নির্দর্শন সম্বন্ধে অহংকার দেখাতে, তাই আজ তোমাদের অপমানকর শাস্তি দেওয়া হবে।’ — ৬ সুরা আনআম : ৯৩

তোমার প্রতিপালকের কাছ থেকে তোমার ওপর যা প্রত্যাদেশ হয় তুমি তারই অনুসরণ করো, তিনি ছাড়া অন্য কোনো উপাস্য নেই। আর অংশীবাদীদের থেকে তুমি দূরে থাকো। — ৬ সুরা আনআম : ১০৬

বলো, ‘আমি যদি বিভ্রান্ত হই, তবে বিভ্রান্তির পরিণাম আমারই। আর আমি যদি সংপথে থাকি তবে তা এ জন্য যে, আমার প্রতিপালক আমার কাছে প্রত্যাদেশ পাঠিয়েছেন। তিনি সব শোনেন, আর তিনি কাছেই আছেন।’ — ৩৪ সুরা সাবা : ৫০

বলো, ‘আমি তো তোমাদের মতোই একজন মানুষ। আমার ওপর প্রত্যাদেশ হয়েছে তোমাদের উপাস্য একমাত্র আল্লাহ, তাই তাঁরই পথ অবলম্বন করো ও তাঁরই কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো।’ — ৪১ সুরা হারিম সিজদা : ৬

তিনি মহামর্যাদার অধিকারী, অধিপতি আরশের। তিনি তাঁর দাসদের মধ্যে যার ওপর ইচ্ছা নিজের নির্দেশ সম্বলিত প্রত্যাদেশ পাঠান, যাতে সে কিয়ামত সম্পর্কে সতর্ক করতে পারে। — ৪০ সুরা মু’মিন : ১৫

হা-হিম। আয়িন-সিন-কাফ। শক্তিমান, তত্ত্বজ্ঞনী আল্লাহ এভাবে তোমার ওপর প্রত্যাদেশ করেছেন ও এভাবেই তিনি তোমার পূর্ববর্তীদের ওপর প্রত্যাদেশ করেছিলেন। আকাশ ও পৃথিবীতে যা-কিছু আছে তাঁরই। তিনি সমুন্নত, মহান। — ৪২ সুরা শুরা : ১-৪

আমি তোমাদের জন্য নির্ধারিত করেছি (সেই) ধর্ম যার নির্দেশ দিয়েছিলাম নৃহকে, — যা আমি প্রত্যাদেশ করেছি তোমাকে, — যার নির্দেশ দিয়েছিলাম স্ত্রাহিম, মুসা ও দ্বিসাকে, এই বলে যে, ‘তোমরা ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করো আর তার মধ্যে মতভেদ এনো না।’ তুমি অংশীবাদীদেরকে যার কাছে ডাকছ, তা তাদের কাছে কঠিন বলে মনে হয়। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা ধর্মের দিকে ঢানেন, আর যে তাঁর দিকে মুখ ফেরায় তাকে ধর্মের পথে পরিচালিত করেন। — ৪২ সুরা শুরা : ১৩

এ দেহধারীর জন্য নয় যে, আল্লাহ তার সাথে কথা বলবেন প্রত্যাদেশ ছাড়া, অস্তরাল না রেখে বা কোনো দৃত প্রেরণ না ক’রে যে আল্লাহর ইচ্ছা প্রকাশ করবে তাঁর অনুমতিক্রমে।

তিনি তো সর্বোচ্চ তত্ত্বজ্ঞানী। এভাবে আমি আমার আদেশক্রমে তোমার কাছে এক আত্মা প্রেরণ করেছি যখন তুমি জ্ঞানতে না কিভাব কী, বিশ্বাস কী। কিন্তু আমি একে করেছি আলো যা দিয়ে আমি আমার দাসদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা পথনির্দেশ করি; তুমি তো কেবল সরল পথই প্রদর্শন কর — আল্লাহর পথ। আকাশ ও পৃথিবীতে যা—কিছু আছে তা তাঁরই। সব ব্যাপারের পরিণতি আল্লাহর দিকে। — ৪২ সূরা শূরা : ৫১-৫৩

সুতরাং তোমার কাছে যে-প্রত্যাদেশ প্রেরণ করা হচ্ছে তা শক্ত করে ধরো। তুমি সরল পথেই রয়েছে। — ৪৩ সূরা জুখুরুফ : ৪৩

‘আমি ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই, সুতরাং আমাকে ডয় কর।’ — এ-মর্মে সতর্ক করার জন্য তিনি তাঁর ইচ্ছানুযায়ী তাঁর দাসদের মধ্যে যার ওপর ইচ্ছা প্রত্যাদেশ দিয়ে ফেরেশ্তা পাঠান। — ১৬ সূরা নাহল : ২

তোমার পূর্বে আমি প্রত্যাদেশসহ মানুষই পাঠিয়েছিলাম ; তোমরা যদি না জান তবে উপদেশপ্রাপ্ত সম্প্রদায়দেরকে (কিভাবিদেরকে) জিজ্ঞাসা কর। — ১৬ সূরা নাহল : ৪৩ = ২১ সূরা আম্বিয়া : ১

বলো, ‘আমার ওপর প্রত্যাদেশ হয় যে, তোমাদের উপাস্য একমাত্র আল্লাহ। সুতরাং তোমরা কি মুসলমান হবে [আত্মসমর্পণ করবে] ?’ — ২১ সূরা আম্বিয়া : ১০৮

এ অদ্যশ্যলোকের সংবাদ যা আমি তোমাকে প্রত্যাদেশের মাধ্যমে জ্ঞানাচ্ছি। — ৩ সূরা আল-ই-ইমরান : ৪৪

তোমার কাছে আমি প্রত্যাদেশ পাঠিয়েছি যেমন পাঠিয়েছিলাম নুহ ও তার পরবর্তী নবিদের কাছে আর প্রত্যাদেশ পাঠিয়েছিলাম ইব্রাহিম, ইসমাইল, ইসহাক, ইয়াকুব ও তার বংশধর, ঈসা, আইউব, ইউনুস, হারুন ও সুলায়মানের কাছে। আর আমি দাউদকে দিয়েছিলাম জ্বুর। — ৪ সূরা নিসা : ১৬৩

এইভাবে আমি তোমাকে পাঠিয়েছি এক জাতির কাছে যার আগে বহু জাতি গত হয়ে গেছে, যাতে তুমি তাদের কাছে বিবৃত করতে পার যা আমি তোমার কাছে প্রত্যাদেশ করেছি; তবু তারা করুণাময়কে অঙ্গীকার করে।

বলো, ‘তিনিই আমার প্রতিপালক, তিনি ছাড়া অন্য কোনো উপাস্য নেই। তাঁরই ওপর আমি নির্ভর করি আর তাঁরই কাছে আমার প্রত্যাবর্তন।’ — ১৩ সূরা রাদ : ৩০

ওহুদের যুক্তি : আর যখন সেই সকালে বিশ্বাসীদেরকে যুদ্ধের স্থান ঠিক করে দেওয়ার জন্য তুমি তোমার পরিজনদের কাছ থেকে বের হয়েছিলে, আর আল্লাহর সব শোনেন, সব জানেন। যখন তোমাদের মধ্যে দুই দলের সাহস হারাবার উপক্রম হয়েছিল তখন আল্লাহই ছিলেন উভয়ের সহায়ক। আর বিশ্বাসীদের উচিত আল্লাহর ওপর নির্ভর করা ! আর নিষ্ঠয় বদরের যুদ্ধে আল্লাহ তোমাদের সাহায্য করেছিলেন, তখন তোমরা ছিলে হীনবল। সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ডয় করো যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পার। যখন তুমি বিশ্বাসীদেরকে বলেছিলে, ‘যদি তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের তিন হাজার ফেরেশ্তা পাঠিয়ে তোমাদেরকে সাহায্য করেন, তবে কি তা তোমাদের জন্য যথেষ্ট হবে না?’ হাঁ, নিষ্ঠয়, যদি তোমরা ধৈর্য ধর আর সাবধান হয়ে চল, তবে হঠাৎ করে আক্রান্ত হলে তোমাদের

প্রতিপালক তোমাদেরকে সাহায্য করবেন পাঁচ হাজার চিহ্নিত ফেরেশতা দিয়ে। আর আল্লাহ্ তোমাদের জন্য এ-সুসংবাদ দিয়েছেন যাতে তোমাদের মন আশৃষ্ট হয়। আর শক্তিমান ও তত্ত্বজ্ঞানী আল্লাহর কাছ ছাড়া কোনো সাহায্য নেই। তিনি অবিশ্বাসীদের এক অংশকে ছেঁটে ফেলতে চান যেন তারা নিরাশ হয়ে ফিরে যায়। তিনি তাদের ক্ষমা করবেন, না শাস্তি দেবেন, সে-ব্যাপারে তোমার কিছু করার নেই; কারণ তারা তো সীমালঙ্ঘনকারী।

— ও সুরা আল-ই-ইমরান : ১২১-১২৮

আর তোমরা সাহস হারিয়ো না ও দৃঢ় করো না। তোমারই হবে শ্রেষ্ঠ, যদি তোমরা বিশ্বাসী হও। তোমাদের যদি কোনো আগ্রাত লেগে থাকে তবে অনুরূপ আগ্রাত তাদেরও তো লেগেছে। আর মানুষের মধ্যে এ (সংকটময়) দিনগুলোর পর্যায়ক্রমে আমি অদলবদল করে থাকি, যাতে আল্লাহ্ বিশ্বাসীদেরকে জানতে পারেন ও তোমাদের মধ্য থেকে কিছুকে সাক্ষী করে রাখতে পারেন। আর আল্লাহ্ সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে ভালোবাসেন না ; আর যাতে আল্লাহ্ বিশ্বাসীদের শোধরাতে পারেন ও অবিশ্বাসীদের নিশ্চিহ্ন করতে পারেন। তোমরা কি মনে কর যে, তোমরা জানাতে প্রবেশ করবে, যতক্ষণ না আল্লাহ্ জানেন তোমাদের মধ্যে কে জিহাদ করেছে ও কে ধৈর্য ধরেছে ! আর তোমরা তো মৃত্যু কামনা করতে মৃত্যুর সম্মুখীন হওয়ার পূর্বে। এখন তো তোমরা তা চোখে দেখছ ?

— ও সুরা আল-ই-ইমরান : ১৩৯-১৪৩

আর আল্লাহ্ অবশ্য তোমাদের সঙ্গে তাঁর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছিলেন, যখন তোমরা আল্লাহর অনুমতিক্রমে তাদের হাটিয়ে দিলে, যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা সাহস হারিয়েছিলে ও নির্দেশ সম্বন্ধে যতভেদ সৃষ্টি করেছিলে ও যা (বিজয়) তোমরা চাইছিলে তা তোমাদেরকে দেখানো সঙ্গেও তোমরা অবাধ্য হয়েছিলে। তোমাদের কেউ ইহকাল চেয়েছিলে ও কেউ-কেউ পরকাল চেয়েছিল। সুতরাং তোমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য তিনি তোমাদেরকে তার থেকে ফিরিয়ে দিলেন। তবুও তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করলেন। আর আল্লাহ্ তো বিশ্বাসীদেরকে অনুগ্রহ করেন।

(শ্মরণ করো) তোমরা কেমনভাবে পালিয়ে যাচ্ছিলে ও পিছনে কারও প্রতি লক্ষ করছিলে না, যদিও রসূল তোমাদেরকে পেছন দিক থেকে ভাকছিলেন, তাই তিনি তোমাদেরকে দৃঢ়থের ওপর দৃঢ় দিলেন যাতে তোমরা যা হারিয়েছ বা যে-বিপদ তোমাদের ওপর এসেছে তার জন্য তোমরা দৃঢ় না কর। তোমরা যা কর আল্লাহ্ তা ভালোই জানেন।

তারপর তিনি তোমাদের দৃঢ়থের পর নিরাপত্তা দিলেন, যা তোমাদের একদলকে আচ্ছন্ন করেছিল আর একদল জাহেলের [প্রাক-ইসলামি অঙ্গের] মতো আল্লাহর সম্পর্কে অবাস্তুর ধারণা করে নিজেরাই নিজেদেরকে ব্যতিব্যস্ত করেছিল এই বলে যে, ‘আমাদের কি কিছু করবার আছে ?’

বলো, ‘সবকিছুই আল্লাহরই অধীন !’

যা তারা তোমার কাছে প্রকাশ করে না তা তারা তাদের অন্তরে গোপন রাখে। তারা বলত, ‘যদি এ ব্যাপারে আমাদের কোন কিছু করার ধাকত তবে এখানে মারা পড়তাম না।’

বলো, ‘যদি তোমরা তোমাদের ঘরে থাকতে তবুও নিঃহত হওয়া যাদের অবধারিত ছিল তারা বের হয়ে সেখানে যেত যেখানে তাদের (শেষ) শয্যা নেওয়ার কথা, আর আল্লাহ্ এভাবে

তোমাদের মনে যা আছে তা পরীক্ষা করেন ও তোমাদের হাদয়ে যা আছে তা পরিশোধন করেন। মনে যা আছে আল্লাহ্ তা ভালো করেই জানেন।'

যেদিন দুদল পরম্পরের ঘোকাবিলা করেছিল সেদিন যারা পালিয়ে গিয়েছিল, শয়তানই তাদের পদস্থলন ঘটিয়েছিল তাদের কাজের জন্য। আল্লাহ্ ক্ষমা করেন, বড়ই সহশীল।

হে বিশ্বাসিগণ ! যারা অবিশ্বাস করে তাদের মতো হয়ে যেয়ো না, আর যখন তাদের ভাইয়েরা দেশেবিদেশে যোরে বা যুদ্ধে যোগ দেয় তখন তারা তাদের সম্পর্ক বলে, 'তারা যদি আমাদের কাছে থাকত তবে তারা মরত না।' এভাবে আল্লাহ্ তাদের মনে হা-হৃতাশ সৃষ্টি করেন। আল্লাহই তো জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান। তোমরা যা কর আল্লাহ্ তা দেখেন।

আর যদি তোমরা আল্লাহর পথে নিহত হও বা মৃত্যুবরণ কর তবে তারা যা জ্ঞমা করে তার চেয়ে ভালো আল্লাহর ক্ষমা ও দয়া। আর তোমাদের মৃত্যু হলে বা তোমরা নিহত হলে তোমাদের আল্লাহর কাছে একত্র করা হবে।

আল্লাহর দ্যায় তুমি তাদের ওপর নরম হয়েছিলে। যদি তুমি ঝাঢ় ও কাঠোর হতে তবে তারা তোমার আশপাশ হতে সারে পড়ত। সুতরাং তাদেরকে ক্ষমা করো ও তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো আর কাজেকর্মে তাদের সাথে পরামর্শ করো। আর তুমি কোনো সংকল্প গ্রহণ করলে আল্লাহর প্রতি নির্ভর করবে। আল্লাহই তো নির্ভরশীলদেরকে ভালোবাসেন।

আল্লাহ্ তোমাদেরকে সাহায্য করলে কেউই তোমাদের ওপর জয়ী হবে না। আর তিনি তোমাদেরকে সাহায্য না করলে তিনি ছাড়া আর কে আছে যে তোমাদেরকে সাহায্য করবে ? আর বিশ্বাসীদের আল্লাহই ওপর নির্ভর করা উচিত।

নবি অন্যায়ভাবে কেনো বস্তু গোপন করবে, এ অস্বীকৃত ! আর যে অন্যায়ভাবে কিছু গোপন করবে, যা সে অন্যায়ভাবে গোপন করেছিল, কিয়ামতের দিন সে তা নিয়ে উপস্থিত হবে। তারপর প্রত্যেকে যে যা অর্জন করেছে তা পূর্ণ মাত্রায় দেওয়া হবে। তাদের প্রতি কেন জুনুম করা হবে না। আল্লাহ্ যার ওপর সন্তুষ্ট, যে তারই অনুসূরণ করে সে কি ওর মতো যে আল্লাহর ক্ষেত্রে পাত্র আর জাহানামই যার বাসস্থান ? আর সে কতই-না খারাপ আশ্রয় ! আল্লাহর কাছে তারা বিভিন্ন মর্যাদার আর তারা যা করে আল্লাহ্ তা দেখেন।

আল্লাহ্ তাদের নিজেদের মধ্য থেকে রসূল পাঠিয়ে অবশ্যই বিশ্বাসীদের অনুগ্রহ করেছেন। সে তাঁর আয়তগুলো তাদের কাছে আবৃত্তি করে, তাদের পরিশোধন করে আর কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেয় ; আর তারা তো পূর্বে স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে ছিল। যখন তোমাদের ওপর (ওছদের যুদ্ধের) বিপদ এসেছিল, যার হিগুণ বিপদ (ইতিপূর্বে বদরের যুদ্ধে) তোমরা ঘটিয়েছিলে, তখন তোমরা বলেছিলেন, 'এ কোথেকে এল ?'

বলো, 'এ তোমাদের নিজেদেরই কাছ থেকে'। আল্লাহই তো সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

যেদিন দুদল পরম্পরের সম্মুখীন হয়েছিল সেদিন তোমাদের যে-বিপর্যয় ঘটেছিল, তা আল্লাহর অনুমতিক্রমেই ঘটেছিল, যাতে তিনি বিশ্বাসীদেরকে জানতে পারেন ও মুশাফিকদেরকেও জানতে পারেন।

আর তাদেরকে বলা হয়েছিল, 'এসো, তোমরা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করো বা রুখে দাঁড়াও।' তারা বলেছিল, 'যদি আমরা যুদ্ধ করতে জানতাম তবে তো নিশ্চয় তোমাদের অনুসূরণ করতাম।'

সেদিন তারা বিশ্বাসের চেয়ে অবিশ্বাসের বেশি কাছে ছিল। যা তাদের অন্তরে নেই তা তারা মুখে বলে, তারা যা গোপন রাখে আল্লাহ্ তা ভালো করেই জানেন। যারা (ধরে) বসে বসে তাদের ভাইদের সম্বক্ষে বলত যে তারা তাদের কথামতো চললে নিহত হত না, তাদেরকে বলো, ‘যদি তোমরা সত্য কথা বলো তবে নিজেদেরকে মৃত্যু থেকে বাঁচাও।’

যারা আল্লাহ্ পথে নিহত হয়েছে তাদেরকে কখনই মত মনে কোরো না, বরং তারা তাদের প্রতিপালকের দৃষ্টিতে জীবিত ও তারা জীবিকাপ্রাণ। আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহে তাদের যা দিয়েছেন তাতে তারা আনন্দিত। আর (যুক্তের সময়) তাদের পিছনের যারা এখনও তাদের সাথে মিলিত হয়নি, তাদের জন্য আনন্দ প্রকাশ করে এ জন্য যে তাদের কোনো ভয় নেই আর তারা দুঃখও পাবে না। আল্লাহ্ উপকার ও অনুগ্রহের জন্য তারা আনন্দ প্রকাশ করে, আর নিশ্চয় আল্লাহ্ বিশ্বাসীদের শ্রমফল নষ্ট করেন না।

আঘাত পাবার পর যারা আল্লাহ্ ও রসূলের ডাকে সাড়া দিয়েছে, তাদের মধ্যে যারা সৎকর্ম করে আর সাবধান হয়ে চলে তাদের জন্য রয়েছে মহাপুরুষ্কার। তাদেরকে লোকে বলেছিল, ‘তোমাদের বিরুদ্ধে লোক জ্ঞায়েত হয়েছে, সুতরাং তোমরা তাদেরকে ভয় কর।’ কিন্তু এ তাদের বিশ্বাসকে আরও দৃঢ় করেছিল আর তারা বলেছিল, ‘আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট; আর তিনি কত ভালো কর্মবিধায়ক। তারপর তারা আল্লাহ্ অবদান ও অনুগ্রহ নিয়ে ফিরে এসেছিল, কোনো অনিষ্ট তাদের স্পর্শ করেনি। আর আল্লাহ্ যাতে সম্মুষ্ট তারা তারই অনুসূরণ করেছিল। আর আল্লাহতো মহা অনুগ্রহশীল। — ৩ সুরা আল-ই-ইমরানঃ ১৫২-১৭৪

কঠোরঃ ‘তুমি সংযতভাবে পা ফেলো আর তোমার গলার আওয়াজ নিচু করো; গলার আওয়াজের মধ্যে গর্দতের গলাই সবচেয়ে শুক্তিকর্তৃ।’ — ৩১ সুরা লুক্যানঃ ১৯

কন্যা, পুত্র বা বন্ধুত্বঃ আকাশ ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব আল্লাহরই। তিনি যা ইচ্ছা তা-ই সৃষ্টি করেন। তিনি যাকে ইচ্ছা কন্যা বা পুত্র দান করেন বা পুত্র ও কন্যা দুই-ই দান করেন। আর যাকে ইচ্ছা তিনি বন্ধ্য করে দেন। নিশ্চয়ই তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান। — ৪২ সুরা শুরুঃ ৪৯-৫০

কবরঃ প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা তোমাদের মোহাজেল ক'রে রাখে, যতক্ষণ না তোমরা কবরের সম্মুখীন হও। — ১০২ সুরা তাকাসুরঃ ১-২

তবে সে কি জ্ঞানে না সেই সময় সম্পর্কে যখন কবরে যা আছে তা ওঠানো হবে ও অস্তরে যা আছে তার প্রকাশ করা হবে? সেদিন ওদের কী ঘটবে ওদের প্রতিপালক অবশ্যই তা ভালো করেই জানেন। — ১০০ সুরা আদিয়াতঃ ৯-১১

... তারপর তিনি তার (মানুষের) মৃত্যু ঘটান ও তাকে কবরস্থ করেন। এরপর যখন ইচ্ছা তিনি তাকে পুনর্জীবিত করবেন। — ৮০ সুরা আবাসাঃ ২১-২২

সেদিন ওরা কবর থেকে বিক্ষিপ্ত পঙ্কজালের ন্যায় বের হবে অপমানে চোখ নিচু করে, ওরা আহ্বানকারীর দিকে ছুটে আসবে ভীতিবিহীন হয়ে...। — ৫৪ সুরা কমরঃ ১-

যখন শিঙ্কায় ফুঁ দেওয়া হবে তখনই মানুষ কবর থেকে তাদের প্রতিপালকের দিকে ছুটে আসবে। ওরা বলবে, “হায়, দুর্ভোগ আমাদের! কে আমাদেরকে দুষ থেকে ওঠাল?... — ৩৬ সুরা ইয়াসিনঃ ৫১-৫২

যেদিন মানুষ বের হয়ে পড়বে আর আল্লাহর কাছে ওদের কিছুই গোপন থাকবে না। (বলা হবে), ‘আজ কর্তৃত কার ? এক পরাক্রমশালী আল্লাহরই’ — ৪০ সুরা মুমিন : ১৬

সেদিন ওরা কবর থেকে দ্রুতবেগে বের হবে, মনে হবে ওরা কোনো একটি লক্ষ্যস্থলের দিকে দৌড়ে যাচ্ছে। — ৭০ সুরা মাআরিজ : ৪৩

আর যখন কবর উলটানো হবে তখন প্রত্যেকে জানবে সে আগে কী পাঠিয়েছিল আর পেছনে কী রেখে এসেছে। — ৮২ সুরা ইনফিতার : ৪-৫

কিয়ামত ঘটবেই। এতে কোন সন্দেহ নেই। আর কবরে যারা আছে তাদেরকে আল্লাহ আবার ঠাঠবেন। — ২২ সুরা ইজ : ৭

কবি : আমি রসূলকে কাব্য রচনা করতে শেখাই নি, আর এ তার পক্ষে শোভনীয় নয়। এ তো কেবল এক উপদেশ ও সুস্পষ্ট কোরান। — ৩৬ সুরা ইয়াসিন : ৬৯

আর যারা বিভাস্ত তারা কবিদের অনুসরণ করে। তুমি কি দেখ না ওরা সকল উপত্যকায় (লক্ষ্যহীনভাবে) ঘূরে বেড়ায় আর যা বলে তা করে না ? (তারা বিভাস্ত নয়) যারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে, বারবার আল্লাহকে স্মরণ করে এবং জুলুম হলে তার প্রতিশোধ নেয়। আর যারা জুলুম করে, তারা শীঘ্রই জানবে তাদের যাবার জায়গা কেথায় ? — ২৬ সুরা শোআরা : ২২৪-২২৭

আর (ওরা) বলত, ‘আমরা কি এক পাগল কবির কথায় আমাদের উপাস্যদেরকে বাদ দেব ?’ — ৩৭ সুরা সাফ্ফাত : ৩৬

ওরা বলল, ‘সব অলীক কঙ্গনা ! না, সে এ বানিয়েছে। না, সে তো এক কবি। সুতরাং সে আমাদের কাছে এক নির্দশন আনুক যেমন নির্দশন দিয়ে পূর্বসূরিদের পাঠানো হয়েছিল।’ — ২১ সুরা আশ্বিয়া : ৫

এ (কোরান) তো এক সম্মানিত বার্তাবাহকের মাধ্যমে পাঠানো হয়েছে। এ কোনো কবির রচনা নয়। যদিও তোমরা তা অল্পই বিশ্বাস কর। — ৬৯ সুরা হাক্কা : ৪০-৪১

কর্জে হাসানা : ... তোমরা নামাজ কায়েম কর, জ্ঞানাত দাও আর আল্লাহকে দাও কর্জে হাসানা [উত্তম ঋণ]। তোমাদের আত্মার মঙ্গলের জন্য তোমরা যা-কিছু ভালো আগে পাঠাবে, পরিবর্তে তোমরা তার চেয়ে আরও ভালো ও বড় পুরস্কার পাবে আল্লাহর কাছে। আর তোমরা ক্ষমা প্রার্থনা করো আল্লাহর কাছে। আল্লাহ তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। — ৭৩ সুরা মুজজাফ্ফল : ২০

কে সে যে আল্লাহকে উত্তম ঋণ দেবে ? আল্লাহ তার জন্য এ বহুগুণে বাড়িয়ে দেবেন। আর আল্লাহই (জীবিকা) কমান বা বাড়ান। আর তোমাদেরকে তাঁরই কাছে ফিরিয়ে নেওয়া হবে। — ২ সুরা বাকারা : ২৪৫

কে আছে যে আল্লাহকে দেবে উত্তম ঋণ ? তা হলে তিনি বহুগুণে তার জন্য একে বৃক্ষি করবেন এবং তার জন্য রয়েছে মহাপুরস্কার। — ৫৭ সুরা হাদিদ : ১১

দানশীল পুরুষ ও নারী এবং যারা আল্লাহকে উত্তম ঋণ দান করে তাদের দেওয়া হবে বহুগুণ বেশি আর তাদের জন্য রয়েছে মহাপুরস্কার। — ৫৭ সুরা হাদিদ : ১৮

যদি তোমরা আল্লাহকে উত্তম ঝণ দাও তিনি তোমাদের জন্য তা বহুগুণে বাড়িয়ে দেবেন, আর তিনি তোমাদের ক্ষমা করবেন। আল্লাহ তো গুণগ্রাহী, সহিষ্ণু। — ৬৪ সূরা তাগাবুন : ১৭

কর্মফল ও হিসাব : যখন (হিসাবের) কিতাব খোলা হবে, যখন আকাশের ঢাকনা সরানো হবে, যখন জাহানামে আগুন উসকানো হবে, আর যখন জান্মাতকে কাছে আনা হবে তখন প্রত্যেক ব্যক্তিই জানবে সে কী নিয়ে এসেছে। — ৮১ সূরা তাকভির : ১০-১৪

আকাশ ও পৃথিবীতে যা আছে তা আল্লাহই রয়েছে। যারা মন্দ কাজ করে তাদেরকে দেন তিনি মন্দ ফল, আর যারা সৎকর্ম করে তাদেরকে দেন উত্তম পুরস্কার। — ৫৩ সূরা নাজিম : ৩১

তুম কি দেখেছ তাকে যে মুখ ফিরিয়ে নেয়, আর দান করে সামান্যই, তারপর হয়ে যায় পায়াগহান্দয় ? তার কি অদ্যেয়ের জ্ঞান আছে যে সে জানবে ? তাকে কি জানানো হয়নি যা আছে মুসার গৃহে, এবং ইন্দ্ৰাহিমের গৃহে, যে (ইন্দ্ৰাহিম) তার দায়িত্ব পালন করেছিল ? তা এই যে, কেউ অপরের বোৰা বইবে না। আর মানুষ তা-ই পায় যা সে করে। তার কাজের পরীক্ষা হবে, তারপর তাকে পুরো প্রতিদান দেওয়া হবে। — ৫৩ সূরা নাজিম : ৩৩-৪১

যারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে তাদের জন্য আছে জানাত যাব নিচে বইবে নদী। এ-ই মহাসাফল্য। — ৮৫ সূরা বৃক্ষজ : ১১

শ্মরণ রেখো, দুজন ফেরেশতা তার ডানে ও বামে বসে তার কাজকর্ম লিখে রাখে। মানুষ যে-কথাই উচ্চারণ করে তা লিখে রাখার জন্য তৎপর প্রহরী তাদের কাছেই রয়েছে। — ৫০ সূরা কাফ : ১৭-১৮

তার সঙ্গী (ফেরেশতা) বলবে, ‘এই (হিসাবের কিতাব) যা আমি প্রস্তুত রেখেছি। — ৫০ সূরা কাফ : ২৩

ওদের সব কার্যকলাপ (হিসাবের) জ্বুরে (কিতাবে) আছে। ছোট ও বড় সবকিছুই তাতে লেখা আছে। — ৫৪ সূরা কামার : ৫২-৫৩

তারপর যাদের কাছে (রসূল) পাঠানো হয়েছিল তাদেরকে আমি অবশ্যই জিজ্ঞাসা করব ও রসূলদেরকেও জিজ্ঞাসা করব। তারপর জানামতে আমি তাদের কার্যবলী তাদের কাছে বিব্রত করব। আর আমি তো অনুপস্থিত ছিলাম না ! সেদিন ওজন ঠিকভাবেই করা হবে। যাদের পাল্লা ভারী হবে তারাই হবে সফলকাম। আর যাদের পাল্লা হালকা হবে তারাই হবে ক্ষতিগ্রস্ত ; কারণ, তারা আমার নির্দর্শন প্রত্যাখ্যান করেছিল। — ৭ সূরা আরাফ : ৬-৯

তাদের কর্ম নিষ্কল হবে যারা আমার নির্দর্শনসমূহ ও পরিকালের সাক্ষাৎকে মিথ্যা বলে। তারা যা করে সেইমতো কি তাদের প্রতিফল দেওয়া হবে না ? — ৭ সূরা আরাফ : ১৪৭

আমি মৃতকে জীবিত করি, আর লিখে রাখি ওরা যা আগে পাঠায় ও ওদের যে-পায়ের চিহ্ন (পেছনে) রেখে যায়। এক সুস্পষ্ট গৃহে সব আমি সংরক্ষণ করে রেখেছি। — ৩৬ সূরা ইয়াসিন : ১২

যারা আল্লাহর কিতাব আবস্তি করে, নামাজ কায়েম করে এবং আমি তাদের জীবনের যে উপকরণ দিয়েছি তার থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে, তারাই আশা করতে পারে তাদের ব্যবসা ব্যর্থ হবে না — এজন্য যে, আল্লাহ তাদের কর্মের পূর্ণ প্রতিফল দেবেন

এবং তিনি নিজ অনুগ্রহে আরও বেশি দেবেন। তিনি তো ক্ষমাশীল, গুণগ্রাহী।
— ৩৫ সুরা ফাতির : ২৯-৩০

আল্লাহ মানুষকে তাদের কৃতকর্মের জন্য শাস্তি দিলে পৃথিবীতে জীবিত কাউকেই
রেহাই দিতেন না। কিন্তু তিনি এক নিদিষ্টকাল পর্যন্ত তাদের অবকাশ দিয়ে থাকেন।
তাদের সময় পূর্ণ হলে তারা জানতে পারবে, আল্লাহ তাঁর দাসদের ওপর দৃষ্টি রাখেন।
— ৩৫ সুরা ফাতির : ৪৫

যে-কেউ সৎকর্ম করবে সে আরও ভালো প্রতিফল পাবে আর সেদিন ওরা সকল
শক্তকা থেকে নিরাপদ থাকবে। যে-কেউ মন্দ কাজ করবে তাকে মুখ নিচে করিয়ে
আগুনে ফেলা হবে আর ওদের বলা হবে ‘তোমরা যা করতে তারই প্রতিফল ভোগ করছ।’
— ২৭ সুরা নমল : ৮৯-৯০

যে-কেউ সৎকাজ করে সে তার কাজের চেয়ে বেশি ফল পাবে, আর যে মন্দ কাজ করে
সে তো কেবল তার কাজের অনুপাতে শাস্তি পাবে। — ২৮ সুরা কাসাস : ৮৪

প্রত্যেক মানুষের কৃতকর্ম আমি তার গ্রীবালগ্ন করেছি ও কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য
একটি (হিসাবের) কিতাব বার করে দেব যা সে খোলা পাবে। আমি বলব, ‘তুমি তোমার
কিতাব পড়ো, আজ তুমি নিজেই তোমার হিসাবনিকাশের জন্য যথেষ্ট।’ — ১৭ সুরা বনি-
ইসরাইল : ১৩-১৪

স্মরণ করো সেদিনকে যখন আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়কে ওদের নেতাসহ আহ্বান
করব। যাদের ডান হাতে তাদের (হিসাবের) কিতাব দেওয়া হবে, তারা তাদের
(হিসাবের) কিতাব পাঠ করবে ও তাদের ওপর সামান্য পরিমাণে জুনুম করা হবে না।
— ১৭ সুরা বনি-ইসরাইল : ১১

যারা ভালো কাজ করে তাদের জন্য আছে মঙ্গল ও আরও কিছু। কালিমা ও ইন্তা
ওদের মুখকে আচম্ব করবে না। ওরাই হবে জান্নাতের অধিবাসী, সেখানে ওরা থাকবে
চিরকাল। আর যারা মন্দ কাজ করে তাদের প্রতিফল অনুরূপ মন্দ, আর তাদের ইন্তা
আচম্ব করবে, আল্লাহর কাছ থেকে কেউ ওদেরকে রক্ষা করার থাকবে না। ওদের মুখ যেন
অঙ্ককার রাতের আস্তরণে ঢাকা। ওরা অগ্নির অধিবাসী, সেখানে ওরা থাকবে চিরকাল। —
১০ সুরা ইউনুস : ২৬-২৭

সেদিন তাদের প্রত্যেককে তার পূর্ব কৃতকর্ম সম্বন্ধে জানানো হবে ও তাদের প্রকৃত
অভিভাবক আল্লাহর কাছে তাদেরকে ফিরিয়ে আনা হবে; আর তাদের বানানো মিথ্যা তাদের
কাছ থেকে স'রে যাবে। — ১০ সুরা ইউনুস : ৩০

তারপর তাদের প্রকৃত প্রতিপালকের কাছে তাদের আনা হবে। মনে রেখো, হুবুম তো
তাঁরই; আর হিসাব গ্রহণে তিনিই সবচেয়ে তৎপর। — ৬ সুরা আনআম : ৬২

আর প্রত্যেকে যা করে সেই অনুসারে তার স্থান নির্ধারিত রয়েছে। আর ওরা যা করে
সে-সম্বন্ধে তোমার প্রতিপালক জানেন না এমন নয়। — ৬ সুরা আনআম : ১৩২

কেউ কোনো সৎ কাজ করলে সে তার দশগুণ পাবে আর কেউ কোন অসৎকাজ করলে
তাকে শুধু তাঁরই প্রতিফল দেওয়া হবে, আর তারা অত্যাচারিত হবেন। — ৬ : ১৬০

বলো, ‘হে আমার বিশ্বাসী দাসগণ ! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় করো। যারা এ-পথিবীতে কল্যাণ কাজ করে তাদের জন্য রয়েছে ভালো। আল্লাহর পথিবী প্রশংস্ত। হৈযশীলদেরকে তো অশেষ পুরস্কার দেওয়া হবে।’ — ৩৯ সুরা জুমার : ১০

যারা সীমালভ্যন করেছে, কিয়ামতের দিন কঠিন শাস্তি থেকে মুক্তির জন্য পণ হিসাবে পথিবীর সবকিছু ওদের থাকে ও তার সাথে সমপরিমাণ আরও থাকে তবুও (তাদের কাছ থেকে তা নেওয়া হবে না), আর তাদের ওপর আল্লাহর কাছ থেকে এমন শাস্তি এসে পড়বে যা ওরা কল্পনাও করে নি। ওদের কৃতকর্মের মন্দ ফল ওদের কাছে প্রকাশ হয়ে পড়বে; আর ওরা যা নিয়ে ঠাট্টাবিদ্রূপ করত তা ওদেরকে ঘিরে রাখবে। — ৩৯ সুরা জুমার : ৪৭-৪৮

ওরা ওদের কর্মের মন্দফল ভোগ করেছে, এদের মধ্যে যারা সীমালভ্যন করে তারাও তাদের কর্মের মন্দফল ভোগ করবে, আর আল্লাহর শাস্তিকে বাধা দিতে পারবে না। — ৩৯ সুরা জুমার : ৫১

প্রত্যেক কৃতকর্মের পূর্ণ প্রতিফল দেওয়া হবে। ওরা যা করে আল্লাহ তা ভালো করেই জানেন। — ৩৯ সুরা জুমার : ৭০

যে সৎকর্ম করে সে নিজের ভালোর জন্যই তা করে, আর কেউ মন্দকর্ম করলে তার প্রতিফল সে-ই ভোগ করবে। তোমার প্রতিপালক তো তাঁর দাসদের ওপর জুলুম করেন না। — ৪১ হা�-ফিদ-সিজদা : ৪৬

তোমাদের যে বিপদআপদ ঘটে তা তো তোমাদের কৃতকর্মেরই ফল, আর তিনি তোমাদের অনেক অপরাধ ক্ষমা করে দেন। — ৪২ সুরা শুরা : ৩০

আল্লাহ আকাশ ও পথিবী সৃষ্টি করেছেন যথাযথভাবে যাতে প্রত্যেক ব্যক্তি তার কর্মানুযায়ী ফল পেতে পারে, কারও ওপর জুলুম করা হবে না। — ৪৫ সুরা জাসিয়া : ২২

আকাশ ও পথিবীর সার্বভৌমত আল্লাহরই। যেদিন কিয়ামত হবে সেদিন মিথ্যান্ত্যীরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে, আর প্রত্যেক সম্প্রদায় হবে তায়ে নতজানু। প্রত্যেক সম্প্রদায়কে তাদের (হিসাবের) কিতাব দেখতে ডাকা হবে ও বলা হবে, ‘তোমরা যা করতে আজ তারই প্রতিফল দেওয়া হবে।’ এ (হিসাবের) কিতাব আমার কাছে সংরক্ষিত, যা তোমাদের বিরুদ্ধে সত্য সাক্ষ্য দেবে। তোমরা যা করতে আমি তা লিখে রেখেছিলাম। — ৪৫ সুরা জাসিয়া : ২৭-২৯

যারা বলে, ‘আমাদের প্রতিপালক তো আল্লাহ’ ও এ-বিশ্বাসে যারা অবিচলিত থাকে তাদের কোনো ভয় নেই ও তারা দুঃখিতও হবেনা। তারাই জাগ্রাতের অধিকারী, সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে, এ-ই তাদের কর্মফল। — ৪৬ সুরা আহকাফ : ১৩-১৪

প্রত্যেকের স্থান তার কর্ত্তব্য অনুযায়ী। এইজন্য যে আল্লাহ প্রত্যেকের কর্মের পূর্ণ প্রতিফল দেবেন আর তাদের কারও প্রতি কোন জুলুম করা হবে না। — ৪৬ সুরা আহকাফ : ১৯

আর উপস্থিত করা হবে (হিসাবের) কিতাব আর ওতে যা লেখা আছে তার জন্য তুমি দেবাদেরকে আতঙ্কগ্রস্ত দেখবে। আর ওরা বলবে, ‘হায়, দুর্ভোগ আমাদের ! এ কেমন কিতাব। এ তো ছোটবড় কিছুই বাদ দেয়নি, বরং এ সবেরই হিসাব রেখেছে।’ ওরা ওদের কৃতকর্ম সামনে হাজির পাবে। তোমার প্রতিপালক কারও ওপর জুলুম করেন না। — ৪৮ সুরা কাহাফ : ৪৯

বিশ্বাসী হয়ে পুরুষ ও নারীর মধ্যে যে—কেউ সংকর্ম করবে তাকে আমি নিশ্চয়ই আনন্দপূর্ণ জীবন দান করব। আর তাদের কর্মের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার তাদেরকে দান করব। — ১৬ সুরা নাহল : ১৭

স্মরণ করো সেদিনকে যেদিন নিজের সপক্ষে প্রত্যেকে যুক্তি উপস্থিত করবে আর প্রত্যেককে তার কৃতকর্মের পূর্ণফল দেওয়া হবে ও তাদের ওপর জুলুম করা হবে না। — ১৬ সুরা নাহল : ১১১

এ এজন্য যে, আল্লাহ প্রত্যেকের কৃতকর্মের প্রতিফল দেবেন। আল্লাহ তো হিসাব গ্রহণে তৎপর। — ১৪ সুরা ইব্রাহিম : ৫১

মানুষের হিসাবনিকাশের সময় আসন্ন, কিন্তু ওরা উদাসীনতায় মুখ ফিরিয়ে রায়েছে। — ২১ সুরা আল্বিয়া : ১

আর কিয়ামতের দিন আমি ন্যায়বিচারের মানদণ্ড স্থাপন করব। সুতরাং কারও ওপর কোনো অবিচার করা হবে না, আর যদি তিলপরিমাণ ওজনেরও কাজ হয় তবুও তা আমি উপস্থিত করব। হিসাব গ্রহণ করতে আমিই যথেষ্ট। — ২১ সুরা আল্বিয়া : ৪৭

সুতরাং কেউ সংকর্ম করলে ও বিশ্বাস করলে তার কর্মপ্রচেষ্টা অগ্রহ্য হবে না, আর আমি তো তা লিখে রাখি। — ২১ সুরা আল্বিয়া : ৯৪

আর যারা বিশ্বাস করে, তাদের সন্তানসন্ততি বিশ্বাসে তাদের অনুসরণ করলে আমি তাদেরকে মিলিত করব তাদের সন্তানসন্ততির সাথে। আর তাদের কর্মফল কমানো হবে না। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ কৃতকর্মের জন্য দায়ী। — ৫২ সুরা তুর : ২১

তখন যার (হিসাবের) কিতাব তার ডান হাতে দেওয়া হবে সে বলবে, ‘নাও আমার (হিসাবের) কিতাব আর পড়ে দেখ। আমি জানতাম যে, আমাকে (আমার) হিসাবের সম্মুখীন হতে হবে।’ সুতরাং সে সুবী জীবনযাপন করবে সুমহান জান্মাতে, সেখানে ফল নিচু হয়ে ঝুলবে তার নাগালের মধ্যে। (বলা হবে) ‘বিগত চিনগুলোতে তুমি যা পাঠিয়েছিলে তার জন্য ত্রুটির সাথে পানাহার করো।’

কিন্তু যার (হিসাবের) কিতাব তার বাম হাতে দেওয়া হবে, সে বলবে, ‘হায়, আমাকে যদি আমার (হিসাবের) কিতাব না দেওয়া হতো। আর আমি যদি আমার হিসাব না জানতাম। হায়! আমার মৃত্যুই যদি আমার শেষ হতো। আমার ধনসম্পদ আমার কোনো কাজেই এল না। আমার ক্ষমতাও তো আমার কাছ থেকে সরে গেছে।’

ফেরেশতাদেরকে (বলা হবে) ‘ওকে ধরো। ওর গলায় বেড়ি পরিয়ে দাও, এবং ছুড়ে ফেলো জাহানামে।’ — ৬৯ সুরা হাকক্কা : ১৯-৩১

যাকে তার (হিসাবের) কিতাব ডান হাতে দেওয়া হবে তার হিসাবনিকাশ সহজেই হয়ে যাবে এবং খুশিমনে সে তার আপনজনদের কাছে ফিরে যাবে। আর যাকে তার (হিসাবের) কিতাব তার পিঠের পেছন দিক থেকে দেওয়া হবে, সে তার ধৰ্মসের জন্য বিলাপ করবে ও জাহানামে প্রবেশ করবে। সে তার আপনজনের মধ্যে নিশ্চিন্ত ছিল এবং ভাবত যে সে কখনই আল্লাহর কাছে ফিরে যাবে না। কিন্তু তার প্রতিপালক তো তার ওপর নজর রেখেছিলেন। — ৮৪ সুরা ইনশিকাক : ৭-১৫

মানুষের কাজকর্মের জন্য জলেস্থলে ফ্যাশান ছড়িয়ে পড়ে, তাই ওদের কোনো কোনো কর্মের শাস্তি ওদেরকে আশাদান করানো হয় যাতে ওরা সৎপথে ফিরে আসে। — ৩০ সুরা বুম : ৪১

আর যারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে আমি নিশ্চয় তাদের দোষত্রুটিগুলো দূর করে দেব এবং তাদেরকে কর্ম অনুযায়ী উভয় পুরস্কার দেব। — ২৯ সুরা আনকাবুত : ৭

ওরা কি চিন্তা করে না যে, ওদের আবার ঘটানো হবে সেই মহাদিনে যেদিন সব মানুষ দাঁড়াবে বিশ্বজগতের প্রতিপালকের সামনে? না, দুর্ভূতিকারীদের কৃতকর্ম তো থাকবে সিজিন-এ। সিজিন সম্পর্কে তুমি কি জান? এ এক লিখিত কর্মবিবরণী।

সেদিন মন্দ পরিণাম হবে যিখ্যাচারীদের যারা কর্মফলদিবসকে অস্বীকার করে। প্রত্যেক পাপীঞ্চ সীমালভনকারীই কেবল এ অস্বীকার করে, তার কাছে আমার আয়াত আবৃত্তি করা হলে সে বলে, ‘এ সেকালের উপকথা’! এ তো সত্য নয়, ওদের কৃতকর্মই ওদের হন্দয়ে মরচে ধরিয়েছে। সেদিন তো ওরা ওদের প্রতিপালকের কাছ থেকে দূরে থাকবে। তারপর ওরা জাহানামের আগুনে প্রবেশ করবে। তারপর বলা হবে, ‘এ-ই সেই যা তোমরা অস্বীকার করতে’! অবশ্যই সুকৃতিকারীদের কৃতকর্ম থাকবে ইল্লিহন-এ। ইল্লিহন সম্পর্কে তুমি কি জান? এ এক লিখিত কর্মবিবরণী যারা আল্লাহর সারিধ্যপ্রাপ্ত তারা (ফেরেশতারা) এ দেখবে। — ৮৩ সুরা মুতাফ্ফিফিন : ৪-২১

দুর্ভূতিকারীরা বিশ্বাসীদেরকে হাসিঠাটা করত এবং তারা যখন ওদের কাছ দিয়ে যেত তখন পরম্পর বাঁকা ঢেকে ইশারা করত। ওরা যখন ওদের নিষেদের লোকদের মধ্যে ফিরে আসত তখন উল্লসিত হয়ে ফিরত আর যখন ওরা তাদেরকে (বিশ্বাসীদেরকে) দেখত তখন বলত, ‘এরাই তো পথচাট!’ অথচ ওদেরকে তো তাদের (বিশ্বাসীদের) তস্তাবধায়ক করে পাঠানো হয়নি। আজ বিশ্বাসীরা অবিশ্বাসীদেরকে উপহাস করছে, তাদেরকে লক্ষ্য করছে উচু আসন থেকে। (তারা নিষেদের মধ্যে বলাবলি করছে), অবিশ্বাসীরা যা করত তার প্রতিফল পেল তো?’ — ৮৩ সুরা মুতাফ্ফিফিন : ২৯-৩৬

তারা যা অর্জন করেছে তার প্রাপ্য অংশ তাদেরই। আল্লাহ হিসাব গ্রহণে অত্যন্ত তৎপর। — ২ সুরা বাকারা : ২০২

আর তোমারা সেই দিনকে ভয় কর যেদিন তোমাদেরকে আল্লাহর কাছে ফিরিয়ে আনা হবে। তারপর প্রত্যেককে তার কর্মফল পুরোপুরি প্রদান করা হবে। আর তাদের কারও ওপর কোনো জুলুম করা হবে না। — ২ সুরা বাকারা : ২৮১

আকাশে ও পৃথিবীতে যা-কিছু আছে সবই আল্লাহর। তোমাদের মনে যা আছে তা প্রকাশ কর বা গোপন রাখ, আল্লাহ তার হিসাব তোমাদের থেকে নেবেন। তারপর যাকে ইচ্ছা তিনি ক্ষমা করবেন ও যাকে খুশি শাস্তি দেবেন। আল্লাহ তো সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। — ২ সুরা বাকারা : ২৮৪

আর যা-কিছু তারা তালো কাজ করেছে তার প্রতিদিন থেকে তাদেরকে কখনও বহিত করা হবে না। আল্লাহ তো সাবধানিদেরকে জানেন। — ৩ সুরা আল-ই-ইমরান : ১১৫

... কিয়ামতের দিন তোমাদের কর্মফল পুরো করে দেওয়া হবে। — ৩ : সুরা আল-ই-ইমরান : ১৮৫

...আল্লাহ্ তো তাড়াতাড়ি হিসাব নেন। — ৩ সুরা আল-ই-ইমরান : ১৯৯

... হিসাব গ্রহণে আল্লাহই যথেষ্ট। — ৪ সুরা নিসা : ৬

আল্লাহ্ অণুপরিমাণও ভুলুম করেন না। অণুপরিমাণ পৃথকর্ম হলেও আল্লাহ্ তাকে হিগুণ করে দেন এবং নিজের থেকে মহাপুরুষ্কার দান করেন। — ৪ সুরা নিসা : ৪০

তোমাদের খেয়ালখুশি ও কিতাবিদের খেয়ালখুশি অনুসারে কাজ হবে না, যে-কেউ মন্দ কাজ করবে সে তার প্রতিফল পাবে, আর আল্লাহ্ ছাড়া সে তার জন্য কোনো অভিভাবক ও সাহায্যকারী পাবে না। — ৪ সুরা নিসা : ১২৩

সেদিন মানুষ ভিন্ন দলে ভাগ হয়ে বের হবে যাতে তাদেরকে তাদের ক্রতৃকর্ম দেখানো যায়। কেউ অণুপরিমাণ সংকাজ করলে সে তা দেখবে আর কেউ অণুপরিমাণ অসংকাজ করলে তা-ও সে দেখবে। — ৯৯ সুরা জালজালা : ৬-৮

উন্নত কাঙ্গের জন্য উন্নত পুরুষ্কার ছাড়া আর কী হতে পারে? — ৫৫ সুরা রহমান : ৬০

আল্লাহ্ হিসাব গ্রহণে অত্যন্ত তৎপর। — ৫ সুরা মায়িদা : ৪

(তারা আল্লাহর মহিমা যোগণ করে) যাতে তারা যে সংকাজ করে তার জন্য আল্লাহ্ তাদের ভালো পুরুষ্কার দেন ও নিজ অনুগ্রহে তাদের প্রাপ্যের বেশি দেন। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা অপরিমিত জীবিকা দান করেন। যারা অবিশ্বাস করে তাদের কাজ মরুভূমির মরীচিকার মতো, পিপাসার্ত যাকে পানি মনে করে থাকে, সে ওর কাছে গেলে দেখবে তা কিছুই নয় এবং সেখানে সে পাবে আল্লাহকে। তারপর তিনি তার প্রতিফল তাঁর হিসাব মতোই দেবেন। আল্লাহ্ হিসাব গ্রহণে তৎপর। — ২৪ সুরা নূর : ৩৮-৩৯

কলম : আব্দি করো, আর তোমার প্রতিপালক মহিমাবিত, যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন, শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানত না। — ৯৬ সুরা আলাক : ৩-৫

নূর! শপথ কলম ও শপথ ওরা (ফেরেশ্তারা) যা লিখে তার! তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহে তুমি পাগল নও। — ৬৮ সুরা কলম : ১-২

কষ্ট, মঙ্গল ও আসান : আর আল্লাহ্ তোমাকে কষ্ট দিলে তিনি ছাড়া কেউ তা দূর করতে পারবে না। আর আল্লাহ্ যদি তোমার ভালো চান তবে তা কেউ রদ করতে পারবে না। তাঁর দাসদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তিনি মঙ্গল দান করেন। তিনি ক্ষমাশীল, পরমদয়ালু। — ১০ সুরা ইউনুস : ১০৭

আল্লাহ্ যদি তোমাকে কষ্ট দেন তবে তিনি ছাড়া আর কেউ তা দূর করতে পারবে না। আর যদি তিনি তোমার ভালো করেন তবে তিনিই তো সর্বশক্তিমান। আর তিনি পরাক্রমশালী নিজের দাসদের ওপর। আর তিনি তত্ত্বজ্ঞানী ও সবজাত্তা। — ৬ সুরা আন্তাম : ১৭-১৮

তাই কষ্টের সাথেই তো স্বষ্টি রয়েছে, কষ্টের সাথেই স্বষ্টি রয়েছে। অতএব যখন অবসর পাও তখন পরিশৃম করো, আর তোমার প্রতিপালকের প্রতি মনোনিবেশ করো। — ৯৪ সুরা ইনশিরাহ : ৫-৮

... আল্লাহ্ কষ্টের পর আসান দেন। — ৬৫ সুরা তালাক : ৭

কাফফারা [যা পাপ আব্দত করে] : কোনো বিশ্বাসীকে হত্যা করা কোনো বিশ্বাসীর জন্য সংগত নয়, তবে ভুল করে করলে তা স্বতন্ত্র। আর কেউ কোনো বিশ্বাসীকে ভুল করে

হত্যা করলে এক বিশ্বাসী দাস মুক্ত করা আর তার পরিজনবর্গকে রক্তপণ দেওয়া বিধেয়, যদি তারা ক্ষমা না করে। যদি সে (নিহত ব্যক্তি) তোমাদের শক্রপক্ষের লোক হয় ও বিশ্বাসী হয় তবে এক বিশ্বাসী দাস মুক্ত করা বিধেয়। আর যদি সে (নিহত ব্যক্তি) এমন এক সম্প্রদায়ভূক্ত হয় যার সাথে তোমরা চুক্তিবন্ধ তবে তার পরিজনবর্গকে রক্তপণ দেওয়া ও এক বিশ্বাসী দাস মুক্ত করা বিধেয়; আর যে সংগতিহীন সে একটানা দুশ্মাস রোজা রাখবে। তওবার জন্য এ আল্লাহর বিধান। আল্লাহ্ তো সর্বজ্ঞ, তত্ত্বজ্ঞানী।

— ৪ সুরা নিসা : ৯২

আল্লাহ্ তোমাদেরকে দায়ী করবেন না তোমাদের নির্বর্থক শপথের জন্য, কিন্তু যেসব শপথ তোমরা ইচ্ছা করে কর তিনি তোমাদের দায়ী করবেন সেইসবের জন্য। তারপর এর প্রায়শিক্তি : দশজন গরিবকে মাঝারি ধরনের খাবার দেওয়া যা তোমরা তোমাদের পরিজনদের খেতে দাও বা তাদেরকে কাপড় দেওয়া বা একজন দাসকে মুক্ত করা, আর যার সামর্থ্য নেই তার জন্য তিনি দিন রোজা করা। তোমরা শপথ করলে এই তোমাদের শপথের প্রায়শিক্তি। তোমরা তোমাদের শপথ রক্ষা করো। এ ভাবে আল্লাহ্ তোমাদের জন্য তাঁর নির্দশন বিশদভাবে বর্ণনা করেন যেন তোমরা ক্রতৃজ্ঞতা স্বীকার কর। — ৫ সুরা মায়দা : ৮৯

‘হে বিশ্বাসিগণ ! এহরামে থাকাকালে তোমরা শিকার-জল্লু বধ কোরো না। তোমাদের মধ্যে কেউ ইচ্ছা করে তা বধ করলে, যা বধ করল তার বদলা অনুরূপ গৃহপালিত জন্তু কাবাতে পাঠাতে হবে কোরবানির জন্য, যার ফয়সালা করবে দুজন ন্যায়পরায়ণ লোক। ওর প্রায়শিক্তি হবে দরিদ্রকে অনুদান করা বা সম্পরিমাণ রোজা করা যাতে সে নিজের ক্রতৃকর্মের ফল ভোগ করে। যা গত হয়েছে, আল্লাহ্ তা ক্ষমা করেছেন, আর কেউ তা আবার করলে আল্লাহ্ তাকে শাস্তি দেবেন। আর আল্লাহ্ তো পরাক্রমশালী দণ্ডবিধাতা।

— ৫ সুরা মায়দা : ৯৫

যারা নিজেদের সাথে জিহার করে [মায়ের পৃষ্ঠ-সদৃশ জ্ঞান করে অর্থাৎ মা বলে গণ্য করে] ও পরে তাদের উক্তি প্রত্যাহার করে তাদের প্রায়শিক্তি — যৌনকামনায় একে অপরকে স্পর্শ করার আগে একটি দাসের মুক্তি দেওয়া। তোমাদেরকে এ-নির্দেশ দেওয়া হল। তোমরা যা কর আল্লাহ্ তার খবর রাখেন। কিন্তু যার এ সমার্থ্য থাকবে না তার প্রায়শিক্তি — যৌনকামনায় একে অপরকে স্পর্শ করার পূর্বে একটানা দুশ্মাস রোজা করা, যে তা করতেও অসমর্থ সে ষাটজন গরিবকে খাওয়াবে। এ এজন্য যে তোমরা যেন আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলে বিশ্বাস কর। এগুলো আল্লাহর নির্ধারিত শাস্তি, আর অবিশ্বাসীদের জন্য রয়েছে মারাত্মক শাস্তি। — ৫৮ সুরা মুজাদলা : ৩-৪।

কাফের : [অবিশ্বাসী বা সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী] : আমি কি মুসলমানদেরকে অপরাধীদের সমান গণ্য করব ? তোমাদের কি হয়েছে ? এ তোমাদের কেমন বিচার ?

তোমাদের কাছে কি কোনো কিতাব আছে যেখানে তোমরা এই পড়েছে যে, তাতে তোমরা তা-ই পাবে যা তোমরা পছন্দ কর ? আমি কি তোমাদের সাথে কিয়ামত পর্যন্ত এমন কোনো প্রতিজ্ঞায় বাঁধা আছি যে, তোমরা নিজেদের জন্য যা স্থির করবে তা-ই পাবে ?

‘হে রসূল ! তুম ওদের জিজ্ঞাসা কর ওদের মধ্যে এ দাবির প্রতিষ্ঠাতা কে ? ওদের কি কোনো দেবদেবী আছে ? থাকলে, যদি ওরা সত্যবাদী হয়, ওরা ওদের দেবদেবীদের হাজির

করুক।' সেই দারুণ সংকটের দিন যেদিন ওদেরকে সিজদা করার জন্য ডাকা হবে, কিন্তু ওরা তা করতে পারবে না, অপমানে নিচের দিকে তাকিয়ে থাকবে অথচ ওরা যখন নিরাপদ ছিল তখন তো ওদের ডাকা হয়েছিল সিজদা করতে। — ৬৮ সুরা কলম : ৩৫-৪৩

অবিশ্বাসীরা যখন এই উপদেশবাণী শোনে তখন ওরা তোমার দিকে এমনভাবে তাকায় যেন তোমাকে আছড়ে মেরে ফেলবে, আর বলে, 'এ-তো এক পাগল।' — ৬৮ সুরা কলম : ৫১

বিলাসবস্তুর অধিকারী অবিশ্বাসীদেরকে আমার হাতে ছেড়ে দাও। আমার কাছে আছে শিকল, জ্বলন্ত আগুন, গলায় আটকে যায় এমন খাবার, আর কঠিন শাস্তি। — ৭৩ সুরা মুজ্জামিল : ১১-১৩

যেদিন শিঙ্গায় ফুঁ দেওয়া হবে সেদিন হবে এক সংকটের দিন। অবিশ্বাসীদের জন্য তা কঠিন। তাকে (সেই মানুষকে) আমার হাতে ছেড়ে দাও। যাকে আমি সৃষ্টি করেছি অসাধারণ ক'রে। তাকে আমি দিয়েছি বিপুল ধনসম্পদ ও নিত্যসঙ্গী পুত্রদের, আর স্বচ্ছ জীবনের প্রচুর উপকরণ। এরপরও সে কামনা করে যে, আমি তাকে আরও দিই। না তা হবে না, জেনেশুনে সে আমার নির্দশনের বিরোধিতা করতে বন্ধপ্রতিষ্ঠ। আমি তাকে এমন শাস্তি দিয়ে আছিম করব যা ক্রমেই বৃক্ষি পাবে।

সে তো চিন্তা ক'রে এই সিদ্ধান্তে এসেছে! অভিশপ্ত হোক সে, কেমন ক'রে সে এ সিদ্ধান্ত করল! আরও অভিশপ্ত হোক সে, কেমন করে সে এ সিদ্ধান্তে পৌছল!

সে আবার চেয়ে দেখল। তারপর সে জ্ঞানুষ্ঠিত করল ও মুখ বিকৃত করল। তারপর সে একবার পিছিয়ে গেল ও পরে দণ্ডভরে ফিরে এল আর বলল, 'এতো লোকপরম্পরায় প্রাপ্ত জাদু ছাড়া আর কিছু নয়। এতো মানুষেরই কথা!' আমি তাকে ছুড়ে ফেলব সাকার-এ। — ৭৪ সুরা মুদ্দাসস্মির : ৮-২৬

বলো, 'হে অবিশ্বাসীরা! আমি তার উপাসনা করি না যার উপাসনা তোমরা কর, আর তোমরাও তাঁর উপাসনাকারী নও যাঁর উপাসনা আমি করি। আর আমি উপাসনাকারী হব না তার যার উপাসনা তোমরা করে আসছ; আর তোমরাও উপাসনাকারী হবে না তাঁর যাঁর উপাসনা আমি করি। তোমাদের ধর্ম তোমাদের, আমার ধর্ম আমার।' — ১০৯ সুরা কাফিরুন : ১-৬

আর অনেকের মুখ হবে ধূলিধূসর ও ক্যালিমাছন্ন। তারাই অবিশ্বাসী ও দুর্ভূতিকারী। — ৮০ সুরা আবাসা : ৪০-৪২

সে বিশ্বাস করেনি ও নামাজ পড়েনি, বরং সে অবিশ্বাস ক'রেছিল ও মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। তারপর সে তার পরিবার-পরিজনের কাছে দেমাক ক'রে ফিরে গিয়েছিল। দুর্ভোগ তোমার জন্য! আবারও দুর্ভোগ! আবার (বলি) দুর্ভোগ তোমার জন্য! আরও দুর্ভোগ! — ৭৫ সুরা কিয়ামা : ৩১-৩৫

কখনও না। তাকে তো ফেলা হবে হুতামায়। হুতামা কি, তুমি কী তা জান? এ আল্লাহরই প্রজ্ঞানিত হুতাশন, যা হৎপিণ্ডগুলোকে গ্রাস করবে, ওদেরকে বেঁধে রাখবে দীর্ঘায়িত স্তুন্তে। — ১০৪ সুরা হমাজা : ৪-৯

কাফ ! সম্মানিত কোরানের শপথ । কিন্তু অবিশ্বাসীরা ওদের মধ্যে একজন সতর্ককারী আবির্ভূত হতে দেখে অবাক হয় ও বলে এ তো এক আজব ব্যাপার । আমরা মরে গেলে আর আমরা মাটি হয়ে গেলে আমাদের কীভাবে ঘোলনে হবে । এ সুন্দরপরাহত !’

আমি তো জানি মাটি ওদের কতটুকু গ্রাস করে । আর আমার কাছে যে কিতাব রয়েছে তা তো (সবকিছু) সংরক্ষণ করে যাচ্ছে । বরং ওদের কাছে সত্য আসার পর ওরা তা প্রত্যাখ্যান করেছে । তাই ওরা বিষম সংশয়ে পড়ে রয়েছে । — ৫০ সুরা কাফঃ ৪-৫

ওদের পূর্বেও অবিশ্বাস করেছিল নুহের সম্প্রদায়, রসবাসীরা ও সামুদ সম্প্রদায়, আদে, ফেরাউন ও লুত-সম্প্রদায় এবং আইকাবাসীরা [শোয়াইব সম্প্রদায়] ও তুর্কা-সম্প্রদায় । ওরা সকলেই রসূলদেরকে যিথ্যাবাদী বলেছিল । তাই ওদের ব্যাপারে আমার ভীতি-প্রদর্শন সত্য হয়েছে । — ৫০ সুরা কাফঃ ১২-১৪

আর যারা আমার নির্দর্শন প্রত্যাখ্যান করেছে তারাই বাধিকের লোক যাদেরকে আগুন ঘিরে ফেলবে, (ফলে) ওদের বের ইওয়ার উপায় থাকবে না । — ৯০ সুরা বালাদঃ ১৯-২০

ওরা ভীষণ কৌশল করবে, আর আমিও ভীষণ কৌশল করব । সুতরাং তুমি অবিশ্বাসীদের অবকাশ দাও । ওদেরকে কিছু সময়ের জন্য অবকাশ দাও । — ৮৬ সুরা তারিকঃ ১৫-১৭

ফেরাউন-সম্প্রদায়ের কাছেও এসেছিল সতর্ককারী, কিন্তু ওরা আমার সকল নির্দর্শন প্রত্যাখ্যান করেছিল । পরাক্রমশালী ও সর্বশক্তিমান আমি ওদেরকে কঠিন শাস্তি দিয়েছিলাম । তোমাদের মধ্যকার অবিশ্বাসীরা কি তোমাদের আগের অবিশ্বাসীদের চেয়ে ভালো ? নাকি, তোমাদের অব্যাহতির কোনো সনদ আগের কিতাবসমূহে আছে ? ওরা কি বলে, ‘আমরা এক অপরাজেয় দল ?’ এ-দল তো শৈশ্বরী পরাজয় বরণ ও পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে । — ৫৪ সুরা কামারঃ ৪১-৪৫

আমি আকাশ ও পৃথিবী এবং দূয়ের মাঝখানে কোনো কিছুই অনর্থক সৃষ্টি করিনি, যদিও অবিশ্বাসীদের তা-ই ধারণা । অবিশ্বাসীদের জন্য তাই রয়েছে জাহানামের শাস্তি । — ৩৮ সুরা সাদঃ ২৭

যখন ওদেরকে বলা হয়, ‘তোমরা পার্থিব ও পারলৌকিক শাস্তিকে ভয় করো যাতে তোমাদেরকে অনুগ্রহ করা যেতে পারে (তখন ওরা তা অগ্রহ্য করে) । যখনই ওদের প্রতিপালকের কোনো নির্দর্শন ওদের কাছে আসে তখনই ওরা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় । যখন ওদের বলা হয় ‘আল্লাহ তোমাদের যে-জীবনের উপকরণ দিয়েছেন তা থেকে ব্যয় কর’, তখন অবিশ্বাসীরা বিশ্বাসীদেরকে বলে, ‘আল্লাহ ইচ্ছা করলে যাকে খাওয়াতে পারতেন তাকে আমরা কেন খাওয়াব ? তোমরা তো স্পষ্ট বিপ্রাণ্তিতে রয়েছে ।’ — ৩৬ সুরা ইয়াসিনঃ ৪৫-৪৭

অবিশ্বাসীরা বলে, ‘এ যিথ্য ছাড়া কিছুই নয় । মুহাম্মদ এ বানিয়েছে আর অন্য সম্প্রদায়ের লোক তাকে এ-ব্যাপারে সাহায্য করেছে ।’

ওরা তো সীমালঙ্ঘন করে ও ওরা যিথ্য বলে । ওরা বলে, ‘এগুলো তো সেকালের উপকথা যা সে লিখিয়ে নিয়েছে । এগুলো সকাল-সন্ধ্যা তার কাছে পাঠ করা হয় ।’

বলো, ‘এ তিনিই অবতীর্ণ করেছেন যিনি আকাশ ও পৃথিবীর সব রহস্য জানেন। তিনি তো ক্ষমাশীল পরম দয়ালু’। — ২৫ সুরা ফুরকান ৪-৬

অবিশ্বাসীরা বলে, ‘সমগ্র কোরান তার কাছে একসাথে অবতীর্ণ করা হল না কেন?’

এ আমি তোমার কাছে এভাবেই অবতীর্ণ করেছি, আর আব্স্তি করেছি খেমে খেমে, যাতে তোমার হস্তয় মজবুত হয়। ওরা তোমার কাছে কোনো সমস্যা নিয়ে আসলে আমি তোমাকে তার সঠিক উত্তর ও সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়ে থাকি। যাদেরকে মুখে ভর দিয়ে চলা অবস্থায় এক করা হবে ও জাহানামের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে তাদের জ্ঞানগা হবে খুব খারাপ, আর তারাই তো পথব্রহ্ম। — ২৫ সুরা ফুরকান ৩২-৩৪

আমি ইচ্ছা করলে প্রতিটি জনপদে একজন সতর্ককারী পাঠাতে পারতাম। অতএব তুমি অবিশ্বাসীদের অনুসরণ কোরো না এবং তুমি কোরানের সাহায্যে ওদের সঙ্গে কঠোর সংগ্রাম চালিয়ে যাও। — ২৫ সুরা ফুরকান ৫১-৫২

ওরা আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুর উপাসনা করে যা ওদের উপকার করতে পারে না, অপকারও করতে পারে না। অবিশ্বাসীরা তো নিজেদের প্রতিপালকের বিরোধী। — ২৫ সুরা ফুরকান ৫৫

যারা অবিশ্বাস করে তাদের জন্য আছে কঠিন শাস্তি এবং যারা বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে তাদের জন্য আছে ক্ষমা ও মহাপুরুষ্কার। — ৩৫ সুরা ফাতির ১

আর যারা অবিশ্বাস করে তাদের জন্য রয়েছে জাহানামের আগুন। — ৩৫ সুরা ফাতির ৩

তিনিই তোমাদেরকে পৃথিবীতে খলিফা [প্রতিনিধি] করেছেন। তাই কেউ অবিশ্বাস করলে তার অবিশ্বাসের জন্য সে নিজেই দায়ী হবে। অবিশ্বাসীদের অবিশ্বাস কেবল তাদের প্রতিপালকের ক্ষেত্রেই বৃদ্ধি করে, আর ওদের অবিশ্বাস তাদের ক্ষতিই বৃদ্ধি করে। — ৩৫ সুরা ফাতির ৩৯

ওদের কাছে আমার স্পষ্ট আয়াত বয়ান করা হলে অবিশ্বাসীরা বিশ্বাসীদেরকে বলে, ‘দুদুলের মধ্যে কোনটি মর্যাদায় শ্রেণি আর সমাজ হিসাবে কোনটা উচ্চম?’ ওদের পূর্বে আমি কত মানবগোষ্ঠীকে ধ্বংস করেছি যারা ওদের চেয়ে সম্পদে ও আপাতদৃষ্টিতে ভালো ছিল? বলো, ‘যারা বিভ্রান্তিতে আছে আল্লাহ তাদেরকে প্রচুর অবকাশ দেবেন, যতক্ষণ না তারা তা প্রত্যক্ষ করবে যে-বিষয়ে তাদের সতর্ক করা হচ্ছে, শাস্তি হোক বা কিয়ামতই হোক। তারপর তারা জানতে পারবে কে মর্যাদায় নিকৃষ্ট ও শক্তিতে কে সবচেয়ে দুর্বল।’ — ১৯ সুরা মরিয়ম ৭৩-৭৫

তুমি কি লক্ষ করেছ ওকে, যে আমার নির্দর্শনাবলী প্রত্যাখ্যান করে ও বলে, ‘আমাকে তো ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততি দেওয়া হবেই।’

সে কি অদ্য সম্বন্ধে জানে বা করণাময়ের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি পেয়েছে?

এ সত্য নয়। তারা যা বলে আমি তা লিখে রাখব ও তাদের শাস্তি বাড়াতে থাকব। সে যা বলে তা আমার অধিকারে থাকবে আর সে আমার কাছে আসবে নিঃসঙ্গ অবস্থায়।

তারা আল্লাহ ছাড়া অন্য উপাস্য গ্রহণ করে এজন্য যে ওরা তাদের সহায় হবে। না, এ ধারণা অবাস্তব, ওরা তাদের উপাসনা অস্থিকার করবে ও তাদেরই বিরোধিতা করবে। তুমি কি লক্ষ কর না যে, আমি অবিশ্বাসীদের কাছে তাদের মন্দকাজে বিশেষভাবে উৎসাহ দেওয়ার জন্য শয়তান পাঠিয়েছি — ১৯ সূরা মরিয়ম : ৭৭-৮৩

তা-সিন-মিম ! এগুলো সুস্পষ্ট কিতাবের আয়ত, ওরা বিশ্বাস করে না বলে তুমি হয়ত মনের দৃঢ়খ্যে নিজেকে ধৰ্মস করে ফেলবে। আমি ইচ্ছা করলে আকাশ থেকে ওদের কাছে এক নির্দর্শন পাঠাতে পারি, যার কাছে ওরা লুটিয়ে পড়বে। যখনই ওদের কাছে করুণাময়ের কোনো নতুন উপদেশ আসে তখনই ওরা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। ওরা তো অবিশ্বাস করেছে। সুতরাং ওরা যা নিয়ে ঠাট্টাবিদ্যুপ করত তার যথার্থতা শীঘ্ৰই জানতে পারবে। — ২৬ সূরা শোআরা : ১-৬

যদি এ কোনো আজমির [অনারব]-এর কাছে অবর্তীণ করা হত, আর সে ওদের কাছে তা আবশ্যিক করত তবে ওরা তাতে বিশ্বাস করত না। এভাবেই আমি অপরাধীদের অস্তরে অবিশ্বাস জমিয়েছি। ওরা এতে বিশ্বাস করবে না যে—পর্যন্ত না ওরা কঠিন শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে। তা ওদের কাছে হঠাৎ এসে পড়বে, ওরা কিছুই বুঝতে পারবে না। তখন ওরা বলবে, ‘আমাদের কি অবকাশ দেওয়া হবে না ?’

ওরা কি তবে আমার শাস্তি তাড়াতাড়ি আনতে চায় ? আচ্ছা তুমি ভেবে দেখো তো, যদি আমি তাদেরকে দীর্ঘকাল ভোগবিলাস করতে দিই, আর তারপর ওদেরকে যে-বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছিল তা ওদের কাছে এসে পড়ে, তখন ভোগবিলাসের উপকরণ ওদের কোনু কাজে আসবে ? — ২৬ সূরা শোআরা : ১৯৮-২০৭

অবিশ্বাসীরা বলে, ‘আমরা ও আমাদের পিতৃপুরুষেরা মাটি হয়ে গেলেও কি আমাদেরকে আবার ওঠানো হবে ?’ আমাদেরকে তো এ-ব্যাপারে ভয় দেখানো হচ্ছে, পূর্বে আমাদের পূর্বপুরুষদেরকেও এমন ভয় দেখানো হয়েছিল। এ তো সেকালের উপকথা ছাড়া আর কিছুই নয় ! — ২৭ সূরা নমল : ৬৭-৬৮

আর তারা যদি তোমাকে রিখ্যাবাদী বলে তবে তুমি বলো, ‘আমার কাজের দায়িত্ব আমার, আর তোমাদের কাজের দায়িত্ব তোমাদের। আমি যা করি সে বিষয়ে তোমরা দায়ী নও, আর তোমরা যা কর আমিও সে বিষয়ে দায়ী নই।’

ওদের মধ্যে কেউ-কেউ তোমার দিকে কান পেতে রাখে। তারা কিছু না বুঝলেও তুমি কি বধিরদেরকে শোনাবে ? ওদের মধ্যে কেউ-কেউ তোমার দিকে তাকিয়ে থাকে। তুমি কি অঙ্ককে পথ দেখাবে, তারা না দেখলেও ? আল্লাহ তো মানুষের প্রতি কোনো জুলুম করেন না। আসলে মানুষ নিজেরাই নিজেদের ওপর জুলুম করে থাকে। — ১০ সূরা ইউনুস : ৪১-৪৪

বলো, ‘আকাশ ও পৃথিবীতে যা—কিছু আছে তার দিকে লক্ষ করো !’ যে সম্প্রদায় বিশ্বাস করে না তাদের জন্য নির্দর্শন বা সতর্কীকরণ কী উপকারে আসবে ? তাদের পূর্বে যা ঘটেছে সে রকম ঘটনার জন্য তারা প্রতীক্ষা করে। বলো, ‘তোমরা প্রতীক্ষা কর, আমিও তোমাদের সঙ্গে প্রতীক্ষা করছি !’ — ১০ সূরা ইউনুস : ১০১-১০২

ওরা যখন বলে, ‘তার কাছে ধনভাণ্ডার পাঠানো হয় না কেন বা তার সাথে ফেরেশ্তারা আসে না কেন ?’ তখন তুমি যেন তোমার ওপর যা অবর্তীণ হয়েছে তার কিছু বর্জন না কর

এবং এর জন্য তোমার হৃদয় যেন দমে না যায়। তুমি তো কেবল সতর্ককারী আর আল্লাহ্ সকল বিষয়ের কথবিধায়ক। তারা কি বলে, ‘সে এ বানিয়েছে?’

বলো, ‘তোমরা যদি সত্য কথা বলো তবে তোমরা এ ধরনের দশটি সুরা আন আর আল্লাহ্ ছাড়া যাকে পার ডেকে আনো।’ যদি তারা তোমার ডাকে সাড়া না দেয় তবে জেনে রাখো এ আল্লাহর জ্ঞানে অবতীর্ণ হয়েছে আর তিনি ছাড়া কেউ উপাস্য নেই। তবে কি তোমরা (মুসলমান হবে না) আন্তুসমর্পণ করবে না? — ১১ সুরা হুদঃ ১২-১৪

কখনও কখনও অবিশ্বাসীরা চাইবে যে, তারা মুসলমান হলে ভালো হতো। ওরা যা করে করুক, খেতে থাকুক, ভোগ করতে থাকুক এবং আশা ওদেরকে মোহচ্ছন্ন রাখুক। পরিণামে ওরা বুঝবে। — ১৫ সুরা হিজরঃ ২-৩

তাদের কাছে এমন কোনো রসূল আসেনি যাকে ওরা ঠাট্টাবিদ্রূপ করত না। এভাবে আমি অপরাধীদের অন্তরে (বিজ্ঞপ্তবণ্টা) সংশ্লাপ করি। এরা এতে বিশ্বাস করবে না। আর অতীতে তাদের আগে যারা এসেছিল তাদের আচরণ এমনই ছিল। যদি আমি ওদের জন্য আকাশের এক দরজা খুলে দিই ও ওরা দিনের বেলা ওতে ওঠে, তবুও ওরা বলবে, “হয় আমাদের দৃষ্টি মোহাবিষ্ট, নয় আমাদের সম্পদায় জাগুগ্নত!” — ১৫ সুরা হিজরঃ ১১-১৫

প্রশংসা আল্লাহরই যিনি আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন আর সৃষ্টি করেছেন আলো ও অঙ্ককার। এ সত্ত্বেও অবিশ্বাসীরা তাদের প্রতিপালকের সমকক্ষ দাঁড় করায়। — ৬ সুরা আন্তামঃ ১

আর তাদের প্রতিপালকের এমন কোনো নির্দর্শন তাদের কাছে উপস্থিত হয় না যা থেকে তারা মুখ ফেরায় না। সত্য যখনই তাদের কাছে এসেছে তারা তা প্রত্যাখ্যন করেছে। যা নিয়ে তারা ঠাট্টাবিদ্রূপ করত তার সংবাদ তারা ভালো করেই জ্ঞানতে পারবে। — ৬ সুরা আন্তামঃ ৪-৫

তাদের কাছে ফেরেশ্তা পাঠালেও এবং মৃত ব্যক্তিরা তাদের সাথে কথা বললেও এবং সব জিনিস তাদের সামনে হাজির করলেও তারা বিশ্বাস করবে না, কারণ তাদের অধিকাংশই অজ্ঞ। — ৬ সুরা আন্তামঃ ১১১

(অবিশ্বাসীদের) জিজ্ঞাসা কর, ওদের সৃষ্টি করা বেশি কঠিন, না আমি অন্য যা সৃষ্টি করেছি (তা সৃষ্টি করা বেশি কঠিন)? ওদেরকে আমি এঁটেল মাটি থেকে সৃষ্টি করেছি। তুমি তো (শুনে) অবাক হচ্ছ, আর ওরা করছে বিদ্রূপ। আর যখন ওদেরকে উপদেশ দেওয়া হয় তখন তা ওরা মানে না। ওরা কোনো নির্দর্শন দেখলে উপহাস করে ও বলে, ‘এ তো এক স্পষ্ট জাদু। আমরা মরে হাড় ও মাটিতে পরিণত হয়ে গেলেও আমাদের আবার ওঠানো হবে? আর আমাদের পিতৃপুরুষদেরকেও?’

বলো, ‘হ্যা। আর তোমরা হবে অপদস্থ।’ একটি প্রচন্ড শব্দ হবে তখন ওরা তা প্রত্যক্ষ করবে। আর ওরা বলবে, ‘দুর্ভোগ আমাদের! এ-ই তো সেই বিচারদিন।’ ওদেরকে বলা হবে, ‘এ-ই সে-শীমাংসার দিন যা তোমরা অঙ্গীকার করতে।’ — ৩৭ সুরা সাফ্ফাতঃ ১১-২১

অবিশ্বাসীরা বলত, ‘পূর্ববর্তীদের মতো যদি আমাদের কোনো কিতাব থাকত, আমরা তো আল্লাহর একনিষ্ঠ দাস হতাম।’ কিন্তু ওরা কোরানকে প্রত্যাখ্যন করল। আর শীত্রাই ওরা এর পরিণাম জ্ঞানতে পারবে।

আমার প্রেরিত দাসদের সম্পর্কে আমার এ প্রতিশ্রুতি সত্য হয়েছে যে তাদেরকে সাহায্য করা হবে এবং আমার বাহিনীই বিজয়ী হবে। অতএব কিছুকালের জন্য তুমি ওদেরকে উপেক্ষা কর। তুমি ওদেরকে লক্ষ কর, শীঘ্ৰই ওৱা অবিশ্বাসের পরিণাম প্রত্যক্ষ কৰবে। ওৱা কি তবে আমার শাস্তি তাড়াতাড়ি এগিয়ে আনতে চায়? যাদের সতর্ক কৰা হয়েছিল তাদের আঙ্গিনায় যখন শাস্তি নেমে আসবে তখন ওদের জন্য কী খারাপ সকাল হবে সেটা! অতএব কিছুকালের জন্য তুমি ওদেরকে উপেক্ষা কৰো। আর তুমি ওদেরকে লক্ষ কৰো, শীঘ্ৰই ওৱা অবিশ্বাসের পরিণাম প্রত্যক্ষ কৰবে। ওৱা যা আরোপ কৰে তাৰ থেকে তোমার প্রতিপালক পৰিব্রত ও মহান, তিনি সকল ক্ষমতার অধিকারী। শাস্তি বৰ্ধিত হৈক রসূলদের ওপৰ! প্ৰশংসা বিশৃঙ্খলাতের প্রতিপালক আল্লাহৰ প্রাপ্য। — ৩৭ সুৱা সাফ্ফাত : ১৬৭-১৮২

কেউ অবিশ্বাস কৱলে তা যেন তোমাকে কষ্ট না দেয়। আমারই কাছে ওৱা ফিরবে। তাৰপৰ ওৱা যা কৱত আমি ওদেরকে (তা) জানাৰ। অন্তৱে যা রয়েছে সে সম্বন্ধে আল্লাহ আলোভাবেই জানেন। আমি অল্পকালের জন্য ওদেরকে জীবনের উপকৰণ ভোগ কৱতে দেব। তাৰপৰ আমি ওদেরকে কঠিন শাস্তি ভোগ কৱতে বাধ্য কৱব।

তুমি যদি ওদেরকে জিজ্ঞাসা কৱো, ‘আকাশ ও পথিবী কে সৃষ্টি কৱেছেন?’ ওৱা নিচয় বলবে, ‘আল্লাহই’ বলো, ‘প্ৰশংসা আল্লাহহৈ’ কিন্তু ওদের অধিকাশ্বই তা জানে না। — ৩১ লুকামান : ২৩-২৫

অবিশ্বাসীয়া বলে, ‘আমৱা কিয়ামতের সম্মুখীন হব না।’

বলো, ‘কেন হবে না? নিচয়ই তোমাদেরকে ওৱা সম্মুখীন হতেই হবে শপথ আমার প্রতিপালকের যিনি অদ্য সম্বন্ধে ভালো কৱেই জানেন, আকাশ ও পথিবীতে অণুপৰিমাণ বা তাৰ চেয়ে ছেট বা বড় কিছুই যাঁৰ আগোচৰ নয়। স্পষ্ট কিতাবে ওৱা প্ৰত্যেকটি লেখা আছে।’ — ৩৪ সুৱা সাবা : ৩

অবিশ্বাসীয়া বলে, ‘আমৱা কি তোমাদের এমন ব্যক্তিৰ সন্ধান দেব যে তোমাদেরকে বলে যে তোমাদেৱ দেহ সম্পূৰ্ণ ছিন্নবিছিন্ন হয়ে গেলেও তোমাদেৱ নতুন ক'ৱে ওঠানো হবে? হয় সে আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা বানিয়েছে, নয় সে পাগল।’ না, যাবা পৱলোকে বিশ্বাস কৱে না তাৱা শাস্তি ও ঘোৱ বিভাস্তিতে রয়েছে। ওৱা কি ওদেৱ সামনে আৱ পেছনে যে আকাশ ও পথিবী আছে তা লক্ষ কৱে না? আমি ইচ্ছা কৱলে, পথিবী ওদেৱকে নিয়ে ধসে পড়বে বা ওদেৱ ওপৰ আকাশ টুকৱো টুকৱো হয়ে ভেজে পড়বে। এৱ মধ্যে অবশ্যই নিদৰ্শন রয়েছে প্ৰত্যেক দাসেৱ যে আল্লাহৰ দিকে মুখ ফেৱায়। — ৩৪ সুৱা সাবা : ৭-৯

অবিশ্বাসীয়া বলে, ‘আমৱা এ কোৱান কখনও বিশ্বাস কৱব না, এৱ আগেৱ কিতাবগুলোতেও নথ।’

আৱ তুমি যদি সীমালজ্বনকাৰীদেৱকে দেখতে, যখন তাদেৱকে প্রতিপালকেৱ সামনে দাঁড় কৱানো হবে, ওৱা পৱস্পৱকে দোষারোপ কৱতে থাকবে, যাবা দুৰ্বল ছিল তাৱা অহংকাৰীদেৱ বলবে, ‘তোমৱা না থাকলে আমৱা অবশ্যই বিশ্বাসী হতাম।’

যাদেৱকে দুৰ্বল কৱে রাখা হয়েছিল উদ্ভৃতৱ তাদেৱকে বলবে, ‘আমৱা কি তোমাদেৱ কাছে সংপৰ্কেৱ উপদেশ আসবাৱ পৱ তা গ্ৰহণ কৱতে তোমাদেৱকে বাধা দিয়েছিলাম? না,

তোমরাই তো অপরাধী ছিলে।' আর যাদের দুর্বল ক'রে রাখা হয়েছিল তারা উদ্ধত প্রধানদেরকে বলবে, 'প্রকৃতপক্ষে তোমরাই তো দিনরাত আমাদের বিরুদ্ধে চজ্ঞান্ত করেছিলে, আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলে যেন আমরা আল্লাহ'কে অমান্য করি ও তাঁর শরিক করি।' যখন তারা শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে তখন মনের অনুত্তাপ মনেই রাখবে আর আমি অবিশ্বাসীদের গলায় শিকল পরাবো। ওরা যা করত তারই প্রতিফল ওদেরকে দেওয়া হবে। — ৩৪ সুরা সাবা : ৩১-৩৩

যেদিন তিনি ওদের সকলকে একত্রিত করবেন আর ফেরেশ্তাদেরকে জিজ্ঞাসা করবেন, 'এরা কি তোমাদেরই পূজা করত ?'

ফেরেশ্তারা বলবে, 'তুমি পবিত্র মহান, আমাদের সম্পর্ক তোমারই সাথে; ওদের সাথে নয়, ওরা তো পূজা করত জিনের আর ওদের অধিকাংশই ছিল জিনের ভক্ত।'

(আমি বলব), 'আজ তোমাদের একে অন্যের উপকার বা অপকার করবার ক্ষমতা নেই।'

যারা সীমালঙ্ঘন করেছিল তাদেরকে বলব, 'তোমরা যে আগন্তের শাস্তি অস্থীকার করতে আজ তার স্বাদ নাও।'

এদের কাছে যখন আমার স্পষ্ট আয়াত আবৃত্তি করা হয় তখন এরা বলে, 'এ লোকই তো তোমাদের পূর্বপুরুষ যার উপাসনা করত তার উপাসনায় তোমাদেরকে বাধা দিতে চায়।'

ওরা আরও বলে, 'এ তো মিথ্যা বানানো ছাড়া আর কিছু নয়।'

আর অবিশ্বাসীদের কাছে যখন সত্য আসে তখন ওরা বলে, 'এ তো এক স্পষ্ট জাদু।'

আমি আগে এদের কোনো কিতাব দিইনি যা এরা পড়তে পারে আর তোমার পূর্বে এদের কাছে কোনো সতর্ককারীও পাঠাইনি। এদের পূর্ববর্তীরাও মিথ্যা আরোপ করেছিল। ওদেরকে আমি যা দিয়েছিলাম এরা (মুক্তির অধিকারী) তার দশ ভাগের এক ভাগও পায়নি, তবুও ওরা আমার রসূলদেরকে মিথ্যবাদী বলেছিল। তাই (ওদের ওপর) আমার শাস্তি বড় ভয়ঙ্কর হয়েছিল। — ৩৪ সুরা সাবা : ৪০-৪৫

যে-ব্যক্তি আল্লাহ' সম্বন্ধে মিথ্যা বলে ও সত্য আসার পর তা প্রত্যাখ্যান করে তার চেয়ে বড় সীমালঙ্ঘনকারী আর কে ? অবিশ্বাসীদের বাসস্থান তো জাহান্নামই। — ৩৯ সুরা জুমার : ৩২

অবিশ্বাসীদেরকে জাহান্নামের দিকে দলেদলে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। যখন ওরা জাহান্নামের কাছে উপস্থিত হবে তখন তার ফটক খুলে দেওয়া হবে আর জাহান্নামের রক্ষীরা ওদেরকে বলবে, 'তোমাদের কাছে কি তোমাদের মধ্য থেকে রসূল আসেনি যারা তোমাদের কাছে প্রতিপালকের আয়াত আবৃত্তি করত এ দিনের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তোমাদের সতর্ক করত ?'

ওরা বলবে, 'অবশ্যই এসেছিল।'

কিন্তু অবিশ্বাসীদের ওপর শাস্তির আদেশই বাস্তবায়িত হবে। ওদেরকে বলা হবে, 'তোমরা জাহান্নামের দরজা দিয়ে প্রবেশ করো, সেখান চিরকাল বসবাসের জন্য।' উদ্ধতদের জন্য কত খারাপ সে-বাসস্থান ! — ৩৯ সুরা যুমার : ৭১-৭২

অবিশ্বাসীরা বলে, ‘তোমরা এ কোরান শুনো না ও আবৃত্তি করার সময় গোলমাল সংষ্ঠি করবে যাতে তোমরা জ্যৌ হতে পার’।

আমি তো অবিশ্বাসীদের কঠিন শাস্তি আস্থাদন করাব আর আর নিশ্চয়ই আমি ওদের খারাপ কাজ কর্মের প্রতিফল দেব। জাহানাম, এই আল্লাহর শক্তির পরিগাম। আমার নির্দর্শনাবলী অঙ্গীকৃতির প্রতিফলস্থরূপ সেখানে ওদের জন্য স্থায়ী বাসস্থান রয়েছে। অবিশ্বাসীরা বলবে, ‘হে আমাদের প্রতিপালক ! যেসব জিন ও মানুষ আমাদের পথভ্রষ্ট করেছিল তাদের দৈখিয়ে দাও, আমরা ওদের পায়ে পিষে ফেলব যাতে ওরা যথেষ্ট অপমানিত হয়।’ — ৪১ সূরা হা�-মিম-মিজ্দা ৪ ২৬-২৯

কেবল অবিশ্বাসীরাই আল্লাহর নির্দর্শন সম্বন্ধে তর্ক করে, তাই দেশে-দেশে তাদের অবাধ বিচরণ যেন তোমাকে বিভাস্ত না করে। এদের পূর্বে নুহের সম্প্রদায়ও নবিদের মিথ্যাবাদী বলেছিল, আর তাদের পর অন্যান্য দলও। প্রত্যেক সম্প্রদায় নিজ নিজ রসূলকে নিরস্ত করার অভিসন্ধি করেছিল আর ওরা সত্যকে ব্যর্থ করে দেওয়ার জন্য অসার যুক্তিতর্কে মন্ত ছিল। তাই আমি ওদের ওপর শাস্তির আঘাত হানলাম। আর কত কঠোর ছিল আমার শাস্তি ! এভাবে অবিশ্বাসীদের ক্ষেত্রে তোমার প্রতিপালকের বাণী সত্য হল যে, তারা জাহানামে যাবে। — ৪০ সূরা মুমিন ৪ ৪-৬

অবিশ্বাসীদেরকে উচু স্বরে বলা হবে, ‘তোমাদের নিজেদের ওপর তোমাদের এ-ক্ষেত্রে চেয়ে আল্লাহর ক্ষোভ ছিল বেশি, যখন তোমাদের বিশ্বাস করতে বলা হয়েছিল আর তোমরা তা অঙ্গীকার করেছিলে।’

ওরা বলবে, ‘হে আমাদের প্রতিপালক ! তুমি আমাদের দুবার নিশ্চাগ করে রেখেছিলে ও দুবার আমাদের প্রাণ দিয়েছিলে। আমরা আমাদের অপরাধ স্বীকার করেছি। এখন পরিত্রাগের কেনো পথ মিলবে কি ?’

ওদেরকে বলা হবে, ‘তোমাদের এ-শাস্তি তো এজন্য যে, যখন এক আল্লাহর কথা বলা হত তখন তোমরা তাঁকে অঙ্গীকার করতে। কিন্তু কর্তৃত তো সমুচ্ছ, মহান আল্লাহরই।’ — ৪০ সূরা মুমিন ৪ ১০-১২

তুমি কি ওদের লক্ষ কর না যারা আল্লাহর নির্দর্শন সম্পর্কে বিতর্ক করে ? ওরা কোথায় ফিরে যাচ্ছে ? ওরা কিতাব ও আমার রসূলদেরকে যা দিয়ে প্রেরণ করেছিলাম তা অঙ্গীকার করে। তাই শীঘ্ৰই ওরা জানতে পারবে যখন ওদের গলায় পড়বে বেড়ি ও শিকল। ওদের টেনে নিয়ে যাওয়া হবে ফুটস্ট পানিতে। তারপর আগুনে ওদের পোড়ানো হবে। ওদের বলা হবে, ‘আল্লাহ ছাড়া যাদের তোমরা তাঁর শরিক করতে তারা কোথায় ?’

তারা বলবে, ‘তারা তো আমাদের কাছ থেকে অদ্য হয়েছে। আগে আমরা তো এমন কিছুকে ডাকিনি যার সন্তা ছিল ! এভাবে আল্লাহ অবিশ্বাসীদেরকে বিভাস্ত করেন। (ওদের বলা হবে), ‘এ এজন্য যে, তোমরা পথবীতে অথবা ফুর্তি ও দেমাক করতে।’ (ওদেরকে বলা হবে), জাহানামের প্রবেশ করো সেখানে চিরকাল বসবাসের জন্য। উদ্ধৃতদের জন্য কত খারাপ সে-বাসস্থান ! — ৪০ সূরা মুমিন ৪ ৬৯-৭৬

... তুমি কি জান, সন্তুত কিয়ামত আসন্ন ? যারা এ বিশ্বাস করে না তারাই এ সন্তুত কামনা করে কিন্তু যারা বিশ্বাসী তারা তা ভয় করে এবং তারা জানে তা সত্য।

জেনে রাখো, কিয়ামত সম্পর্কে যারা কুতর্ক করে তারা ঘোর বিভাস্তিতে রয়েছে। — ৪২ সুরা শূরা : ১৭-১৮

অবিশ্বাসে সব মানুষ এক মতাবলম্বী হয়ে পড়বে এ—আশকা না থাকলে করুণাময় আল্লাহকে যারা অস্তীকার করে তাদেরকে তিনি তাদের ঘরের জন্য দিতেন রূপার সিডি, রূপার দরজা, বিশ্বামের জন্য পালঙ্ক, আর সোনার অলংকার। কিন্তু এসব তো পার্থিব জীবনের সুখসুবিধা ! সাবধানিদের জন্য তোমার প্রতিপালকের কাছে রয়েছে পরলোকের কল্যাণ। — ৪৩ সুরা জুখুকফ : ৩৩-৩৫

তারা (অবিশ্বাসীরা) বলেই থাকে, ‘প্রথম মতুই আমাদের একমাত্র মতু ও আমাদেরকে আবার ওঠানো হবে না। অতএব তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে উপস্থিত করো।’ — ৪৪ সুরা দুখান : ৩৪-৩৬

কিন্তু যারা অবিশ্বাস করে তাদেরকে বলা হবে, ‘তোমাদের কাছে কি আমার আয়াত পড় হয়নি ? কিন্তু তোমরা তো ঔজ্জ্বল্য প্রকাশ করেছিলে আর তোমরা ছিলে এক অপরাধী সম্পদায়।’ যখন বলা হয়, ‘আল্লাহর কথা সত্য ও কিয়ামত ঘটবে — এতে কোনো সন্দেহ নেই, তখন তোমরা বলে থাক, ‘কিয়ামত কী আমরা জানি না, আমাদের এ—বিষয়ে অনুমান মাত্র রয়েছে আর আমরা এ—বিষয়ে নিশ্চিত নই।’

ওদের মন্দ কাজগুলো ওদের কাছে প্রকাশ হয়ে পড়বে, আর যা নিয়ে ওরা ঠাট্টাবিদ্যুপ করত তা ওদেরকে ধিরে ফেলবে। ওদেরকে বলা হবে, ‘আজ আমি তোমাদেরকে ভুলে যাব যেমন তোমরা এদিনের সাক্ষাত্তের বিষয়টিকে ভুলে গিয়েছিলে। তোমাদের আশ্রয় হবে আগুন আর তোমাদেরকে কেউ সাহায্য করবে না। এ এজন্য যে তোমরা আল্লাহর নির্দশনকে বিদ্যুপ করেছিল ও পার্থিব জীবন তোমাদের প্রতারিত করেছিল। সূতরাং সেদিন সে তা (আগুন) থেকে ওদেরকে বের করা হবেন এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের চেষ্টার সুযোগও ওদেরকে দেওয়া হবেন। — ৪৫ সুরা জাসিয়া : ৩১-৩৫

আকাশ ও পৃথিবী আর উভয়ের মধ্যবর্তী সব কিছুই আমি যথাযথভাবে নির্দিষ্টকালের জন্য সৃষ্টি করেছি ; কিন্তু অবিশ্বাসীরা ওদেরকে যে—বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে তা অবজ্ঞা-ভরে অস্তীকার করে।

বলো, ‘তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে ডাকো তাদের কথা তেবে দেখেছ কি ? তারা পৃথিবীতে কিছু সৃষ্টি করে থাকলে তা আমাকে দেখাও। অথবা আকাশের সৃষ্টিতে কি ওদের কোনো অংশ আছে ? (যদি থাকে) এর সমর্থনে পূর্ববর্তী কোনো কিতাব বা ঐতিহ্যগত কোনো জ্ঞান থাকলে তা তোমরা উপস্থিত করো, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।’ — ৪৬ সুরা আহ্�কাফ : ৩-৪

বিশ্বাসীদের সম্পর্কে অবিশ্বাসীরা বলে, ‘এ যদি ভালো হতো তবে তো আমরাই এদের আগে তা গ্রহণ করতাম !’ এর মাধ্যমে ওরা পথ পায়নি বলেই তো বলে, ‘এ এক বহু পুরাতন মিথ্যা !’ — ৪৬ সুরা আহ্কাফ : ১১

যেদিন অবিশ্বাসীদেরকে জাহানামের কাছে উপস্থিত করা হবে সেদিন ওদেরকে বলা হবে, ‘তোমরা তো পার্থিব জীবনের সুখ—সুবিধা ভোগ করে শেষ করেছ, তাই আজ তোমাদেরকে

দেওয়া হবে অপমানকর শাস্তি ; কারণ, তোমরা পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে উচ্ছিত্য প্রকাশ করেছিলে ও সত্য ত্যাগ করেছিলে ।' — ৪৬ সুরা আহ্কাফ : ২০

সীমালভনকারীদের প্রাপ্য তা যা তাদের সঙ্গীদের প্রাপ্য ছিল। সূতরাং তারা যেন তার জন্য আমার কাছে তাড়াহুড়ো না করে। অবিশ্বাসীদের জন্য দুর্ভোগ সেদিনের, যেদিনের বিষয়ে ওদেরকে সতর্ক করা হয়েছে। — ৫১ সুরা জারিয়াত : ৫৯-৬০

আমি রসূলদের পাঠিয়েছিলাম কেবল সুসংবাদাদাতা ও সতর্ককারী হিসাবে, কিন্তু অবিশ্বাসীরা মিথ্যা তর্ক করে সত্যকে ব্যর্থ করার জন্য। আর আমার নির্দশন ও যা দিয়ে ওদের সতর্ক করা হয়েছে সেসবকে তারা হাসিঠাট্টার ব্যাপার ভাবে। — ১৮ সুরা কাহাফ : ৫৬

যারা অবিশ্বাস করেছে তারা কি মনে করে যে, তারা আমার পরিবর্তে আমার দাসদের অভিভাবক হিসাবে গ্রহণ করবে? আমি অবিশ্বাসীদের অভ্যর্থনার জন্য জাহান্নাম তৈরি রেখেছি। বলো, 'আমি কি তোমাদেরকে তাদের খবর দেব যারা কর্মে বড়ই ক্ষতিগ্রস্ত? ওরাই তারা, পার্থিব জীবনে যাদের প্রচেষ্টা পণ্ড হয়, যদিও তারা মনে করে তারা সৎকর্ম করছে। ওরাই তারা যারা অঙ্গীকার করে ওদের প্রতিপালকের নির্দশনগুলো ও তার সঙ্গে ওদের সাক্ষাতের বিষয়।' ওদের কর্ম তো নিষ্কল। কিয়ামতের দিন ওদেরকে কোনো গুরুত্ব দেওয়া হবে না। জাহান্নামই ওদের প্রতিফল, যেহেতু ওরা অবিশ্বাস করেছে এবং আমার নির্দশনগুলো ও রসূলদেরকে হাসিঠাট্টার ব্যাপার হিসাবে নিয়েছে। — ১৮ সুরা কাহাফ : ১০২-১০৬

ওরা আল্লাহর অনুগ্রহ জানে, কিন্তু সেগুলো ওরা অঙ্গীকার করে আর ওদের অধিকাংশই অবিশ্বাসী। — ১৬ সুরা নাহল : ৮৩

যারা আল্লাহর নির্দশনে বিশ্বাস করে না আল্লাহ তাদেরকে পথ নির্দেশ করেন না এবং তাদের জন্য আছে নিদরূণ শাস্তি। যারা আল্লাহর নির্দশনে বিশ্বাস করে না তারাই কেবল মিথ্যা বানায়, আর তারাই মিথ্যাবাদী। কেউ তার বিশ্বাসস্থাপনের পর আল্লাহকে অঙ্গীকার করলে ও অবিশ্বাসের জন্য তার হাদয় উন্মুক্ত রাখলে তার ওপর আল্লাহর গজব পড়বে এবং তার জন্য রয়েছে মহাশাস্তি, (অবশ্য) তার জন্য নয় যাকে অবিশ্বাস করতে বাধ্য করা হয়েছে, তার চিন্ত তো বিশ্বাসে অটল। এ এজন্য যে, তারা ইহজীবনকে পরজীবনের ওপর প্রাধান্য দেয়। আর এজন্য আল্লাহ অবিশ্বাসী সম্প্রদায়কে পথ নির্দেশ করেন না। — ১৬ সুরা নাহল : ১০৪-১০৭

...আল্লাহ আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা তারাই। যারা ইহজীবনকে পরজীবনের ওপর প্রাধান্য দেয়, আল্লাহর পথে বাধা দেয় ও আল্লাহর পথ বাঁকা করতে চায়, ওরাই তো বড় বিপথে রয়েছে। — ১৪ সুরা ইন্সাইম : ২-৩

অবিশ্বাসীরা ওদের রসূলদেরকে বলেছিল, 'আমরা আমাদের দেশ থেকে অবশ্যই তোমাদেরকে তাড়িয়ে দেব, অথবা তোমাদেরকে আমাদের সমাজেই ফিরে আসতে হবে।'

তারপর রসূলদেরকে তাদের প্রতিপালক প্রত্যাদেশ করলেন, 'সীমালভনকারীদেরকে আমি অবশ্যই ধ্বংস করব।' ওদের পরে আমি তোমাদেরকে দেশে প্রতিষ্ঠিত করব। যারা আমার সামনে উপস্থিত হওয়ার ও আমার শাস্তির ভয় করে—এ তাদের জন্য। ওরা জ্যৌ হতে চেয়েছিল; কিন্তু প্রত্যেক উচ্ছিত হৈরাচারী পরাভূত হয়েছিল। ওদের প্রত্যেকের জন্য পরিণামে জাহান্নাম রয়েছে ...। — ১৪ সুরা ইন্সাইম : ১৩-১৬

যারা তাদের প্রতিপালককে অস্বীকার করে তাদের কর্মের দষ্টান্ত ছাইভন্দ যা ঝড়ের দিনে বাতাস প্রচণ্ড বেগে উড়িয়ে নিয়ে যায়। যা তারা উপার্জন করে তার কিছুই তারা তাদের কাজে লাগাতে পারে না। এ-ই ঘোর বিভাষি। — ১৪ সূরা ইব্রাহিম ৪: ১৮

অবিশ্঵াসীরা কি তেবে দেখে না যে, আকাশ ও পথিবী ওতপ্রোতভাবে মিশে ছিল। তারপর আমি উভয়কে পৃথক করে দিলাম এবং প্রাণবান সব কিছু পানি থেকে সৃষ্টি করলাম। তবুও কি ওরা বিশ্বাস করবে না?’ — ২১ সূরা আল্বিয়া ৪: ৩০

অবিশ্বাসীরা যখন তোমাকে দেখে তখন ওরা তোমাকে কেবল বিজ্ঞপের পাত্রারপেই গ্রহণ করে। ওরা বলে, ‘একি সে যে তোমাদের দেবদেবীদের সমালোচনা করবে?’ ওরাই তো করলাময়ের কোনো উল্লেখ করলে বিরোধিতা করে। — ২১ সূরা আল্বিয়া ৪: ৩৬

যে-ব্যক্তি আল্লাহর সঙ্গে অন্য উপাস্যকে ডাকে, যার কাছে এ-বিষয়ে কোনো সনদ নেই, তার হিসাব তার প্রতিপালকের কাছে আছে। নিচ্যয়ই অবিশ্বাসীরা সফল হবে না। — ২৩ সূরা মুমিনুন ১১৭

যখন শাস্তি আসন্ন দেখবে তখন অবিশ্বাসীদের মুখ খ্লান হয়ে পড়বে আর ওদের বলা হবে, ‘এ-ই তোমরা চেয়েছিলে’ বলো, ‘তোমরা তেবে দেখেছ কি যদি আল্লাহ আমাকে ও আমার সঙ্গীদেরকে ধৰ্মস করেন বা আমাদের প্রতি দয়া করেন (তাতে ওদের কী), কে ওদের মারাত্মক শাস্তি থেকে রক্ষা করবে?’ — ৬৭ সূরা মূল্ক ৪: ২৭-২৮

অবিশ্বাসিদের হল কী যে, ছুটে আসছে তোমার ডান ও বাম দিক থেকে দলেদলে?

ওদের প্রত্যেকে কী এ আশা করে যে, ওরা জাগ্রাতুন নাস্তিমে স্থান পাবে? না, তা হবে না, আমি ওদেরকে যা থেকে সৃষ্টি করেছি তা ওরা জানে।

আমি শপথ করছি পূর্ব ও পশ্চিমের অধিপতির! নিচ্যয়ই আমি সক্ষম ওদের জায়গায় ওদের চেয়ে যারা শ্রেয় তাদেরকে বসাতে। আর আমি এ করতে অক্ষম নই। অতএব ওদেরকে যেদিনটি সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছিল তার সম্মুখীন হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ওরা তর্কাতর্কি ও ক্রিড়া-কৌতুক করুক। সেদিন ওরা কবর থেকে দ্রুতবেগে বের হবে, মনে হবে ওরা কোনো-একটি লক্ষ্যস্থলের দিকে দৌড়ে যাচ্ছে। অপমানে হতভম্ব হয়ে ওরা ওদের চোখ নিচু করবে। এ-ই সেদিন যার বিষয়ে ওদেরকে সতর্ক করা হয়েছিল। — ৭০ সূরা মাঝারিজ ৪: ৩৬-৪৪

আমি তোমাদেরকে আসন্ন শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করলাম, যেদিন মানুষ তার কৃতকর্ম প্রত্যক্ষ করবে এবং যে অবিশ্বাস করেছিল সে বলবে, ‘হায় আমি যদি মাটি হতাম!’ — ৭৮ সূরা নাবা ৪: ৪০

আর যারা অবিশ্বাস করেছে ও আমার নির্দশন এবং পরলোকের সাক্ষাৎকার অস্বীকার করেছে তারাই শাস্তি তোগ করতে থাকবে। — ৩০ সূরা বুম ৪: ১৬

যে অবিশ্বাস করে অবিশ্বাসের জন্য সে-ই দায়ী। — ৩০ সূরা বুম ৪: ৪৪

অবিশ্বাসীরা বিশ্বাসীদেরকে বলে, ‘আমাদের পথ ধরো, আমরা তোমাদের পাপের ভার বইবে!’ কিন্তু ওরা তো তোমাদের পাপের ভারের কিছুই বইবে না। ওরা তো মিথ্যা

কথা বলে। ওরা নিজেদের ও তার সঙ্গে আরও কিছু পাপের ভার বইবে। আর ওরা যে মিথ্যা বনায় সে সম্পর্কে কিয়ামতের দিনে অবশ্যই ওদেরকে প্রশ্ন করা হবে। — ২৯ সুরা আনকাবুত : ১২-১৩

দুর্ভিকারীরা বিশ্বাসীদের হাসিঠাট্টা করত এবং তারা যখন ওদের কাছ দিয়ে যেত তখন তারা পরম্পরাকে বাঁকা চোখে ইশারা করত। ওরা যখন ওদের নিজেদের লোকদের মাঝে ফিরে আসত তখন উল্লম্বিত হয়ে ফিরে আসত আর যখন ওরা তাদেরকে (বিশ্বাসীদের) দেখত তখন বলত, ‘এরাই তো পথভুট্ট’। অথচ ওদেরকে তো তাদের (বিশ্বাসীদের) তত্ত্বাবধায়ক করে পাঠানো হয়নি। আজ বিশ্বাসীরা অবিশ্বাসীদেরকে উপহাস করছে, তাদেরকে লক্ষ্য করছে উচ্চ আসন থেকে। (তারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছে), অবিশ্বাসীরা যা করত তার প্রতিফল পেল তো! — ৮০ সুরা মুতাফ্ফিফিন : ২৯-৩৬

যারা অবিশ্বাস করেছে তুমি তাদেরকে সতর্ক কর বা না-কর তাদের পক্ষে দুই-ই সমান। তারা বিশ্বাস করবে না। আল্লাহ তাদের হাদয় ও কান মোহর করে দিয়েছেন, তাদের চোখের ওপর আবরণ রয়েছে এবং তাদের জন্য রয়েছে মহাশান্তি। — ২ সুরা বাকারা : ৬-৭

আল্লাহ ও বিশ্বাসীদেরকে তারা ঠকাতে চায়, অথচ তারা যে নিজেদেরকে ছাড়া কাউকে ঠকাতে পারে না — এ তারা বুঝতে পারে না। তাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে। তারপর আল্লাহ তাদের ব্যাধি বুঝি করেছেন আর তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শান্তি। কারণ, তারা মিথ্যাকারী। তাদেরকে যখন বলা হয়, ‘পৃথিবীতে ফ্যাশান্স সৃষ্টি কোরো না’ তারা বলে, ‘আমরাই তো শান্তি বজায় রাখি।’ সাবধান! এরাই ফ্যাশান্স সৃষ্টি করে, কিন্তু এরা তা বুঝতে পারে না। — ২ সুরা বাকারা : ৯-১২

নিচ্য যারা অবিশ্বাস করে ও অবিশ্বাসী থাকা অবস্থায় মারা যায়, তাদের ওপর আল্লাহর ফেরেশতা ও সকল মানুষেরই অভিশাপ। তারা চিরকাল অভিশাপ পেতে থাকবে। তাদের শান্তি হালকা করা হবে না এবং তারা কোনো অবকাশও পাবে না। আর তোমাদের উপাস্য এক; তিনি তিনি আর কোনো উপাস্য নেই, তিনি করুণাময়, পরম দয়ালু। — ২ সুরা বাকারা : ১৬৫-১৬৩

আর তাদেরকে যখন বলা হয়, ‘আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তা তোমরা অনুসরণ কর, তারা বলে, ‘না, আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে যে (ধর্মে) পেয়েছি তার অনুসরণ করব’, যদিও তাদের পিতৃপুরুষগুলি কিছুই বুঝতো না ও তারা সংপৰ্কেও ছিল না। আর যারা অবিশ্বাস করে তাদের উপরা যেন কোনো ব্যক্তি এমন কিছুকে ডাকে, যা হাঁকড়াক ছাড়া আর কিছুই শোনে না — তারা বধির, বোবা ও অঙ্গ, তাই তারা কিছুই বুঝতে পারে না। — ২ সুরা বাকারা : ১৭০-১৭১

অবিশ্বাসীদের জন্য পার্থিব জীবন শোভন করা হয়েছে। তারা বিশ্বাসীদেরকে ঠাট্টাবিদ্যুপ করে থাকে, অথচ যারা সংযত হয়ে চলে কিয়ামতের দিন তারাই তাদের ওপরে থাকবে, আল্লাহ যাকে ইচ্ছা অশেষ জীবিকা দান করেন। — ২ সুরা বাকারা : ২১২

... আর যারা অবিশ্বাস করে তাদের অভিভাবক তাগুত [অসত্য দেবতা], এরা তাদেরকে আলো থেকে অন্ধকারে নিয়ে যায়। তারা বাস করবে আগুনে যেখানে তারা থাকবে চিরকাল। — ২ সুরা বাকারা : ২৫৭

... আল্লাহ্ তো অবিশ্বাসী সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচলিত করেন না। — ২৪ ২৬৪

নিশ্চয় আল্লাহ্ কাছে নিকৃষ্টতম জীব সেই বধির ও মুকরা যারা কিছুই বোঝে না। আর আল্লাহ্ যদি তাদের মধ্যে ভালো কিছু দেখতেন তবে তিনি তাদেরকেও শোনাতেন; কিন্তু তিনি তাদেরকে শোনালেও তারা উপেক্ষা করে মুখ ফিরিয়ে নিত। — ৮ সুরা আনফাল : ২২-২৩

স্মরণ করো, অবিশ্বাসীরা তোমাদের বিরুদ্ধে ঘড়যন্ত্র করেছিল তোমাকে বদি বা হত্যা বা নিবাসিত করার জন্য। আর তারা ঘড়যন্ত্র করে, আর আল্লাহ্ পরিকল্পনা করেন। আর পরিকল্পনাকারীদের মধ্যে আল্লাহই শ্রেষ্ঠ। আর যখন তাদের কাছে আমার আয়ত আবজি করা হয় তখন তারা বলে, ‘আমরা তো শুনলাম, ইচ্ছ করলে আমরাও এরকম বলতে পারি, এ-তো শুধু সেকালের লোকদের উপকথা।’ আরও স্মরণ করো, তারা বলেছিল, ‘হে আল্লাহ! এ তোমার তরফ থেকে সত্য হয় তবে আমাদের ওপর আকাশ থেকে পাথর ফেলো বা আমাদেরকে যত্রগাদায়ক শাস্তি দাও।’

আর আল্লাহ্ তো এমন নন যে, তুমি তাদের মধ্যে থাকবে তবু তিনি তাদেরকে শাস্তি দেবেন, আর তিনি এমন নন যে, তারা ক্ষমা প্রার্থনা করবে তবু তিনি তাদেরকে শাস্তি দেবেন। আর তাদের কী-ই বা বলার আছে যে, আল্লাহ্ তাদেরকে শাস্তি দেবেন না যখন তারা লোকদেরকে মসজিদ-উল-হারাম থেকে নিবৃত্ত করে, যদিও তারা তার তত্ত্বাবধায়ক নয়, সাবধানিরাই তার তত্ত্বাবধায়ক। কিন্তু তাদের অনেকেই এ জানে না। আর কাবাগহের কাছে শুধু শিশ ও করতালি দেওয়াই ছিল তাদের নামাজ। তোমরা যে অবিশ্বাস করতে তার জন্য তোমরা শাস্তি ভোগ করো।

নিশ্চয়ই যারা অবিশ্বাসী, আল্লাহ্ পথে লোককে বাধা দেওয়ার জন্য তারা তাদের ধনসম্পদ ব্যয় করে। তারা ধনসম্পদ ব্যয় করতেই থাকবে, তারপর তা তাদের মনস্তাপের কারণ হবে। এরপর তারা পরাজিত হবে, আর যারা অবিশ্বাস করে তাদেরকে জ্ঞাহান্নামে একত্র করা হবে। এ জন্য যে, আল্লাহ্ দুর্জনকে সুজন থেকে আলাদা করবেন, আর দুর্জনদের এককে অপরের ওপর রাখবেন। তারপর সকলকে জড় করে জ্ঞাহান্নামে ফেলে দেবেন; এরাই তো ক্ষতিগ্রস্ত।

যারা অবিশ্বাস করে তাদেরকে বলো ‘যদি তারা বিরত হয় তবে যা অতীতে হয়েছে আল্লাহ্ ক্ষমা করবেন, কিন্তু তারা যদি অন্যায়ের পুনরাবৃত্তি করে তবে তাদের আগে যারা এসেছিল তাদের দৃষ্টান্ত তো রয়েছে।’ আর তোমরা তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবে যতক্ষণ না ফির্না দূর হয় ও আল্লাহ্ র্ধম সামগ্রিকরণে প্রতিষ্ঠিত হয়। আর যদি তারা বিরত হয় তবে তারা যা করে নিশ্চয় আল্লাহ্ তা ভালো করেই দেখেন।’ আর যদি তারা মুখ ফেরায় তবে জেনে রাখো যে, আল্লাহই তোমাদের অভিভাবক, আর তিনি কত ভালো অভিভাবক, আর কত ভালো সাহায্যকারী। — ৮ সুরা আনফাল : ৩০-৩১

নিশ্চয় আল্লাহ্ কাছে নিকৃষ্ট জীব তারাই যারা অবিশ্বাস করে ও বিশ্বাস আনে না। ওদের মধ্যে তুমি যাদের সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ তারা প্রত্যেকবার তাদের চুক্তি ভঙ্গ করে, আর তারা সাবধান হয় না। যুক্তে তোমরা যদি তাদেরকে তোমাদের আয়তে পাও তবে ওদের পেছনে যারা আছে তাদের থেকে ওদেরকে বিছির করে এমনভাবে ধ্বংস করো যাতে ওরা শিক্ষা পেয়ে যায়। — ৮ সুরা আনফাল : ৫৫-৫৭

ଆର ଅବିଶ୍ୱାସୀରା ଯେନ କଥନ୍ତି ମନେ ନା କରେ ଯେ ତାରା ପରିତ୍ରାଣ ପେଯେଛେ । (ବିଶ୍ୱାସୀଦେରକେ) ତାରା ପରିଶ୍ରାନ୍ତ କରତେ ପାରବେ ନା । — ୮ ସୁରା ଆନଫଳ ॥ ୫୯

ଆର ତିନି ତାଦେର ପରମ୍ପରେର ହଦୟେ ମଧ୍ୟେ ସମ୍ପ୍ରିତିର ସଞ୍ଚାର କରେଛେ । ପୃଥିବୀର ଯାବତୀୟ ସମ୍ପଦ ବ୍ୟାୟ କରଲେବେ ତୁମି ତାଦେର ହଦୟେ ସମ୍ପ୍ରିତି ସଞ୍ଚାର କରତେ ପାରତେ ନା, କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞାହ ତାଦେର ମଧ୍ୟେ ପ୍ରୀତିସଞ୍ଚାର କରେଛେ । ନିଶ୍ୟ ତିନି ଶକ୍ତିମାନ ତସ୍ତଙ୍ଗନୀ । — ୮ ସୁରା ଆନଫଳ ॥ ୬୩

ଯାରା ଅବିଶ୍ୱାସ କରେଛେ ତାରା ପରମ୍ପରା ପରମ୍ପରେର ବକ୍ଷୁ । ଯଦି ତୋମରା ତା (ତୋମାଦେର ପରମ୍ପରେର ମଧ୍ୟେ ତେମନ ବନ୍ଧୁତା) ନା କର ତବେ ଦେଶେ ଫିଳନା ଓ ମହାବିପର୍ଯ୍ୟ ଦେଖା ଦେବେ । — ୮ ସୁରା ଆନଫଳ ॥ ୭୩

... ନିଶ୍ୟ ଯାରା ଆଜ୍ଞାହର ନିର୍ଦଶନ ଅବିଶ୍ୱାସ କରେ ତାଦେର ଜନ୍ୟ ରଯେଛେ କଠୋର ଶାନ୍ତି । — ୩ ସୁରା ଆଲ-ଇ-ଇମରାନ ॥ ୪

ଯାରା ଅବିଶ୍ୱାସ କରେ, ତାଦେର ଧନସମ୍ପଦ ଓ ସଂତାନସମ୍ଭାବିତ ଆଜ୍ଞାହର କାହେ କୋନୋ କାଜେ ଲାଗେବେ ନା । ଆର ଏ ସବ ଲୋକଙ୍କ ଅଗ୍ନିର ଇଙ୍କଳ ହବେ । — ୩ ସୁରା ଆଲ-ଇ-ଇମରାନ ॥ ୧୦

ଯାରା ଅବିଶ୍ୱାସ କରେ ତାଦେରକେ ବଲୋ, 'ତୋମରା ଶୀଘ୍ରଇ ପରାଜିତ ହବେ ଓ ତୋମାଦେରକେ ଜାହାନାମେ ଏକତ୍ର କରା ହବେ । ଆର ତା ଖୁବ ଖାରାପ ଜ୍ଞାଯଗା ।' — ୩ ସୁରା ଆଲ-ଇ-ଇମରାନ ॥ ୧୨

ଯାରା ଆଜ୍ଞାହର ନିର୍ଦଶନଗୁଲୋ ଅବିଶ୍ୱାସ କରେ, ନବିଦେରକେ ଅଯଥା ହତ୍ୟା କରେ ଓ ମାନୁଷେର ମଧ୍ୟେ ଯାରା ନ୍ୟାୟସଂଗ୍ରହ ଆଦେଶ ଦେଇ ତାଦେର ବଧ କରେ, ତୁମି ତାଦେର ଯଞ୍ଜଣାଦୟକ ଶାନ୍ତିର ସଂବାଦ ଦାଓ । ଏହିସବ ଲୋକେର ଇହକାଳ ଓ ପରକାଳେର କାର୍ଯ୍ୟବଳୀ ନିର୍ଝଳ ହବେ ଓ ତାଦେର କେଉଁ ସାହାଯ୍ୟ କରବେ ନା । — ୩ ସୁରା ଆଲ-ଇ-ଇମରାନ ॥ ୨୧-୨୨

ବିଶ୍ୱାସୀରା ଯେନ ବିଶ୍ୱାସୀଦେର ଛାଡ଼ା ଅବିଶ୍ୱାସୀଦେର ଅଭିଭାବକ ହିସାବେ ଗ୍ରହଣ ନା କରେ । ସେ-କେଉଁ ଏମନ କରବେ ତାର ସାଥେ ଆଜ୍ଞାହର କୋନୋ ସମ୍ପର୍କ ଥାକବେ ନା । ତବେ ଯଦି ତୋମରା ତାଦେର କାହେ ଥେକେ କୋନୋ ଆଶକ୍ତକା କର ତବେ ତୋମରା ତାଦେର ସମ୍ବନ୍ଧେ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରବେ । ଆର ଆଜ୍ଞାହ ତାର ନିଜେର ସମ୍ବନ୍ଧକେ ତୋମାଦେରକେ ସାବଧାନ କରେଛେ । ଆର ଆଜ୍ଞାହର ଦିକେଇ ଫିରେ ଯେତେ ହବେ । — ୩ ସୁରା ଆଲ-ଇ-ଇମରାନ ॥ ୨୮

ଯାରା ଅବିଶ୍ୱାସ କରେଛେ ଆମି ତାଦେର ଇହକାଳ ଓ ପରକାଳେ କଠୋର ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରବ ଏବଂ ତାଦେରକେ କେଉଁ ସାହାଯ୍ୟ କରବେ ନା । — ୩ ସୁରା ଆଲ-ଇ-ଇମରାନ ॥ ୫୬

ବିଶ୍ୱାସେର ପର ଓ ରସୁଲକେ ସତ୍ୟ ବଲେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦାନ କରାର ପର ଆର ତାଦେର କାହେ ଶ୍ଵେତ ନିର୍ଦଶନ ଆସାର ପର ଯେ-ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଅବିଶ୍ୱାସ କରେ (ତାଦେରକେ) ଆଜ୍ଞାହ କୀତାବେ ସଂପଥେର ନିର୍ଦଶ ଦେବେ ? ଆର ଆଜ୍ଞାହ ସୀମାଲଭୟକାରୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକେ ସଂପଥେର ନିର୍ଦଶ ଦେନ ନା । ଏଦେର ପ୍ରତିଫଳ ଏହି ଯେ, ଏଦେର ଓପର ଆଜ୍ଞାହର, ଫେରେଶ୍ତାଦେର ଓ ମାନୁଷେର ସକଳେରଇ ଅଭିଶାପ ! ତାରା (ଅଭିଶାପ ଅବହ୍ୟ) ଶ୍ଵାସୀ ହବେ, ତାଦେର ଶାନ୍ତି ହାଲକା କରା ହବେ ନା ଓ ତାଦେରକେ ବିରାମ ଓ ଦେଖ୍ୟା ହବେ ନା । ତବେ ଏର ପର ଯାରା ତୁମାବୀ କରେ ଓ ନିଜେଦେର ସଂଶୋଧନ କରେ (ତାଦେର କଥା ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର) । ଆଜ୍ଞାହ ତୋ କ୍ଷମାଶୀଲ ପରମ ଦୟାଲୁ । ଯାରା ବିଶ୍ୱାସ କରାର ପର ଅବିଶ୍ୱାସ କରେ ଓ ଯାଦେର ଅବିଶ୍ୱାସପ୍ରବଣତା ବ୍ରଦି ପେତେ ଥାକେ ତାଦେର ତୁମାବୀ କଥନ ଓ ମଞ୍ଜୁର କରା ହୁଯ ନା । ଆର ଏରାଇ ତୋ ପଥଭାବ । ଯାରା ଅବିଶ୍ୱାସ କରେଛେ ଓ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ଅବହ୍ୟ

মারা গেছে, তাদের পক্ষে পৃথিবী ভরে সোনার বদলা দিলেও কখনও তা কবুল হবে না। এ সব লোকের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি ও এদের কেউ সাহায্য করবে না। — ৩ সুরা আল-ই-ইমরানঃ ৮৬-৯১

নিচয় যারা অবিশ্বাস করে তাদের ধনসম্পদ ও সত্তানসন্ততি আল্লাহর কাছে কখনও কোনো কাজে লাগবে না। তারাই অগ্নিবাসী, সেখানে তারা থাকবে চিরকাল। তারা যা-কিছু পার্থিব জীবনে ব্যয় করে তার দ্রষ্টব্য তুষারশীতল ঝোড়ো হাওয়ার মতো, যা যে-জাতি নিজেদের ওপর অত্যাচার করেছে তাদের শস্যক্ষেত্রকে আঘাত করে ও নষ্ট করে দেয়। আল্লাহ তাদের ওপর কোনো অত্যাচার করেননি, তারা নিজেরাই নিজেদের ওপর অত্যাচার করেছিল। — ৩ সুরা আল-ই-ইমরানঃ ১১৬-১১৭

হে বিশ্বাসিগণ ! যদি তোমরা অবিশ্বাসীদের অনুগত হও তবে তারা তোমাদেরকে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে দেবে আর তখন তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আল্লাহই তোমাদের অভিভাবক আর তিনিই শ্রেষ্ঠ সাহায্যকারী। যারা অবিশ্বাস করে আমি তাদের হাদয়ে ভয় ঢুকিয়ে দেব। কারণ তারা আল্লাহর শরিক করেছে যার সপক্ষে আল্লাহ কোনো প্রমাণ পাঠান নি। অগ্নিই তাদের নিবাস। কী খারাপ অত্যাচারীদের সেই বাসস্থান। — ৩ সুরা আল-ই-ইমরানঃ ১৪৯-১৫১

আর যারা তাড়াতাড়ি অবিশ্বাস করে তাদের আচরণ যেন তোমাকে দুঃখ না দেয়। তারা নিচয় আল্লাহর কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। আল্লাহ পরকালে তাদেরকে কোনো (কল্যাণের) অংশ দেবার ইচ্ছা করেন না। তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি। যারা বিশ্বাসের বিনিয়য়ে অবিশ্বাস ক্রয় করেছে তারা কখনও আল্লাহর কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে। আর অবিশ্বাসীরা যেন কিছুতেই মনে না করে যে আমি তাদের মঙ্গলের জন্য কাল বিলম্বিত করি, আমি কালবিলম্ব করি যাতে তাদের পাপ বৃক্ষি পায়। আর তাদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি। অসৎকে সৎ হতে পৃথক না করা পর্যন্ত তোমরা যে অবস্থায় রয়েছে আল্লাহ সে অবস্থায় বিশ্বাসীদের ছেড়ে দিতে পারেন না। — ৩ সুরা আল-ই-ইমরানঃ ১৭৬-১৭৯

যারা অবিশ্বাস করে দেশবিদেশে অবাধে ঘুরে বেড়ায় তারা যেন তোমাকে বিভ্রান্ত না করে। এ তো সামান্য উপভোগ। তারপর জাহাঙ্গরে তারা বাস করবে। আর সে কী জঘন্য বাসস্থান ! — ৩ সুরা আল-ই-ইমরানঃ ১৯৬-১৯৭

আল্লাহ অবিশ্বাসীদের অভিশপ্ত করেছেন এবং তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন জ্বলন্ত আগুন যেখানে ওরা চিরকাল থাকবে এবং কোনো অভিভাবক যা সাহায্যকারী পাবে না। যেদিন আগুনে ওদের মুখ উলটে পালটে পোড়ানো হবে সেদিন ওরা বলবে, ‘হায়, আমরা যদি আল্লাহ ও রসূলকে মানতাম !’ তারা আরও বলবে, ‘হে আমাদের প্রতিপালক ! আমরা আমাদের নেতা ও বড়লোকদের আনুগত্য করেছিলাম এবং ওরা আমাদের পথভর্ট করেছিল। হে আমাদের প্রতিপালক ! ওদের শাস্তি দিগুণ করে দাও এবং ওদেরকে মহা অভিশাপ দাও !’ — ৩৩ সুরা আহজাবঃ ৬৪-৬৮

আর আমি অবিশ্বাসীদের জন্য অপমানকর শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি। — ৪ সুরা নিসাঃ ৩৭

যারা অঙ্গীকার করেছে ও রসূলের অবাধ্য হয়েছে তারা সেদিন মাটির সাথে মিশে যেতে চাইবে ! আর তারা আল্লাহর কাছ থেকে কোনো কথাই গোপন করতে পারবে না। — ৪ সুরা নিসা : ৪২

তুমি কি তাদের দেখনি যাদের কিতাবের এক অংশ দেওয়া হয়েছিল ? তারা জিবত [প্রতিমা] ও তাগুতের [অসত্য দেবতার] ওপর বিশ্঵াস করে। তারা অবিশ্বাসীদের সম্বন্ধে বলে যে, ‘বিশ্বাসীদের চেয়ে এদের পথই ভালো !’ এরাই তো তারা যাদেরকে আল্লাহ অভিশাপ দিয়েছেন আর আল্লাহ যাকে অভিশাপ দেন তুমি কখনও কাউকে তাকে সাহায্য করতে দেখবে না। তবে কি তারা রাজশক্তির অধীনীদার ? সে ক্ষেত্রেও তারা কাউকে খেজুর-আঁটির এক ক্ষুদ্রাঙ্গণ দেবে না। যা তারা কি তার ঈর্ষা করে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে মানুষকে যা-যা দিয়েছেন ? কারণ, আমি ইব্রাহিমের বৎসরকে তো কিতাব ও হিকমত দিয়েছিলাম, আর তাদেরকে দিয়েছিলাম এক বিশাল রাজ্য। তারপর তাদের মধ্যে কেউ-কেউ তাতে বিশ্বাস করেছিল, আর কেউ-কেউ মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। পুড়িয়ে ফেলার জন্য জাহানামই ঘষেষ্ট। যারা আমার আয়াতকে অবিশ্বাস করে আমি তাদের আগুনে পোড়াবই। যখনই তাদের চামড়া পুড়ে যাবে তখনই তার জায়গায় নতুন চামড়া সৃষ্টি করব, যাতে তারা শাস্তি ভোগ করে। আল্লাহ তো শক্তিমান, তত্ত্বজ্ঞানী। — ৪ সুরা নিসা : ৫১-৫৬

আর তোমরা যখন পৃথিবীতে সফর করবে তখন যদি তোমাদের ভয় হয় যে অবিশ্বাসীরা তোমাদের নিয়ার্তন করবে, তবে নামাজ সংক্ষেপ করলে তোমাদের কোনো দোষ নেই। অবিশ্বাসীরা তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। — ৪ সুরা নিসা : ১০১

যারা বিশ্বাস করার পর অবিশ্বাস করে এবং আবার বিশ্বাস করে ও আবার অবিশ্বাস করে, তাদের অবিশ্বাস করার বেঁক বাড়তে থাকবে। আল্লাহ তাদেরকে কিছুতেই ক্ষমা করবেন না, আর তাদেরকে কোনো পথও দেখবেন না। মুনাফিকদেরকে সুখবর দাও যে তাদের জন্য রয়েছে নিরাকৃণ শাস্তি। — ৪ সুরা নিসা : ১৩৭-১৩৮

যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলদেরকে অবিশ্বাস করে, আর ইচ্ছা করে আল্লাহ ও রসূলদের মধ্যে পর্যবেক্ষ্য করে আর বলে, ‘আমরা কতকক্ষে বিশ্বাস করি ও কতকক্ষে অবিশ্বাস করি, আর এদের মাঝের এক পথ অবলম্বন করতে চায়, প্রক্রিয়াক্ষে এরাই অবিশ্বাসী, আর অবিশ্বাসীদের জন্য আমি অপমানকর শাস্তি প্রস্তুত রেখেছি। — ৪ সুরা নিসা : ১৫০-১৫১

যারা অবিশ্বাস করে ও আল্লাহর পথে বাধা দেয় তারা দারুণ পথভ্রষ্ট। যারা অবিশ্বাস করেছে ও অত্যাচার করেছে আল্লাহ তাদের কখনও ক্ষমা করবেন না, আর তাদেরকে কোনো পথও দেখবেন না জাহানামের পথ ছাড়। সেখানে তারা থাকবে চিরকাল। আর এ তো আল্লাহর পক্ষে সহজ। — ৪ সুরা নিসা : ১৬৭-১৬৯

যারা অবিশ্বাস করে ও অপরকে আল্লাহর পথে বাধা দেয় তিনি তাদের কাজ ব্যর্থ করে দেন। যারা বিশ্বাস করে, সৎকাজ করে আর মুহাম্মদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা তাদের প্রতিপালক-প্রেরিত সত্য বলে বিশ্বাস করে তিনি তাদের মন্দ কাজগুলি ক্ষমা করবেন ও তাদের অবস্থা ভালো করবেন। এ এজন্য যে, যারা অবিশ্বাস করে তারা মিথ্যার ও যারা বিশ্বাস করে তারা তাদের প্রতিপালক-প্রেরিত সত্যের অনুসরণ করে। এ ভাবে আল্লাহ মানুষের জন্য দৃষ্টিশীল দেন।

অঙ্গেব যখন তোমরা অবিশ্বাসীদের সঙ্গে যুক্তে মোকাবিলা কর তখন তাদের ঘাড়ে-গর্দানে আঘাত কর। শেষে যখন তোমরা ওদের সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করবে তখন ওদের শক্ত করে বাঁধবে। তারপর তোমরা ইচ্ছা করলে ওদেরকে যুক্ত করে দিতে পার বা মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দিতে পার। তোমরা যুক্ত চালাবে যতক্ষণ না ওরা অস্ত্র সংবরণ করবে।

এ-ই বিধান। এ এজন্য যে, আল্লাহ ইচ্ছা করলে ওদের শাস্তি দিতে পারতেন। কিন্তু তিনি চান তোমাদের এককে অপরকে দিয়ে পরীক্ষা করতে। যারা আল্লাহর পথে নিহত হয় তিনি কখনই তাদের কাজ নষ্ট হতে দেন না। — ৪৭ সুরা মুহাম্মদ : ১-৪

যারা অবিশ্বাস করেছে তাদের জন্য দুর্ভোগ রয়েছে ও তিনি তাদের কাজ পণ করে দেবেন। এ এ-জন্য যে, আল্লাহ, যা অবতীর্ণ করেছেন ওরা তা পছন্দ করে না। সুতরাং আল্লাহ ওদের কর্ম নিষ্ফল করে দেবেন।

ওরা কি পথিবীতে সফর করে নি আর দেখেনি ওদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কী হয়েছিল? তিনি ওদেরকে ধৰ্ম করেছিলেন আর অবিশ্বাসীদের অবস্থা অনুরূপই হবে। এ এজন্য যে, আল্লাহ, বিশ্বাসীদের অভিভাবক আর অবিশ্বাসীদের কোনো অভিভাবক নেই। — ৪৭ সুরা মুহাম্মদ : ৮-১১

যারা অবিশ্বাস করে ও মানুষকে আল্লাহর পথে বাধা দেয় আর তাদেরকে পথের নির্দেশ জ্ঞানান্তরে পর রসূলের বিরোধিতা করে তারা আল্লাহর কোনোই ক্ষতি করতে পারবে না। তিনি তো তাদেরকে কর্ম ব্যর্থ করে দেবেন। — ৪৭ সুরা মুহাম্মদ : ৩২

যারা অবিশ্বাস করে ও আল্লাহর পথে বাধা দেয় তারপর অবিশ্বাসী হয়ে মত্যুবরণ করে আল্লাহ তাদেরকে কিছুতেই ক্ষমা করবেন না। — ৪৭ সুরা মুহাম্মদ : ৩৪

আল্লাহর প্রতি আহ্বানই বাস্তব। যারা তাঁকে ছাড়া অন্যকে ডাকে ওরা তাদেরকে কোনো সাড়া দেয় না। তাদের উপমা সেই ব্যক্তির মতো যে তার মুখে পানি পৌছে দেওয়ার আশায় এমন পানির দিকে তার হাত দুটো বাড়ায় যা তারা মুখে পৌছবার নয়। অবিশ্বাসীদের আহ্বান তো নিষ্ফল। — ১৩ সুরা রাদ : ১৪

যারা অবিশ্বাস করছে তারা বলে, ‘(মুহাম্মদের) প্রতিপালকের কাছ থেকে তার কাছে কোনো নির্দর্শন অবতীর্ণ হয়নি কেন?’ বলো, ‘আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বিভাস্ত করেন। আর তিনি তাঁর পথ দেখান তাদেরকে যারা তাঁর দিকে মুখ ফেরায় ...।’ — ১৩ সুরা রাদ : ২৭-২৮

... যারা অবিশ্বাস করেছে তাদের কর্মফলের জন্য তাদের বিপর্যয় ঘটতেই থাকবে বা বিপর্যয় তাদের আশেপাশে পড়তেই থাকবে, যে-পর্যন্ত না আল্লাহর প্রতিশ্রুতি আসে। আল্লাহ তো নির্ধারিত সময়ের ব্যক্তিক্রম করেন না। — ১৩ সুরা রাদ : ৩১

যারা অবিশ্বাস করছে তারা বলে, ‘তুমি তো প্রেরিত পুরুষ নও?’ বলো, ‘আল্লাহ ও যাদের কাছে কিতাবের জ্ঞান আছে তারা আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী হিসাবে যথেষ্ট।’ — ১৩ সুরা রাদ : ৪৩

ওরা সহজলভ্য পার্থিব জীবনকে ভালোবাসে এবং তাদের পরবর্তী কঠিন দিনকে উপেক্ষা ক'রে চলে। আমি তাদের সংষ্টি করেছি ও তাদের গঠন মজবুত করেছি। আমি

যখন ইচ্ছা করব তখন তাদের স্থলে তাদের অনুরূপ অন্য জাতিকে প্রতিষ্ঠিত করব। — ৭৬ সুরা দাহৰ : ২৭-২৮

কিতাবি ও অংশীবাদীদের মধ্যে যারা অবিশ্঵াস করেছিল তারা নিজ মতে অবিচলিত ছিল যতক্ষণ না তাদের কাছে এল সুস্পষ্ট প্রমাণ, আল্লাহর কাছ থেকে এক রসূল যে আবাস্তি করে পৰিত্ব কিতাব যাতে আছে সরল বিধান। যাদের কিতাব দেওয়া হয়েছিল তাদের মধ্যে যতভেদের সৃষ্টি হল তাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ আসার পর। তারা তো আদিষ্ট হয়েছিল আল্লাহর আনুগত্যে খাঁটি মনে একনিষ্ঠভাবে তাঁর উপাসনা করতে ও নামাজ আদায় করতে ও জ্ঞানাত দিতে। এ-ই তো সরল ধর্ম।

কিতাবি ও অংশীবাদীদের যারা অবিশ্বাস করে তারা জাহানামের আগনে চিরকাল থাকবে, ওরাই তো সৃষ্টির অধম। — ১৮ সুরা বাইইয়িনা : ১-৬

তিনিই কিতাবিদের মধ্যে যারা অবিশ্বাস করেছিল তাদেরকে প্রথম সমাবেশেই তাদের বাসভূমি থেকে বের করে দিয়েছিলেন। তোমরা কল্পনাও করতে পার নি যে ওরা নির্বাসিত হবে। আর ওরা মনে করেছিল, ওদের দুর্ভেদ্য দুর্গঁগুলো আল্লাহর বাহিনীর হাত থেকে ওদেরকে রক্ষা করবে। কিন্তু আল্লাহর শাস্তি এমন এক দিক হতে এল যা ওরা ধারণাও করতে পারে নি। আর ওদের অস্তরে তা আসের সম্ভাব করল। তাদের বাড়িয়ির তাদের নিজেদের হাতে ও বিশ্বাসীদের হাতে ধ্বংস হয়ে গেল। অতএব যাদের চোখ আছে, তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর। আল্লাহ ওদেরকে নির্বাসনের সিদ্ধান্ত না করলে পৃথিবীতে অন্য শাস্তি দিতেন; পরকালে ওদের জন্য রয়েছে আগনের শাস্তি। এ এজন্যে যে, ওরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধাচারণ করেছিল। আর কেউ আল্লাহর বিরুদ্ধাচারণ করলে, আল্লাহ তো শাস্তি দানে কঠোর। — ৫৯ সুরা হাশর : ২-৪

যারা অবিশ্বাস করে তাদের কর্ম মরুভূমির মরীচিকার মতো; পীপাসার্ত যাকে পানি মনে করে থাকে; সে ওর কাছে গেলে দেখবে তা কিছুই নয় এবং সেখানে সে পাবে আল্লাহকে। তারপর তিনি তার প্রতিফল তাঁর হিসাব মতোই দেবেন। আল্লাহ হিসাব গ্রহণে তৎপর। অথবা ওদের কর্মের উপমা সমুদ্রের অতল অঙ্কার, ঢেউয়ের ওপর ঢেউ যাকে উখালপাথাল করে, যার ওপরে ঘনঘটা, এক অঙ্কারের ওপর আর-এক অঙ্কার, কেউ হাত বের করলে তা সে মোটেই দেখতে পায় না। আল্লাহ যাকে আলো না দেন তার জন্য কোনোও আলো নেই। — ২৪ সুরা নূর : ৩৯-৪০

(বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী) দুটি দল তাদের প্রতিপালক সম্বন্ধে বিতর্ক করে। যারা অবিশ্বাস করে তাদের জন্য তৈরি করা হয়েছে আগনের পোশাক। তাদের মাথার ওপর ফুটস্ট পানি ঢেলে দেওয়া হবে যাতে ওদের চামড়া আর ওদের পেটে যা আছে তা গলে যায়। আর ওদের জন্য থাকবে লোহার মুগুর।

যখনই ওরা যন্ত্রণায় কাতর হয়ে জাহানাম থেকে বেরুতে চাইবে তখনই তাদেরকে সেখানে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। (ওদেরকে বলা হবে) ‘দহনযন্ত্রণা ভোগ কর!’ — ২২ সুরা হজ : ১৯-২২

যারা অবিশ্বাস করে ও মানুষকে আল্লাহর পথে বাধা দেয়, আর যে মসজিদ-উল-হারামকে আমি স্থানীয় ও বহিরাগত সকলের জন্য সমান করেছি তা থেকে মানুষকে নিবৃত্ত

করে, তাদেরকে আমি কঠিন শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করাব, আর যে সীমালঙ্ঘন করে মসজিদ-উল-হারামে পাপ কাজ করতে ইচ্ছা করে তাকেও — ২২ সুরা হজ : ২৫

অবিশ্বাসীরা ওতে (সরল পথে) সন্দেহ করা থেকে বিরত হবে না, যতক্ষণ না ওদের কাছে হঠাতে করে কিয়ামত এসে পড়বে বা এসে পড়বে এক ভয়ংকর দিনের শাস্তি। সেদিন চূড়ান্ত কর্তৃত্ব থাকবে আল্লাহরই। তিনি ওদের বিচার করবেন। সুতরাং যারা বিশ্বাস করে ও সংকাজ করে তারা সুখকর বাগানে থাকবে। আর যারা অবিশ্বাস করে ও আমার আয়ত অঙ্গীকার করে তাদেরই জন্য থাকবে অপমানকর শাস্তি। — ২২ সুরা হজ : ৫৫-৫৭

আর ওদের কাছে আমার স্পষ্ট আয়ত আবৃত্তি করা হলে তুমি অবিশ্বাসীদের মুখে অসন্তোষের লক্ষণ দেখবে। কেউ ওদের কাছে আমার আয়ত আবৃত্তি করলে তার ওপর ওরা যারমুখো হয়ে ওঠে। বলো, ‘তবে কি আমি তোমাদেরকে এর চেয়ে খারাপ কিছুর সংবাদ দেব? এ তো আগুন, এ বিষয়ে আল্লাহ অবিশ্বাসীদেরকে সতর্ক ক’রে দিয়েছেন। আর বসবাসের জন্য এ কতই-না খারাপ জায়গা?’ — ২২ সুরা হজ : ৭২

হে অবিশ্বাসীরা! আজ তোমরা দোষকালনের চেষ্টা কোরো না। তোমরা যে যা করতে তোমাদেরকে তারই প্রতিফল দেওয়া হবে। — ৬৬ সুরা তাহরিম : ৭

আল্লাহ অবিশ্বাসীদের জন্য নৃহ ও লুতের স্ত্রীর দ্রষ্টান্ত উপস্থিতি করছেন। ওরা ছিল আমার দুই সৎকর্মপরায়ণ দাসের অধীন। কিন্তু ওরা তাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। তাই নৃহ ও লুত তাদেরকে আল্লাহর শাস্তি থেকে রক্ষা করতে পারল না। আর ওদের বলা হল, ‘জাহান্মায়ে যারা ঢুকবে তাদের সাথে তোমরাও সেখানে ঢোকো।’ — ৬৬ সুরা তাহরিম : ১০

তোমাদের কাছে কি আগের অবিশ্বাসীদের কাহিনী পৌছায়নি? ওরা ওদের কাজের শাস্তির স্বাদ পেয়েছিল, আর ওদের জন্য রয়েছে মারাত্মক শাস্তি। এ এজন্য যে ওদের কাছে রসূলরা স্পষ্ট নির্দশন আনলে ওরা বলত, ‘মানুষই কি আমাদের পথের স্কান দেবে?’

তারপর ওরা অবিশ্বাস করল ও মুখ ফিরিয়ে নিল; কিন্তু এতে আল্লাহর কিছু আসে যায় না, আল্লাহ অভাবমুক্ত, প্রশংসা তাঁরই প্রাপ্য। অবিশ্বাসীরা ধারণা করে যে, ওদেরকে কখনও আবার ওঠানো হবে না। বলো, ‘নিশ্চয়ই হবে, আমার প্রতিপালকের শপথ! তোমাদেরকে অবশ্যই ওঠানো হবে।’ এ আল্লাহর পক্ষে সহজ। অতএব তোমরা আল্লাহ, তাঁর রসূল ও যে আলো (কোরান) আমি অবরীর্ণ করেছি তাতে বিশ্বাস স্থাপন করো। আর তোমরা যা কর্ত আল্লাহ তার ব্যবর রাখেন। — ৬৪ সুরা তাগাবুন : ৫-৮

কিন্তু যারা অবিশ্বাস করে ও আমার নির্দশন অঙ্গীকার করে, তারাই জাহান্মামের অধিবাসী, সেখানে তারা থাকবে চিরকাল। ফিরে যাওয়ার জন্য সেটা কত-না খারাপ জায়গা। — ৬৪ সুরা তাগাবুন : ১০

যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করে না আমি সেসব অবিশ্বাসীর জন্য জ্বলন্ত আগুন প্রস্তুত রেখেছি। — ৪৪ সুরা ফাত্তহ : ১৩

অবিশ্বাসীরা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলে শেষে ওরা পিঠটান দিত তখন ওদের কোনো অভিভাবক ও সাহায্যকারী থাকত না। এ-ই আল্লাহর বিধান, যা প্রাচীনকাল হতে চলে আসছে; ‘তুমি আল্লাহর এ-বিধানে কোনো পরিবর্তন পাবে না। আমি মক্কা অঞ্চলে ওদের

ওপর তোমাদেরকে জয়ী করার পর তাদের হাতকে তোমাদের বিরুদ্ধে ও তোমাদের হাতকে তাদের বিরুদ্ধে নিরস্ত করেছি। তোমরা যা-কিছু কর আল্লাহ্ তা দেখেন। ওরাই তো অবিশ্বাস করেছিল আর তোমাদের নিবৃত্ত করেছিল মসজিদ-উল-হারাম থেকে এবং বাথা দিয়েছিল কোরবানির পশুদের কোরবানির জায়গায় পৌছতে। (আল্লাহ্ মুকায় জোর করে ঢোকাই নর্দেশ দিতেন) যদি (ওদের) মধ্যে বিশ্বাসী পুরুষ ও নারী না থাকত যাদের কথা তোমরা জান না, যাদেরকে পদদলিত করলে (সেই) অজ্ঞান অপরাধের জন্য তোমাদের দোষারোপ করা হতো। (কিন্তু তিনি এ-ই স্থির করলেন) যাতে যাকে ইচ্ছা তিনি অনুগ্রহ করতে পারেন। যদি ওরা পৃথক থাকত, আমি অবিশ্বাসীদেরকে মারাত্মক শাস্তি দিতাম। — ৪৮ সুরা ফাত্তহ : ২২-২৫

... যে-কেউ বিশ্বাস করতে অস্থীকার করবে তার কর্ম নিষ্ফল হয়ে যাবে আর সে পরকালে ক্ষতিগ্রস্তদের অস্তর্ভুক্ত হবে। — ৫ সুরা মায়দা : ৫

আর যারা অবিশ্বাস করে আর আমার আয়াতকে ঝিখ্যা বলে তারা প্রজ্ঞালিত অগ্নির অধিবাসী। — ৫ সুরা মায়দা : ১০

নিশ্চয় তারা অবিশ্বাস করে যারা বলে, ‘মরিয়মপুত্র মসিহুই আল্লাহ্’। — ৫ সুরা মায়দা : ১৭

যারা বলে, ‘আল্লাহ্ তো তিনের মধ্যে একজন’ তারা নিশ্চয় অবিশ্বাসী। এক উপাস্য ভিন্ন অন্য কোনো উপাস্য নেই। তারা যা বলে তা থেকে নিবৃত্ত না হলে তাদের মধ্যে যারা অবিশ্বাস করেছে তাদের ওপর অবশ্যই নিদাবুণ শাস্তি এসে পড়বে। — ৫ সুরা মায়দা : ৭৩

যারা অবিশ্বাস করেছে ও আমার আয়াতকে অগ্রহ্য করেছে তারাই বাস করবে আগুনে। — ৫ সুরা মায়দা : ৮৬

ওরা আল্লাহ্ ও তার রসূলকে অস্থীকার করে, নামাজে শৈথিল্যের সঙ্গে উপস্থিত হয় ও অনিচ্ছায় অর্থসাহায্য করে বলেই ওদেব অর্থসাহায্য গ্রহণ নিষেধ করা হয়েছে। ওদের ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততি তোমাকে যেন মৃগ্ন না করে। আল্লাহ্ তো ঐ দিয়েই ওদেরকে পার্থিব জীবনে শাস্তি দিতে চান। ওরা অবিশ্বাসীই রয়ে যাবে (যখন) ওদের আত্মা দেহ ত্যাগ করবে।

ওরা আল্লাহ্ নামে শপথ করে যে, ওরা তোমাদেরই সাথে, কিন্তু ওরা তো তোমাদের সাথে নয়। আসলে ওরা তো এক কাপুরুষ সম্প্রদায়। ওরা কোনো আশ্রয়, কোনো গুহ্য বা কোনো ঢোকার জায়গা পেলেই সেখানে দৌড়ে পালাবে। — ৯ সুরা তওবা : ৫৪-৫৭

আল্লাহ্ মুনাফেক নরনারী ও অবিশ্বাসীদের প্রতিশৃতি দিয়েছেন জাহানামের আগুনের যেখানে ওরা থাকবে চিরকাল। এ-ই ওদের জন্য হিসাব। ওদের ওপর রয়েছে আল্লাহ্ র অভিশাপ আর ওদের জন্য রয়েছে স্থায়ী শাস্তি। — ৯ সুরা তওবা : ৬৮

হে বিশ্বসিগণ ! অবিশ্বাসীদের মধ্যে যারা তোমাদের নিকটবর্তী তাদের সাথে যুদ্ধ কর ! আর তারা তোমাদের মধ্যে কঠোরতা দেখুক। আর জেনে রাখো যে, আল্লাহ্ সাবধানিদের সঙ্গে আছেন। আর যখনই কোনো সুরা অবতীর্ণ হয় তখন তাদের কেউ-কেউ বলে, ‘এ তোমাদের মধ্যে কার বিশ্বাস বাড়ালো?’ যারা বিশ্বাসী এ তাদেরই বিশ্বাস বৃক্ষি করে ও তারা আনন্দিত হয়। আর যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে এ তাদের পাপের সাথে আরও পাপ যোগ করে, আর অবিশ্বাসী অবস্থায় তাদের মতৃ ঘটে। তারা কি দেখে না যে, তারা প্রত্যেক বছর

দু-একবার বিপর্যস্ত হয়। এর পরেও তারা অনুশোচন করে না, উপদেশও নেয় না। আর যখনই কোনো সুরা অবতীর্ণ হয় তখন তারা এ ওর দিকে (ইশারা করে) ‘তোমাদেরকে কি কেউ লক্ষ করছে?’ — তারপর তারা স'রে পড়ে। আল্লাহ্ ওদের হৃদয়কে সত্য থেকে বিমুখ করেছেন, কারণ তারা এমন এক সম্প্রদায় যাদের কোনো বোধশক্তি নেই। — ৯ সুরা তত্ত্বা : ১২৩-১২৭

কা'বা : মক্কা, কাবা ও কিবলা দ্র.।

কাবিল ও হাবিল : নরহত্যা দ্র.।

কামনা বাসনা : তুমি কি দেখ না তাকে যে তার কামনা-বাসনার উপাসনা করে? তুমি কি তার জন্য ওকালতি করবে? তুমি কি মনে কর ওদের বেশির ভাগ শোনে বা বোঝে? ওরা তো পশুর মতো, বরং তাদের চেয়েও পথভৃট। — ২৫ সুরা ফুরুকান : ৪৩-৪৪

সত্য যদি ওদের কামনাবাসনার অনুগামী হতো তবে আকাশ, পৃথিবী ও তাদের মধ্যবর্তী স্ব-বিকল্প বিশ্বত্বল হয়ে পড়ত। অপরদিকে আমি ওদেরকে উপদেশ দিয়েছি, কিন্তু ওরা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে উপদেশ থেকে। — ২৩ সুরা মুমিনুন : ৭১

... সুতরাং তোমার ন্যায়বিচার করতে কামনা-বাসনার অনুসরণ কোরো না। — ৪ সুরা মাযিদা : ১৩৫

কাবুন : কাবুন ছিল মুসার সম্প্রদায়ভুক্ত, কিন্তু সে তাদের ওপর অত্যাচার করেছিল। আমি তাকে ধনভাণ্ডার দিয়েছিলাম, যার চাবিগুলো বহন করা একজন শক্তিশালী লোকের পক্ষেও কষ্টসাধ্য ছিল। স্মরণ করো, তার সম্প্রদায় তাকে বলেছিল, ‘দেমাক কোরো না, আল্লাহ্ দাস্তিকদের পচন্দ করেন না।’ আল্লাহ্ যা তোমাকে দিয়েছেন তা দিয়ে পরলোকের কল্যাণ অনুসন্ধান কর। ইহলোকে তোমার বৈধ সঙ্গোগকে তুমি উপেক্ষা কোরো না। তুমি সদয় হও, যেমন আল্লাহ্ তোমার ওপর সদয়। আর পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চেয়ে না। আল্লাহ্ ফ্যাশান্ড সৃষ্টিকারীদেরকে ভালোবাসেন না।’

সে বলল, ‘এ—সম্পদ আমি আমার জ্ঞানের জ্ঞানে পেয়েছি।’

সে কি জ্ঞানত না আল্লাহ্ তার পূর্বে বহু মানবগোষ্ঠীকে ধ্বংস করেছেন যারা তার চেয়েও শক্তিতে ছিল প্রবল, সম্পদে ছিল সমৃদ্ধ? অপরাধীদেরকে ওদের অপরাধ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে না।

কাবুন তার সম্প্রদায়ের সম্মুখে জাঁকজমকের সাথে উপস্থিত হয়েছিল। যারা পার্থিব জীবন চাইত তারা বলল, ‘আহা! কাবুনকে যা দেওয়া হয়েছে আমরা যদি তেমনি পেতাম! সত্যিই তিনি বড় ভাগ্যবান! ’

আর যাদের জ্ঞান দেওয়া হয়েছিল তারা বলল, ‘ধিক তোমাদেরকে, যারা বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে তাদের জন্য আল্লাহ্ পূর্ম্মকারই শ্রেষ্ঠ, আর বৈর্য ছাড়া কেউ এ পাবে না।’

তারপর আমি কাবুনকে ও তার প্রাসাদকে মাটির নীচে ধসিয়ে দিলাম। তার পক্ষে এমন কোনো দল ছিল না যে আল্লাহ্’র শাস্তির বিরুদ্ধে তাকে সাহায্য করতে পারত। আর সে নিজেও আত্মরক্ষা করতে পারেনি। আগের দিনে যারা তার মতো হতে চেয়েছিল তারা বলতে লাগল, ‘দেখো, আল্লাহ্ তাঁর দাসদের মধ্যে যার জন্য ইচ্ছা জীবনের উপকরণ

বাড়ান ও যার জন্য ইচ্ছা তা কমান। যদি আল্লাহ্ আমাদের ওপর সদয় না হতেন তবে আমাদেরকেও তিনি মাটির নিচে ফিলিয়ে দিতেন।' দেখো, অবিশ্বসীরা সফল হয় না।' — ২৮ সুরা কাসাস : ৭৬-৮২

আমি আমার নির্দশন ও স্পষ্ট প্রমাণ দিয়ে মুসাকে পাঠিয়েছিলাম ফেরাউন, হামান ও কারুনের কাছে, কিন্তু ওরা বলেছিল, "এ তো এক ভও জাদুকর।" — ৪০ সুরা মুমিন : ২৩-২৪

আর কারুন, ফেরাউন ও হামান! মুসা ওদের কাছে সুস্পষ্ট নির্দশন নিয়ে এসেছিল, তবু তারা পৃথিবীতে অহংকার করে বেড়াতো; কিন্তু তারা আমাকে এড়িয়ে যেতে পারেনি। — ২৯ সুরা আনকাবুত : ৩৯

কার্পণ্য : আর কেউ ব্যয়কৃষ্ট হলে, নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করলে যা ভালো তা বর্জন করলে তার জন্য কঠোর পরিণামের পথ সহজ করে দেব এবং যখন তার পতন ঘটবে ধনসম্পদ তার কোনো কাজে আসবে না। — ১২ সুরা লাইল : ৮-১১

দুর্ভোগ প্রত্যেকের যে সামনে ও পেছনে লোকের নিম্ন করে, যে অর্থ জমায় ও বারবার তা গোনে, ভাবে যে তার অর্থ তাকে অমর করে রাখবে। কখনও না। তাকে তো ফেলা হবে হতামায়। হতামা কী, তুমি কি তা জান ?

এ আল্লাহরই প্রজ্ঞানিত হৃতাশন যা হৎপিণ্ডগুলোকে গ্রাস করবে, ওদেরকে বিঁধে রাখবে দীর্ঘায়িত স্তম্ভে। — ১০৪ সুরা হ্যাজা : ১-৯

তুমি কি দেখেছ তাকে যে মুখ ফিরিয়ে নেয়, আর দান করে সামান্যই, পরে হয়ে যায় পাষাণহাদয় ? তার কি অদ্যশ্রেণ জ্ঞান আছে যে সে জানবে ? — ৫৩ সুরা নাজম : ৩৩-৩৫

আর যখন তারা ব্যয় করে তখন তারা অভিব্যক্ত করে না, কার্পণ্যও করে না। না, তারা এ-দুয়ের মধ্যবর্তী পক্ষ অবলম্বন করে। — ২৫ সুরা ফুরুকান : ৬৭

আতীয়স্বজনকে তার প্রাপ্য দিবে, আর অভাবগ্রস্ত ও পথচারীকেও। আর কিছুতেই অপব্যয় কোরো না। যারা অপব্যয় করে তারা তো শয়তানের ভাই, আর শয়তান তার প্রতিপালকের প্রতি বড়ই অক্তজ্ঞ। আর তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ লাভের আশায় তোমাকে যদি তাদের সাহায্যপ্রাপ্তীদের কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে হয় তবে নম্রভাবে কথা বোলো।

(ক্ষণের মতো) তোমার হাত যেন গলায় বাঁধা না থাকে বা তোমার হাত যেন সম্পূর্ণ খোলা না থাকে, থাকলে তোমার নিম্ন হবে, তুমি সব খুইয়ে ফেলবে। — ১৭ সুরা বনি ইসরাইল : ২৬-২৯

বলো, 'যদি তোমরা আমার প্রতিপালকের দয়ার ভাগ্নারের অধিকারী হতে তবুও তোমরা 'খৰচ হয়ে যাবে', এ ত্যে তা ধরে রাখতে। মানুষ তো বড়ই কপণ !' — ১৭ সুরা বনি ইসরাইল : ১০০

জাহানাম সে-ব্যক্তিকে ডাকবে যে সত্য থেকে পালিয়েছিল ও মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল, আর যে সম্পদ জমা করত ও তা আঁকড়ে ধরে রাখত। — ৭০ সুরা মাআরিজ : ১৭-১৮

ଆର ତାରା ଯେନ କିଛୁତେଇ ମନେ ନା କରେ ଯେ ଆଜ୍ଞାହ ନିଜ ଅନୁଗ୍ରହେ ତାଦେରକେ ଯା ଦିଯେଛେନ ତାତେ କୃପତା କରଲେ ତାଦେର ଭାଲୋ ହବେ । ନା, ଏ ତାଦେର ଜନ୍ୟ ମନ୍ଦ । ତାରା ଯେ-ଧନେ କୃପତା କରେ କିଯାମତେର ଦିନ ସେ-ଇ ତାଦେର ଗଲାର ଫାସ ହବେ । ଆକାଶ ଓ ପୃଥିବୀର ଉତ୍ତରାଧିକାର ଆଜ୍ଞାହରି । ଆର ତୋମରା ଯା କର ଆଜ୍ଞାହ ତା ଭାଲୋ କରେଇ ଜାନେନ । — ୩ ସୁରା ଆଲ-ଇ-ଇମରାନ ୧୮୦

ଯାରା କୃପତା କରେ ଓ ମାନୁଷକେ କୃପତାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଯ ଏବଂ ଆଜ୍ଞାହ ତାର ନିଜ ଅନୁଗ୍ରହେ ତାଦେରକେ ଯା ଦିଯେଛେନ ତା ଗୋପନ କରେ (ଆଜ୍ଞାହ ତାଦେରକେଓ ଭାଲବାସେନ ନା) । — ୪ ସୁରା ନିସା ୩୭

ତାରା ଆଜ୍ଞାହ ଓ ଶେ ଦିନେ ବିଶ୍ୱାସ କରଲେ ଆର ଆଜ୍ଞାହ ତାଦେରକେ ଯା ଦିଯେଛେନ ତା ଥେକେ ବ୍ୟଯ କରଲେ ତାଦେର କୀ କ୍ଷତି ହତୋ ? ଆଜ୍ଞାହ ତାଦେରକେ ଭାଲୋ ଭାବେଇ ଜାନେନ । — ୪ ସୁରା ନିସା ୩୯

... ଆଜ୍ଞାହ ଭାଲୋବାସେନ ନା ଉନ୍ନତ ଅହଂକାରୀଦେର । ଯାରା କୃପତା କରେ ଓ ମାନୁଷକେ କୃପତାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଯ, ଯେ ମୁଖ ଫିରିଯେ ନେଯ, ସେ ଜେଣେ ରାଖୁକ ଆଜ୍ଞାହ ତୋ ଅଭାବମୁକ୍ତ, ପ୍ରଶଂସାର ଯୋଗ୍ୟ । — ୫୭ ସୁରା ହୀଦିଦ ୨୩-୨୪

ଦେଖୋ, ତୋମାରେଇ ତୋ ତାରା ଯାଦେରକେ ଆଜ୍ଞାହର ପଥେ ବ୍ୟଯ କରତେ ବଲା ହଚ୍ଛେ ଅଥଚ ତୋମାଦେର ଅନେକେଇ କାର୍ପଣ୍ୟ କରରେ । ଯାରା କାର୍ପଣ୍ୟ କରେ ତାରା ତୋ ନିଜେଦେଇ ଓପର କାର୍ପଣ୍ୟ କରେ । ଆଜ୍ଞାହ ଅଭାବମୁକ୍ତ ଆର ତୋମରା ଅଭାବଗ୍ରହ୍ୟ । ସଦି ତୋମରା ମୁଖ ଫିରିଯେ ନାଓ ତିନି ତୋମାଦେର ଜ୍ଞାନ୍ୟାଗ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଜ୍ଞାତିକେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରବେନ ; ତାରା ତୋମାଦେର ମତୋ ହବେ ନା । — ୪୭ ମୁହାମ୍ମଦ ୩୮

... ତାରାଇ ସଫଳକାମ ଯାରା କାର୍ପଣ୍ୟ ହତେ ମୁକ୍ତ । — ୬୪ ସୁରା ତାଗାବୁନ ୧୬

ହେ ବିଶ୍ୱାସିଗଣ ! ପଣ୍ଡିତ ଓ ସାନ୍ତ୍ୟାସୀଦେର ମଧ୍ୟେ ଅନେକେ ଲୋକେର ଧନ ଅନ୍ୟାଯଭାବେ ଭୋଗ କରେ ଥାକେ ଓ ଲୋକକେ ଆଜ୍ଞାହର ପଥେ ଥେକେ ବିରତ କରେ । ଯାରା ସୋନା ଓ ବୁନ୍ଦୁ ଜ୍ଞମା କରେ ଏବଂ ତା ଆଜ୍ଞାହର ପଥେ ବ୍ୟଯ କରେ ନା, ତାଦେର ମାରାତ୍ମକ ଶାସ୍ତ୍ରର ଖର ଦାଓ । ସେଇନି ଜ୍ଞାନାମ୍ଭେର ଆଗନେ ତା ଗରବ କରା ହବେ ଓ ତା ଦିଯେ ତାଦେର କପାଳେ, ପାଶେ ଓ ପିଠେ ଦାଗ ଦେଓୟା ହବେ । (ସେଇନି ବଲା ହବେ) ଏ-ଇ ତୋ ତୋମରା ନିଜେଦେର ଜନ୍ୟ ଜ୍ଞମା କରେଛିଲେ । ତାଇ ତୋମରା ଯା ଜ୍ଞମା କରତେ ତାର ସ୍ଵାଦ ନାଓ । — ୯ ସୁରା ତତ୍ତ୍ଵା ୩୪-୩୫

କିତାବ : ନିଶ୍ଚଯ ସାଫଲ୍ୟ ଲାଭ କରବେ ସେ ଯେ ପବିତ୍ର ଆର ଯେ ତାର ପ୍ରତିପାଲକେର ନାମ ସୂର୍ଯ୍ୟ କରେ ଓ ନାମାଜ୍ଜ ପଡ଼େ । ତବୁ ତୋମରା ପାର୍ଥିବ ଜୀବନକେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦାଓ, ସଦିଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନ ଆରଓ ଭାଲୋ ଓ ଆରଓ ଶ୍ରୀମଦ୍ । ଏ ତୋ ଆଛେ (ଲେଖା) ପୂର୍ବେର ଗ୍ରହେ — ଇତ୍ରାହିମ ଓ ମୁସାର ଗ୍ରହେ । — ୮୭ ସୁରା ଆଲା ୧୪-୧୯

ତାକେ କି ଜାନୋନେ ହୟନି ଯା ଆଛେ ମୁସାର ଗ୍ରହେ ଏବଂ ଇତ୍ରାହିମେର ଗ୍ରହେ, ଯେ (ଇତ୍ରାହିମ) ତାର ଦାଯିତ୍ୱ ପାଲନ କରେଛିଲ ? — ୫୩ ସୁରା ନଜ୍ମ ୩୬-୩୭

ପୃଥିବୀତେ ଆମି ତାଦେରକେ (ବନି-ଇସରାଇଲକେ) ବିଛିନ୍ନ କରେ ଦିଯେଛି ବିଭିନ୍ନ ସମାଜେ, ତାଦେର କିଛୁ ଛିଲ ସଂକରମପରାୟନ ଆବାର କିଛୁ ଅନ୍ୟରକମ । ଆର ଭାଲୋ ଓ ମନ୍ଦ ଦିଯେ ଆମି ତାଦେରକେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଯାତେ ତାରା (ସଂପଥେ) ଫିରେ ଆସେ । ତାରପର ଏକେର

পর এক (অযোগ্য) উত্তরপুরুষেরা তাদের স্থলাভিষিক্ত হয়। তারা কিতাবেরও উত্তরাধিকারী হয়। এই তুচ্ছ পৃথিবীর জিনিস গ্রহণ করে তারা বলত, ‘আমাদের (এ সবের জন্য) মাফ করে দেওয়া হবে।’ কিন্তু আবার ঐ ধরনের জিনিস তাদের কাছে আসলে তা তারা গ্রহণ করে নিত। কিতাবের অঙ্গীকার কি তাঁদের থেকে নেওয়া হয়নি যে, তারা আল্লাহ সম্বন্ধে সত্য ছাড়া (অন্যকিছু) বলবে না? আর ওতে যা আছে তা তারা তালো করেই পড়েছে। যারা সাবধান হয় তাদের জন্য পরকালের আবাসই ভাল। তোমরা কি এ বোঝ না?

আর যারা কিতাবকে দৃঢ়ভাবে ধরে থাকে ও যথারীতি নামাজ পড়ে আমি তো তাদের মতো সংকর্মপরায়ণদের শুমফল নষ্ট করি না। — ৭ সুরা আরাফ : ১৬৮-১৭০

যাদের কিতাব দিয়েছি তারা তাকে সেরূপ চেনে যেরূপ তাদের সন্তানদেরকে চেনে। যারা নিজেরাই নিজেদের ক্ষতি করেছে তারা বিশ্বাস করবে না। — ৬ সুরা আনআম : ২০

...কিতাবে কোনো কিছু নিখে দিতে আমি ত্রুটি করিনি। — ৬ সুরা আনআম : ৩৮

হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা আল্লাহ, তাঁর রসূল, তাঁর রসূলের প্রতি যে-কিতাব অবতীর্ণ করেছেন তার ওপর ও যে-কিতাব তিনি পূর্বে অবতীর্ণ করেছেন তার ওপর বিশ্বাস করো। আর যে আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাদেরকে, তাঁর কিতাব, তাঁর রসূল ও পরকালকে অবিশ্বাস করবে সে ভীষণভাবে পথবর্ট হবে। — ৪ সুরা নিসা : ১৩৬

তাদের মধ্যে এমন কিছু নিরক্ষর লোক আছে যারা নিজেদের সম্ম্বক্ষে ছাড়া কিতাব সম্বন্ধে কোনো জ্ঞান রাখে না, তারা শুধু মনগড়া কথা বলে বেড়ায়। সূতরাং দুর্ভোগ তাদের জন্য যারা নিজ হাতে কিতাব রচনা করে আর সামান্য মূল্য পাবার জন্য তারা বলে, ‘এটা আল্লাহর কাছ থেকে এসেছে।’ তাদের হাত যা রচনা করে তার জন্য তাদের শাস্তি, আর যা তারা উপার্জন করেছে তার জন্যও তাদের শাস্তি। — ২ সুরা বাকারা : ৭৮-৭৯

যখন আল্লাহর কাছ থেকে কোনো রসূল আসে তাদের কাছে যা রয়েছে তার সমর্থক হিসাবে, তখন যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছিল তাদের একদল কিতাবটিকে পেছনের দিকে ফেলে দেয় যেন তারা কিছুই জানে না। — ২ সুরা বাকারা : ১০১

যাদের কিতাব দিয়েছি তাদের মধ্যে যারা যথাযথভাবে তা পড়ে তারাই তাতে বিশ্বাস করে এবং যারা এ অমান্য করে তারা তো ক্ষতিগ্রস্ত। — ২ সুরা বাকারা : ১১১

আল্লাহ যে-কিতাব অবতীর্ণ করেছেন, যারা তা গোপন করে তার বিনিময়ে স্বল্প মূল্য গ্রহণ করে, তারা কেবল আগুন দিয়ে নিজেদের উদর পূর্তি করে। আর কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের সাথে কথা বলবে না ও তাদের পবিত্রতা করবেন না। আর তাদের জন্য রয়েছে দুঃখজনক শাস্তি। তারাই সৎপথের বদলে ভ্রান্তপথ ও ক্ষমার বদলে শাস্তি কিনেছে। আগুনে তাদের কত ধৈর্য! এসব এজন্য যে আল্লাহ সত্যসহ কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। যারা কিতাব সম্বন্ধে মতভেদ করে, তারা নিশ্চয়ই অশেষ বিরুদ্ধতায় আছে। — ২ সুরা বাকারা : ১৭৪-১৭৬

মানুষ ছিল এক জাতি। তারপর আল্লাহ নবিদেরকে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসাবে পাঠান। আর মানুষের মধ্যে যে বিষয়ে মতভেদ সৃষ্টি হয়েছিল তার মীমাংসার জন্য তিনি

সত্যসহ কিতাব অবতীর্ণ করেন। আর যাদের তা দেওয়া হয়েছিল তাদের কাছে স্পষ্ট নির্দর্শন আসার পর তারা শুধু পরম্পর বিদ্বেষবশত মতভেদ করত। তারপর তারা যে-ভিন্নমত পোষণ করত আল্লাহ সে-বিষয়ে নিজ অনুগ্রহে সত্য পথে যারা বিশ্বাস করে তাদেরকে পরিচালিত করেন। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সরল পথে পরিচালিত করেন। — ২ সুরা বাকারা : ২১৩

আমি নৃহ ও ইব্রাহিমকে রসূল হিসাবে পাঠিয়েছিলাম এবং আমি তাদের বৎসরদের জন্য রেখেছিলাম নবুয়ত ও কিতাব। কিন্তু ওদের অল্প কজনই সংগৃথ অবলম্বন করেছিল, আর অধিকাংশই ছিল সত্যত্যাগী। — ৫৭ সুরা হাদিদ : ২৬

... প্রত্যেক নির্ধারিত কালের জন্য এক কিতাব থাকে। আল্লাহ যা ইচ্ছা তা বাতিল করেন ও যা ইচ্ছা তা বহাল রাখেন। আর তাঁরই কাছে কিতাবের মূল। — ১৩ সুরা রাদ : ৩৮-৩৯

কিতাবি, ইহুদি, খ্রিস্টান, মাজুস ও সাবেয়ি : তোমরা কিতাবিদের সঙ্গে তক্কিতক করবে, কিন্তু সৌজন্যের সাথে, তবে যারা ওদের মধ্যে সীমালঞ্চন করে তাদের সাথে নয়। আর বলো, ‘আমাদের উপর ও তোমাদের উপর যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে আমরা বিশ্বাস করি; আর আমাদের উপাস্য ও তোমাদের উপাস্য তো একই, আর তাঁরই কাছে আমরা আত্মসমর্পণ করি।’ — ২৯ সুরা আনকাবুত : ৪৬

যারা বিশ্বাস করে, যারা ইহুদি হয়েছে এবং যারা খ্রিস্টান বা সাবেয়ি (তাদের মধ্যে) যারা আল্লাহ ও শেবদিবসে বিশ্বাস করে ও সংকোচ করে তাদের জন্য তাদের প্রতিপালকের কাছে পূর্বস্ফৱার আছে। তাদের কোনো ভয় নেই ও তারা দৃঢ়বিত্তও হবে না। — ২ সুরা বাকারা : ৬২

কিতাবিদের মধ্যে যারা অবিশ্বাসী এবং যারা অংশীবাদী তারা চায় না যে, তোমাদের প্রতিপালকের কাছ থেকে তোমাদের উপর কোনো কল্যাণ অবতীর্ণ হ্যেক। অথচ আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বিশেষভাবে আপন দয়ার পাত্ররূপে মনোনীত করেন। আর আল্লাহ তো মহা অনুগ্রহশীল। — ২ সুরা বাকারা : ১০৫

তোমরা কি তোমাদের রসূলকে সেভাবে প্রশ্ন করতে চাও যেভাবে পূর্বে মুসাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল? আর যে বিশ্বাসের পরিবর্তে অবিশ্বাসকে গ্রহণ করে, সে তো নিঃসন্দেহে সরল পথ হারায়। নিজেদের ঈর্যামূলক মনোভাবের জন্য তাদের কাছে সত্য প্রকাশিত হবার পরও, কিতাবিদের মধ্যে অনেকেই বিশ্বাসের পর আবার তোমাদেরকে অবিশ্বাসী হিসাবে ফিরে পেতে চায়। তোমরা ক্ষমা করো ও উপেক্ষা করো যতক্ষণ না আল্লাহ কোনো নির্দেশ দেন। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। — ২ সুরা বাকারা : ১০৮-১০৯

আর তারা বলে ‘ইহুদি বা খ্রিস্টান ছাড়া কেউ কখনও জান্মাতে প্রবেশ করবে না।’ এ তাদের মিথ্যা আশা। বলো, ‘যদি তোমরা সত্যবাদী হও, তবে প্রমাণ উপস্থিত কর! ইঁয়া, যে সংকোচ করে আল্লাহর কাছে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করে তার ফল তার প্রতিপালকের কাছে রয়েছে, আর তাদের কোনো ভয় নেই ও তারা দৃঢ়ব্যোগ পাবে না।

ইহুদিরা বলে, ‘খ্রিস্টানদের কোনো ভিত্তি নেই’ খ্রিস্টানরা বলে, ‘ইহুদিদের কোনো ভিত্তি নেই; অথচ তারা কিতাব পাঠ করে। এইভাবে যারা কিছুই জানে না তারাও অনুরূপ কথা

বলে। সুতরাং যে বিষয়ে তাদের মতভেদ আছে শেষবিচারের দিন আল্লাহ্ তার মীমাংসা করবেন। — ২ সুরা বাকারা : ১১১-১১৩

ইহুদি ও খ্রিস্টানরা তোমার প্রতি কথনও সন্তুষ্ট হবে না, যতক্ষণ না তুমি তাদের ধর্মাদর্শ অনুসরণ কর। বলো, ‘আল্লাহ্ পথনির্দেশই প্রকৃত পথনির্দেশ।’ জ্ঞানপ্রাপ্তির পর তুমি যদি তাদের খেয়ালখুশির অনুসরণ কর তবে আল্লাহ্ বিপক্ষে তোমার কোনো অভিভাবক থাকবে না, আর কেউ সাহায্যও করবে না। — ২ সুরা বাকারা : ১২০

সেই উন্মত্ত গত হয়েছে। তারা যা অর্জন করেছিল তা তাদের। তোমরা যা অর্জন করবে তা তোমাদের। তারা যা করত সে সম্বন্ধে তোমাদের কোনো প্রশ্ন করা হবে না। তারা বলে ‘ইহুদি বা খ্রিস্টান হও, ঠিক পথ পাবে’ বলো, ‘বরং একনির্ভুল হয়ে আমরা ইব্রাহিমের ধর্মাদর্শ অনুসরণ করব।’ আর সে (ইব্রাহিম) অংশীবাদীদের অস্তর্ভুক্ত ছিল না।

তোমরা বলো, ‘আমরা আল্লাহ্ বিশ্বাস করি, এবং যা আমাদের প্রতি এবং ইব্রাহিম, ইসমাইল, ইসহাক, ইয়াকুব ও তার বংশধরগণের প্রতি অবর্তীণ হয়েছে এবং যা তাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে ঈসা, মুসা ও অন্যান্য নবিকে দেওয়া হয়েছে আমরা তাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য করি না এবং আমরা তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করি।’ তোমরা যাতে বিশ্বাস করেছ তারা যদি সেরূপ বিশ্বাস করে তবে নিশ্চয় তারা পথ পাবে। আর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে তারা নিশ্চয়ই বিরুদ্ধভাবাপন্ন। আর তাদের বিরুদ্ধে তোমার জন্য আল্লাহ্ যথেষ্ট। তিনি সব শোনেন সব জানেন। — ২ সুরা বাকারা : ১৩৪-১৩৭

বলো, ‘আল্লাহ্ সম্বন্ধে তোমরা কি আমাদের সঙ্গে তর্ক করতে চাও? আর তিনি তো আমাদের প্রতিপালক এবং তোমাদেরও প্রতিপালক। আমাদের কাজ আমাদের এবং তোমাদের কাজ তোমাদের জন্য; আর আমরা ভক্তিভরে তারই সেবা করি।’ তোমরা কি বলো যে ইব্রাহিম, ইসমাইল, ইসহাক, ইয়াকুব ও তাঁর বংশধররা ইহুদি বা খ্রিস্টান ছিল? বলো, ‘তোমরা কি বেশি জান, না আল্লাহ্? তার চেয়ে বড় সীমালঞ্চনকারী কে যে আল্লাহ্ র কাছ থেকে পাওয়া প্রমাণ গোপন করে? আর আল্লাহ্ তো জানেন তোমরা যা কর। সেই উন্মত্ত গত হয়েছে। তারা যা অর্জন করেছিল তা তাদের, তোমরা যা অর্জন করবে তা তোমাদের, তারা যা করত সে সম্বন্ধে তোমাদের কোনো প্রশ্ন করা হবে না। — ২ সুরা বাকারা : ১৩৯-১৪১

... আর যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে তারা নিশ্চিতভাবে জানে যে, এ তাদের প্রতিপালক-প্রেরিত সত্য। তারা যা করে তা আল্লাহ্ র অজানা নেই। যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছ তুমি যদি তাদের কাছে সব প্রমাণ পেশ কর, তবুও তারা তোমার কিবলার অনুসরণ করবে না আর তুমিও তাদের কিবলার অনুসরণ করবে না। তারাও কেউ কারও কিবলা অনুসরণ করে না। তোমার কাছে জ্ঞান আসার পর তুমি যদি তাদের খেয়ালখুশির অনুসরণ কর তবে তুমি তো সীমালঞ্চন করবে। আমি যাদের কিতাব দিয়েছি তারা তাকে (মুহাম্মদকে) তেমনি চেনে যেমন তারা চেনে নিজেদের ছেলেদেরকে, তবুও তাদের একদল সত্য গোপন করে, আর তা জেনেশুনে। — ২ সুরা বাকারা : ১৪৪-৪৬

এসব এজন্য যে আল্লাহ্ সত্যসহ কিতাব অবর্তীণ করেছেন; দেখ, যারা কিতাব সম্বন্ধে মতভেদ করে, তারা নিশ্চয়ই অশেষ বিরুদ্ধতায় আছে। — ২ সুরা বাকারা : ১৭৬

তুমি কি তাদের দেখনি যাদেরকে কিতাবের কিছু অংশ দেওয়া হয়েছিল ? আল্লাহ্ তাদেরকে কিতাবের দিকে ডাক দিয়েছিলেন যাতে তা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেয়। কিন্তু তাদের এক দল ফিরে যায়, বেঁকে দাঁড়ায়। কারণ তারা বলে, ‘নিশ্চিষ্ট কিছুদিন ছাড়া আগুন আমাদেরকে ঝুঁতে পারবে না !’ আর তাদের বানানো মিথ্যা তাদেরকে বিভ্রান্ত করেছে তাদের ধর্মে।

কিন্তু সেদিন কী হবে, যেদিনের ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই, যখন তাদের একত্র করা হবে, প্রত্যেককে তার অর্জিত কাঙ্গের পুরো প্রতিদান দেওয়া হবে, আর তাদের ওপর কোনো অন্যায় করা হবে না ? — ৩ সুরা আল-ই-ইমরান : ২৩-২৫

যখন আল্লাহ্ বললেন, ‘হে ঈসা ! নিশ্চয় আমি তোমার কাল পূর্ণ করতে এবং আমার কাছে তোমাকে তুলে নিতে যাচ্ছি আর যারা অবিশ্বাস করেছে তাদের থেকে তোমাকে পবিত্র করব এবং তোমার অনুসারীদেরকে কিয়ামত পর্যন্ত অবিশ্বাসীদের ওপরে রাখব। তারপর আমার কাছে তোমরা ফিরবে !’ তখন যে-বিষয়ে তোমাদের যতভেদ ঘটছে আমি তার মীমাংসা করে দেব। — ৩ সুরা আল-ই-ইমরান : ৫৫

বলো, ‘হে কিতাবিরা ! এসো সেই কথায় যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে অভিন্ন ! আমরা আল্লাহ্ ছাড়া কারও উপাসনা করি না। কোনো কিছুকেই তাঁর অংশী করি না, আর আমাদের কেউ আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকে প্রতিপালক হিসাবে গ্রহণ করে না !’

যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে বলো, ‘আমরা মুসলমান, তোমরা সাক্ষী থাক !’

হে কিতাবিরা ! ইব্রাহিম সম্বন্ধে কেন তোমরা তর্ক কর, যখন তওরাত ও ইঙ্গিল তার পরে অবর্তীর্ণ হয়েছিল ? তোমরা কি বোঝ না ? দেখো, যে-বিষয়ে তোমাদের কিছু জ্ঞান ছিল তোমরা সে বিষয়ে তর্ক করেছ, তবে যে-বিষয়ে তোমাদের কোনো জ্ঞান নেই, সে-বিষয়ে কেন তর্ক করছ ? আসলে আল্লাহ্ তো জানেন, আর তোমরা তো জান না।

ইব্রাহিম ইহুদি ছিল না, খ্রিস্টানও ছিল না। সে ছিল একনিষ্ঠ আতুসমর্পণকারী এবং সে অংশীবাদীদের দলভুক্ত ছিল না। যারা ইব্রাহিমের অনুসরণ করেছিল তারা আর এই নবি ও বিশ্বাসীরাই মানুষের মধ্যে ইস্ত্রাহিমের ঘনিষ্ঠতম। আর আল্লাহ্ বিশ্বাসীদের অভিভাবক।

কিতাবিদের এক দল তোমাদেরকে বিপথে নিয়ে যেতে চেয়েছিল। বরং তারা তাদের নিজেদেরকেই বিপথে নিয়ে যায়, কিন্তু তারা তো তা বোঝে না।

হে কিতাবিরা ! তোমরা কেন আল্লাহ্ নির্দেশনগুলোকে অঙ্গীকার কর, যখন তোমরাই তার সাক্ষ্য দাও ? হে কিতাবিরা ! তোমরা কেন সত্য গোপন কর, যখন তোমরা তা জ্ঞান !’

কিতাবিদের এক দল বললো, ‘যারা বিশ্বাস করেছে তাদের ওপর যা অবর্তীর্ণ হয়েছে, দিনের প্রথম দিকে তার ওপর বিশ্বাস করো, আর দিনের শেষ ভাগে তা অঙ্গীকার করো ; হয়তো তারা ফিরতে পারে। আর যারা তোমার ধর্ম অনুসরণ করে তাদের ছাড়া আর কাউকেও বিশ্বাস কোরো না !’

বলো, ‘নিশ্চয় আল্লাহ্ নির্দেশিত পথই পথ, (ভাবছ) তোমাদের যা দেওয়া হয়েছে অনুরূপ অন্য কাউকেও দেওয়া হবে বা তোমাদের প্রতিপালকের সামনে তারা তোমাদের বিরক্তে যুক্তি দেখাবে ?’ বলো, ‘অনুগ্রহ আল্লাহ্ রই হাতে ; তিনি যাকে ইচ্ছা তা দেন। আল্লাহ্

মহানূভব সর্বজ্ঞ। যাকে ইচ্ছা তিনি নিজের অনুগ্রহের জন্য বিশেষ করে বেছে নেন। আর আল্লাহু মহাঅনুগ্রহশীল।' কিতাবিদের মধ্যে এমন লোক রয়েছে যারা বিপুল আমানত রাখলেও তা ফেরত দেবে। আর এমন লোকও আছে যার কাছে একটা দিনারও আমানত রাখলে তার পেছনে লেগে না থাকলে, সে ফেরত দেবেন। এ এজন্য যে, তারা বলে, এই অশিক্ষিতদের প্রতি আমাদের কোনো দায়িত্ব নেই। আর তারা জেনেশুনে আল্লাহর নামে মিথ্যা বলে — ও সুরা আল-ই-ইমরানঃ ৬৪-৭৬

তাদের মধ্যে একদল লোক এমনও আছে, যারা এমনভাবে ভিড় নেড়ে পড়ে যাতে তোমরা মনে কর তা আল্লাহর কিতাব, কিন্তু সে তো কিতাবের অংশ নয়; আর তারা বলে তা আল্লাহর কাছ থেকে (প্রেরিত) কিন্তু তা আল্লাহর কাছ থেকে প্রেরিত নয়, আর তারা জেনেশুনে আল্লাহর নামে মিথ্যা বলে।

কোনো মানুষের পক্ষে এ হতে পারে না যে, আল্লাহ তাকে কিতাব, হিকমত ও নবুয়ত দান করবেন, তারপর সে লোকদের বলবে, 'তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে আমার দাস হয়ে থাও।' না, সে বলবে, 'তোমরা রববানি[এক উপাস্যের সাধক] হও, যেহেতু তোমরা কিতাব শিক্ষা দাও ও যেহেতু তোমরা লেখাপড়া করেছো।' আর সে তোমাদেরকে ফেরেশ্তা বা নবিদেরকে প্রতিপালক হিসাবে গ্রহণ করতে নির্দেশ দেবে না। তোমাদের মুসলমান হওয়ার পর সে কি তোমাদেরকে কাফের হতে বলবে? — ও সুরা আল-ই-ইমরানঃ ৭৮-৮০

বলো, 'হে কিতাবিরা! কেন তোমরা আল্লাহর নির্দশনগুলোকে অঙ্গীকার কর? তোমরা যা কর আল্লাহ, তার সাক্ষী।' বলো, 'হে কিতাবিরা! যখন তোমরাই সাক্ষী, তখন, যারা বিশ্বাস করেছে আল্লাহর পথকে বাঁকা করার উদ্দেশ্যে তাদেরকে কেন তা থেকে ফিরিয়ে দাও? আর তোমরা যা কর আল্লাহ সে সম্বন্ধে জানেন না তা নয়।' হে বিশ্বাসিগণ! যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে তোমরা যদি তাদেরকে দলবিশেষের আনুগত্য কর, তবে তারা তোমাদেরকে বিশ্বাসের পর আবার অবিশ্বাসকারীদের দলভূক্ত করবে। — ও সুরা আল-ই-ইমরানঃ ৯৮-১০০

... আর কিতাবিরা যদি বিশ্বাস করত তবে তা তাদের জন্য ভালো হত। তাদের মধ্যে বিশ্বাসী আছে, কিন্তু তাদের অনেকেই সত্যত্যাগী। সামান্য কষ্ট দেওয়া ছাড়া তারা কখনও তোমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। যদি তারা তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে তবে তারা পালিয়ে যাবে, তখন তাদের কেউ সাহায্য করবে না। আল্লাহর প্রতিকৃতি ও মানুষের প্রতিক্রিতির বাইরে যেখানেই তাদের পাওয়া গেছে সেখানেই তারা অপদৃষ্ট হয়েছে। তারা আল্লাহর ক্রোধের পাত্র হয়েছে ও দারিদ্র্যগ্রস্ত হয়েছে। এ এজন্য যে, তারা আল্লাহর নির্দশনগুলো অঙ্গীকার করত ও অন্যায়ভাবে নবিদেরকে হত্যা করত; এ এজন্য যে, তারা অবাধ্য হয়েছিল ও সীমালঙ্ঘন করেছিল। তারা সকলে এক রকম নয়। কিতাবিদের মধ্যে একদল আছে অবিচলিত; তারা রাতে সিজদারত অবস্থায় আল্লাহর আয়াত আবৃত্তি করে। তারা আল্লাহ ও শেষদিনে বিশ্বাস করে, সংকর্মের নির্দেশ দেয়, অসংকর্ম নিষেধ করে এবং তারা সংকর্মে প্রতিযোগিতা করে। তারাই সজ্জনদের অস্তর্ভূক্ত। আর যা—কিছু তারা ভালো কাজ করেছে তার প্রতিদান থেকে তাদের কখনও বঞ্চিত করা হবে না। আল্লাহ তো সাবধানদেরকে জানেন। — ও সুরা আল-ই-ইমরানঃ ১১০-১১৫

যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছিল আল্লাহ্ তাদের প্রতিশ্রূতি দিয়েছিলেন, ‘তোমরা তা স্পষ্টভাবে মানুষের কাছে প্রকাশ করবে আর তা গোপন করবে না’। এরপরও তারা তা পিঠের পিছনে ফেলে দেয় ও অল্প দামে তা বিক্রয় করে। তাই তো তারা যা কেনে তা কতই-না খারাপ! — ৩ সুরা আল-ই-ইমরান : ১৮৭

নিচ্য কিতাবিদের মধ্যে অনেকে রয়েছে যারা আল্লাহ্ প্রতি বিনয়াবন্ত হয়ে তোমাদের কাছে যা অবতীর্ণ হয়েছে ও তাদের কাছে যা অবতীর্ণ হয়েছে তার ওপর বিশ্বাস করে এবং আল্লাহ্ বর্ত আয়াত অল্প দামে যারা বিক্রি করে না। তাদের জন্য আল্লাহ্ কাছে পূর্বস্কার রয়েছে। আল্লাহ্ তো তাড়াতড়ি হিসাব নেন। — ৩ সুরা আল-ই-ইমরান : ১৯১

যাদেরকে কিতাবের এক অংশ দেওয়া হয়েছিল তাদের কি তুমি ভুলের বেসাতি করতে দেখ নি? আর তারা তো চায় তোমরাও পথচার হও। — ৪ সুরা নিসা : ৪৪

তোমাদের যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে তোমরা তোমাদের কাছে যা আছে তার সমর্থকরণে আমি যা অবতীর্ণ করেছি তাতে বিশ্বাস করো, সেই সময় আসার পূর্বে, যখন তোমাদের মুখ্যপাত্রদেরকে আমি ধর্ষণ করব, তোমাদেরকে বিপরীত দিকে ফিরিয়ে দেব। এবং শিনিবার-অমান্যকারীদের যেমন অভিশাপ দিয়েছিলাম আমি তেমন অভিশাপ তোমাদেরকে দেব। আল্লাহ্ বর্ত আদেশ তো কার্যকর হয়েই থাকে। — ৪ সুরা নিসা : ৪৭

দেখো! তারা আল্লাহ্ সম্বন্ধে কেমন মিথ্যা বানায়, আর প্রকাশ্য পাপ হিসাবে এ-ই যথেষ্ট। তুমি কি তাদের দেখনি যাদের কিতাবের এক অংশ দেওয়া হয়েছিল তারা ‘জিবত [প্রতিমা]’ ও ‘তাগুত [অসত্য দেবতা]’-র ওপর বিশ্বাস করে। তারা অবিশ্বাসিদের সম্বন্ধে বলে যে, ‘বিশ্বাসীদের চেয়ে এদের পথই ভালো।’

এরাই তো তারা যাদেরকে আল্লাহ্ অভিশাপ দিয়েছেন আর আল্লাহ্ যাকে অভিশাপ দেন তুমি কখনও কাউকে তাকে সাহায্য করতে দেখবে না। তবে কি তারা রাজ্ঞিক্রিয় অংশীদার? সে ক্ষেত্রেও তারা কাউকে খেজুর আঁঠির এক ক্ষুদ্রাশ্লও দেবে না। বা তারা কি তার ঈর্ষ্যা করে — আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহে মানুষকে যা-যা দিয়েছেন? কারণ, আমি ইরাহিমের বৎশাধরকে তো কিতাব ও হিকমত দিয়েছিলাম, আর তাদেরকে দিয়েছিলাম এক বিশাল রাজ্য। তারপর তাদের মধ্যে কেউ-কেউ তাতে বিশ্বাস করেছিল আর কেউ-কেউ মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। পুড়িয়ে ফেলার জন্য জাহানামই যথেষ্ট। — ৪ সুরা নিসা : ৫০-৫৫

তোমাদের খেয়ালখুশি ও কিতাবিদের খেয়ালখুশি অনুসারে কাজ হবে না, যে মন্দ কাজ করবে সে তার প্রতিফল পাবে আর আল্লাহ্ ছাড়া সে তার জন্য কোনো অভিভাবক বা সীহায্যকারী পাবে না। — ৪ সুরা নিসা : ১২৩

ভালো ভালো জিনিস যা ইহুদিদের জন্য হালাল ছিল আমি তা তাদের জন্য হারাম করেছি তাদের সীমালভ্যনের জন্য এবং আল্লাহ্ পথে অনেককে বাধা দেবার জন্য এবং তাদের সুদ গ্রহণের জন্য, যদিও তা তাদের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়েছিল, এবং অন্যায়ভাবে লোকের ধনসম্পদ গ্রাস করার জন্য। তাদের মধ্যে যারা অবিশ্বাসী তাদের জন্য মর্মস্তুদ শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি। কিন্তু তাদের মধ্যে যারা স্থিতপ্রক্রিয় তারা ও বিশ্বাসীরা তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে এবং তোমার পূর্বে যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তাতেও বিশ্বাস করে এবং যারা নামাজ

কায়েম করে, জাকাত দেয় এবং আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে তাদের বড় পুরস্কার দেব।
— ৪ সুরা নিসা : ১৬০-১৬২

হে কিতাবিগণ ! তোমরা তোমাদের ধর্ম সম্বন্ধে বাড়াবাঢ়ি কোরো না ও আল্লাহ সম্বন্ধে
সত্য বলো। — ৪ সুরা নিসা : ১৭১

কিয়ামতের দিন আল্লাহ বিশ্বাসী, ইহুদি, সাবেয়ি, খ্রিস্টান, মাজুস [অগ্নি-উপাসক]
ও অংশীবাদীদের মধ্যে মীমাংসা করে দেবেন। আল্লাহ সমস্ত কিছুই প্রত্যক্ষ করেন।
— ২২ সুরা হজ : ১৭

বলো, 'হে ইহুদিগণ ! যদি তোমরা মনে কর যে, তোমরাই আল্লাহর বন্ধু, অন্য কোনো
মানবসম্প্রদায় নয়, তবে তোমরা মৃত্যু কামনা করো, যদি তোমরা সত্যবাদী হও !' ওরা ওদের
ক্রতকর্মের জন্য কখনও মৃত্যু-কামনা করবে না। আল্লাহ সীমালংঘনকারীদের সম্পর্কে তালো
করেই জানেন। — ৬২ সুরা জুমআ : ৬-৭

যারা বিশ্বাস করে তাদের জন্য কি এখনও সময় অসেনি যে, আল্লাহর স্মরণে এবং যে-
সত্য অবতীর্ণ হয়েছে তাতে তাদের হাদয় বিগলিত হবে ? পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেওয়া
হয়েছিল ওরা যেন তাদের মতো না হয় — বহুকাল অতিক্রান্ত হওয়ার পর যাদের অস্তঃকরণ
কঠিন হয়ে পড়েছিল। ওদের অধিকাংশই সত্যত্যাগী। — ৫৭ সুরা হাদিদ : ১৬

এ এজন্য যে, কিতাবিগণ যেন জানতে পারে আল্লাহর সামান্যতম অনুগ্রহের ওপরও
ওদের কোনো ক্ষমতা নেই। অনুগ্রহ আল্লাহরই হাতে, তিনি যাকে ইচ্ছা তা দান করেন।
আল্লাহ তো মহা অনুগ্রহশীল। — ৫৭ সুরা হাদিদ : ২৯

কিতাবি ও অংশীবাদীদের মধ্যে যারা অবিশ্বাস করেছিল তারা নিজ নিজ মতে অবিচলিত
ছিল যতক্ষণ না তাদের কাছে এল সুস্পষ্ট প্রমাণ, আল্লাহর কাছ থেকে এক রসূল যে
আব্বত্তি করে পবিত্র কিতাব যাতে আছে সরল বিধান। যাদের কিতাব দেওয়া হয়েছিল
তাদের মধ্যে মতভেদের সৃষ্টি হল তাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ আসার পর। তারা তো
আদিষ্ট হয়েছিল আল্লাহর আনুগত্যে র্থাটি মনে একনিষ্ঠভাবে তাঁর উপাসনা করতে ও
নামাজ আদায় করতে এবং জাকাত দিতে। এ-ই তো সরল ধর্ম। কিতাবি ও অংশীবাদীদের
মধ্যে যারা অবিশ্বাস করে তারা জাহানামের আগনে চিরকাল থাকবে, — ওরাই তো সৃষ্টির
অধম ! — ১৮ সুরা বাইয়িনা : ১-৬

আর যারা বলে, 'আমরা খ্রিস্টান' তাদেরও অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলাম ; কিন্তু তাদেরকে
যে-উপদেশ দেওয়া হয়েছিল তারা তার এক অংশ ভুলে গেছে। তাই তাদের মধ্যে আরি শ্বায়ী
শ্বতুর ও বিদেশ জাগিয়ে রাখব কিয়ামত পর্যন্ত। আর তারা যা করত আল্লাহ তাদেরকে তা
জানিয়ে দেবেন।

হে কিতাবিয়া ! আমার রসূল তোমাদের কাছে এসেছে ; তোমরা কিতাবের যা গোপন
করতে সে তার অনেক অংশ তোমাদের কাছে প্রকাশ করে ও অনেক কিছু উপেক্ষা করে
থাকে। আল্লাহর কাছ থেকে এক জ্যোতি ও স্পষ্ট কিতাব তো তোমাদের কাছে এসেছে। — ৫
সুরা মায়দা : ১৪-১৫

ইহুদি ও খ্রিস্টানরা বলে, 'আমরা আল্লাহর পুত্র ও তাঁর প্রিয় !'

বলো, 'তবে কেন তিনি তোমাদের পাপের জন্য তোমাদেরকে শাস্তি দেন? না, তোমরা তাদেরই মতো মানুষ যাদেরকে আল্লাহ্ সৃষ্টি করেছেন।' যাকে ইচ্ছা তিনি ক্ষমা করেন ও যাকে ইচ্ছা তিনি শাস্তি দেন। আর আকাশ ও পথিবী আর তাদের মধ্যে যা—কিছু আছে তার সার্বভৌমত্ব আল্লাহরই। আর তাঁরই কাছে প্রত্যাবর্তন করতে হবে?

হে কিতাবিরা! রসূলদের আবির্ভাবে ছেদ পড়ার পর তোমাদের কাছে আমার রসূল এসেছে। সে তোমাদের কাছে স্পষ্ট ব্যাখ্যা করছে যাতে তোমরা বলতে না পার, 'কেনো সুস্বাদদাতা ও সতর্ককারী আমাদের কাছে আসে নি।' এখন তো তোমাদের কাছে একজন সুস্বাদদাতা ও সতর্ককারী এসেছে। আল্লাহ্ তো সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। — ৫ সুরা মাযিদা : ১৮-১৯

হে রসূল! যারা মুখে বলে, 'বিশ্বাস করেছি,' কিন্তু অন্তরে বিশ্বাস করে না ও যারা ইহুদি তাদের মধ্যে যারা অবিশ্বাস করতে পাঠু তাদের আচরণ যেন তোমাকে দৃঢ়ে না দেয়। ওদের মিথ্যা শুনতে বড়ই আগ্রহ। যে-সম্প্রদায় তোমার কাছে আসেনি ওরা তাদের জন্য কান পেতে থাকে। তারা কালেমার [বাণীর] যথাস্থান পরিবর্তন করে দেয়। তারা বলে, 'তোমাদেরকে এ রূপ (বিধান) দিলে নাও, আর না দিলে সাবধান হও।' আর আল্লাহ্ যার পথচ্যুতি চান তার জন্য আল্লাহর কাছে তোমার কিছুই করার নাই। ঐসব লোকের হৃদয়কে আল্লাহ্ শুন্দ করতে চান না, তাদের জন্য আছে পথিবীতে অপমান এবং পরকালে মহাশাস্তি। — ৫ সুরা মাযিদা : ৪১

হে বিশ্বাসিগণ! ইহুদি ও খ্রিস্টানদের বঙ্গুরাপে গ্রহণ কোরো না। তারা প্ররস্পর প্ররস্পরের বঙ্গু। তোমাদের মধ্যে কেউ তাদেরকে বঙ্গুরাপে গ্রহণ করলে সে তাদের একজন হবে। আল্লাহ্ তো সীমালভ্যনকারী সম্প্রদায়কে সংপৃষ্ঠে পরিচালিত করেন না। — ৫ সুরা মাযিদা : ৫১

হে বিশ্বাসিগণ! তোমাদের আগে যাদের কিতাব দেওয়া হয়েছে তাদের মধ্যে যারা তোমাদের ধর্মকে হাসিতামাশা ও খেলনা ভাবে তাদেরকে এবং অবিশ্বাসীদেরকে তোমরা বঙ্গুরাপে গ্রহণ কোরো না। আর যদি তোমরা বিশ্বাসী হও তবে আল্লাহকে ভয় করো। আর তোমরা যখন নামাজের জন্য ডাঁকে তখন তারা তাকে হাসিতামাশা ও খেলার ডিনিস বলে নেয়, কারণ এরা এমন এক জাত যাদের বুকিলুকি নেই।

বলো, 'হে কিতাবিরা! আমরা আল্লাহ্ ও আমাদের ওপর যা অবর্তীর্ণ হয়েছে তাতে বিশ্বাস করি, এ ছাড়া অন্য কারণে তোমরা আমাদের ওপর বিরুদ্ধভাবাপন নও, আর তোমাদের অধিকাংশই সত্যত্যাগী।'

বলো, 'আমি কি তোমাদেরকে এর চেয়ে খারাপ পরিণতির খবর দেব যা আল্লাহর কাছে আছে? যার ওপর আল্লাহর অভিসাপ যার ওপর তাঁর গজব, যাদের কতককে তিনি বানর ও কতককে শুয়োর করেছেন এবং যারা তাগুত [অসত্য দেবতা]—র উপাসনা করে — তাদের অবস্থা খুবই খারাপ। আর সরল পথ থেকে তারা সবচেয়ে বেশি বিচ্ছুত।'

আর তারা যখন তোমাদের কাছে আসে তখন বলে, 'আমরা বিশ্বাস করি,' কিন্তু তারা অবিশ্বাস নিয়ে আসে ও তা নিয়েই চলে যায়। আর তারা যা গোপন করে আল্লাহ্ তা ভালো করেই জানেন। আর তাদের অনেককেই তুমি পাপ, সীমালভ্যন ও অবৈধ ভক্ষণে তৎপর দেখবে। তারা যা করে নিশ্চয় তা খুব খারাপ। রববানি ও পণ্ডিতরা কেন তাদের পাপ কথা বলতে ও অবৈধ ভক্ষণে নিষেধ করে না? ওরা যা করে তাও তো খারাপ।

ইহুদিরা বলে, ‘আল্লাহর হাত বাঁধা’। তাদেরই হাত বাঁধা থাক, আর তারা যা বলে তার জন্য তাদের ওপর অভিশাপ। বরং আল্লাহর দুহাতই খোলা, যেতাবে ইচ্ছা তিনি দান করেন। তোমার প্রতিপালকের কাছ থেকে তোমার ওপর যা অবতীর্ণ হয়েছে তা তাদের অনেকের ধর্মদোহিতা ও অবিশ্বাস বৃদ্ধি করবে। তাদের মধ্যে আমি কিয়ামত পর্যন্ত শক্তা ও বিদ্বেষ জাগরুক রাখব। যতবার তারা যুক্তের আগুন জ্বালে ততবার আল্লাহ তা নিভিয়ে দেন। আর তারা তো পৃথিবীতে ফ্যাশান্ড করে বেড়ায়। আর আল্লাহ তো ফ্যাশান্ড সৃষ্টিকরীদের ভালোবাসেন না।

কিতাবিরা যদি বিশ্বাস করত ও ভয় করত তা হলে আমি তাদের দোষ মোচন করে দিতাম ও তাদের জালাতুন নাসৈখ [সুখকর উদ্যান]—এ প্রবেশ করতে দিতাম। আর তারা যদি তওরাত, ইঞ্জিল বা যা তাদের প্রতিপালকের কাছ থেকে তাদের ওপর অবতীর্ণ হয়েছে তাতে প্রতিষ্ঠিত থাকত তাহলে তারা সকল দিক দিয়ে প্রাচুর্য লাভ করত। তাদের মধ্যে একদল রয়েছে যারা মধ্যপন্থি, কিন্তু তাদের বেশির ভাগ যা করে তা খারাপ। — ৫ সুরা মায়িদা ৫৭-৬৬

বলো, ‘হে কিতাবিগণ! তওরাত, ইঞ্জিল ও যা তোমার প্রতিপালকের কাছ থেকে তোমাদের ওপর অবতীর্ণ হয়েছে তোমরা তা প্রতিষ্ঠিত না করা পর্যন্ত তোমাদের কোনো পথ নেই।’

তোমার প্রতিপালকের কাছ থেকে তোমার কাছে যা অবতীর্ণ হয়েছে তা তাদের অনেকের ধর্মদোহিতা ও অবিশ্বাসই বৃদ্ধি করবে। তাই তুমি অবিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য দুঃখ কোরো না। নিশ্চয় যারা বিশ্বাসী, ইহুদি, সাবেয়ি ও খ্রিস্টান তাদের মধ্যে যে-কেউ আল্লাহ ও পরিকালে বিশ্বাস করবে ও সৎকাজ করবে তার কোনো ভয় নেই আর সে দৃঢ়বিতও হবে না। — ৫ সুরা মায়িদা ৬৮-৬৯

বলো, ‘হে কিতাবিগণ! তোমরা তোমাদের ধর্ম সম্পর্কে বাড়াবাড়ি কোরো না আর যে-সম্প্রদায় ইতিপূর্বে পথনষ্ট হয়েছে ও অনেককে পথনষ্ট করেছে এবং সরল পথ হতে বিচ্যুত হয়েছে তোমরা তাদের খেয়ালখুণ্ডির অনুসরণ কোরো না।’ — ৫ সুরা মায়িদা ৭১

অবশ্য বিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে শত্রুতায় মানুষের মধ্যে ইহুদি ও অংশীবাদীদেরকে তুমি সবচেয়ে বড় উগ্র দেখবে, আর যারা বলে, ‘আমরা খ্রিস্টান’ (ভানুষের মধ্যে) তাদেরকেই তৃপ্তি বিশ্বাসীদের নিকটতর বস্তু হিসাবে দেখবে, কারণ তাদের মধ্যে অনেক পশ্চিত ও সংসারবিরাগী সম্মাসী রয়েছে আর তারা অহংকারও করে না। — ৫ সুরা মায়িদা ৮২

তাদের ওপর কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে তাদের মধ্যে স্মরা আল্লাহয় বিশ্বাস করে না ও পরিকালেও নয় এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূল যা নিষিদ্ধ করেছেন তা নিষিদ্ধ করে না ও সত্য ধর্ম অনুসরণ করে না তাদের সাথে যুক্ত করবে যে-পর্যন্ত না তারা বশ্যতা স্বীকার করে আনুগত্যের নিদর্শনস্বরূপ স্পষ্টভাবে জিজিয়া [কর] দেয়।

আর ইহুদিরা বলে, ‘ওজাইর আল্লাহর পুত্র।’

আর খ্রিস্টানেরা বলে, ‘মসিহ আল্লাহর পুত্র।’

ଏ ତାଦେର ମୁଖେର କଥା । ପୂର୍ବେ ଯାରା ଅବିଶ୍ୱାସ କରେଛିଲ ଓରା ତାଦେର ମତୋ କଥା ବଲେ । ଆଲ୍ଲାହୁ ତାଦେରକେ ଧର୍ମ କରନ୍ତ ! ତାରା କେମନ କରେ ସତ୍ୟ ଥେକେ ମୁଁ ଫିରିଯେ ନେୟ ! ତାରା ଆଲ୍ଲାହକେ ଛାଡ଼ା ତାଦେର ପଣ୍ଡିତଦେରକେ ଓ ସମ୍ମାନୀଦେରକେ ତାଦେର ପ୍ରତିପାଳକ ହିସାବେ ଗ୍ରହଣ କରେଛେ, ଆର ମରିଯିମପୁତ୍ର ମସିହକେବେ । କିନ୍ତୁ ଓଦେରକେ ଏକ ଉପାସ୍ୟେର ଉପସନା କରାର ଜନ୍ୟଇ ଆଦେଶ କରା ହେୟାଇଲ । ତିନି ଛାଡ଼ା ଅନ୍ୟ କୋନୋ ଉପାସ୍ୟ ନେଇ । ତାରା ଯାକେ ଶରିକ କରେ ତାର ଥେକେ ତିନି କତ ପବିତ୍ର ! ତାରା ତାଦେର ମୁଖେର ଫୁଁକାର ଦିଯେ ଆଲ୍ଲାହର ଜ୍ୟୋତି ନେଭାତେ ଚାଯ । ଅବିଶ୍ୱାସୀରା ଅନ୍ତୀତିକର ମନେ କରନେଓ ଆଲ୍ଲାହ ତା'ର ଜ୍ୟୋତିର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ସାମନ ଛାଡ଼ା ଅନ୍ୟକିଛୁ ଚାନ ନା । — ୯ ସୁରା ତେବେଃ ୧୯-୩୨

କିବଲା ୧ ମଙ୍କା, କାବୀ ଓ କିବଲା ଦ୍ର.

କିୟାମତ ଓ ପୁନରୁଥାନ ୧ ସେଇ ଦାରନ ସଂକଟେର ଦିନ ଯେଦିନ ଓଦେରକେ ସିଜଦା କରାର ଜନ୍ୟ ଡାକା ହବେ, (ସେଦିନ) କିନ୍ତୁ ଓରା ତା କରତେ ପାରବେ ନା, ଅପମାନେ ନିଚେର ଦିକେ ତାକିଯେ ଥାକବେ ! ଅର୍ଥ ଓରା ସଖନ ନିରାପଦ ଛିଲ ତଥନ ଓଦେରକେ ସିଜଦା କରତେ ଡାକା ହେୟାଇଲ ! — ୬୮ ସୁରା କଲମ ୧ ୪୨-୪୩

ସେଦିନ ପୃଥିବୀ ଓ ପର୍ବତମାଳା ପ୍ରକଞ୍ଚିତ ହବେ ଏବଂ ପର୍ବତଗୁଲୋ ହବେ ଚଳମାନ ବାଲିର ଟିପି । — ୧୩ ସୁରା ମୁଜଜ୍ଜାମ୍ବିଲ ୧୪

ଅତ୍ୟେବ ତୋମରା କୀ କପରେ ଆତ୍ମରକ୍ଷା କରବେ ଯଦି ତୋମରା ସେଇ ଦିନକେ ଅସ୍ତିକାର କର, ଯେ-ଦିନ ତରଣକେ କରବେ ବୁଦ୍ଧ, ଆର ଯେ-ଦିନ ଆକାଶ ହବେ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ ? ତା'ର ଯେଷିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଅବଶ୍ୟଇ ବାନ୍ତବାୟିତ ହବେ । ନିଶ୍ଚଯାଇ ଏ ଏକ ଅନୁଶାସନ । ଅତ୍ୟେବ ଯାର ଇଚ୍ଛା ମେ ତାର ପ୍ରତିପାଳକେର ପଥ ଅବଲମ୍ବନ କରକ । — ୧୩ ସୁରା ମୁଜଜ୍ଜାମ୍ବିଲ ୧୧-୧୯

ଯେଦିନ ଶିଙ୍ଗାୟ ଫୁଁ ଦେଓୟା ହବେ ସେଦିନଟି ହବେ ଏକ ସଂକଟେର ଦିନ । ଅବିଶ୍ୱାସୀଦେର ଜନ୍ୟ ତୋ କଠିନ । — ୧୪ ସୁରା ମୁଦ୍ଦାସ୍ମିର ୧ ୮-୧୦

ସମ୍ମତ ପ୍ରଶଂସା ବିଶ୍ୱଜଗତେର ପ୍ରତିପାଳକ ଆଲ୍ଲାହରଇ, ଯିନି ପରମ କରଣାମୟ, ପରମ ଦୟାମୟ ବିଚାରଦିନେର ମାଲିକ । — ୧ ସୁରା ଫାତିହ୍ୟ ୧-୩

ସୂର୍ଯ୍ୟ ସଖନ ଗୋଟାନେ ହବେ, ନକ୍ଷତ୍ର ସଖନ ଖାସେ ପଡ଼ିବେ, ପାହାଡ଼ଗୁଲୋ ସଖନ ସରାନେ ହବେ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗର୍ଭତୀ ଉଟ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ହବେ, ସଖନ ବନ୍ୟ ପଶୁଦେର ଏକତ୍ର କରା ହବେ, ସମୁଦ୍ର ସଖନ ସ୍ଫୀତ ହବେ, ଦେହେ ସଖନ ଆତ୍ମା ଆବାର ଯୋଗ କରା ହବେ, ସଖନ ଜୀବନ୍ତ-କବର-ଦେଓୟା କନ୍ୟାକେ ଜିଜ୍ଞାସା କରା ହବେ 'କୀ ଦୋଷେ ଓକେ ହତ୍ୟା କରା ହେୟାଇଲ ?'

ସଖନ (ହିସାବେର) କିତାବ ଖୋଲା ହବେ, ସଖନ ଆକାଶେର ଢାକନା ସରାନେ ହବେ, ସଖନ ଜାହାନାମେ ଆଗୁନ ଉସ୍କାନେ ହବେ, ଆର ସଖନ ଜାମାତକେ କାହେ ଆନା ହବେ ତଥନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଇ ଜାମବେ ମେ କି ନିୟେ ଏସେଛେ । — ୮୧ ସୁରା ତାକଭିର ୧-୧୪

ତବେ କି ମେ ଜାମେ ନା ସେଇ ସମୟ ସମ୍ପର୍କେ ସଖନ କବରେ ଯା ଆଛେ ତା ଓଠାନେ ହବେ ଏ ଅନ୍ତରେ ଯା ଆଛେ ତା ପ୍ରକାଶ କରା ହବେ ? ସେଦିନ ଓଦେର କି ଘଟିବେ ଓଦେର ପ୍ରତିପାଳକ ଅବଶ୍ୟଇ ତା ଭାଲୋ କରେଇ ଜାମନ । — ୧୦୦ ସୁରା ଆଦିଯାତ୍ ୧ ୧-୧୧

ପୁନରୁଥାନ ଘଟାବାର ଦାୟିତ୍ୱ ତା'ରଇ । — ୫୩ ସୁରା ନଜମ ୧ ୪୭

কিয়ামত নিকটের্তী। আল্লাহ ছাড়া কেউই এ ঘটাতে সক্ষম নয়। তোমরা কি একথায় অবাক হচ্ছ! আর হস্তিট্টা করছ, কাঁদছ না? তোমরা তো উদাসীন। বরং আল্লাহকে সিজদা কর ও তাঁর উপাসনা করো। — ৫৩ সুরা নজর : ৫৭-৬২

আর তোমরা ধনসম্পদ বড় বেশি ভালোবাস। না, এ সংগত নয়। পথিবী যখন চূনবিচূর্ণ হবে আর যখন তোমার প্রতিপালক ও ফেরেশতাগণ উপস্থিত হবেন, সেদিন জাহানামকে আনা হবে, আর সেদিন মানুষ সুরণ করবে; কিন্তু এ-সুরণ তার কী কাজে আসবে? সে বলবে, হায়! আমার এ-জীবনের জন্য যদি আগে থেকে কিছু সৎকর্ম করে রাখতাম! সেদিন তাঁর (আল্লাহর) শাস্তির মতো শাস্তি দেবার কেউ থাকবে না, আর তাঁর মতো শক্ত বাঁধনে বাঁধবার কেউ থাকবে না। — ৮৯ সুরা ফাজ্র : ২০— ২৬

মহাপ্রলয়! মহাপ্রলয় কী? মহাপ্রলয় সম্বন্ধে তুমি কি জান? সেদিন মানুষ বাতির পোকার মতো বিক্ষিপ্ত হবে আর পাহাড়গুলো ধূমিত হবে রঙিন পশ্চমের মতো। তখন যার পাল্লা ভারী হবে সে তো পাবে সুখ ও শাস্তির জীবন, কিন্তু যার পাল্লা হালকা হবে তার জ্ঞানগা হবে ‘হাবিয়া’। সে কী, তুমি কি তা জান? (সে) এক গনগনে আগনু। — ১০১ সুরা কারিয়া : ১-১১

... তারপর তিনি তার (মানুষের) মৃত্যু ঘটান ও তাকে কবরস্থ করেন? এরপর যখন ইচ্ছা তিনি তাকে পুনরুজ্জীবিত করেন। — ৮০ সুরা আবাসা : ২১-২২

যেদিন মহানাদ (কিয়ামত) আসবে সেদিন মানুষ পালিয়ে যাবে তার ভাইয়ের কাছ থেকে; মাতা, পিতা, পত্নী ও সন্তানদের কাছ থেকে। সেদিন ওরা প্রত্যেকে অপরের চিন্তা না করে নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকবে। সেদিন অনেকের মুখ হবে উজ্জ্বল হাসিখুশি, আর অনেকের মুখ হবে ধূলিখূসি ও কালিমাছন্ন। তারাই অবিশ্বাসী ও দুর্জ্ঞতিকারী। — ৮০ সুরা আবাসা : ৩৩-৪২

আমি শপথ করছি কিয়ামত দিনের। আমি আরও শপথ করছি সে-আত্মার যে নিজের কাজের জন্য নিজেকে ধিক্কার দেয়। মানুষ কি মনে করে যে, আমি তার হাড়গুলো একত্র করতে পারব না? আসলে, আমি ওর আঙুলগুলোর গিরা পর্যন্ত আবার গাজাতে পারব। তবুও মানুষ তা অস্থিকার করতে চায়, যা তার সামনে আছে।

মানুষ প্রশ্ন করে ‘কখন কিয়ামতের দিন আসবে?’ যখন চক্ষু স্থির হয়ে যাবে, চন্দ হয়ে পড়বে জ্যোতিশীল এবং সূর্য ও চন্দকে একত্র করা হবে। সেদিন মানুষ বলবে, ‘আজ পালাবার জ্ঞানগা কোথায়?’

না, কোথাও কোনো আশ্রয় নেওয়ার ঠাই নেই। সেদিন ঠাই হবে তোমার প্রতিপালকেরই কাছে। সেদিন মানুষকে জানানো হবে সে কী করেছে ও কী করেনি। মানুষ নিজেই তার নিজের কাজের দুষ্টা, যদিও সে নিজের দোষগুলি ঢাকতে চাইবে। — ৭৫ সুরা কিয়ামা : ১-১৫

সেদিন কোনো কোনো মানুষের মুখ উজ্জ্বল হবে। তারা তাদের প্রতিপালকের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকবে। কারও কারও মুখ বিবর্ণ হয়ে পড়বে এই ভয়ে যে, এক প্রলয়কারী বিপর্যয় আসব। যখন প্রাণ হবে কঠাগত এবং বলা হবে, ‘কে তাকে রক্ষা করবে?’ তখন তার মনে হবে যে, এই শেষ বিদায়। বিপদের পর বিপদ এসে পড়বে। সেদিন সব কিছু আল্লাহর কাছে ফিরিয়ে আনা হবে। — ৭৫ সুরা কিয়ামা : ২২-৩০

শপথ (সেই বায়ুর যাদের) একের পর এক আলতো ক'রে ছেড়ে দেওয়া হয়, যারা খড়ের বেগে ধেয়ে যায় ! শপথ তাদের যারা উড়িয়ে নিয়ে যায় ও ছড়িয়ে ছিন্ন তিনি করে ; তারপর পাঠায় এক অনুশাসন ! যাতে ওজর-আপন্তির অবকাশ না থাকে ও তোমরা সতর্ক হয়। তোমাদেরকে যে-প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে তা আসবেই।

যখন তারার আলো যাবে নিতে, যখন আকাশ পড়বে ফেটে, যখন তুলোধোনা হবে পাহাড় এবং রসূলদের উপস্থিত করা হবে নির্দিষ্ট সময়ে। সে কোন্‌ দিনের জন্য এসব স্থগিত রাখা হয়েছে ? বিচারদিনের জন্য। বিচারদিন সম্বন্ধে তুমি কি জান ? সেদিন দুর্ভোগ তাদের যারা মিথ্যা আরোপ করে ! আমি কি পূর্ববর্তীদের ধৰ্মস করিনি ? তারপর আমি পরবর্তীদের পূর্ববর্তীদের মতোই ধৰ্মস করব। অপরাধীদের প্রতি আমি এমনই ক'রে থাকি। সেদিন দুর্ভোগ তাদের যারা মিথ্যা আরোপ করে ! আমি কি তোমাদের তুচ্ছ তরল পদার্থ থেকে সৃষ্টি করিনি ? তারপর আমি তা রেখেছি নিরাপদ আধারে এক নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত ; আমি তাকে গঠন করেছি মাত্রা অনুযায়ী। আমি তো নিপুণ সৃষ্টি !

সেদিন দুর্ভোগ তাদের যারা মিথ্যা আরোপ করে ! আমি কি পৃথিবীকে সৃষ্টি করিনি ধরিত্রীরাপে, জীবিত ও মৃতের জন্য ? আমি সেখানে স্থাপন করেছি সুদৃঢ় উচ্চ পর্বতমালা আর তোমাদেরকে দিয়েছি সুপেয় পানি।

সেদিন দুর্ভোগ তাদের যারা মিথ্যা আরোপ করে ! (বলা হবে), ‘তোমরা যাকে অঙ্গীকার করতে তারই দিকে চলো। চলো ত্রিশাখাবিশিষ্ট ছায়ার দিকে, যে-ছায়া ছায়াও দেয় না এবং আগন্তুর তাপ থেকেও রক্ষা করে না, বরং উৎক্ষেপ করে দুর্গের মতো স্ফুলিঙ্গ যেন (লক্ষ্মণ) এক হলুদ উটের সারি।

সেদিন দুর্ভোগ তাদের যারা মিথ্যা আরোপ করে ! এ এমন একদিন যেদিন কারও মুখে কথা ফুটবে না, আর কাকেও দোষক্ষালনের অনুমতি দেওয়া হবে না।

সেদিন দুর্ভোগ তাদের যারা মিথ্যা আরোপ করে ! সেদিন বলা হবে, ‘এই সে বিচারের দিন, আমি তোমাদের আর তোমাদের পূর্ববর্তীদের একত্র করেছি।’ তোমাদের কোনো কায়দা থাকলে তা আমার বিরুদ্ধে প্রয়োগ কর। সেদিন দুর্ভোগ তাদের যারা মিথ্যা আরোপ করে ! সাবধানিরা থাকবে ছায়া ও ঝরনাবহুল স্থানে, তাদের কাঞ্চিত ফলমূলের প্রাচুর্যের মধ্যে। (তাদেরকে বলা হবে) ‘তোমাদের কর্মের ফলস্বরূপ তোমরা তৃপ্তির সাথে পানহার কর !’ এভাবে আমি সৎকর্মপরায়ণদেরকে পূরস্কৃত করে থাকি।

সেদিন দুর্ভোগ তাদের যারা মিথ্যা আরোপ করে ! তোমরা পানহার কর আর ভোগ ক'রে নাও কিছুদিনের জন্য, তোমরা তো অপরাধী। সেদিন দুর্ভোগ তাদের যারা মিথ্যা আরোপ করে ! যখন ওদের বলা হয়, ‘তোমরা আল্লাহর সম্মুখে বিনত হও,’ তখন ওরা বিনত হয় না। সেদিন দুর্ভোগ তাদের যারা মিথ্যা আরোপ করে ! সুতরাং এরপর তারা কোন্‌ কথায় বিশ্বাস করবে ? — ৭ সুরা মুরসালাত : ১-৫০

কাফ ! সম্মানিত কোরানের শপথ ! কিন্তু অবিশ্বাসীরা ওদের মধ্যে একজন সতর্ককারী আবির্ভূত হতে দেখে অবাক হয় ও বলে, ‘এ তো এক আজব ব্যাপার, আমরা মরে গেলে আর আমরা মাটি হয়ে গেলে আবার কৌভাবে আমাদের ওঠানো হবে ? এ সুদূরপূরাহত !’ আমি

তো জানি মাটি ওদের কতটুকু গ্রাস করে। আর আমার কাছে যে কিতাব রয়েছে তা তো (সবকিছু) সংরক্ষণ ক'রে যাচ্ছে। — ৫০ সুরা কাফঃ ১-৪

আমি কি প্রথমবার সৃষ্টি করেই ক্লান্ত হয়ে পড়েছি যে, পুনঃসৃষ্টির ব্যাপারে ওরা সম্মেহ করছে। — ৫০ সুরা কাফঃ ১৫

একদিন শিঙায় ফুঁ দেওয়া হবে, সে-ই শাস্তির দিন। সেদিন প্রত্যেক ব্যক্তি হাজির হবে, তার সঙ্গে থাকবে চালক ও তার কর্মের সাক্ষী। (বলা হবে), ‘তুমি তো এ-দিন স্মরণে উদাসীন ছিলে, এখন তোমার সামনে থেকে পরদা সরিয়ে নিয়েছি। আজ তুমি স্পষ্ট দেখছ।’

তার সঙ্গী (ফেরেশতা) বলবে, ‘এই সে (হিসাবের কিতাব) যা আমি প্রস্তুত রেখেছি।’

(বলা হবে), ‘ছুড়ে ফেল। ছুড়ে ফেল জাহানামে প্রত্যেক উদ্ভিত অবিশ্বাসীকে যে কল্যাণকর কাজে বাধা দিত, সীমালঙ্ঘন করত ও সম্মেহ পোষণ করত। যে-ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অন্য উপাস্য গুহ্য করত তাকে কঠিন শাস্তি দাও।’

তার দোসর (শয়তান) বলবে, ‘হে আমাদের প্রতিপালক। আমি তাকে অবাধ্য হতে প্ররোচিত করিনি। বস্তুত সে নিজেই ছিল ঘোর বিভ্রান্ত।’

আমি বলব, ‘আমার সামনে তর্কাতর্কি কোরো না। তোমাকে তো আমি পূর্বেই সতর্ক করে দিয়েছিলাম।’ আমার কথার রদবদল হয় না আর আমি আমার দাসদের প্রতি কোন অবিচার করি না। — ৫০ সুরা কাফঃ ২০-২৯

শোনো, যেদিন এক ঘোষক নিকটবর্তী স্থান থেকে ডাক দেবে, যেদিন মানুষ নিশ্চিত সে-মহাগর্জন শুনতে পাবে, সেদিন পুনরুত্থানের দিন। আমি জীবন দান করি, মৃত্যু ঘটাই আর সকলের প্রত্যাবর্তন আমারই দিকে! সেদিন পথিবী বিদীর্ণ হবে ও মানুষ বের হয়ে আসবে ত্রস্তব্যস্ত হয়ে; এভাবে সমবেত করা আমার পক্ষে অতি সহজ। — ৫০ সুরা কাফঃ ৪১-৪৮

নিশ্চয় তিনি তাকে (মানুষকে) ফিরিয়ে আনতে সক্ষম। যেদিন গোপন তথ্য পরীক্ষা হবে সেদিন তার কোনো সার্থক্য ও সাহায্যকারী থাকবে না। — ৮৬ সুরা তারিক ৮-১০

কিয়ামত আসব, চন্দ্ৰ বিদীর্ণ হয়েছে। ওরা কোনো নির্দশন দেখলে মুখ ফিরিয়ে নেয় আর বলে, ‘এ তো চিরাচরিত যাদু।’ ওরা অবিশ্বাস করে ও নিজ খেয়ালখুশির অনুসরণ করে। প্রত্যেক ঘটনার গতি তার নির্ধারিত পরিণতির দিকে। ওদের কাছে খবর এসেছে যাতে আছে সাধানবাণী। এ তো পরিপূর্ণ জ্ঞান; তবে এ-সতর্কবাণী ওদের কোনো উপকারে আসে না। অতএব তুমি ওদের উপেক্ষা করো। যেদিন আহ্বানকারী আহ্বান করবে এক তয়াবহ পরিণামের দিকে সেদিন ওরা কবর থেকে বিক্ষিপ্ত পঙ্গপালের ন্যায় বের হবে অপমানে ঢোক নিচু করে, ওরা আহ্বানকারীর দিকে ছুটে আসবে ভীতবিহীন হয়ে। অবিশ্বাসীরা বলবে, ‘তয়ংকর এ-দিন! — ৫৪ সুরা কমর ১-৮

কিয়ামত ওদের শাস্তির নির্ধারিত কাল, আর সে-কিয়ামত হবে বড় কঠিন বড় তিক্ত। অপরাধীরা হবে বিভ্রান্ত ও বিকারগুস্ত। সেদিন ওদেরকে উপুড় করে ফেলে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে জাহানামের দিকে, বলা হবে, ‘জাহানামের যত্নগার স্থাদ নাও।’ — ৫৪ সুরা কমর ৪৬-৪৮

ওরা এক মহাগর্জনের অপেক্ষা করছে যাতে তাদের দম ফেলার ফুরসত থাকবে না। ওরা বলে, ‘হে আমাদের প্রতিপালক! বিচারদিনের পূর্বেই আমাদের পাওনা মিটিয়ে দাও—না।’ ওরা যা বলে তাতে তুমি দীর্ঘ ধরো। — ৩৮ সুরা সাদ : ১৬-১৭

তাদেরকে আমি এক কিতাব দিয়েছিলাম যার ব্যাখ্যা দিয়েছিলাম জ্ঞানের শুরু ভিত্তি করে। আর বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য তা ছিল পথনির্দেশ ও দয়া। তারা কি সেই পরিণামের জন্য অপেক্ষা করছে? যেদিন সেই পরিণাম বাস্তবায়িত হবে সেদিন পূর্বে যারা তার কথা ভুলে গিয়েছিল তারা বলবে, ‘আমাদের প্রতিপালকের রসূলরা তো সত্য এনেছিল। আমাদের জন্য কি কেউ সুপারিশ করবে না? বা আমাদের কি আবার ফেরত পাঠানো যায় না? তাহলে জটাইতে আমরা যা করেছি তার চেয়ে তিনি কিছু করতাম।’ তারা নিজেদের ক্ষতি নিজেরাই করেছে। আর তারা যে মিথ্যা বানিয়েছিল তাও তাদেরকে ছেড়ে চ'লে গেছে। — ৭ সুরা আরাফ : ৫২-৫৩

শুরুণ করো, তোমার প্রতিপালক আদমসন্তানের কঠিদেশ থেকে তাদের সন্তানসন্তি-দেরকে বার করলেন আর তাদেরকে নিজেদের ব্যাপারে সাঙ্গ দিতে বলেন, ‘আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নই?’ তারা বলল, ‘নিশ্চয়ই আমরা সাঙ্গী রইলাম।’ এ এজন্য যে তোমরা যেন কিয়ামতের দিন না বল, ‘আমরা তো এ-বিষয়ে জানতাম না।’ — ৭ সুরা আরাফ : ১৭২

তারা তোমাকে জিজ্ঞাসা করে, ‘সেই সময় (কিয়ামত) কখন আসবে?’

বলো, ‘এ সম্বন্ধে কেবল আমার প্রতিপালকই জানেন। কেবল তিনিই যথাসময়ে তা প্রকাশ করবেন।’ সে হবে আকাশ ও পৃথিবীতে একটি ভয়ংকর ঘটনা। হঠাৎ তা এসে পড়বে তোমাদের ওপর। তুমি এ বিষয়ে তালোভাবে জান এই ভেবে তারা তোমাকে প্রশ্ন করে। বলো, ‘এ-সম্বন্ধে কেবল আমার প্রতিপালক জানেন, কিন্তু বেশির ভাগ লোক তা জানে না।’ — ৭ সুরা আরাফ : ১৮৭

বলো, ‘আমি জানি না তোমাদের যে-বিষয়ে প্রতিক্রিতি দেওয়া হয়েছে তা কি আসব, না আমার প্রতিপালক এর জন্য কোনো দীর্ঘ মেয়াদ হিঁর করেছেন।’ — ৭২ সুরা জিন : ২৫

আমি মৃতকে জীবিত করি আর নিখে রাখি ওরা যা পাঠায় ও ওদের যে পায়ের চিহ্ন (পেছনে) রেখে যায়। এক সুস্পষ্ট গ্রন্থে আমি সব সংরক্ষণ করে রেখেছি। — ৩৬ সুরা ইয়াসিন : ১২

ওরা বলে, ‘তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে বলে, ‘এ প্রতিজ্ঞা কখন পূরণ করা হবে?’ ওরা তো এক মহাগর্জনের অপেক্ষায় আছে যা ওদের তর্কাতর্কির সময় ওদেরকে আঘাত করবে। ওরা অসিয়ত করতে সমর্থ হবে না ও নিজেদের পরিবার-পরিজনের কাছে ফিরে আসতে পারবে না। যখন শিঙায় ফুঁ দেওয়া হবে তখনই মানুষ কবর থেকে তাদের প্রতিপালকের দিকে ছুটে আসবে। ওরা বলবে, ‘হায়, দুর্ভোগ আমাদের! কে আমাদেরকে ঘূম থেকে ঘোঁটালো? করুণায় আল্লাহ, তো এর কথাই বলেছিলেন, আর রসূলরাও সতাই বলেছিলেন।’ সে হবে এক মহাগর্জন। তখনই ওদের সকলকে আমার সামনে উপস্থিত করা হবে। আর বলা হবে, ‘আজ কারও ওপর কোন ঝুলুম করা হবে না আর তোমরা যা করতে কেবল তারই প্রতিফল পাবে।’ — ৩৬ সুরা ইয়াসিন : ৪৮-৫৪

মানুষ আমার ক্ষমতা সম্পর্কে অস্তুত কথা বানায়, অথচ তার নিজের সৃষ্টি হওয়ার কথা ভুল যায় এবং বলে, ‘হাড়ে আবার প্রাণ দেবে কে ? যখন তা পচে গলে যাবে ?’ বলো, ‘ওর মধ্যে প্রাণ দেবেন তিনিই যিনি প্রথম সৃষ্টি করেছেন এবং সব কিছুর সৃষ্টি সম্পর্কে যিনি ভালো করেই জানেন।’ — ৩৬ সুরা ইয়াসিন : ৭৮-৭৯

কিন্তু ওরা কিয়ামতকে অঙ্কীকার করে। তাদের জন্য আমি জ্ঞান আগুন প্রস্তুত করে রেখেছি। দূর থেকে আগুন যখন ওদেরকে দেখবে তখন ওরা তার ক্রুদ্ধ গর্জন ও চিৎকার শুনতে পাবে ; আর যখন ওদের হাত-পা শিকল-পরা অবস্থায় সেখানে কোনো ঘিঞ্জি জায়গায় ফেলা হবে তখন ওরা সেখানে (নিজেদের) ধ্বংস কামনা করবে। ‘(ওদেরকে বলা হবে) ‘আজ তোমরা একবারের জন্য ধ্বংস কামনা কোরো না, বহুবার ধ্বংস হওয়ার কামনা করতে থাকো।’ — ২৫ সুরা ফুরকান : ১১-১৪

সেদিন জান্মাতবাসীদের ঠিকানা হবে উৎকৃষ্ট ও বিশ্বামিত্র হবে মনোরম। সেদিন আকাশ মেঘপুঞ্জসমেত ফেটে পড়বে ও ফেরেশতাদেরকে নামিয়ে দেওয়া হবে, সেদিন প্রকৃত কর্তৃত্ব হবে করুণাময়ের। আর অবিশ্বাসীদের জন্য সেদিনটি হবে কঠিন। — ২৫ সুরা ফুরকান : ২৪-২৬

আল্লাহই বাযু প্রেরণ করে তা দিয়ে মেঘমালা সঞ্চালন করেন। তারপর তিনি তা প্রাণহীন জমির দিকে পরিচালিত করেন, তারপর তিনি তা দিয়ে মাটিকে মৃত্যুর পর আবার জীবিত করেন। পুনরুদ্ধার এভাবেই হবে। — ৩৫ সুরা ফাতির : ৯

মানুষ বলে, ‘আমার মৃত্যু হলে আমাকে কি জীবিত অবস্থায় আবার ওঠানো হবে ?’

মানুষের কি মনে নেই যে, আমি তাকে পূর্বে সৃষ্টি করেছি যখন সে কিছুই ছিল না ? সুতরাং তোমার প্রতিপালকের শপথ ! আমি তো ওদেরকে শয়তানদেরকে এক সাথে জড় করব ও পরে নতজানু করিয়ে আমি ওদেরকে জাহাঙ্গামের চারদিকে উপস্থিত করব। — ১৯ সুরা মরিয়ম : ৬৬-৬৮

আকাশ ও পৃথিবীতে এমন কেউ নেই যে করুণাময়ের কাছে তাঁর দাসরূপে উপস্থিত হবেনা। তাঁর জ্ঞান তাদেরকে যিরে রেখেছে ও তিনি তাদেরকে বিশেষভাবে গণনা করে রেখেছেন। আর কিয়ামতের দিন তাঁর কাছে সকলকে একাই আসতে হবে। যারা বিশ্বাস করে ও সংকাছ করে করুণাময় তাদেরকে ভালোবাসা দান করবেন। — ১৯ সুরা মরিয়ম : ৯৩-৯৬

সময় (কিয়ামত) ঠিকই আসবে। আমি এর কথা গোপন রাখতে চাই, যাতে প্রত্যেকে নিজ নিজ কর্ম অনুযায়ী ফল লাভ করে। সুতরাং যে-ব্যক্তি (সেই) সময়ে বিশ্বাস করে না, বরং নিজ প্রবৃত্তি অনুসরণ করে সে যেন তোমাকে সেই (বিশ্বাস) থেকে ফিরিয়ে না দেয়, দিলে তুমি ধ্বংস হয়ে যাবে। — ২০ সুরা তাহ : ১৫-১৬

পূর্বে যা ঘটেছে তার সংবাদ আমি এভাবে তোমার কাছে বয়ান করি। আর আমি আমার কাছ থেকে তোমাকে উপদেশ (কোরান) দান করেছি। এ (উপদেশ) থেকে যে মুখ ফিরিয়ে নেবে সে কিয়ামতের দিনে (মহাপাপের) তার বইবে। ওর মধ্যে ওরা চিরকাল থাকবে। আর কিয়ামতের দিন এ বোৱা ওদের জন্য হবে কত মন্দ ! যদিন সিঙ্গায় ফুঁ দেওয়া হবে সেদিন

আমি অপরাধীদের (ভয়ে) নীল চক্ষুবিশিষ্ট করে সমবেত করব। ওরা নিজেদের মধ্যে চুপিচুপি বলাবলি করবে ‘তোমরা (পথিবীতে) মাত্র দশ দিন বাস করেছিলে’। ওরা কী বলবে আমি তা ভালো জানি। ওদের মধ্যে যে অপেক্ষাকৃত সংপত্তি ছিল সে বলবে, ‘তোমরা মাত্র একদিন বাস করেছিলে’। — ২০ সুরা তা’হা ১৯-১০৮

সেদিন ওরা সমনকারীকে অনুসরণ করবে, এদিক-ওদিক করা চলবে না। করুণাময়ের সম্মুখে সব শব্দ শুন্খ হয়ে যাবে। পদশব্দ ছাড়া তুমি কিছুই শুনতে পাবে না। করুণাময় যাকে অনুমতি দিবেন ও যার কথা তার কাছে গ্রহণযোগ্য হবে সে ছাড়া কারও সুপারিশ সেদিন কোনো কাজে আসবে না। তাদের সামনে ও পেছনে যা-কিছু আছে তা তিনি জানেন, কিন্তু জ্ঞানের সাহায্যে তারা তার আয়ত্ত করতে পারবে না।

চিরঙ্গীব অনাদির কাছে সকলেই মুখ নিচু করে থাকবে। আর যে অত্যাচারের ভার বহন করবে সে হতাশ হয়ে পড়বে। আর যে বিশ্বাসী হয়ে সৎকাজ করে তার কোনো অত্যাচার বা ক্ষতির ভয় থাকবে না। — ২০ সুরা তা’হা ১০৮-১১২

‘... আর যে আমার স্মরণে বিমুখ তার জীবনের ভোগসম্ভাব সংকুচিত হবে আর আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ত অবস্থায় ওঠাব।’

সে বলবে, ‘হে আমার প্রতিপালক ! কেন আমাকে অন্ত অবস্থায় ওঠালে, আমি তো ছিলাম চক্ষুশ্বান ?’

তিনি বলবেন, ‘তুমি এমনই ছিলে, আমার নির্দশনগুলো তোমার কাছে এসেছিল কিন্তু তুমি তা বর্জন ক’রে ছিলে, আর এভাবেই আজ তোমাকে বর্জন করা হল।’ আর এভাবেই আমি তাকে প্রতিফল দিই যে বাড়াবাড়ি করে ও তার প্রতিপালকের নির্দশনে বিশ্বাস করে না। পরকালের শাস্তি তো আরও কঠিন, আরও স্থায়ী। — ২০ সুরা তা’হা ১২৪-১২৭

যখন যা আসার তা আসবে, আর সেই আসাকে কেউ অস্বীকার করতে পারবে না, তখন কাউকে-কাউকে নিচে নামানো হবে ও কাউকে-কাউকে ওপরে ওঠানো হবে। যখন পৃথিবী প্রবল ঝাঁকুনিতে প্রকক্ষিত হবে, পাহাড়গুলো ভেঙ্গে রেখে ধূলোয় গঁড়ে গঁড়ে হয়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে যাবে, তোমরা ভাগ হয়ে যাবে তিন ভাগে। তখন ডান হাতের সঙ্গীরা ? কী হবে ডান হাতের সঙ্গীদের ? আর বাম হাতের সঙ্গীরা ? কী হবে বাম হাতের সঙ্গীদের ? আর যারা আগে যাবে তারা আগেই থাকবে। তারাই থাকবে আল্লাহর কাছে, জান্নাতুন নাসীমে [সুখকর উদ্যানে]। — ৫৬ সুরা ওয়াকিয়া ১-১২

ওরা বলত, ‘আমরা মরে হাড় ও মাটি হয়ে গেলেও কি আবার ওঠানো হবে ? আর আমাদের পূর্বপুরুষদেরকেও ?’ বলো, ‘যারা আগে গেছে ও পরে যারা আসবে সবাইকে একত্র করা হবে এক নির্ধারিত দিমে নির্দিষ্ট সময়ে।’ — ৫৬ সুরা ওয়াকিয়া ৪৭-৫০

আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি, তবে কেন তোমরা বিশ্বাস করছ না (পুনরুদ্ধানে) ? — ৫৬ সুরা ওয়াকিয়া ৫-৭

যেদিন ধনসম্পদ ও সত্তানসন্ততি কোনো কাজে আসবে না, সেদিন উপকৃত হবে কেবল মে-ই যে আল্লাহর কাছে বিশুক্ত অস্ত্বকরণ নিয়ে উপস্থিত হবে। সাবধানিদের জন্য জান্নাত কাছে আনা হবে, আর পথপ্রস্তরের জন্য খোলা হবে জাহানাম। — ২৬ সুরা শোআরা ৮৮-৯১

বলো, ‘আল্লাহ ছাড়া আকাশ ও পৃথিবীতে কেউই অদ্য বিষয়ের জ্ঞান রাখে না, আর ওরা কখন পুনরুত্থিত হবে ওরা তা জানে না’। না, তাদের জ্ঞান তো পরকাল পর্যন্ত পৌছে না। না, এ-ব্যাপারে তাদের সন্দেহ রয়েছে; কারণ ওরা তো দেখতে পায় না।

অবিশ্বাসীরা বলে, ‘আমরা ও আমাদের পিতৃপুরুষেরা মাটি হয়ে গেলেও কি আমাদেরকে আবার ওঠানো হবে?’ আমাদেরকে তো এ-ব্যাপারে তয় দেখানো হচ্ছে, পূর্বে আমাদের পূর্ব-পুরুষদেরকেও এমন ভয় দেখানো হয়েছিল। এ তো সেকালের উপকথা ছাড়া আর কিছুই নয়।

বলো, ‘পৃথিবীতে সফর করো ও দেখ অপরাধীদের কি পরিণাম হয়েছিল?’ ওদের আচরণে তুমি দুঃখ কোরো না আর ওদের ষড়যন্ত্রে মন-খারাপ কোরো না। ওরা বলে, ‘তোমরা যদি সত্যকথা বলো তবে বলো, এ-শাস্তি কখন ঘটবে?’ বলো, ‘তোমরা যে-বিষয়ে তাড়াতাড়ি করতে চাচ্ছ, তা হয়ত তার কিছু আগোই তোমাদের ওপর এসে পড়বে।’ — ২৭ সুরা নম্বলঃ ৬৫-৭২

যখন ঘোষিত শাস্তি ওদের কাছে আসবে তখন আমি মাটির ভেতর থেকে এক জীব বের করব যা মানুষের সাথে কথা বলবে। ওরা তো আমার নির্দর্শনে বিশ্বাস করত না।

(সুরাম করো) সেদিনের কথা, যেদিন আমি এক-একটি দলকে সেসব সম্প্রদায় থেকে সমবেত করব যারা আমার নির্দর্শনাবলী প্রত্যাখ্যান করত এবং ওদের বিভিন্ন দলে ভাগ করা হবে। যখন ওরা এগিয়ে আসবে তখন আল্লাহ ওদের বলবেন, ‘তোমরা কি আমার নির্দর্শন প্রত্যাখ্যান করেছিলে, যদিও এ বিষয়ে তোমাদের জ্ঞান ছিল না? না, তোমরা অন্য কিছু করেছিলে?’ সীমালজ্যনের জন্য ওদের ওপর এসে পড়বে (এক শাস্তি) যার ফলে ওরা কথা বলতে পারবে না। ওরা কি বোঝে না যে আমি ওদের বিশ্বাসের জন্য সৃষ্টি করেছি রাত্রিকে এবং দিনকে করেছি আলোয় উজ্জ্বল? এতে বিশ্বাসী সম্প্রাদায়ের জন্য অবশ্যই নির্দর্শন রয়েছে। আর যেদিন শিদ্বায় ফুঁ দেওয়া হবে সেদিন আল্লাহ যাদের ব্যাপারে ইচ্ছা করবেন তারা ছাড়া আকাশ ও পৃথিবীর সকলেই ভীতিবশল হয়ে পড়বে এবং প্রত্যেকেই তার কাছে অনুগত হয়ে উপস্থিত হবে। তুমি পাহাড়গুলো দেখে অবিচল মনে করছ, কিন্তু সেদিন ওরা হবে মেঘপুঁজের মতো চলমান। এ আল্লাহরই সৃষ্টিনেপুণ্য, যিনি সবকিছুকে সুষম করেছেন। তোমরা যা কর নিঃসন্দেহে তিনি তো ভালো করেই জানেন। — ২৭ সুরা নম্বলঃ ৮২-৮৮

ওরা বলে, ‘আমরা হাড় হয়ে গেলে এবং ভেঙেচুরে গেলেও কি নতুন সৃষ্টি হিসাবে আবার ওঠানো হবে?’ বলো, ‘তোমরা পাথর বা লোহা হও বা এমন কিছু হওয়া যা তোমাদের ধারণায় খুবই কঠিন তবু তোমাদেরকে আবার জীবিত করা হবে।’ তারা বলবে, ‘কে আমাদেরকে আবার ওঠাবে?’ বলো, ‘তিনিই যিনি তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন।’

তারপর ওরা তোমার সামনে মাথা নাড়বে ও বলবে, ‘তা কবে ঘটবে?’ বলো, ‘হয়তো শীঘ্ৰই হবে। যেদিন তিনি তোমাদেরকে ডাকবেন এবং তোমরা প্রশংসাভৱে তাঁর ডাকে সাড়া দেবে ও তোমরা মনে করবে, ‘তোমরা অল্প সময়ের জন্য অবস্থান করেছিলে।’ — ১৭ সুরা বনি-ইসরাইলঃ ৪৯-৫২

এমন কোনো জনপদ নেই যা আমি কিয়ামতের দিনের পূর্বে ধ্বংস করব না বা যাকে কঠোর শাস্তি দেব না। এ তো কিতাবে লেখা আছে। — ১৭ সুরা বনি-ইসরাইলঃ ৫৮

... কিয়ামতের দিন আমি ওদেরকে সমবেত করব মুখে ভর দিয়ে চলা অবস্থায় — অঙ্গ, বোবা ও বধির। ওদের বাসস্থান হবে জাহানাম। যখন তার তেজ ক'মে আসবে আমি তখন ওদের জন্য আগুন বাড়িয়ে দিব। এ ওদের প্রতিফল, কারণ, ওরা আমার নির্দশন অঙ্গীকার করেছিল ও বলেছিল, ‘আমরা অস্থিতে পরিণত ও চূণবিচূর্ণ হলেও কি নতুন সৃষ্টিরূপে উঠিত হব?’ ওরা কি লক্ষ করেনা যে, আল্লাহ যিনি আকশ ও পথিবী করেছেন তিনি ওদের অনুরূপ সৃষ্টি করতে পারেন? তিনি ওদের জন্য এক নির্দিষ্টকাল স্থির করেছেন, কোনো সন্দেহ নেই। তবু সীমালঞ্জনকারীরা অঙ্গীকার করেই যাচ্ছে। — ১৭ সুরা বনি-ইসরাইল : ৯৭-৯৯

আর যেদিন তিনি ওদের একত্র করবেন সেদিন (ওদের মনে হবে) যে তারা দিনের এক মুহূর্তকাল মাত্র ছিল, ওরা পরম্পরকে চিনবে। আল্লাহর সাক্ষাৎ যারা অঙ্গীকার করেছে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে আর তারা সংপথপ্রাপ্ত ছিল না। — ১০ সুরা ইউনুস : ৪৫

আর ওরা বলে, ‘যদি তোমরা সত্য বলো (তবে বলো) কবে এই (ভীতিপ্রদর্শনের) প্রতিশ্রুতি ফলবে?’

বলো, ‘আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তা ছাড়া আমার নিজের ভালোমন্দের ওপর আমার কোনো অধিকার নেই। প্রত্যেক জাতির এক নির্দিষ্ট কাল আছে। যখন তাদের সময় আসবে তখন তারা মুহূর্তকালও দেরি বা তাড়াতাড়ি করতে পারবে না।’

বলো, ‘তোমরা আমাকে বলো, যদি তাঁর শাস্তি তোমাদের ওপর রাখিতে বা দিনে এসে পড়ে তবু কি পাপীরা তা তাড়াতাড়ি এগিয়ে আনতে চাইবে?’ তোমরা কি ঘটার পর বিশ্বাস করবে? এখন তোমরা তো এ তাড়াতাড়ি এগিয়ে আনতে চেয়েছিলে! পরে সীমালঞ্জনকারীদের বলা হবে, ‘স্থায়ী শাস্তির স্বাদ নাও। তোমরা যা করতে তোমাদেরকে তারই প্রতিফল দেওয়া হচ্ছে।’

আর ওরা তোমার কাছে জানতে চায়, ‘এ কি সত্য?’ বলো, ‘ঝঁ আমার প্রতিপালকের শপথ! এ অবশ্যই সত্য, আর তোমরা তা ব্যর্থ করতে পারবে না।’ — ১০ সুরা ইউনুস : ৪৮-৫০

... ‘ম্যাতুর পর তোমাদেরকে আবার ওঠানো হবে’ — তুমি এ বললেই অবিশ্বাসিয়া বলে, ‘এতো স্পষ্ট অলীক কল্পনা।’ আমি নির্দিষ্ট কালের জন্য যদি ওদের শাস্তি স্থগিত রাখি তবে তো ওরা বলে, ‘কে এতে বাধা দিয়েছে?’ সাবধান! যেদিন ওদের কাছে এ আসবে সেদিন তা ওদের কাছ থেকে ফিরে যাবে না, আর যা নিয়ে ওরা হাসিপ্টাট্রা করে তা ওদেরকেই ঘিরে রাখবে। — ১১ সুরা হৃদ : ৭-৮

যে পরলোকের শাস্তিতে ভয় করে নিশ্চয় তার জন্য এর মধ্যে (ধর্মস্থাপন জনপদে) নির্দশন রয়েছে। এই সেই দিন যেদিন সব মানুষকে একত্র করা হবে — এই সেই দিন যখন সকলকে উপস্থিত করা হবে। আর আমি তা নির্দিষ্ট কিছু কালের জন্য স্থগিত রাখব। যখন সেদিন আসবে তখন আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কেউ কোনো কথবার্তা বলতে পারবে না। ওদের মধ্যে কেউ হবে হতভাগ্য ও কেউ ভাগ্যবান। — ১১ সুরা হৃদ : ১০৩-১০৫

... কিয়ামতের দিন তিনি তোমাদের অবশ্যই একত্র করবেন, এতে কোনই সন্দেহ নেই। যারা নিজেরাই নিজেদের ক্ষতি করেছে তারা বিশ্বাস করবে না — ৬ সুরা আনআম : ১২

যারা আল্লাহর সম্মুখীন হওয়াকে মিথ্যা বলেছে তারা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত। যখন হঠাতে করে তাদের কাছে কিয়ামত এসে পড়বে তখন তারা বলবে, ‘হায়! একে আমরা যে অবজ্ঞা করেছিলাম আফসোস তার জন্য।’ তাদের পিঠে তারা তাদের পাপের বোবা বইবে। দেখো, তারা যা বইবে তা খুব খারাপ। — ৬ সূরা আনআম : ৩১

যারা শোনে শুধু তারাই সাড়া দেয়। আর মৃতকে আল্লাহ পুনরুজ্জীবিত করবেন। তারপর তাঁরাই দিকে তাদেরকে ফিরিয়ে আনা হবে। — ৬ সূরা আনআম : ৩৬

বলো, ‘তোমরা ভেবে দেখো, আল্লাহর গজব তোমাদের ওপর পড়লে বা তোমাদের কাছে কিয়ামত উপস্থিত হলে যদি তোমরা সত্য কথা বলো, তবে তোমরা কি আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকেও ডাকবে?’ না, শুধু তাঁকেই ডাকবে। তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদের দুঃখ দূর করবেন। আর তোমরা ভুলে যাবে যাকে তোমরা তাঁর শরিক করতে। — ৬ সূরা আনআম : ৪০-৪১

আর যেদিন তিনি সকলকে একত্র করবেন (ও বলবেন), ‘হে জিন সম্প্রদায়! তোমরা অনেক লোককে তোমাদের অনুগামী করেছিলে।’

আর মানবসমাজের মধ্যে তাদের বন্ধুরা বলবে, ‘হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের মধ্যে কেউ-কেউ অন্যের দ্বারা লাভবান হয়েছি, আর তুমি আমাদের জন্য যে-সময় নির্ধারিত করেছিলে এখন আমরা তার সামনে এসে গেছি।’ সেদিন আল্লাহ বলবেন, ‘আগুনই তোমাদের বাসস্থান, সেখানে তোমরা চিরদিন থাকবে, যদি না আল্লাহ অন্য রকম ইচ্ছা করেন।’ তোমার প্রতিপালক তো তত্ত্বজ্ঞানী, মহাজ্ঞানী। — ৬ আনআম : ১২৮

(আমি বলব,) ‘হে জিন ও মানবসম্প্রদায়! তোমাদের মধ্য থেকে কি রসূলরা তোমাদের কাছে আসে নি, যারা আমার নির্দেশন তোমাদের কাছে বয়ান করত ও তোমাদের এদিনের মোকাবিলার ব্যাপারে সতর্ক করত? ওরা বলবে, আমরা আমাদের অপরাধ স্বীকার করলাম।’ — ৬ আনআম : ১৩০

ওরা কোন নির্দেশন দেখলে উপহাস করে ও বলে, ‘এ তো এক স্পষ্ট যাদু! আমরা মরে হাড় ও মাটিতে পরিণত হয়ে গেলেও আমাদের আবার ওঠানো হবে? আর আমাদের পিতৃপুরুষদেরকেও?’

‘বলো, ‘হ্যা! আর তোমরা হবে অপদস্থ।’ একটা প্রচণ্ড শব্দ হবে তখন ওরা তা প্রত্যক্ষ করবে। আর ওরা বলবে ‘দুর্ভোগ আমাদের। এ-ই তো কর্মফল দিবস।’ ওদের বলা হবে এ-ই সে-মীমাংসার দিন যা তোমরা অঙ্গীকার করতে।’

(ফ্রেশতাদেরকে বলা হবে) ‘একত্র কর সীমান্তবন্ধনকারী এবং ওদের দোসরদেরকে আর তাদেরকে যাদের ওরা উপাসনা করত আল্লাহর পরিবর্তে; আর ওদের জাহানামের পথে নিয়ে যাও। তারপর ওদেরকে থামাও, কারণ ওদের প্রশঁ করা হবে, ‘তোমাদের (এখন) কী হয়েছে যে তোমরা একে অপরকে সাহায্য করছ না?’ সেদিন তো ওরা সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করবে; আর ওরা একে অপরের দিকে ফিরে জিজ্ঞাসাবাদ করবে। — ৩৭ সূরা সাফ্ফাত : ১৪-২৭

তোমাদের সকলের সৃষ্টি ও পুনরুত্থান একটি মাত্র প্রাণীর সৃষ্টি ও পুনরুত্থানের সমান। নিশ্চয় আল্লাহ সব শোনেন, সব দেখেন — ৩১ সূরা লুকমান : ২৮

হে মানবসম্প্রদায় ! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর ও সেদিনের ভয় কর যখন পিতা সন্তানের কোনো উপকারে আসবে না, সন্তানও তার পিতার কেনো উপকারে আসবে না। আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য।

সুতরাং পার্থিব জীবন যেন তোমাদের কিছুতেই ধোকা না দেয়, আর ধোকাবাজ (শয়তান) যেন কিছুতেই আল্লাহর সম্পর্কে তোমাদেরকে (বিভ্রান্ত না করে)।

কখন কিয়ামত হবে তা কেবল আল্লাহই জানেন। তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন আর তিনিই জানেন যা জরাযুতে আছে। কেউ জানে না আগামীকাল সে কী অর্জন করবে এবং কেউ জানে না কোন দেশে তার মৃত্যু হবে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সব বিষয়ই তাঁর জানা। — ৩১ সুরা নূরুমান : ৩৩-৩৪

অবিশ্বাসীরা বলে, ‘আমরা কিয়ামতের সম্মুখীন হবো না।’

বলো, ‘কেন হবে না ? তোমাদেরকে তার সম্মুখীন হতেই হবে, শপথ আমার প্রতিপালকের যিনি অদৃশ্য সম্বর্কে ভালো করেই জানেন, আকাশ ও পৃথিবীতে অশুপরিমাণ বা তার চেয়ে ছোট বা বড় কিছুই ধৰ্য অগোচর নয়। স্পষ্ট কিতাবে ওর প্রত্যেকটি লেখা হয়েছে। এ এজন্য যে, যারা বিশ্বাসী ও সংকর্মপ্রায়ণ তিনি তাদের পুরুষ্কৃত করবেন। এদেরই জন্য ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকা রয়েছে। যারা প্রবল হওয়ার উদ্দেশ্যে আমার আয়াতকে ব্যর্থ করার চেষ্টা করে তাদের জন্য ভয়ঙ্কর নির্মম শাস্তি রয়েছে।’

যাদের জ্ঞান দেওয়া হয়েছে তারা জানে যে, তোমার প্রতিপালকের কাছ থেকে তোমার কাছে যা অবতীর্ণ হয়েছে তা সত্য। এ মানুষকে পরাক্রমশালী প্রশংসাই আল্লাহর পথনির্দেশ করে।

অবিশ্বাসীরা বলে, ‘আমরা কি তোমাদের এমন ব্যক্তির সঞ্চান দেব যে তোমাদের বলে যে তোমাদের দেহ সম্পূর্ণ ছিন্নবিছিন্ন হয়ে গেলেও তোমাদেরকে নতুন করে আবার ওঠানো হবে ? হয় সে আল্লাহ সম্বর্কে যিথ্য বানায়, নয় সে পাগল !’ না, যারা পরলোকে বিশ্বাস করে না তারাই শাস্তি ও ঘোর বিভ্রান্তিতে রয়েছে। — ৩৪ সুরা সাবা : ৩-৮

...বলো, ‘কিয়ামতের দিন তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে যারা নিজেদের ও নিজেদের পরিজন-বর্গের ক্ষতি করে। জেনে রাখো, এ-ই তো স্পষ্ট ক্ষতি !’ — ৩৯ সুরা জুমার : ১৫

যে-ব্যক্তি কিয়ামতের দিন তার মুখ দিয়ে কঠিন শাস্তি ঠেকাতে চাইবে সে কি তার মতো (এ থেকে) যে নিরাপদ ? সীমালভনকারীদেরকে বলা হবে, ‘তোমার যা করতে তার শাস্তির স্বাদ নাও !’ ওদের পূর্ববর্তীরাও যিথ্য বলেছিল, তাই শাস্তি ওদের গ্রাস করেছিল ওদের অজ্ঞাতসারে, তাই আল্লাহ তাদেরকে পার্থিব জীবনে লাক্ষ্মি করেন, আর ওদের পরলোকের শাস্তি ও হবে কঠিন। যদি তারা জানত ! — ৩৯ সুরা জুমার : ২৪-২৬

তোমার মৃত্যু হবে ও তাদেরও মৃত্যু হবে। তারপর কিয়ামতের দিনে তোমরা নিজেদের মধ্যে, তোমাদের প্রতিপালকের সামনে, তর্কাত্তর্কি করবে। — ৩৯ সুরা জুমার : ৩০-৩১

যারা সীমালভন করেছে যদি কিয়ামতের দিন কঠিন শাস্তি থেকে মুক্তির জন্য পথ হিসাবে তাদের পৃথিবীর সব কিছু থাকে ও তার সাথে সম্পরিমাণ আরও থাকে তবুও (তাদের কাছ থেকে তা নেওয়া হবে না), আর তাদের ওপর আল্লাহর কাছ থেকে এমন শাস্তি এসে

পড়বে যা ওরা কল্পনাও করেনি। ওদের কৃতকর্মের মন্দ ফল ওদের কাছে প্রকাশ হয়ে পড়বে। আর ওরা যা নিয়ে ঠাট্টাবিদ্যুপ করত তা ওদের ঘিরে রাখবে। — ৩৯ সুরা জুমার : ৪৭-৪৮

যারা আল্লাহ'র ওপর মিথ্যা আরোপ করে তুমি কিয়ামতের দিন তাদের মুখ কালো দেখবে। উদ্ধৃতদের বাসস্থান কি জাহানামে নয়? — ৩৯ সুরা জুমার : ৬০

ওরা আল্লাহ'কে যথোচিত সম্মান করে না। কিয়ামতের দিন সমস্ত পথিবী তাঁর হাতের মুঠোয় থাকবে ও আকাশগুলো গুটিয়ে থাকবে তাঁর ডান হাতে। পবিত্র মহান তিনি। ওরা যাকে শরিক করে তিনি তাঁর উর্ফে।

সেদিন শিঙায় ফুঁ দেওয়া হবে, তার ফলে আকাশ ও পথিবীর সকলে মূর্ছা ঘাবে; তবে আল্লাহ' যাদেরকে রক্ষা করতে চাইবেন তারা বাদে। তারপর আবার শিঙায় ফুঁ দেওয়া হবে, তক্ষুনি ওরা দাঁড়িয়ে দেখতে থাকবে। পথিবী তার প্রতিপালকের জ্যোতিতে উজ্জ্বাসিত হবে। (হিসাবে) কিতাব উপস্থিত করা হবে এবং নবিদের ও সাক্ষীদের উপস্থিত করা হবে; আর সকলের প্রতি ন্যায়বিচার করা হবে, তাদের ওপর অত্যাচার করা হবে না। প্রত্যেকের কৃতকর্মের পূর্ণ প্রতিফল দেওয়া হবে। ওরা যা করে আল্লাহ' তা ভালো করেই জানেন। — ৩৯ সুরা জুমার : ৬৭-৭০

কিয়ামতের জ্ঞান কেবল আল্লাহ'র কাছে। তাঁর অজ্ঞাতসারে কোনো ফল তার খোসা ছাড়ে না, কোন নারী গর্ভধারণ বা প্রসব করে না। যেদিন আল্লাহ' ওদেরকে ডেকে বলবেন, ‘আমার শরিকরা কোথায়?’ তখন ওরা বলবে, ‘আমরা আপনার কাছে নিবেদন করছি, এ-ব্যাপারে আমরা কিছুই জানি না।’ — ৪১ সুরা হা-মিম-সিজদা : ৪৭

তিনি মহার্যাদার অধিকারী, আরশের অধিপতি। তিনি তাঁর দাসদের মধ্যে যার ওপর ইচ্ছা নিজের নির্দেশসম্বলিত প্রত্যাদেশ পাঠান, যাতে সে কিয়ামত সম্পর্কে সতর্ক করতে পারে। যেদিন মানুষ বের হয়ে পড়বে সেদিন আল্লাহ'র কাছে ওদের কিছুই গোপন থাকবে না। বলা হবে, ‘আজ কর্তৃত্ব কার?’ — ‘এক, পরাক্রমশালী আল্লাহ'রই।’

আজ প্রতোককে তার কৃতকর্মের ফল দেওয়া হবে। আজ কারও প্রতি অত্যাচার করা হবে না। আল্লাহ' হিসাব-গ্রহণে তৎপর। ওদের আসন্ন দিন সম্পর্কে সতর্ক করে দাও, যখন দুঃখকষ্টে ওদের প্রাণ ওষ্ঠাগত হবে। সীমালভ্যনকারীদের জন্য অস্তরঙ্গ কোনো বন্ধু নেই, এমন কেউ সুপারিশ করার নেই যার সুপারিশ গ্রহণ করা হবে। — ৪০ সুরা মুমিন : ১৫-১৮

নিশ্চয় আমি আমার রসূলদের ও বিশ্বাসীদের পার্থিব জীবনে ও কিয়ামতের দিন সাহায্য করব। যেদিন সীমালভ্যনকারীদের ওজর-আপত্তি কোনো কাজে আসবে না। ওদের জন্য রয়েছে অভিশাপ, আর ওদের জন্য রয়েছে দুর্ভোগের নিবাস। — ৪০ সুরা মুমিন : ৫১-৫২

কিয়ামত অবশ্যভাবী, এতে কোনো সন্দেহ নেই; কিন্তু অনেকেই তা বিশ্বাস করে না। — ৪০ সুরা মুমিন : ৫৯

আল্লাহ'ই সত্যসহ কিতাব অবতীর্ণ করেছেন ও দিয়েছেন ন্যায়নীতি। তুমি কি জান? সম্ভবত কিয়ামত আসন্ন। যারা এ বিশ্বাস করে না তারাই এ সত্ত্বের কামনা করে। কিন্তু যারা বিশ্বাসী তারা তাকে ভয় করে এবং তারা জানে তা সত্য। জেনে রাখ, কিয়ামত সম্পর্কে যারা কৃতক করে তারা যোর বিভ্রান্তিতে রয়েছে। — ৪২ সুরা শুরা : ১৭-১৮

... বিশ্বাসীরা কিয়ামতের দিন বলবে, ‘ক্ষতিগ্রস্ত তারাই যারা নিজেদের ও নিজেদের পরিজনবর্গের ক্ষতিসাধন করেছে।’ — ৪২ সুরা শুরা : ৪৫

আল্লাহর সেই অবশ্যভাবী নির্ধারিত দিন আসার পূর্বে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের ডাকে সাড়া দাও। সেদিন তোমাদের কোনো আশ্রয় থাকবে না, আর তোমাদের জন্য তা নিরোধ করারও কেউ থাকবে না। — ৪২ সুরা শুরা : ৪৭

ঈসা তো কিয়ামতের অগ্রদূত। সুতরাং কিয়ামতকে সন্দেহ কোরো না আর আমাকে অনুসরণ কর। এ-ই সরল পথ। — ৪৩ সুরা জুখুরফ : ৬১

ওরা তো ওদের অজাত্তে হঠাতে কিয়ামত আসার অপেক্ষা করছে। সেদিন বস্তুরা পরম্পরের শত্রু হয়ে যাবে, সাধানিরা ছাড়া। — ৪৩ সুরা জুখুরফ : ৬৬-৬৭

... অতএব ওদের যে দিনের কথা বলা হয়েছে তার সম্মুখীন হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ওরা কথা বলে যাক, খেলা করুক। — ৪৩ সুরা জুখুরফ : ৮৩

অতএব তুমি অপেক্ষা করো সেদিনের যেদিন আকাশ থেকে ধোয়া নেমে এসে মানবজাতিকে গ্রাস করবে। এ হবে এক কঠিন শাস্তি। — ৪৪ সুরা দুখুন : ১০-১১

আর ওদেরকে আমি সুস্পষ্ট বিধান দিয়েছিলাম। কিন্তু জ্ঞানপ্রাপ্তির পর নিজেরাই একে অপরের ওপর ঝীর্ঘা করে ওরা বিরোধিতায় লিপ্ত হয়। ওরা যে-বিষয়ে মতৌদ্বিধা করত তোমার প্রতিপালক কিয়ামতের দিন ওদের মধ্যে সে-বিষয়ের মীমাংসা করে দেবেন। — ৪৫ সুরা জাসিয়া : ১৭

ওরা বলে, ‘পার্থিব জীবনই আমাদের একমাত্র জীবন, আমরা মরি ও বাঁচি এখানেই। সময়ই আমাদের ধৰ্মস করে।’ বস্তুত এ-ব্যাপারে ওদের কোনো জ্ঞান নেই। ওরা তো কেবল মনগড়া কথা বলে। ওদের কাছে যখন আমার স্পষ্ট আয়ত আবণি করা হয় তখন ওদের কোনো ঘুষ্টি থাকে না কেবল এ কথা ছাড়া যে, ‘তোমরা সত্যবাদী হলে আমাদের পূর্বপুরুষদের উপস্থিত করো।’

বলো, ‘আল্লাহই তোমাদের জীবন দান করেন ও তোমাদের ঘৃত্য ঘটান। তারপর তিনি তোমাদের কিয়ামতের দিনে একত্র করবেন এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না।’

আকাশ ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব আল্লাহরই। যেদিন কিয়ামত হবে সেদিন মিথাশুয়ীরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে ও প্রত্যেক সম্প্রদায় হবে ভয়ে নতজানু। প্রত্যেক সম্প্রদায়কে তাদের হিসাবের (কিতাব) দেখতে ডাকা হবে ও বলা হবে, ‘তোমরা যা করতে আজ তারই প্রতিফল দেওয়া হবে।’ এ (হিসাবের) কিতাব আমার কাছে সংরক্ষিত, যা তোমাদের বিরুদ্ধে সত্য সাক্ষ্য দেবে। তোমরা যা করতে আমি তা লিখে রেখেছিলাম।

যারা বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে তাদের প্রতিপালক তাদেরকে জানাতে প্রবেশ করার অধিকার দেবেন। এ-ই মহাসাফল্য। কিন্তু যারা অবিশ্বাস করে তাদের বলা হবে, ‘তোমাদের কাছে কি আমার আয়ত পড়া হয় নি? কিন্তু তোমরা তো ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেছিলে আর তোমরা ছিলে এক অপরাধী সম্প্রদায়।’

যখন বলা হয়, ‘আল্লাহর কথা সত্য ও কিয়ামত ঘটবে—এতে কোন সন্দেহ নেই’ তখন তোমরা বলে থাক, ‘কিয়ামত কি? আমরা জানি না, আমাদের এ-বিষয়ে রয়েছে যের সন্দেহ আর আমরা এ-বিষয়ে নিশ্চিত নই।’

ওদের মন্দ কাজগুলো ওদের কাছে প্রকাশ হয়ে পড়বে আর যা নিয়ে ওরা ঠাট্টাবিদ্যুপ করত তা ওদের ঘিরে ফেলবে। ওদের বলা হবে, ‘আজ আমি তোমাদের ভূলে যাব যেমন তোমরা এ দিনের সাক্ষাৎকে ভূলে গিয়েছিলে। তোমাদের আশ্রয় হবে আগুন আর তোমাদেরকে কেউ সাহায্য করবে না।’ — ৪৫ সুরা জাসিয়া : ২৪-৩৪

যে-ব্যক্তি আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুকে ডাকে যাকে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত ডাকলে সাড়া দেবে না তার চেয়ে বড় বিভ্রান্ত আর কে? আর তারা ওদের প্রার্থনা সম্বন্ধেও অবহিত নয়। যখন কিয়ামতের দিন মানুষকে একত্র করা হবে তখন তারা হবে ওদের শক্ত, আর তাদের অঙ্গীকার করবে উপাসনা। — ৪৬ সুরা আহকাফ : ৫-৬

ওরা কি বোঝে না যে, আল্লাহ যিনি আকাশ ও পথিবী সৃষ্টি করেছেন আর এ সকলের সৃষ্টিতে যিনি কোনো ক্লান্তি বোধ করেন নি, তিনি ঘৃতের জীবন দান করতেও সক্ষম। তিনি তো সববিষয়ে সর্বশক্তিমান। যেদিন অবিশ্বাসীদের আগনের কাছে উপস্থিত করা হবে সেদিন ওদেরকে বলা হবে, ‘একি সত্য নয়?’

ওরা বলবে, ‘আমাদের প্রতিপালকের শপথ! এ সত্য।’

তখন ওদেরকে বলা হবে, ‘(তবে) শাস্তির স্বাদ নাও! তোমরা তো অবিশ্বাস করতে।’ — ৪৬ সুরা আহকাফ : ৩৩-৩৪

... ওদেরকে যে-বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে তা যেদিন ওরা প্রত্যক্ষ করবে সেদিন ওদের মনে হবে ওরা যেন এক দণ্ডেরও বেশি পথিবীতে থাকে নি। — ৪৬ সুরা আহকাফ : ৩৫

শপথ তাদের যারা উড়িয়ে নিয়ে যায়! শপথ তাদের যারা বয়ে যায় (ব্রহ্ম) ভার! শপথ তাদের যারা স্বচ্ছদে বিচরণ করে! শপথ তাদের যারা আদেশে বিতরণ করে (আশীর্বাদ)! তোমাদেরকে যে-প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে তা নিশ্চয় সত্য ও বিচারের দিন তো অবশ্যভাবী। শপথ তরঙ্গিত আকাশের! তোমাদের পরম্পরের মধ্যে কথায় কোনো মিল নেই। যে এ (সত্যধর্ম) থেকে ফিরে যায় তাকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। অভিশপ্ত সেই মিথ্যাবাদীরা যারা অজ্ঞ ও উদাসীন। ওরা বলে ‘বিচারের দিন আবার কী?’

বলো, ‘সেদিন আগনে তাদেরকে পরীক্ষা করা হবে।’ (তাদেরকে বলা হবে) ‘তোমরা শাস্তি ভোগ করো, তোমরাই এর জন্য তাড়াভাড়ো করেছিলে।’ — ৫১ সুরা জারিয়াত : ১-১৪

তোমার কাছে তো কিয়ামতের সংবাদ এসেছে। সেদিন অনেকেরই মুখমণ্ডল হবে অবনত, ক্লিষ্ট ও ক্লান্ত। ওরা প্রবেশ করবে জ্বলন্ত আগনে। ওদের খুব গরম ঝরণা থেকে পান করানো হবে। ওদের জন্য কোনো খাদ্য থাকবে না, শুকনো কাঁটা ছাড়া যা ওদেরকে পুষ্ট করবে না এবং ওদের ক্ষিদেও মেটাবে না। সেদিন অনেকের মুখ হবে আনন্দে উজ্জ্বল, নিজ কর্মসাফল্যে পরিত্ন্য। — ৮৮ সুরা গাশিয়া : ১-৯

যেদিন আমি পর্বতকে উপড়ে ফেলব আর তুমি পথিবীতে দেখবে একটা শূন্য ময়দান, আমি সেদিন সকলকে একত্র করব এবং কাউকেই অব্যাহতি দেব না। আর

তাদেরকে তোমাদের প্রতিপালকের সামনে সারি বেঁধে হাজির করান হবে। আর (বলা হবে), ‘তোমাদেরকে প্রথমে যেভাবে সৃষ্টি করেছিলাম সেভাবেই তোমরা আমার সামনে হাজির হয়েছ, অথচ তোমরা মনে করতে যে তোমাদের জন্য প্রতিশ্রূত মুহূর্ত আমি উপস্থিত করব না।’ আর উপস্থিত করা হবে (হিসাবের) কিতাব, আর ওতে যা লেখা আছে তার জন্য তুমি দোষীদেরকে আতঙ্কগ্রস্ত দেখবে। — ১৮ সুরা কাহাফ় : ৪৭-৪৯

সেদিন আমি ওদেরকে দলেদলে তরঙ্গের আকারে ছেড়ে দেব, আর শিঙ্গায় ফুঁ দেওয়া হবে। তারপর আমি ওদের সকলকেই একত্র করব। আর সেদিন আমি জাহানামকে প্রত্যক্ষভাবে উপস্থিত করব অবিশ্বাসীদের কাছে, যাদের চক্ষু আমার নির্দেশনের প্রতি ছিল অঙ্গ, আর যাদের শোনারও ক্ষমতা ছিল না। — ১৮ সুরা কাহাফ় : ৯৯-১০১

ওদের যখন বলা হয়, ‘তোমাদের প্রতিপালক কী অবতীর্ণ করেছিলেন?’ তখন ওরা বলে, ‘সেকালের উপকথা।’ তাই শেষ বিচারের দিনে ওদের পাপের ভার ওরা পুরো বইবে ; তাদেরও পাপের ভার যাদেরকে ওরা তাদের অঙ্গতার জন্য বিভ্রান্ত করেছিল। দেখ, ওরা যা বইবে তা কত খারাপ ! — ১৬ সুরা নাহল : ২৪-২৫

পরে কিয়ামতের দিন তিনি ওদেরকে অপদস্থকে করবেন ও বলবেন, ‘কোথায় আমার সেসব শরিক যাদেরকে নিয়ে তোমরা তর্কাতর্কি করতে?’ — ১৬ নাহল : ২৭

ওরা জোর ক’রে আল্লাহ’র শপথ ক’রে বলে যে, ‘যার মৃত্যু হয় আল্লাহ’ তাকে পুনর্জীবিত করবেন না।’ না, তাঁর পক্ষ হতে এ সত্য প্রতিশ্রূতি ; কিন্তু বেশির ভাগ লোক তা জানে না। — ১৬ সুরা নাহল : ৩৮

আকাশ ও পথিবীর অদ্য বিষয়ের জ্ঞান আল্লাহ’রই, আর কিয়ামতের ব্যাপার তো চেতের পলকের মতো, বা তার চেয়েও নিকটতর। আল্লাহ’ তো সববিষয়ে সর্বশক্তিমান। — ১৬ সুরা নাহল : ৭৭

যেদিন আমি প্রত্যেক সম্প্রদায় থেকে একজন করে সাক্ষী ওঠাবো সেদিন অবিশ্বাসীদের কৈফিয়ত দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে না ও ওদের আল্লাহ’র সম্মুষ্টি লাভের সুযোগ দেওয়া হবে না। যখন সীমালভয়নকারীরা শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে তখন তাদের শাস্তি লাঘব করা হবে না ও তাদেরকে কোনো বিরাম দেওয়া হবে না। — ১৬ সুরা নাহল : ৮৪-৮৫

সেদিন আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে তাদেরই মধ্য থেকে এক-একজন সাক্ষী ওঠাবো ও এদের বিষয়ে তোমাকে আমি সাক্ষী হিসাবে আনব। — ১৬ সুরা নাহল : ৮৯

...তোমাদের যে-বিষয়ে যতভেদ আল্লাহ’ কিয়ামতের দিনে তা তো পরিষ্কার করে প্রকাশ করে দেবেন। — ১৬ সুরা নাহল : ৯২

যেদিন এ-পথিবী পরিবর্তিত হবে অন্য পথিবীতে, আর আকাশও, তারা উপস্থিতি হবে অদ্বিতীয় পরাক্রমশালী আল্লাহ’র সামনে, সেদিন তুমি পাপীদের হাত-পা শেকল বাঁধা অবস্থায় দেখবে। ওদের জামা হবে আলকাতরার, আর আগুন ওদের মুখমণ্ডল ছেয়ে ফেলবে। এ এজন্য যে, আল্লাহ’ প্রত্যেকের কৃতকর্মের প্রতিফল দেন। আল্লাহ’ তো হিসাব গ্রহণে তৎপর। — ১৪ সুরা ইব্রাহিম : ৪৮-৫১

মানুষের হিসাব নিকাশের সময় আসন্ন, কিন্তু ওরা উদাসীনতায় মুখ ফিরিয়ে রয়েছে। — ২১ সুরা আল্বিয়া : ১

আর ওরা বলে, ‘তোমরা যদি সত্য বলো তবে বলো এ-প্রতিশ্রূতি কখন সত্য হবে?’ যদি অবিশ্বাসীরা সে-সময়ের কথা জানত, যখন ওরা ওদের সামনে ও পেছন থেকে আগুন ঠেকাতে পারবে না আর ওদেরকে সাহায্যও করা হবে না! না, ওদের ওপর হঠাতে করে তা আসবে ও ওদেরকে হতবুদ্ধি করে দেবে। আর ওরা তা কখতে পারবে না। আর ওদেরকে অবকাশও দেওয়া হবে না। — ২১ সুরা আল্বিয়া : ৩৮-৪০

যে-জনগোষ্ঠীকে আমি ধৰৎস করছি তার ওপর এই নিষেধাজ্ঞা রয়েছে যে, তারা আর ফিরে আসবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না ইয়াজুজ ও মাজুজকে ছেড়ে দেওয়া হবে এবং ওরা প্রত্যেক পাহাড় থেকে ছুটে আসবে। সত্য প্রতিশ্রূতি আসন্ন হলে দেখবে অবিশ্বাসীদের চোখ ভয়ে কেমন স্থির হয়ে যাবে। ওরা বলবে, ‘হায়! দুর্ভোগ আমাদের! আমরা তো এ বিষয়ে উদাসীন ছিলাম। না, আমরা তো সীমালব্ধন করেছিলাম।’ — ২১ সুরা আল্বিয়া : ৯৫-৯৭

সেদিন আমি আকাশকে গুটিয়ে ফেলব যেভাবে লিখিত কাগজ গুটানো হয়। যেভাবে আমি প্রথম সৃষ্টির সূচনা করেছিলাম সেভাবে আমি পুনরায় সৃষ্টি করব। প্রতিশ্রূতিপালন আমার কর্তব্য, আমি এ পালন করবই। — ২১ সুরা আল্বিয়া : ১০৪

এরপর তোমাদের মৃত্যু হবে, তারপর কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে আবার ওঠানো হবে। — ২৩ সুরা মুমিনুন : ১৫-১৬

তিনিই তোমাদের সৃষ্টি করে পৃথিবীতে তোমাদের বংশবিস্তার করেছেন, আর তোমাদেরকে তাঁরই কাছে একত্র করা হবে। তিনিই জীবন দেন এবং মৃত্যু ঘটান, তাঁরই বিধানে রাত্রি ও দিনের আবর্তন ঘটে। তবুও কি তোমরা বুঝবে না? তবু ওরা ওদের পূর্ববর্তীদের মতো বলে, ‘আমাদের মৃত্যু ঘটলেও আমরা মাটি ও হাড় হয়ে গেলেও, কি আমাদের আবার ওঠানো হবে? আমাদের তো এ-ব্যাপারে ভয় দেখানো হয়েছে, আর অতীতে আমাদের পূর্বপুরুষদেরকেও। এ তো সেকালের উপকথা ছাড়া আরকিছু নয়।’ — ২৩ সুরা মুমিনুন : ৭৯-৮৩

যখন ওদের কারও মৃত্যু উপস্থিত হয় তখন সে বলে, ‘হে আমার প্রতিপালক! আমাকে আবার (দুনিয়ায়) পাঠিয়ে দাও যাতে আমি ভালো কাজ করতে পারি যা আমি আগে করি নি।’

না, এ হবার নয়। এতো শুর এক কথার-কথা। ওদের সামনে এক পর্দা থাকবে পুনরুদ্ধারনের দিন পর্যন্ত। আর যেদিন শিশ্যায় ফুঁ দেওয়া হবে সেদিন পরম্পরের মধ্যে আত্মীয়তার বন্ধন থাকবে না এবং একে অপরের যৌজ্ঞবর নেবে না। আর যাদের পাল্লা ভারী হবে তাঁরাই হবে সফল। আর যাদের পাল্লা হালকা হবে তাঁরাই নিজেদের ক্ষতি করেছিল আর ওরা জাহানামে থাকবে চিরকাল। — ২৩ সুরা মুমিনুন : ৯৯-১০৩

তিনি আকাশ থেকে পৃথিবী পর্যন্ত সকল বিষয় পরিচালনা করেন। তারপর একদিন সব কিছুই ফিরিয়ে নেওয়া হবে বিচারের জন্য, যেদিনের দৈর্ঘ্য হবে তোমাদের হিসাবে হাজার বছরের সমান। — ৩২ সুরা সিজদা : ৫

ওরা বলে, ‘আমরা মাটি হয়ে গেলেও কি আমাদের আবার নতুন করে সৃষ্টি করা হবে?’

ଓରା ତୋ ଓଦେର ପ୍ରତିପାଳକେର ସାଙ୍କାଙ୍କାର ଅସ୍ତ୍ରିକାର କରେ । ବଲୋ, ‘ଶ୍ରୀର ଫେରେଶତା ତୋମାଦେର ପ୍ରାଣ ନେବେ । ଶେଷେ ତୋମାଦେରକେ ଫିରିଯେ ଆନା ହବେ ତୋମାଦେର ପ୍ରତିପାଳକେର କାହେ ।’ — ୩୨ ସୂରା ସିଜ୍ଜଦା : ୧୦-୧୧

ଯଦି ତୁମି ଦେଖତେ ! ଅପରାଧୀରା ତାଦେର ପ୍ରତିପାଳକେର ସାମନେ ମାଥା ନିଚୁ କରେ ବଲବେ, ‘ହେ ଆମାଦେର ପ୍ରତିପାଳକ ! ଆମରା ତୋ ଦେଖିଲାମ ଓ ଶୁଣିଲାମ ; ଏଥିନ ତୁମି ଆମାଦେରକେ (ପୃଥିବୀତେ) ଆବାର ପାଠିଯେ ଦାଓ ଆମରା ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ଵାସୀ ହୁବ ।’ — ୩୨ ସୂରା ସିଜ୍ଜଦା : ୧୨

ଓରା ବଲେ, ‘ତୋମରା ଯଦି ସତ୍ୟ ବଲୋ ତବେ ବଲୋ ଏ ମୀମାଂସାର ଦିନ କବେ ହବେ ।’

ବଲୋ, ‘ମୀମାଂସାର ଦିନେ ଅବିଶ୍ଵାସୀଦେର ବିଶ୍ଵାସ ତାଦେର କୋନୋ କାଜେ ଆସବେ ନା । ଆର ତାଦେରକେ ଅବକଶଓ ଦେଉୟା ହବେ ନା ।’ — ୩୨ ସୂରା ସିଜ୍ଜଦା : ୨୮-୨୯

ଶପଥ ତୁର ପାହାଡ଼େର ! ଶପଥ କିତାବେ ଯା ଲେଖା ଆଛେ ଉତ୍ସ୍ମୁନ୍ତ ପତ୍ରେ ! ଶପଥ ବାଯତୁଳ ମୟୁରେର ! ଶପଥ ସମୁଚ୍ଛ ଆକାଶେର ! ଆର ଶପଥ ଉତ୍ତଳ ସାଗରେର ! ତୋମାର ପ୍ରତିପାଳକେର ଶାସ୍ତି ଆସବେଇ, କେଉଁ ଠେକାତେ ପାରବେ ନା । ମେଦିନ ଆକାଶ ଖୁବ ଜୋରେ ଜୋରେ ଦୂଲବେ ଆର ପାହାଡ଼ଗୁଲୋ ଉପଡାନୋ ହବେ । ମେଦିନ ଦୂର୍ଭେଗ ହବେ ତାଦେର ଯାରା ମିଥ୍ୟାର ଆଶ୍ରୟ ନେଯ, ଯାରା କଥା ବାନିଯେ ଖେଳା କରେ । — ୫୨ ସୂରା ତୁର : ୧-୧୨

ବଲୋ, ‘ତିନିଇ ପୃଥିବୀତେ ତୋମାଦେର ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରେନ ଆର ତାଁରଇ କାହେ ତୋମରା ସମବେତ ହବେ ।’ ଓରା ବଲେ, ‘ତୋମରା ଯଦି ସତ୍ୟବାଦୀ ହୁଏ, ତବେ ବଲୋ ଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କଥନ ପାଲନ କରା ହବେ ?’

ବଲୋ, ‘ଏର ଜ୍ଞାନ କେବଳ ଆଜ୍ଞାହରଇ, ଆୟି ତୋ ସ୍ପଷ୍ଟ ସତର୍କକାରୀ ମାତ୍ର ।’

ଯଥିନ ଶାସ୍ତି ଆସନ୍ତ ଦେଖବେ ତଥିନ ଅବିଶ୍ଵାସୀଦେର ମୁଖ ଘାନ ହେଁ ପଡ଼ିବେ, ଆର ଓଦେରକେ ବଲା ହବେ, ‘ଏ-ଇ ତୋ ତୋମରା ଚାଯେଛିଲେ ।’ — ୬୭ ସୂରା ମୂଳକ : ୧୪-୨୭

କ୍ରୁବ ସତ୍ୟ ! କ୍ରୁବ ସତ୍ୟ କି ? କ୍ରୁବ ସତ୍ୟ କୁମି କୀ ଜ୍ଞାନ ? — ୬୯ ସୂରା ହାକ୍କା : ୧-୩

ଯଥିନ ଶିଙ୍ଗାଯ ଫୁଁ ଦେଉୟା ହବେ — ଏକଟି ମାତ୍ର ଫୁଁ, — ପର୍ବତମାଳା ସମେତ ପୃଥିବୀ ଉତ୍କିଷ୍ଟ ହବେ ଓ ଏକଇ ଧାକ୍ତା ଓରା ଚଣ୍ଣବିଚର୍ଷ ହେଁ ଯାବେ । ମେଦିନ ଘଟବେ ମହାପ୍ରଳୟ । ଆକାଶ ବିଦୀର୍ଘ ଓ ବିଶ୍ଲିଷ୍ଟ ହେଁ ପରେ ପଡ଼ିବେ । ଫେରେଶତାଗମ ଆକାଶେର ପ୍ରାନ୍ତଦେଶେ ଦୁଗ୍ନାୟମାନ ହବେ ଆର ଆଟଜନ ଫେରେଶତା ତୋମାଦେର ପ୍ରତିପାଳକେର ଆରଶକେ ଉର୍ଧ୍ବେ ଧାରଣ କରବେ । ମେଦିନ ଉପହିତ କରା ହବେ ତୋମାଦେରକେ ଆର ତୋମାଦେର କିଛି ଗୋପନ ଥାକବେ ନା । — ୬୯ ସୂରା ହାକ୍କା : ୧୩-୧୮

ଏକ ପ୍ରଶ୍ନକାରୀ ପ୍ରଶ୍ନ କରଲ ମେହି ଶାସ୍ତି ସମ୍ପର୍କେ ଯା ଅବିଶ୍ଵାସୀଦେର ଓପର ପଡ଼ିବେଇ ଆର ଯା କେଉଁ ଠେକାତେ ପାରବେ ନା । (ଏ ଆସବେ) ସମୁନ୍ତ ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ଅଧିକାରୀ ଆଜ୍ଞାହର କାହେ ଥେକେ । ଫେରେଶତା ଓ ବୁଝ [ଆଜ୍ଞା] ଆଜ୍ଞାହର ଦିକେ ଓପରେ ଯାବେ ଏମନ ଏକଦିନେ ଯେଦିନେର ପାର୍ଥିବ ମାତ୍ରା ହବେ ପଞ୍ଚାଶ ହଜାର ବରଷରେ ମସାନ । ସୁତରାଂ ତୁମି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରୋ । ସୁନ୍ଦର କରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରୋ । ତାରା ମନେ କରେ ତା ସୁଦୂରପରାହତ । କିନ୍ତୁ ଆୟି ଦେଖିଛି, (ତା) କାହେଇ ! ମେଦିନ ଆକାଶ ହବେ ଗଲିତ ତାମା ଆର ପାହାଡ଼ଗୁଲୋ ହବେ ରଞ୍ଜନ ପଶମେର ମତୋ । ମେଦିନ ବଞ୍ଚି ବଞ୍ଚି ସବର ଲେବେ ନା, ଯଦିଓ ଓଦେରକେ ଏକେ ଅପରେର ଚୋରେର ସାମନେ ରାଖି ହବେ । ମେଦିନ ଅପରାଧୀ ଶାସ୍ତି ଥେକେ ନିର୍ମତି ଲାଭେର ଜନ୍ୟେ ମୁକ୍ତିପଣ ହିସାବେ ଦିତେ ଚାହିୟେ ତାର ସଞ୍ଚାନସଞ୍ଚାନିକେ, ତାର ଶ୍ରୀ ଓ ଭାତାକେ, ତାର ଜ୍ଞାତିଗୋଟୀକେ, ଯାରା ତାକେ ଆଶ୍ରୟ ଦିତ, ଆର ପୃଥିବୀର ସବ କିଛୁ ଯଦି ଏ-ମୁକ୍ତିପଣ ତାକେ ମୁକ୍ତ

করতে পারত। না, কখনোই নয়, এগুলো তাকে রক্ষা করবে না! এ লেলিহান আগুন যা চামড়া ঝলসিয়ে গা থেকে খসিয়ে দেবে। জাহান্নাম সে—ব্যক্তিকে ডাকবে যে সত্য থেকে পালিয়েছিল ও মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল, আর যে সম্পদ জমা করত ও তা আঁকড়ে ধরে রাখত। — ৭০ সুরা মাআরিজ : ১-১৮

সেদিন ওরা (অবিশ্বাসীরা) কবর থেকে দ্রুতবেগে বের হবে, মনে হবে ওরা কেনো—একটি লক্ষ্যস্থলের দিকে দৌড়াচ্ছে। অপমানে হতবিহুল হয়ে ওরা ওদের চোখ নিচু করবে। এ—ই সেদিন যার বিষয়ে ওদেরকে সতর্ক করা হয়েছিল। — ৭০ সুরা মাআরিজ : ৪৩-৪৪

ওরা পরস্পরকে কি জিজ্ঞাসা করছে সেই মহাসংবাদ সম্বন্ধে যে—বিষয়ে তারা একমত হতে পারে না? তারা তো শৈধৃই জানতে পারবে; অবশ্য—অবশ্যই তারা জানতে পারবে। — ৭৮ সুরা নাবা : ১-৫

বিচারদিন নির্ধারিত আছে। সেদিন শিঙায় ফুঁ দেওয়া হবে ও তোমরা দলে দলে জয়যাতে হবে। আকাশ ফেটে গিয়ে সেখানে বহু ফাটল দেখা দেবে। আর পাহাড়—পর্বত উম্মুলিত হয়ে ঘৰীঠিকার মতো দেখাবে। জাহান্নাম প্রতীক্ষায় থাকবে। তা হবে সীমালঙ্ঘনকারীদের আশ্রয়স্থল ...। — ৭৮ সুরা নাবা : ১৭-২২

সেদিন বুহ (জিবাস্ল) ও ফেরেশতারা সারি বৈধে দাঁড়াবে। করণাময় যাকে অনুমতি দেবেন সে ছাড়া অনেয়া কথা বলবে না, আর সে ঠিক কথা বলবে। এদিন (যে আসবে তা) সুনিশ্চিত; অতএব যার ইচ্ছা সে তার প্রতিপালকের শরণাপন্ন হোক। আমি তোমাদেরকে আসন্ন শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করলাম, যেদিন যানুষ তার কৃতকর্ম প্রত্যক্ষ করবে এবং যে অবিশ্বাস করেছিল সে বলবে ‘হায়! আমি যদি মাটি হতাম!’ — ৭৮ সুরা নাবা : ৩৮-৪০

শপথ তাদের যারা ডুবে টানে (বা জোরে টানে) (দুর্জনের প্রাণ)! শপথ তাদের যারা (সজ্জনের প্রাণের) গেরো খোলে ধীরে। শপথ তাদের যারা সহজ গতিতে ভেসে যায়। আর শপথ তাদের যারা হঠাত থেমে যায়! আর শপথ তাদের যারা পরিচালনা করবে প্রত্যেক ঘটনা! যেদিন প্রথম গর্জনের কম্পনের অনুসরণ করবে দ্বিতীয় গর্জন, সেদিন হাদয় হবে ভীত—কম্পিত ও চক্ষু ভারাক্রস্ত। তারা বলবে, ‘আমাদের কি আগের অবস্থায় ফেরানো হবে কি? হড়গুলো পচে যাওয়ার পরও?’ তারা বলবে, ‘এ ফিরে যাওয়া তো সর্বনাশা!’ কিন্তু এ একটিমাত্র নির্বীর্য, আর দেখো, তারা জেগে উঠবে। — ৭৯ সুরা নাজিয়াত : ১-১৪

তারপর যখন মহাসংকট উপস্থিত হবে (তখন) মানুষ যা করেছে তা সে স্মরণ করবে। আর সকলের নিকট জাহান্নাম প্রকাশ করা হবে। — ৭৯ সুরা নাজিয়াত : ৩৪-৩৬

ওরা তোমাকে জিজ্ঞাসা করে, ‘কিয়ামত কখন ঘটবে?’ তোমার কি বলার আছে এ—ব্যাপারে? এর চূড়ান্ত (সিদ্ধান্ত) তো তোমার প্রতিপালকের কাছে। তুমি তো একজন সতর্ককারী — তার জন্য যে একে ভয় করে। যেদিন ওরা এ—প্রত্যক্ষ করবে (সেদিন তাদের মনে হবে) যেন তারা (পৃথিবীতে) কাটিয়েছিল মাত্র এক সক্ষ্য বা এক সকাল। — ৭৯ সুরা নাজিয়াত : ৪২-৪৬

যখন আকাশ ফেটে ফুটে খুলে যাবে, যখন তারাগুলো ছাড়িয়ে—ছিটিয়ে যাবে, যখন সমুদ্র উথলে উঠবে, যখন কবরগুলো উলটানো হবে তখন প্রত্যেকে জানবে সে আগে কী পাঠিয়েছিল আর পেছনে কী রেখে এসেছে। — ৮২ সুরা ইনফিতার : ১-৫

না, (বিভাস্তির কিছুই নেই) তবু তোমরা বিচারের দিনকে অঙ্গীকার কর। তোমাদেরকে লক্ষ করার জন্য আছে কিরামান কাতেবিন [সম্মানিত লিপিকর]। ওরা জানে তোমরা যা কর। সুক্রতিকারীরা তো থাকবে পরম স্বাক্ষরে এবং দুক্রতিকারীরা তো থাকবে গনগনে আগনে। বিচারের দিন তারা সেখানে প্রবেশ করবে। সেখান থেকে তারা পালাতে পারবে না।

আর বিচারদিন সম্বন্ধে তুমি কী জান? আবার (বলি), বিচারদিন সম্বন্ধে তুমি কী জান? সেই একদিন, যেদিন কেউ কাউকে সাহায্য করতে পারবে না। সেদিন সমস্ত কর্তৃত্ব হবে আল্লাহ্। — ৮২ সুরা ইনফিতার : ৯-১৯

আকাশ যখন ফেটে পড়বে তার প্রতিপালকের কথা শুনে, আর (তা শোনাই তার) কর্তব্য! আর পৃথিবীকে যখন সম্প্রসারিত করা হবে এবং পৃথিবী তার ভেতরে যা আছে তা বের করে নিজেকে শূন্য করবে এবং শূন্যে তার প্রতিপালকের কথা, আর (তা শোনাই) তার কর্তব্য! হে মানুষ! তোমাকে তোমার প্রতিপালকের নিকট পৌছতে কঠোর সাধনা করতে হবে। তারপর তুমি তাঁর সাক্ষাত লাভ করবে।

যাকে তার (হিসাবের) কিতাব ডান হাতে দেওয়া হবে তার হিসাবনিকাশ সহজেই হয়ে যাবে এবং সে খুশ মনে তার আপনজনদের কাছে ফিরে যাবে। আর যাকে তার (হিসাবের) কিতাব তার পিটের পেছন দিক থেকে দেওয়া হবে, সে তার ধৰ্মসের জন্য বিলাপ করবে ও জাহানামে প্রবেশ করবে। সে তার আপনজনের মধ্যে নিশ্চিন্তে ছিল এবং ভাবত যে সে কখনই আল্লাহ্ কাছে ফিরে যাবে না। কিন্তু তার প্রতিপালক তো তার উপর নজর রেখেছিলেন। — ৮৪ সুরা ইনশিকাক : ১-১৫

আল্লাহ্ সৃষ্টিকে অস্তিত্বে আনেন। তিনি একে আবার সৃষ্টি করবেন। তারপর তাঁরই কাছে আমাদের ফিরে যেতে হবে। যেদিন কিয়ামত হবে সেদিন পাপীয়া হতাশ হয়ে পড়বে। ওরা যাদের অংশীদার করেছে তারা ওদের হয়ে সুপারিশ করবে না আর ওরাও অঙ্গীকার করবে ওদের অংশীদারদেরকে (দেবদেবীদেরকে)। যেদিন কিয়ামত হবে সেদিন মানুষ বিভক্ত হয়ে পড়বে। — ৩০ সুরা বুম : ১১-১৪

তিনি মৃত হতে জীবন্তের আবির্ভাব ঘটান ও মাটির মৃত্যুর পর তাকে আবার জীবিত করেন। এভাবেই তোমাদেরকে ওঠানো হবে। — ৩০ সুরা বুম : ১৯

তারপর আল্লাহ্ যখন তোমাদের মাটি থেকে ওঠার জন্য ডাকবে তখন তোমরা উঠে আসবে। — ৩০ সুরা বুম : ২৫

আল্লাহ্ কাছ থেকে সেই অনিবার্য দিন আসার পূর্বে সত্যধর্মে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করো। সেদিন তারা (মানুষ) বিভক্ত হয়ে পড়বে। — ৩০ সুরা বুম : ৪৩

যেদিন কিয়ামত হবে সেদিন পাপীয়া শপথ করে বলবে যে তারা এক ঘণ্টাও অবস্থান করে নি। এভাবেই তাদের বিকৃতি ঘটে। কিন্তু যাদের জ্ঞান ও বিশ্বাস দেওয়া হয়েছে তারা বলবে, ‘তোমরা তো আল্লাহ্ করিধানে পুনরুদ্ধার দিবস পর্যন্ত অবস্থান করেছে। এই তো পুনরুদ্ধার দিবস, কিন্তু তোমরা জানতে না!’ সেদিন সীমালজ্বনকারীদের ওজ্জর-আপন্তি ওদের কোনো কাজে আসবে না এবং আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার সুযোগও তাদের দেওয়া হবে না। — ৩০ সুরা বুম : ৫৫-৫৭

আর ওরা যে মিথ্যা বানায় সে সম্পর্কে কিয়ামত দিনে অবশ্যই ওদের প্রশ্ন করা হবে। —
২৯ সুরা আনকাবুত ৪ ১৩

ওরা কি চিন্তা করে না যে, ওদের আবার ওঠানো হবে সেই মহাদিনে যেদিন সব মানুষ দাঁড়াবে বিশ্বজগতের প্রতিপালকের সামনে? না, দুর্ভিতিকারীদের কৃতকর্ম তো থাকবে সিজিন-এ। সিজিন সম্পর্কে তুমি কী জান? এ এক লিখিত কর্মবিবরণী।

সেদিন মন্দ পরিণাম হবে মিথ্যাচারীদের যারা বিচারদিনকে অঙ্গীকার করে। প্রত্যেক পাণীষ্ঠ সীমালভ্যনকারীই এ অঙ্গীকার করে, তার কাছে আমার আয়ত আবন্তি করা হলে সে বলে, ‘এ সেকালের উপকথা!’

এ তো সত্য নয়, ওদের কৃতকর্ম ওদের হাদয়ে মরচে ধরিয়েছে। সেদিন তো ওরা ওদের প্রতিপালকের কাছ থেকে দূরে থাকবে। তারপর ওরা জাহানামের আগনুনে প্রবেশ করবে। তারপর বলা হবে, ‘এ-ই সেই যা তোমরা অঙ্গীকার করতে!

অবশ্যই সুকৃতিকারীদের কৃতকর্ম থাকবে। ইল্লিইন-ই সম্পর্কে তুমি কী জান? এ এক লিখিত কর্মবিবরণী যারা আল্লাহর সান্নিধ্যপ্রাপ্ত তারা (ফেরেশতারা) এ দেখবে। — ৮৩ সুরা মুতাফ্ফিফিন ৪ ২১

আর তোমরা সে-দিনকে ভয় কর যেদিন কেউ কারও কাজে আসবেনা, আর কারও সুপারিশ স্বীকৃত হবে না, আর কারও কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ গৃহীত হবেনা, আর কেউ কোনো সাহায্য পাবেনা। — ২ সুরা বাকারা ৪ ৪৮

ইহুদিরা বলে, ‘খ্রিস্টানদের কোনো ভিত্তি নেই’, আর খ্রিস্টানরা বলে, ‘ইহুদিদের কোনো ভিত্তি নেই’; অথচ তারা কিতাব পাঠ করে। এভাবে যারা কিছুই জানে না তারাও অনুরূপ কথা বলে। সুতরাং যে-বিষয়ে তাদের মতভেদ আছে শেষবিচারের দিন আল্লাহ তার মীমাংসা করবেন। ২ সুরা বাকারা ৪ ১১৩

আর তোমরা সেইদিনকে ভয় কর যেদিন কেউ কারও উপকারে আসবেনা, আর কারও কাছ থেকে কোনো ক্ষতিপূরণ গৃহীত হবেনা ও কোনো সুপারিশ করে কারও পক্ষে কোনো লাভ হবে না, আর কেউ কোনো সাহায্য পাবে না। — ২ সুরা বাকারা ৪ ১২৩

আল্লাহ যে-কিতাব অবতীর্ণ করেছেন যারা তা গোপন করে ও বিনিময়ে স্বল্প মূল্য গ্রহণ করে, তারা কেবল আগনু দিয়ে নিজেদের পেট পূরে। আর কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের সাথে কথা বলবেন না ও তাদেরকে পরিত্রও করবেন না। আর তাদের জন্য রয়েছে দুঃখজনক শাস্তি। — ২ সুরা বাকারা ৪ ১৭৪

আবিশ্বাসীদের জন্য পার্থিব জীবন শোভন করা হয়েছে। তারা বিশ্বাসীদেরকে ঠাট্টাবিজ্ঞপ করে থাকে, অথচ যারা সংযত হয়ে চলে কিয়ামতের দিন তারাই তাদের ওপরে থাকবে। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা অশেষ জীবিকা দান করেন। — ২ সুরা বাকারা ৪ ২১২

আর যখন ইব্রাহিম বললো, ‘হে আমার প্রতিপালক! আমাকে দেখাও কিভাবে তুমি মৃতকে জীবিত কর।’

তিনি বললেন, ‘তুমি কি এ বিশ্বাস কর না?’

সে বললো, ‘নিশ্চয় করি, তবে কেবল এ আয়ার ঘনকে বুঝ দেওয়ার জন্য।’

তিনি বললেন, ‘তবে চারটা পাখি ধরে ওদেরকে বশ কর। তারপর ওদের এক একটাকে পাহাড়ে রেখে আসো। তারপর ওগুলোকে ডাক দাও। ওগুলো দৌড়ে তোমার কাছে আসবে। জেনে রাখো যে, আল্লাহ্ প্রবল পরাক্রমশালী তত্ত্বজ্ঞানী।’ — ২ সুরা বাকারাঃ ২৬০

হে আমাদের প্রতিপালক ! তুমি মানবজ্ঞাতিকে একদিন একত্রে সমাবেশ করবে এতে কোনো সন্দেহ নেই। আল্লাহ্ তো নির্ধারিত সময়ের ব্যতিক্রম করেন না। — ৩ সুরা আল-ই-ইমরানঃ ৯

সেদিন প্রত্যেকে যা ভালো কাজ করেছে তা সামনে আনা হবে, আর যা খারাপ কাজ করেছে (তাও)। সেদিন সে চাইবে যদি তার ও তার (কর্মফলের) মাঝে এক দূর ব্যবধান থাকত। আল্লাহ্ তাঁর সম্বন্ধে তোমাদের সাবধান করে দেন। আল্লাহ্ তাঁর দাসদের বড়ই অনুগ্রহ করেন। — ৩ সুরা আল-ই-ইমরানঃ ৩০

সেদিন কতকগুলো মুখ সাদা হবে, আর কতকগুলো মুখ কালো হবে। যাদের মুখ কালো হবে (তাদের বলা হবে) ‘বিশ্বাস করার পর কি তোমরা অবিশ্বাস করেছিলে? সুতরাং তোমরা যা বিশ্বাস করেছিলে তার জন্য শাস্তি ভোগ কর।’ আর যাদের মুখ সাদা হবে তারা আল্লাহ্ র অনুগ্রহে থাকবে, সেখানে তারা থাকবে ত্রিকাল।

এগুলো আল্লাহ্ র আয়াত, তোমার কাছে সঠিকভাবে পড়ছি। আর আল্লাহ্ বিশ্বজগতের ওপর অত্যাচার করতে চান না। আর আকাশে ও পর্যবেক্ষণে যা-কিছু আছে সবই আল্লাহ্ র। আল্লাহ্ র কাছেই সব কিছু ফিরে যাবে। — ৩ সুরা আল-ই-ইমরানঃ ১০৬-১০৯

প্রত্যেক প্রাণকেই মরণের স্বাদ নিতে হবে। কিয়ামতের দিন তোমাদের কর্মফল পুরো করে দেওয়া হবে। যাকে আগুন থেকে দূরে রাখা হবে ও জান্মাতে যেতে দেওয়া হবে সেই সফলকাম। আর পার্থিব জীবন তো ছলনাময় ভোগ ছাড়া আর কিছুই নয়। — ৩ সুরা আল-ই-ইমরানঃ ১৮৫

লোকে তোমাকে সময় [কিয়ামত] সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে।

বলো, ‘এর জ্ঞান কেবল আল্লাহ্ রই আছে।’ তুমি এ কি করে জানবে! হয়তো সময় [কিয়ামত] শৈত্রৈ এসে যেতে পারে। — ৩৩ সুরা আহ্জাবঃ ৬৩

কিয়ামতের দিন তোমাদের আত্মীয়স্বজ্ঞন ও সন্তানসন্ততি কোনো কাজে আসবে না। আল্লাহ্ তোমাদের যথে যীমাঙ্গসা করে দেবেন। তোমরা যা কর তিনি তো তা দেখেন। — ৬০ সুরা মুমতাহানাঃ ৩

আর যারা লোক-দেখানোর জন্য তাদের ধনসম্পদ ব্যয় করে এবং আল্লাহ্ ও শেষদিনে বিশ্বাস করেন (আল্লাহ্ তাদেরকেও ভালোবাসেন না) — ৪ সুরা নিসাঃ ৩৮

তারা আল্লাহ্ ও শেষ দিনে বিশ্বাস করলে এবং আল্লাহ্ তাদেরকে যা দিয়েছেন তা থেকে ব্যয় করলে তাদের কী ক্ষতি হত? আল্লাহ্ তাদেরকে ভালোভাবেই জানেন। — ৪ সুরা নিসাঃ ৩৯

তখন তাদের কী অবস্থা হবে যখন প্রত্যেক সম্প্রদায় থেকে একজন সাক্ষী উপস্থিত করব এবং তোমাকেও তাদের সাক্ষী হিসাবে উপস্থিত করব? যারা অঙ্গীকার করেছে ও

রসূলের অবাধ্য হয়েছে তারা সেদিন মাটির সাথে মিশে যেতে চাইবে ! আর তারা আল্লাহ'র কাছে থেকে কোন কথাই গোপন করতে পারবেন না । — ৪ সুরা নিসা : ৪১-৪২

... তিনি তোমাদেরকে শেষবিচারের দিনে একত্র করবেন এতে তো কোনো সন্দেহ নেই। কে আছে আল্লাহ'র চেয়ে বড় সত্যবাদী ? — ৪ সুরা নিসা : ৮৭

দেখো, তোমরাই পার্থিব জীবনে তাদের পক্ষে কথা বলেছ ! কিন্তু কিয়ামতের দিন আল্লাহ'র সামনে কে তাদের পক্ষে কথা বলবে, বা কে তাদের জন্য ওকালতি করবে ? — ৪ সুরা নিসা : ১০৯

... আল্লাহ' কিয়ামতের দিন তোমাদের মধ্যে বিচার করে দেবেন। — ৪ সুরা নিসা : ১৪১

কিতাবিদের মধ্যে প্রত্যেকে তার মতুর পূর্বে তাকে (ঈসাকে) বিশ্বাস করবে আর কিয়ামতের দিন সে (ঈসা) তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে। — ৪ সুরা নিসা : ১৫৯

পথিবী যখন তার আপন কম্পনে কম্পিত হবে ! আর পথিবী যখন তার ভার বের করে দেবে ! আর মানুষ বলবে 'এর কী হল ?' সেদিন (পথিবী) তার খবর বয়ান করবে, কারণ তোমার প্রতিপালক তাকে আদেশ করবেন। সেদিন মানুষ তিনি তিনি দলে ভাগ হয়ে বের হবে যাতে, তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম দেখানো যায়। কেউ অণুপরিমাণ সৎকাজ করলে সে তা দেখবে ও কেউ অণুপরিমাণ অসৎকাজ করলে তা-ও সে দেখবে ! — ৯৯ সুরা জালজালা : ১-৮

জ্ঞেন রাখো, আল্লাহ'ই মাটিকে তার মতুর পর পুনরুজ্জীবিত করেন। আমি নির্দশনগুলো তোমাদের জন্য পরিষ্কার করে বয়ান করেছি যাতে তোমরা বুঝতে পার। — ৫৭ সুরা হাদিদ : ১৭

ওরা কি কেবল এ অপেক্ষা করছে যে, কিয়ামত ওদের কাছে হঠাতে করে এসে পড়ুক ? আসলে কিয়ামতের লক্ষণসমূহ তো এসে পড়েছে ! কিয়ামত এসে পড়লে ওরা উপদেশ নেবে কেমন করে ? — ৪৭ সুরা মুহাম্মদ : ১৮

যদি তুমি বিস্মিত হও, তবে বিস্ময়ের বিষয় তো তাদের কথা : 'মাটি হয়ে যাওয়ার পরও কি আমরা নতুন জীবন পাব ?' তারা তাদের প্রতিপালককে অঙ্গীকার করে এবং ওদের গলায় থাকবে শিকল। ওরা আগুনে বাস করবে ও সেখানে ওরা থাকবে চিরকাল। — ১৩ সুরা রাদ : ৫

আর যখন আকাশ ছিড়েফেটে যাবে ও লাল চামড়ার মতো হবে তার রং ! সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অঙ্গীকার করবে ?

সেদিন কোন মানুষ বা কোন জিনকে তার পাপ সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হবে না। সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অঙ্গীকার করবে ? — ৫৫ সুরা রহমান : ৩৭-৪০

সেসব লোক যাদেরকে ব্যবসাবণ্ডি ও কেনাবেচা আল্লাহ'কে স্মরণ করতে, নমাজ পড়তে ও জাকাত দিতে বিরত রাখে না, তারা তার করে সেদিনকে যেদিন তাদের অস্তর ও দৃষ্টি ভয়ে বিশ্বল হয়ে পড়বে। — ২৪ সুরা নূর : ৩৭

হে মানবজ্ঞাতি ! তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর। কিয়ামতের ভূমিকম্প এক ভয়ঙ্কর ব্যাপার। সেদিন দেখতে পাবে প্রত্যেক যা যে দুধ দেয় তার দুধের ছেলেকে ভুলে যাবে ও প্রত্যেক গর্ভবতী তার গর্ভপাত করবে। মানুষকে দেখাবে মাতালের মতো, যদিও তারা মাতাল নয়। আসলে আল্লাহর শাস্তি তো কঠিন। — ২২ সুরা হজ ১-২

হে মানবজ্ঞাতি ! পুনরুত্থান সম্বন্ধে তোমাদের সন্দেহ ! আমি তো স্থির করেছি তোমাদের মাটি থেকে, তারপর শূক্র থেকে, তারপর রঞ্জপিণি থেকে, তারপর আংশিক আকারপ্রাপ্ত ও আংশিক আকারহীন চর্বিতপ্রতিম মাসপিণি থেকে, তোমাদের কাছে আমার শক্তি প্রকাশ করার জন্য। আমি যা ইচ্ছা করি তা এক নির্দিষ্টকালের জন্য মাত্রগতে রেখে দিই। তারপর আমি তোমাদের শিশুরূপে বের করি, পরে তোমরা পূর্ণ যৌবনে উপনীত হও। তোমাদের মধ্যে কারও কারও মত্ত্য ঘটবে, আবার কেউ কেউ বয়সের শেষ প্রাপ্তে পৌছবে, সব কিছু জ্ঞানার পরও তার আর কোনোও জ্ঞান থাকবে না।

তুমি মাটিকে দেখ নিষ্ঠাপ, তারপর আমি সেখানে বৃষ্টিবর্ষণ করলে তার রোমাঞ্চ লাগে, ফলে ফুলেফুলে ওঠে এবং জন্ম দেয় নানান সুন্দর জিনিস। এ-ই তো প্রমাণ যে আল্লাহ সত্য এবং তিনিই মৃতকে জীবন দান করেন, আর তিনি সববিষয়ে শক্তিমান। কিয়ামত ঘটবেই, এতে কোন সন্দেহ নেই। আর কবরে যারা আছে আল্লাহ তাদেরকে আবার ওঠাবেন। তবু মানুষের মধ্যে এমন লোক আছে যে জ্ঞান ছাড়া, পথনির্দেশ ছাড়া, আলোকময় কিতাব ছাড়া আল্লাহর সম্বন্ধে কুর্তৃক করে। (অন্যদেরকে) আল্লাহর পথ থেকে বিপথে নেওয়ার জন্য সে দণ্ডভরে বিতঙ্গ করে। তার জন্য এই দুনিয়ায় আছে লাঞ্ছন। কিয়ামতের দিনে আমি তাকে পুড়িয়ে শাস্তির স্থান নেওয়াব। সেদিন তাকে বলা হবে ‘এ তো তোমার কৃতকর্মের ফল ; কারণ, আল্লাহ দাসদের ওপর জুলুম করেন না।’ — ২২ সুরা হজ ৫-১০

কিয়ামতের দিন আল্লাহ বিশ্বাসী, ইহুদি, সাবেয়ি, খ্রিস্টান, মাজুস [অগ্নিউপাসক] ও অংশীবাদীদের মধ্যে মীমাংসা করে দেবেন। আল্লাহ সমস্ত কিছুই প্রত্যক্ষ করেন। — ২২ সুরা হজ ১৭

অবিশ্বাসীরা ওতে (সরল পথে) সন্দেহ করা থেকে বিরত হবে না যতক্ষণ না ওদের কাছে হঠাত করে কিয়ামত এসে পড়বে বা এসে পড়বে এক ভয়ঙ্কর দিনের শাস্তি। সেদিন চূড়ান্ত কর্তৃত থাকবে আল্লাহরই। তিনি ওদের বিচার করবেন। — ২২ সুরা হজ ৫৫-৫৬

আর তিনি তো তোমাদেরকে জীবন দান করেছেন। তারপর তিনিই তোমাদের মতৃ ঘটাবেন। আবার তিনিই তোমাদেরকে জীবিত করবেন। — ২২ সুরা হজ ৬৫

তোমরা যে-বিষয়ে মতভেদ করছ আল্লাহ কিয়ামতের দিন সে-বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেবেন। — ২২ সুরা হজ ৬৯

স্মরণ করো সেদিনের কথা যেদিন ওদের সকলকে একত্রে আবার ওঠানো হবে ও জানিয়ে দেওয়া হবে যা ওরা করত। আল্লাহ তার হিসাব রেখেছেন, যদিও ওরা তা ভুল গেছে। আল্লাহ সমস্ত কিছুর সাক্ষী। — ৫৮ সুরা মুজাদালা ৬

... ওরা যা-ই করে কিয়ামতের দিন ওদেরকে তা জানিয়ে দেওয়া হবে। আল্লাহর তো সব বিষয়ই ভালো করে জান। — ৫৮ সুরা মুজাদালা ৭

এক দিন আল্লাহু ওদের সকলকে আবার ওঠাবেন। তখন ওরা তোমাদের কাছে যেমন শপথ করে আল্লাহুর কাছেও তেমনি শপথ করবে, আর ওরা মনে করবে এতে ওদের উপকার হবে। সাবধান ! ওরাই তো মিথ্যাবাদী। — ৫৮ সুরা মুজাদলা : ১৮

অবিশ্বাসিরা ধারণা করে যে, ওদের কখনও আবার ওঠানো হবে না। বল, ‘নিশ্চয়ই হবে, আমার প্রতিপালকের শপথ ! তোমাদেরকে অবশ্যই ওঠানো হবে।’ এ আল্লাহুর পক্ষে সহজ। — ৬৪ সুরা তাগাবুন : ৭

যেদিন তিনি তোমাদেরকে কে সমবেত করবেন সেদিন হবে লাভ-লোকসান নির্ধারণের দিন। যে-ব্যক্তি আল্লাহুর বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে তিনি তার পাপ মোচন করবেন ও তাকে প্রবেশ করাবেন জাহানে, যার পাদদেশে নদী বইবে, সেখানে তারা থাকবে চিরকাল। এ-ই মহাসাফল্য। কিন্তু যারা অবিশ্বাস করে ও আমার নির্দর্শনসমূহ অঙ্গীকার করে, তারাই জাহানামের অধিবাসী, সেখানে তারা থাকবে চিরকাল। ফিরে যাওয়ার জন্য সে কর্ত-না খারাপ জ্ঞানগা ! — ৬৪ সুরা তাগাবুন : ৯-১০

আর যারা বলে, ‘আমরা খ্রিস্টান’ তাদেরও অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলাম ; কিন্তু তাদেরকে যে-উপদেশ দেওয়া হয়েছিল তারা তার এক অংশ ভুলে গেছে। সুতরাং আমি তাদের মধ্যে স্থায়ী শত্রুতা ও বিদ্বেষ জাগিয়ে রাখব কিয়ামত পর্যন্ত। আর তারা যা করত আল্লাহু তাদের তা জানিয়ে দেবেন। — ৫ সুরা মায়িদা : ১৮

যারা অবিশ্বাস করেছে, কিয়ামতের দিন শাস্তির থেকে মুক্তিপ্রদের জন্য পৃথিবীতে যা-কিছু আছে যদি তাদের তার সব থাকে ও তার সাথে তার সমান আরও থাকে, তবুও তাদের কাছে থেকে তা নেওয়া হবে না, আর তাদের জন্য থাকবে মারাত্মক শাস্তি। তারা আগুন থেকে বের হতে চাইবে, কিন্তু তারা তা থেকে বের হতে পারবে না। আর তাদের জন্য রয়েছে স্থায়ী শাস্তি। — ৫ সুরা মায়িদা : ৩৬-৩৭

কিরামান কাতেবিন : আমিই মানুষ সৃষ্টি করেছি ও তার অন্তরের কুচিত্তা সম্বন্ধে আমি অবহিত। আমি তার গ্রীবান্তির ধৰ্মনীর চেয়েও নিকটতর। স্মরণ রেখো, দুই জন ফেরেশতা তার ডানে ও বামে বসে তার কাজকর্ম লিখে রাখে। মানুষ যে-কথাই উচ্চারণ করে তা লিখে রাখার জন্য তৎপর প্রহরী তাদের কাছেই রয়েছে। — ৫০ সুরা কাফ : ১৬-১৮

ওরা কি মনে করে, আমি ওদের গোপন বিষয় ও পরামর্শের খবর রাখি না ? অবশ্যই রাখি। আমার ফেরেশতারা ওদের কাছে থেকে সব লিখে রাখে। — ৪৩ সুরা জুবুরফ : ৮০

তোমাদেরকে লক্ষ করার জন্য আছে কিরামান কাতেবিন [সম্মানিত লিপিকার]। ওরা জানে তোমরা যা কর। সুক্তিকারীরা তো থাকবে পরম স্বাচ্ছন্দ্যে ও দুর্ক্ষিতকারীরা তো থাকবে গনগনে আগুনে। বিচারের দিন তারা সেখানে প্রবেশ করবে। সেখান থেকে তারা পালাতে পারবে না। — ৮২ সুরা ইনফিতার : ১০-১৬

কিসাস : নরহত্যা দ্র.

‘কুন’ ‘ফা ইয়াকুন’ (‘হে’ ও ‘তা হয়ে ঘায়’) : সৃষ্টি, আকাশ ও পৃথিবী দ্র.

কুরাইশ : কুরাইশদের সংহতির জন্য, শীত ও গ্রীষ্মের সফরে তাদের সংহতির জন্য, তাদের উপাসনা করা উচিত এই (কা'বা) গৃহের প্রতিপালককে, যিনি তাদেরকে

স্কুলায় খাদ্য দান করেছেন এবং নিরাপত্তা দান করেছেন ভয়ভীতি থেকে। — ১০৬
সুরা কুরআইন : ১-৬

কৃতজ্ঞতা : আর এভাবে আমি তাদের একদলকে অন্যদল দিয়ে পরীক্ষা করেছি যেন তারা বলে, ‘আমাদের মধ্যে কি এদেরকেই আল্লাহ অনুগ্রহ করলেন?’ আল্লাহ কি কৃতজ্ঞদের সম্বন্ধে তালো করে জানেন না? — ৬ সুরা আনআম : ৫৩

আমিই লুকমানকে হিকমত দান করেছিলাম এই বলে, ‘আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো। যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে সে তো তার নিজেরই জন্য তা করে, আর কেউ অবিশ্বাস করলে আল্লাহ তো অভাবমুক্ত প্রশংসার্হ!’ — ৩১ সুরা লুকমান : ১২

... তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলে তিনি তা পছন্দ করেন। — ৩৯ সুরা জুমার : ৭

আর তিনি তোমাদের অধীন করেছেন রাতি, দিন, সূর্য ও চন্দকে, নক্ষত্রাঙ্গিও অধীন হয়েছে তাঁরই বিধানে। নিশ্চয়ই এতে বোধশক্তিসম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য রয়েছে নির্দশন। আর তিনি তোমাদের অধীন করেছেন নানা রকম জিনিস যা তোমাদের জন্য পৃথিবীতে সৃষ্টি করেছেন। এতে রয়েছে নির্দশন সেই সম্প্রদায়ের জন্য যারা নির্দেশ গ্রহণ করে। তিনি সমুদ্রকে অধীন করেছেন যাতে তোমরা তার থেকে তাজা মাছ আহার করতে পার এবং তার থেকে আহরণ করতে পার যা দিয়ে তোমরা নিজেদেরকে অলংকৃত কর। আর তোমরা দ্বিতীয়ে পাও তার বুক ঢি঱ে জলযান চলাচল করে। আর এ জন্য যে, তোমরা যেন তাঁর অনুগ্রহ সঞ্চান করতে পার ও তোমরা যেন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। — ১৬ নাহল : ১২-১৪

আর আল্লাহ তোমাদেরকে মাতৃগর্ভ হতে এমন অবস্থায় বের করেছেন যে তোমরা কিছুই জানতে না। তিনি তোমাদের শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি ও হন্দয় দিয়েছেন যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পার। — ১৬ সুরা নাহল : ৭৮

স্মরণ করো, তোমাদের প্রতিপালক ঘোষণা করেন, ‘তোমরা কৃতজ্ঞ হলে তোমাদের অবশ্যই অধিক দিব, আর অকৃতজ্ঞ হলে অবশ্যই আমার শাস্তি হবে কঠোর।’

মুসা বলেছিল, ‘তোমরা ও পৃথিবীর সকলেই যদি অকৃতজ্ঞ হও, তবু আল্লাহ থাকবেন অভাবমুক্ত প্রশংসার্হ!’ — ১৪ সুরা ইব্রাহিম : ৭-৮

আর তাঁর নির্দশনগুলোর মধ্যে এক নির্দশন, তোমাদেরকে সুসংবাদ দেওয়ার জন্য ও তাঁর অনুগ্রহ আস্থান করবার জন্য তিনি বায়ু প্রেরণ করেন যার সাহায্যে তাঁর বিধানে জলযানগুলো বিচরণ করে, তোমরা যাতে তাঁর অনুগ্রহ সঞ্চান করতে পার ও তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হও। — ৩০ সুরা বুম : ৪৬

সুতরাং তোমরা আমাকেই স্মরণ কর আর আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করব। আমার কাছে তোমরা কৃতজ্ঞ হও, আর কৃতমূল্য হয়ে না। — ২ সুরা বাকারা : ১৫২

তোমরা যদি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর ও বিশ্বাস কর তবে আল্লাহ তোমাদেরকে শাস্তি প্রদান করবে কী করবেন? আল্লাহ অত্যন্ত জ্ঞানী, গুণগ্রাহী। — ৪ সুরা নিসা : ১৪৭

আমি তাকে (মানুষকে) পথের নির্দেশ দিয়েছি, হয় সে কৃতজ্ঞ হবে, না হয় সে অকৃতজ্ঞ হবে। — ৭৬ সুরা দাহর : ৩

কোরবানি : আমি তোমাকে কাউসার [ইহকাল ও পরকালের কল্যাণ] দান করেছি। সুতরাং তুমি তোমার প্রতিপালকের জন্য নামাজ পড় ও কোরবানি দাও। — ১০৮ সুরা কাওসার : ১-২

তারপর যখন তার পিতার সঙ্গে কাজ করার মতো বয়স হল তখন ইব্রাহিম তাকে বললো, ‘বাছা ! আমি স্বপ্নে দেখি যে, আমি তোমাকে জবাই করছি, এখন তোমার কি বলার আছে ?’

সে বললো, ‘পিতা ! আপনাকে যা আদেশ করা হয়েছে তা-ই করুন। আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে আপনি দেখবেন, আমি ধৈর্য ধরতে পারি !’

যখন তারা দুজনে আনুগত্য প্রকাশ করল ও ইব্রাহিম তার পুত্রকে (জবাই করার জন্য) কাত করে শুইয়ে দিল তখন আমি তাকে ডেকে বললাম, ‘হে ইব্রাহিম তুমি তো স্বপ্নের আদেশ সত্যই পালন করলে ?’ এভাবেই আমি সৎকর্মপ্রায়ণদেরকে পূর্বস্মত করে থাকি !’ এ তো ছিল এক স্পষ্ট পরীক্ষা। আমি (তাকে ছাড়িয়ে নিয়ে) জবাই করার জন্য দিলাম এক মহান জুস্ত এবং তাকে রেখে দিলাম পরবর্তীদের মাঝে (শ্মরণীয় করে), ‘ইব্রাহিমের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক !’— ৩৭ সুরা সাফ্ফাত : ১০২-১০৮

আর আল্লাহর উদ্দেশ্যে হজ ও ওমরা পূর্ণ কর ; কিন্তু যদি তোমরা বাধাপ্রাপ্ত হও তবে সহজলভ্য কোরবানি করো। আর যে-পর্যন্ত কোরবানির (পশু) তার গন্তব্যস্থানে উপস্থিত না হয় তোমরা মাথা মুড়িয়ো না। তোমাদের মধ্যে যদি কেউ পীড়িত হয় বা মাথার যন্ত্রণা বোধ করে, তবে সে তার পরিবর্তে রোজা রাখবে বা সাদকা দেবে বা কোরবানি দিয়ে তার ফিদ্যা [খেসারত] দেবে। তারপর যখন তোমরা নিরাপদ হবে তখন তোমাদের মধ্যে যে-ব্যক্তি হজের আগে ওমরা করে লাভবান হবে সে সহজলভ্য কোরবানি করবে। কিন্তু যদি কেউ কোরবানির কিছুই না পায় তবে তাকে হজের সময় তিনি দিন ও ঘরে ফেরার পর সাতদিন এই পুরো দশদিন রোজা করতে হবে। এই নিয়ম তার জন্য যার পরিবার-পরিজ্ঞন পবিত্র কাবার কাছে বাস করে। — ২ সুরা বাকারা : ১৯৬

এ সব (কোরবানির) পশুর মধ্যে এক নির্দিষ্টকালের জন্য তোমাদের জন্য নানা উপকার আছে ; তারপর ওদের (কোরবনির) জায়গা প্রাচীন ঘরের [কাবার] কাছে। আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য (কোরবানির) নিয়ম করে দিয়েছি যাতে আমি তাদের জীবনের উপকরণ হিসাবে যেসব চুতশ্পদ পশু দিয়েছি সেগুলি জবাই করার সময় আল্লাহর নাম নেয়। তোমাদের উপাস্য তো একমাত্র আল্লাহ্। সুতরাং তাঁরই কাছে আত্মসমর্পণ কর ও সুস্থিতি দাও বিনীতদের, যাদের হাদয় আল্লাহর নাম করা হলে তায়ে কাঁপে, যারা তাদের বিপদ-আপদে ধৈর্য ধরে ও নামাজ কায়েম করে আর আমি তাদের যে জীবনের উপকরণ দিয়েছি তার থেকে ব্যয় করে। আর উটকে তোমাদের জন্য আল্লাহর অন্যতম নির্দেশন করেছি। তোমাদের জন্য ওতে মঙ্গল রয়েছে। সুতরাং সারি বেঁধে দাঁড় করিয়ে ওদেরকে জবাই করার সময় তোমরা আল্লাহর নাম নাও। যখন ওরা কাত হয়ে পড়ে যায় তখন তোমরা তা থেকে খাও, আর খাওয়াও তাকে যে চায় না ; আর যে চায় তাকেও। এভাবে আমি ওদেরকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছি যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। আল্লাহর কাছে ওদের মাঝে বা রক্ত পৌছায় না, বরং তোমাদের ধর্মনিষ্ঠা পৌছায়। এভাবে তিনি এদেরকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন

যাতে তোমরা আল্লাহ'র শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর এজন্য যে, তিনি তোমাদের পথপ্রদর্শন করেছেন।
সুতরাং তুমি সংকর্মপরায়ণদের সুসংবাদ দাও। — ২২ সুরা হজ : ৩৩-৩৭

হে বিশ্বাসিগণ ! অবমাননা করো না আল্লাহ'র নির্দশনের, পবিত্র মাসের, কোরবানির জন্য
কাবায় পাঠানো পশুর, গলায় মার্কামারা মালাপরানো পশুর আর তাদের যারা পবিত্র ঘরে
আসে তাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহ ও সম্মুষ্টির আশায়। — ৫ মায়দা : ২

আল্লাহ'র পবিত্র কাবাগৃহ, পবিত্র মাস, কোরবানির জন্য কাবায় পাঠানো পশু ও গলায়
মার্কামারা মালাপরানো পশু মানুষের কল্যাণের জন্য নির্ধারিত করেছেন। এ এজন্য যে তোমরা
যেন জানতে পার যা-কিছু আকাশে ও পৃথিবীতে আছে তা আল্লাহ'র জানেন, আর আল্লাহ'
সববিষয়ে সর্বজ্ঞ — ৫ সুরা মায়দা : ১৭

কোরান : আব্বতি কর তোমার প্রতিপালকের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন ...। — ১৬ সুরা
আলাক : ১

যারা এই বাণীকে প্রত্যাখ্যান করে তাদেরকে আমার হাতে ছেড়ে দাও, আমি ধীরে ধীরে
ওদেরকে কোন দিকে নিয়ে যাব ওরা তা তো জানে না। আমি ওদেরকে সময় দিয়ে থাকি।
আমার কৌশল অত্যন্ত শক্ত। — ৬৮ সুরা কালাম : ৪৪-৪৫

অবিশ্বাসীরা যখন এই উপদেশ বাণী শোনে তখন ওরা তোমার দিকে এমনভাবে তাকায়
যেন ওরা তোমাকে আচ্ছে মেরে ফেলবে, আর বলে, 'এ তো এক পাগল !' এ তো
বিশুঙ্গতের জন্য এক উপদেশবাণী ছাড়া কিছুই নয়। — ৬৮ সুরা কালাম : ৫১-৫২

... তুমি কোরান আব্বতি করো ধীরে ধীরে, স্পষ্ট ও সুন্দরভাবে, আমি তোমার কাছে এক
গুরুত্বপূর্ণ বাণী অবতীর্ণ করতে যাচ্ছি। — ৭৩ সুরা মুজাইমল : ৪-৫

... কোরানের যতটুকু আব্বতি করা তোমাদের পক্ষে সহজ ততটুকু আব্বতি করো।
আল্লাহ'র জানেন যে, তোমাদের মধ্যে কেউ-কেউ অসুস্থ হয়ে পড়বে, কেউ-কেউ আল্লাহ'র
অনুগ্রহ সংকানে সফরে যাবে, আর কেউ আল্লাহ'র পথে সংগ্রামে ব্যস্ত থাকবে ; কাজেই কোরান
থেকে যতটুকু আব্বতি করা তোমাদের জন্য সহজ তোমরা ততটুকুই আব্বতি করো। — ৭৩
সুরা মুজাইমল : ২০

ওদের কী হয়েছে, ওরা দূরে সরে যাচ্ছে এই উপদেশ থেকে ? ওরা যেন ভীতচকিত
গর্দত, যারা সিংহের সামনে থেকে পালিয়ে যাচ্ছে। নাকি, ওরা প্রত্যেকেই চায় ওদের
প্রত্যেককে আলাদা ক'রে এক-একটা উন্মুক্ত গ্রহ দেওয়া হোক ? না, এ হ্বাব নয়। ওদের তো
পরকালের তরয়ে নেই। না, এ তো এক অনুশাসন। অতএব যার ইচ্ছা সে এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ
করকৰ। আল্লাহ'র ইচ্ছা না হলে কেউ এ থেকে গ্রহণ করতে পারবে না। তিনিই একমাত্র ভয়
করবার যোগ্য এবং তিনিই ক্ষমা করার অধিকারী। — ৭৪ সুরা মুদ্দাস-সির : ৪৯-৫৬

শপথ (সেই গ্রহ-নক্ষত্রের) যারা লুকোচুরি খেলে, ছুটোচুটি করে, আর অস্ত যায় !
শপথ রাত্রির শেষের ও উষার নিশাসের ! সত্যই একথা এক সম্মানিত বার্তাবাহকের,
যে, শক্তিধর, আরশের অধিপতির নিকট মর্যাদাসম্পন্ন, যার আজ্ঞা সেখানে মান্য করা
হয় এবং যে বিশ্বাসভাজন। আর (হে মুক্তাবাসী !) 'তোমাদের সঙ্গী তো পাগল নয় !'
— ৮১ সুরা তাকভির : ১৫-২২

এ তো শুধু বিশ্বজগতের জন্য উপদেশ, তোমাদের মধ্যে যে সরল পথে চলতে চায় তার জন্য। বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহর অনুমতি না হলে তোমাদের মতি হয় না। — ৮১ সুরা তাকভির : ২৭-২৯

... এ এক উপদেশবাণী যার ইচ্ছা এ গ্রহণ করবে। এ আছে মহান, উচ্চমর্যাদাশীল পবিত্র কিতাবে যা এমন লিপিকারের হাতে (লেখা) যে সম্মানিত ও পৃত্তচরিত — ৮০ সুরা আবাসা : ১১-১৬

আমি এ অবতীর্ণ করেছি লায়লাতুল কাদরে [মহিমার রাত্রিতে]। — ১৭ সুরা কদর : ১ না, এ তো সম্মানিত কোরান যা রয়েছে লওহে মাহফুজে [সংরক্ষিত ফলকে]। — ৮৫ সুরা বুরাজ : ২১-২২

এ (প্রত্যাদেশ) তাড়াতাড়ি (আয়ত) করার জন্য তুমি এর সঙ্গে তোমার জিব নেড়ে না। এ সংরক্ষণ ও আবৃত্তি করানোর (ভার) আমারই। সুতরাং যখন আমি পড়ি তুমি সে পাঠের অনুসরণ কর। তারপর এর বিশদ ব্যাখ্যার (দায়িত্ব) আমারই। — ৭৫ সুরা কিয়ামা : ১৬-১৯

ওরা যা বলে আমি তা ভালোভাবেই জানি। তোমাকে ওদের ওপর জবরদস্তি করার জন্য পঠানো হয়নি। সুতরাং যে আমার শাস্তিকে ভয় করে তাকে কোরানের সাহায্যে উপদেশ দাও। — ৫০ সুরা কাফ : ৪৫

আর শপথ আকাশের যা বষ্টিকে ধারণ করে! আর শপথ পঞ্চবীর যা বিদীর্ণ হয়! এ (কোরান) তো (সত্য ও মিথ্যার) মীমাংসা, আর এ প্রহসন নয়। — ৮৬ সুরা তারিক : ১১-১৪

উপদেশ গ্রহণের জন্য আমি তো কোরানকে সহজ করে দিয়েছি। কেউ কি তাহলে উপদেশ গ্রহণ করবে? — ৫৪ সুরা হাদিদ : ১৭, ২২, ৩২, ৪০

আমি এ-কল্যাণকর কিতাব তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছি যাতে মানুষ এর আয়াতগুলো বোঝার চেষ্টা করে, আর বোধশক্তিসম্পন্নরা (এ থেকে) উপদেশ গ্রহণ করবে। — ৩৮ সুরা সাদ : ২৯

আলিফ-লাম-মিম-সাদ। তোমার কাছে কিতাব অবতীর্ণ করা হয়েছে যাতে তুমি এ দিয়ে সতর্ক কর। আর বিশ্বসীদের জন্য তো উপদেশ। তারপর তোমার মনে যেন এ-সম্পর্কে কোনো দ্বিধা না থাকে। তোমাদের প্রতিপালকের কাছ থেকে যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তোমরা তার অনুসরণ কর আর আর তাঁকে ছাড়া অন্য অভিভাবকের অনুসরণ কোরো না। তোমরা খুব কমই উপদেশ গ্রহণ কর। — ৭ সুরা আরাফ : ১-৩

আর তুমি যখন তাদের কাছে কোনো আয়াত উপস্থিত কর না তখন তারা বলে, ‘তুমি’ নিজেই একটা-কিছু উদ্ভাবন কর না কেন?’

বলো, ‘আমার প্রতিপালকের কাছ থেকে আমি যে-বিষয়ে প্রত্যাদেশ পাই আমি তো শুধু তাই অনুসরণ করি। বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য তোমাদের প্রতিপালকের কাছ থেকে এ এক নির্দর্শন, পথনির্দেশ ও দয়া।’

আর যখন কোরান পড়া হয় তখন তোমরা মন দিয়ে তা শুনবে ও চুপ করে থাকবে যাতে তোমাদের ওপর দয়া করা হয়। — ৭ সুরা আরাফ : ২০৩-২০৪

বলো, ‘আমি প্রত্যাদেশের মাধ্যমে জেনেছি যে, জিনদের একটি দল (কোরান) শুনেছে ও তাদের সম্প্রদায়ের কাছে গিয়ে বলেছে, ‘আমরা তো এক বিশ্ময়কর কোরান শুনেছি যা সঠিক পথনির্দেশ দেয়, তাই আমরা এতে বিশ্঵াস করেছি। আমরা কখনও আমাদের প্রতিপালকের কোনো শরিক করব না।’ — ৭২ সুরা জিন : ১-২

ইয়াসিন। জ্ঞানময় কোরানের শপথ ! তুমি অবশ্যই প্রেরিতদের মধ্যে একজন। তুমি সরল পথে প্রতিষ্ঠিত। এ পরাক্রমশালী, পরম দয়াময়ের নিকট হতে অবতীর্ণ, যেন তুমি সতর্ক করতে পার এমন এক জাতিকে যাদের পিতৃপুরুষদেরকে সতর্ক করা হয়নি, যার জন্যে ওরা অনবধান। — ৩৬ সুরা ইয়াসিন : ১-৬

আমি রসূলকে কাব্য রচনা করতে শেখাইনি, আর এ তার পক্ষে শোভনীয় নয়। এতো কেবল এক উপদেশ ও সুস্পষ্ট কোরান যা দিয়ে যারা জীবিত তাদের সতর্ক করা হয় আর অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ সত্য প্রমাণিত হয়। — ৩৬ সুরা ইয়াসিন : ৬৯-৭০

আর রসূল বলল, ‘হে আমার প্রতিপালক ! আমার সম্প্রদায় তো এ কোরানকে পরিত্যাজ্য মনে করে !’ (আল্লাহ্ বললেন), এভাবেই আমি দুর্ভিকারীদেরকে প্রত্যেক নবির শত্রু করেছিলাম। পথ প্রদর্শক ও সাহায্যকারী হিসাবে তোমার প্রতিপালকই তোমার জন্য যথেষ্ট !

অবিশ্বাসীরা বলে, ‘সমগ্র কোরান তার কাছে এক সাথে অবতীর্ণ করা হল না কেন ?’

এ আমি তোমার কাছে এভাবেই অবতীর্ণ করেছি, আর আবশ্যিক করেছি খেমে খেমে যাতে তোমার হাদয় মজবুত হয়। ওরা তোমার কাছে কোনো সমস্যা নিয়ে আসলে আমি তোমাকে ওর সঠিক উত্তর ও সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়ে থাকি। — ২৫ সুরা ফুরকান : ৩০-৩৩

আমি তোমার ওপর যে-কিতাব অবতীর্ণ করেছি তা সত্য, এ পূর্ববর্তী কিতাবের সমর্থক। আল্লাহ্ তাঁর দাসদের সবকিছুই জানেন ও দেখেন। তারপর আমি দাসদের মধ্যে তাদের কিতাবের অধিকারী করলাম যাদেরকে আমি মনোনীত করেছি, তবে তাদের কেউ নিজের প্রতি অত্যাচারী, কেউ মিতাচারী, আর কেউ আল্লাহ্ নির্দেশ ভালো কাজে এগিয়ে যায়। এ এক মহা অনুগ্রহ। — ৩৫ সুরা ফাতির : ৩১-৩২

আমি তো তোমার ভাষায় এ (কোরান) সহজ করে দিয়েছি যাতে তুমি তার দ্বারা সাধারণিদের সুসংবাদ দিতে পার ও তক্ষিয় সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পার। — ১৯ সুরা মরিয়ম : ১৭

তা-হা। তোমাকে কষ্ট দেওয়ার জন্য আমি তোমার ওপর কোরান অবতীর্ণ করিনি। এ যারা ভয় করে কেবল তাদের উপদেশের জন্য, যিনি সমুচ্ছ আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন তাঁর কাছ থেকে এ অবতীর্ণ। করুণাময় আরশে সমাপ্তীন রয়েছেন। আকাশ, পৃথিবী ও তাদের মধ্যবর্তী স্থানে ও ভূগর্ভে যা আছে তা তাঁরই। তোমাকে উচ্চ গলায় বলতে হবে না, আল্লাহ্ জানেন যা গুপ্ত ও যা অব্যক্ত। — ২০ সুরা তা-হা : ১-৭

এভাবে আমি আরবি ভাষায় কোরান অবতীর্ণ করেছি আর ওর মধ্যে বিশদভাবে সতর্কবাণী বিবৃত করেছি যাতে ওরা ভয় করে বা স্মরণ করে। ওপরে আল্লাহ্ মালিক সত্য। তোমার ওপর আল্লাহ্ প্রত্যাদেশ সম্পূর্ণ হওয়ার পূর্বে কোরান পড়তে তুমি তাড়াতাড়ি কোরো না আর বলো, ‘হে আমার প্রতিপালক ! আমার জ্ঞান বাড়িয়ে দাও !’ — ২০ তা-হা : ১১৩-১১৪

আমি শপথ করছি অস্ত্রগামী নক্ষত্রাজির, অবশ্যই এ মহাশপথ, যদি তোমরা জানতে ! নিশ্চয়ই এ সম্মানিত কোরান, যা আছে সুরক্ষিত কিতাবে, পৃতপবিত্র ছাড়া অন্য কেউ তা স্পর্শ করবে না । এ বিশুজ্জগতের প্রতিপালকের কাছ থেকে অবতীর্ণ, তবুও কি তোমরা এ-বাণীকে তুচ্ছ গণ্য করবে আর তোমরা মিথ্যাচারকেই তোমাদের জীবনের সম্বল করে রাখবে ? — ৫৬ সুরা ওয়াকিয়া : ৭৫-৮২

তা-সিন-মিম। এগুলি সুম্পষ্ট কিতাবের আয়াত। — ২৬ সুরা শোআরা : ১-২

নিঃসন্দেহে এ বিশুজ্জগতের প্রতিপালকের কাছ থেকে অবতীর্ণ। ঝুঁত্ত-উল-আমিন [জিবরাইল] এ অবতীর্ণ করেছে তোমার হাদয়ে যাতে তুমি সতর্ককারী হতে পার। (এ অবতীর্ণ করা হয়েছে) পরিস্কার আরবি ভাষায়। নিশ্চয় এর উল্লেখ আছে পূর্ববর্তীদের জ্বুরে (কিতাবগুলোয়)। একি ওদের জন্য নির্দশন নয় যা বনি-ইসরাইল পশ্চিতরা জানত ? যদি এ কেনো আজমি [অনারব]—এর ওপর অবতীর্ণ করা হত, আর সে ওদের কাছে তা আবৃত্তি করত তবে ওরা তাতে বিশ্বাস করত না। এভাবেই আমি অপরাধীদের অন্তরে অবিশ্বাস ছান্তিয়েছি। — ২৬ সুরা শোআরা : ১৯২-২০০

আমি সতর্ককারী না পাঠিয়ে কোন জনপদ ধ্বন্দে করি না। এ উপদেশ বাণী। আমি তো অন্যায় করতে পারি না। শয়তানরা এ অবতীর্ণ করেনি। এ ওদের কাজ নয়, আর এর ক্ষমতাও ওদের নেই। ওরা যাতে শুনতে না পায় তার জন্য ওদেরকে দূরে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। — ২৬ সুরা শোআরা : ২০৮-২১২

তা-সিন। এগুলো কোরানের আয়াত, সুম্পষ্ট কিতাবের আয়াত, পথনির্দেশ ও সুসংবাদ বিশেষ বিশ্বাসীদের জন্য যারা নামাজ কায়েম করে, জাকাত দেয় ও পরকালে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে। — ২৭ সুরা নমল : ১-২

তোমাকে তো তত্ত্বজ্ঞানী, সর্বজ্ঞ আল্লাহ'র কাছ থেকে কোরান দেওয়া হয়েছে। — ২৭ সুরা নমল : ৬

আকাশে ও পৃথিবীতে এমন কোন রহস্য নেই যা সুম্পষ্ট কিতাবে লেখা নেই। যেসব বিষয়ে বনি-ইসরাইল মতভেদ করে তার বেশির ভাগ ব্যাপার তো এই কোরান তাদের কাছে বয়ান করে। আর বিশ্বাসীদের জন্য এ তো পথনির্দেশ ও দয়া। — ২৭ সুরা নমল : ৭৫-৭৭

আর আমি যেন কোরান আবৃত্তি করি। — ২৭ নমল : ১২

তা-সিন-মিম। এগুলো সুম্পষ্ট কিতাবের আয়াত। — ২৮ সুরা কালাম : ১-২

এই কোরান সরলতম পথনির্দেশ করে ও সংকর্মপরায়ণ বিশ্বাসীদেরকে সুখবর দেয় যে, তাদের জন্য বড় পুরস্কার রয়েছে। — ১৭ সুরা বনি-ইসরাইল : ৯

এ কোরানে আমি বার বার প্রকাশ করেছি যাতে ওরা উপদেশ গ্রহণ করে, কিন্তু এতে ওদের বিমুখতাই বৃদ্ধি পায়। — ১৭ সুরা বনি-ইসরাইল : ১১

তুমি যখন কোরান পাঠ কর তখন তোমার ও যারা পরকালে বিশ্বাস করো না তাদের মধ্যে আমি এক প্রচ্ছন্ন পরদা রেখে দিই। আমি ওদের অন্তরে ওপর আবরণ দিয়েছি যেন ওরা তা বুঝতে না পারে আর আমি ওদেরকে বধির করেছি। 'তোমার প্রতিপালক এক' — এ

যখন তুমি কোরান থেকে আবস্তি কর তখন ওরা স'রে পড়ে। যখন ওরা কান পেতে তোমার কথা শোনে, তখন ওরা কেন কান পেতে তা শোনে তা আমি ভালোভাবেই জানি, আর এও জানি গোপন পরামর্শ করার সময় সীমালংঘনকারীরা বলে, ‘তোমরা তো এক জাদুগ্রন্থ ব্যক্তির অনুসরণ করছ’। দেখো, ওরা তোমার জন্য কী উপমা বের করেছে। ওরাতো পথভৰ্ত, আর ওরা তো পথ পাবে না। — ১৭ সুরা বনি-ইসরাইল : ৪৫-৪৮

সূর্য হেলে যাওয়ার পর রাতের ঘন অঙ্ককার পর্যন্ত নামাজ কায়েম করবে, আর কোরান পড়বে ফজরে। দেখো, ফজরের পড়া লক্ষ করা হয়। — ১৭ সুরা বনি-ইসরাইল : ৭৮

বলো, ‘সত্য এসেছে ও মিথ্যা অস্তর্ধান করেছে।’ মিথ্যাকে অস্তর্ধান করতেই হবে। আমি কোরান অবতীর্ণ করি যা বিশ্বাসীদের জন্য উপশম ও দয়া, কিন্তু তা সীমালংঘনকারীদের ক্ষতিই বৃদ্ধি করে। — ১৭ সুরা বনি-ইসরাইল : ৮১-৮২

বলো, ‘যদি এ-কোরানের মতো কোরান আনার জন্য মানুষ ও জিন যদি একযোগে পরম্পরাকে সাহায্য করে তবুও তারা এর মতো আনতে পারবে না।’ আমি মানুষের জন্য এ-কোরানে বিভিন্ন উপমা দিয়ে আমার বাণী বিশদভাবে বর্ণনা করেছি, কিন্তু অধিকাংশ মানুষই অমান্য না করে ক্ষান্ত হয় না। — ১৭ সুরা বনি-ইসরাইল : ৮৮-৮৯

আমি সত্যসহ তা অবতীর্ণ করেছি, আর তা সত্য নিয়েই অবতীর্ণ হয়েছে। আমি তো কেবল তোমাকে সুসংবাদদাতা ও সর্তর্ককারী হিসেবে প্রেরণ করেছি। আমি খণ্ড খণ্ড ভাবে কোরান অবতীর্ণ করেছি যাতে তুমি মানুষের কাছে ক্রমে ক্রমে পাঠ করতে পার, আর আমি এ অবতীর্ণ করছি যেমন করে অবতীর্ণ করানো হয়।

বলো, ‘তোমরা এতে বিশ্বাস কর বা না—কর, যাদের এর পূর্বে জ্ঞান দেওয়া হয়েছে তাদের কাছে যখন এ পাঠ করা হয় তখনই তারা সিজদায় লুটিয়ে পড়ে ও বলে, ‘আমাদের প্রতিপালক তো পবিত্র মহান।’ আমাদের প্রতিপালকের প্রতিশ্রূতি কার্যকরী হয়েই থাকে।’ আর তারা কাঁদতে কাঁদতে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে, আর এ ওদের বিনয় বৃদ্ধি করে। — ১৭ সুরা বনি-ইসরাইল : ১০৫-১০৯

আলিফ-লাম-রা। এগুলো জ্ঞানময় কিতাবের আয়াত। — ১০ সুরা ইউনুস : ১

যখন আমার স্পষ্ট আয়াত তাদের কাছে পড়া হয় তখন যারা আমার সাক্ষাতের ভয় করে না তারা, বলে, ‘এ ছাড়া অন্য এক কোরান আনো বা একে বদলে দাও।’ বলো, ‘নিজে থেকে এ পরিবর্তন করা আমার কাজ নয়। আমার ওপর যা প্রত্যাদেশ হয় আমি তারই অনুসরণ করি। আমি আমার প্রতিপালকের অবাধ্যতা করলে ভয় হয় মহাদিনের শাস্তির।’

বলো, ‘আল্লাহর তেমন ইচ্ছা থাকলে আমি তোমাদের কাছে এ পড়তাম না, আর তিনি তোমাদের এ বিষয়ে জানাতেন না। এর আগে তোমাদের মধ্যে দীর্ঘকাল কাটিয়ে দিলাম তবুও কি তোমরা বুবৰে না?’ — ১০ সুরা ইউনুস : ১৫-১৬

এই কোরান এমন নয় যে আল্লাহ ছাড়া অপর কেউ বানাতে পারে, বরং এ এর পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছে তার সমর্থন, আর এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, এ বিশুজ্জগতের প্রতিপালকের কিতাবের পৃষ্ঠ মীমাংসা। তারা কি বলে, ‘সে (মুহম্মদ) এ রচনা করেছে?’

বলো, ‘তবে তোমরা এর মতো এক সুরা আনো, আর যদি তোমরা সত্য কথা বলো তবে আল্লাহ্ ছাড়া অন্য যাকে পার ডাকো’। না, ওরা যে-বিষয়ের জ্ঞান আয়ত্ত করতে না পারে তারা তা অঙ্গীকার করে আর এখনও এর ব্যাখ্যা ওদের বোধগম্য হয়নি। এভাবে ওদের পূর্ববর্তীরাও যিথ্যা অভিযোগ করেছিল। সুতরাং দেখ, সীমালভ্যনকারীদের পরিগাম কি হয়েছিল। ওদের মধ্যে কেউ এতে বিশ্বাস করে, আর কেউ এতে বিশ্বাস করে না। আর তোমার প্রতিপালক ফ্যাশান্স সৃষ্টিকারীদের সম্বন্ধে ভালোভাবেই জানেন।

— ১০ সুরা ইউনুস : ৩৭-৪০

আর তুমি যে-কোনো কাজেই ব্যক্ত থাকো না, আর কোরান থেকে সে-সম্পর্কে তুমি যা-কিছুই আবশ্যিক কর-না আর তোমরা যে কোনো-কাজেই কর-না, আমি তার সাক্ষী যখন তোমরা তার মধ্যে গভীরভাবে নিবিষ্ট থাক। আকাশ ও পৃথিবীর অণুপরিমাণও তোমার প্রতিপালকের অগোচর নয়, আর এর চেয়ে ছেট বা বড় কিছুই নেই যা স্পষ্ট কিতাবে নেই।

— ১০ সুরা ইউনুস : ৬১

আলিফ-লাম-রা / যিনি তত্ত্বজ্ঞানী ও সর্বজ্ঞ তাঁর কাছ থেকে এ-কিতাব (এসেছে)। এর আয়াতগুলো সুস্পষ্ট ও সুবিন্যস্ত ক'রে পরে বিশদভাবে বলা হয়েছে যে, তোমরা আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের উপাসনা করবে না। তাঁর পক্ষে হতে আমি তোমাদের জন্য সতর্ককারী ও সুস্বাদবাহক। — ১১ সুরা হৃদ : ১-২

তারা কি বলে, ‘সে (মুহুম্বদ) এ বানিয়েছে ?’

বলো, ‘তোমরা যদি সত্য কথা বল তবে তোমরা এ ধরনের দশটি সুরা আন, আর আল্লাহ্ ছাড়া অন্য যাকে পার ডেকে আনো।’ যদি তারা তোমাদের ডাকে সাড়া না দেয় তবে জেনে রাখো এ আল্লাহরই জ্ঞানে অবতীর্ণ হয়েছে আর তিনি ছাড়া অন্য কেন উপাস্য নেই। তবে কি তোমরা মুসলমান হবে না [আত্মসমর্পণ করবে না] ? — ১১ : ১৩-১৪

তারা কি বলে যে, সে (মুহুম্বদ) বানিয়েছে ? বলো, ‘আমি যদি এ বানিয়ে থাকি তবে আমিই আমার অপরাধের জন্য দায়ী হব। তোমরা যে অপরাধ করছ তার জন্য আমি দায়ী নই।’ — ১১ সুরা হৃদ : ৩৫

আলিফ-লাম-রা। এগুলো সুস্পষ্ট কিতাবের আয়ত। কোরান আমি তো আরবি ভাষায় অবতীর্ণ করেছি যাতে তোমরা বুঝতে পার। প্রত্যাদেশের মাধ্যমে তোমার কাছে এ কোরান প্রেরণ করে আমি তোমার কাছে সবচেয়ে ভালো কাহিনী বর্ণনা করেছি, যদিও এর পূর্বে তুমি ছিলে অসতর্কদের অন্তর্ভুক্ত। — ১২ সুরা ইউসুফ : ১-৩

...এ তো বিশ্বজগতের জন্য উপদেশ ছাড়া কিছুই নয়। — ১২ সুরা ইউসুফ : ১০৮

ওদের কাহিনীতে বোধগতিসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য আছে শিক্ষা। এ তো বানানো কাহিনী নয়, বরং যা এর পূর্বে আছে তারই সমর্থন — বিশ্বসীদের জন্য প্রত্যেক জিনিসের এক বিশদ ব্যাখ্যা, পথের দিশা ও দয়া। — ১২ সুরা ইউসুফ : ১১১

আলিফ-লাম-রা। এগুলো কিতাব ও সুস্পষ্ট কোরানের আয়ত। — ১৫ সুরা হিজর : ১

নিশ্চয় আমি এই উপদেশবাণী অবতীর্ণ করেছি আর আমিই এর রক্ষণাবেক্ষণ করব। — ১৫ সুরা হিজর : ৯

আমি অবশ্যই তোমাকে (সুরা ফাতিহার) সাত আয়াত দিয়েছি যা বার বার আবৃত্তি করা হয় আর দিয়েছি মহা কোরান। — ১৫ সুরা হিজর : ৮৭

এইভাবে আমি অবতীর্ণ করেছিলাম (উপদেশবাণী) বিভক্তকারীদের ওপর যারা কোরানকে খণ্ডিত করে। সুতরাং তোমার প্রতিপালকের শপথ, নিশ্চয় আমি তাদের প্রশংসন করব সে-বিষয়ে ওয়া যা করে। অতএব তোমাকে যে-বিষয়ে আদৃশ করা হয়েছে তা প্রকাশ্যে প্রচার কর আর অংশীবাদীদেরকে উপেক্ষা কর। — ১৫ সুরা হিজর : ৯০-৯৪

বলো, ‘সাক্ষী হিসাবে কে সর্বশ্রেষ্ঠ?’

বলো, ‘তোমাদের ও আমার মধ্যে আল্লাহই (শ্রেষ্ঠ) সাক্ষী। আর এই কোরান আমার কাছে পাঠানো হয়েছে যেন আমি তোমাদেরকে আর যার কাছে এ পৌছবে তাদেরকে এ দিয়ে সতর্ক করি! তোমরা কি এ-সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহর সঙ্গে অন্য কোনো উপাস্য আছে?’

বলো, ‘আমি সে-সাক্ষ্য দিই না।’ বলো, ‘তিনি একমাত্র উপাস্য আর তোমরা যে (তাঁর) শরিক কর আমি তাতে নেই।’

যাদের কিতাব দিয়েছি তারা তাকে সেরাপ চেনে যেরূপ তাদের সন্তানদেরকে চেনে। যারা নিজেরাই নিজেদের ক্ষতি করেছে তারা বিশ্বাস করবে না। — ৬ সুরা আনআম : ১৯-২০

যারা ভয় করে যে, তাদেরকে তাদের প্রতিপালকের কাছে এমন অবস্থায় সমবেত করা হবে যে, তিনি ছাড়া তাদের কোনো অভিভাবক বা সুপারিশকারী থাকবে না (তাদের) তুমি এ (কোরান) দিয়ে সতর্ক কর; হ্যতো তারা সাবধান হবে। — ৬ সুরা আনআম : ৫১

... জলে-স্থলে যা কিছু আছে তা তিনিই জানেন। তাঁর অজ্ঞাতসারে একটি পাতাও পড়ে না। আর মাটির অঙ্ককারে এমন কোনো শস্যকণা অঙ্কুরিত হয় না বা এমন কোনো রসাল ও শূক্র জিনিস যা কিতাবে সুস্পষ্টভাবে নেই। — ৬ সুরা আনআম : ৫২

আমি কল্যাণময় করে অবতীর্ণ করেছি এই কিতাব যা এর পূর্বেকার কিতাবের সমর্থক আর যা দিয়ে তুম মঢ়া ও ওর পার্শ্ববর্তী লোকদের সতর্ক কর। যারা পরকালে বিশ্বাস করে তারা এতে বিশ্বাস করে ও তারা তাদের নামাজের হেফজত করে। — ৬ সুরা আনআম : ৯২

(বলো), ‘তবে কি আমি আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে সালিশ মানব? যখন তিনি তোমাদের জন্য সুস্পষ্ট কিতাব অবতীর্ণ করেছেন?’ যাদেরকে কিতাব দিয়েছি তারা জানে এ তোমার প্রতিপালকের কাছ থেকে সত্যসহ অবতীর্ণ হয়েছে। তাই যারা সন্দেহ করে তুমি তাদের শামিল হয়ে না। আর সত্য ও ন্যায়ের ক্ষেত্রে তোমার প্রতিপালকের বাণী সম্পূর্ণ ও তাঁর কথা পরিবর্তন করার কেউ নেই। তিনি সব শোনেন, সব জানেন। — ৬ সুরা আনআম : ১১৪-১১৫

এ-কল্যাণময় কিতাব আমি অবতীর্ণ করেছি; সুতরাং ওর অনুসরণ করো ও সাবধান হও, হ্যতো তোমাদেরকে দয়া করা হবে। তোমরা যেন না বলতে পার যে, ‘কিতাব তো শুধু আমাদের পূর্বে দুই সম্প্রদায়ের ওপর অবতীর্ণ হয়েছিল, আমরা তাদের পঠন-পাঠন সম্বন্ধে তো অঙ্গই ছিলাম’, বা তোমরা যেন বলতে না পার যে, ‘যদি কিতাব আমাদের জন্য অবতীর্ণ হতো তবে আমরা তো তাদের চেয়ে আরও ভালো পথ পেতাম।’

এখন তো তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের কাছ থেকে স্পষ্ট প্রমাণ, পথনির্দেশ ও দয়া এসেছে। তারপর যে—কেউ আল্লাহ'র নির্দেশনকে প্রত্যাখ্যান করবে ও তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে তার চেয়ে বড় সীমালজ্বনকারী আর কে হবে? যারা আমার নির্দেশনসমূহ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাদের এ—আচরণের জন্য আমি তাদেরকে খারাপ শাস্তি দেব। — ৬ সুরা আনআম : ১৫৫-১৫৭

আলিফ—লাম—মিম। এগুলো জ্ঞানময় কিতাবের আয়াত, পথনির্দেশ ও দয়া সৎকর্ম—পরায়ণদের জন্য যারা নামাজ পড়ে, জ্ঞান দেয় ও পরলোকে দৃঢ় বিশ্বাস করে তারাই তাদের প্রতিপালকের পথে আছে এবং তারাই সফলকাম। — ৩১ সুরা লুকমান : ১-৪

অবিশ্বাসীরা বলে, ‘আমরা এ কোরানে বিশ্বাস করব না, এর আগের কিতাবগুলোতেও না।’ — ৩৪ সুরা সাবা : ৩১

এ—কিতাব শক্তিশান্ত, তস্মজ্ঞানী আল্লাহ'র কাছ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে। আমি তোমার কাছে এ—কিতাব যথাযথভাবে অবতীর্ণ করেছি। সুতরাং, আল্লাহ'র আনুগত্যে বিশুক্ষিত হয়ে তাঁর আরাধনা করো। — ৩৯ সুরা জুমার : ১-২

আল্লাহ' অবতীর্ণ করেছেন উভয়বাণীসংবলিত এমন এক কিতাব, যাতে একই কথা নানাভাবে বারবার বলা হয়েছে। যারা তাদের প্রতিপালককে ডয় করে তাদের দেহ এতে রোমাঞ্চিত হয়, তারপর তাদের দেহ ও মন প্রশস্ত হয়ে আল্লাহ'র স্মরণে ঝুঁকে পড়ে। এ—ই আল্লাহ'র পথনির্দেশ। তিনি যাকে ইচ্ছা এ দিয়ে পথপ্রদর্শন করেন। আর আল্লাহ' যাকে বিদ্রোহ করেন তার কোনো পথপ্রদর্শক নেই। — ৩৯ সুরা জুমার : ৩

আমি এই কোরানে মানুষের জন্য সর্বপ্রকার দৃষ্টান্ত উপস্থিত করেছি যাতে ওরা উপদেশ গ্রহণ করে। আরবি ভাষায় এ—কোরান, এর মধ্যে কোনো জটিলতা নেই, যাতে মানুষ সাধানতা অবলম্বন করে। — ৩৯ সুরা জুমার : ২৭-২৮

আমি তোমার কাছে সত্যসহ কিতাব পাঠিয়েছি মানুষের জন্য। তারপর যে সৎপথে চলবে সে তার নিজের ভালোর জন্যেই তা করবে, আর যে বিপথে যাবে সে—ও বিপথগামী হবে নিজেরই ধৰ্মসের জন্য। আর তুমি তো ওদের তত্ত্বাবধায়ক নও। — ৩৯ সুরা জুমার : ৪১

তোমাদের অজ্ঞাতসারে তোমাদের ওপর অকস্মাত শাস্তি আসার পূর্বে তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের ওপর যে—কল্যাণময় (কিতাব) অবতীর্ণ করেছেন তার অনুসরণ কর যাতে কাউকে বলতে না হয়, ‘হায়! আল্লাহ'র প্রতি আমার কর্তব্যে আমি অবহেলা করেছি। আমি তো উপহাসকারীদের একজন ছিলাম’ অথবা কেউ যেন না বলে, ‘আল্লাহ' আমাকে পথপ্রদর্শন করলে আমি তো একজন সাধানি হতাম’, অথবা শাস্তি প্রত্যক্ষ করলে যেন কাউকে বলতে না হয়, ‘হায়! যদি একবার (পঞ্চবিংশতে) ফিরে যেতে পারতাম তবে আমি সৎকর্ম করতাম।’ (আল্লাহ' বলবেন) ‘আসল ব্যাপার তো এই যে, আমার নির্দেশনসমূহ তোমার কাছে এসেছিল, কিন্তু তুমি এগুলো মিথ্য বলে সেগুলো প্রত্যাখ্যান করেছিলে এবং তুমি তো ছিলে একজন অবিশ্বাসী।’ — ৩৯ সুরা জুমার : ৫৫-৫৯

হা—মিম! এ পরম করুণাময়, পরম দয়াময়ের কাছ থেকে অবতীর্ণ। এই আরবি কোরান যারা বোঝে সেই সম্পদায়ের জন্য, কিতাবের আয়াতের বিশদ ব্যাখ্যা দেয়, সুস্থবাদ

দেয় ও সতর্ক করে। কিন্তু অনেকেই মুখ ফিরিয়ে নেয়, ফলে ওরা শুনতে পায় না। — ৪১
সুরা হা-মিম-সিজ্দা : ১-৪

অবিশ্বাসীরা বলে, ‘তোমরা এ—কোরান শুনবে না, আর এর আবস্তির সময় গোলমাল সৃষ্টি করবে যাতে তোমরা জয়ী হতে পার!’ আমি অবিশ্বাসীদেরকে কঠিন শাস্তি আঙ্গাদন করাব আর নিশ্চয়ই আমি ওদেরকে খারাপ কাজকর্মের প্রতিফল দেব। — ৪১ সুরা হা-মিম-সিজ্দা : ২৬-২৭

যারা আমার আয়াতগুলোকে বিকৃত করে তারা আমার অগোচর নয়। শ্রেষ্ঠ কে? যে ব্যক্তিকে জাহানামে ফেলা হবে সে, না যে কিয়ামতের দিন নিরাপদে থাকবে সে? তোমাদের যা ইচ্ছা কর, তোমরা যা কর তিনি তা দেখেন। যারা ওদের কাছে এই বাণী আসার পর তা প্রত্যাখ্যান করে তাদের শাস্তি দেওয়া হবে; আর এ তো এক শক্তিমান কিতাব, সামনে বা পেছনে থেকে কোনো মিথ্যা এর কাছে আসতে পারবে না। তত্ত্বজ্ঞানী প্রশংসনীয়, আল্লাহ'র কাছ থেকে এ অবতীর্ণ। — ৪১ সুরা হা-মিম-সিজ্দা : ৪০-৪২

আমি যদি আজমি (অ—আরবি) ভাষায় কোরান অবতীর্ণ করতাম ওরা অবশ্যই বলত, ‘এর আয়াতগুলো বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা হল না কেন? (কৌ আশ্র্য, ভাষা) আজমি আর (রসূল) আরবীয়? বলো, ‘বিশ্বাসীদের জন্য এ পথনির্দেশক ও ব্যাধির প্রতিকার। কিন্তু যারা অবিশ্বাসী তারা কানে শুনতে পায় না আর (চোখে) অক্ষ। তাদেরকে যেন বহুদ্র হতে ডাকা হচ্ছে।’ — ৪১ সুরা হা-মিম-সিজ্দা : ৪৪

বলো, ‘তোমরা ভেবে দেখেছ কি, যদি এ আল্লাহ'র কাছ থেকে অবতীর্ণ হয়ে থাকে ও তোমরা এ প্রত্যাখ্যান কর, তবে যে—ব্যক্তি যের বিরুদ্ধাচারণে লিপ্ত আছ তার চেয়ে বেশি বিভ্রান্ত আর কে হতে পারে? শীঘ্ৰই আমি ওদের জন্য আমার নির্দশনাবলী বিশ্বের দুনিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে ও ওদের নিজেদের মধ্যে প্রকাশ করব। ফলে, ওদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, এ (কিতাব) সত্য। এই—কি যথেষ্ট নয় যে, তোমার প্রতিপালক সর্ব—বিষয়ের সাক্ষী? জেনে রাখো, ওরা ওদের প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাত্কার সম্বন্ধে সন্দিহান; জেনে রাখো, আল্লাহ' সবকিছুকে ধিরে রেখেছেন। — ৪১ সুরা হা-মিম-সিজ্দা : ৫২-৫৪

হা-মিম। এ—কিতাব পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ আল্লাহ'র কাছ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে — যিনি পাপ ক্ষমা করেন, তওবা করুন, তওবা করেন, যিনি শাস্তিদানে কঠোর ও শক্তিশালী। তিনি ছাড় কোনো উপাস্য নেই, ফিরে যেতে হবে তাঁরই কাছে। — ৪০ সুরা মুমিন : ১-৩

এইভাবে আমি তোমার কাছে আরবি ভাষায় কোরান অবতীর্ণ করেছি; যাতে তুমি সতর্ক করতে পার নগরমাতা [মঢ়া]—র অধিবাসীদের ও ওর আশেপাশে যারা বাস করে তাদেরকে আর সতর্ক করতে পার সমবেত হওয়ার দিন সম্পর্কে, যার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। সেদিন এক দল জান্নাতে প্রবেশ করবে আর—এক দল জান্নামামে প্রবেশ করবে। — ৪২
সুরা শুরা : ৭

হা-মিম! শপথ সুম্পষ্ট কিতাবের! আমি আরবি ভাষায় এ কোরান অবতীর্ণ করেছি যাতে তোমরা বুঝতে পার। আর এ তো রয়েছে আমার কাছে মহান জ্ঞানগৰ্ভ উম্মুল কিতাব

[গ্রহের মাতা অর্থাৎ মূল গ্রহ]—এ। তোমরা অসংখ্যী সম্প্রদায় বলে কি আমি তোমাদের কাছ থেকে এই বাণী প্রত্যাহার করে নেব? — ৪৩ সুরা জুখরুফ : ১-৫

যখন ওদের কাছে সত্য এল ওরা বললো, ‘এ তো জাদু, আর আমরা এ প্রত্যাখ্যান করি।’ আর এরা বলে, ‘কোরান কেন অবতীর্ণ হল না দুই জনপদের (মক্কা ও তায়েফের) কেনে বড়লোকের ওপর?’ এরা কি তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ বন্টন করে? — ৪৩ সুরা জুখরুফ : ৩০- ৩২

এ তো তোমার ও তোমার সম্প্রদায়ের জন্য এক সম্মানের বিষয়। শীঘ্ৰই এ-বিষয়ে তোমাদের প্রশ্ন করা হবে। — ৪৩ সুরা জুখরুফ : ৪৪

হা-মিম। শপথ সুম্পষ্ট কিতাবের, আমি তো এ (কোরান) অবতীর্ণ করেছি এক লায়লাতুল মুবারক [সৌভাগ্যের রাত্র]—এ। আমি তো সতর্ককারী। — ৪৪ সুরা দুখান : ১-৩

আমি তোমার ভাষায় কোরানকে সহজ করে দিয়েছি, যাতে মানুষ উপদেশ গ্রহণ করে। সুতরাং তুমি প্রতীক্ষা কর, ওরাও তো প্রতীক্ষা করছে। — ৪৪ সুরা দুখান : ৫৮-৫৯

হা-মিম। এই কিতাব শক্তিমান তত্ত্বজ্ঞানী আল্লাহর কাছ থেকে অবতীর্ণ। — ৪৫ সুরা জাসিয়া : ১-২

এগুলো আল্লাহর আয়াত যা তিনি তোমার কাছে আবৃত্তি করেছেন যথাযথভাবে। সুতরাং আল্লাহর আয়াতের পরিবর্তে ওরা কার বাণীতে বিশ্বাস করবে? দুর্ভোগ প্রত্যেক ঘোর যিথ্যবাদী পাপীর, যে আল্লাহর আয়াতের আবৃত্তি শোনে অথচ ওক্ফত্যের সাথে নিজের মতে অটল থাকে যেন সে তা শোনেই নি! তাকে কষ্টকর শাস্তির সংবাদ দাও। যখন সে আমার কেনে আয়াত জানতে পারে তখন তা নিয়ে হাসিঠাট্টা করে। ওদের জন্য রয়েছে অপমানকর শাস্তি। — ৪৫ সুরা জাসিয়া : ৬-৯

এ (কোরান) সংপথের দিশারী। যারা তাদের প্রতিপালকের নির্দশনাবলী প্রত্যাখ্যান করে তাদের জন্য রয়েছে বড় কষ্টকর শাস্তি — ৪৫ সুরা জাসিয়া : ১১

এ (কোরান) মানবজ্ঞতির জন্য সুম্পষ্ট দলিল আর দৃঢ়বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য পথনির্দেশ ও অনুগ্রহ। — ৪৫ সুরা জাসিয়া : ২০

হা-মিম। এ কিতাব শক্তিমান তত্ত্বজ্ঞানী আল্লাহর কাছ থেকে অবতীর্ণ। আকাশ ও পৃথিবী আর উভয়ের মধ্যবর্তী সব কিছুই আমি যথাযথভাবে নির্দিষ্ট কালের জন্য সৃষ্টি করেছি, কিন্তু অবিশ্বাসীরা ওদেরকে যে-বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে তা অবজ্ঞাভরে অঙ্গীকার করে। — ৪৬ সুরা আহ্কাফ : ১-৩

যখন ওদের কাছে আমার স্পষ্ট আয়াত আবৃত্তি করা হয় ও ওদের কাছে সত্য উপস্থিত হয় তখন অবিশ্বাসীরা বলে, ‘এ তো স্পষ্ট জাদু! ’

ওরা কি তবে বলে যে, ‘সে (মুহাম্মদ) এ বানিয়েছে!’ বলো, ‘আমি যদি তা বানিয়েও থাকি, তোমরা আল্লাহর বিরুদ্ধে আমাকে কোনো সাহায্য করতে পারবে না। তোমরা এ বিষয়ে যে কথাবার্তা বল আল্লাহ তা ভালো করে জানেন। আমরা ও তোমাদের মধ্যে সাঙ্গী হিসাবে তিনিই যথেষ্ট। আর তিনি ক্ষমাশীল, দয়াময়।’ — ৪৬ সুরা আহ্কাফ : ৭-৮

বলো, ‘তোমরা ত্বে দেখেছ কি, যদি এ আল্লাহ’র কাছ থেকে অবতীর্ণ হয়ে থাকে আর তোমরা এতে অবিশ্বাস কর আর যদি বনি-ইসরাইলের একজন সাক্ষী সম্পর্কে সাক্ষ্য দিয়ে বিশ্বাস স্থাপন করে আর তোমরা অহক্কার করে যাও (তা হলে তোমাদের পরিণাম কী হবে) ? আল্লাহ তো সীমালংঘনকারীদের সংপথে পরিচালিত করেন না !’

বিশ্বাসীদের সম্পর্কে অবিশ্বাসীরা বলে, ‘এ যদি ভালো হতো তবে আমরাই এদের আগে গ্রহণ করতাম !’ এর মাধ্যমে ওরা পথ পায় নি বলেই তো বলে, ‘এ এক বহু পুরাতন মিথ্যা !’

এর পূর্বে আদর্শ ও অনুগ্রহ হিসাবে ছিল মুসার কিতাব। এ কিতাব মুসার কিতাবের সমর্থক, আরবি ভাষায়। সীমালংঘনকারীদেরকে এ সতর্ক করে আর যারা সৎক্ষণ করে তাদের সুস্থিতি দেয়। — ৪৬ সুরা আহকাফ : ১০-১২

আর যখন আমি একদল জিনকে তোমার প্রতি আকৃষ্ট করেছিলাম যারা কোরানের আবৃত্তি শুনে কাছে এসে একে অপরকে বলতে লাগল, ‘চুপ করে শোনো !’ যখন কোরানের আবৃত্তি শেষ হল ওরা ওদের সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে গেল সতর্ককারীরাপে। ওরা বলেছিল ‘হে আমাদের সম্প্রদায় ! আমরা এমন এক কিতাবের আবৃত্তি শুনেছি যা মুসার পরে অবতীর্ণ হয়েছে। এ এর আগের কিতাবকে সমর্থন করে, আর সত্য ও সরল পথের দিকে নির্দেশনা দেয় !’ — ৪৬ সুরা আহকাফ : ২৯-৩০

প্রশংসা আল্লাহরই যিনি তাঁর দাসের প্রতি এ-কিতাব অবতীর্ণ করেছেন ও এর মধ্যে তিনি কোনো অসঙ্গতি রাখেননি। তাঁর কঠিন শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করার জন্য একে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন, আর বিশ্বাসিগণ যারা সৎক্ষণ করে তাদেরকে সুস্থিতি দেবার জন্য যে, তাদের জন্য বড় ভালো পুরস্কার রয়েছে সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। আর তাদের সতর্ক করার জন্য যারা বলে যে, আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন, এ-বিষয়ে তাদের কোনো জান নেই ও তাদের পিতৃপুরুষদেরও ছিল না। উক্তটি কথাই তাদের মুখ থেকে বের হয়, তারা কেবল মিথ্যাই বলে। তারা এ বাণীতে বিশ্বাস না করলে তাদের পেছনে পেছনে ঘূরে হয়তো তুমি নিজেকে শেষ করে ফেলবে। — ১৮ সুরা কাহাফ : ১-৬

তোমার কাছে তোমার প্রতিপালক যে-কিতাব পাঠিয়েছেন তার থেকে আবৃত্তি করো। তাঁর বাণী পরিবর্তন করার কেউ নেই। তুমি কখনোই তাঁকে ছাড়া অন্য কোনো আশ্রয় পাবে না। — ১৮ সুরা কাহাফ : ২৭

আমি মানুষের জন্য এই কোরানে বিভিন্ন উপমা দিয়ে আমার বাণী বিশদভাবে বর্ণনা করছি। মানুষ বেশির ভাগ ব্যাপারেই তর্ক করে। — ১৮ সুরা কাহাফ : ৫৪

... আমি ওদের (সীমালংঘনকারীদের) অস্তরের ওপর আবরণ দিয়েছি যেন ওরা এ (কোরান) বুঝতে না পার, আর ওদেরকে বধির করেছি। — ১৮ সুরা কাহাফ : ৫৭

যারা এ-বিষয়ে মতভেদ করে তাদের স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেবার জন্য, এবং বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য পথনির্দেশ ও দয়া স্বরূপ আমি তো তোমার ওপর কিতাব অবতীর্ণ করেছি। — ১৬ সুরা নাহল : ৬৪

... মুসলমানদের জন্য প্রত্যেক বিষয়ে স্পষ্ট ব্যাখ্যা হিসাবে, পথের নির্দেশ, দয়া ও সুখবর হিসাবে তোমার ওপর আমি আজ কিতাব অবতীর্ণ করলাম। — ১৬ সুরা নাহল : ৮৯

যখন তুমি কোরান আবণ্টি করবে তখন অভিশপ্ত শয়তানের থেকে আল্লাহর শরণ
নেবে। — ১৬ সূরা নাহল : ১৮

আমি যখন এক আয়াতের জ্ঞানগায় অন্য এক আয়াত উপস্থিতি করি, তখন তারা বলে,
'তুমি তো কেবল মিথ্যা বানাও।' আর আল্লাহই ভালো জানেন যা তিনি অবতীর্ণ করেন, কিন্তু
তাদের অনেকেই (তা) জানে না।

বলো, 'তোমার প্রতিপালকের কাছ থেকে পবিত্র আত্মা [জিবরাইল] সত্যসহ এ নিয়ে
এসেছে বিশ্বাসীদের শক্তি করার জন্য এবং মুসলমানদের জন্য পথনির্দেশ ও সুরক্ষারূপে।' আমি
অবশ্যই জানি যে ওরা বলে, 'তাকে (মুহাম্মদকে) শিক্ষা দেয় এক মানুষ।' ওরা যার প্রতি
ইঙ্গিত করে তার ভাষা তো অ-আরবি, কিন্তু এ তো পরিক্ষার আরবি ভাষা। — ১৬ সূরা
নাহল : ১০১-১০৩

আলিফ-লাম-রা ! এ কিতাব, আমি এ তোমার ওপর অবতীর্ণ করেছি যাতে তুমি
মানবজাতিকে অঙ্ককার থেকে আলোয় বের করে আনতে পার, তাদের প্রতিপালকের
অনুমতিক্রমে তাঁর পথে যিনি শক্তিমান প্রশংসার্হ। আল্লাহ, আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে
সমস্ত কিছুই তাঁর। — ১৪ সূরা ইব্রাহিম : ১-২

এ মানুষের জন্য এক বার্তা যার দ্বারা ওরা সতর্ক হয় ও জানতে পারে যে তিনি একমাত্র
উপাস্য এবং যাতে বোধশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিরা উপদেশ গ্রহণ করে। — ১৪ সূরা ইব্রাহিম : ৫২

এ কল্যাণময় উপদেশ ; আমি এ অবতীর্ণ করেছি। তবু তোমরা একে অঙ্গীকার কর ?
— ২১ সূরা আল্বিয়া : ৫০

আলিফ-লাম-মিম। বিশুজ্জগতের প্রতিপালকের কাছ থেকে এ কিতাব অবতীর্ণ, এতে
কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু ওরা বলে, 'এ তো তার নিজের বানানো।'

না, এ-সত্য তোমার প্রতিপালকের কাছ থেকে এসেছে, যাতে তুমি এমন এক
সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পার যাদের কাছে তোমার পূর্বে কোন সতর্ককারী আসেনি। হয়তো
ওরা সংপৰ্কে চলবে। — ৩২ সূরা সিজদা : ১-৩

ওরা কি বলে, 'এ (কোরান) তার (মুহাম্মদের) নিজের রচনা ?' না, তারা বিশ্বাস
করে না। তারা যদি সত্যবাদী হয়, এর মতো কোনো রচনা নিয়ে আসুক-না। — ৫২ সূরা
তুর : ৩৩-৩৪

না, আমি শপথ করছি তার যা তোমরা দেখতে পাও এবং তার যা তোমরা দেখতে পাও
না। এ তো এক সম্মানিত বার্তাবাহকের মাধ্যমে পাঠানো হয়েছে। এ কোনো কবির রচনা নয়।
যদিও তোমরা অল্পই তা বিশ্বাস কর। এ কোনো জাদুকরের কথা নয়। যদিও তোমরা অল্পই
সে-উপদেশ নাও। এ বিশুজ্জগতের প্রতিপালকের কাছ থেকে অবতীর্ণ। সে যদি কিছু বানিয়ে
আমার নামে চালাতে চেষ্টা করত, আমি তাকে ডান হাতে পাকড়াও করতাম ও তার কণ্ঠশিরা
কেটে দিতাম ; তোমাদের কেউই তাকে রক্ষা করতে পারতে না। এ সাবধানিদের জন্য
অবশ্যই এক উপদেশ। আমি জানি তোমাদের মধ্যে কেউ-কেউ মিথ্যা কথা বলে। নিষ্য তা
দুঃখের কারণ হবে অবিশ্বাসীদের জন্য। এ তো সন্দেহাতীত সত্য। অতএব তুমি তোমার
মহান প্রতিপালকের পবিত্র মহিমা ঘোষণা করো। — ৬৯ সূরা হাক্কাহ : ৩৮-৫২

সুতরাং ওদের কি হল যে ওরা বিশ্বাস করে না ? যখন ওদের কাছে কোরান আবৃত্তি করা হয় তখন কেন ওরা সিজ্দা করে না ? না, অবিশ্বাসীরা (তা) অঙ্গীকার করে। আর তারা অস্তরে যা গোপন করে আল্লাহ্ তা ভালো করেই জানেন। সুতরাং ওদের কষ্টকর শাস্তির সংবাদ দাও ; কিন্তু যারা বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে তাদের জন্য তো (রয়েছে) অশেষ পুরস্কার। — ৮৪ সুরা ইনশিকাক : ২০-২৫

আমি তো মানুষের জন্য এ কোরানে সব ব্রকমের দ্রষ্টান্ত দিয়েছি। তুমি যদি ওদের কাছে কোনো নির্দর্শনও হাজির কর অবিশ্বাসীরা অবশ্যই বলবে, ‘তোমরা তো মিথ্যার আশুয় নিছ।’ যাদের জ্ঞান নেই আল্লাহ্ তাদের হাদয় এভাবে মোহর ক’রে দেন। — ৩০ সুরা বুম : ৫৮-৫৯

তোমার প্রতি প্রত্যাদিষ্ট কিতাব থেকে আবৃত্তি কর ও নামাজ কায়েম কর। — ২৯ সুরা আনকাবুত : ৪৫

আর এভাবেই আমি তোমার ওপর কিতাব অবতীর্ণ করেছি। আর যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছিলাম তারা এতে বিশ্বাস করে, আর এদেরও (আরবদেরও) কেউ-কেউ এতে বিশ্বাস করে। কেবল অবিশ্বাসীরাই আমার নির্দর্শন অঙ্গীকার করে। তুমি এর পূর্বে কোনো কিতাব পড়নি বা নিজহাতে কোনো কিতাব লেখনি যে মিথ্যাবাদীরা সন্দেহ করবে। না, যাদেরকে জ্ঞান দেওয়া হয়েছে তাদের অস্তরে এ স্পষ্ট নির্দর্শন। সীমালজ্বনকারী ছাড়া কেউ আমার নির্দর্শন অঙ্গীকার করে না। — ২৯ সুরা আনকাবুত : ৪৭-৪৯

এ কি তাদের জন্য যথেষ্ট নয় যে-কিতাব তাদের কাছে আবৃত্তি করা হয় আমি তা পাঠিয়েছি তোমার কাছে ? এতে অবশ্যই বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য অনুগ্রহ ও উপদেশ রয়েছে। — ২৯ সুরা আনকাবুত : ৫১

আলিফ-লাম-মিম। এ সেই কিতাব, এতে কোনো সন্দেহ নেই। এ সাবধানিদের জন্য এ পথ প্রদর্শক। — ২ সুরা বাকারা : ১-২

আমি আমার দাসের প্রতি যা অবতীর্ণ করেছি তাতে তোমাদের কোনো সন্দেহ থাকলে তোমরা তার মতো কোনো সুরা আনো। আর তোমরা যদি সত্য বল, আল্লাহ্ ছাড়া তোমাদের সব সাক্ষীকে ডাকো। যদি না কর, আর তা কখনও করতে পারবে না, তবে সেই আগুনকে ভয় কর যার ইঙ্গন হবে মানুষ ও পাথর, অবিশ্বাসীদের জন্য যা প্রস্তুত রয়েছে। ২ সুরা বাকারা : ২৩-২৪

বলো, ‘যে জিবরাইলের শত্রু সে জেনে রাখুক সে তো আল্লাহ্’র নির্দেশে তোমার হৃদয়ে এ পৌছে দেয় যা এর পূর্ববর্তী (কিতাবসমূহের) সমর্থক আর বিশ্বাসীদের জন্য যা পথপ্রদর্শক ও শুভসংবাদ !’ — ২ সুরা বাকারা : ১৭

আল্লাহ্ যে-কিতাব অবতীর্ণ করেছেন যারা তা গোপন করে ও তার বিনিময়ে স্বল্প মূল্য গ্রহণ করে, তারা কেবল আগুন দিয়ে নিজেদের উদর পূর্তি করে। আর কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাদের সাথে কথা বলবেন না ও তাদের পবিত্রতা করবেন না। আর তাদের জন্য রয়েছে দুঃখজনক শাস্তি। — ২ সুরা বাকারা : ১৭৪

রমজান মাস, এতে মানুষের পথপ্রদর্শক ও সৎপথের সুস্পষ্ট নির্দর্শন এবং ন্যায় ও অন্যায়ের মীমাংসা কোরান অবতীর্ণ হয়েছিল — ২ সুরা বাকারা : ১৮৫

আলিফ-লাম-মিম। আল্লাহ্ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। তিনি চিরঞ্জীব ও অনাদি। তিনি সত্যসহ তোমার ওপর কিতাব অবতীর্ণ করেছেন, যা তার পূর্বের কিতাবের সমর্থক। — ৩ সুরা আল-ই-ইমরান : ১-৩

তিনিই তোমার প্রতি এই কিতাব অবতীর্ণ করেছেন যার মধ্যে মজবুত আয়াতগুলো উন্মুল কিতাব [কিতাবের মূল অংশ], অন্যগুলো রূপক। যাদের মনে বিকৃতি তারা ফির্দা [বিরোধ] সৃষ্টি ও কদর্ঘের উদ্দেশ্যে যা রূপক তা অনুসরণ করে। আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কেউ এর ব্যাখ্যা জানে না। আর যারা জ্ঞানী তারা বলে, ‘আমরা এতে বিশ্বাস করি। সবই আমাদের প্রতিপালকের কাছ থেকে এসেছে।’ আর বৌধশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিগুলো ছাড়া কেউ উপদেশ গ্রহণ করে না। — ৩ সুরা আল-ই-ইমরান : ৭

এ মানবজাতির জন্য স্পষ্ট ব্যাখ্যা এবং সাবধানিদের জন্য পথপ্রদর্শক ও শিক্ষা। — ৩ সুরা আল-ই-ইমরান : ১৩৮

আচ্ছা তবে কি তারা কোরান সম্বন্ধে চিন্তা করে না? এ যদি আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারও হতো তবে তার মধ্যে তারা তো অনেক অসংগতি পেত। — ৪ সুরা নিসা : ৮২

হে মানুষ! তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের প্রমাণ এসেছে ও আমি তোমাদের ওপর স্পষ্ট জ্ঞেয়তি অবতীর্ণ করেছি। তারপর যারা আল্লাহ্ ও তার বিশ্বাস করবে ও তাঁকে অবলম্বন করবে তাদের তিনি দয়া ও অনুগ্রহের মধ্যে প্রবেশ করার অধিকার দেবেন ও তাদেরকে সরল পথে তাঁর দিকে পরিচালিত করবেন। — ৪ সুরা নিসা : ১৭৪-১৭৫

তবে কি কোরান সম্বন্ধে ওরা মন দিয়ে চিন্তা করে না? না ওদের অস্তর কুলুপআঁটা? — ৪৭ সুরা মুহাম্মদ : ২৪

আলিফ-লাম-মিম-রা। এগুলো কিতাবের আয়াত তোমার প্রতিপালক হতে তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা-ই সত্য; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এতে বিশ্বাস করে না। — ১৩ সুরা রাদ : ১

যদি কোনো কোরান দিয়ে পাহাড়কে চলমান করা হত বা মৃতের সাথে কথা বলা যেত, (তবু ওরা এতে বিশ্বাস করত না)। কিন্তু সমস্ত বিশয়ই আল্লাহ্ র নিয়ন্ত্রণাধীন। তবে কি যারা বিশ্বাস করেছে তাদের প্রত্যয় জ্ঞেনি যে আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে সকলকে সংপথে পরিচালিত করতে পারেন? যারা অবিশ্বাস করেছে তাদের কর্মফলের জন্য তাদের বিপর্যয় ঘটতেই থাকবে, বা বিপর্যয় তাদের আশেপাশে পড়তেই থাকবে যে-পর্যন্ত না আল্লাহ্ প্রতিক্রিতি আসে। আল্লাহ্ তো নির্ধারিত সময়ের ব্যতিক্রম করেন না। — ১৩ সুরা রাদ : ৩১

আমি যাদেরকে কিতাব দিয়েছি তারা তোমার ওপর যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে আনন্দ পায়। কিন্তু কোনো কোনো দল ওর কিছু অংশ অস্বীকার করে। বলো, ‘আমাকে আদেশ করা হয়েছে আল্লাহ্ উপাসনা করতে ও তাঁর কোনো শরিক না করতে। আমি তাঁরই দিকে (সকলকে) আহ্বান করি ও তাঁরই কাছে আমার প্রত্যাবর্তন।’ এভাবে আমি আরবি ভাষায় অবতীর্ণ করেছি এক নির্দেশ। জ্ঞানপ্রাপ্তির পরও তুমি যদি তাদের খেয়ালখুশির অনুসরণ কর তবে আল্লাহ্ বিরুদ্ধে তোমার কোনো অভিভাবক ও রক্ষক থাকবে না। — ১৩ সুরা রাদ : ৩৬-৩৭

...আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কোনো আয়াত উপস্থিত করা কোনো রসূলের কাজ নয়। প্রত্যেক নির্ধারিত কালের জন্য এক কিতাব থাকে। আল্লাহ্ যা ইচ্ছা বাতিল করেন ও যা ইচ্ছা তা বহাল রাখেন। আর তাঁরই কাছে আছে কিতাবের মূল। — ১৩ সুরা রাদ : ৩৮-৩৯

পরম করুণাময়, তিনিই কোরান শিক্ষা দিয়েছেন। — ৫৫ সুরা রহমান : ১-২

আমি পর্যায়ক্রমে তোমার প্রতি কোরান অবতীর্ণ করেছি। — ৭৬ সুরা দাহর : ২৩

কিতাবি ও অংশীবাদীদের মধ্যে যারা অবিশ্বাস করেছিল তারা নিজ নিজ মতে অবিচলিত ছিল যতক্ষণ না তাদের কাছে এল সুস্পষ্ট প্রমাণ, আল্লাহর কাছ থেকে এ এক রসূল যে আবৃত্তি করে পবিত্র কিতাব যাতে আছে সরল বিধান। যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছিল তাদের মধ্যে মতভেদের সৃষ্টি হল তাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ আসার পর। — ৯৮ সুরা বাইয়িনা : ১-৪

... অতএব হে বিশ্বাসী বোধস্পন্দনব্যক্তিগণ ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, তিনি তোমাদের কাছে এক উপদেশবাণী অবতীর্ণ করেছেন, প্রেরণ করেছেন এক রসূল যে তোমাদের কাছে আল্লাহর স্পষ্ট আয়াত আবৃত্তি করে, যারা বিশ্বাস করে ও সংকর্ম করে তাদেরকে অঙ্ককার হতে আলোয় আনার জন্য। — ৬৫ সুরা তালাক : ১০-১১

যদি আমি এ—কোরানকে পর্বতের ওপর অবতীর্ণ করতাম তবে তুমি দেখতে তা আল্লাহর ভয়ে নুয়ে পড়েছে, ভেঙে পড়েছে। আমি এ সব দৃষ্টান্ত মানুষের জন্য উপস্থিত করছি যাতে তারা চিন্তা করে। — ৫৯ সুরা হাশেল : ২১

এভাবেই আমি সুস্পষ্ট নির্দর্শন হিসাবে এ অবতীর্ণ করেছি। আর স্মরণ রেখো, আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা সংগ্রহ প্রদর্শন করেন। — ২২ সুরা হজ : ১৬

আর এজন্যও যে, যদেরে জন্ম দেওয়া হয়েছে তারা যেন জনতে পারে যে, এ তোমার প্রতিপালকের কাছ থেকে প্রেরিত সত্য ; তারা যেন ওতে বিশ্বাস করে আর তাদের অন্তর যেন ওর অনুগত হয়। যারা বিশ্বাসী তাদেরকে অবশ্যই আল্লাহ্ সরল পথে পরিচালিত করেন। — ২২ সুরা হজ : ৫৪

হে কিতাবিরা ! আমার রসূল তোমাদের কাছে এসেছে ; তোমরা কিতাবের যা গোপন করতে সে তার অনেক অংশ তোমাদের কাছে প্রকাশ করে ও অনেক কিছু উপেক্ষা করে থাকে। আল্লাহর কাছ থেকে এক জ্যোতি ও স্পষ্ট কিতাব তো তোমাদের কাছে এসেছে।

যারা আল্লাহর সত্ত্বুষ্টি কামনা করে এ (কোরান) দিয়ে তিনি তাদের শাস্তির পথে পরিচালিত করেন, আর নিজের ইচ্ছায় অঙ্ককার হতে বের করে আলোর দিকে নিয়ে যান আর ওদেরকে সরল পথে পরিচালিত করেন। — ৫ সুরা মায়দা : ১৫-১৬

আর এর পূর্বে অবতীর্ণ কিতাবের সমর্থক ও সংরক্ষকরণে আমি তোমার ওপর সত্যসহ কিতাব অবতীর্ণ করেছি। সুতরাং আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন সেইভাবে তুমি তাদের বিচার করো ও যে—সত্য তোমার কাছে এসেছে তা ছেড়ে দিয়ে তাদের খেয়ালখুশির অনুসরণ কোরো না। তোমাদের প্রত্যেকের জন্য শরিআত [আইন] ও স্পষ্ট পথ নির্ধারিত করেছি। — ৫ সুরা মায়দা : ৪৮

আর যখন তারা রসূলের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা শুনে তখন তারা যে সত্য উপলব্ধি করে তার জন্য তুমি তাদের চক্ষু অশ্রুবিগলিত দেখবে। তারা বলে, ‘হে আমাদের প্রতিপালক ! আমরা বিশ্বাস করেছি, সুতরাং তুমি আমাদের (সত্যের) সাক্ষীদের সঙ্গে তালিকাভুক্ত করো। — ৫ সুরা মায়দা : ৮৩

হে বিশ্বাসিগণ ! তোমরা সেইসব বিষয়ে প্রশ্ন কোরো না যা প্রকাশ হলে তোমরা দৃঢ় করবে। তবে কোরান অবতরণের সময় তোমরা যদি সেসব বিষয়ে প্রশ্ন কর তবে তা তোমাদের কাছে প্রকাশ করা হবে। আল্লাহ সেসব বিষয়ে ক্ষমা করেছেন। আল্লাহ তো ক্ষমা করেন, সহ্য করেন। তোমাদের পূর্বেও এসব বিষয়ে এক সম্প্রদায় প্রশ্ন করেছিল, তারপর তারা তা প্রত্যাখ্যান করে। — ৫ সুরা মায়দা : ১০১-১০২

আর যখন তাদেরকে বলা হয়, ‘আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তার দিকে ও রসূলের দিকে এসো’, তারা বলে, ‘আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে যে (ধর্মে) পেয়েছি তা-ই আমাদের জন্য যথেষ্ট ?’ যদিও তাদের পূর্বপুরুষরা কিছুই জানত না ও সংগঠ পায়নি, তবুও ? — ৫ সুরা মায়দা : ১০৪

... তওরাত, ইঞ্জিল ও কোরানে তিনি যে প্রতিশ্রূতি দিয়েছেন তাতে তিনি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। নিজের প্রতিজ্ঞাপালনের ক্ষেত্রে আল্লাহর চেয়ে আর কে ভালো ? তোমরা যে-সওদা করেছে সেই সওদার জন্য আনন্দ কর, আর সে-ই মহাসাফল্য। — ৯ সুরা তওবা : ১১১

আর যখনই কোনো সুরা অবতীর্ণ হয় তখন তাদের কেউ-কেউ বলে, ‘এ তোমাদের মধ্যে কার বিশ্বাস বাড়ালো ?’ যারা বিশ্বাসী এ তাদেরই বিশ্বাস বৃক্ষি করে ও তারা আনন্দিত হয়। — ৯ সুরা তওবা : ১২৪

আর যখনই কোনো সুরা অবতীর্ণ হয় তখন তারা এর ওর দিকে তাকায় এবং (ইশারা করে), ‘তোমাদেরকে কি কেউ লক্ষ করছে ?’ — তারপর তারা সংরে পড়ে। আল্লাহ তাদের হাদ্যকে সত্য থেকে বিমুখ করেছেন, কারণ তারা এমন এক সম্প্রদায় যাদের কোনো বোধশক্তি নেই। — ৯ সুরা তওবা : ১২৭

কোরান-আব্স্তি : আব্স্তি করো তোমার প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন মানুষকে রক্ষণশুণ থেকে। আব্স্তি করো, তোমার প্রতিপালক মহামহিমানিত, যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন, শিক্ষা দিয়াছেন মানুষকে যা সে জানত না। — ১৬ সুরা আলাক : ১-৫

... কোরানের যতটুকু আব্স্তি করা তোমাদের জন্য সহজ ততটুকু অব্স্তি করো। আল্লাহ জানেন যে, তোমাদের মধ্যে কেউ-কেউ অসুস্থ হয়ে পড়বে, কেউ আল্লাহর অনুগ্রহের সক্ষান্ত সফর করবে, আর কেউ আল্লাহর পথে সংগ্রামে ব্যস্ত থাকবে, কাজেই কোরান থেকে যতটুকু আব্স্তি করা তোমাদের জন্য সহজ তোমরা ততটুকুই আব্স্তি করো। — ৭৩ সুরা মুজ্জাম্বিল : ২০

এ (প্রত্যাদেশ) তাড়াতাড়ি (আয়ন্ত) করার জন্য তুমি এর সঙ্গে তোমার জিব নেড়ে না। এ সংরক্ষণ করা ও আব্স্তি করানোর (ভার) আমারই। সুতরাং যখন আমি তা পড়ি তুমি সেই পাঠের আব্স্তির অনুসরণ করো। তারপর এর বিশদ ব্যাখ্যার (দায়িত্ব) আমারই। — ৭৫ সুরা কিয়ামা : ১৬-১৯

তুমি তোমার কাছে তোমার প্রতিপালক যে কিতাব পাঠিয়েছেন তাঁর থেকে আবশ্যিক করো। তাঁর বাণী পরিবর্তন করার কেউ নেই। তুমি কখনই তাঁকে ছাড়া অন্য কোন আশ্রয় পাবে না। — ১৮ সুরা কাহাফ : ২৭

কোরানের ব্যাখ্যা : এ সংরক্ষণ ও আবশ্যিক করানোর (ভার) আমারই। সুতরাং যখন আমি পড়ি তখন তুমি সেই পাঠের অনুসরণ কর। তারপর এর বিশদ ব্যাখ্যার (দায়িত্ব) আয়ারই। — ৭৫ সুরা কিয়ামা : ১৭-১৯

তিনিই তোমার প্রতি এই কিতাব অবর্তীর্ণ করেছেন যার মধ্যে মজবুত আয়াতগুলো উন্মুল কিতাব [কিতাবের মূল অংশ], অন্যগুলো রূপক। যাদের মনে বিকৃতি তারা ফির্না [বিরোধ] সৃষ্টি কর্দৰ্শে উদ্দেশ্যে যা রূপক তা অনুসরণ করে। আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কেউ এর ব্যাখ্যা জানে না। আর যারা জ্ঞানী তারা বলে, ‘আমরা এতে বিশ্বাস করি। সবই আমাদের প্রতিপালকের কাছ থেকে এসেছে।’ আর সুধীজন ছাড়া আর কেউ উপদেশ গ্রহণ করে না। — ৩ সুরা আল-ই-ইমরান : ১

ক্রোধ : আসলে তোমাদেরকে যা-কিছু দেয়া হয়েছে তা পার্থিব জীবনের জন্য ভোগ, কিন্তু আল্লাহর কাছে যা আছে তা আরও ভালো ও আরও স্থায়ী — তাদের জন্য যারা বিশ্বাস করে ও তাদের প্রতিপালকের ওপর নির্ভর করে, যারা বড় পাপ ও অশুলীল কাজ থেকে নিজেদের বাঁচিয়ে রাখে, আর রাগ করেও ক্ষমা করে দেয় ...। — ৪২ সুরা শুরা : ৩৬-৩৭

যারা সচ্ছল ও অসচ্ছল অবস্থায় ব্যয় করে ও যারা ক্রোধ সংবরণ করে আর মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল, আল্লাহ্ (সেই) সংকের্মপরায়ণদেরকে ভালোবাসেন। — ৩ সুরা আল-ই-ইমরান : ১৩৪

ক্ষমতা, মর্যাদা ও সম্মান : মানুষ এমন যে, তার প্রতিপালক যখন তাকে সম্মান ও অনুগ্রহ দিয়ে পরীক্ষা করেন তখন সে বলে, ‘আমার প্রতিপালক আমাকে সম্মানিত করেছেন।’ আর যখন তিনি তাকে পরীক্ষা করেন জীবনের উপকরণ করিয়ে তখন সে বলে, ‘আমার প্রতিপালক আমাকে ছেট করে দিলেন।’

না, আসলে তোমরা পিতৃহীনকে সম্মান কর না, তোমরা অভাবগুরুত্বের অন্ধদানে পরম্পরাকে উৎসাহিত কর না, আর তোমরা উত্তরাধিকারীদের জন্য রেখে-যাওয়া ধনসম্পদ পুরো খেয়ে ফেল ; আর তোমরা ধনসম্পদ বড় বেশি ভালোবাস ; না, এ সংগত নয়। — ৮৯ সুরা ফাজর : ১৫-২১

কেউ ক্ষমতা চাইলে (সে জ্বেনে রাখুক) সকল ক্ষমতা তো আল্লাহরই। তিনি ভালো কথা ও ভালো কাজ গ্রহণ করেন। আর যারা মন্দ কাজের ঘড়্যন্ত্র করে তাদের জন্য আছে কঠিন শাস্তি। তাদের ঘড়্যন্ত্র ব্যর্থ হবেই। — ৩৫ সুরা ফাতির : ১০

লক্ষ কর, আমি কীভাবে তাদের কাউকে অন্য কারও ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি। আর পরকাল তো মর্যাদার শ্রেষ্ঠ আর শ্রেষ্ঠত্বেও শ্রেষ্ঠত্ব। — ১৭ সুরা বনি-ইসরাইল : ২১

আমি তো আদমসত্ত্বানকে মর্যাদা দান করেছি, স্থলে ও সমুদ্রে ওদের চলাচলের জন্য বাহন দিয়েছি, ওদের জীবনের জন্য উত্তম উপকরণ দিয়েছি। আর আমি যাদেরকে সৃষ্টি করেছি তাদের অনেকের ওপরে ওদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি। — ১৭ সুরা বনি-ইসরাইল : ৭০

... আমি যাকে ইচ্ছা মর্যাদায় বড় করি। — ১২ সুরা ইউসুফ : ৭৬

আর প্রত্যেকে যা করে সেই অনুসারে তার স্থান রয়েছে। আর ওরা যা করে সে—সম্বন্ধে তোমার প্রতিপালক জানেন না এমন নয়। — ৬ সুরা আনআম : ১৩২

তিনিই পৃথিবীতে তোমাদেরকে খলিফা [প্রতিনিধি] করেছেন। আর তিনি তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তা দিয়ে পরীক্ষা করার জন্য তোমাদের কাউকে অন্যের ওপর মর্যাদায় বড় করেছেন। তোমার প্রতিপালকের শাস্তি দিতে সময় লাগে না, আবার তিনিই তা ক্ষমা করেন, করুণা করেন। — ৬ সুরা আনআম : ১৬৫

আল্লাহ্ তাঁর সকল দাসকে জীবনের উপকরণের প্রাচর্য দিলে তারা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করত, কিন্তু তিনি যে—পরিমাণ ইচ্ছা সে—পরিমাণই দিয়ে থাকেন। তিনি তাঁর দাসদের ভালো করেই জানেন ও দেখেন। — ৪২ সুরা শূরা : ২৭

... আমি ওদের পার্থিব জীবনে ওদের মধ্যে জীবিকা বট্টন করি, আর এককে অপরের ওপর মর্যাদায় উন্নত করি যাতে একে অপরকে দিয়ে কাজ করিয়ে নিতে পারে, আর ওরা যা জমা করে তার চেয়ে তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ অনেক ভালো। — ৪৩ সুরা জুয়ারুফ : ৩২

যারা নামাজ কায়েম করে ও আমি যা দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে তারাই প্রকৃত বিশ্বাসী। তাদের প্রতিপালকের কাছে তাদেরই জন্য মর্যাদা, ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকা রয়েছে। — ৮ সুরা আনফাল : ৩-৪

যারা বিশ্বাস করেছে, হিজরত করেছে ও আল্লাহর পথে সংগ্রাম করেছে এবং যারা আশ্রয় দান করেছে তারাই প্রকৃত বিশ্বাসী তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকা। — ৮ সুরা আনফাল : ৫৪

বলো, ‘হে সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক আল্লাহ্! তুমি যাকে ইচ্ছা রাজ্য দাও ও যার কাছ থেকে ইচ্ছা রাজ্য কেড়ে নাও, আর যাকে ইচ্ছা সম্মানিত কর ও যাকে ইচ্ছা অপমানিত কর। কল্যাণ তোমার হাতেই। নিশ্চয় তুমি সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান।’ — ৩ সুরা আল-ই-ইমরান : ২৬

যা দিয়ে আল্লাহ্ তোমাদের কাউকে কারও ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন তোমরা তার লালসা কোরো না। — ৮ সুরা নিসা : ৩২

... যারা নিজের ধনপ্রাপ দিয়ে জিহাদ করে আল্লাহ্ তাদেরকে যারা ঘরে বসে থাকে তাদের ওপর মর্যাদা দিয়েছেন। আল্লাহ্ সকলকেই কল্যাণের প্রতিশুল্তি দিয়েছেন। যারা ঘরে বসে থাকে তাদের চেয়ে যারা জিহাদ করে তাদেরকে আল্লাহ্ মহাপুরস্কারের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। এ তাঁর তরফ থেকে মর্যাদা, ক্ষমা ও দয়া, আল্লাহ্ তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। — ৪ সুরা নিসা : ১৫-১৬

যারা বিশ্বাসীদের পরিবর্তে অবিশ্বাসীদের বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করে তারা কি তাদের কাছে সম্মানের আশা করে? সব সম্মান তো আল্লাহই। — ৪ সুরা নিসা : ১৩১

ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে সম্ভবত তোমরা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করতে এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করতে। এরাই তারা যাদের আল্লাহ্ অভিসম্পাত দেন, বধির ও অঙ্ক করে দেন। — ৪৭ সুরা মুহাম্মদ : ২২-২৩

... আল্লাহ্ যাকে হেয় করেন তাকে কেউ সম্মানিত করতে পারে না। আল্লাহ্ তো যা ইচ্ছা তা-ই করেন। — ২২ সুরা হজ : ১৮

সুতরাং যারা বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে তাদের জন্য রহেছে ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকা। — ২২ সুরা হজ : ৫০

... তোমাদের মধ্যে সে-ই আল্লাহ্-র কাছে বেশি মর্যাদাসম্পন্ন যে বেশি সাবধানি। — ৪৯ হজুরাত : ১৩

... তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাসী ও জ্ঞানী আল্লাহ্ তাদের মর্যাদায় উন্নত করবেন। তোমরা যা কর আল্লাহ্ সে-সম্পর্কে ভালো করেই জানে। — ৫৮ সুরা মুজাদলা : ১১

আল্লাহ্-র কাছে তাদের সব চেয়ে বড় মর্যাদা যারা বিশ্বাস করে, হিজরত করে ও ধনপ্রাপ দিয়ে আল্লাহ্-র পথে সংগ্রাম করে। আর তারাই তো সফলকাম। — ৯ সুরা তওবা : ২০

ক্ষমা : তুমি ক্ষমার অভ্যাস কর, সৎ কাজের নির্দেশ দাও আর মূর্খদেরকে উপেক্ষা কর। — ৭ সুরা আরাফ : ১৯৯

মন্দের প্রতিফল অনুরূপ মন্দ, আর যে ক্ষমা করে দেয় ও আপসনিষ্পত্তি করে তার পুরস্কার আছে আল্লাহ্-র কাছে। আল্লাহ্ তো সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে ভালোবাসেন না। — ৪২ সুরা শুরা : ৪০

কেউ ধৈর্য ধারণ করলে ও ক্ষমা করলে তা হবে স্বৈর্যের কাজ। — ৪২ সুরা শুরা : ৪৩

বিশ্বাসীদের বলো তারা যেন ক্ষমা করে তাদেরকে যারা আল্লাহ্-র শাস্তিকে ভয় করে না, কারণ আল্লাহ্ প্রত্যেক সম্প্রদায়কে তার কৃতকর্মের জন্য শাস্তি দেবেন। — ৪৫ সুরা জাসিয়া : ১৪

নিজেদের ঈর্ষ্যমূলক মনোভাবের জন্য তাদের কাছে সত্য প্রকাশিত হবার পরও কিতাবিদের মধ্যে অনেকেই বিশ্বাসের পর আবার তোমাদেরকে অবিশ্বাসী হিসাবে ফিরে পেতে চায়। তোমরা ক্ষমা করো ও উপেক্ষা করো যতক্ষণ না আল্লাহ্ কোনো নির্দেশ দেন। আল্লাহ্ সববিষয়ে সর্বশক্তিমান। — ২ সুরা বাকারা : ১০৯

যে-দানের পর কষ্ট দেওয়া হয় তার চেয়ে মিষ্টি কথা বলা ও ক্ষমা করা ভালো। — ২ সুরা বাকারা : ২৬৩

যারা সচ্ছল ও অসচ্ছল অবস্থায় ব্যয় করে ও যারা ক্রেতে সংবরণ করে আর মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল, আল্লাহ্ (সেই) সংকর্মপরায়ণদেরকে ভালোবাসেন। — ৩ সুরা আল-ই-ইমরান : ১৩৪

তোমাদের মধ্যে যারা গ্রিশ্য ও প্রাচুর্যের অধিকারী তারা যেন শপথ গ্রহণ না করে যে, তারা আত্মীয়স্বজন ও অভাবগুরুত্বকে এবং আল্লাহ্-র রাস্তায় যারা গৃহত্যাগ করেছে তাদের কিছুই দেবে না ; তারা যেন ওদের ক্ষমা করে এবং ওদের দোষক্রটি উপেক্ষা করে। তোমরা কি চাও না যে, আল্লাহ্ তোমাদের ক্ষমা করেন? আর আল্লাহ্ তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। — ২৪ সুরা নূর : ২২

আর তাদের জন্য তার মধ্যে (তওরাতে) বিধান দিয়েছিলাম যে, প্রাণের বদল প্রাণ, চোখের বদল চোখ, কানের বদল কান, দাঁতের বদল দাঁত আর জর্খনের অনুরূপ জর্খন।

তারপর কেউ তা ক্ষমা করলে তাতে তারই পাপমোচন হবে। আর আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন সেই অনুসারে যারা বিচার করে না তারই সীমালভ্যনকারী। — ৫ সুরা মায়িদা : ৪৫

ক্ষুধা : নিশ্চয় আমি তোমাদের (কাউকে) ভয় ও ক্ষুধা দিয়ে, আর (কাউকে) ধনে প্রাণে বা ফল ফসলের ক্ষয়ক্ষতি দিয়ে পরীক্ষা করব। আর যারা ধৈর্য ধরে তাদের তুমি সুখবর দাও। — ২ সুরা বাকারা : ১৫৫

... তবে যদি কেউ ক্ষুদ্রার তাড়নায় বাধ্য হয়, কিন্তু ইচ্ছা করে পাপের দিকে না ঝোঁকে (তার জন্য) আল্লাহ্ তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। — ৫ সুরা মায়িদা : ৩

খাদ্য, শিকার ও পানীয় : এগুলোর (গৃহপালিত পশুর) কিছু ওদের বাহন আর কিছু ওদের খাদ্য ...। — ৩৬ সুরা ইয়াসিন : ৭২

মানুষ তার খাদ্যের প্রতি লক্ষ্য করুক (কেমন করে) আমি প্রচুর বারিবর্ষণ করি, তারপর ভূমিকে বিদীর্ঘ করি এবং তার মধ্যে উৎপন্ন করি শস্য, আঙুর, শাকসবজি, জ্যুতুন, খেজুর, গাছগাছালির বাগান, ফল ও গবাদি খাদ্য। এ তোমাদের ও তোমাদের আনন্দাদের ভোগের জন্য। — ৮০ সুরা আবাসা : ২৪-৩২

বলো, ‘তোমরা আমাকে বলো, আল্লাহ্ তোমাদেরকে জীবনের যে-উপকরণ দিয়েছেন তোমরা যে তার কিছু হালাল ও কিছু হারাম করেছ আল্লাহ্ কি তোমাদেরকে এর অনুমতি দিয়েছেন ? না, তোমরা আল্লাহ্ প্রতি মিথ্যা আরোপ করছ ?’ — ১০ সুরা ইউনুস : ৫৯

যদি তোমরা তাঁর নির্দশনে বিশ্঵াস কর তবে যাতে আল্লাহ্’র নাম নেওয়া হয়েছে তা খাও। আর তোমাদের কী হয়েছে যে যাতে আল্লাহ্’র নাম নেওয়া হয়েছে তোমরা তা খাবে না যখন তিনি তোমাদেরকে পরিষ্কার করে বলে দিয়েছেন তোমাদের জন্য কী হারাম, যদিনা তোমরা নিরূপায় হও ? অনেকে অজ্ঞানতাবশত নিজেদের খেয়ালখুশির দ্বারা অন্যকে বিপথগামী করে। তোমার প্রতিপালক সীমালভ্যনকারীদের সম্বন্ধে তালো ক’রেই জানেন। — ৬ সুরা আনন্দাম : ১১৮-১১৯

আর যাতে আল্লাহ্’র নাম নেওয়া হয়নি, তা তোমরা খেয়ো না ; তা তো অনাচার। আর শয়তান তো তার বন্ধুদেরকে তোমাদের সাথে বিবাদ করতে উসকানি দেয়। যদি তোমরা তাদের কথামতো চল তবে তোমরা তো অংশীবাদী হয়ে যাবে। — ৬ সুরা আনন্দাম : ১২১

আল্লাহ্ যে-শস্য ও গবাদি পশু সৃষ্টি করেছেন, তার মধ্য থেকে তারা আল্লাহ্’র জন্য এক অংশ নির্দিষ্ট করে ও নিজেদের ধারণানুযায়ী বলে, এ আল্লাহ্’র জন্য আর এ আমাদের শরিকদের (দেবতাদের) জন্য। যা তাদের অংশীদারদের অংশ তা আল্লাহ্’র কাছে পৌছায় না, আর যা আল্লাহ্’র অংশ তা তাদের অংশীদারদের কাছে পৌছায়। কী খারাপ তাদের মীমাংশা !

আর এইভাবে বহু অংশীবাদীর দৃষ্টিতে তাদের দেবতারা সন্তানহত্যাকে শোভন করেছে, তাদের ধৰ্মস করার জন্য ও তাদের ধর্ম বিশ্বাসে বিভাস্তি সৃষ্টি করার জন্য। আর আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে তারা এটা করত না। তাই তাদের মিথ্যা নিয়ে তাদেরকে থাকতে দাও। আর তারা তাদের ধারণা অনুসারে বলে, “এ সব গবাধি পশু ও ফসল নিষিদ্ধ, আমরা যাকে ইচ্ছা করি সে ছাড়া কেউ এসব খেতে পারবে না।” আর কতক গবাদি পশু রয়েছে যাদের পিঠে চড়া তারা হারাম করে ; আর কিছু পশু আছে যাদের জবাই করার সময় তারা আল্লাহ্’র নাম নেয় না।

এ সব তারা আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা বানানোর জন্য বলে, এ-মিথ্যা বানানোর প্রতিফল তিনি তাদেরকে দেবেন।

তারা আরও বলে, ‘এ সব গবাদিপশুর গর্ভে যা আছে তা আমাদের পুরুষদের জন্য নির্দিষ্ট ও এ আমাদের স্ত্রীদের জন্য হারাম, আর এ যদি মত জন্মায় তবে (নারীপুরুষ) সকলে ওর অংশীদার’ তাদের এমন বলার প্রতিফল তিনি তাদেরকে দেবেন। তিনি তো তত্ত্বজ্ঞানী, সর্বজ্ঞ।

তারা তো ক্ষতিগ্রস্ত যারা নিবৃত্তিতার জন্য ও অস্তিতাবশত নিজেদের সন্তানদের হত্যা করে এবং আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা বানানোর জন্য আল্লাহ যে জীবিকা দিয়েছেন তা হারাম করে। তারা অবশ্যই বিপথগামী আর তারা সৎপথে পায়নি। — ৬ সুরা আনআম : ১৩৬-১৪০

...আল্লাহ তোমাদেরকে যে জীবিকা হিসাবে দিয়েছেন তার থেকে খাও। — ৬ সুরা আনআম : ১৪২

বলো, ‘আমার ওপর যে-প্রত্যাদেশ হয়েছে তাতে, লোকে যা খায় তার মধ্যে যত্ন, বহমান রক্ত ও শূকরের মাংস ছাড়া আমি কিছুই হারাম পাই না, তা অপবিত্র বা অবৈধ, যা আল্লাহ ছাড়া অন্যের নাম নিয়ে কাটা হয়েছে। তবে কেউ অবাধ্য না হয়ে ও সীমালঙ্ঘন না করে নিরাপায় হলে তোমার প্রতিপালক অবশ্যই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।’

আর ইছদিদের জন্য আমি নখরযুক্ত পশু হারাম করেছিলাম, আর গোরু-ছাগলের চাৰিও তাদের জন্য আমি হারাম করেছিলাম; তবে এগুলোর পিঠের, পেটের বা হাড়েরলাগা চর্বি নয়। তাদের অবাধ্যতার দরুন তাদেরকে এ-প্রতিফল দিয়েছিলাম। আমি তো সত্য বলছি। — ৬ সুরা আনআম : ১৪৫-১৪৬

...আর (পৃথিবী সৃষ্টির) চারদিনের মধ্যে সেখানে মাত্রা অনুযায়ী তিনি খাদ্যের ব্যবস্থা করেছেন, সমানভাবে সকলের জন্য, যারা এর সঞ্চান করে। — ৪১ সুরা হা�-মিফ-সিজ্দা : ১০

আল্লাহই তোমাদের জন্য আনআম [গবাদিপশু] সৃষ্টি করেছেন, কতক চড়ার জন্য ও কতক খাওয়ার জন্য। — ৪০ সুরা মুমিন : ৭৯

...আর তার (আনআম) থেকে তোমরা আহার্য পেয়ে থাকো। — ১৬ সুরা নাহল : ৫

অবশ্যই আনআমের মধ্যে তোমাদের শেখাব রয়েছে। তাদের পেটের আঁতের ও রক্তের মধ্য থেকে পরিষ্কার দুধ বে'র করে আমি তোমাদের পান করাই, যা পানকারীদের জন্য নির্দেশ ও সুস্থাদু। আর খেজুরগাছ ও আঙুর তেকে তোমরা মদ ও ভালো খাবার খেয়ে থাকো। এর মধ্যে তো বোধশক্তিসম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য নির্দেশ রয়েছে।

তোমার প্রতিপালক মৌমাছির অস্তরে ইঙ্গিত দিয়ে নির্দেশ করেছেন, ‘পাহাড়ে, গাছে আর মানুষ যে-ঘর বানায় সেখানে ঘর বাঁধ। এরপর প্রত্যেক ফুল থেকে কিছু-কিছু খাও। তারপর তোমার প্রতিপালক তোমার যে-পদ্ধতি সহজ করেছেন তা অনুসরণ কর।’ এর পেট থেকে বের হয় নানা রকম পানীয়। এতে মানুষের জন্য রয়েছে ব্যাধির প্রতিকার। এর মধ্যে তো চিত্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য নির্দেশ রয়েছে। — ১৬ সুরা নাহল : ৬৬-৬৯

আল্লাহ তোমাদের যা দিয়েছেন তার মধ্যে যা বৈধ ও পবিত্র তা তোমরা খাও। আর তোমরা যদি কেবল আল্লাহরই উপাসনা কর তবে তাঁর অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো।

আল্লাহ্ তো কেবল মড়া, রক্ত, শূকরমাংস আর যা জ্বাই করার সময় আল্লাহর পরিবর্তে অন্যের নাম নেওয়া হয়েছে তা-ই তোমাদের জন্য হারাম (অবৈধ) করেছেন। কিন্তু কেউ অবাধ্য না হয়ে বা সীমা লঙ্ঘন না করে নিরপায় হলে আল্লাহ্ তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। আর তোমরা (সেই) মিথ্যা বোলো না যা তোমাদের জিহ্বা বানায়, 'এ হালাল আর ওটা হারাম' যারা আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা বানায় তারা সফলকাম হবে না। ওদের সুখসংগোগ সামান্য আর ওদের জন্য মারাত্মক শাস্তি রয়েছে।

তোমার কাছে পূর্বে যা উল্লেখ করেছি ইহুদিদের জন্য আমি তো কেবল তা-ই নিষিদ্ধ করেছিলাম, আর আমি ওদের ওপর কোনো জুলুম করিনি, কিন্তু ওরাই নিজেদের ওপর জুলুম করত। — ১৬ সুরা নাহল : ১১৪-১১৮

... ওদের (গবাদি পশুর) পেটে যা আছে তা থেকে আমি তোমাদের পান করাই ও তার মধ্যে তোমাদের জন্য বেশ উপকারিতা আছে, আর তোমরা তাদেরকে খেতেও পার। — ২৩ সুরা মুমিনুন : ২১

ওরা কি লক্ষ করে না, আমি (উষর ভূমির ওপর পানি প্রবাহিত করে তার সাহায্যে শস্য উদ্গত করি যার থেকে ওদের আনন্দাম (গবাদি পশু) ও ওরা আহার করে? — ৩২ সুরা সিজদা : ২৭

এমন বহু জীবজন্তু আছে যারা নিজেদের খাবার জমা করে রাখে না। আল্লাহই ওদের ও তোমাদের জীবনের উপকরণ দেন। — ২৯ সুরা আনকাবুত : ৬০

হে মানবজাতি! পৃথিবীতে যা কিছু হালাল ও বিশুদ্ধ খাদ্যব্য রয়েছে, তা থেকে আহার করো আর তোমরা শহতান্ত্রের পদার্থক অনুসরণ কোরো না। — ২ সুরা বাকারা : ১৬৮

হে বিশ্বাসীগণ! আমি তোমাদেরকে যা দিয়েছি তা থেকে বিশুদ্ধ জিনিস খাও এবং আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর যদি তোমরা শুধু তাঁরই উপাসনা করে থাক। (আল্লাহ) তো তোমাদের জন্য শুধু মড়া, রক্ত, শূকরের মাংস ও যে সব জল্লুর ওপর (জ্বাই করার সময়) আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের নাম করা হয়ে থাকে, তা তোমাদের জন্য হারাম করেছেন। তবে কেউ অবাধ্য না হয়ে ও সীমালঙ্ঘন না করে নিরপায় হলে, আল্লাহ্ তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। — ২ সুরা বাকারা : ১৭২-১৭৩

তোমাদের খেয়ালখুশি ও কিতাবিদের খেয়ালখুশি অনুসারে কাজ হবে না, যে-কেউ মন্দ কাজ করবে সে তার প্রতিফল পাবে, আর আল্লাহ্ ছাড়া সে তার জন্য কোনো অভিভাবক বা সাহাজ্যকারী পাবে না। — ৪ সুরা নিসা : ১২৩

অঙ্গের জন্য, খণ্ডের জন্য, রংগের জন্য ও তোমাদের নিজেদের জন্য তোমাদের সন্তানদের ঘরে বা তোমাদের পিতাদের ঘরে, মায়েদের, ভাইয়েদের, বোনদের, চাচাদের, ঝুঝুদের, মামাদের, খালাদের ঘরে বা সেসব ঘরে যার চাবি তোমাদের হাতে আছে, বা তোমাদের বন্ধুদের ঘরে খাওয়া দূর্ঘণীয় নয়। তোমরা একরে খাও বা আলাদা আলাদা খাও তাতে তোমাদের জন্য কোনো দোষ নেই, তবে যখন তোমরা ঘরে প্রবেশ করবে তখন তোমরা তোমাদের স্বজ্ঞনদেরকে সালাম করবে, এ আল্লাহর কাছে কল্যাণময় ও পবিত্র অভিবাদন। এভাবে আল্লাহ্ তোমাদের জন্য তাঁর নির্দেশ বিশদভাবে বিবৃত করেন যাতে তোমরা বুঝতে পার। — ২৪ সুরা নূর : ৬১

আর উটকে তোমাদের জন্য আল্লাহর নির্দশনগুলোর অন্যতম করেছি। তোমাদের জন্য এতে মঙ্গল রয়েছে। সুতরাং সারি রেঁধে দাঁড় করিয়ে ওদের জবাই করার সময় তোমরা আল্লাহর নাম নাও। যখন ওরা কাত হয়ে পরে যায় তখন তোমরা তার থেকে খাও ও খাওয়াও যে চায় না তাকে, আর যে চায় তাকেও। এভাবে আমি ওদেরকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছি যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। — ২২ সুরা হজ : ৩৬

হে বিশ্বাসিগণ ! তোমরা অঙ্গীকার পূর্ণ করবে। যে সব জন্তুর কথা তোমাদেরকে বলা হচ্ছে তা ছাড়া চতুর্পাদ গবাদি পশুকে তোমাদের জন্য হালাল করা হল, তবে এহ্রামরত অবস্থায় [হজ বা ওমরার সময়] শিকার হালাল (বৈধ) মনে করবে না। নিশ্চয় আল্লাহ যা ইচ্ছা আদেশ করেন। — ৫ সুরা মায়দা : ১

... যখন তোমরা এহ্রামমুক্ত হবে তখন শিকার করতে পার। — ৫ সুরা মায়দা : ২

লোকে তোমাকে প্রশ্ন করে, তাদের জন্য কী হালাল করা হয়েছে ? বলো, ‘সমস্ত তালো জিনিস তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে, আর শিকারি পশুপাখির যেগুলোকে তোমরা শিকার শিক্ষা দিয়েছ, যেভাবে আল্লাহ তোমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন, তারা যা তোমাদের জন্য ধরে তা থেকে পারবে। আর এতে তোমরা আল্লাহর নাম নেবে ও আল্লাহকে ভয় করবে। আল্লাহ হিসাব গ্রহণে অত্যন্ত তৎপর।

আজ তোমাদের জন্য সব ভালো জিনিস হালাল করা হল। যাদের কিতাব দেওয়া হয়েছে তাদের খাদ্যদ্রব্য তোমাদের জন্য হালাল আর তোমাদের খাদ্যদ্রব্য তাদের জন্য হালাল (করা হল)। — ৫ সুরা মায়দা : ৪

আল্লাহ তোমাদেরকে যে হালাল ও উত্তম জীবিকা দিয়েছেন, তার থেকে খাও ও আল্লাহকে ভয় করো যাঁর ওপরে তোমরা সকলে বিশ্বাস কর। — ৫ সুরা মায়দা : ৮৮

শয়তান তো মদ ও জুয়ার দ্বারা তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্রোহ ঘটাতে চায় এবং আল্লাহর ধ্যানে ও নামাজে তোমাদেরকে বাধা দিতে চায় ! তাহলে কি তোমরা নিবৃত্ত হবে না ?

আর আল্লাহর আনুগত্য করো ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করো এবং সতর্ক হও। যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, জেনে রাখো আমার রসূলের দায়িত্ব কেবল স্পষ্টভাবে প্রচার করা।

যারা বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে তারা আগে যা খেয়েছে তার জন্য তাদের কোনো পাপ নেই, যদি তারা সাবধান হয় ও বিশ্বাস করে এবং সৎকর্ম করে, সাবধান হয় ও বিশ্বাস করে, আবার সাবধান হয় ও সৎকর্ম করে। আর আল্লাহ তো সৎকর্মপার্যণদেরকে ভালোবাসেন।

হে বিশ্বাসিগণ ! তোমাদের হাত ও বর্ণ দিয়ে যা শিকার করা যায় সে-বিষয়ে আল্লাহ তোমাদেরকে পরীক্ষা করবেন যাতে আল্লাহ জানতে পারেন কে তাঁকে না দেখেও ভয় করে।

সুতরাং এরপর কেউ সীমালঞ্জন করলে তার জন্য নিদারুণ শাস্তি রয়েছে।

হে বিশ্বাসীগণ ! এহরামে থাকাকালে তোমরা শিকার-জন্মু বধ কোরো না। তোমাদের মধ্যে কেউ ইচ্ছা করে তা বধ করলে, যা বধ করল তার বদলা অনুরূপ গহপালিত জন্তু কাবাতে পাঠাতে হবে কেরবানির জন্য, যার ফয়সালা করবে দুজন ন্যায়পরায়ণ লোক। ওর প্রায়শিক্ত হবে দরিদ্রকে অন্নদান করা বা সমপরিমাণ রোজা করা যাতে সে নিজের কৃতকর্মের ফল ভোগ করে। যা গত হয়েছে আল্লাহ তা ক্ষমা করেছেন, আর কেউ তা আবার করলে আল্লাহ তাকে শাস্তি দেবেন। আর আল্লাহতো পরাক্রমশালী দণ্ডবিধাতা।

তোমাদের জন্য সমুদ্রের শিকার ও তা খাওয়া হালাল করা হয়েছে, তোমাদের ও মুসাফিরদের ভোগের জন্য। আর তোমরা যতক্ষণ এহৱামে থাকবে ততক্ষণ ডাঙ্গার শিকার তোমাদের জন্য অবৈধ। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর তাঁর কাছে তোমাদের একত্র করা হবে। — ৫ সুরা মায়িদা : ৯১-৯৬

তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে যত পশু, রক্ত ও শূকরমাংস, আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের নামে জ্বাই-করা পশু আর গলা-চিপে-মারা জন্ত, বাড়ি-খাওয়া মরা জন্ত, পড়ে-মরা জন্ত, শিৎ-এর ঘায়ে মরা জন্ত ও হিস্স পশুতে খাওয়া জন্ত, তবে তোমরা যা জ্বাই ক'রে পবিত্র করেছ তা ছাড়া। আর মৃত্তিপূজার বেদির ওপর বলি দেওয়া আর তীর দিয়ে তোমাদের ভাগ্য নির্ণয় করা, এ সব অনচার। আজ অবিশ্বাসীরা তোমাদের ধর্মের বিরোধিতা করতে সাহস করছে না, তাই তাদের ভয় কোরো না, শুধু আমাকে ভয় কর। আজ তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্ম পূর্ণ করলাম ও তোমাদের ওপর আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের ধর্ম মনোনীত করলাম। তবে যদি কেউ ক্ষুধার তাড়নায় বাধ্য হয়, কিন্তু ইচ্ছা ক'রে পাপের দিকে না ঝোকে, (তার জন্য) আল্লাহ্ তো ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।

— ৫ সুরা মায়িদা : ৩

খেয়ালখুশি : ওরা অবিশ্বাস করে ও নিজ খেয়ালখুশির অনুসরণ করে। প্রত্যেক ঘটনার গতি তার নির্ধারিত পরিণতির দিকে। — ৫৪ কর্ম : ৩

তুমি কি দেখ না তাকে যে তার কামনা-বাসনার উপাসনা করে? তুমি কি তার জন্য একালতি করবে? — ২৫ সুরা ফুরক্কান : ৪৩

তারপর ওরা যদি তোমার ডাকে সাড়া না দেয়, তা হলে জানবে ওরা কেবল নিজেদের খেয়ালখুশির অনুসরণ করে। আল্লাহর পথনির্দেশ অমান্য ক'রে যে ব্যক্তি নিজের খেয়ালখুশির অনুসরণ করে তার চেয়ে বড় বিভ্রান্ত আর কে? নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সীমালভ্যনকারী সম্প্রদায়কে পথ দেখান না! — ২৮ সুরা কাসাস : ৫০

বলো, ‘তোমরা আল্লাহ্ ছাড়া যাদের ডাকে তাদের উপাসনা করতে আমাকে নিষেধ করা হয়েছে।’

বলো, ‘আমি তোমাদের খেয়ালখুশির অনুসরণ করি না। করলে, আমি বিপথগামী হব ও যারা সৎপথ পেয়েছে তাদের একজন হতে পারব না।’ — ৬ সুরা আনআম : ৫৬

... অনেকে অজ্ঞানতাবশত নিজেদের খেয়ালখুশির দ্বারা অন্যকে বিপথগামী করে। তোমার প্রতিপালক সীমালভ্যনকারীদের সম্বন্ধে ভালো ক'রেই জানেন। — ৬ সুরা আনআম : ১১৯

... যারা আমার আয়াতকে প্রত্যাখান করেছে, যারা পরকালে বিশ্বাস করে না ও প্রতিপালকের সমকক্ষ দাঁড় করায় তুমি তাদের খেয়ালখুশির অনুসরণ কোরো না। — ৬ সুরা আনআম : ১৫০

এরপর আমি তোমাকে শরিয়তের বিধানে প্রতিষ্ঠিত করেছি। সুতরাং তুমি তা অনুসরণ করো, অজ্ঞদের খেয়ালখুশির অনুসরণ কোরো না। — ৪৫ সুরা জাপিয়া : ১৮

তুমি কি লক্ষ করেছ তাকে যে তার খেয়ালখুশিকে নিজের উপাস্য ক'রে নিয়েছে? আল্লাহ্ জেনেশুনেই তাকেই বিভ্রান্ত করেছেন, তার কান ও হাদ্যকে মোহর করে দিয়েছেন

এবং তার চোখের ওপর আবরণ রেখেছেন। তাই আল্লাহ মানুষকে বিভাস্ত করার পর কে তাকে পথের নির্দেশ দেবে। তবুও তোমরা কি উপদেশ গ্রহণ করবে না? — ৪৫ জাসিয়া : ২৩

আর যার হৃদয়কে আমি অমনোযোগী করেছি আমাকে সুরণ করার ব্যাপারে, যে তার খেয়ালখুশির অনুকরণ করে আর যার কাজকর্ম সীমা ছাড়িয়ে যায় তাকে তুমি অনুসরণ কোরো না। — ১৮ সুরা কাহাফ : ২৮

সীমালভনকারীরা অজ্ঞানতাবশত তাদের খেয়ালখুশির অনুসরণ করে থাকে। তাই আল্লাহ যাকে পত্রভট্ট করেছেন কে তাকে সৎপথ দেখাবে? তাদেরকে কেউ সাহায্য করবে না। — ৩০ সুরা বুপ : ২৯

... জ্ঞানপ্রাপ্তির পর তুমি যদি তাদের খেয়ালখুশির অনুসরণ কর তবে আল্লাহর বিপক্ষে তোমার কোনো অভিভাবক থাকবে না, আর কেউ সাহায্যও করবে না। — ২ সুরা বাকারা : ১২০

... তোমার কাছে জ্ঞান আসার পর যদি তুমি তাদের খেয়ালখুশির অনুসরণ কর তবে তুমি সীমালভন করবে। — ২ সুরা বাকারা : ১৪৫

তোমাদের খেয়ালখুশি বা কিতাবিদের খেয়ালখুশি অনুসারে কাজ হবে না। যে-কেউ মন্দ কাজ করবে সে তার প্রতিফল পাবে, আর আল্লাহ ছাড়া সে তার জন্য কোনো অভিভাবক ও সাহায্যকারী পাবে না। — ৪ নিসা : ১২৩

যে-লোক তার প্রতিপালক-প্রেরিত নির্দেশন অনুসরণ করে সে কি তার সমান, যার কাছে নিজের মন্দ কর্মগুলো মনে হয় শোভন ও যে নিজ খেয়ালখুশির অনুসরণ করে। — ৪৭ সুরা মুহাম্মদ : ১৪

এভাবে আমি আরবি ভাষায় অবতীর্ণ করেছি এক নির্দেশ। জ্ঞানপ্রাপ্তির পর তুমি যদি তাদের খেয়ালখুশির অনুসরণ কর তবে আল্লাহর বিরুদ্ধে তোমার কোনো অভিভাবক বা রক্ষক থাকবে না। — ১৩ সুরা রাদ : ৩৭

... সুতরাং আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন সেই অনুসারে তুমি তাদের মধ্যে বিচার করো ও যে-সত্য তোমার কাছে এসেছে তা ছেড়ে তাদের খেয়ালখুশির অনুসরণ কোরো না। — ৫ সুরা মায়দা : ৪৮

সুতরাং আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তুমি সেই অনুসারে তাদের মধ্যে বিচার কর, তাদের খেয়ালখুশির অনুসরণ কোরো না। আর এ সম্বন্ধে সতর্ক থাকো যাতে আল্লাহ যা তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছেন, ওরা তার কিছু থেকে তোমাকে বিচ্যুত করতে না পাবে। যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে জেনে রাখো যে, তাদের কোনো কোনো পাপের জন্য আল্লাহ তাদেরকে শাস্তি দিতে চান; আর মানুষের মধ্যে অনেকেই তো সত্যত্যাগী। — ৫ সুরা মায়দা : ৪৯

বল, ‘হে কিতাবিগণ! তোমরা তোমাদের ধর্ম সম্বন্ধে বাড়াবাড়ি কোরো না। আর যে সম্প্রদায় এর আগে পথভট্ট হয়েছে ও অনেককে পথভট্ট করেছে এবং সরল পথ হতে বিচ্যুত হয়েছে তোমরা তাদের খেয়ালখুশির অনুসরণ কোরা না। — ৫ সুরা মায়দা : ৭৭

শ্রিস্টান : কিতাবি, ইহুদি, খ্রিস্টান, সাবেয়ি ও মাজুস দ্র.। ঈসা দ্র.।

গজব : আল্লাহর প্রতিশ্রুতি ও মানুষের প্রতিশ্রুতির বাইরে যেখানেই তাদের পাওয়া গেছে সেখানেই তারা অপদস্থ হয়েছে। তারা আল্লাহর ক্ষেত্রে পাত্র হয়েছে ও দারিদ্র্যগ্রস্ত হয়েছে। এ এজন্য যে, তারা আল্লাহর নির্দর্শনগুলো অঙ্গীকার করত আর অন্যায়ভাবে নবিদের হত্যা করত ; এ এজন্য যে, তারা অবাধ্য হয়েছিল ও সীমালঙ্ঘন করেছিল। — ৩ সুরা আল-ই-ইমরান : ১১২

গিলমান : (জ্ঞানাতে যারা থাকবে) তাদের সেবায় নিয়োজিত থাকবে গিলমান (চিরকিশোরেরা) পানপাত্র, কুঁজো ও ঝরনাখৰা সুরায় ভরা পেয়ালা নিয়ে। সেই সুরাপানে তাদের মাথা ধরবে না, তারা জ্ঞান হারাবে না। — ৫৬ সুরা ওয়াকিয়া : ১৭-১৯

তাদের সেবায় নিয়োজিত থাকবে গিলমান (চিরকিশোরেরা), যারা সংরক্ষিত মুক্তির মতো। — ৫২ সুরা তুর : ২৪

তাদের সেবায় নিয়োজিত থাকবে গিলমান (চিরকিশোরেরা), যাদেরকে দেখে মনে হবে ওরা যেন বিক্ষিপ্ত মুক্তি। — ৭৬ সুরা দাহৱ : ১৯

গুজব রটনা : মুনাফিকরা ও যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে আর যারা শহরে গুজব রটিয়ে বেড়ায় তারা বিরত না হলে আমি নিশ্চয়ই তাদের বিরুদ্ধে তোমাকে প্রবল করব। এরপর এ-শহরে তারা অল্পসংখ্যকই থাকবে প্রতিবেশীরূপে অভিশপ্ত হয়ে ; ওদেরকে যেখানেই পাওয়া যাবে সেখানেই পাকড়াও করা হবে ও নির্মমভাবে হত্যা করা হবে। — ৩৩ সুরা আহজাব : ৬০-৬১

আর যখন শাস্তি বা ভয়ের কোনো সংবাদ তাদের কাছে আসে তখন তারা তা রটনা করে। যদি তারা তা রসূল বা তাদের কর্তৃপক্ষের গোচরে আনন্দ, তবে তাদের মধ্যে যারা খৈজখবর নেয় তারা তার যথার্থতা নির্ণয় করতে পারত। তোমাদের প্রতি যদি আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না থাকত, তবে তোমাদের কিছু লোক ছাড়া সকলে শয়তানের অনুসরণ করত। — ৪ সুরা নিসা : ৮৩

গুহাবাসী : তুমি মনে করে না যে, গুহা ও রাকিমের অধিবাসীরা আমার নির্দর্শনগুলোর মধ্যে আকর্ষ্য বিষয় ?

যখন যুবকেরা গুহায় আশ্রয় নিল তখন তারা বলল, ‘হে আমাদের প্রতিপালক ! তুমি নিজ থেকে আমাদেরকে অনুগ্রহ দান কোরো ও আমাদের জন্য আমাদের কাজকর্ম সঠিকভাবে পরিচালনার ব্যবস্থা করো।’

তারপর আমি ওদেরকে গুহায় কয়েক বছর ধূমস্ত অবস্থায় রাখলাম। পরে আমি ওদেরকে জাগালাম এই জ্ঞানবার জন্য যে, দু'দলের মধ্যে কোনটি ওদের অবস্থাকাল ঠিক নির্ণয় করতে পারে।

আমি তোমার কাছে ওদের ব্যাপ্তি ঠিকভাবে বয়ান করছি। ওরা ছিল কয়েকজন যুবক। ওরা ওদের প্রতিপালকের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করেছিল। আর আমি ওদের সৎপথে চলার শক্তি বাড়িয়ে দিয়েছিলাম। আর আমি ওদের চিন্ত দৃঢ় করে দিলাম, ওরা যখন উঠে দাঁড়াল তখন তারা বললো, ‘আমাদের প্রতিপালক আকাশ ও পৃথিবীর প্রতিপালক। আমরা কখনই তাঁর পরিবর্তে অন্য কোন উপাস্যকে ডাকব না ; যদি করি, তবে তা খুব খারাপ হবে।

আমাদেরই এ জাতভাইয়েরা তাঁর পরিবর্তে বহু উপাস্য গ্রহণ করেছে। এরা এসব উপাস্য সম্বন্ধে স্পষ্ট প্রমাণ উপস্থিতি করে না কেন? যে আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা বানায় সে ছাড়া বড় সীমালঙ্ঘনকারী আর কে? তোমরা যখন ওদের থেকে ও আল্লাহর পরিবর্তে যাদের উপসনা করে তাদের থেকে আলাদা হলে তখন তোমরা গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করো। তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের জন্য তাঁর দয়া বিস্তার করবেন এবং তিনি তোমাদের কাজকর্মকে ফলপ্রসূ করার ব্যবস্থা করবেন।'

তোমরা দেখলে দেখতে তারা গুহার প্রশস্ত চতুর অবস্থান করছে। সূর্য ওঠার সময় তাদের গুহার ডানে হেলে আছে আর ডোবার সময় তাদের বাম পাশ দিয়ে পার হচ্ছে। এ-সমস্ত আল্লাহর নির্দর্শন। আল্লাহ যাকে সংপূর্ণে পরিচালিত করেন সে সংপূর্ণপ্রাপ্ত, আর তিনি যাকে পথভৃষ্ট করেন তুমি কখনই তার কোনো পথপ্রদর্শনকারী বা অভিভাবক পাবে না।

তুমি মনে করতে ওরা জেগেছিল, কিন্তু ওরা ঘুমিয়ে ছিল। আমি ওদের ডানে ও বামে পাশ ফেরাতাম। আর ওদের কুকুরের সামনের দুই পা ছড়িয়েছিল গুহার দ্বারদেশে। ওদের দিকে তাকিয়ে দেখলে তুমি পিছন ফিরে পালাতে আর ভয়ে ঘাবড়ে যেতে।

আর এভাবেই আমি ওদেরকে ওঠালাভ যাতে ওরা একে অপরকে জিজ্ঞাসা করে। ওদের একজন বললো, ‘তোমরা কতকাল ধরে আছ?’ কেউ-কেউ বললো, ‘এক দিন বা এক দিনের কিছু অংশ।’ কেউ-কেউ বললো, ‘তোমরা কতকাল আছ তা তোমাদের প্রতিপালকই ভালো জানেন।’ এখন তোমাদের একজনকে তোমাদের এ-টাকা দিয়ে শহরে পাঠাও, সে যেন ভালো খাবার দেখে তোমাদের জন্য কিছু খাবার নিয়ে আসে। সে যেন বুদ্ধি করে কাজ করে ও কিছুতেই যেন তোমাদের সম্বন্ধে কাউকে কিছু জানতে না দেয়।’ ওরা যদি তোমাদের বিষয় জানতে পারে তবে তোমাদেরকে পাথর মেরে খুন করবে বা তোমাদেরকে ওদের ধর্মে ফেরাবে, আর তাহলে তোমরা কখনই সফল হবে না।’

আর এভাবেই আমি (মানুষকে) ওদের বিষয় জানিয়ে দিলাম যাতে তারা জানতে পারে যে, আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য ও কিয়ামতে কোনো সন্দেহ নেই।

যখন তারা তাদের কর্তব্য বিষয়ে নিজেদের মধ্যে তর্ক করছিল তখন অনেকে বললো, ‘ওদের ওপর সৌধ নির্মাণ করো।’ ওদের প্রতিপালক ওদের বিষয় ভালো জানেন। তাদের কর্তব্যবিষয়ে যাদের মত প্রবল হল তারা বলল, ‘আমরা তো অবশ্যই ওদের ওপর মসজিদ গড়ব।’

অজ্ঞানা বিষয়ে অনুমানের ওরপ নির্ভর ক’রে কেউ-কেউ বলবে, ‘ওরা ছিল তিনজন, ওদের কুকুর নিয়ে চারজন।’ আর কেউ-কেউ বলে, ‘ওরা ছিল সাতজন, ওদের কুকুর নিয়ে আটজন।’

বলো, ‘আমার প্রতিপালকই ওদের সংখ্যা ভালো জানেন। ওদের সংখ্যা অল্প কয়েকজনই জানে।’

যামুলি আলোচনা ছাড়া তুমি ওদের বিষয়ে তর্ক কোরো না আর ওদের কাউকেও ওদের বিষয়ে জিজ্ঞাসা কোরো না। — ১৮ সুরা কাহাফ : ৯-২২

ওরা ওদের গুহায় ছিল তিনশো নয় বছর। তুমি বলো, ‘তারা কতকাল ছিল তা আল্লাহই ভালো জানেন। আকাশ ও পথিবীর অজ্ঞাত বিষয়ের জ্ঞান তাঁরই। তিনি কত সুন্দরভাবে

দেখেন ও শোনেন। তিনি ছাড়া ওদের কোনো অভিভাবক নেই। তিনি কাউকেই নিজের কর্তৃত্বের শরিক করেন না।' — ১৮ সুরা কাহাফ़ : ২৫-২৬

গহ : বাস করার জন্য আল্লাহ্ তোমাদেরকে ঘর দিয়েছেন ও পশুর চামড়া দিয়ে তাঁবুর ব্যবস্থা করেছেন যা তোমাদের জন্য হালকা যখন তোমরা ভ্রমণ কর ও যখন তোমরা যাত্রাবিরতি কর, আর তাদের পশম, লোম ও চুল থেকে তোমাদের সুবিধার জন্য তিনি ব্যবস্থা করেছেন সাময়িক ব্যবহারের গহসামগ্রী। — ১৬ সুরা নাহল : ৮০

গোপন ও প্রকাশ্য : আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ দ্র।

গোপন পরামর্শ : হে বিশ্বাসিগণ ! তোমরা যখন গোপন পরামর্শ কর, সে-পরামর্শ যেন পাপাচরণ, সীমালঙ্ঘন ও রসূলের বিরুদ্ধাচারণ সম্পর্কে না হয়। তোমরা কল্যাণকর কাজ ও সাবধানতার বিষয় পরামর্শ কর। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর যাঁর কাছে তোমরা সমবেত হবে। গোপন পরামর্শ তো হয় শয়তানের প্ররোচনায়, বিশ্বাসীদেরকে দুঃখ দেওয়ার জন্য ; তবে আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া শয়তান তাদের সামান্যতম ক্ষতি করতে পারে না। বিশ্বাসীদের কর্তব্য আল্লাহর ওপর নির্ভর করা। — ৫৮ সুরা মুজাদালা : ৯-১০

গোপনীয়তা, ব্যক্তিগত : ব্যক্তিগত গোপনীয়তা দ্র।

মুৰ : আর মানুষের ধনসম্পদের কিছু অংশ জেনেশুনে অন্যায়ভাবে গ্রাস করার উদ্দেশ্য বিচারকদের মুৰ দিয়ো না। — ২ সুরা বাকারা : ১৮৮

চন্দ্র ও সূর্য : ... আর সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্রাজি তাঁরই আজ্ঞাধীন, তিনিই তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। — ৭ সুরা আরাফ : ৫৪

আর সূর্য তার নিদিষ্ট গঙ্গির মধ্যে আবর্তন করে। এ শক্তিমান, সর্বজ্ঞ কর্তৃক সুনির্দিষ্ট। আর চন্দ্রের জন্য আমি বিভিন্ন কক্ষপথ নির্দিষ্ট করেছি, অবশ্যে তা শুকনো বাঁকা খেজুরশাখার আকার ধারণ করে। সূর্য চন্দ্রের নাগাল পায় না, রাত্রি দিনকে অতিক্রম করে না ও প্রত্যেক নিজে নিজে কক্ষপথে সাঁতার কাটে। — ৩৬ সুরা ইয়াসিন : ৩৮-৪০

কত মহান তিনি যিনি আকাশে বুরুজ [রাশিচক্র] সৃষ্টি করেছেন এবং সেখানে স্থাপন করেছেন এক প্রদীপ্ত সূর্য ও জ্যোতির্ময় চন্দ্র। — ২৫ সুরা ফুরুকান : ৬১

... তিনি সূর্য ও চন্দ্রকে নিয়ন্ত্রণাধীন করেন। প্রত্যেকে আবর্তন করে এক নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত ...। — ৩৫ সুরা ফাতির : ১৩ ; ৩৯ সুরা জুমার : ৫ ; ১৩ সুরা রাদ : ২

তিনি সূর্যকে তেজস্কর ও চন্দ্রকে জ্যোতির্ময় করেছেন এবং তার কক্ষপথ নির্দিষ্ট করেছেন যাতে তোমরা বৎসর গণনা ও কালনির্ণয়ের জ্ঞান লাভ করতে পার। আল্লাহ্ নির্থক এসব সৃষ্টি করেননি। এসব নির্দেশন তিনি জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য বিশদভাবে বর্ণনা করেন। — ১০ সুরা ইউনুস : ৫

তিনিই উষার উল্লেখ ঘটান আর তিনিই বিশ্বামের জন্য রাত্রি এবং গণনার জন্য চন্দ্র ও সূর্যকে সৃষ্টি করেছেন। এসব পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ কর্তৃক সুবিন্যস্ত। — ৬ সুরা আনামাম : ৯৬

তুমি কি দেখ না, আল্লাহ্ রাত্রিকে দিনে ও দিনকে রাত্রিতে পরিবর্তন করেন? তিনি চন্দ্র ও সূর্যকে নিয়মের অধীনে করেছেন। প্রত্যেককে এক নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত আপন পথে আবর্তন

করে। তোমরা যা কর আল্লাহ্ তা তো জানেন। এসবই প্রমাণ যে, আল্লাহই ক্ষব সত্য। আর ওরা তার পরিবর্তে যাকে ডাকে তা অসত্য। আল্লাহ্ তিনি তো সমুচ্ছ, মহান। — ৩১ : সুরা নূকমান ২৯-৩০

তাঁর নিদর্শনগুলোর মধ্যে রয়েছে রাত্রি ও দিন, সূর্য ও চন্দ্র। তোমরা সূর্যকে সিঞ্জদা কোরো না, চন্দ্রকেও নয়। তোমরা সিঞ্জদা করো আল্লাহকে যিনি এগুলো সৃষ্টি করেছেন, যদি তোমরা তাঁর অনুগত হয়ে থাক। — ৪১ সুরা হা-মিক-সিঞ্জদা : ৩৭

আর তিনি তোমাদের অধীন করেছেন রাত্রি, দিন, সূর্য ও চন্দ্রকে ; নক্ষত্রাঙ্গিও অধীন হয়েছে তাঁরই বিধানে। নিশ্চয়ই এর মধ্যে চিঞ্চাশীল সম্প্রদায়ের জন্য রয়েছে নির্দর্শন। — ১৬ সুরা নাহল : ১২

তোমরা কি লক্ষ করনি আল্লাহ্ কীভাবে সাত স্তরে সাজানো আকাশ সৃষ্টি করেছেন আর সেখানে চন্দ্রকে আলো হিসাবে ও সূর্যকে প্রদীপ হিসাবে স্থাপন করেছেন ? — ১১ সুরা নৃহ : ১৫-১৬

তিনি তোমাদের অধীন করেছেন সূর্য ও চন্দ্রকে যারা প্রতিনিয়ত একই নিয়মের অনুবর্তী। আর তোমাদের অধীন করেছেন রাত্রি ও দিনকে। — ১৪ সুরা ইব্রাহিম : ৩৩

আল্লাহ্ সৃষ্টি করেছেন রাত্রি ও দিন এবং সূর্য ও চন্দ্রকে। প্রত্যেকেই নিজ নিজ কক্ষপথে বিচরণ করে। — ২১ সুরা আল্বিয়া : ৩৩

সূর্য ও চন্দ্র নির্দিষ্ট কক্ষপথে ঘোরে। — ৫৫ সুরা রহমান : ৫

চাওয়া ও পাওয়া : মানুষ যা চায় তা-ই কি পায় ? ইহকাল ও পরকাল তো আল্লাহরই। — ৫৩ সুরা নজ্ম : ২৪-২৫

আর মানুষ তা-ই পায় যা সে করে। — ৫৩ সুরা নজ্ম : ৩৯

চুক্তি : হে বিশ্বাসিগণ ! তোমরা যখন একে অন্যর সাথে ঝণসংক্রান্ত কারবার করবে, তখন তা লিখে রেখো, আর তোমাদের মধ্যে কোনো লেখক যেন ন্যায্যভাবে লিখে দেয়। লেখক লিখতে অঙ্গীকার করবে না। যেহেতু আল্লাহ্ তাকে শিক্ষা দিয়েছেন, সুতরাং সে যেন লেখে। আর ঝণগ্রহীতা যেন লেখার বিষয় বলে দেয় ও তার প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করে, আর কিছু যেন কম না লেখায়। কিন্তু ঝণগ্রহীতা যদি নির্বোধ বা দুর্বল হয় বা লেখার বিষয়বস্তু বলে দিতে না পারে, তবে যেন তার অভিভাবক ন্যায্যভাবে লেখার বিষয়বস্তু বলে দেয়। আর তোমাদের পছন্দমতো দুইজন পুরুষকে সাক্ষী রাখবে, আর যদি দুইজন পুরুষ না থাকে, তবে একজন পুরুষ ও দুইজন শ্রীলোক। শ্রীলোকদের মধ্যে একজন ভূল করলে তাদেরকে অন্যজন সুরুণ করিয়ে দেবে। সাক্ষীদের যখন ডাকা হবে তখন যেন তারা অঙ্গীকার না করে। আর এ (ঝণ) কম হোক বা বেশি হোক, মেয়াদ লিখতে তোমরা বিরক্ত হয়ে না। আল্লাহর কাছে এ বেশি ন্যায় ও প্রমাণের জন্য বেশি পাকাপোক্ত, আর তোমাদের মধ্যে যেন সন্দেহ না জাগে তার জন্য প্রশ্ন। কিন্তু তোমরা পরস্পর যে-ব্যাবসার নগদ আদানপ্রদান কর তা তোমরা না লিখে রাখলে কোনো দোষ নেই। তোমরা যখন পরস্পরের মধ্যে বেচাকেনা কর তখন সাক্ষী রেখো। লেখক ও সাক্ষী যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, যদি তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত কর তবে এ হবে তোমাদের জন্য অন্যায়। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। আল্লাহই তো তোমাদের শিক্ষা

দেন। আল্লাহ সকল বিষয়ে ভালো করেই জানেন। যদি তোমরা সফরে থাক এবং কোনো লেখক না পাও তবে বঙ্গক রাখা বৈধ। তোমরা একে অপরকে বিশ্বাস করলে যাকে বিশ্বাস করা হয় যে যেন আমানত ফেরত দেয় এবং তার প্রতিপালক আল্লাহকে যেন ভয় করে। আর তোমরা সাক্ষ্য গোপন কোরো না। প্রকৃতপক্ষে যে তা গোপন করে তার অন্তর তো অপরাধ করে। তোমরা যা কর আল্লাহ তা ভালো করেই জানেন। — ২ সুরা বাকারা : ২৮২-২৮৩

... আর যারা বিশ্বাস করেছে কিন্তু ধর্মের জন্য হিজরত করেনি, হিজরত না করা পর্যন্ত তাদের অভিভাবকভূরে দায়িত্ব তোমার নেই। আর ধর্ম সম্বন্ধে যদি তারা তোমাদের সাহায্য প্রার্থনা করে তবে তাদের সাহায্য করা তোমাদের কর্তব্য, অবশ্য তাদের বিরুদ্ধে নয় যে-সম্প্রদায়ের সঙ্গে তোমাদের মধ্যে চুক্তি রয়েছে। তোমরা যা কর আল্লাহ তা ভালো করেই দেখেন। — ৮ সুরা আনফাল : ৭২

আর প্রত্যেকের জন্য আমি উত্তরাধিকার নির্ধারিত করেছি যা পিতামাতা ও নিকট আত্মীয়রা রেখে যায় সে-সম্পর্কে। আর যাদের সঙ্গে তোমরা ডান হাত দিয়ে তোমরা আবাদ হয়েছে তাদের প্রাপ্য তাদেরকে দাও। আল্লাহ তো সবকিছু দেখেন। — ৪ সুরা নিসা : ৩৩

সম্পর্ক ছেদ করা হলো আল্লাহ ও রসূলের পক্ষ থেকে সে-সকল অংশীবাদীর সাথে, যাদের সাথে তোমরা চুক্তিবন্ধ হয়েছিলে। তারপর তোমরা এদেশে চার মাস কাল ঘোরাফেরা করো ও জেনে রাখো যে তোমরা আল্লাহকে পরিশ্রান্ত করতে পারবে না। আর আল্লাহ অবিশ্বাসীদেরকে অপদস্থ করে থাকেন। — ৯ সুরা তওবা : ১-২

তবে অংশীবাদীদের মধ্যে যাদের সাথে তোমরা চুক্তিতে আবদ্ধ ও পরে যারা চুক্তিরক্ষায় কোনো ক্রটি করেনি আর তোমাদের বিরুদ্ধে কাউকে সাহায্যও করেনি, তাদের সাথে নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত চুক্তি পালন করবে। নিশ্চয় আল্লাহ সাবধানিদেরকে ভালোবাসেন। তারপর নিষিদ্ধ মাস অতিবাহিত হল অংশীবাদীদেরকে যেখানে পাবে বধ করবে। তাদেরকে বন্দী করবে, অবরোধ করবে ও তাদের জন্য প্রত্যেক ঘাঁটিতে ওত পেতে থাকবে। কিন্তু যদি তারা তওবা করে, নামাজ কায়েম করে ও জাকাত দেয় তবে তাদের পথ ছেড়ে দেবে। আল্লাহ তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। — ৯ সুরা তওবা : ৪-৫

আল্লাহ ও তাঁর রসূলের কাছে অংশীবাদীদের যুক্তি কী করে বলবৎ থাকবে? তবে যাদের সাথে মসজিদ-উল-হারামের কাছে তোমরা পারম্পরিক চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিলে, যতদিন তারা তোমাদের সঙ্গে (চুক্তিতে) সুদৃঢ় থাকবে তোমরাও তাদের সঙ্গে (চুক্তিতে) সুদৃঢ় থাকবে! নিশ্চয় আল্লাহ সাবধানিদেরকে ভালোবাসেন। কেমন করে থাকবে যখন তারা তোমাদের ওপর সুবিধা করতে পারলে তোমাদের আত্মীয়তার বা অঙ্গীকারের কোনো ঝর্ণাদা দেয় না? তাদের মুখ তোমাদেরকে মুগ্ধ করে, কিন্তু তাদের অন্তর তোমাদের প্রতি বিরুপ। আর তাদের অধিকাংশই তো সত্যত্যাগী। তারা আল্লাহর আয়াতকে নগণ্য মূল্যে বিক্রি করে ও তাঁর পথে লোকদেরকে বাধা দেয়। তারা যা করে তা তো খারাপ! তারা কোনো বিশ্বাসীর সাথে আত্মীয়তা ও অঙ্গীকারের ঝর্ণাদা রাখে না, তারাই সীমান্তবন্ধনকরী। — ৯ সুরা তওবা : ৭-১০

চুক্তি রদ : যদি তুমি কোনো সম্প্রদায়ের কাছ থেকে বিশ্বাসভঙ্গের আশঙ্কা কর তবে তুমি একইভাবে ছুড়ে ফেলে দাও (তাদের অঙ্গীকারকে)। আল্লাহ তো বিশ্বাসভঙ্গ-কারীদেরকে ভালোবাসেন না। — ৮ সুরা আনফাল : ৫৮

আর তারা যদি চুক্তির পর তাদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে ও তোমাদের ধর্ম সম্পর্কে বিদ্যুপ করে তবে অবিশ্বাসীদের প্রধানদের সাথে যুদ্ধ করবে। এরা এমন লোক যাদের প্রতিশ্রুতি প্রতিশ্রুতিই নয়। হয়ত তারা নিরস্ত্র হতে পারে। — ৯ সুরা তওবা : ১২

চূড়ান্ত প্রমাণ : বলো, ‘চূড়ান্ত প্রমাণ তো আল্লাহরই। তিনি যদি ইচ্ছা করতেন তবে তোমাদের সকলকে তিনি সৎপথে পরিচালিত করতেন।’ — ৬ সুরা আনআম : ১৪৯

চুরি : চোর, পুরুষ হোক বা নারী হোক, তার হাত কেটে ফেলো। এ আল্লাহর তরফ থেকে তাদের কৃতকর্মের ফল ও দ্বিতীয়মূলক শাস্তি। আল্লাহ তো শক্তিমান তত্ত্বজ্ঞানী। কিন্তু কেউ অত্যাচার করার পর অনুশোচনা করলে ও নিজেকে সংশোধন করলে আল্লাহ তার প্রতি অনুকূল্য করেন। আল্লাহ তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। — ৫ সুরা মায়দা : ৩৮-৩৯

চেষ্টা : যারা বিশ্বাসী হয়ে পরকাল কামনা করে ও তার জন্য যথাযথ চেষ্টা করে তাদেরই চেষ্টা স্বীকৃত হবে। তোমার প্রতিপালক তার দাক্ষিণ্যে এদেরকে (যারা পরকাল কামনা করে) ও ওদেরকে (যারা পার্থিব সুখ কামনা করে) সাহায্য করেন এবং তোমার প্রতিপালকের দাক্ষিণ্য বারিত নয়। লক্ষ কর, আমি কীভাবে তাদের কাউকে অন্য কারও ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি আর পরকাল তো মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ, আর শ্রেয়ত্বেও শ্রেষ্ঠতর। — ১৭ সুরা বনি-ইসরাইল : ১৯-২১

ছায়া : তুমি কি দেখ না কীভাবে তোমার প্রতিপালক ছায়া বিস্তার করেন? তিনি তো ইচ্ছা করলে একে স্থির রাখতে পারতেন। তারপর তিনি সূর্যকে নিয়োগ করেছেন এর পথপ্রদর্শক হিসাবে; তারপর একে ধীরে ধীরে গুটিয়ে আনেন। — ২৫ সুরা ফুরকান : ৪৫-৪৬

আর আল্লাহ যা-কিছু সৃষ্টি করেছেন তার থেকে তিনি তোমাদের জন্য ছায়ার ব্যবস্থা করেন ও তোমাদের জন্য পাহাড়ে আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেন, আর তোমাদের জন্য ব্যবস্থা করেন পরিধেয় বস্ত্রের যা তোমাদেরকে তাপ থেকে রক্ষা করে। আর তিনি তোমাদের জন্য ব্যবস্থা করেছেন বর্মের যা তোমাদেরকে যুদ্ধে রক্ষা করে। এভাবে তিনি তোমাদের ওপর তাঁর অনুগ্রহ পূর্ণ করেন যাতে তোমরা আত্মসমর্পণ কর। — ১৬ সুরা নাহল : ৮১

জবরদস্তি : ওরা যা বলে আমি তে জানি। তোমাকে ওদের ওপর জবরদস্তি করার জন্য পাঠানো হয়নি। সুতরাং যে আমার শাস্তিকে ভয় করে তাকে কোরানের সাহায্যে উপদেশ দাও। — ৫০ সুরা কাফ : ৪৫

তোমার প্রতিপালক ইচ্ছা করলে পৃথিবীতে যারা আছে তারা সকলেই বিশ্বাস করত। তাহলে কি তুমি বিশ্বাসী হওয়ার জন্য মানুষের উপর জবরদস্তি করবে? আল্লাহর অনুমতি ছড়া বিশ্বাস করা কারও সাধ্য নেই। আর যারা বোঝে না আল্লাহ তাদের কল্যাণিণি করবেন। — ১০ সুরা ইউনুস : ৯৯-১০০

ধর্মে কোনো জবরদস্তি নেই। — ২ সুরা বাকারা : ২৫৬

জ্বুর : ... আমি দাউদকে দিয়েছিলাম জ্বুর। — সুরা নিসা : ১৬৩

জ্বুর কিতাবে উপদেশ উল্লেখের পর আমি লিখে দিয়েছি যে আমার যোগ্যতাসম্পন্ন দাসেরা পৃথিবীর অধিকারী হবে। এতে সে-সম্প্রদায়ের জন্য বাণী রয়েছে যারা উপাসনা করে। — ২১ সুরা আল্বিয়া : ১০৫

জ্বাবদিহি : তোমরা তো জাহানাম দেখবেই ! আবার বলি, তোমরা তো তা দেখবেই চাক্ষুষ প্রত্যয়ে ! তারপর সেদিন তোমাদেরকে তোমাদের আরাম-উপভোগ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে। — ১০২ সুরা তাকাসুর : ৬-৮

মানুষ কি মনে করে তাকে এমনি ছেড়ে দেওয়া হবে ? — ৭৫ সুরা কিয়ামা : ৩৬

তারপর যাদের কাছে (রসূল) পাঠানো হয়েছিল তাদের আমি অবশ্যই জিজ্ঞাসা করব এবং রসূলদেরও জিজ্ঞাসা করব। তারপর জানা মতে আমি তাদের কার্যাবলী তাদের কাছে বিব্রত করব। আর আমি তো অনুপস্থিত ছিলাম না। সেদিন ওজন ঠিকভাবেই করা হবে। যাদের পাল্লা ভারী হবে তারাই হবে সফলকাম আর যাদের পাল্লা হালকা হবে তারাই হবে ক্ষতিগ্রস্ত, কারণ তারা আমার নির্দশন প্রত্যাখ্যান করেছিল। — ৭ সুরা আরাফ : ৬-৯

যারা তাদের প্রতিপালককে সকালে ও সন্ধ্যায় তাঁর সন্তুষ্টি লাভের জন্য ডাকে তাদের তুমি তাড়িয়ে দিয়ো না। তাদের কর্মের জ্বাবদিহির দায়িত্ব তোমার নয়, আর তোমার কোনো কর্মের জ্বাবদিহির দায়িত্ব তাদের নয় যে তুমি তাদের তাড়িয়ে দিবে, তাড়িয়ে দিলে তুমি সীমালঞ্চনকারীদের শামিল হবে। — ৬ সুরা আনআম : ৫২

ওদের (অত্যাচারীদের) কর্মের জ্বাবদিহির দায়িত্ব তাদের নয় যারা সাবধানতা অবলম্বন করে; তবে উপদেশ দেওয়া তাদের কর্তব্য যাতে ওরা সাবধান হয়। — ৬ সুরা আনআম : ৬৯

অবশ্য যারা ধর্ম সম্বন্ধে নানা মতের সৃষ্টি করেছে ও বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়েছে তাদের কোনো কাজের দায়িত্ব তোমার নয়, তাদের বিষয় আল্লাহর এখতিয়ারে। আল্লাহ তাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে তাদেরকে জানিয়ে দেবেন। — ৬ সুরা আনআম : ১৫৯

বলো, ‘আমাদের পাপের জন্য তোমাদের জ্বাবদিহি করতে হবে না। আর তোমরা যা কর সে-সম্পর্কে আমাদেরও জ্বাবদিহি করতে হবে না।’ — ৩৪ সুরা সাবা : ২৫

...তোমরা যা কর সে-বিষয়ে অবশ্যই তোমাদের প্রশ্ন করা হবে। — ১৬ সুরা নাহল : ৯৩

জরা : শৈশব, যৌবন, জরা ও বার্ধক্য দ্র.।

জল, বায়ু, মেঘ ও বাতি : মানুষ তার খাদ্যের প্রতি লক্ষ্য করুক (কেমন করে) আমি প্রচুর বারিবর্ষণ করি, তারপর ভূমিকে বিদীর্ণ করি এবং তার মধ্যে উৎপন্ন করি শস্য, আঙুর, শাকসবজি, জ্যুতুন, খেজুব, গাছগাছালির বাগান, ফল ও গবাদি খাদ্য। এ তোমাদের ও তোমাদের আনআমের ভোগের জন্য। — ৮০ সুরা আবাসা : ২৪-৩২

শপথ (সেই বায়ুর যাদের) একের পর এক আলতো করে ছেড়ে দেওয়া হয়, যারা বড়ের বেগে ধেয়ে যায় ! শপথ তাদের যারা উড়িয়ে নিয়ে যায় ও ছড়িয়ে ছিন্নভিন্ন করে, তারপর পাঠায় এক অনুশাসন ! যাতে ওজর-আপত্তির অবকাশ না থাকে ও তোমরা সতর্ক হও। তোমাদের যে-প্রতিক্রিতি দেওয়া হয়েছে তা আসবেই। — ৭৭ সুরা মুরসালাত : ১-৭

আকাশ থেকে আমি বর্ষণ করি উপকারী বষ্টি ও তা দিয়ে সৃষ্টি করি বাগান, শস্য এবং উচু খেজুব গাছ যাতে থাকে গুচ্ছ গুচ্ছ খেজুব, আমার দাসদের জীবিকাশরূপ। বষ্টি দিয়ে আমি মৃত জমি সঞ্চালিত করি; এভাবে ঘটবে পুনরুত্থান। — ৫০ সুরা কাফ : ৯-১১

তিনিই তাঁর অনুগ্রহের পূর্বে সুসংবাদবাহী বাতাসকে ছেড়ে দেন যতক্ষণ পর্যন্ত না তা ঘনমেঘ বয়ে নিয়ে আসে। তারপর আমি তাকে প্রাণহীন জমির কাছে পাঠাই, পরে তার থেকে আমি বৃষ্টি ঝরাই। তারপর আমি তা দিয়ে যাবতীয় ফলমূল উৎপাদন করি। এভাবে মৃতকে আমি জীবিত করি যাতে তোমরা শিক্ষালাভ করতে পার। আর যে-জমি ভালো তার ফসল প্রতিপালকের আদেশে উৎপন্ন হয়, আর যা খারাপ সেখানে পরিশ্রম ছাড়া কিছুই জন্মায় না। এভাবে কৃতজ্ঞ সম্প্রদায়ের জন্য নির্দেশনগুলো আমি নানাভাবে বর্ণনা করি। — ৭ সুরা আরাফ : ৫৭-৫৮

তিনিই নিজ অনুগ্রহের পূর্বে সুসংবাদবাহী বাতাস পাঠান ও আকাশ থেকে বিশুদ্ধ পানি বর্ষাগ, এ দিয়ে মৃত জমিকে জীবিত ও অসংখ্য জীবজন্তু ও মানুষের তৃষ্ণা নিবারণের (জন্য)। আর আমি এ ওদের মধ্যে বিতরণ করি যাতে ওরা সুরণ করে। কিন্তু বেশির ভাগ লোক কেবল অকৃতজ্ঞতাই প্রকাশ করে। — ২৫ সুরা ফুরকান : ৪৮-৫০

তিনিই দুটি সাগরকে প্রবাহিত করেছেন, যার একটির পানি সুমিষ্ট ও সুপেয় আর অপরটির পানি লবণাক্ত ও বিস্তাদ, বুক ঝালা করে। — ২৫ সুরা ফুরকান : ৫৩

আর তিনিই মানুষকে পানি থেকে সৃষ্টি করেছেন...। ২৫ সুরা ফুরকান : ৫৪

আল্লাহই বায়ু প্রেরণ করে তা দিয়ে মেঘমালা সঞ্চালিত করেন। তারপর তিনি তা প্রাণহীন জমির দিকে পরিচালিত করেন, তারপর তিনি তা দিয়ে মাটিকে তার মৃত্যুর পর আবার জীবিত করেন। পুনরুত্থান এভাবেই হবে। — ৩৫ সুরা ফাতির : ৯

তুমি কি দেখনা আল্লাহই আকাশ থেকে বৃষ্টিপাত করেন আর এ দিয়ে বিচ্ছির বর্ণের ফলমূল জন্মান। — ৩৫ সুরা ফাতির : ২৭

তোমরা যে পানি পান কর সে-সম্পর্কে কি তোমরা চিন্তা করেছ? তোমরাই কি তা মেঘ থেকে নামিয়ে আন, না আমি তা বর্ষণ করি। আমি ইচ্ছা করলে তা লোনা করে দিতে পারি। তবুও তোমরা কেন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর না? — ৫৬ সুরা ওয়াকিয়া : ৬৮-৭০

যখন আরশ পানির ওপর ছিল তখন তিনিই আকাশ ও পৃথিবী ছয় দিনে সৃষ্টি করেন — তোমাদের মধ্যে কে আচরণে ভালো তা পরীক্ষা করার জন্য। — ১১ সুরা হুদ : ৭

বলো, ‘প্রশংসা আল্লাহরই ; আর শান্তি তাঁর মনোনীত দাসদের ওপর! ’ শ্রেষ্ঠ কে? আল্লাহ, না ওরা যাদের শরিক করে তারা? না তিনি, যিনি সৃষ্টি করেছেন আকাশ ও পৃথিবী আর আকাশ থেকে তোমাদের জন্য বারিবর্ষণ করেন, তারপর তা-ই দিয়ে মনোরম উদ্যান সৃষ্টি করেন, যার গাছপালা গজাবার ক্ষমতা তোমাদের নেই। আল্লাহর সঙ্গে অন্য কোনো উপাস্য আছে কি? তবুও ওরা এমন এক সম্প্রদায় যারা সত্য থেকে সরে যায়। — ২৭ সুরা নম্রল : ৫৯-৬০

আমি (পরাগ ও বারি) বহনকারী বায়ুরাশি প্রেরণ করি ; তারপর আকাশ থেকে বারিবর্ষণ করি ও তা তোমাদের পান করতে দিই, তার ভাগুর তোমাদের কাছে নেই। — ১৫ সুরা হিজর : ২২

আর তিনিই আকাশ থেকে বারিবর্ষণ করেন, তারপর তা দিয়ে সব রকম গাছের চারা ওঠান, তাপর তা থেকে সবুজ পাতা গজান, পরে তার থেকে ঘনসন্ধিবিষ্ট শস্যদানা সৃষ্টি করেন। আর তিনি খেজুরগাছের মাথি থেকে ঝুঁলন্ত কাঁদি বের করেন, আর আঙুরের বাগান

সৃষ্টি করেন, (সৃষ্টি করেন) জয়তুন ও ডালিম, যা একে অন্যের মতো, আবার নয়ও। যখন তাদের ফল ধরে ও ফল পাকে তখন সেগুলোর দিকে লক্ষ কর ; নিশ্চয়ই এদের মধ্যে বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য নির্দেশন রয়েছে। — ৬ সুরা আনআম : ৯৯

তিনি বিনা থামে আকাশ তৈরি করেছেন, তোমরা তা দেখছ। তিনিই পৃথিবীতে পাহাড় বসিয়েছেন যাতে এ তোমাদের নিয়ে ঢলে না পড়ে। আর তাতে ছড়িয়ে দিয়েছেন নানা রকম জীবজন্তু। তিনিই আকাশ থেকে বারিবর্ষণ করেন, এর মধ্যে সব রকম সুন্দর জোড়া (জিনিস) উৎপাদন করেন। — ৩১ সুরা লুকমান : ১০

তুমি কি দেখ না, আল্লাহ আকাশ থেকে বারিবর্ষণ করেন, তাপের তাকে ভূমিতে স্রোতাকারে প্রবাহিত করেন এবং তা দিয়ে বিবিধ বর্ণের ফসল উৎপন্ন করেন ? পরে যখন তা শুকিয়ে যায় তখন তোমরা তা হলুদবর্ণ দেখ। অবশেষে তাকে তিনি খড়কুটায় পরিণত করেন। নিশ্চয় এতে বোধশক্তিসম্পন্নদের জন্য উপদেশ রয়েছে। — ৩৯ সুরা জুমার : ২১

আর তাঁর একটি নির্দেশন এই যে, তুমি জমিকে উষ্ণ দেখতে পাও ; তাপের আমি সেখানে বারিবর্ষণ করলে তা জীবনের রোমাঞ্চ অনুভব করে ও স্ফীত হয়। যিনি মাটিকে জীবিত করেন, তিনিই জীবিত করবেন মৃতদেরকে। তিনি তো সববিষয়ে সর্বশক্তিমান। — ৪১ সুরা হা�-মিম-সিজ্দা : ৩৯

ওরা যখন হতাশ হয়ে পরে তখন তিনি বৃষ্টি পাঠান ও তাঁর করুণা বিস্তার করেন। তিনিই তো অভিভাবক, প্রশংসার যোগ্য। — ৪২ সুরা শুরা : ২৮

তিনি ইচ্ছা করলে বাতাস স্তুর্য করে দিতে পারেন, তার ফলে জলযানগুলো সমুদ্রের বুকে নিশ্চল হয়ে পড়বে। যারা ধৈর্য ধরে ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তাদের জন্য তো এর মধ্যে নির্দেশন রয়েছে। — ৪২ সুরা শুরা : ৩৩

তিনি আকাশ থেকে বারিবর্ষণ করেন পরিমিতভাবে আর তা দিয়ে প্রাণহীন জমিকে আবার জীবিত করেন। এভাবেই তোমাদেরকে আবার ওঠানো হবে। — ৪৩ সুরা জুখুরফ : ১১

নির্দেশন রয়েছে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য রাত্রি ও দিনের পরিবর্তনে, যে বৃষ্টি দিয়ে পৃথিবীকে তার মৃত্যুর পর আবার জীবিত করেন তার মধ্যে, আর বায়ুর পরিবর্তনে। এগুলো আল্লাহর আয়াত যা তিনি তোমার কাছে আব্রুতি করেছেন যথাযথভাবে। সুতরাং আল্লাহর আয়াতের পরিবর্তে ওরা আর কার বাণীতে বিশ্বাস করবে ? — ৪৫ সুরা জাসিম্যা : ৫-৬

তিনিই আকাশ থেকে বারিবর্ষণ করেন, ওর মধ্যে তোমাদের জন্য রয়েছে পানীয় আর তার থেকে গাছপালা জম্মায় যাতে তোমরা পশু চারণ করে থাক। তিনি তোমাদের জন্য তা দিয়ে শস্য জম্মান, জয়তুন, খেজুর, আঙুর আর সবরকম ফল। অবশ্যই এর মধ্যে তো চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য নির্দেশন রয়েছে। — ১৬ সুরা নাহল : ১০-১১

আল্লাহ আকাশ থেকে বারিবর্ষণ করেন ও তা দিয়ে তিনি জমিকে তার মৃত্যুর পর আবার প্রাণ দেন। অবশ্যই এর মধ্যে যে—সম্প্রদায় কথা শোনে তাদের জন্য নির্দেশন আছে। — ১৬ সুরা নাহল : ৬৫

তিনিই আল্লাহ, যিনি আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, যিনি আকাশ হতে পানি বর্ষণ করে তার দ্বারা তোমাদের জীবিকার জন্য ফলমূল উৎপাদন করেন...। — ১৪ সুরা ইস্রাইল : ৩২

অবিশ্঵াসীরা কি ভেবে দেখেনা যে, আকাশ ও পৃথিবী ওতপ্রোতভাবে মিশেছিল। তাপর আমি উভয়কে পৃথক ক'রে দিলাম এবং প্রাণবান সমস্ত কিছু পানি থেকে সংষ্ঠি করলাম। তবুও কি ওরা বিশ্বাস করবে না? — ২১ সুরা আম্বিয়া : ৩০

আর আমি আকাশ থেকে পরিমিতভাবে বারিবর্ষণ করি, তারপর আমি তা মাটিতে ধ'রে রাখি, আমি তা সরিয়ে নিতেও পারি। তারপর আমি তা দিয়ে তোমাদের জন্য খেজুর ও আঙুরের বাগান সৃষ্টি করি, এর মধ্যে তোমাদের জন্য থাকে প্রচুর ফল, আর তা থেকে তোমরা খেয়ে থাকো। — ২৩ সুরা মুমিনুন : ১৮-১৯

বলো, 'তোমরা ভেবে দেখেছ কি যদি পানি মাটির নিচে তোমাদের নাগালের বাহিরে চলে যায় কে, তবে কে তোমাদের জন্য পানি বইয়ে দেবে?' — ৬৭ সুরা মুলক : ৩০

ওরা কি লক্ষ করে না, আমি উষর ভূমির ওপর পানি প্রবাহিত করে তার সাহায্যে শস্য উদ্গত করি যার থেকে ওদের আনআম (গবাদিপশু) ও ওরা আহার করে? ওরা কি তবুও লক্ষ করবে না? — ৩২ সুরা সিজদা : ২৭

আমি মেঘমালা হতে মুষলধারে বৃষ্টিপাত করি, তা দিয়ে উৎপন্ন করি শস্য, উদ্ভিদ ও ঘনসন্ধিবিষ্ট উদ্যান। — ৭৩ সুরা নাবা : ১৪-১৬

আর তার নির্দর্শনাবলির মধ্যে আর-এক নির্দর্শন, তিনি তোমাদের দেখান বিদ্যুৎ, যা ভয় ও ভরসা সঞ্চার করে; আর তিনি আকাশ থেকে বৃষ্টি ঝরান ও তা দিয়ে মাটিকে তার ম্ত্যুর পর আবার জীবিত করেন। এর মধ্যে অবশ্যই বোধশক্তিসম্পন্ন সম্পদায়ের জন্য তো নির্দর্শন রয়েছে। — ৩০ সুরা রূম : ২৪

আর তাঁর নির্দর্শনগুলোর মধ্যে এক নির্দর্শন, তোমাদেরকে সুসংবাদ দেওয়ার জন্য ও তাঁর অনুগ্রহ আস্থাদন করাবার জন্য তিনি বায়ু প্রেরণ করেন যার সাহায্যে তাঁর বিধানে জলযানগুলো বিচরণ করে, তোমরা যাতে তাঁর অনুগ্রহ সঞ্চান করতে পার ও তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হয়। — ৩০ সুরা রূম : ৪৬

আল্লাহ্ বায়ু প্রেরণ করেন, ফলে তা মেঘমালাকে সঞ্চালিত করে; তারপর তিনি একে যেমন ইচ্ছা আকাশে ছড়িয়ে দেন, পরে তাকে চূণবির্চূণ করেন, আর তুমি তার থেকে বৃষ্টি ঝরা দেখতে পাও। তাঁর দাসদের মধ্যে তিনি যাদের ওপর ইচ্ছা এ দান করেন, ওরা তখন খুশিতে উৎফুল্ল হয়। ওদের কাছে বৃষ্টি পাঠানোর পূর্বে ওরা তো নিরাশ থাকে। আল্লাহর অনুগ্রহের ফল স্মৃক্ষে চিন্তা করো, কীভাবে তিনি জুমির ম্ত্যুর পর তাকে আবার জীবিত করেন, এভাবেই আল্লাহ্ মৃতকে জীবিত করবেন; কারণ, তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। আর আমি যদি এমন বাতাস পাঠাই যার ফলে ওরা দেখে (শস্য) হলদে হয়ে গেছে তখন তো তারা অক্তজ্ঞ হয়ে পরে। — ৩০ সুরা রূম : ৪৮-৫১

তুমি যদি ওদেরকে জিজ্ঞাসা কর মাটি শুকিয়ে যাওয়ার পর আকাশ থেকে বৃষ্টি ঝরিয়ে কে তাকে আবার প্রাপ দেয়? ওরা অবশ্যই বলবে 'আল্লাহ্'। বলো 'প্রশংসা আল্লাহরই', কিন্তু ওদের অনেকেই এ বুঝতে পারে না। — ২৯ সুরা আনকাবুত : ৬৩

আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে, রাতি ও দিনের পরিবর্তনে, মানুষের উপকারে যা লাগে তা নিয়ে জাহাজের সম্মুদ্যোত্ত্ব, সেই বৃষ্টিতে যা আল্লাহ্ আকাশ থেকে বর্ষণ করেন যার দ্বারা মৃত

পৃথিবীকে পুনরুজ্জীবিত করেন ও সেখানে যাবতীয় জীবজগত বিস্তার ঘটান, সেই বায়ু প্রবাহের পরিবর্তনে এবং আকাশ ও পৃথিবীর সেবায় নিয়োজিত সেই মেঘমালায় তো জ্ঞানী লোকের জন্য বহু নির্দর্শন রয়েছে। — ২ সুরা বাকারা : ১৬৪

তিনিই তোমাদেরকে দেখান বিদ্যুত যা তয় ও ভরসার সঞ্চার করে এবং তিনি সৃষ্টি করেন ঘন মেঘ। — ১৩ সুরা রাদ : ১২

তিনি আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেন, নদীনালাগুলো পাত্র অনুসারে তা বয়ে নিয়ে যায়। আর যে-ফেনা ওপরে ভেসে ওঠে স্রোত তা টেনে নিয়ে যায়। যখন অলংকার বা তৈজসপত্র তৈরি করার জন্য আগুন তাতানো হয় তখন এমন আবর্জনা ওপরে উঠে আসে। এভাবে আল্লাহ সত্য ও অসত্যের দৃষ্টিস্তুতি দিয়ে থাকেন। যা আবর্জনা তা ফেলে দেওয়া হয় আর যা মানুষের উপকারে আসে তা জমিতে থেকে যায়। এভাবে আল্লাহ উপমা দিয়ে থাকেন। — ১৩ সুরা রাদ : ১৭

তুমি কি দেখ না যে, আল্লাহ মেঘমালাকে সঞ্চালিত করেন, তারপর তাদের একত্র করেন ও পরে পুঁজীভূত করেন, তুমি দেখতে পাও, তারপর তার থেকে বৃষ্টি নামে। আকাশের শিলাস্তুপ থেকে তিনি বর্ষণ করেন শিলা, আর এ দিয়ে তিনি যাকে ইচ্ছা আঘাত করেন ও যাকে ইচ্ছা তার ওপর থেকে এ অন্য দিকে ফিরিয়ে দেন। মেঘের বিদ্যুৎ-ঝলক যেন দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নেয়। — ২৪ সুরা নূর : ৪৩

আল্লাহ পানি হতে সমস্ত জীব সৃষ্টি করেছেন। — ২৪ সুরা নূর : ৪৫

তুমি মাটিকে দেখ, নিষ্পাণ তারপর আমি সেখানে বৃষ্টিবর্ষণ করলে তার রোমাঞ্চ লাগে, ফুলেক্ষেপে ওঠে এবং জন্ম দেয় নানান সুন্দর জিনিস। — ২২ সুরা হজ : ৬

জলযান : ওদের জন্য এক নির্দর্শন এই যে, আমি ওদের বংশধরগণকে এক বোঝাই জাহাজে চাড়িয়েছি আর ওদের জন্য অনুরূপ যানবাহন সৃষ্টি করেছি যাতে ওরা চড়তে পারে। আমি ইচ্ছা করলে ওদেরকে ডোবাতে পারি ; তখন ওদেরকে কেউ সাহায্য করবে না ; আর ওরা নিস্তার পাবে না। ওদের ওপর আমার অনুগ্রহ না হলে আর ওদেরকে কিছুকালের জন্য জীবন উপভোগ করতে না দিলে (তা-ই হতো)। — ৩৬ সুরা ইয়াসিন : ৪১-৪৪

তোমাদের প্রতিপালক তিনিই যিনি তোমাদের জন্য সমুদ্রে জলযান পরিচালিত করেন, যার ফলে তোমরা অনুগ্রহ সঞ্চান করতে পার। তিনি তো তোমাদেরকে বড় দয়া করেন। — ১৭ সুরা বনি-ইসরাইল : ৬৬

আমি তো আদমসত্ত্বাকে মর্যাদা দান করেছি, স্থলে ও সমুদ্রে ওদের চলাচলের জন্য বাহন দিয়েছি...। — ১৭ সুরা বনি-ইসরাইল : ৭০

তুমি কি লক্ষ কর না যে, আল্লাহর অনুগ্রহে জলযানগুলো সমুদ্রে বিচরণ করে যাতে করে তিনি তোমাদের তাঁর কিছু নির্দর্শন দেখাতে পারেন। প্রত্যেক ধৈর্যশীল, কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য এতে অবশ্যই নির্দর্শন রয়েছে। যখন কোনো চেউ টাঁদোয়ার মতো তাদেরকে চেলে ফেলে, তখন তারা আল্লাহকে ডাকতে থাকে (তাদের) ধর্মকে তাঁর জন্য বিশুদ্ধ করে ; কিন্তু যখন তিনি তাদের কূলে ভিড়িয়ে উঞ্চার করেন তখন তাদের কেউ-কেউ মাঝপথ দিয়ে চলতে

থাকে। আর বিশ্বাসঘাতক, অকৃতজ্ঞ ছাড়া কেউ তো তাঁর নির্দর্শনাবলী অঙ্গীকার করে না। —
৩১ সুরা লুকমান : ৩১-৩২

... আর ওদের (আনামের) ওপর ও জলযান তোমাদেরকে বহন করা হয়। — ৪০
সুরা মুমিন : ৮০

তাঁর অন্যতম নির্দর্শন সমুদ্রগামী পাহাড়প্রমাণ জাহাজগুলো। তিনি ইচ্ছা করলে বাতাস স্তুক করে দিতে পারেন; তার ফলে জাহাজগুলো সমুদ্রের বুকে নিশ্চল হয়ে পড়বে। যারা ধৈর্য ধরে ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তাদের জন্য তো এর মধ্যে নির্দর্শন রয়েছে। তিনি আরোহীদের কৃতকর্মের জন্য জাহাজগুলোকে ডুবিয়ে দিতে পারেন, আর আবার অনেককে তিনি ক্ষমাও করেন যাতে যারা আল্লাহর নির্দর্শন সম্পর্কে তর্ক করে তারা জানতে পারে যে, তাদের কোন নিস্তার নেই। — ৪২ সুরা শুরা : ৩২-৩৫

... আর তিনি তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন জলযান ও পশু যার ওপরে চড়তে পার।
— ৪৩ সুরা জুখুরুফ : ১২

আল্লাহ তো সমুদ্রকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন, যাতে তাঁর আদেশে জলযানগুলো সমুদ্রের বুকে চলাচল করতে পারে ও যাতে তোমরা তাঁর অনুগ্রহ অনুসন্ধান করতে পার এবং তার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। — ৪৫ সুরা জাসিয়া : ১২

তিনি সমুদ্রকে অধীন করেছেন যাতে তোমরা তার থেকে তাজা মাছ আহার করতে পার ও তার থেকে (রত্তাদি) আহরণ করতে পার যা দিয়ে তোমরা নিজেদের অলংকৃত কর। আর তোমরা দেখতে পাও তার বুক চিরে জলযান চলাফেরা করে। আর এ এজন্য যে তোমরা যেন তাঁর অনুগ্রহ সন্ধান করতে পার ও তোমরা যেন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। — ১৬ সুরা নাহল : ১৪

তিনিই আল্লাহ, যিনি আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, যিনি আকাশ হতে পানি বর্ষণ ক'রে তার দ্বারা তোমাদের জীবিকার জন্য ফলমূল উৎপাদন করেন, যিনি জলযানকে তোমাদের অধীন করেছেন যাতে তা তাঁর আদেশে সমুদ্রে বিচরণ করে, আর যিনি নদীকেও তোমাদের অধীন করেছেন। — ১৪ সুরা ইব্রাহিম : ৩২

আর তাঁর নির্দর্শনগুলোর মধ্যে এক নির্দর্শন, তোমাদেরকে সুসংবাদ দেওয়ার জন্য ও তাঁর অনুগ্রহ আস্বাদন করাবার জন্য তিনি বায়ু প্রেরণ করেন, যার সাহায্যে তাঁর বিধানে জলযানগুলো বিচরণ করে, তোমরা যাতে তাঁর অনুগ্রহ সন্ধান করতে পারো ও তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হয়। — ৩০ সুরা রূম : ৪৬

ওরা যখন জলযানে আরোহণ করে তখন ওরা পবিত্র মনে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহকে ডাকে। তারপর তিনি যখন ওদেরকে উদ্ধার করে ডাঙায় নামিয়ে বিপদমুক্ত করেন তখন ওরা তাঁর সঙ্গে শরিক করে। এভাবে ওরা ওদের ওপর আমার দান অঙ্গীকার করে ও ভোগবিলাসে মত থাকে। শীঘ্ৰই (এর ফল) ওরা জানতে পারবে। — ২৯ সুরা আনকাবুত : ৬৫-৬৬

আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে, রাত্রি ও দিনের পরিবর্তনে, মানুষের উপকারে যা লাগে তা নিয়ে জাহাজের সমুদ্রাত্ম, সেই বৃষ্টিতে যা আল্লাহ, আকাশ থেকে বর্ষণ করেন যার দ্বারা মত পৃথিবীকে পুনরুজ্জীবিত করেন ও সেখানে যাবতীয় জীবজন্তুর বিস্তার ঘটান, সেই বায়ুপ্রবাহের

পরিবর্তনে এবং আকাশ ও পথিবীর সেবায় নিয়োজিত মেষমালায় তো জ্ঞানী লোকের জন্য বহু নির্দশন রয়েছে। — ২ সুরা বাকারা : ১৬৪

সমুদ্রে বিচরণশীল জলযানগুলো তাঁরই নিয়ন্ত্রণে পর্বতের (বা পতাকার) মতো শোভা পায়। সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অঙ্গীকার করবে? — ৫৫
সুরা রহমান : ২৪-২৫

জ্ঞানাত : নামাজ ও জ্ঞানাত দ্র.।

জ্ঞানারিয়া ও ইয়াহুইয়া : কাফ্-হা-ইয়া-আইন-সাদ। এ তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহের বিবরণ তাঁর দাস জ্ঞানারিয়ার ওপর, যখন সে তার প্রতিপালককে নিভতে ডেকেছিল। সে বলেছিল, ‘আমার হাড় নরম হয়ে গেছে, বুড়ো বয়সে আমার মাথার চুল সাদা চকচক করছে। হে আমার প্রতিপালক! তোমাকে ডেকে আমি কখনও ব্যর্থ হইনি। আমি চলে যাওয়ার পর আমার ভয় স্বগোত্রদের নিয়ে। আমার স্ত্রী বক্ষ্য। তাই তুমি তোমার কাছ থেকে আমার উত্তরাধিকারী দাও, যে আমার উত্তরাধিকারিত্ব করবে ও উত্তরাধিকারিত্ব করবে ইয়াকুবের বৎশের। আর হে আমার প্রতিপালক! তাকে (তোমার) সন্তোষজনক করো।’

তিনি বললেন, ‘হে জ্ঞানারিয়া! আমি তোমাকে এক পুত্রের সুসংবাদ দিছি, তার নাম হবে ইয়াহুইয়া; এর আগে আমি এ-নামে কারও নামকরণ করিনি।’

সে বললো, ‘হে আমার প্রতিপালক! কেমন করে আমার পুত্র হবে যখন আমার স্ত্রী বক্ষ্য ও আমি বয়সের শেষ সীমায় পৌছেছি।

তিনি বললেন, ‘এমনই হবে।’ তোমার প্রতিপালক বললেন, ‘এ আমার জন্য সহজসাধ্য। আমি তো তোমাকে সৃষ্টি করেছি যখন তুমি কিছুই ছিলে না।’

জ্ঞানারিয়া বললো, ‘হে আমার প্রতিপালক! আমাকে একটা নির্দশন দাও।’

তিনি বললেন, ‘তোমার নির্দশন এই যে তুমি সুস্থ অবস্থায় কারও সাথে তিন দিন কথা বলবে না।’

তারপর সে ঘর থেকে বেরিয়ে তার সম্প্রদায়ের কাছে এল ও ইঙ্গিতে তাদেরকে সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর পবিত্র মহিমাকীর্তন করতে বললো।

আমি বললাম ‘হে ইয়াহুইয়া! এ-কিতাব শক্ত করে ধর।’ আমি তাকে শৈশবে দিয়েছিলাম প্রস্তা আর আমার কাছ থেকে দাঙ্গিণ্য ও পবিত্রতা। সে ছিল সাবধানি, পিতামাতার অনুগত এবং সে উক্ত বা অবাধ্য ছিল না। তার ওপর ছিল শাস্তি যেদিন সে জন্মলাভ করে, আর (শাস্তি) থাকবে যেদিন তার মৃত্যু হবে ও যেদিন তাকে জীবিত অবস্থায় আবার ওঠানো হবে। — ১৯ সুরা মরিয়ম : ১-১৫

আর আমি জ্ঞানারিয়া, ইয়াহুইয়া, ঈসা ও ইলিয়াসকেও সংপথে পরিচালিত করেছিলাম। এরা সকলে সজ্জনদের অন্তর্ভুক্ত। — ৬ সুরা আনআম : ৮৫

আর সুরণ কর জ্ঞানারিয়ার কথা, যখন সে তার প্রতিপালককে আহ্বান ক'রে বলেছিল, ‘হে আমার প্রতিপালক! আমাকে নিঃস্তান রেখো না, তুমি তো চূড়ান্ত মালিকানার অধিকারী।’

তারপর আমি তার ডাকে সাড়া দিয়েছিলাম ও তাকে দান করেছিলাম ইয়াহ্যাই ও তার জন্য তার শ্রীকে বন্ধ্যত্বমুক্ত করেছিলাম। তারা সৎকাজে প্রতিযোগিতা করত। তারা আমাকে ভরসা ও ভয়ের সাথে ডাকত আর আমার কাছে তারা ছিল বিনীত। — ২১ সুরা আব্রিয়া : ৮৯-৯০

তারপর তার প্রতিপালক তাকে (মরিয়মকে) ভালোভাবেই গ্রহণ করেন ও তাকে ভালোভাবেই মানুষ করেন এবং তিনি তাকে জাকারিয়ার তত্ত্ববধানে রেখেছিলেন। যখনই জাকারিয়া তার সঙ্গে ঘরে দেখা করতে যেত তখনই তার কাছে খাবারদাবার দেখতে পেত। সে বলত, ‘ও মরিয়ম ! এসব তুমি কোথেকে পেলে ?’

সে বলত, ‘এসব আল্লাহর কাছ থেকে !’

নিশ্চয় আল্লাহ যাকে ইচ্ছা অশেষ জীবিকা দান করেন। সেখানে জাকারিয়া তার প্রতিপালকের কাছে প্রার্থনা করে বললো, ‘হে আমার প্রতিপালক ! আমাকে তুমি তোমার কাছ থেকে সৎ বংশধর দান কর। নিশ্চয় তুমি প্রার্থনা শোন !’

যখন সে নামাজে ব্যস্ত ছিল তখন ফেরেশ্তারা তাকে সম্বোধন করে বললো, ‘আল্লাহ তোমাকে ইয়াহ্যাইর সুসংবাদ দিচ্ছেন, সে হবে আল্লাহর বাণীর সমর্থক, নেতা, জিতেন্দ্রিয় ও পৃথ্বীবানদের মধ্যে একজন নবি !’

সে বললো, ‘হে আমার প্রতিপালক ! আমার পুত্র হবে কেমন করে ? আমার বার্ধক্য এসেছে আর আমার শ্রী বন্ধ্য !’

তিনি বললেন, ‘এভাবেই। আল্লাহ যা ইচ্ছা তা করেন।’

সে বললো, ‘হে আমার প্রতিপালক ! আমাকে একটা নির্দশন দাও !’

তিনি বললেন, ‘তোমার নির্দশন এই যে, তিন দিন তুমি ইশ্রায় ছাড়া কথা বলতে পারবে না ও তোমার প্রতিপালককে বেশি করে সূরণ করবে, আর সংক্ষ্যায় ও সকালে তাঁর পরিত্র মহিমা ঘোষণা করবে !’ — ৩ সুরা আল-ই-ইমরান : ৩৭-৪১

জাকুম : অতঃপর হে পথভূষ্ট মিথ্যবাদী ! তোমরা অবশ্যই আহার করবে জাকুম বৃক্ষ থেকে ও তা দিয়ে তোমাদের পেটে পূরতে হবে। — ৫৬ সুরা ওয়াকিয়াহ : ৫১-৫৩

এই-ই কি উত্তম আপ্যায়ন, না জাকুম বৃক্ষ ? সীমালভনকারীদের জন্য পরীক্ষাস্বরূপ আমি এ সৃষ্টি করেছি। এ গাছ জাহানামের তলদেশ থেকে ওঠে, এর গুচ্ছ শয়তানের মাথার মতো। সীমালভনকারীরা এ খাবে ও এ দিয়ে উদৱ পূর্তি করবে। তার ওপর ওদেরকে ফুটন্ত পানি দেওয়া হবে। পরে ওদেরকে নিয়ে যাওয়া হবে জাহানামের দিকে। ওরা ওদের পূর্বপুরুষদেরকে বিপথগামী হিসাবে পেয়েছিল। আর ওরা নির্বিচারে তাদের পদার্থক অনুসরণ করেছিল। ওদের আগেও পূর্ববর্তীদের অনেকেই বিপথগামী হয়েছিল, আর আমি তাদের মধ্যে সতর্ককারী পাঠ্যেছিলাম। অতএব লক্ষ করো যাদের সতর্ক করা হয়েছিল তাদের পরিণাম কী হয়েছিল। অবশ্য আল্লাহর বিশুদ্ধচিত্ত দাসদের কথা স্বতন্ত্র। — ৩৭ সুরা সাফ্ফাত : ৬২-৭৪

জাকুম বৃক্ষ হবে পাপীর খাদ্য, গলিত তামার মতো তা তার পেটে ফুটতে থাকবে। উত্তপ্ত পানি যেমন ফুটতে থাকে। — ৪৪ সুরা দুখান : ৪৩-৪৬

আমি যখন কোন জনপদ ধৰণস করতে চাই তখন ওর সমৃদ্ধশালী ব্যক্তিদের সংকর্ম করতে) আদেশ করি, কিন্তু ওরা সেখানে অসৎ কর্ম করে, তখন তার ওপর শাস্তি ন্যায়সংগত হয়ে যায় ও আমি তা সম্পূর্ণরূপে ধৰণস করি। — ১৭ সুরা বনি ইসরাইল : ১৬

প্রত্যেক জাতির জন্য আছে একজন রসূল, আর যখন ওদের রসূল এসেছে তখন ন্যায়বিচারের সাথে ওদের মীমাংসা হয়েছে, আর ওদের ওপর জুলুম করা হয়নি। — ১০ সুরা ইউনুস : ৪৭

বলো, ‘আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন, তার ছাড়া আমার নিজের ভালোমন্দের ওপর আমার কোনো অধিকার নেই। প্রত্যেক জাতির জন্য এক নির্দিষ্ট কাল আছে। যখন তাদের সময় আসবে তখন তারা মুহূর্তকালও দেরি বা তাড়াতাড়ি করতে পারবে না।’ — ১০ সুরা ইউনুস : ৪৯

কোন জাতিই তার নির্ধারিত কালকে তাড়াতাড়ি এগিয়ে আনতে পারে না, দেরিও করতেও পারে না। — ১৫ সুরা হিজর : ৫, = ২৩ সুরা মুমিনুন : ৪৩

আল্লাহ ইচ্ছা করলে তোমাদেরকে এক জাতি করতে পারতেন, কিন্তু তিনি যাকে ইচ্ছা বিভাস্ত করেন ও যাকে ইচ্ছা সংপথে পরিচালিত করেন। তোমরা যা কর সে—বিষয়ে অবশ্যই তোমাদের প্রশ়্ন করা হবে। — ১৬ সুরা নাহল : ৯৩

... আল্লাহ অবশ্যই কোনো সম্প্রদায়ের অবস্থা পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ না তারা নিজেদের অবস্থা নিজেরা পরিবর্তন করে। কোনো সম্প্রদায়ের সম্পর্কে যদি আল্লাহ অশুভ কিছু ইচ্ছা করেন তবে তা রদ করার কেউ নেই, আর তিনি ছাড়া ওদের কোনো অভিভাবক নেই। — ১৩ সুরা রাদ : ১১ [মানুষ একজাতি দ্র.]

জানজ্ঞাবিল : সেখানে (জ্ঞানাতে) তাদের পান করতে দেওয়া হবে জানজ্ঞাবিলের পানি মিশ্রিত এক পানীয়, সেখানে থাকবে সালসাবিল নামক এক ঝরনা। — ৭৬ সুরা দাহর : ১৭-১৮

জ্ঞানাত : প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ দুর্ক্ষতির জন্য দায়ী থাকবে, তবে যারা ডান পাশে থাকবে তারা নয়। জ্ঞানাত তারা পরম্পরাকে জিজ্ঞাসা করবে অপরাধীদের সম্পর্কে...। — ৭৪ সুরা মুদ্দাস্মির : ৩৮-৪১

হে প্রশাস্ত আত্মা ! তুমি তোমার প্রতিপালকের কাছে ফিরে এসো, (নিজে) সম্মত হয় ও (তাঁকে) সম্মত করো। আমার দাসদের শামিল হও এবং আমার জ্ঞানাতে প্রবেশ করো। — ৮৯ সুরা ফাজর : ২৭-৩০

সাবধানিরা থাকবে ছায়া ও ঝরনাবৃত্তা ছানে, তাদের কাঙ্ক্ষিত ফলমূলের প্রাচুর্যের মধ্যে। (তাদেরকে বলা হবে), ‘তোমাদের কর্মের ফলস্বরূপ তোমরা তত্পুর সাথে পানাহার কর।’ এভাবে আমি সংকর্মপরায়ণদেরকে পূর্ম্মত করে থাকি। — ৭৭ সুরা মুরসালাত : ৮১-৮৮

জ্ঞানাত উপস্থিত করা হবে সাবধানিদের কাছে। (তাদেরকে বলা হবে), ‘তোমাদের মধ্যে আল্লাহর অনুরাগী ও সাবধানিদের প্রত্যেককে এরই প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল।’ যারা না দেখে করণায় আল্লাহকে ভয় করত ও তাঁর কাছে নম্বৰভাবে উপস্থিত হতো (তাদেরকে বলা

হবে), ‘তোমরা শাস্তির সাথে ওখানে প্রবেশ কর ; এই দিন থেকেই অনন্ত জীবনের শুরু।’ সেখানে তারা যা কামনা করবে তা-ই পাবে ; আর আমার কাছে রয়েছে তারও বেশি। — ৫০
সুরা কাফः : ৩১-৩৫

সাবধানিরা থাকবে নহরধৌত জান্মাতে, যোগ্য আসনে, সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহর কাছে। — ৫৪ সুরা কামার : ৫৪-৫৫

এ এক মহৎ দ্রষ্টান্ত। সাবধানিরের জন্য রয়েছে উন্নত আবাস, চিরস্থায়ী জান্মাত যার দরজা তাদের জন্য খোলা থাকবে। সেখানে তারা বসবে হেলান দিয়ে, সেখানে তারা যত খুশি ফলমূল ও পানীয়ের জন্য আদেশ দেবে। আর তাদের পাশে থাকবে আনন্দনয়না সমবয়স্কা তরঙ্গীরা। বিচারদিনের জন্য তোমাদের এরই প্রতিশ্রুতি দেওয়া হচ্ছে। এ-ই আমার দেওয়া জীবনের উপকরণ যা নিঃশেষ হবে না। এ হল সাবধানিরের জন্য। — ৩৮ সুরা সাদ : ৪৯-৫৫

অবশ্যই যারা আমার নির্দশনকে প্রত্যাখ্যন করে ও অহংকারে তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, আকাশের দরজা তার জন্য খোলা হবে না আর তারা জান্মাতেও চুক্তে পারবে না যতক্ষণ না সুচের ফুটোয় উট চুক্তে পারে। এভাবে আমি অপরাধীদেরকে প্রতিফল দেব। — ৭ সুরা আরাফ : ৪০

আমি কাউকে তার সাধ্যাতীত দায়িত্বভার অর্পণ করি না। যারা বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে তারাই জান্মাতে বাস করবে, সেখানে তারা থাকবে চিরকাল। আর আমি তাদের অন্তর হতে মালিন্য দূর করব, তাদের নিচে নদী বইবে ও তারা বলবে, ‘প্রশংসা আল্লাহরই যিনি আমাদেরকে এর পথ দেখিয়েছেন। আল্লাহ আমাদেরকে পথ না দেখালে আমরা কখনও পথ পেতাম না। আমাদের প্রতিপালকের রসূলেরা তো সত্য বাণী এনেছিল।’

আর তাদের সম্বোধন করে বলা হবে যে ‘তোমরা যা করতে তারাই জন্য তোমাদের এ-জান্মাতের উন্নতাধিকারী করা হয়েছে।’

জান্মাতবাসীরা অগ্নিবাসীদের সম্বোধন করে বলবে ‘আমাদের প্রতিপালক আমাদের যে-প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন আমরা তা সত্য পেয়েছি। আমাদের প্রতিপালক তোমাদেরকে যে-প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তোমরা তা সত্য পেয়েছ কি ?’

ওরা বলবে, ‘হ্যা !’ তারপর এক ঘোষাকারী তাদের কাছে ঘোষণা করবে, ‘আল্লাহর অভিশাপ সীমালঞ্জনকারীদের ওপর... !’ — ৭ সুরা আরাফ : ৪২-৪৪

এদিন জান্মাতবাসীরা আনন্দে ঘৃণ থাকবে, তারা ও তাদের সঙ্গীরা শীতল ছায়ায় থাকবে ও সুসংজ্ঞিত আসনে হেলান দিয়ে বসবে। সেখানে তাদের জন্য থাকবে ফলমূল ও আকাশিক্ষত সবকিছু। পরম দয়ালু প্রতিপালকের পক্ষ হতে তাদের বলা হবে, ‘সালাম’। — ৩৬ সুরা ইয়াসিন : ৫৫-৫৮

ওদেরকে জিজ্ঞাসা করো, ‘এই-ই ভালো, না স্থায়ী জান্মাত যার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে সাবধানিরেকে ? এ-ই তো তাদের পুরুষ্কার ও প্রত্যাবর্তনস্থল। সেখানে তারা যা চাইবে তা-ই পাবে ও থাকবে চিরকাল। এই প্রতিশ্রুতি পালনের দায়িত্ব তোমার প্রতিপালকেরই।’ — ২৫
সুরা ফুরুকান : ১৫-১৬

তারপর আমি দাসদের মধ্যে তাদেরকে কিতাবের অধিকারী করলাম যাদেরকে আমি মনোনীত করেছি। তবে তাদের কেউ নিজের প্রতি অত্যাচারী, কেউ মিতচারী আর কেউ আঞ্চাহার নির্দেশে তালো কাজে এগিয়ে যায়। এ এক যথা অনুগ্রহ। তারা প্রবেশ করবে স্থায়ী জাগ্রাতে যেখানে তাদেরকে স্বণনির্মিত ও মুক্তাখচিত কঙ্কণ দিয়ে অলঙ্কৃত করা হবে এবং সেখানে তাদের পোশাক পরিছিদ হবে রেশেমের। আর তারা বলবে, ‘প্রশংসা আঞ্চাহার যিনি আমাদের দুংখদুর্শা দূর করেছেন। নিষ্ঠাই আমাদের প্রতিপালক ক্ষমাতীল, গুণগ্রাহী, যিনি নিজ অনুগ্রহে আমাদেরকে স্থায়ী আবাস দিয়েছেন যেখানে আমাদের কষ্ট বা ক্লান্তি স্পর্শ করে না।’ — ৩৫ সুরা ফাতির : ৩২-৩৫

এ স্থায়ী জাগ্রাত — অদ্য বিষয় — যার প্রতিশ্রুতি করণাময় তাঁর দাসদের দিয়েছেন। তাঁর প্রতিশ্রুতি বিষয় তো আসবেই। সেখানে তারা শাস্তি ছাড়া কোনো নির্বর্থক কথা শুনবে না আর সেখানে সকাল-সন্ধ্যা তাদের জন্য থাকবে জীবনের উপকরণ। এ-ই জাগ্রাত, আমার দাসদের মধ্যে যারা সাবধানি তাদের উত্তোধিকার। — ১৯ সুরা মরিয়ম : ৬১-৬৩

আর যারা তাঁর কাছে বিশ্বাসী হয়ে ও সংকর্ম করে উপস্থিত হবে তাদের জন্য রয়েছে উচু মর্যাদা, স্থায়ী জাগ্রাত, যার নিচে নদী বইবে সেখানে তারা থাকবে চিরকাল, আর এ-পুরুষ্কার তাদেরই জন্য যারা পবিত্র। — ২০ সুরা তাহা : ৭৫-৭৬

...আর যারা আগে যাবে তারা তো আগেই থাকবে। তারাই থাকবে আঞ্চাহার কাছে জাগ্রাতুন নাস্তিমে [সুখকর উদ্যান]। এদের অনেকে থাকবে যারা আগে চলে গিয়েছে তাদের মধ্য থেকে। আর কিছু থাকবে যারা পরে আসবে তাদের মধ্যেও। তারা মুখেযুবি হয়ে হেলান দিয়ে বসবে স্বর্ণচিত্ত আসনে। তাদের সেবায় নিয়োজিত থাকবে চিরকিশোরেয়া, পানপাত্র, কুঁজো ও ঝরনাবরা সুরায় ভরা পেয়ালা নিয়ে। সেই সুরাপানে তাদের মাথা ধরবে না, তার জ্ঞান হারাবে না। ওরা পরিবেশন করবে তাদের পছন্দমতো ফলমূল, তাদের আকাঙ্ক্ষিত পাখির মাংস। সেখানে তাদের জন্যে থাকবে আনতনয়ন হর, সংরক্ষিত মুক্তোর মতো। তাদের কর্মের পুরুষ্কার স্বরূপ। সেখানে তারা অসার বা পাপকথা শুনবে না, কেবল শুনবে সালাম [শাস্তি] আর সালাম [শাস্তি]।

যার ডান পার্শ্বে থাকবে তারা কত ভাগ্যবান ! তারা থাকবে এক বাগানে যেখানে থাকবে কটকহীন বদরি গাছ, কাঁদি কাঁদি কলা, বিস্তৃত ছায়া, উপচে-পড়া পানি ও পর্যাপ্ত ফলমূল, যা শেষ হবে না ও যা নিয়ন্ত্রিত নয়। মাঝখানে থাকবে উচু আসন। নিখুঁতভাবে আমি ওদেরকে (জাগ্রাতের রঘুনাথেরকে) সংষ্ঠি করেছি, নির্খুঁত ; এ ছাড়াও ওদের করেছি চিরকুমারী, প্রেমময় ও সমবয়স্কা, ডান পাশের সঙ্গীদের জন্য। তাদের অনেকে হবে তাদের মধ্য থেকে যারা আগে চলে গিয়েছে, আর অনেকে হবে তাদের মধ্য থেকে যারা পরে আসবে। — ৫৬ সুরা ওয়াকিয়া : ১০-৪০

যদি সে (মত ব্যক্তি) নৈকট্যপ্রাপ্তদের একজন হয়, তার জন্য রয়েছে আরাম, উভম জীবনের উপকরণ ও জাগ্রাতুন নাস্তিম [সুখকর উদ্যান]। আর যদি সে ডান দিকের একজন হয় তাকে বলা হবে ‘ওহে ও ডান দিকের ! তোমার ওপর সালাম [শাস্তি]।’ — ৫৬ সুরা ওয়াকিয়া : ৮৮-৯১

যারা বিশ্বাসী ও সংকর্মপরায়ণ তাদের প্রতিপালক তাদের বিশ্বাসের জন্য পথনির্দেশ করবেন জাগ্রাতুন নাস্তিমে [সুখকর উদ্যানে] যার পাদদশে নদী বইবে। সেখানে তাদের ধৰনি হবে, ‘হে আঞ্চাহ ! তুমি মহান, পবিত্র !’

আর সেখানে তাদের অভিবাদন হবে ‘সালাম [শাস্তি]।’ আর তাদের শেষ ধ্বনি হবে, ‘সকল প্রশংসা বিশুজ্জগতের প্রতিপালক আল্লাহর।’ — ১০ সুরা ইউনুস : ৯-১০

আল্লাহ্ দারুস্সালাম [শাস্তির আবাস]—এর দিকে ডাক দেন আর যাকে ইচ্ছা সরল পথে পরিচালিত করেন। — ১০ : ২৫

নিচ্যই যারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে আর তাদের প্রতিপালকের প্রতি বিনয়বন্ত তারাই জাগ্রাতে বাস করবে, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। — ১১ সুরা হৃদ : ২৩

যারা ভাগ্যবান তারা থাকবে জাগ্রাতে, সেখানে তারা স্থায়ী হবে ততদিন পর্যন্ত যতদিন আকাশ ও পৃথিবী থাকবে, যদিনা তোমার প্রতিপালক অন্যরূপ ইচ্ছা করেন। এ এক নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার। — ১১ সুরা হৃদ : ১০৮

সাবধানিরা থাকবে ঝরনাভরা জাগ্রাতে। (তাদেরকে বলা হবে) ‘তোমরা শাস্তি ও নিরাপত্তির সাথে ওখানে প্রবেশ করে।’ আমি তাদের অস্তর হতে ঈর্ষা দূর করব। তারা ভায়ের মতো মুখোমুখি হয়ে আসনে বসবে। সেখানে তাদেরকে অবসাদ স্পর্শ করবে না ও সেখান থেকে তাদেরকে বের করে দেওয়া হবে না। আমার দাসদেরকে বলো দাও যে, আমি ক্ষমা করি, আমি দয়া করি। আর আমার শাস্তি তো বড় কষ্টকর শাস্তি! — ১৫ সুরা হিজ্র : ৪৫-৫০

আর তারাই শাস্তি ভোগ করবে তোমরা যা করতে, তবে যারা আল্লাহর বিশুদ্ধচিত্ত দাস তারা নয়। তাদের জন্য আছে নির্ধারিত জীবনের উপকরণ ফলমূল আর তারা সম্মানিত হবে সুখকর উদ্যানে, তারা মুখোমুখি আসনে বসবে। তাদেরকে ঘুরে ঘুরে পরিবেশন করা হবে পবিত্র সুরা, শুভ উজ্জ্বল পাত্রে পানকারীদের কাছে বড়ই সুস্থাদু, মাথা ধরবে না ও হাতলও হবে না; তাদের সঙ্গে থাকবে নতুন্তি, আয়তলোচনা নারী, সুরক্ষিত ডিমের মতো উজ্জ্বল-শুভ।

তারা একে অপরের দিকে ফিরে জিজ্ঞাসাবাদ করবে। তাদের কেউ কেউ বলবে, আমার এক সঙ্গী ছিল সে বলত, ‘তুমি কি সত্যি এতে বিশ্বাস কর যে, আমাদের মৃত্যুর পর, আমরা যখন হাড় ও মাটি হয়ে যাব, তখন আবার আমাদের হিসাব নেওয়া হবে?’ (আল্লাহ্ বলবেন), ‘তোমরা কি তাকে দেখতে চাও?’ তারপর সে ঝুঁকে দেখবে, আর জাহানামের মাঝখানে তাকে দেখতে পাবে। সে বলবে, ‘তুমি তো আমাকে প্রায় ধ্বংসই করেছিলে, আমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ না থাকলে আমাকে তো শাস্তি পেতে হতো! আমাদের তো আর মৃত্যু হবে না প্রথম মৃত্যুর পর, আর আমাদেরকে শাস্তিও দেওয়া হবে না।’ নিচ্যই এ যথাসাফল্য। এমন সাফল্যের জন্য সাধকদের সাধনা করা উচিত। এ-ই কি উন্নত আপ্যায়ন না জাত্মুম গাছ? — ৩৭ সুরা সাফ্ফাত : ৩৯-৬২

যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করত তাদেরকে দলেদলে জাগ্রাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। যখন তারা জাগ্রাতের কাছে উপস্থিত হবে তখন তার দরজা খুলে দেওয়া হবে ও জাগ্রাতের রক্ষীরা তাদেরকে বলবে, ‘তোমাদের প্রতি সালাম (শাস্তি), তোমরা সুখী হও ও স্থায়ীভাবে থাকার জন্য জাগ্রাতে প্রবেশ করো।’

তারা প্রবেশ করে বলবে, ‘প্রশংসা আল্লাহর যিনি আমাদের প্রতি তাঁর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছেন ও আমাদের এ-স্থানের অধিকারী করেছেন ; আমরা জাগ্রাতে যেমন খুশি বসবাস করব !’ যারা আমল করে তাদের জন্য কত উত্তম পুরস্কার !

তুমি ফেরেশ্তাদেরকে দেখতে পাবে যে, ওরা আরশের চারধার ঘিরে ওদের প্রতিপালকের পবিত্র মহিমাকীর্তন করছে। ন্যায়ের সঙ্গে সকলের বিচার করা হবে। বলা হবে, — ‘সকল প্রশংসা বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহরই !’ — ৩৯ সুরা জুমার : ৭৩-৭৫

যারা বলে, ‘আমার প্রতিপালক আল্লাহ এবং অবিচলিত থাকে, তাদের কাছে ফেরেশতা অবতীর্ণ হয় ও বলে, ‘তোমরা ভয় পেয়ো না, চিন্তা কোরো না, আর তোমাদের যে-জাগ্রাতের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল তার জন্য আনন্দ করো। ইহকালে ও পরকালে আমরা তোমাদের বক্ষ, সেখানে তোমাদের জন্য সমস্ত কিছু রয়েছে যা তোমাদের মন চায়, যা তোমরা চাও। এ হবে এক আপ্যায়ন, ক্ষমাশীল, পরম দয়ালুর পক্ষ হতে !’ ৪১ সুরা হ-মিম-সিজ্দা : ৩০-৩২

... যারা বিশ্বাস করে ও সংকোচ করে তারা জাগ্রাতের মনোরম স্থানে প্রবেশ করবে, তারা যা-কিছু চাইবে তাদের প্রতিপালকের কাছ হতে তা-ই পাবে। এ-ই মহা অনুগ্রহ। — ৪২ সুরা শুরা : ২২

হে আমার দাসরা ! আজ তোমাদের কোনো ভয় নেই ও দৃঢ় করারও কিছু নেই। তোমরাই তো আমার আয়াতে বিশ্বাস করেছিলে ও আত্মসমর্পণ করেছিলে। তোমরা ও তোমাদের স্ত্রীরা আনন্দে জাগ্রাতে প্রবেশ করো। (যেখানে) সোনার থালায় ও পানপাত্রে তাদের খাদ্য ও পানীয় পরিবেশন করা হবে। সেখানে থাকবে এমন মন যা চায় ও চোখ যাতে তৃপ্ত হয় এমন সবকিছু। সেখানে তারা থাকবে চিরকাল। এ-ই জাগ্রাত, তোমরা তোমাদের কাজের জন্য যার উত্তরাধিকারী হয়েছে। সেখানে তোমাদের জন্য রয়েছে প্রচুর ফলমূল, তা থেকে তোমরা খাবে। — ৪৩ সুরা জুখুরফ : ৬৮-৭৩

সাবধানিরা থাকবে নিরাপদ স্থানে ঝরনাভরা জাগ্রাতে, ওরা পরবে মিহি ও পুরু রেশমি বস্ত্র আর মূখোমুখি হয়ে বসবে। এমনই (ঘটবে) ! আর আয়তলোচনা হরের সঙ্গে আমি তাদের ফিলন ঘটাবো। সেখানে তারা শাস্তিতে যে-কোন ফলমূল আনতে বলতে পারবে। প্রথম মৃত্যুর পর সেখানে তাদের আর মৃত্যুর স্বাদ নিতে হবে না। তোমার প্রতিপালক তাদেরকে জাহানামের শাস্তি হতে রক্ষা করবেন, নিজ অনুগ্রহে। — এ-ই তো মহাসাফল্য। — ৪৪ সুরা দুখান : ৫১-৫৭

যারা বলে, ‘আমাদের প্রতিপালক তো আল্লাহ’ এবং এ-বিশ্বাসে অবিচলিত থাকে তাদের কোনো ভয় নাই ও তারা দুঃখিতও হবে না। এরাই জাগ্রাতের অধিবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে। এ-ই তাদের কর্মফল। — ৪৬ সুরা আহকাফ : ১৩-১৪

সেদিন সাবধানিরা থাকবে ঝরনাভরা জাগ্রাতে, তাদের প্রতিপালক তাদেরকে যা দেবেন তারা তা উপভোগ করবে, কারণ, পার্থিব জীবনে তারা ছিল সংকর্মপ্রায়ণ। তারা রাতের সামান্য অংশই ঘূর্মে কাটাত, রাতের শেষ প্রহরে তারা ক্ষমা প্রার্থনা করত এবং তাদের ধনসম্পদে অভাবগুণ্ঠ ও বঞ্চিতের হক আদায় করত। — ৫১ সুরা জারিয়াত : ১৫-১৯

সেদিন অনেকের মুখ হবে আনন্দে উজ্জ্বল নিজ কর্মসাফল্যে পরিত্পু। (থাকবে তারা) সুমহান জ্ঞানাতে, সেখানে তারা অসার কথা শুনবে না ; সেখানে ঝরনা বইবে। (সেখানে থাকবে) উচ্চ মর্যাদার আসন, প্রস্তুত পানপাত্র, সারিসারি তাকিয়া আর বিছানো গালিচ। — ৮৮ সুরা গাণ্ডীয়া : ৮-১৬

ওদেরই জন্য আছে স্থায়ী জ্ঞানাত, যার নিচে নদী বইবে। সেখানে ওদের স্বর্ণকঙ্কনে অলংকৃত করা হবে, ওরা পরবে মিহি রেশম ও পুরু ঘখমলের সুজ পোশাক, আর বসবে সুসজ্জিত আসনে, কত সুন্দর পুরস্কার আর কত সুন্দর আরামের স্থান। — ১৮ সুরা কাহাফ़ : ৩১

যারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে তাদের অভ্যর্থনার জন্য আছে ফিরদাউসের উদ্যান যেখানে তারা স্থায়ী হবে ও তার পরিবর্তে অন্য কোনো স্থান কামনা করবে না। — ১৮ সুরা কাহাফ़ : ১০৭-১০৮

আর যারা সাবধানি ছিল তাদের বলা হবে, তোমাদের প্রতিপালক কী অবতীর্ণ করেছিলেন ? তারা বলবে ‘মহাকল্যাণ’। যারা সৎকর্ম করে তাদের জন্য এ-পথিবীতে রয়েছে কল্যাণ ও পরলোকে আরও উত্তম বাস, আর সাবধানিদেরকে বাসের জ্যায়গা কী ভালো ! যাতে তারা প্রবেশ করবে, তা স্থায়ী জ্ঞানাত, তার নিচে নদী বইবে, তারা যা-কিছু চাইবে তারে জন্য সেখানে তা-ই থাকবে। এভাবেই আল্লাহ পুরস্কৃত করেন সাবধানিদের যাদের মৃত্যুর ঘটায় ফেরেশতারা ওরা পবিত্র থাকা অবস্থায়। (তাদেরকে) ফেরেশতারা বলবে, ‘তোমাদের ওপর শাস্তি ! তোমরা যা করতে তার জন্য জ্ঞানাতে প্রবেশ করো !’ — ১৬ সুরা নাহল : ৩০-৩২

যারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে তাদের জ্ঞানাতে প্রবেশ করানো হবে, যারা নিচে নদী বইবে, সেখানে তারা থাকবে চিরকাল। তাদের প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে সেখানে তাদের অভিবাদন হবে ‘সালাম’। — ১৪ সুরা ইব্রাহিম : ২৩

আর যারা আমানত ও প্রতিশুভি রক্ষা করে আর যারা নিজেদের নামাজে যত্নবান তারাই হবে অধিকারী, অধিকারী হবে ফিরদাউসের যেখানে ওরা চিরকাল থাকবে। — ২৩ সুরা মুমিনুন : ৮-১১

যারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে তাদের কাজের ফল হিসাবে তাদেরকে তাদের বাসস্থান জ্ঞানাতে আপ্যায়ন করা হবে। — ৩২ সুরা সিজ্জদা : ১৯

সাবধানিরা থাকবে জ্ঞানাতে ও আরাম আয়েশে, তাদের প্রতিপালক তাদেরকে যা দেবেন তারা তা উপভোগ করবে ও তিনি তাদেরকে জ্ঞানামের শাস্তি হতে রক্ষা করবেন। আর তাদেরকে বলা হবে ‘তোমরা যা করতে তার প্রতিফল হিসাবে তোমরা তত্পুর সাথে পানাহার কর !’

তারা সারিবদ্ধ ভাবে হেলান দিয়ে বসবে সুসজ্জিত আসনে। আমি তাদের মিলন ঘটাবো আয়তলোচনা ভুরের সঙ্গে। আর যারা বিশ্বাস করে, তাদের সন্তানসন্ততি তাদের বিশ্বাসে অনুসরণ করলে আমি তাদেরকে মিলিত করব তাদের সন্তানসন্ততির সাথে, আর তাদের কর্মফল কমানো হবে না। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ কৃতকর্মের জন্য দায়ী।

আমি তাদের দেব ফলমূল ও মাংস যা তাদের পছন্দ। সেখানে তারা একে অপরকে দেবে পানপাত্র, যা পান করলে কেউ অসার কথা বলবে না ও পাপকর্মেও লিপ্ত হবে না। তাদের সেবায় নিয়োজিত থাকবে গিলমান [চিরকিশোরেরা], যারা সংরক্ষিত মুক্তের মতো। তারা একে অপরের দিকে চেয়ে জিঞ্জাসাবাদ করবে। তারা বলবে, ‘পার্থির জীবনে আমরা আল্লাহর শাস্তিকে ভয় করতাম। আল্লাহ আমদের প্রতি অনুগৃহ করেছেন আর আমদেরকে আগনুরে শাস্তি হতে রক্ষা করেছেন। আমরা আগেও আল্লাহকে ডাকতাম; তিনি তো ক্ষমাময়, দয়াবান।’ — ৫২ সুরা তুর : ১৭-২৮

সেদিন তোমাদেরকে উপস্থিত করা হবে আর তোমাদের কিছুই গোপন থাকবে না। তখন যার (হিসাবের) কিতাব তার ডান হাতে দেওয়া হবে সে বলবে, ‘নাও আমার (হিসাবের) কিতাব আর পড়ে দেখো। আমি জানতাম যে, আমাকে আমার হিসাবের সম্মুখীন হতে হবে।’ সুতরাং সে সুর্খী জীবন যাপন করবে সুমহান জারাতে সেখানে ফল নিচু হয়ে ঝুলবে তার নামালের মধ্যে। (বলা হবে), বিগত দিনগুলোতে তুমি যা পাঠিয়েছিলে তার প্রতিদিনে তৃষ্ণির সাথে পানাহার করো। — ৬৯ সুরা হাক্কা : ১৮-২৮

তবে তারা নয় যারা নামাজ পরে, যারা নামাজে নিষ্ঠাবান, যাদের ধনসম্পদে তাদের জন্য হক নির্ধারিত আছে, যারা চায় আর যারা চাইতে পারে না, আর যারা বিচারের দিনকে সত্য বলে জানে, যারা তাদের প্রতিপালকের শাস্তিকে ভয় পায় — তাদের প্রতিপালকের শাস্তি থেকে নিশ্চয় তাদের পরিত্রাণ নেই। আর যারা নিজেদের যৌন-অঙ্গকে সংঘত রাখে, কিন্তু তাদের স্ত্রী বা তাদের অধিকারভূক্ত দাসীদের ক্ষেত্রে তারা নিন্দনীয় হবে না, তবে কেউ এদের ছাড়া অন্যেকে কামনা করলে তারা সীমালংঘন করবে, আর যারা আমানত ও প্রতিশ্রূতি রক্ষা করে, যারা সাক্ষ্যদানে অটল এবং নিজেদের নামাজে যত্নবান, তারাই সম্মানিত হবে জান্মাতে। — ৭০ সুরা ফ্লারিজ : ২৩-৩৫

সাবাধানিদের জন্য আছে সাফল্য, বাগান, দ্বাক্ষা, সমবয়স্কা নারী ও পূর্ণ পানপাত্র। সেখানে তারা অসার ও মিথ্যা কথা শুনবে না; এ পুরুষকার, যথার্থ দান তোমার প্রতিপালকের, যিনি প্রতিপালক আকশ, পঞ্চবী ও দুয়ের মধ্যবর্তী সমস্ত কিছু, যিনি করণাময়, তাঁর সঙ্গে কারও কথা বলার শক্তি নেই।

সেদিন বুহ [জিরাইল] ও ফেরেশতারা সারি বেঁধে দাঁড়াবে। করণাময় যাকে অনুমতি দেবেন সে ছাড়া অন্যেরা কথা বলবে না, আর সে ঠিক কথা বলবে। এদিন (যে আসবে তা) সুনিশ্চিত; অতএব যার ইচ্ছা সে তার প্রতিপালকের শরণাপন্ন হোক। — ৭৮ সুরা নাজিয়াত : ৩১-৩৯

অপরদিকে যে তার প্রতিপালকের সামনে উপস্থিত হওয়ার ভয় করে ও খেয়ালবুশি থেকে নিজেকে বিরত রেখেছে তার ঠিকানা হবে জান্মাত। — ৭৯ সুরা নাজিয়াত : ৪০-৪১

যারা বিশ্বাস করে ও সংকর্ম করে আমি অবশ্যই তাদের বসবাসের জন্য সুউচ্চ প্রাসাদ দান করব জান্মাতে, যার নিচে নদী বইবে; সেখানে তারা থাকবে চিরকাল। কত তালো পুরুষকার সংকরণশীলদের জন্য, যারা ধৈর্য ধরে ও তাদের প্রতিপালকের ওপর নির্ভর করে। — ৮০ সুরা আনকাবুত : ৫৮-৫৯

সুক্তিকারীরা তো থাকবে পরম স্বাচ্ছন্দ্যে। তারা সুসংজ্ঞিত আসনে বসে দেখবে। তুমি তাদের মুখমণ্ডলে দেখতে পাবে স্বাচ্ছন্দ্যের দৈপ্তি। তাদের মোহর করা (পাত্র) থেকে পরিত্র সুরা পান করানো হবে, কস্তুরি দিয়ে যা মোহর করা থাকবে। আর যারা এর জন্য প্রতিযোগিতা করতে চায় তারা প্রতিযোগিতা করুক। তাতে মেশানো হবে তসনিম বরনার পানি যা থেকে আল্লাহর সান্নিধ্যপ্রাপ্তরা পান করবে। — ৮৩ সুরা মুতাফ্ফিফিন : ২২-২৮

যারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে তাদের সুখবর দাও যে তাদের জন্য রয়েছে জাগ্রাত যার নিচে নদী বইবে। যখন তাদের ফলমূল থেতে দেওয়া হবে তখন তারা বলবে, ‘আমাদের আগে যে-জীবনোপকরণ দেওয়া হত এতে তা-ই।’ তাদের অনুরূপ ফলই দেওয়া হবে। ও সেখানে তাদের জন্য থাকবে পরিত্র সঙ্গনী আর তারা সেখানে থাকবে চিরকাল। — ২ সুরা বাকারা : ২৫

কিন্তু যারা বিশ্বাস ও সৎকাজ করে তারাই বাস করবে জাগ্রাতে, সেখানে তারা থাকবে চিরকাল। — ২ সুরা বাকারা : ৮২

আর তারা বলে, ‘ইহুদি বা খ্রিস্টান ছাড়া কেউ কখনও জাগ্রাতে প্রবেশ করবে না।’ এ তাদের মিথ্যা আশা। বলো, ‘যদি তোমরা সত্যবাদী হও, তবে প্রমাণ উপস্থিত করো।’ — ২ সুরা বাকারা : ১১১

বলো, ‘আমি কি তোমাদের এ সব জিনিসের চেয়ে আরও ভালো কিছুর খবর দেব? যারা সাবধান হয়ে চলবে তাদের প্রতিপালকের কাছে তাদের জন্য রয়েছে জাগ্রাত, যার নিচে নদী বইবে, সেখানে তারা থাকবে চিরকাল, তাদের জন্য (রইবে) পরিত্র সঙ্গনী ও আল্লাহর সন্তুষ্টি।’

আর আল্লাহ তার দাসদেরকে দেখেন। যারা বলে, ‘হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা তো বিশ্বাস করেছি; অতএব তুমি আমাদের আপরাধসমূহ ক্ষমা কর এবং নরকের শান্তি থেকে আমাদের রক্ষা করো।’ তারা তো ধৈর্যশীল, সত্যবাদী, অনুগত, দাতা আর উষাকালে ক্ষমাপ্রাপ্তি। — ৩ সুরা আল-ই-ইমরান : ১৫-১৭

তোমরা প্রতিযোগিতা করো, তোমাদের প্রতিপালকের কাছ থেকে ক্ষমা ও জাগ্রাত লাভের জন্য যা আকাশ ও পৃথিবীর সমান প্রশংস্ত, যা সাবধানিদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। যারা সচ্ছল ও অসচ্ছল অবস্থায় ব্যয় করে ও যারা ক্রোধ সংবরণ করে আর মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল, আল্লাহ, (সেই) সৎকর্মপরায়ণদেরকে ভালোবাসেন। — ৩ সুরা আল-ই-ইমরান : ১৩৩-১৩৪

তোমরা কি মনে কর যে, তোমরা জাগ্রাতে প্রবেশ করবে, যতক্ষণ না আল্লাহ জানেন তোমাদের মধ্যে কে জিহাদ করেছে আর কে ধৈর্য ধরেছে! — ৩ সুরা আল-ইমরান : ১৪২

আর যারা বিশ্বাস করে ও ভালো কাজ করে তাদেরকে আমি জাগ্রাতে প্রবেশ করাব, যার নিচে নদী বইবে, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে, সেখানে তাদের জন্য পরিত্র সঙ্গনী আছে, আর আমি তাদেরকে চিরস্মিন্ন ছায়ানীড়ে প্রবেশ করাব।’ — ৪ সুরা নিসা : ৫৭

সেদিন তুমি দেখবে বিশ্বাসী পুরুষ ও নারীদেরকে, তাদের সামনে ও ডান পাশে তাদের জ্যোতি বিচ্ছুরিত হবে। বলা হবে, ‘আজ তোমাদের জন্য সুখবর জাগ্রাতের, যার নিচে নদী বইবে। সেখানে তোমরা থাকবে চিরকাল। এ-ই মহসাফল্য।’ — ৫৭ সুরা হাদিদ : ১২

তোমরা এগিয়ে যাও তোমাদের প্রতিপালকের ক্ষমা ও সেই জাগ্রাতলাভের দিকে যা আকাশ ও পঞ্চবীর সমান প্রশংস্ত, যা প্রস্তুত করা হয়েছে আল্লাহ ও তাঁর রসূলদেরকে যারা বিশ্বাস করে তাদের জন্য। এ আল্লাহর অনুগ্রহ যাকে ইচ্ছা তিনি এ দান করেন। আল্লাহ তো যথা অনুগ্রহকারী। — ৫৭ সুরা হাদিদ : ২১

যারা বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে আল্লাহ তাদের প্রবেশ করাবেন জাগ্রাতে যার নিচে নদী বহুবে...। — ৪৭ সুরা মুহাম্মদ : ১২

সাবধানিদেরকে যে-জাগ্রাতের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে তার দৃষ্টান্ত, সেখানে আছে নির্মল পানির নহর, আছে দূধের নহর যার স্বাদ অপরিবর্তনীয়, যারা পান করে তাদের জন্য আছে সুস্থাদু সুধার নহর, আছে পরিশোধিত মধুর নহর আর সেখানে তাদের জন্য থাকবে নানা রকম ফলমূল, আর তাদের প্রতিপালকের ক্ষমা। সাবধানিদের কি তাদের সমান যারা জাহানামে স্থায়ী হবে আর যাদের পান করতে দেওয়া হবে ফুট্ট পানি যা ওদের নাড়িভুঁড়ি ছিমবিছিম করে দেবে? — ৪৭ সুরা মুহাম্মদ : ১৫

যারা আল্লাহর সাথে অঙ্গীকার রক্ষা করে ও প্রতীজ্ঞা ভঙ্গ করে না, আর আল্লাহ যে-সম্পর্ক অক্ষণ্ম রাখতে আদেশ করেছেন যারা তা অক্ষণ্ম রাখে, তাদের প্রতিপালককে ভয় করে ও ভয় করে কঠোর হিসাবকে, আর যারা তাদের প্রতিপালকের সন্তুষ্টিলাভের জন্য কষ্ট করে, নামাজ কায়েম করে, আর্থি তাদের জীবনের যে-উপকরণ দিয়েছি তার খেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে আর যারা ভালোর দ্বারা মন্দকে দূর করে তাদের জন্য শুভ পরিণাম স্থায়ী জাগ্রাত, সেখানে তারা প্রবেশ করবে ও তাদের পিতামাতা, পতিপত্নী ও সন্তানসন্ততিদের মধ্যে যারা সৎকর্ম করেছে তারাও। আর ফেরেশতারা প্রত্যেক দরজা দিয়ে তাদের কাছে উপস্থিত হবে ও বলবে, ‘তোমরা কষ্ট করেছিলে বলে তোমাদের ওপর শান্তি। এ পরিণাম কত ভালো! ’ — ১৩ সুরা রাদ : ২০-২৪

সাবধানিদের যে-জাগ্রাতের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে তার বর্ণনা হলো ওর নিচে নদী বহুবে, ওর ফল ও ছায়া চিরস্থায়ী। এ যারা সাবধানি তাদের কর্মফল, আর অবিশ্বাসীদের কর্মফল তো আগুন। — ১৩ সুরা রাদ : ৩৫

কিন্তু যে-ব্যক্তি আল্লাহর সামনে উপস্থিত হওয়ার ভয় রাখে তার জন্য রয়েছে দুটো বাগান, সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহকে অঙ্গীকার করবে? উভয় (বাগান) ঘন শাখাপ্রশাখায় ভরা। সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহকে অঙ্গীকার করবে? সেখানে উপচে পড়বে দুটো ঝরনা; সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহকে অঙ্গীকার করবে? সেখানে প্রত্যেক ফল থাকবে দুই রকম। সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহকে অঙ্গীকার করবে? সেখানে হেলান দিয়ে বসবে রেশমের আস্তর দেওয়া পূর্ব ফরাশে। দুই বাগানের ফল ঝুলবে তাদের নাগালের মধ্যে। সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহকে অঙ্গীকার করবে? সেখানে থাকবে আনন্দন্যনা তরঙ্গীরা, যাদেরকে পূর্বে মানুষ বা জিন স্পর্শ করেনি। সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহকে অঙ্গীকার করবে? (তারা) প্রবাল ও পদুরাগের মতো। সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহকে অঙ্গীকার করবে? উত্তম কাজের জন্য উত্তম পূর্ম্বকার ছাড়া কি হতে পারে? সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহকে অঙ্গীকার করবে?

এ-বাগান দুটো ছাড়া আরও দুটো বাগান থাকবে। সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহকে অঙ্গীকার করবে। সেখানে আছে দুটো উচ্ছলিত ঝরনা। সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহকে অঙ্গীকার করবে। সেখানে রয়েছে ফলমূল, খেজুর ও ডালিম। সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহকে অঙ্গীকার করবে? সেখানে থাকবে পবিত্র ও মনোরমা নারী। সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহকে অঙ্গীকার করবে? তাঁবুর জেনানায় থাকবে আনন্দনয়না হর। সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহকে অঙ্গীকার করবে। এদের ইতিপূর্বে মানব বা জিন স্পর্শ করেনি। সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহকে অঙ্গীকার করবে। ওরা সুন্দর গালিচা-বিছানো সবুজ চাদরের ওপর হেলান দিয়ে বসবে। সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহকে অঙ্গীকার করবে? কত মহান তোমার প্রতিপালকের নাম, যিনি মহিমময় ও মহানুভব!

— ৫৫ সুরা রহমান : ৪৬-৪৮

সৎকর্মপরায়ণরা পান করবে কর্পুরের পানি-মেশানো শরাব। এ এক বিশেষ ঝরনা যার থেকে আল্লাহর দাসরা পান করবে, তারা এ-বরনাকে যেখানে ইচ্ছা বওয়াতেও পারবে। তারা তাদের মানন্ত পূর্ণ করে ও সেদিনের ভয় করে যেদিন ধ্বংসলীলা হবে ব্যাপক। খাবারের প্রতি দুর্বলতা সত্ত্বেও তারা অভাবগ্রস্ত, পিতৃহীন ও বন্দিকে খাবার দান করে, আর বলে, ‘কেবল মাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টিলাভের উদ্দেশ্যে তোমাদেরকে খাবার দিচ্ছি, আমরা তোমাদের কাছ থেকে প্রতিদান চাই না, কৃতজ্ঞতাও নয়। আমরা ভয় করি আমাদের প্রতিপালকের কাছ থেকে এক ভৌতিক্ষণ্য ভয়ঙ্কর দিনের।’

পরিনামে আল্লাহ তাদেরকে সেদিনের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করবেন ও তাদেরকে দেবেন প্রফুল্লতা ও আনন্দ। আর তাদের ধৈর্ঘ্যশীলতার পুরুষ্কারস্বরূপ তাদেরকে দেবেন জ্ঞানাত ও রেশমি পোশাক। সেখানে তারা সুসজ্জিত আসনে বসবে। তারা সেখানে খুব গরম বা খুব শীত বোধ করবে না। তাদের ওপর থাকবে পাশের (গাছের) ছায়া ও তার ফলগুলো ঝুঁকে থাকবে নিচের দিকে; তাদেরকে পরিবেশন করা হবে রৌপ্য পাত্রে, স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ পানপাত্রে, রজতশূল স্ফটিকপাত্রে, পরিবেশনকারীরা যথাযথ পরিমাণে তা পূর্ণ করবে। সেখানে তাদেরকে পান করতে দেওয়া হবে জ্ঞানজ্ঞাবিলের পানি মিশ্রিত এক পানীয়, সেখানে থাকবে সালসাবিল নামক এক ঝরনা। তাদের সেবার নিয়োজিত থাকবে গিলমান (চির-কিশোরেরা), ওদের দেখে মনে হবে ওরা যেন বিক্ষিপ্ত মুক্তো। তুমি যখন সেখানে তাকাবে, দেখতে পাবে পরম সুখের এক বিশাল রাজ্য।

তাদের আভরণ হবে সূক্ষ্ম বা মোটা সবুজ রেশম। তাদেরকে পরানো হবে তুপার কভরণ। তাদের প্রতিপালক তাদেরকে পান করাবেন বিশুদ্ধ পানীয়। বলা হবে, ‘এ তোমাদের পুরুষ্কার আর তোমাদের কর্মের স্বীকৃতি।’ — ৭৬ সুরা দাহর : ৫-২২

...যে-কেউ আল্লাহয় বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে তিনি তাকে জ্ঞানাতে প্রবেশ করাবেন, যার নিচে নদী বইবে, আর সেখানে সে থাকবে চিরকাল। আল্লাহ তাকে দেবেন উন্নত জীবনের উপকরণ। — ৬৫ সুরা তালাক : ১১

যারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে তারাই সৃষ্টির সেরা।

তাদের প্রতিপালককের কাছে আছে তাদের পুরস্কার, স্থায়ী জাগ্রাত, যার নিচে নদী বইবে। সেখানে তারা থাকবে চিরকাল। আল্লাহ্ তাদের প্রতি প্রসন্ন ও তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট। এ তো তার জন্য যে তার প্রতিপালকে ভয় করে। — ৯৮ সুরা বাইয়িনাহ : ৭-৯

যারা বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে আল্লাহ্ তাদেরকে জাগ্রাতে প্রবেশ করাবেন, যার নিচে নদী বইবে। আল্লাহ্ তো যা ইচ্ছা তা-ই করেন। — ২২ সুরা হজ : ১৪

যারা বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে আল্লাহ্ তাদেরকে জাগ্রাতে প্রবেশ করাবেন, যার নিচে নদী বইবে। সেখানে তাদেরকে সোনার ও মুক্তের কক্ষণ দিয়ে অলংকৃত করা হবে। আর সেখানে তাদের পোশাক হবে রেশমের। তাদেরকে সংবাক্যের অনুসারী করা হয়েছিল এবং তারা আল্লাহ্ পথে পরিচালিত হয়েছিল। — ২২ সুরা হজ : ২৩-২৪

হে বিশ্বাসিগণ ! তোমরা আল্লাহ্ কাছে তওবা কর — বিশুদ্ধ তওবা ; হয়তো তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের মন্দ কাজগুলো মুছে দেবেন আর তোমাদেরকে প্রবেশ করাবেন জাগ্রাতে, যার পাদদেশে নদী বইবে। সেদিন নবি ও তার বিশ্বাসী সঙ্গীদেরকে আল্লাহ্ অপদষ্ট করবেন না। তাদের জ্যোতি তাদের সামনে ও ডান পাশে ছড়িয়ে পড়বে, আর তারা বলবে ‘হে আমার প্রতিপালক ! আমাদের জ্যোতিকে পূর্ণ করো ও আমাদের ক্ষমা করো, তুমি তো সববিষয়ে সর্বসক্ষিমান !’। — ৬৬ সুরা তাহরিম : ৮

(তিনি জিহাদের নির্দেশ দিয়েছেন) এজন্য যে, তিনি বিশ্বাসী পুরুষ ও বিশ্বাসী নারীদের জাগ্রাতে প্রবেশ করাবেন, যার নিচে নদী বইবে — যেখানে তারা স্থায়ী হবে ও তিনি তাদের পাপমোচন করবেন। আল্লাহ্ দৃষ্টিতে এ-ই বড় সাফল্য। — ৪৮ সুরা ফাতাহ : ৫

... আর যে-কেউ আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করবে আল্লাহ্ তাকে প্রবেশ করাবেন জাগ্রাতে, যার নিচে নদী বইবে ...। — ৪৮ সুরা ফাতাহ : ১৭

আর যখন তারা রসূলের প্রতি যা অবর্তীর্ণ হয়েছে তা শোনে তখন তারা যে সত্য উপলব্ধি করে তার জন্য তুমি তাদের চক্ষু অক্ষুবগ্নিত দেখবে। তারা বলে, ‘হে আমাদের প্রতিপালক ! আমরা বিশ্বাস করেছি, সুতোং তুমি আমাদের (সত্যের) সঙ্গে তালিকাবদ্ধ করো। আর আমরা যখন প্রত্যাশা করি যে, আল্লাহ্ আমাদেরকে সৎকর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত করবেন তখন আল্লাহ্ ও আমাদের কাছে আগত সত্যে আমাদের বিশ্বাস না করার কী কারণ থাকতে পারে ?’

তাই তাদের এই কথার জন্য আল্লাহ্ তাদের পুরস্কার নির্দিষ্ট করেছেন জাগ্রাত, যার নিচে নদী বইবে। তারা সেখানে থাকবে চিরকাল। এ তো সৎকর্মপরায়ণদের পুরস্কার। — ৫ সুরা মায়দা : ৮৩-৮৫

আল্লাহ্ বলবেন, ‘এ সেই দিন যে-দিন সত্যবাদীরা তাদের সততার জন্য উপকৃত হবে। তাদের জন্য আছে জাগ্রাত যার নিচে নদী বইবে। তারা সেখানে থাকবে চিরকাল। আল্লাহ্ তাদের প্রতি প্রসন্ন হবে আর তারাও তাতে সন্তুষ্ট হবে। এটাই মহাসাফল্য। — ৫ সুরা মায়দা : ১১৯

আল্লাহ্ কাছে তাদের সবচেয়ে বড় মর্যাদা আর তারাই তো সফলকাম যারা বিশ্বাস করে, হিজরত করে ও ধনপ্রাপ দিয়ে আল্লাহ্ পথে সংগ্রাম করে। তাদের প্রতিপালক

তাদেরকে তাঁর দয়া ও নিজ সন্তোষের এবং জাগ্নাতের খবর দিচ্ছেন যেখানে তাদের জন্য রয়েছে স্থায়ী সুখ। সেখানে তারা থাকবে চিরকাল। আল্লাহর কাছেই তো সবচেয়ে বড় পুরুষকার। — ৯ সূরা তওবা : ২০-২২

আল্লাহ বিশ্বাসী নর ও নারীকে জাগ্নাতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যার নিচে নদী বইবে — সেখানে তারা থাকবে চিরকাল — আর প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন স্থায়ী জাগ্নাতে উত্তম বাসস্থানের। আর আল্লাহর সন্তুষ্টিই সবচেয়ে ভালো আর সেই তো মহাসাফল্য। — ৯ সূরা তওবা : ৭২

কিন্তু রসূল আর যারা তাঁর সঙ্গে বিশ্বাস করেছিল তারা নিজেদের সম্পদ ও জীবন দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে। ওদের জন্যই কল্যাণ, আর ওরাই সফলকাম। আল্লাহ ওদের জন্যই প্রস্তুত করেছেন জাগ্নাত যার নিচে নদী বইবে। সেখানে তারা থাকবে চিরকাল। এই মহাসাফল্য। — ৯ সূরা তওবা : ৮৮-৮৯

মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে যারা প্রথমে এগিয়ে এসেছিল, আর যারা তাদেরকে ভালোভাবে অনুসরণ করেছিল, আল্লাহ তাদের ওপর সন্তুষ্ট ; তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট। আর তিনি তাদের জন্য জাগ্নাত প্রস্তুত করেছেন যার নিচে নদী বইবে, সেখানে তারা থাকবে চিরকাল। এ তো মহাসাফল্য। — ৯ সূরা তওবা : ১০০

আল্লাহ তো বিশ্বাসীদের কাছ থেকে তাদের জীবন ও সম্পদ জাগ্নাতের মূল্যের বিনিময়ে কিনে নিয়েছেন, তারা আল্লাহর পথে সংগ্রাম করে, মারে বা মরে। — ৯ সূরা তওবা : ১১১

জালুত : দাউদ দ্র.

জায়তুন : শপথ তিন (ডুমুর) ও জায়তুন (জলপাই)-এর। — ৯৫ সূরা শূরা : ১

আর সংষ্টি করি এক গাছ যা সিনাই পর্বতে জন্মায়, এর থেকে মানুষের জন্য তেল ও তরকারি হয়। — ২৩ সূরা মুমিনুন : ২০

আল্লাহ আকাশ ও পৃথিবীর জ্যোতি। তাঁর জ্যোতির উপমা : এক কুলুঙ্গির মধ্যে একটা প্রদীপ, প্রদীপটা কাচের মধ্যে, উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতো, এটা জ্বলে পবিত্র জায়তুন গাছের তেলে যা পৃবিদিকেরও নয়, পশ্চিমদিকেরও নয় ; সে-তেল আগুনের প্রশংস্ত ছাড়াই যেন উজ্জ্বল আলো দেয়। জ্যোতির ওপর জ্যোতি ! আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাঁর জ্যোতির দিকে পথনির্দেশ করেন। — ২৪ সূরা নূর : ৩৫

জায়েদ : মুহাম্মদ, জায়েদ ও জয়নাব দ্র.।

জাহানাম : প্রত্যাবর্তন তোমার প্রতিপালকের কাছেই। তুমি কি তাকে দেখেছ যে নিষেধ করে বান্দাকে (মানুষকে) যখন সে নামাজ আদায় করে ? তুমি কি লক্ষ করেছ সে সংপথে আছে ও সংযোগ হতে বলে, না সে মিথ্যা আরোপ করে ও মুখ ফিরিয়ে নেয় ? সে কি জানে না যে, আল্লাহ দেখেন ? না, সে যদি বিরত না হয় তবে আমি তার মাথার সামনের চুল ধরে তাকে টান দিব মিথ্যাচারী, জ্ঞানপাপীর চুল ধরে। অতএব সে তার দোসরদেরকে ডাক দিক ! আমি ও ডাকব জাহানামের প্রহরীদেরকে। — ৯৬ সূরা আলাক : ৮-১৮

আমি তাকে সাক্ষাৎ-এ ছুড়ে ফেলব। তুমি কি জান সাকার কী ? তা ওদের বাঁচতেও দেবে না বা মরতেও দেবে না, গায়ের জ্বামড়া পুড়িয়ে ফেলবে। এর ওপরে রয়েছে উনিশ জন (প্রহরী)। আমি ফেরেশ্তাদেরকেই জাহানামের প্রহরী করেছি।

অবিশ্বাসীদের পরীক্ষার জন্যই আমি ওদের এ-সংখ্যা উল্লেখ করেছি যাতে কিতাবিদের দৃষ্টি প্রত্যয় জন্মে, বিশ্বাসীদের বিশ্বাস বাড়ে, আর বিশ্বাসীরা ও কিতাবিরা সন্দেহ পোষণ না করে। এর ফলে যাদের অস্তরে ব্যাধি আছে তারা ও অবিশ্বাসীরা বলবে, ‘আল্লাহ্ এই দৃষ্টিস্তুতি দিয়ে কী বোঝাতে চাইছেন?’ এভাবে আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা পথভূষ্ট করেন ও যাকে ইচ্ছা পথনির্দেশ করেন। তোমার প্রতিপালকের বাহিনী সম্পর্কে একমাত্র তিনিই জানেন। জাহান্নামের এ—বর্ণনা তো মানুষের জন্য সাবধানবাণী।

না, শপথ চন্দ্রে! ওরা এতে কর্ণপাত করবে না। শপথ রাত্রি, যখন তা শেষ হয়? শপথ সকালের, যখন তা আলোয় উজ্জ্বল! এ জাহান্নাম — এক ভয়নক বিপদ। এ মানুষকে সতর্ক করার জন্য, তোমাদের যথে যে কল্যাণের পথে অগ্রসর হতে চায় আর যে কল্যাণের পথ হতে পিছিয়ে পরে, দুয়েরই উদ্দেশ্যে।

প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ দুর্ভুতির জন্য দয়ী থাকবে, তবে যারা ডান পাশে আছে তারা নয়। জান্নাতে তারা পরম্পরাকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে, অপরাধীদের সম্পর্কে, (বলবে), ‘তোমাদেরকে কিসে সাকার-এ নিয়ে এল?’ ওরা বলবে, ‘আমরা নামাজ পড়তাম না, আমরা অভাবীকে খাবার দিতাম না, আর যারা অবাস্তুর কথা বলে তাদের সাথে যোগ দিয়ে বাজে কথা বলতাম। আমরা বিচারদিনকে অশীকার করেছি আমাদের কাছে অবধারিত (মৃত্যু) আসা পর্যন্ত।’ তাই সুপারিশকারীদের সুপারিশ ওদের কোনো কাজে আসবে না। — ৭৪ সুরা মুদ্দাস্মির : ২৬-৪৮

যে তর করে সে উপদেশ গ্রহণ করবে। যে নিতান্তই হতভাগ্য সে তা উপেক্ষা করবে। সে মহা আগুনে প্রবেশ করবে। তারপর সেখানে সে মরবেও না, বাঁচবেও না। — ৮৭ সুরা আলান : ১০-১৩

আমি তোমাদেরকে লেলিহান অগ্নি সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছি; সেখানে প্রবেশ করবে সে-ই যে নিতান্ত হতভাগ্য, যে যিন্ত্যা আরোপ করে ও মুখ ফিরিয়ে নয়ে। তার থেকে দূরে রাখা হবে সেই সাবধানিকে যে ধনসম্পদ দান করে আত্মাশুক্রির জন্য, আর কারও অনুগ্রহের প্রতিদানের প্রত্যাশায় নয়, কেবল তার মহান প্রতিপালকের সন্তুষ্টি লাভের জন্য, সে তো সন্তুষ্ট হবেই। — ৯২ সুরা লাইল : ১৪-২১

তোমরা তো জাহান্নাম দেখবেই। আবার বলি, তোমরা তো তা দেখবেই চাক্ষুষ প্রত্যয়ে। তারপর সেদিন তোমাদেরকে তোমাদের আরাম-উপভোগ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে — ১০২ সুরা তাকাসুর : ৬-৮

তখন যার পাল্লা ভারি হবে সে তো পাবে সুখ ও শান্তির জীবন, কিন্তু যার পাল্লা হালকা হবে তার জায়গা হবে হাবিয়া। সে কী, তুমি কি তা জান? (সে) এক গমগণে আপুন? — ১০১ সুরা কারিয়া : ১-১১

দুর্ভোগ প্রত্যেকের যে সামনে ও পেছনে লোকের নিম্ন করে, যে অর্থ জমায় ও বারবার তা গোনে, তাবে যে তার অর্থ তাকে অমর করে রাখবে! কখনও না! তাকে তো ফেলা হবে হতত্যায়। হতায়া কী, তুমি কি তা জান? এ আল্লাহর প্রজ্ঞালিত হতাশন যা হাংপিণ্ডগুলোকে গ্রাস করবে, ওদেরকে পরিবেষ্টন করে রাখবে দীর্ঘায়িত স্তুতে। — ১০৪ সুরা হুমাজা : ১-৯

সুরণ করো সেদিনের কথা, যেদিন আমি জাহান্নামকে জিজ্ঞাসা করব, ‘তুমি কি ভরে গেছ?’ জাহান্নাম বলবে, ‘আরও আছে কি?’ — ৫০ সুরা কাফ़ : ৩০

... আর সীমালভ্যনকারীদের জন্য রয়েছে নিকট ঠিকানা জাহান্নাম, সেখানে ওরা প্রবেশ করবে। কত খারাপ জ্যায়গা সে! এ সীমালভ্যনকারীদের জন্য। সুতরাং ওরা ফুটস্ট পানি ও পুঁজের স্বাদ নিক। এ ছাড়া রয়েছে এমন আরও নানা ধরনের শাস্তি। (জাহান্নামে যারা যাবে তাদের সর্দারদেরকে বলা হবে), ‘এই তো এক দল তোমাদের সঙ্গে প্রবেশ করছে, এদের জন্য অভিনন্দন নেই, এরা তো জাহান্নামে জ্বলবে।’ (তারা তাদের সর্দারদেরকে বলবে) বলবে, ‘তোমাদের জন্যও তো অভিনন্দন নেই। তোমারই তো আমাদেরকে এর সামনে এনেছ। বাস করার জন্য কী খারাপ জ্যায়গা এ।’

(তারপর) তারা বলবে, ‘হে আমাদের প্রতিপালক! যে আমাদেরকে এর সম্মুখীন করেছে জাহান্নামে তার শাস্তি তুমি দ্বিগুণ করে দাও।’ তারা আরও বলবে, ‘আমাদের কি হল যে, আমরা যাদেরকে মন্দ বলে মনে করতাম তাদেরকে দেখতে পাচ্ছি না। তবে কি আমরা ওদেরকে নিরীর্থক ঠাট্টাবিদ্রূপের পাত্র মনে করতাম। কেন, আমাদের চোখ ওদেরকে দেখতে পাচ্ছে না।’

অগ্নিবাসীরা অবশাই নিজেদের মধ্যে এই নিয়ে তর্কাতর্কি করবে। — ৩৮ সুরা
সাদ : ৫৫-৬৪

তিনি বলবেন, ‘তোমাদের আগে যে-জিন ও মানবগোষ্ঠি গত হয়েছে তাদের সাথে তোমরা আগুনে প্রবেশ করো।’ যখনই কোনো দল সেখানে প্রবেশ করবে তখনই তারা অন্য দলকে অভিশাপ দেবে, এমন কি যখন সকলে সেখানে একত্র হবে তখন যারা তাদের পরে এসেছিল তারা তাদের আগে যারা এসেছিল তাদের সম্বন্ধে বলবে, ‘হে আমাদের প্রতিপালক! এরাই আমাদেরকে বিভ্রান্ত করেছিল, সুতরাং তাদের দ্বিগুণ অগ্নিশাস্তি দাও।’

তিনি বলবেন, ‘প্রত্যেকের জন্য দ্বিগুণ রয়েছে, কিন্তু তোমরা জান না।?’ আর তাদের পূর্ববর্তীরা তাদের পরবর্তীদেরকে বলবে ‘আমাদের ওপর তোমাদের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই, সুতরাং তোমরা তোমাদের কৃতকর্মের ফল ভোগ করো।’ অবশই যারা আমার নির্দশনকে প্রত্যাখ্যান করে ও অহংকারে তার খেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, আকাশের দরজা তাদের জন্য খোলা হবে না ও তারা জাহানাতেও ঢুকতে পারবে না যে-পর্যন্ত না সুচৰে ফুটোয় উট ঢুকতে পারে। এভাবে আমি অপরাধীদেরকে প্রতিফল দেব। তাদের শয্যা হবে জাহান্নামের ও তাদের উপরের আচ্ছাদনও। এভাবে আমি সীমালভ্যনকারীদেরকে শাস্তি দেব। — ৭ সুরা আরাফ : ৩৮-৪১

জাহান্নামের অগ্নিবাসীদেরকে সম্বাধন করে বলবে, ‘আমাদের প্রতিপালক আমাদেরকে যে-প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন আমরা তা সত্য পেয়েছি। তোমাদের প্রতিপালক তোমাদেরকে যা বলেছিল তোমরা তা সত্য পয়েছে কি?’ ওরা বলবে, ‘হ্যাঁ।’ তারপর এক ঘোষণাকারী তাদের কাছে ঘোষণা করবে, ‘আল্লাহর অভিশাপ সীমালভ্যনকারীদের ওপর।’ যারা আল্লাহর পথে বাধা দিত ও তার মধ্যে দোষক্রটি অনুসঞ্জন করত, আর তারাই তো পরকালকে অবিশ্বাস করত।’ — ৭ সুরা আরাফ : ৪৪-৪৫

আর আমি তো বহু জিন ও মানুষকে জাহানামের জন্য সংস্থি করেছি। তাদের হাদয় আছে কিন্তু তা দিয়ে তারা বোঝে না, তাদের চোখ আছে কিন্তু তা দিয়ে তারা দেখে না এবং তাদের কান আছে কিন্তু তা দিয়ে তারা শোনে না। — এরা পশুর মতো, বরং তার চেয়েও ভেষ্ট ! এরাই অবহেলাকারী। — ৭ সুরা আরাফ : ১৭৯

... যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে অমান্য করে তাদের জন্য রয়েছে জাহানামের আগুন, সেখানে তারা থাকবে চিরকাল। — ৭২ সুরা জিন : ২৩

আর যারা অবিশ্঵াস করে তাদের জন্য রয়েছে জাহানামের আগুন। ওদের মৃত্যুর আদেশ দেওয়া হবে না যে, ওরা মরবে। আর ওদের জন্য জাহানামের শাস্তি কমানো হবে না। এভাবে আমি প্রত্যেক অক্তজ্ঞকে শাস্তি দিয়ে থাকি। সেখানে তারা চিন্কার করে বলবে, ‘হে আমাদের প্রতিপালক ! আমাদের রেহাই দাও, আমরাও সৎকাজ করব, আগে যা করতাম তা আর করব না !’

আল্লাহ বলবেন, ‘আমি কি তোমাদের এত দীর্ঘ জীবন দিই নি যে, কেউ সতর্ক হতে চাইলে সে সতর্ক হতে পারতো না ? তোমাদের কাছে তো সতর্ককারীও এসেছিল। সুতরাং শাস্তি আস্বাদন করো, সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে কেউ সাহায্য করবে না !’ — ৩৫ সুরা ফাতির : ৩৬-৩৭

সুতরাং তোমার প্রতিপালকের শপথ ! আমি তো ওদেরকে ও শয়তানদেরকে নিয়ে এক সাথে জড় করব ও পরে নতজানু করিয়ে আমি ওদেরকে জাহানামের চারদিকে উপস্থিত করব। তারপর প্রত্যেক দলের মধ্যে যে আল্লাহর বিরুদ্ধে সবচেয়ে অবাধ্য আমি তাকে টেনে বের করবই। আর, আমি তো ওদের মধ্যে যারা (জাহানামে) প্রবেশের বেশি যোগ্য তাদের বিষয় ভালোই জানি। আর তোমাদের সকলকেই এ অতিক্রম করতে হবে। এ তোমার প্রতিপালকের অনিবার্য সিদ্ধান্ত। পরে আমি সাবধানদেরকে উদ্ধার করব এবং সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে সেখানে নতজানু অবস্থায় রেখে দেব। — ১৯ সুরা মরিয়ম : ৬৮-৭২

যে তার প্রতিপালকের কাছে অপরাধী হয়ে উপস্থিত হবে তার জন্য তো জাহানাম আছে, সেখানে সে মরবেও না, বাঁচবেও না। — ২০ সুরা তাহাশ : ৭৪

যারা বাম দিকে থাকবে তারা কত হতভাগ্য ! ওরা থাকবে জাহানামে, যেখানে থাকবে উষ্ণ বাতাস ও ফুটুত পানি এবং কালো ধোঁয়ার ছায়া, যা ঠাণ্ডা নয়, আরামও দেয় না। পার্থিব জীবনে ওরা বিলাসিতায় ঘণ্ট ছিল আর অনঘনীয়ভাবে লিপ্ত ছিল ঘোরতর পাপকর্মে। — ৫৬ সুরা ওয়াকিয়া : ৪১-৪৬

বলো, ‘যারা আগে গেছে ও পরে আসবে সকলকে একত্র করা হবে এক নির্ধারিত দিনের এক নিদিষ্ট সময়ে। অতঃপর হে পথভেষ মিথ্যাবাদী ! তোমরা অবশ্যই জাত্মুম গাছ থেকে থাবে ও তা দিয়ে তোমাদের পেট পূরতে হবে। তারপর তোমরা পান করবে উষ্ণ পানি, পিপাসার্ত উটের মতো। কিয়ামতের দিন এই হবে ওদের আপ্যায়ন !’ — ৫৬ সুরা ওয়াকিয়া : ৪৯-৫৬

কিন্তু সে যদি অবিশ্বাস করে ও বিভ্রান্ত হয় তাকে আপ্যায়ন করা হবে অতুষ্ণ পানি ও জাহানামের দহন দ্বারা। এ ক্রুব সত্য। অতএব তুমি তোমার মহান প্রতিপালকের পরিত্র মহিমা ঘোষণা কর। — ৫৬ সুরা ওয়াকিয়া : ৯২-৯৬

সম্ভবত তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের ওপর দয়া করবেন, কিন্তু তোমরা যদি তোমাদের পূর্ব আচরণের পুনরাবৃত্তি কর তবে তিনিও তাঁর আচরণের পুনরাবৃত্তি করবেন। জ্ঞানামকে আমি অবিশ্বাসীদের জন্য কারাগার করেছি। — ১৭ সুরা বনি ইসরাইল : ৮

তারপর যারা হতভাগ্য তারা আগুনে থাকবে ও সেখানে তাদের জন্য থাকবে চিঙ্কার ও আর্তনাদ। সেখানে তারা স্থায়ী হবে ততদিন পর্যন্ত যতদিন আকাশ ও পৃথিবী থাকবে যদিনা তোমার প্রতিপালক অন্যরপে ইচ্ছা করেন। তোমার প্রতিপালক যা ইচ্ছা তা-ই করেন। — ১১ সুরা হুদ : ১০৬-১০৭

... ‘আমি জিন ও মানুষ উভয় দ্বারা জ্ঞানাম পূর্ণ করবই’ — তোমাদের প্রতিপালকের এই কথা পূর্ণ হবেই। — ১১ সুরা হুদ : ১১১

‘(শয়তান !) তোমার অনুসুরীদের সকলেরই স্থান হবে জ্ঞানামে; তার সাতটি দরজা আছে, প্রত্যেক দরজার জন্য পথক পথক দল আছে।’ — ১৫ সুরা হিজর : ৪৩-৪৪

এ-ই কি উত্তম আপ্যায়ন, না জ্ঞানুকূম বক্ষ? সীমালঞ্চনকারীদের জন্য পরীক্ষাস্বরূপ আমি এ সৃষ্টি করেছি। এ-গাছ জ্ঞানামের তলদেশ থেকে ওঠে, এর গুচ্ছ শয়তানের মাথার মতো। সীমালঞ্চনকারীরা এ খাবে ও এ দিয়ে উদ্দেশ পূর্তি করবে। তার ওপর ওদেরকে ফুটন্ত পানি দেওয়া হবে। পরে ওদেরকে নিয়ে যাওয়া হবে জ্ঞানামের দিকে। ওরা ওদের পিতৃপুরুষদেরকে বিপথগামী হিসেবে পেয়েছিল ও নির্বিচারে তাদের পদাঞ্চল অনুসরণ করেছিল। ওদের পূর্বে ও পূর্বপর্তীদের অনেকেই বিপথগামী হয়েছিল, আর আমি তাদের মধ্যে সতর্ককারী পাঠিয়েছিলাম। অতএব লক্ষ কর যাদের সতর্ক করা হয়েছিল তাদের পরিগাম কী হয়েছিল। অবশ্য আল্লাহর বিশুদ্ধিচিত্ত দাসদের কথা আলাদা। — ৩৭ সুরা সাফ্ফাত : ৬২-৭৪

আর যেদিন তিনি তাদের সকলকে একত্র করবেন (ও বলবেন) ‘হে জিন সম্প্রদায়। তোমরা অনেক লোককে তোমাদের অনুগামী করেছিলে।’ আর তাদের মানুষ-বৃক্ষুর বলবে, ‘হে আমাদের প্রতিপালক। আমাদের মধ্যে কেউ-কেউ অন্যদের দ্বারা লাভবান হয়েছি, আর তুমি আমাদের জন্য যে-সময় নির্ধারিত করেছিলে এখন আমরা তার সামনে এসে গেছি।’

সেদিন আল্লাহ বলবেন, ‘আগুনই তোমাদের বাসস্থান, সেখানে তোমরা চিরদিন থাকবে, যদি না আল্লাহ অন্য রকম ইচ্ছা করেন।’ তোমার প্রতিপালক তো তত্ত্বজ্ঞানী, মহাজ্ঞানী। এভাবে তাদের কাজের জন্য সীমালঞ্চনকারীদের এক দলকে আমি অন্য দলের ওপর প্রবল করে থাকি। — ৬ সুরা আনামাম : ১২৮-১২৯

... বলো, ‘কিয়ামতের দিন তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে যারা নিজেদের ও নিজেদের পরিজনবর্গের ক্ষতি করে। জেনে রাখো, এ-ই স্পষ্ট ক্ষতি। ওপর ও নিচ থেকে জ্ঞানামের আগুন ওদেরকে ঘিরে ফেলবে। এ-শান্তি থেকে আমি আমার দাসদের সতর্ক করি, ‘হে আমার দাসগণ। আমাকে ভয় করো।’ — ৩৯ সুরা জুমার : ১৫-১৬

অবিশ্বাসীদেরকে জ্ঞানামের দিকে দলে দলে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। যখন ওরা জ্ঞানামের কাছে উপস্থিত হবে তখন তার ফটক খুলে দেওয়া হবে আর জ্ঞানামের রক্ষীরা ওদেরকে বলবে, ‘তোমাদের কাছে কি তোমাদের মধ্য থেকে রসুল আসে নি যারা তোমাদের কাছে প্রতিপালকের আয়াত আবৃত্তি করত ও এ-দিনের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তোমাদের সতর্ক করত?’

‘ওরা বলবে, ‘অবশ্যই এসেছিল’।’ কিন্তু অবিশ্বাসীদের ওপর শাস্তির আদেশই বাস্তবায়িত হবে। ওদেরকে বলা হবে, ‘তোমরা জাহান্নামের দরজা দিয়ে প্রবেশ করো, সেখানে চিরকাল বসবাসের জন্য।’ উদ্বিতদের জন্য কত খারাপ সে-বাসস্থান! — ৩৯ সুরা জুমার : ৭১-৭২

যেদিন আল্লাহর শত্রুদেরকে জাহান্নামে ফেলার জন্য একত্র করা হবে সেদিন ওদেরকে নানা দলে ভাগ করা হবে। শেষে যখন ওরা জাহান্নামের কাছে পৌছবে তখন ওদের কান, চোখ ও ত্বক ওদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে সাক্ষ্য দেবে। যারা (জাহান্নামে) যাবে তারা ওদের ত্বককে জিজ্ঞাসা করবে ‘তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিছ কেন?’

উত্তরে সে (ত্বক) বলবে, ‘আল্লাহ, যিনি সমস্ত কিছুকে বাকশক্তি দিয়েছেন তিনি আমাদেরকেও বাকশক্তি দিয়েছেন। তিনি তোমাদেকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন আর তাঁরই কাছে তোমাদেরকে ফিরে যেতে হবে।’ তোমাদের কান, চোখ ও ত্বক তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে না — এ বিশ্বাসে তোমরা তাদের কাছে কিছু গোপন করতে না ; তাছাড়া, তোমরা মনে করতে যে, তোমরা যা করতে তার অনেক কিছুই আল্লাহই জানেন না। তোমাদের প্রতিপালক সম্বন্ধে তোমাদের এ-ধারণাই তোমাদের ধৰ্মস এনেছে। ফলে, তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।’

এখন ওরা ধৈর্য ধরলেও জাহান্নামেই হবে ওদের বাসস্থান ; আর ওরা অনুগ্রহ চাইলেও অনুগ্রহ পাবে না। আমি ওদেরকে সেই সঙ্গী দিয়েছিলাম যারা ওদের অতীত ও ভবিষ্যৎকে ওদের চোখ শোভন করে দেখিয়েছি, আর ওদের ব্যাপারেও ওদের পূর্ববর্তী জিন ও মানুষদের ন্যায় শাস্তির কথা বাস্তব হয়েছে। ওরা ছিল ক্ষতিগ্রস্ত।

অবিশ্বাসীরা বলে, ‘তোমরা এ কোরান শুনবে না আর আব্স্তির সময় গোলমাল সৃষ্টি করবে যাতে তোমরা জয়ী হতে পার’।

আমি তো অবিশ্বাসীদেরকে কঠিন শাস্তি আসাদন করাব আর নিশ্চয়ই আমি ওদের খারাপ কাজকর্মের প্রতিফল দেব। জাহান্নাম, এ-ই আল্লাহর শত্রুদের পরিণাম। আমার নির্দশনাবলী অঙ্গীকারের প্রতিফলস্বরূপ সেখানে ওদের জন্য স্থায়ী বাসস্থান রয়েছে। অবিশ্বাসীরা বলবে, ‘হে আমাদের প্রতিপালক ! যেসব জিন ও মানুষ আমাদের পথভ্রষ্ট করেছিল তাদেরকে দেখিয়ে দাও, আমরা ওদেরকে পায়ে পিঘে ফেলব, যাতে ওরা যথেষ্ট অপমানিত হয়।’ — ৪১ সুরা হা-মিম-সিজ্দা : ১৯-২৯

... প্রত্যেক সম্প্রয়ায় নিজ নিজ রসূলকে নিরস্ত করার অভিসন্ধি করেছিল আর ওরা সত্যকে ব্যর্থ করে দেওয়ার জন্য অসার যুক্তিকর্ম মন্ত ছিল। তাই আমি ওদের ওপর শাস্তির আঘাত হানলাম। আর কত কঠোর ছিল আমার শাস্তি ! এভাবে অবিশ্বাসীদের ক্ষেত্রে তোমার প্রতিপালকের বাণী সত্য হল যে, তারা জাহান্নামে যাবে। — ৪০ সুরা মুমিন : ৫-৬

অবিশ্বাসীদেরকে উচু স্বরে বলা হবে, ‘তোমাদের নিজেদের ওপর তোমাদের এ-ক্ষেত্রে চেয়ে আল্লাহর ক্ষোভ ছিল বেশি, যখন তোমাদের বিশ্বাস করতে বলা হয়েছিল আর তোমরা তো অঙ্গীকার করেছিলে।’

ওরা বলবে, ‘হে আমাদের প্রতিপালক ! তুমি আমাদের দুবার নিষ্পাদণ করে রেখেছিলে ও দুবার প্রাণ দিয়েছিল। আমরা আমাদের অপরাধ স্বীকার করেছি ; এখন পরিত্বাণের কোনো পথ মিলবে কি?’

ওদেরকে বলা হবে, ‘তোমাদের এ-শাস্তি তো এজন্য যে, যখন এক আল্লাহর কথা বলা হতো তখন তোমরা তাঁকে অস্থীকার করতে। কিন্তু কর্তৃত তো সমুচ্ছ, মহান আল্লাহরই।’ — ৪০ সুরা মুমিন : ১০-১২

সকাল-সক্ষয় ওদেরকে আগুনের সামনে হাজির করা হবে ও যেদিন কিয়ামত ঘটবে সেদিন ফেরেশ্তাদেরকে বলা হবে ফেরাউন সম্প্রয়াদকে কঠিন শাস্তিতে ফেলে দাও। যখন ওরা জাহান্নামে নিজেদের মধ্যে তর্কাতর্কি করবে তখন দুর্বলেরা প্রবলদের বলবে, ‘আমরা তো তোমাদেরই অনুসুরণ করেছিলাম, এখন কি তোমরা আমাদের জন্য জাহান্নামে আগুন কিছু কমাবার চেষ্টা করবে?’

প্রবলেরা বলবে, ‘আমরা সকলেই তো জাহান্নামে আছি, আল্লাহ তাঁর দাসদের বিচার করছেন।’

যারা আগুনে থাকবে তারা জাহান্নামের প্রহরীদের বলবে, ‘তোমাদের প্রতিপালককে বলো, তিনি যেন আমাদের একদিনের শাস্তি করিয়ে দেন।’

তারা বলবে, ‘তোমাদের কাছে কি স্পষ্ট নির্দর্শন নিয়ে রসূলরা যায় নি?’

যারা জাহান্নামে থাকবে তারা বলবে, ‘গিয়েছিল তো।’ তখন তারা (প্রহরীরা) বলবে, ‘তবে তোমরা তাদেরকে ডাকো। অবিশ্বাসীদের ডাক অবশ্য ব্যর্থ হয়।’ — ৪০ সুরা মুমিন : ৪৬-৫০

আল্লাহ কাউকে পথভট্ট করলে তার জন্য তিনি ছাড়া কোনো অভিভাবক নেই। সীমালভ্যনকারীরা যখন শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে তখন তুমি ওদের বলতে শুনবে, ‘আমাদের কি ফেরার কোনো উপায় নেই?’

ওদেরকে জাহান্নামের কাছে উপস্থিত করা হলে তুমি ওদেরকে দেখতে পাবে; অপমানে হেঁট হয়ে আছে আর ভয়ে আধবোজা চোখে তাকাচ্ছে। বিশ্বাসীরা কিয়ামতের দিন বলবে, ‘ক্ষতিগ্রস্ত তারাই যারা নিজেদের ও নিজেদের পরিজনবর্গের ক্ষতি সাধন করেছে।’ জেনে রেখো যে, সীমালভ্যনকারীরা স্থায়ী শাস্তি ভোগ করবে। — ৪২ সুরা শূরা : ৪৪-৪৫

অপরাধীরা স্থায়ীভাবে জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করবে। ওদের শাস্তি কমানো হবে না। আর ওরা (সেখানে) শাস্তি ভোগ করতে করতে হতাশ হয়ে পড়বে। আমি ওদের ওপর জুলুম করি নি, কিন্তু ওরা নিজেরাই নিজেদের ওরপ জুলুম করেছে। ওরা চিন্কার করে বলবে, ‘হে মালিক (জাহান্নামের অধিকর্তা), তোমার প্রতিপালক আমাদেরকে শেষ করে দিক-না।’ সে বলবে, ‘তোমরা তো এভাবেই থাকবে।’

আল্লাহ বলবেন, ‘আমি তো তোমাদের কাছে সত্য পৌছিয়েছিলাম, কিন্তু তোমাদের অধিকাংশই তো সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলে।’

ওরা কি চূড়ান্ত কোনো সিদ্ধান্ত নিয়েছে? (তা হলে) সিদ্ধান্ত তো আমারও রয়েছে। ওরা কি মনে করে আমি ওদের গোপন বিষয় ও পরামর্শের খবর রাখি না। অবশ্যই রাখি। আমার ফেরেশ্তারা ওদের কাছে থেকে সব লিখে রাখে। — ৪৩ সুরা জুবুরুফ : ৭৪-৮০

জাকুম বৃক্ষ হবে পাপীর খাদ্য, গলিত তামার মতো তা তার পেটে ফুটতে থাকবে, উত্তপ্ত পানি যেমন ফুটতে থাকে। (বলা হবে), ‘ওকে ধরো ও টেনে নিয়ে যাও জাহান্নামের মধ্যে,

তারপর ওর মাথায় ফুটন্ত পানি ঢেলে দিয়ে শাস্তি দাও। স্বাদ নাও, হে শক্তিশালী সম্মানিত! এ-সম্পর্কে তো তোমরা সন্দেহ পোষণ করতে।' — ৪৪ সুরা দুখান : ৪৩-৫০

... তারপর ওরা (অবিশ্঵াসীরা) আত্মসমর্পণ করে বলবে, 'আমরা তো কোনো খারাপ কাজ করি নি।' হঁ, তোমরা যা করেছিলে আল্লাহ্ তা ভালো করেই জানেন। সুতরাং তোমরা জাহানামের দরজায় ঢোকো সেখানে চিরকাল থাকার জন্য। দেখ, অহংকারীদের আবাসস্থল কত খারাপ! — ১৬ সুরা নাহল : ২৮-২৯

ওদের প্রত্যেকের জন্য পরিগামে জাহানামে রয়েছে আর প্রত্যেককে গলিত পুঁজি পান করান হবে যা সে বড় কষ্টে গিলবে, আর তা গেলা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়বে। সবদিক থেকে তার কাছে মৃত্যুগ্রন্থ আসবে, কিন্তু তার মৃত্যু ঘটবে না ও সে কঠোর শাস্তি ভোগ করতেই থাকবে। — ১৪ সুরা ইব্রাহিম : ১৬-১৭

তুমি কি ওদের লক্ষ কর না যারা আল্লাহ্ অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞতাপ্রকাশের বদলে অঙ্গীকার করে ও ওরা ওদের সম্প্রদায়কে নামিয়ে আনে ধ্বংসক্ষেত্রে, জাহানামে, যার মধ্যে ওরা প্রবেশ করবে? কত নিকৃষ্ট এই বাসস্থান! আর ওরা মানুষকে আল্লাহ্ পথ থেকে বিদ্রোহ করার জন্য তাঁর সমকক্ষ বানায়। বলো, 'ভোগ করে নাও। অবশ্যে আগনুই হবে তোমাদের ফেরার জায়গা।' — ১৪ সুরা ইব্রাহিম : ২৮-৩০

সেদিন তুমি পাপীদের দেখবে হাত-পা শেকল বাঁধা অবস্থায়। ওদের জামা হবে আলকাতরার, আর আগনু ওদের মুখমণ্ডল হয়ে ফেলবে। — ১৪ সুরা ইব্রাহিম : ৪৯-৫০

তাদের মধ্যে যে বলবে 'তিনি ছাড়াও আমি একজন উপাস্য, তাকে আমি প্রতিদিন দেব জাহানামে। এভাবেই আমি সীমালঙ্ঘনকারীদের শাস্তি দিয়ে থাকি।' — ২১ সুরা আম্বিয়া : ২৯

তোমরা আল্লাহ্ পরিবর্তে যাদের উপাসনা কর সেগুলো তো জাহানামের ইহসন। তোমরাই সেখানে প্রবেশ করবে। যদি ওরা উপাস্যই হতো তবে ওরা জাহানামে প্রবেশ করত না। ওরা সকলে সেখানেই চিরকাল থাকবে। সেখানে অংশীবাদীরা চিৎকার করবে আর সেখানে ওরা কিছুই শুনতে পাবে না। যাদের জন্য আমি পূর্ব হতে কল্যাণ নির্ধারিত করেছি তাদের তা (জাহানাম) থেকে দূরে রাখা হবে। তারা তার ক্ষীণতম শব্দও শুনবে না। আর তাদের মন যা চায় তারা তা চিরকাল ভোগ করবে। সেখানে (জাহানামে) মহাভয় তাদের বিষাদগ্রস্ত করবে না; আর ফেরেশ্তারা তাদেরকে এই বলে অভ্যর্থনা করবে, 'এই তোমাদের সেইদিন যার প্রতিক্রিয়া তোমাদের দেওয়া হয়েছিল।'

— ২১ সুরা আম্বিয়া : ৯৮-১০৩

যাদের পাপ্তা হালকা হবে তারাই নিজেদের ক্ষতি করেছিল আর ওরা জাহানামে থাকবে চিরকাল। আগনুনে ওদের মুখ পুড়বে ও তা হবে বীতৎস। তোমাদের কাছে কি আমার আয়ত আবৃত্তি করা হয় নি? তোমরা তো সেসব অঙ্গীকার করেছিলে। ওরা বলবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! দুর্ভাগ্য আমাদেরকে ঘিরে রেখেছিল ও আমরা পথপ্রদ হয়েছিলাম। হে আমাদের প্রতিপালক! এ-আগনু থেকে আমাদেরকে উদ্ধার কর, তারপর আমরা যদি আবার অবিশ্বাস করি তবে তো আমরা অবশাই সীমালঙ্ঘন করব।' তিনি বলবেন, 'তোমরা অপদস্ত হয়ে এখানেই থাক, আর আমার সঙ্গে কথা বোলো না।'

— ২৩ সুরা মুমিনুন : ১০৩-১০৮

আমি ইচ্ছা করলে প্রত্যেক ব্যক্তিকে সংপথে পরিচালিত করতে পারতাম। আমার এ কথা অবশ্যই সত্য যে, আমি নিশ্চয়ই জিন ও মানুষ উভয়দ্বারা জাহান্নাম পূর্ণ করব। ওদেরকে বলা হবে, তোমরা শাস্তির স্বাদ নাও, কারণ আজকের এ-সাক্ষাতের কথা তোমরা ভুলে গিয়েছিলে। তোমরা যা করতে তার জন্য শাস্তি ভোগ করতে থাকো।

— ৩২ সুরা সিজ্দা : ১৩-১৪

আর যারা সত্য ত্যাগ করেছে তাদের বাসস্থান হবে জাহান্নাম। যখনই ওরা জাহান্নাম থেকে বের হতে চাইবে তখনই ওদেরকে তার মধ্যে ঠেলে দেওয়া হবে এবং ওদের বলা হবে, ‘যে-আগুনের শাস্তিকে তোমরা মিথ্যা বলতে তোমরা তার স্বাদ নাও।’ তারী শাস্তির আগে ওদের আমি হালকা শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করাব, যাতে ওরা (আমার দিকে) ফিরে আসে। — ৩২ সুরা সিজ্দা : ২০-২১

সেদিন দুর্ভোগ তাদের যারা মিথ্যার আশ্রয় নেয়, যারা কথা বানিয়ে খেলা করে। যেদিন ওদেরকে ধাক্কা মারতে মারতে নিয়ে যাওয়া হবে জাহান্নামের আগুনের দিকে, (আর বলা হবে), ‘এ-ই সেই আগুন যাকে তোমরা মিথ্যা মনে করতে, এ-কি জানু? না কি তোমরা চোখে দেখছ না? তোমরা এর মধ্যে প্রবেশ করো, তারপর তোমরা ধৈর্য ধর বা ন ধর দুই-ই সমান তোমাদের জন্য। তোমরা যা করতে কেবল তারই প্রতিফল দেওয়া হচ্ছে।’

— ৫২ সুরা তুর : ১১-১৬

যারা তাদের প্রতিপালকে অঙ্গীকার করে তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের শাস্তি। ফিরে যাওয়ার জন্য সে কতই না খারাপ জায়গা! যখন ওদেরকে সেখানে ছুড়ে ফেলা হবে তখন ওরা শুনবে জাহান্নাম থেকে উঠে আসছে এক বিকট গর্জন। রাগে জাহান্নাম যেন ফেটে পড়ছে। যখনই ওর মধ্যে কোনো দলকে ফেলা হবে জাহান্নামের রক্ষীরা ওদেরকে জিজ্ঞাসা করবে, ‘তোমাদের কাছে কি কোনো সতর্ককারী যায় নি?’

ওরা বলবে, ‘অবশ্যই আমাদের কাছে সতর্ককারী এসেছিল, আমরা ওদেরকে মিথ্যাবাদী গণ্য করেছিলাম ও বলেছিলাম, আল্লাহ্ কিছুই অবতীর্ণ করেন নি, তোমরা তো বড় ভুলের মধ্যে রয়েছে।’

ওরা আরও বলবে, ‘যদি আমরা তাদের কথা শুনতাম বা বিবেকবুদ্ধি প্রয়োগ করতাম তাহলে আমাদেরকে জাহান্নামে বাস করতে হতো না।’ ওরা ওদের অপরাধ স্থীকার করবে। অভিশাপ জাহান্নামবাসীদের জন্য! — ৬৭ সুরা মূলক : ৬-১১

কিন্তু যার (হিসাবের) কিতাব তার বাম হাতে দেওয়া হবে সে বলবে, ‘হায়, আমাকে যদি আমার (হিসাবের) কিতাব না দেওয়া হত, আর আমি যদি আমার হিসাব না জানতাম হায়! আমার মৃত্যুই যদি আমার শেষ হতো। আমার ধনসম্পদ আমার কোনো কাজেই এল না। আমার ক্ষমতাও আমার কাছ থেকে স'রে গেছে।’

ফেরেশতাদেরকে (বলা হবে), ‘ওকে ধরো! ওর গলায় বেড়ি পরিয়ে দাও আর ছুড়ে ফেলো জাহান্নামে। অতঙ্গের তাকে শিকল পরাও, সম্ভর হাত দীর্ঘ এক শিকল। সে মহান আল্লাহতে বিশ্বাস করে নি। আর অভাবীকে অল্লাদানে অন্যকে সে উৎসাহ দেয় নি। তাই আজ এখানে তার কোনো বক্ষু নেই, আর কোনো খাবার নেই ক্ষতনিঃস্ত স্নাব ছাড়া, যা অপরাধী ছাড়া কেউ খাবে না।’ — ৬৯ সুরা হাক্কা : ২৫-৩৭

জাহানাম সে-ব্যক্তিকে ডাকবে যে সত্য থেকে পালিয়েছিল ও মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল এবং যে সম্পদ জমা করত ও তা আঁকরে ধরে রাখত। — ৭০ সুরা মাইআরিজ : ১৭-১৮

(সেদিন) জাহানাম প্রতীক্ষায় থাকবে। তা হবে সীমালভয়নকারীদের আশ্রয়স্থল, যেখানে তারা যুগ যুগ ধরে থাকবে। সেখানে ওরা কোনো ঠাণ্ডা জিনিস ভোগ করবে না, পানীয়ও নয়, স্বাদ নেবে কেবল ফুটস্ট পানি ও পুঁজের। এটাই উপযুক্ত প্রতিফল, কারণ ওরা হিসাবের ভয় পেত না আর ওরা জ্ঞের সাথে আমার নির্দর্শন প্রত্যাখ্যান করেছিল। সব কিছুই আমি লিখে রেখেছি, সুতরাং স্বাদ নাও; তোমাদের শাস্তি শুধু বৃদ্ধি করা হবে। — ৭৮ সুরা নাবা : ২১-৩০

তারপর যখন মহাসংকট উপস্থিত হবে (তখন) মানুষ যা করেছে তা সে সূরণ করবে। আর সকলের নিকট জাহানাম প্রকাশ করা হবে। তখন যে সীমালভয়ন করেছে এবং পার্থিব জীবনকে বেছে নিয়েছে জাহানামই হবে তার ঠিকান। — ৭৯ সুরা নাজিয়াত : ৩৪-৩৯

ওরা তোমাকে শাস্তি এগিয়ে আনতে বলে। জাহানাম তো অবিশ্বাসীদেরকে ঘিরে ফেলবেই। সেদিন শাস্তি ওদের গ্রাস করবে ওপর ও নিচ থেকে আর তিনি (আল্লাহ) বলবেন, ‘তোমরা যা করতে তার স্বাদ নাও।’ — ২৯ সুরা আনকাবুত : ৫৪-৫৫

প্রত্যেক পাপিষ্ঠ সীমালভয়নকরারীই কেবল এ অস্থীকার করে। তার কাছে আমার আয়ত আবৃত্তি করা হলে সে বলে, ‘এ তো সেকালের উপকথা।’ এ তো সত্য নয়, ওদের কৃতকর্ম ওদের হাদয় মরচে ধরিয়েছে।

সেদিন তো ওরা ওদের প্রতিপালকের কাছ থেকে দূরে থাকবে। তারপর ওরা জাহানামের আগুনে প্রবেশ করবে। তাপর বলা হবে, ‘এ-ই সেই যা তোমরা অস্থীকার করতে।’ — ৮৩ সুরা মুতাফ্ফিকিন : ১২-১৭

... তিনি বললেন, ‘যে-কেউ অবিশ্বাস করবে তাকেও কিছুকালের জন্য জীবন উপভোগ করতে দেব। তারপর তাকে নরকের শাস্তি ভোগ করতে বাধ্য করব, আর সে কী খারাপ পরিণতি।’ — ২ সুরা বাকারা : ১২৬

যারা অবিশ্বাস করে দেশবিদেশে অবাধে ঘুরে বেড়ায় তারা যেন তোমাকে বিভ্রান্ত না করে। এ তো সামান্য উপভোগ। তারপর তারা জাহানামে বাস করবে। আর সে কী জঘন্য বাসস্থান! — ৩ সুরা আল-ই-ইমরান : ১৯৬-১৯৭

হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা যখন অবিশ্বাসীদের সম্মুখীন হবে তখন পালিয়ে যাবে না। সেদিন কৌশলের জন্য বা নিজের দলে জায়গা নেওয়ার জন্য ছাড়া কেউ পালিয়ে গেলে সে তো আল্লাহর বিবাগভাজন হবে ও তার আশুয় জাহানাম, আর সে কত খারাপ জায়গা! — ৮ সুরা আনফাল : ১৫-১৬

যারা আমার আয়তকে অবিশ্বাস করে আমি তাদেরকে আগুনে পোড়াবই। যখনই তাদের চামড়া পুড়ে যাবে তখনই তার জয়গায় আমি নতুন চামড়া সৃষ্টি করব, যাতে তারা শাস্তি ভোগ করে। আল্লাহ তো শক্তিমান তত্ত্বজ্ঞানী। — ৪ সুরা নিসা : ৫৬

আর যে-কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো বিশ্বাসীকে হত্যা করবে তার শাস্তি জাহানাম, যেখানে সে চিরকাল থাকবে ও আল্লাহ তার ওপর ঝুঁক হবেন, তাকে অভিশাপ দেবেন ও তার জন্য মহাশাস্তি প্রস্তুত করে রাখবেন। — ৪ সুরা নিসা : ৯৩

যারা নিজেদের ওপর অত্যাচার করে তাদের প্রাণ নেওয়ার সময় ফেরেশ্তারা বলে, ‘তোমরা কী অবস্থায় ছিলে?’ তারা বলে, ‘দুনিয়ায় আমরা অসহায় ছিলাম!’ তারা (ফেরেশ্তারা) বলে, ‘তোমরা নিজের দেশ ছেড়ে অন্য দেশে কি বসবাস করতে পারতে, আল্লাহর দুনিয়া কি এমন প্রশংস্ত ছিল না?’ — এরাই বাস করবে জাহানামে, আর বাসস্থান হিসাবে তা কী জ্ঞান্য! — ৪ সুরা নিসা : ১৭

আর যদি কারও কাছে সংপথ প্রকাশ হওয়ার পরও সে রসুলের বিরুদ্ধাচরণ করে ও বিশ্বাসীদের পথ ছাড়া অন্য পথ অনুসরণ করে তবে সে যেদিকে ফিরে যায় আমি সেদিকেই তাকে ফিরিয়ে দেব ও জাহানামেই তাকে পোড়ার; আর বাসস্থান হিসাবে তা কতই-না জ্ঞান্য! — ৪ সুরা নিসা : ১১৫

... আর যারা অবিশ্বাস করেছে ও আমার নির্দর্শন অঙ্গীকার করেছে তারাই তো জাহানামের অধিবাসী। — ৫৭ সুরা হাদিদ : ১৯

... যারা বিশ্বাস করে না, ভোগবিলাসে মেতে থাকে আর জন্ম-জানোয়ারের মতো পেট ভরায়, তারা বাস করবে জাহানামে। — ৪৭ সুরা মুহাম্মদ : ১২

... সাবধানিরা কি তাদের সমান যারা জাহানামে স্থায়ী হবে আর যাদের পান করতে দেওয়া হবে ফুট্ট পানি যা ওদের নাড়িভুঁড়ি ছিন্নবিছিন্ন করে দেবে? — ৪৭ সুরা মুহাম্মদ : ১৫

পাপীদের পরিচয় পাওয়া যাবে তাদের লক্ষণ দেখে। তাদেরকে মাথার সামনের চুল ও পা ধরে তাদের পাকড়াও করা হবে। — ৫৫ সুরা রহমান : ৪১

এ-ই সেই জাহানাম যা পাপীরা অবিশ্বাস করত। ওরা জাহানামের আগুন ও ফুট্টস্ত পানির মধ্যে ছুটোছুটি করবে। — ৫৫ সুরা রহমান : ৪৩-৪৪

কিতাবি ও অংশীবাদীদের মধ্যে যারা অবিশ্বাস করে তারা জাহানামের আগুনে চিরকাল থাকবে, ওরাই তো সৃষ্টির অধিম। — ১৮ সুরা বাইয়িনা : ৬

(বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী) দুটি দল তাদের প্রতিপালক সম্বন্ধে বিতর্ক করে। যারা অবিশ্বাস করে তাদের জন্য তৈরি করা হয়েছে আগুনের পোশাক। তাদের মাথার ওপর ফুট্টস্ত পানি ঢেলে দেওয়া হবে যাতে ওদের চামড়া আর ওদের পেটে যা আছে তা গলে যায়। আর ওদের জন্য থাকবে লোহার মুগুর। যখনই ওরা যন্ত্রণায় কাতর হয়ে জাহানাম থেকে বেরুতে চাইবে তখনই তাদেরকে সেখানে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। (বলা হবে) ‘দহনযন্ত্রণা ভোগ করো।’ — ২২ সুরা ইজ : ১৯-২২

... ওরা যখন তোমার কাছে আসে তখন এমন কথা বলে তোমাকে অভিবাদন করে যা বলে আল্লাহও তোমাকে অভিবাদন করেন নি। তারা ঘনেঘনে বলে, ‘আমরা যা বলি তার জন্য আল্লাহ আমাদেরকে শাস্তি দেয় না কেন?’ জাহানামেই ওদের জন্য উপযুক্ত শাস্তি। কত-ই না খারাপ সে-বাসস্থান থেকানে তারা প্রবেশ করবে। — ৫৮ সুরা মুজাদলা : ৮

হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা তোমাদের নিজেদের আর তোমাদের পরিবার-পরিজনকে সেই আগুন থেকে রক্ষা করো, যার ইঞ্জন হবে মানুষ ও পাথর, যার নিয়ন্ত্রণভাব অর্পিত আছে নির্মহাদয় কঠোরস্তভাব ফেরেশ্তাদের ওপর, যারা আল্লাহ তাদেরকে যা আদেশ করেন তা অমান্য করে না আর যা আদেশ করা হয় তা-ই করে। — ৬৬ সুরা তাহরিম : ৬

কিন্তু যারা অবিশ্বাস করে ও আমার নির্দশন অঙ্গীকার করে, তারাই জাহান্মামের অধিবাসী, সেখানে তারা থাকবে চিরকাল। ফিরে যাওয়ার জন্য সেটা কত-না খারাপ জায়গা। — ৬৪ সুরা তাগাবুন : ১০

... আর তিনি ওদের (মুনাফিক ও অংশীবাদী নরনারীর) জন্য প্রস্তুত রেখেছেন জাহান্মাম। কী নিকষ্ট নিবাস সে! — ৪৮ সুরা ফাতহ : ৬

আল্লাহ মুনাফেক নরনারী ও অবিশ্বাসীদেরকে প্রতিশ্রূতি দিয়েছেন জাহান্মামের আগন্দের মেখানে ওরা থাকবে চিরকাল। এ-ই ওদের জন্য হিসাব, ওদের ওপর রয়েছে আল্লাহর অভিশাপ, ওদের জন্য রয়েছে স্থায়ী শাস্তি। — ৯ সুরা তওবা : ৬৮

... আর তারা বললো, ‘গরমের মধ্যে অভিযানে বের হয়ো না।’

বলো, ‘জাহান্মামের আগন্দেই সবচেয়ে প্রচণ্ড গরম।’ যদি তারা বুবৃত! — ৯ সুরা তওবা : ৮১

জিজিয়া : যাদের ওপর কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে তাদের মধ্যে যারা আল্লাহয় বিশ্বাস করে না ও পরকালেও না এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূল যা হারাম করেছেন তা হারাম করে না ও সত্যধর্ম অনুসরণ করে না তাদের সাথে যুদ্ধ করবে যে-পর্যন্ত না তারা ব্যতীকার করে আনুগত্যের নির্দশন স্বরূপ ষেছায় জিজিয়া দেয়। — ৯ সুরা তওবা : ২৯

জিবরাইল : সত্যই একথা এক সম্মানিত বার্তাবাহকের যে শক্তিধর, আরশের অধিপতির নিকট ফর্যাদসম্পন্ন; যার আজ্ঞা সেখানে মান্য করা হয় এবং যে বিশ্বাসভাজন। আর (হে মক্কাবাসী!) তোমাদের সঙ্গী তো পাগল নয়! সে তো ওকে (ফেরেশতাকে) স্বচ্ছ দিগন্তে দেখেছে। সে অদৃশ্য প্রকাশ করতে কার্পণ্য করে না। — ৮১ সুরা তাকভির : ১৯-২৪

শপথ অস্ত্রমিত নষ্ঠত্বের, তোমাদের সঙ্গী বিভাস্ত নয়, পথভূষ্টও নয়। আর সে নিজের ইচ্ছামতো কোনো কথা বলে না। এ প্রত্যাদেশ যা (তার ওপর) অবতীর্ণ হয়। তাকে শিক্ষা দেয় এক মহাশক্তিধর। বুদ্ধিধর (জিবরাইল) আবির্ভূত হল উর্ধ্ব দিগন্তে। তারপর সে তার কাছে এল, ঘূর কাছে; যার ফলে তাদের দুজনের মধ্যে দুই ধনুকের ব্যবধান রইল। তখন তিনি তাঁর দাসের প্রতি যে প্রত্যাদেশ করার সেই প্রত্যাদেশ করলেন। — ৫৩ সুরা নজুম : ১-১০

সে (মুহাম্মদ) তাকে (জিবরাইলকে) আরেকবার দেখেছিল, শেষ সীমান্তে অবস্থিত সিদ্ধারা গাছের নিকট, যার কাছেই ছিল জান্নাত-উল-মাওয়া [আশ্রয়-উদ্যান] — ৫৩ সুরা নজুম : ১৩-১৫

সে-রাত্রে (লাইলাতুল কাদরে) প্রত্যেক কাজে ফেরেশতারা ও বুহ[জিবরাইল] অবতীর্ণ হয় তাদের প্রতিপালকের নির্দেশে। — ১৭ সুরা কাদর : ৮

(জিবরাইল বলল) : ‘আমি তোমার প্রতিপালকের আদেশ ছাড়া অবতরণ করি না। যা আমাদের সামনে ও পেছনে আছে আর যা দুইয়ের মাঝে আছে তা তাঁরই। আর তোমার প্রতিপালক কখনও ভুল করেন না।’

তিনি আকাশ পৃথিবী ও তাদের মধ্যে যা-কিছু আছে তার প্রতিপালক। সুতরাং তাঁরই উপাসনা করো ও তাঁর উপাসনায় ধৈর্য ধরো। তুমি কি তাঁর সমগুণবিশিষ্ট কাউকে জান? — ১৯ সুরা মরিয়ম : ৬৪-৬৫

বুহ-উল-আমিন [পরিত্র আত্মা] (জিবরাইল) এ (কোরান) অবতীর্ণ করেছে ...। — ২৬ সুরা শোআরা : ১৯৩

(জিবরাইল বলেছিল) ‘আমাদের প্রত্যেকের জন্য নির্ধারিত শান রয়েছে। আমরা সারি বেঁধে দাঁড়াই ও আমরা তাঁর পরিত্র মহিমা ঘোষণা করি।’ — ৩৭ সুরা সাফ্ফাত : ১৬৪-১৬৬

... আমি মরিয়মপুত্র ইসাকে স্পষ্ট প্রশংসণ দিয়েছি ও পরিত্র আত্মা [জিবরাইল] দ্বারা তাঁর শক্তি বৃদ্ধি করেছি। — ২ সুরা বাকারা : ৮৭, ২৫৩

বলো, ‘যে জিবরাইলের শক্তি সে জেনে রাখুক সে তো আল্লাহর নির্দেশ তোমার হাদয়ে এ (কোরান) পৌছে দেয় যা এর পূর্ববর্তী (কিতাবের) সংরক্ষক আর বিশ্বাসীদের জন্য যা পথপ্রদর্শক ও শুভসংবাদ।’

যারা আল্লাহর ফেরেশ্তাদের, রসুলদের, জিবরাইল ও মিকাইলের শক্তি, (তারা জেনে রাখুক) নিশ্চয়ই আল্লাহ আবিশ্বাসীদের শক্তি। — ২ সুরা বাকারা : ৯৭-৯৮

... তোমরা যদি তার (নবির) বিরুদ্ধে একে অপরকে সাহায্য কর তবে (জেনে রাখো) আল্লাহ তার অভিভাবক ; জিবরাইল ও সংকর্মপরায়ণ বিশ্বাসীরা, আর তার ওপর ফেরেশ্তারাও, তাকে সাহায্য করবে। — ৬৬ সুরা তাহরিম : ৪

জিন : তিনি বলবেন, ‘তোমাদের আগে যে-জিন ও মানবগোষ্ঠী গত হয়েছে তাদের সাথে তোমরাও আগনুনে প্রবেশ করো।’ যখনই কোনো দল সেখানে প্রবেশ করবে তখনই তারা অন্য দলকে অভিশাপ দেবে, এমন কি যখন সকলে সেখানে একত্র হবে তখন যারা তাদের পরে এসেছে তারা তাদের আগে যারা এসেছিল তাদের সম্বন্ধে বলবে, ‘হে আমাদের প্রতিপালক ! এরাই আমাদের বিভ্রান্ত করেছিল, সুতৰাং তাদেরকে দ্বিগুণ অগ্রিমাস্তি দাও।’ তিনি বলবেন, ‘প্রত্যেকের জন্য দ্বিগুণ রয়েছে, কিন্তু তোমরা জান না।’ — ৭ সুরা আরাফ : ৩৮

আর আমি তো বহু জিন ও মানুষকে জাহানামের জন্য সৃষ্টি করেছি। তাদের হাদয় আছে কিন্তু তা দিয়ে তারা বোঝে না, তাদের চোখ আছে কিন্তু তা দিয়ে তারা দেখে না এবং তাদের কান আছে কিন্তু তা দিয়ে তারা শোনে না—এরা পশুর মতো। বরং তার চেয়েও পথ্বর্দষ্ট ! এরাই অবহেলাকারী। — ৭ সুরা আরাফ : ১৭৯

বলো, ‘আমি প্রত্যাদেশের মাধ্যমে জ্ঞেনেছি যে জিনদের একটি দল (কোরান) শুনেছে ও তাদের সম্প্রদায়ের কাছে গিয়ে বলেছে, ‘আমরা তো এক বিস্ময়কর কোরান শুনেছি, যা সঠিক পথনির্দেশ দেয়। তাই আমরা এতে বিশ্বাস করেছি।’ আমরা কখনও আমাদের প্রতিপালকের কোনো শরিক করব না। আর আমরা এ-ও বিশ্বাস করেছি যে, আমাদের প্রতিপালকের মর্যাদা অনেক ওপরে। তিনি কোনো স্ত্রী নেন নি ও তাঁর কোনো সন্তানও নেই। আমাদের মধ্যকার নির্বোধরা আল্লাহ সম্বন্ধে অবাস্তব কথা বলত। অথচ আমরা মনে করতাম মানুষ ও জিন আল্লাহ সম্বন্ধে কখনও যিথ্য বলতে পারে না।’

‘প্রত্যাদেশের মাধ্যমে আমি আরও জানতে পেরেছি যে, কোনো কোনো মানুষ কিছু জিনের শরণ নিত ; ফলে, ওরা জিনদের অহংকার বাড়িয়ে দিত। যেমন তোমরা মনে করতে তেমনি তারাও মনে করেছিল যে, মৃত্যুর পর আল্লাহ কাউকে আর ওঠাবেন না।

আর আমরা চেয়েছিলাম আকাশের তথ্য সংগ্রহ করতে কিন্তু আমরা দেখতে পেলাম কঠোর প্রহরী ও উল্কাপিণ্ড দিয়ে আকাশ ভরা। আগে আমরা আকাশের বিভিন্ন ধাঁচিতে সংবাদ শেনার জন্য বসে থাকতাম, কিন্তু এখন কেউ সংবাদ শুনতে চাইলে তার ওপর ফেলার জন্য তৈরি জ্বলন্ত উল্কার সে সম্মুখীন হয়। আমরা জানি না, পৃথিবীতে যারা আছে তাদের প্রতিপালক কি তাদের অঙ্গল চান, না তাদের মঙ্গল চান ?

‘আর আমাদের মধ্যে কতক সংকর্মপরায়ণ আবার কতক, তার বিপরীত। আমরা ছিলাম নানা পথের পথিক। এখন আমরা বুঝেছি যে, আমরা পৃথিবীতে আল্লাহকে পরাভূত করতে পারব না ও পালিয়ে গিয়ে তাঁর ক্ষমতাকে ব্যর্থ করতে পারব না। আমরা যখন পথনির্দেশক কোরানের বাণী শুনলাম তাতে বিশ্বাস করলাম। যে-ব্যক্তি তার প্রতিপালকের প্রতি বিশ্বাস করে তার পূর্ম্মকার কমার বা শাস্তি বাড়ার কোনো আশংকা নেই। আমাদের কিছু লোক আত্মসমর্পণ করেছে আর কিছু বাঁকা পথ ধরেছে। যারা আত্মসমর্পণ করেছে তারা সোজা পথ পেয়েছে ; কিন্তু যারা বাঁকা পথ ধরেছে তারাই তো জাহানামের ইঙ্কন হবে।’

— ৭২ সুরা জিন : ১-১৫

সুলায়মানের সামনে তার বাহিনীকে — জিন, মানুষ ও পাখিদের—সমবেত করা হল ও ওদের বিভিন্ন বৃহে বিন্যস্ত করা হল। — ২৭ সুরা নম্বল : ১৭

(সুলায়মান আরও) বললো, ‘হে আমার পারিষদবর্গ ! তারা আমার কাছে আত্ম-সমর্পণ করতে আসার পূর্বে তোমাদের মধ্যে কে তার (বিলকিসের) সিংহাসন আমাকে এনে দেবে ?’

এক শান্তিশালী জিন বললো, ‘আপনি আপনার স্থান থেকে ওঠার আগেই আমি তা এনে দেব। আর এ ব্যাপারে আমি এমন শক্তি রাখি। আমাকে বিশ্বাস করতে পারেন।’ — ২৭ সুরা নম্বল : ৩৮-৩৯

‘আমি জিন ও মানুষ উভয় দ্বারা জাহানাম পূর্ণ করবই’ — তোমার প্রতিপালকের এ কথা পূর্ণ হবেই। — ১১ সুরা হৃদ : ১১৯

আর এর আগে খুব গরম বাতাসের ভাপ থেকে আমি জিন সৃষ্টি করেছি। — ১৫ সুরা হিজ্র : ২৭

আর তারা জিনকে আল্লাহর শরিক করে, অর্থ তিনিই জিনদেরকে সৃষ্টি করেছেন। আর ওরা অজ্ঞানতাৰশত আল্লাহৰ ওপর পুত্রকন্যা আরোপ করে। তিনি মহিমান্বিত। আর ওরা যা বলে তিনি তার উর্ধ্বে। — ৬ সুরা আনআম : ১০০

আর আমি এভাবে মানুষ ও জিনের মধ্যে শয়তানকে প্রত্যেক নবির শক্তি করেছি...। — ৬ সুরা আনআম : ১১২

আর যেদিন তিনি তাদের সকলকে একত্র করবেন (ও বলবেন), ‘হে জিন সম্প্রদায় ! তোমরা অনেক লোককে তোমাদের অনুগামী করেছিলে।’

...আর তাদের মানব-বন্ধুরা বলবে, ‘হে আমাদের প্রতিপালক ! আমাদের মধ্যে কেউ-কেউ অন্যের দ্বারা লাভবান হয়েছি, আর তুমি আমাদের জন্য যে-সময় নির্ধারিত করেছিলে এখন আমরা তার সামনে এসে গেছি।’ সেদিন আল্লাহ বলবেন, ‘আগনই তোমাদের বাসস্থান,

সেখানে তোমরা চিরদিন থাকবে, যদি না আল্লাহ্ অন্য রকম ইচ্ছা করেন।' তোমার প্রতিপালক তো তত্ত্বজ্ঞানী, মহাজ্ঞানী। — ৬ সুরা আনআম : ১২৮

(আমি বলব) 'হে জিন ও মানব সম্প্রদায় ! তোমাদের মধ্য থেকে কি রসূলরা তোমাদের কাছে আসে নি যারা আমার নির্দেশন তোমাদের কাছে বয়ান করত ও তোমাদেরকে এদিনের মোকাবিলা করার জন্য সতর্ক করত ?' ওরা বলবে, 'আমরা আমাদের অপরাধ স্বীকার করলাম !' — ৬ সুরা আনআম : ১৩০

ওরা আল্লাহ্ ও জিন জাতির মধ্যে জৈবিক সম্পর্ক স্থির করেছে, অর্থ জিনেরা জানে তাদেরকেও শাস্তির জন্য উপস্থিত করা হবে। ওরা যা বলে তার চেয়ে আল্লাহ্ পবিত্র, মহান। আল্লাহ্ বিশুদ্ধচিত্ত দাসরা শাস্তি পাবে না। তোমরা ও তোমরা যাদের উপাসনা কর তারা কেউই কাউকে আল্লাহ্ সম্বন্ধে বিভ্রান্ত করতে পারবে না। কেবল তাদেরকে ছাড়া যারা জাহানামে যাবে। — ৩৭ সুরা সাফ্ফাত : ১৫৮-১৬৩

... আল্লাহর অনুমতিক্রমে কিছু জিন তার (সুলায়মানের) সামনে কাজ করত। ওদের মধ্যে যারা আমার নির্দেশ অমান্য করে তাদেরকে আমি জ্বলন্ত আগুনের শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করাব। ওরা সুলায়মানের ইচ্ছানুযায়ী প্রাসাদ, ভাস্কর্য, পানির হৌজের মতো পাত্র ও চুল্লির জন্য বিরাট ডেগ তৈরি করত। (আমি বলেছিলাম), 'হে দাউদ-পরিবার ! কৃতজ্ঞতার সঙ্গে তোমরা কাজ করতে থাক। আমার দাসদের মধ্যে অঙ্গই আছে যারা কৃতজ্ঞ !'

যখন আমি সুলায়মানের মৃত্যু ঘটালাম তখন ঘুণপোকা, যা সুলায়মানের লাঠি খাচ্ছিল, জিনদেরকে তার মৃত্যুর কথা জানাল। যখন সুলায়মান মাটিতে পড়ে গেল তখন জিনেরা বুরতে পারল যে, ওরা যদি অদৃশ্য বিষয় জানত তা হলে ওরা এতকাল অপমানকর শাস্তিতে বাঁধা থাকত না। — ৩৪ সুরা সাৰা : ১২-১৪

আমি ওদেরকে সেই সঙ্গী দিয়েছিলাম যারা ওদের অতীত ও ভবিষৎকে ওদের চেখে শোভন করে দেখিয়েছিল, আর ওদের ব্যাপারেও ওদের পূর্ববর্তী জিন ও মানুষদের ন্যায় শাস্তির কথা বাস্তব হয়েছে। ওরা ছিল ক্ষতিগ্রস্ত। — ৪১ সুরা হা-মিম-সিজ্দা : ২৫

অবিশ্বাসীরা বলবে, 'হে আমার প্রতিপালক ! যেসব জিন ও মানুষ আমাদের পথভ্রষ্ট করেছিল তাদেরকে দেখিয়ে দাও আমরা ওদেরকে পায়ে পিষে ফেলব, যাতে ওরা যথেষ্ট অপমানিত হয়।' — ৪১ সুরা হা-মিম-সিজ্দা : ২৯

এদের আগে যেসব জিন ও মানুষ গত হয়েছে তাদের মতো এদের ওপরও আল্লাহর শাস্তি অবধারিত। এরাই তো ক্ষতিগ্রস্ত। — ৪৬ সুরা আহকাফ : ১৮

আর যখন আমি একদল জিনকে তোমার প্রতি আকৃষ্ট করলাম, ওরা কোরানের আব্বতি শুনে কাছে এসে একে অপরকে বলতে লাগল, 'চুপ করে শোনো !' যখন কোরানের আব্বতি শেষ হল ওরা ওদের সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে গেল সতর্ককারীরূপে। ওরা বলেছিল, 'হে আমাদের সম্প্রদায় ! আমরা এমন এক কিতাবের আব্বতি শুনেছি যা মুসার পরে অবতীর্ণ হয়েছে। এ এর আগের কিতাবকে সমর্থন করে আর সত্য ও সরল পথের দিকে নির্দেশনা দেয়। হে আমাদের সম্প্রদায় ! আল্লাহর দিকে যে ডাকে তার ডাকে সাড়া দাও ও তার ওপর বিশ্বাস করো, আল্লাহ্ তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন ও নিদারূণ শাস্তি থেকে তোমাদেরকে

রক্ষা করবেন। আল্লাহর দিকে যে ডাক দেয় কেউ যদি তার ডাকে সাড়া না দেয় তবে আল্লাহর অভিপ্রায় ব্যর্থ হবে না। আর আল্লাহর সামনে তাকে কেউ সাহায্যও করবে না। সে তো সুস্পষ্ট বিজ্ঞাপ্তিরে রয়েছে।' — ৪৬ সূরা আহকাফ : ২৯-৩২

আমার উপাসনার জন্যই আমি মানুষ ও জিনকে সৃষ্টি করেছি। — ৫১ সূরা জারিয়াত : ৫৬

...আমার একথা অবশ্যই সত্য যে, আমি নিশ্চয়ই জিন ও মানুষ উভয় দ্বারা জাহানাম পূর্ণ করব। — ৩২ সূরা সিজ্দা : ১৩

আর তিনি জিনকে সৃষ্টি করেছেন ধূমৰাইন অগ্নিশিখা থেকে। — ৫৫ সূরা রহমান : ১৫

হে দুই ভার [মানুষ ও জিন] আমি শীঘ্ৰই (হিসাবনিকাশ চুকিয়ে) তোমাদেরকে মুক্ত করব। সুতোৎ তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহ অঙ্গীকার করবে? হে জিন ও মানব সম্প্রদায়! তোমরা যদি আকাশ ও পৃথিবীর সীমা অতিক্রম করতে পার তো অতিক্রম কর। অবশ্য তোমরা আমার অনুমতি ছাড়া তা অতিক্রম করতে পারবে না। — ৫৫ সূরা রহমান : ৩১-৩৩

জিহাদ সংগ্রাম : নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদেরই জন্য যারা নির্যাতিত হওয়ার পর হিজরত করে, পরে জিহাদ করে ও ধৈর্য ধারণ করে, এরপর তোমার প্রতিপালক তো (তাদেরকে) ক্ষমা করবেন, দয়া করবেন। — ১৬ সূরা নাহল : ১১০

যে—কেউ জিহাদ করে সে তো নিজের জন্যই জিহাদ করে। আল্লাহ অবশ্যই বিশুজ্জগতের ওপর নির্ভরশীল নন। — ২৯ সূরা আনকাবুত : ৬

যারা আমার উদ্দেশ্যে জিহাদ করে আমি তাদেরকে অবশ্যই আমার পথে পরিচালিত করব। আল্লাহ অবশ্যই সংকর্মপরায়ণদের সঙ্গে থাকেন। — ২৯ সূরা আনকাবুত : ৬৯

নিশ্চয় যারা বিশ্বাস করে, আল্লাহর পথে হিজরত করে এবং জিহাদ করে তারাই আল্লাহর দয়ার আশা রাখে। আর আল্লাহ তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। — ২ সূরা বাকারা : ২১৮

তোমরা আল্লাহর পথে জিহাদ করো। আর জেনে রাখো যে আল্লাহ সব শোনেন ও সব জানেন। — ২ সূরা বাকারা : ২৪৪

যারা বিশ্বাস করেছে, হিজরত করেছে ও আল্লাহর পথে সংগ্রাম করছে এবং যারা অশুয়দান করেছে তারাই প্রকৃত বিশ্বাসী, তাদের জন্য ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকা রয়েছে। আর যারা পরে বিশ্বাস করেছে, হিজরত করেছে ও তোমাদের সঙ্গে থেকে সংগ্রাম করেছে তারাও তোমাদের অন্তর্ভুক্ত। আর আল্লাহর বিধানে আত্মীয়রা একে অন্যের চেয়ে বেশি হকদার। — ৮ সূরা আনফাল : ৭৪-৭৫

তোমরা কি মনে কর যে, তোমরা জানাতে প্রবেশ করবে, যতক্ষণ না আল্লাহ জানেন তোমাদের মধ্যে কে জিহাদ করেছে ও কে ধৈর্য ধরেছে! — ৩ সূরা আল-ই-ইমরান : ১৪২

হে বিশ্বসিগণ! তোমরা যখন আল্লাহর পথে বের হবে তখন পরীক্ষা করে নেবে। আর কেউ তোমাদের মঙ্গল কামনা করলে বা শুন্দা জানলে ইহজীবনের সম্পদের লোভে তাকে

বলো না, ‘তুমি বিশ্বাসী নও।’ কারণ আল্লাহর কাছে অন্যায়সলভ্য সম্পদ প্রচুর রয়েছে। তোমরা তো পূর্বে এমনই ছিলে! তারপর আল্লাহ তোমাদের ওপর অনুগ্রহ করেছেন, সুতরাং তোমরা পরীক্ষা করে নেবে। তোমরা যা কর আল্লাহ তা ভালো করেই জানেন।

বিশ্বাসীদের মধ্যে যারা অক্ষম নয় অথচ ঘরে বসে থাকে ও যারা আল্লাহর পথে নিজের ধনপ্রাপ্তি দিয়ে জিহাদ করে তারা সমান নয়। যারা নিজেদের ধনপ্রাপ্তি দিয়ে জিহাদ করে আল্লাহ তাদেরকে যারা ঘরে বসে থাকে তাদের ওপর মর্যাদা দিয়েছেন। আল্লাহ সকলকেই কল্যাণের প্রতিক্রিতি দিয়েছেন। যারা ঘরে বসে থাকে তাদের চেয়ে যারা জিহাদ করে তাদের ওপর আল্লাহ মহাপুরস্কারের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। এ তাঁর তরফ থেকে মর্যাদা, ক্ষমা ও দয়া। আল্লাহ তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। — ৪ সুরা নিসা : ৯৪-৯৬

অতএব যখন তোমরা অবিশ্বাসীদের সঙ্গে যুদ্ধে মোকাবিলা কর তখন তাদের ঘাড়ে-গর্দানে আঘাত কর। শেষে যখন তোমরা ওদেরকে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করবে তখন ওদেরকে শক্ত করে বাঁধবে। তারপর তোমরা ইচ্ছা করলে ওদেরকে মুক্ত করে দিতে পার বা মুক্তিপণ দিয়ে ছেড়ে দিতে পার। যতক্ষণ না ওরা অস্ত্র সংবরণ করবে তোমরা যুদ্ধ চালিয়ে যাবে। এ-ই বিধান। এ ঐন্তর্ন্য যে, আল্লাহ ইচ্ছা করলে ওদেরকে শাস্তি দিতে পারতেন। কিন্তু তিনি চান তোমাদের এককে অপরের দ্বারা পরীক্ষা করতে। যারা আল্লাহর পথে নিঃত হয় তিনি কখনই তাদের কাজ বিনষ্ট হতে দেন না। তিনি তাদের সৎপথে পরিচালিত করেন ও তাদের অবস্থা ভালো করে দেন। তিনি তাদেরকে প্রবেশ করাবেন জান্নাতে যার কথা তিনি তাদের জানিয়েছেন। — ৪৭ সুরা মুহাম্মদ : ৮-৬

বিশ্বাসীরা বলে, ‘একটি সুরা অবতীর্ণ হয় না কেন?’ তারপর দ্ব্যুর্থীন কোনো সুরা অবতীর্ণ হলে ও তার মধ্যে জিহাদের কোনো নির্দেশ থাকলে যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে তুমি দেখবে তারা যত্নুভয়ে বিহুল মানুষের মতো তোমার দিকে তাকিয়ে আছে। শোচনীয় পরিণাম ওদের, আর ওদের আনুগত্যের ও ওদের মিষ্টি কথার ! তাই জিহাদের সিদ্ধান্ত হল ওদের পক্ষে আল্লাহকে প্রদত্ত অঙ্গীকার পূরণ করাই মঙ্গলজনক। — ৪৭ সুরা মুহাম্মদ : ২০-১১

আমি অবশ্যই তোমাদের পরীক্ষা করব যতক্ষণ না প্রকাশ হয় তোমাদের মধ্যে কে জিহাদ করে ও কে বৈর্য ধরে। আর আমি তোমাদের খবর পরীক্ষা করে দেখব। — ৪৭ সুরা মুহাম্মদ : ৩১

আর আল্লাহ পথে জিহাদ কর যেতাবে জিহাদ করা উচিত। — ২২ সুরা হজ : ৭৮

তারাই বিশ্বাসী যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার পর সন্দেহ রাখে না ও ধনপ্রাপ্তি দিয়ে আল্লাহর পথে সংগ্রাম করে, তারাই সত্যনিষ্ঠ। — ৪৯ সুরা হজুরাত : ১৫

হে নবি! অবিশ্বাসী ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করো ও তাদের প্রতি কঠোর হও। তাদের আশুয়াস্থান জাহান্নাম। আর ফিরে যাওয়ার জন্য সে বড়ই খারাপ জায়গা। — ৬৬ তাহরিম : ৯

যারা আল্লাহর পথে সারি বেঁধে সুদৃঢ় প্রাচীরের মতো সংগ্রাম করে আল্লাহ তাদেরকে ভালোবাসেন — ৬১ সুরা সাফুর্ফ : ৪

(তিনি জিহাদের নির্দেশ দিয়েছেন) এক্ষন্য যে, তিনি বিশ্বাসী পুরুষ ও বিশ্বাসী নারীদের জাগ্রাতে প্রবেশ করাবেন, যার নিচে নদী বইবে—যেখানে তারা স্থায়ী হবে ও তিনি তাদের পাপমোচন করবেন। আল্লাহর দৃষ্টিতে এ-ই বড় সাফল্য। — ৪৮ সুরা ফাত্হ : ৫

যে—সকল মরুবাসী জিহাদে যোগ না দিয়ে ঘরে রয়ে গেছে তারা তোমাকে বলবে, ‘আমরা আমাদের ধনসম্পদ ও পরিবার-পরিজনের রক্ষণাবেক্ষণে ব্যক্ত ছিলাম, অতএব আমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন।’

ওরা মুখে যা বলে তা ওদের অন্তরে নেই। ওদেরকে বলো, ‘আল্লাহ তোমাদের কারও ক্ষতি বা মঙ্গল সাধনের ইচ্ছা করলে কে তাকে ঠেকাতে পারে? তোমরা যা কর সে বিষয়ে আল্লাহ তো ভালো করেই জানেন।’

না, তোমরা ভেবেছিলে যে রসূল ও বিশ্বাসিগণ তাদের পরিবার-পরিজনের কাছে কিছুতেই ফিরে আসবে না। এই ভেবে তোমরা আনন্দে ছিলে। তোমরা তো ভুল ধারণা করছিলে। তোমরা এক ধরণের সম্প্রদায়। — ৪৮ সুরা ফাত্হ : ১১-১২

যেসব মরুবাসী ঘরে থেকে গিয়েছিল তাদের বলো, ‘তোমাদেরকে ডাকা হবে এক প্রবল-পরাক্রম জাতির সাথে যুদ্ধ করতে। তোমরা ওদের সাথে যুদ্ধ করবে যতক্ষণ না ওরা আত্মসমর্পণ করে। তোমরা এ-নির্দেশ পালন করলে আল্লাহ তোমাদেরকে ভালো পুরস্কার দিবেন। কিন্তু তোমরা যদি আগের মতো পালিয়ে যাও তিনি তোমাদেরকে দারুণ শাস্তি দিবেন।’

অঙ্ক, খঞ্জ ও বুন্দের জন্য কোনো অপরাধ নেই (যদি তারা জিহাদে অংশ না নেয়); আর যে—কেউ আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করবে আল্লাহ তাকে প্রবেশ করাবেন জাগ্রাতে, যার নিচে নদী বইবে; কিন্তু যে—লোক পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করবে তিনি তাকে দারুণ শাস্তি দিবেন। — ৪৮ সুরা ফাত্হ : ১৬-১৭

হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্যলাভের উপায় অনুসন্ধান কর ও তাঁর পথে জিহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার। — ৫ সুরা মায়দা : ৩৫

হে বিশ্বাসিগণ! তোমাদের মধ্যে কেউ ধর্ম থেকে ফিরে গেলে আল্লাহ এমন এক সম্প্রদায় আনবেন যাদের তিনি ভালোবাসবেন এবং যারা তাঁকে ভালোবাসবে — তারা হবে বিশ্বাসীদের প্রতি কোমল ও অবিশ্বাসীদের প্রতি কঠোর। তারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে ও কোনো নিন্দুকের নিন্দায় ভয় করবে না। এ আল্লাহর অনুগ্রহ যাকে ইচ্ছা তিনি দান করেন। আর আল্লাহ তো সর্বব্যাপী সর্বজ্ঞ। — ৫ সুরা মায়দা : ৫৪

তোমরা কি মনে কর যে, আল্লাহ তোমাদের এমনি ছেড়ে দেবেন, এ না জ্ঞেন কে তোমাদের মধ্যে জিহাদ করেছে, কে আল্লাহ তাঁর রসূল ও বিশ্বাসীরা ছাড়া অন্য কাউকেই অস্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করে নি। তোমরা যা কর সে সম্পর্কে আল্লাহ ভালো করেই জানেন। — ৯ সুরা তুর্বা : ১৬

আল্লাহর কাছে তাদের সবচেয়ে বড় মর্যাদা যারা বিশ্বাস করে, হিজ্রত করে ও ধনপ্রাপ দিয়ে আল্লাহর পথে সংগ্রাম করে। আর তারাই তো সফলকাম। তাদের প্রতিপালক তাদেরকে নিজ দয়া ও নিজ সন্তোষের এবং জাগ্রাতের খবর দিচ্ছেন যেখানে তাদের জন্য রয়েছে স্থায়ী

সুখ। সেখানে তারা থাকবে চিরকাল। আল্লাহর কাছেই তো সবচেয়ে বড় পূরস্কার। — ৯
সুরা তওবা : ২০-২২

বলো, ‘তোমাদের পিতাপুত্র, ভ্রাতৃবন্ধ, পত্নীপরিজন, অর্জিত ধনসম্পদ ও ব্যবসাবাণিজ্য, যার অচল হওয়ার তোমরা ভয় কর, এবং তোমাদের প্রিয় বাসস্থান যদি তোমাদের কাছে আল্লাহ, তাঁর রসূল ও আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করার চেয়ে বেশি প্রিয় হয় তবে আল্লাহর আদেশ পাঠানো পর্যন্ত অপেক্ষা করো। আল্লাহ তো সত্যত্যাগী সম্প্রদায়কে সৎপথ প্রদর্শন করেন না।’ — ৯ সুরা তওবা : ২৪

হে বিশ্বাসিগণ ! তোমাদের কী হল যে যখন আল্লাহর পথে তোমাদের অভিযানে বের হতে বলা হয় তখন তোমরা ঘরের টানে গড়িয়ে কর ? তোমরা কি পরকালের পরিবর্তে পার্থিব জীবন নিয়েই খুশি ? পরকালের তুলনায় পার্থিব জীবনের ভোগের উপকরণ তো নগণ্য। যদি তোমরা অভিযানে বের না হও তবে তিনি তোমাদের মর্মস্তুদ শাস্তি দেবেন এবং অন্য জাতিকে তোমাদের জ্যাগায় বসাবেন। আর তোমরা তাঁর কোনোই ক্ষতি করতে পারবে না। আল্লাহ তো সর্বশক্তিমান।

যদি তোমরা তাকে (রসূলকে) সাহায্য না কর (তবে স্মৃতি করো) আল্লাহ তাকে সাহায্য করেছিলেন যখন অবিশ্বাসীরা তাকে তাড়িয়ে দিয়েছিল। সে ছিল দুর্জনের একজন (অপরজন আবুকর)। যখন তারা গুহার মধ্যে ছিল সে তখন তার সঙ্গীকে বলেছি, ‘মন-খারাপ কোরো না, আল্লাহ তো আমাদের সাথেই আছেন।’ তারপর আল্লাহ তার ওপর তাঁর প্রশাস্তি বর্ষণ করলেন। আর তাকে এমন এক সৈন্যবাহিনী দিয়ে শক্তিশালী করেন যা তোমরা দেখ নি আর তিনি অবিশ্বাসীদের কথা তুচ্ছ করলেন। আল্লাহর কথাই সবার ওপরে। আর আল্লাহ তো শক্তিমান, তত্ত্বজ্ঞানী।

অভিযানে বের হয়ে পড়ো যুদ্ধসামগ্রী নিয়ে, (তা) হালকা হোক বা ভারী হোক, আর তোমরা ধনপ্রাপ দিয়ে আল্লাহর পথে সংগ্রাম করো। এই তোমাদের জন্য মঙ্গল, যদি তোমরা জানতে। আশু লাভের সভ্যাবনা থাকলে ও যাত্রাপথ বেশি দীর্ঘ না হলে ওরা তো তোমাদের অনুসরণ করত। কিন্তু এদের কাছে যাত্রাপথ বড়ই দীর্ঘ মনে হল। ওরা আল্লাহর নামে শপথ করে বলবে, ‘পারলে আমরা নিশ্চয়ই তোমাদের সঙ্গে বের হতাম।’ ওরা নিজেদেরই ধৰ্মস করে। আল্লাহ জানেন, ওরা যিথে কথা বলে। — ৯ সুরা তওবা : ৩৮-৪২

জিহার : আল্লাহ কোনো মানুষের দুটি হস্ত সৃষ্টি করেন নি। তোমাদের স্ত্রীরা যাদের সাথে তোমরা জিহার করেছ [মায়ের পঞ্চসদৃশ জ্যান করেছ অর্থাৎ মা বলে গণ্য করেছ বা ডেকেছ], তাদেরকে তিনি তোমাদের মা করেন নি ; আর পোষ্যপুত্র, যাদেরকে তোমরা পুত্র বলো, আল্লাহ তাদেরকে তোমাদের পুত্র করেন নি ; এগুলো কেবল তোমাদের মুখের কথা। সত্য কথা আল্লাহই বলেন, আর তিনিই সরল পথ নির্দেশ করেন। — ৩৩ সুরা আহজাব : ৪

হে রসূল ! তোমার সাথে যে—নারী তার স্বামীর বিষয়ে বাদামুবাদ করছে ও আল্লাহর কাছে ফরিয়দ করছে আল্লাহ তার কথা শুনছেন ; আর আল্লাহ তোমাদের কথাবার্তা শোনেন। আল্লাহ তো সব শোনেন, সব দেখেন।

তোমাদের মধ্যে যারা নিজেদের স্ত্রীদেরকে জিহার করে, তারা জেনে রাখুক, তাদের স্ত্রীরা তাদের মা নয়! যারা তাদের জন্মদান করে কেবল তারাই তাদের মা। ওরা তো অসংগত ও ভিত্তিহীন কথাই বলে। আল্লাহ তো পাপমোচন করেন ও ক্ষমা করেন।

যারা নিজেদের স্ত্রীদের সাথে জিহার করে ও পরে ওদের উক্তি প্রত্যাহার করে তাদের প্রায়শিক্তি — যৌনকামনায় একে অপরকে স্পর্শ করার পূর্বে একটি দাসের মুক্তি দেওয়া। তোমাদেরকে এ—নির্দেশ দেওয়া হল। তোমরা যা কর আল্লাহ তার খবর রাখেন। কিন্তু যার এ—সামর্থ্য থাকবে না তার প্রায়শিক্তি — যৌনকামনায় একে অপরকে স্পর্শ করার পূর্বে একটানা দুশ্মাস রোজা করা, যে তা করতেও অসমর্থ সে ঘটজন গরিবকে খাওয়াবে। এ এজন্য যে, তোমরা যেন আল্লাহ ও তার রসূলকে বিশ্঵াস কর। এগুলো আল্লাহর নির্ধারিত শাস্তি, আর অবিশ্বাসীদের জন্য রয়েছে মারাত্মক শাস্তি। — ৫৮ সুরা মুজাদালা : ১-৪

জীবনোপকরণ : মানুষ এমন যে, তার প্রতিপালক যখন তাকে সম্মান ও অনুগ্রহ দিয়ে পরীক্ষা করেন তখন সে বলে, ‘আমার প্রতিপালক আমাকে সম্মানিত করেছেন’। আর যখন তিনি তাকে পরীক্ষা করেন জীবনের উপকরণ কিম্বে তখন সে বলে, ‘আমার প্রতিপালক আমাকে ছোট করে দিলেন’। — ৮৯ সুরা ফাজুর : ১৫-১৭

আমি তো তোমাদেরকে পথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করেছি ও তার মধ্যে জীবিকার ব্যবস্থাও করেছি। তোমরা খুব অল্পই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর। — ৭ সুরা আ'রাফ : ১০

বলো, ‘আল্লাহ, নিজের দাসদের জন্য যেসব সুন্দর জিনিস ও বিশুদ্ধ জীবিকা সৃষ্টি করেছেন, তা কে হারাম করেছে?’ বলো, ‘পার্থিব জীবনে, বিশেষ করে, কিয়ামতের দিনে এসব তাদের জন্য যারা বিশ্বাস করে।’ — ৭ সুরা আ'রাফ : ৩২

তোমার প্রতিপালক যার জন্য ইচ্ছা তার জীবনের উপকরণ বাড়ান ও যার জন্য ইচ্ছা তা কর্মান, তিনি তাঁর দাসদের ভালোভাবে জানেন ও দেখেন। — ১৭ সুরা বনি-ইসরাইল : ৩০

তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে দারিদ্র্যভঙ্গে হত্যা কোরো না। ওদেরকে ও তোমাদেরকে আমিই জীবিকা দিয়ে থাকি। — ১৭ সুরা বনি-ইসরাইল : ৩১

বলো, ‘তোমরা আমাকে বলো, আল্লাহ, তোমাদের যে জীবনের উপকরণ দিয়েছেন তোমরা যে তার কিছু হালাল ও কিছু হারাম করেছ আল্লাহ কি তোমাদেরকে এই অনুমতি দিয়েছেন? না, তোমরা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করছ?’ — ১০ সুরা ইউনুস : ৫৯

... আল্লাহ তোমাদের যা জীবিকা হিসাবে দিয়েছেন তার থেকে খাও। — ৬ সুরা আনআম : ১৪২

... দারিদ্র্যের জন্য তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না, আমিই তোমাদেরকে ও তাদেরকে জীবিকা দিয়ে থাকি। — ৬ সুরা আনআম : ১৫১

পথিবীর প্রত্যেক জীবের জীবিকার দায়িত্ব আল্লাহরই। তিনি ওদের স্থায়ী ও অস্থায়ী অবস্থান সম্বন্ধে জানেন, সুস্পষ্ট কিতাবে সবকিছুই আছে। ১১ হুদ : ৬

আর আমি ওর মধ্যে (পথিবীতে) জীবনের উপকরণের ব্যবস্থা করেছি, তোমাদের জন্য আর তাদের জন্যও যাদের তোমরা জীবনের উপকরণ দাও না। প্রত্যেক জিনিসের ভাণ্ডার

আমার কাছে আছে আর আমি তা প্রয়োজনীয় পরিমাণে সরবরাহ করে থাকি। — ১৫ সুরা হিজর : ২০-২১

বলো, ‘আকাশ ও পৃথিবী থেকে কে তোমাদের জীবিকা সরবরাহ করে?’

বলো, ‘আল্লাহ! হয় আমরা সৎপথে আছি আর তোমরা বিপথে আছে, না হয়, তোমরা সৎপথে আছি আর আমরা স্পষ্ট বিপথে আছি।’ — ৩৪ সুরা সাবা : ২৪

বলো, ‘আমার প্রতিপালক যার প্রতি ইচ্ছা তার জীবনের উপকরণ বর্ধিত করেন বা সীমিত করেন। কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানে না।’ — ৩৪ সুরা সাবা : ৩৬

বলো, ‘আমার প্রতিপালক তাঁর দাসদের মধ্যে যার প্রতি ইচ্ছা তার জীবনের উপকরণ বর্ধিত বা সীমিত করেন। তোমরা যা—কিছু ব্যয় করবে তিনি তার প্রতিদান দেবেন, তিনি তো শ্রেষ্ঠ জীবিকাদাতা।’ — ৩৪ সুরা সাবা : ৩৯

এরা কি জানে না, আল্লাহ! যার জন্য ইচ্ছা করেন তার জীবনের উপকরণ বাড়াতে বা কমাতে পারেন? এতে অবশ্যই বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য নির্দর্শন রয়েছে। — ৩৯ সুরা জুমার : ৫২

তিনিই তোমাদেরকে তাঁর নির্দর্শনগুলো দেখান ও আকাশ থেকে তোমাদের জন্য জীবনের উপকরণ পাঠান। — ৪০ সুরা মুমিন : ১৩

আকাশ ও পৃথিবীর চাবি তাঁরই কাছে। তিনি যার ওপর ইচ্ছা তার জীবনের উপকরণ বাড়ন। তাঁর তো সব বিষয়ই ভালো করে জানা। — ৪২ সুরা শূরা : ১২

আল্লাহ! তাঁর দাসদেরকে দয়া করেন, তিনি যাকে ইচ্ছা জীবনের উপকরণ দান করেন। তিনি প্রবল পরাক্রমশালী। — ৪২ সুরা শূরা : ১৯

আল্লাহ! তাঁর সকল দাসকে জীবনের উপকরণের প্রাচুর্য দিলে তারা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করত, কিন্তু তিনি যে—পরিমাণ ইচ্ছা সে—পরিমাণই দিয়ে থাকেন। তিনি দাসদেরকে ভালো করেই জানেন ও দেখেন। — ৪২ সুরা শূরা : ২৭

আমি ওদের কাছ থেকে জীবিকা চাই না। আর এ—ও চাই না যে, ওরা আমাকে খাওয়াবে। আল্লাহই জীবনের উপকরণ দেন ও তিনি তো প্রবল পরাক্রান্ত। — ৫১ সুরা জারিয়াত : ৫৭-৫৮

আমি ওদেরকে জীবনের যে—উপকরণ দিয়েছি ওরা তার এক অংশ নির্ধারিত করে তাদের জন্য যাদের সম্বন্ধে ওরা কিছুই জানে না। — ১৬ সুরা নাহল : ৫৬

আল্লাহ! জীবনের উপকরণে তোমাদের কাউকে কারও ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। যাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়া হয়েছে তারা তাদের ডান হাতের তাঁবের দাসদাসীদেরকে নিজেদের জীবনের উপকরণ (থেকে) এমন কিছু দেয় না যাতে ওরা এ—বিষয়ে তাদের সমান হয়ে যায়। তবে কি ওরা আল্লাহর অনুগ্রহ অঙ্গীকার করে? — ১৬ সুরা নাহল : ৭১

তিনিই আল্লাহ! যিনি আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, যিনি আকাশ হতে পানি বর্ষণ করে তার দ্বারা তোমাদের জীবিকার জন্য ফলমূল উৎপাদন করেন ...। — ১৪ সুরা ইব্রাহিম : ৩২

তিনি যদি জীবনের উপকরণের সরবরাহ বন্ধ করেন, এমন কে আছে যে তোমাদেরকে তা দেবে? ওরা তো অবাধ্যতা ও সত্যবিমুখতায় অটল রয়েছে। — ৬৭ সুরা মূল্ক : ২১

আল্লাহ তোমাদের জন্য তোমাদেরই মধ্য থেকে দৃষ্টান্ত উপস্থিত করেছেন। তোমাদেরকে আমি যে-জীবনের উপকরণ দিয়েছি, তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসদাসীরা কি তাতে তোমাদের সমান অংশীদার? আর তোমরা তোমাদের সমকক্ষদেরকে যেরূপ ভয় কর তোমরা কি ওদেরকে সেরাপ ভয় কর? এভাবেই আমি বৈধশক্তিসম্পন্ন সম্প্রদায়ের কাছে নির্দর্শন বয়ন করি। — ৩০ সুরা বুম : ২৮

ওরা কি লক্ষ করে না, আল্লাহ যার জন্য ইচ্ছা তার জীবনের উপকরণ বাড়ান বা তা কমান। এর মধ্যে তো বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য নির্দর্শন রয়েছে। — ৩০ সুরা বুম : ৩৭

আল্লাহই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তারপর তোমাদেরকে জীবনের উপকরণ দিয়েছেন তিনি তোমাদের মতৃ ঘটাবেন, এবং পরে জীবিত করবেন। তোমরা যাদের শরিক কর তাদের মধ্যে এমন কেউ আছে কि যে এসবের কোনো একটাও করতে পারে? ওরা যাদের শরিক করে, আল্লাহ তার থেকে পবিত্র, মহান। — ৩০ সুরা বুম : ৪০

এমন বহু জীবন্ত আছে যারা নিজেদের খাবার জমা ক'রে রাখে না। আল্লাহই ওদের ও তোমাদের জীবনের উপকরণ দেন। আর তিনি সব শোনেন, সব জানেন। যদি তুমি ওদের জিজ্ঞাসা কর, ‘কে আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছে এবং চন্দ্ৰ-সূর্যকে নিয়ন্ত্রিত করে?’ ওরা অবশ্যই বলবে, ‘আল্লাহ’। তা হলে ওরা কোথায় ঘূরপাক খাচ্ছে?

আল্লাহ তাঁর দাসদের মধ্যে যার জন্য ইচ্ছা তার জীবনের উপকরণ বাড়ান ও যার জন্য ইচ্ছা তা কমান। আল্লাহ তো সব বিষয়ই ভালো করে জানেন। — ২৯ সুরা আনকাবুত : ৬০-৬২

আল্লাহ যার জন্য ইচ্ছা তার জীবনের উপকরণ বাড়ান ও যার জন্য ইচ্ছা তা কমান। কিন্তু মানুষ পার্থিব জীবনে উল্লিঙ্কিত, যদিও ইহজীবন তো পরজীবনের তুলনায় ক্ষণস্থায়ী! — ১৩ সুরা রাদ : ২৬

আল্লাহ তোমাদের যে হালাল ও উত্তম জীবিকা দিয়েছেন তার থেকে খাও ও আল্লাহকে ভয় কর, ধার ওপরে তোমরা সকলে বিশ্বাস কর। — ৫ সুরা মায়দা : ৮৮

জুদি পাহাড় : (নুহের) লৌকা জুদি পাহাড়ের ওপর থামল...। ১১ সুরা হুদ : ৪৪

জুনুব : [শ্রী-সঙ্গমের বা কোনো প্রকার রেতঃপাতের পরের অবস্থাকে জুনুব বলে।]— ওজু ও তাইয়াস্মুম দ্র।

জুম্মা : হে বিশ্বাসিগণ! জুম্মার দিনে যখন নামাজের জন্য ডাকা হয় তখন তোমরা আল্লাহকে মনে রেখে তাড়াতাড়ি করবে ও কেনাবেচা বন্ধ রাখবে। এ-ই তোমাদের জন্য ভালো যদি তোমরা বোধ। নামাজ শেষ হলে তোমরা বাইরে ছড়িয়ে পড়বে ও আল্লাহর অনুগ্রহ সন্দান করবে এবং আল্লাহকে বেশি করে ডাকবে যাতে তোমরা সফলকাম হও। ব্যবসায়ের সুযোগ বা তামাশা দখলে তোমাকে দাঁড় করিয়ে রেখে ওরা সেদিকে ছুটে যায়। বলো, ‘আল্লাহর কাছে যা আছে তা তামাশার ও ব্যবসার চেয়ে অনেক ভালো।’ আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ জীবিকাদাতা। — ৬২ সুরা জুম্মা : ৯-১১

জুলকারনাইন : ওরা তোমাকে জুলকারনাইন স্মরক্ষে জিজ্ঞাসা করে। বলো, ‘আমি তোমাদের কাছে তার কথা বয়ান করব’। আমি তাকে পথিবীতে কর্তৃত্ব দিয়েছিলাম ও প্রত্যেক বিষয়ের উপায় ও পথনির্দেশ করেছিলাম। সে এক পথ অবলম্বন করল। চলতে চলতে সে যখন সূর্যের অস্তাচলে পৌছল তখন সে সূর্যকে এক পঙ্কিল জলে অন্ত যেতে দেখল এবং সে সেখানে এক সম্প্রদায়কে দেখতে পেল।’ আমি বললাম, ‘হে জুলকারনাইন! তুমি এদেরকে শাস্তি দিতে পার বা এদের সদয়ভাবে গ্রহণ করতে পার?’

সে বললো, ‘যে-কেউ সীমান্তবন্ধন করবে আমি তাকে শাস্তি দেব, তারপর তাকে প্রতিপালকের কাছে ফিরিয়ে আনা হবে ও তিনি তাকে কঠিন শাস্তি দেবেন। তবে যে বিশ্বাস করে ও সংকর্ম করে তার জন্য প্রতিদিন হিসাবে আছে কল্যাণ ও তার সাথে ব্যবহার করার সময় আমি সহজভাবে কথা বলব।’

আবার সে এক পথ ধরল। চলতে চলতে যখন অরুণাচলে পৌছল তখন সে দেখল তা (সূর্য) এমন এক সম্প্রদায়ের ওপর উঠেছে যাদের জন্য সূর্যের তাপ থেকে আত্মরক্ষার জন্য আমি কোনো আড়াল সৃষ্টি করি নি। প্রকৃত ঘটনা এই, তার বিবরণ আমি ভালো করে জানি।

আবার সে এক পথ ধরল। চলতে চলতে সে যখন পাহাড়ের প্রাচীরের মাঝখানে পৌছুল তখন সেখানে সে এক সম্প্রদায়কে পেল যারা তার কথা একেবারেই বুঝতে পারছিল না। ওরা বললো, ‘হে জুলকারনাইন! ইয়াজুজ ও মাজুজ পথিবীতে অশাস্তি সৃষ্টি করছে; আমরা কি তোমাকে খারাঙ্গ [কর] এই শর্তে দেব যে তুমি আমাদের ও ওদের মধ্যে এক প্রাচীর গড়ে দেবে?’

সে বললো, ‘আমার প্রতিপালক আমাকে যে-ক্ষমতা দিয়েছেন তা-ই ভালো। সুতরাং তোমরা আমাকে শুম দিয়ে সাহায্য করো, আমি তোমাদের ও ওদের মাঝখানে এক মজবুত প্রাচীর গড়ে দেব। তোমরা আমার কাছে লোহার তাল নিয়ে আস।’

তারপর মধ্যবর্তী ফাঁকা জায়গা পূর্ণ হয়ে যখন লোহার ঢিপি দুটো পাহাড়ের সমান হল তখন বললো, ‘তোমরা হাপরে দম দিতে থাকো।’ যখন তা আগুনের মতো গরম হল তখন সে বললো, ‘তোমরা গলানো তামা নিয়ে আসো, আমি তা ওর ওপর ঢেলে দেব।’ এরপর ইয়াজুজ ও মাজুজ তা পার হতে পারল না বা ভেদ করতেও পারল না। সে (জুলকারনাইন) বললো, ‘এ আমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ। যখন আমার প্রতিপালকের প্রতিশ্রূতি পূর্ণ হবে তখন তিনি ওকে চূণবিচূর্ণ করে দেবেন, আর আমার প্রতিপালকের প্রতিশ্রূতি সত্য।’ — ১৮ সুরা কাহাফ : ৮৩-৯৮

যে-জনগোষ্ঠীকে আমি ধ্বনি করেছি তার ওপর এই নিয়েধাজ্ঞা রয়েছে যে, তারা আর ফিরে আসবেনা, যতক্ষণ পর্যন্ত না ইয়াজুজ ও মাজুজকে ছেড়ে দেওয়া হবে এবং ওরা প্রত্যেক পাহাড় থেকে ছুটে আসবে। — ২১ সুরা আল-বিয়া : ৯৫-৯৬

জুলকিফল : সূরণ কর ইস্মাইল, ইদরিস ও জুলকিফল-এর কথা, ওরা প্রত্যেকেই ছিল সজ্জন। — ৩৮ সুরা সাদ : ৪৮

আর সূরণ কর ইস্মাইল, ইদরিস ও জুলকিফল-এর কথা, তাদের প্রত্যেকেই ছিল ধৈর্যশীল। আর তাদেরকে আমি অনুগ্রহ করেছিলাম। তারা ছিল সংকর্মপরায়ণ। — ২১ সুরা আল-বিয়া : ৮৫-৮৬

জুয়া : মদ ও জুয়া দ্র.।

জ্ঞান ও জ্ঞানের সীমা : যদিও এ-বিষয়ে তাদের কোনো জ্ঞান নেই। তারা কেবল অনুমানেরই অনুসরণ করে। সত্যের ব্যাপারে অনুমানের কোনো মূল্য নেই। অতএব যে আমাকে স্মরণ করতে বিশুধ্য তাকে উপেক্ষা করে চলো, সে তো কেবল পার্থিব জীবনই কামনা করে। ওদের জ্ঞানের দৌড় এই পর্যন্ত ! তোমার প্রতিপালকই ভালো জানেন কে তাঁর পথ থেকে অষ্ট, তিনিই ভালো জানেন কে সৎ পথ পেয়েছে। — ৫৩ সুরা নাজ্ম : ২৮-৩০

বলো, ‘আমার প্রতিপালক নিষিদ্ধ করেছেন প্রকাশ্য ও গোপন অশুলিতাকে, আর পাপাচারকে ও অসংগত বিরোধিতাকে, আর কোনোকিছুকে আল্লাহর শরিক করা যায় কোনো দলিল তিনি পাঠান নি, আর আল্লাহ সম্বন্ধে এমন কিছু বলা যে-সম্বন্ধে তোমাদের কোনো জ্ঞান নেই।’ — ৭ সুরা আরাফ : ৩৩

বলো, ‘আমি জানি না তোমাদের যে-বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে তা কি আসুন, না আমার প্রতিপালক এর জন্য কোনো দীর্ঘ মেয়াদ স্থির করেছেন।’ তিনি অদ্যের পরিজ্ঞাতা আর তাঁর অদ্যের জ্ঞান তিনি কারও কাছে প্রকাশ করবেন না, তাঁর মনোনীত রসূল ছাড়া। আর তখন তিনি রসূলের সামনে ও পেছনে প্রহরী রাখেন যাতে তিনি জানতে পারেন, রসূলগণ তাদের প্রতিপালকের বাণী পৌছে দিয়েছে কিনা। তাদের সবকিছুকে তিনি যিনে রাখেন এবং আর প্রত্যেক জিনিসের তিনি হিসাব রাখেন। — ৭২ সুরা জিন : ২৫-২৮

পবিত্র-মহান তিনি যিনি উত্তিদ, মানুষ এবং ওরা যাদের জানে না তাদের প্রত্যেককে জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন। — ৩৬ সুরা ইয়াসিন : ৩৬

তুমি কি দেখ না আল্লাহ আকাশ থেকে বৃষ্টিপাত করেন আর এ দিয়ে বিচিত্র বর্ণের ফলমূল জন্মান ? পাহাড়ের মধ্যে আছে বিচিত্র বর্ণের পথ — সাদা, লাল ও নিকৃষ্ট কালো। তেমনই রংবরঙের মানুষ, জন্ম ও পশু রয়েছে। আল্লাহর দাসদের মধ্যে যারা জ্ঞানী তারাই তাঁকে ভয় করে। আল্লাহ তো শক্তিমান, ক্ষমাশীল। — ৩৫ সুরা ফাতির : ২৭-২৮

তাদের সামনে ও পেছনে যা-কিছু আছে তা তিনি জানেন, কিন্তু জ্ঞানের সাহায্যে তারা তা আয়ত্ত করতে পারবে না। — ২০ সুরা তা'হা : ১১০

... আর বলো, ‘হে আমার প্রতিপালক ! আমার জ্ঞান বাড়িয়ে দাও।’ — ২০ সুরা তা'হা : ১১৪

যে-বিষয়ে তোমার জ্ঞান নাই তা অনুসরণ কোরো না। কান, চোখ, মন প্রত্যেকের কৈফিয়ত তলব করা হবে। — ১৭ সুরা বনি-ইসরাইল : ৩৬

তোমাকে ওরা বুহ [আত্ম] সম্পর্কে প্রশ্ন করে। বলো ‘বুহ আমার প্রতিপালকের আজ্ঞাধীন।’ এ-বিষয়ে তোমাদেরকে সামান্যই জ্ঞান দেওয়া হয়েছে।’ — ১৭ সুরা বনি-ইসরাইল : ৮৫

তাঁরই কাছে রয়েছে অদ্যের চাবি ; তিনি ছাড়া আর কেউ তা জানেনা। জলে-স্থলে যা-কিছু আছে তা তিনিই জানেন। তাঁর অজ্ঞাতসারে একটি পাতাও পড়ে না। মাটির অঙ্ককারে এমন কোনো শস্যকগা অঙ্কুরিত হয় না বা এমন কোনো রসাল বা শুক্র জিনিস নেই যা কিতাবে সুম্পত্তিবাবে নেই। — ৬ সুরা আনআম : ৫৯

... মানুষের মধ্যে কেউ-কেউ আল্লাহ সম্বন্ধে তর্ক করে, তাদের না আছে জ্ঞান, না আছে পথের নির্দেশনা, আর না আছে কোনো দীপ্তিময় কিতাব। — ৩১ সুরা লুকমান : ২০

কখন কিয়ামত হবে তা কেবল আল্লাহই জানেন। তিনি ব্রহ্ম বর্ণ করেন আর তিনি জানেন যা জরায়ুতে রয়েছে। কেউ জানে না আগামীকাল সে কী অর্জন করবে এবং কেউ জানে না কোন দেশে তার মৃত্যু হবে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সব বিষয়ই তাঁর জান। — ৩১ সুরা লুকমান : ৩৪

... বলো, ‘যারা জানে আর যারা জানে না তারা কি সমান?’ বোধশক্তিসম্পন্ন লোকেরাই কেবল উপদেশ গ্রহণ করে। — ৩৯ সুরা জুমার : ৯

... আর তিনি সৃষ্টি করেন এমন অনেক কিছু যা তোমরা জান না। — ১৬ সুরা নাহল : ৮

... তাদের সামনে ও পেছনে যা-কিছু আছে তা তিনি জানেন। তিনি যা ইচ্ছা করেন তা-ছাড়া তাঁর জ্ঞানের কিছুই তারা আয়ত্ত করতে পারে না। — ২ সুরা বাকারা : ২৫৫

তিনি যাকে ইচ্ছা হিকমত [তত্ত্বজ্ঞান] দান করেন। আর যাকে হিকমত দেওয়া হয় তাকে তো প্রচুর কল্যাণ দান করা হয়। আসলে, কেবল বোধশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিরাই উপদেশ গ্রহণ করে থাকে। — ২ সুরা বাকারা : ২৬৯

নিশ্চয় আল্লাহর কাছে নিকৃষ্টতম জীব সেই বধির ও মৃকরা যারা কিছুই বোঝে না। — ৮ সুরা আনহাল : ২২

তিনিই তোমার প্রতি এই কিতাব অবরীণ করেছেন যার মধ্যে মজবুত আয়াতগুলো উস্মুল কিতাব [কিতাবের মূল অংশ], অন্যগুলো রূপক। যদের মনে বিকৃতি তারা ফির্মা [বিরোধ] সৃষ্টি ও কদর্খের উদ্দেশ্যে যা রূপক তা অনুসরণ করে। আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ এর ব্যাখ্যা জানে না। আর যারা জ্ঞানী তারা বলে, ‘আমরা এ বিশ্বাস করি। সবই আমাদের প্রতিপালকের কাছ থেকে এসেছে। আর বোধশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিরা ছাড়া আর কেউ উপদেশ গ্রহণ করে না!’ — ৩ সুরা আল-ই-ইমরান : ৭

... অদ্য সম্পর্কে তোমাদেরকে জানোনো আল্লাহ কাজ নয়, তবে আল্লাহ তাঁর রসূলগুরের মধ্যে যাকে ইচ্ছা মননীত করেন। সুতরাং তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলদের বিশ্বাস কর। তোমরা বিশ্বাস করলে ও সাবধান হয়ে চললে তোমাদের জন্য রয়েছে মহাপুরুষ্কার। — ৩ সুরা আল-ই-ইমরান : ১৭৯

আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে এবং রাত্রি ও দিনের পরিবর্তনে নির্দর্শন রয়েছে সেই সব বোধশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য যারা দাঙিয়ে, বসে ও শুয়ে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি সম্বন্ধে চিন্তা করে...। — ৩ সুরা আল-ই-ইমরান : ১৯০-১৯১

লোকে তোমাকে সময় [কিয়ামত] সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে বলো, ‘এর জ্ঞান কেবল আল্লাহরই আছে’। — ৩৩ সুরা আহ্মাব : ৬৩

যারা অবিশ্বাস করেছে তারা বলে, ‘তুমি তো প্রেরিত পুরুষ নও।’ বলো ‘আল্লাহ ও যদের কাছে কিতাবের জ্ঞান আছে তারা আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী হিসাবে যথেষ্ট।’ — ১৩ সুরা রাদ : ৪৩

এ এজন্য যে শয়তান যা বাইরে থেকে ছুড়ে ফেলে তা দিয়ে তিনি পরীক্ষা করেন তাদেরকে যাদের অস্তরে ব্যাধি রয়েছে, যারা পাষাণহাদয়। সীমালভনকারীরা অশেষ মতভেদে রয়েছে। আর এ এজন্যও যে যাদের জ্ঞান দেওয়া হয়েছে তারা যেন ওতে বিশ্বাস করে আর তাদের অস্তর যেন ওর অনুগত হয়। যারা বিশ্বাসী তাদেরকে অবশ্যই আল্লাহ্ সরল পথে পরিচালিত করেন। — ২২ সুরা হাজ : ৫৩-৫৪

ট্যান্টলাস ? : ... যারা তাঁকে ছাড়া অন্য কাউকে ডাকে ওরা তাদেরকে কোনো সাড়া দেয় না। তাদের উপমা সেই ব্যক্তির মতো যে তার মুখে পানি পৌছে দেওয়ার আশায় এমন পানির দিকে হাত দুটো বাড়ায় যা তার মুখে পৌছবার নয়। অবিশ্বাসীদের আহ্বান তো নিষ্ফল। — ১৩ সুরা রাদ : ১৪

তওবা : আর যারা অসৎকাজ করে তারা পরে তওবা [অনুশোচনা] করলে ও বিশ্বাস করলে তোমার প্রতিপালক তাদের ক্ষমা ও দয়া করবেন। — ৭ সুরা আরাফ : ১৫৩

তারপর তাদের (মনোনীত রসূলদের বংশধরদের) পরে যারা এল তারা নামাজ নষ্ট করল ও লালসার বশবর্তী হল। সুতরাং তারা অচিরেই কুর্কর্মের (শাস্তি) প্রত্যক্ষ করবে — কিন্তু তারা ছাড়া যারা তওবা করেছে, বিশ্বাস স্থাপন করেছে ও সৎকাজ করেছে তারা তো জান্নাতে প্রবেশ করবে। তাদের প্রতি কোনো জুলুম করা হবে না। — ১৯ সুরা মরিয়ম : ৫৯-৬০

যারা আমার নিদর্শনে বিশ্বাস করে তারা যখন তোমার কাছে আসে তখন তাদেরকে তুমি বলো, ‘তোমাদের ওপর শাস্তি বর্ষিত হোক’। তোমাদের প্রতিপালক দয়া করাকে তাঁর কর্তব্য বলে স্থির করেছেন। তোমাদের মধ্যে কেউ অজ্ঞনতাবশত যদি খারাপ কাজ করে তারপর তওবা করে ও নিজেকে সংশোধন করে তবে তো আল্লাহ্ ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।’ এ ভাবে আমি আয়ত বিশদভাবে বর্ণনা করি যাতে অপরাধীদের সামনে পথ প্রকাশিত হয়। — ৬ সুরা আন্ত্রাম : ৫৪-৫৫

যারা আরশ ধারণ ক'রে আছে আর তার চারপাশ ঘিরে আছে তারা তাদের প্রতিপালকের পবিত্র মহিমা ঘোষণা করে ও তাঁর ওপর বিশ্বাস করে এবং বিশ্বাসীদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা ক'রে বলে ‘হে আমাদের প্রতিপালক ! তোমার দয়া ও জ্ঞান সর্বব্যাপী। অতএব যারা তওবা করে ও তোমার পথ অবলম্বন করে তুমি তাদেরকে ক্ষমা করো ও জাহানামের শাস্তি থেকে তাদের রক্ষা করো।’ — ৪০ সুরা মুমিন : ৭

তিনি তাঁর দাসদের অনুশোচনা গ্রহণ করেন ও পাপ মোচন করেন ; আর তোমরা যা কর তিনি তা জানেন। — ৪২ সুরা শুরা : ২৫

যারা অজ্ঞনতাবশত খারাপ কাজ করে, তারা পরে অনুশোচনা করলে ও নিজেদের সংশোধন করলে তাদের জন্য তো তোমার প্রতিপালক ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। — ১৬ সুরা নাহল : ১১৯

কিন্তু যারা তওবা করে আর নিজেদের সংশোধন করে ও আল্লাহ'র আয়াতকে স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করে, এরাই তো তারা যাদের আমি ক্ষমা করি, আর আমি ক্ষমাকারী পরম দয়ালু। — ২ সুরা বাকারা : ১৬০

বিশ্঵াসের পর ও রসূলকে সত্য বলে সাক্ষ্যদান করার পর আর তাদের কাছে স্পষ্ট নির্দেশ দেবেন? আর আল্লাহ সীমালভয়কারী সম্প্রদায়কে সৎপথের নির্দেশ দেন না। এদের প্রতিফল এই যে, এদের ওপর আল্লাহর, ফেরেশ্তাদের ও মানুষের সকলেরই অভিশাপ। তারা (অভিশপ্ত অবস্থায়) থাকবে চিরকাল, তাদের শাস্তি হালকা করা হবে না ও তাদেরকে বিরামও দেওয়া হবে না। তবে এরপর যারা তত্ত্ব করে ও নিজেদের সংশোধন করে (তাদের কথা স্বতন্ত্র)। আল্লাহ তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

যারা বিশ্বাস করার পর অবিশ্বাস করে ও যাদের অবিশ্বাসপ্রবণতা বৃদ্ধি পেতে থাকে তাদের তো তত্ত্ব কখনও মণ্ডুর করা হয় না। আর এরা তো পথভুট্ট। যারা অবিশ্বাস করেছে ও অবিশ্বাসী অবস্থায় মারা গেছে, তাদের পক্ষে পৃথিবী ভরে সোনার বদলা দিলেও কখনও তা কবুল হবে না। এসব লোকের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি আর এদের কেউ সাহায্য করবে না। — ৩ সুরা আল-ই-ইমরান : ৮৬-৯১

আল্লাহ তো সেই সব লোকের তত্ত্ব গ্রহণ করবেন যারা ভুল করে মন্দ কাজ করে। এরাই তো তারা যাদেরকে আল্লাহ ক্ষমা করেন! আল্লাহ তো সর্বজ্ঞ, তত্ত্বজ্ঞানী। আর (আজীবন) যারা মন্দ কাজ করে তাদের জন্য তত্ত্ব নয়। আর তাদের কারও মত্ত্য উপস্থিত হলে সে বলে, ‘আমি এখন তত্ত্ব করছি!’ আর যাদের অবিশ্বাসী অবস্থায় মত্ত্য হয় তাদের জন্যও তত্ত্ব নয়। এরাই তো তারা যাদের জন্য আমি নিদারণ শাস্তির ব্যবস্থা করেছি। — ৪ সুরা নিসা : ১৭-১৮

কোনো বিশ্বাসীকে হত্যা করা কোনো বিশ্বাসীর জন্য সংগত নয়, তবে ভুল করে করলে তা স্বতন্ত্র। আর কেউ কোনো বিশ্বাসীকে ভুল করে হত্যা করলে এক বিশ্বাসী দাস মুক্ত করা আর তার পরিজনবর্গকে রক্তপণ দেওয়া বিধেয়, যদি তারা ক্ষমা না করে। যদি সে তোমাদের শত্রুপক্ষের লোক হয় ও বিশ্বাসী হয় তবে এক বিশ্বাসী দাস মুক্ত করা বিধেয়। আর যদি সে এমন এক সম্প্রদায়ভুক্ত হয় যার সাথে তোমরা চুক্তিবদ্ধ তবে তার পরিজনবর্গকে রক্তপণ দেওয়া ও এক বিশ্বাসী দাস মুক্ত করা বিধেয়, আর যে সংগতিইনী সে একটানা দুমাস রোজা রাখবে। তত্ত্বার জন্য এ আল্লাহর বিধান। — ৪ সুরা নিসা : ৯২

কিন্তু যারা তত্ত্ব করে, নিজেদের সংশোধন করে আল্লাহকে দৃঢ়ভাবে অবলম্বন করে ও আল্লাহর উদ্দেশ্যে তাদের ধর্মকে শুন্দ করে তারা বিশ্বাসীদের সঙ্গে থাকবে। আর বিশ্বাসীদেরকে আল্লাহ মহাপুরুষকর দেবেন। — ৪ সুরা নিসা : ১৪৬

তোমাদের ওপর আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে এবং আল্লাহ তত্ত্ব গ্রহণ না করলে ও তিনি তত্ত্বজ্ঞানী না হলে (তোমরা কেউ অব্যাহতি পেতে না)। — ২৪ সুরা নূর : ১০

হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা আল্লাহর কাছে তত্ত্ব করো — বিশুদ্ধ তত্ত্ব ; হয়তো তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের মন্দ কাজগুলো মুছে দেবেন আর তোমাদের প্রবেশ করাবেন জান্মাতে, যার পাদদেশে নদী বইবে। — ৬৬ সুরা তাহরিম : ৮

যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধে মুক্ত করে ও পৃথিবীতে ধরঃসাত্ত্বক কাজ করে তাদের শাস্তি এই যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে বা চুক্তিবদ্ধ করা হবে বা উলটো দিক থেকে

তাদের হাত ও পা কেটে ফেলা হবে বা তাদেরকে দেশ থেকে নির্বাসিত করা হবে। পৃথিবীতে এই তাদের লাঙ্ঘনা, আর পরকালে মহাশান্তি। তবে, তোমাদের আয়ত্তে আসার পূর্বে যারা তওবা করবে তাদের জন্য (এ শান্তি) নয়। সুতরাং জেনে রেখো যে, আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। — ৫ সুরা মায়দা : ৩৩-৩৪

কিন্তু কেউ অত্যাচার করার পর অনুশোচনা ও নিজেকে সংশোধন করলে আল্লাহ তার প্রতি অনুকূল্পা করেন। আল্লাহ তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। — ৫ সুরা মায়দা : ৩৯

... কিন্তু যদি তারা (অংশীবাদীরা) তওবা করে, নামাজ কায়েম করে ও জাকাত দেয় তবে তাদের পথ ছেড়ে দেবে। আল্লাহ তো ক্ষমাশীল, পরমদয়ালু। — ৯ সুরা তওবা : ৫

তারপর তারা (অংশীবাদীরা) যদি তওবা করে, নামাজ কায়েম করে ও জাকাত দেয় তবে তারা তোমাদের ধর্মভাই। আর জ্ঞানী সম্পদায়ের জন্য আমি নির্দর্শনসমূহ স্পষ্টকরণে ব্যান করি। — ৯ সুরা তওবা : ১১

ওরা কি জানেনা যে আল্লাহ তাঁর দাসদের তওবা গ্রহণ করেন? আর তিনি সাদকা গ্রহণ করেন? আল্লাহ তো ক্ষমাপরবশ, পরম দয়ালু। ৯ সুরা তওবা : ১০৪

যারা তওবা করে, উপাসনা করে, আল্লাহর প্রশংসনা করে, রোজা করে, ঝুক, ও সিজদা করে, সংকর্মের নির্দেশ দেয়, অসংকর্ম নিষেধ করে আর আল্লাহর সীমারেখা মেনে চলে, তুমি সেই বিশ্বাসীদেরকে সেই সুখবর দাও। — ৯ সুরা তওবা : ১১২

তওরাত ও ইঞ্জিল : যারা বার্তাবাহক নিরক্ষণ রসূলের অনুসরণ করে, যার উল্লেখ তাদের জন্য তওরাত ও ইঞ্জিলে আছে, যে তাদেরকে ভালো কাজের নির্দেশ দেয় ও খারাপ কাজ করতে নিষেধ করে, যে তাদের জন্য পবিত্র বস্তু হালাল করে ও অপবিত্র বস্তু হারাম করে আর যে তাদের ওপরের ভার ও বক্রন থেকে মুক্তি দেয়। সুতরাং যারা তার ওপর বিশ্বাস করে, তাকে সম্মান করে, তাকে সাহায্য করে আর যে-আলো তার সাথে নেমে এসেছে তার অনুসরণ করে তারাই সফলতা লাভ করবে। — ৭ সুরা আরাফ : ১৫৭

আর তারা আল্লাহর যথাযোগ্য মর্যাদা দান করে নি যখন তারা বলে, ‘আল্লাহ মানুষের কাছে কিছুই অবতীর্ণ করেন নি।’ বলো, ‘তা হলে কে সেই কিতাব অবতীর্ণ করেছিল মুসা যা নিয়ে এসেছিল, যা মানুষের জন্য ছিল আলো ও পথনির্দেশ, যা তোমরা কাগজের বিভিন্ন পঢ়ায় লিপিবদ্ধ করে কিছু প্রকাশ করেছ আর যার বহলাঞ্চ গোপন করেছ, আর যা, এখন তোমাদের শিক্ষা দেয় যা তোমাদের পিত্তপুরুষেরা ও তোমরা জানতে না?’ বলো, ‘আল্লাহই।’ তারপর তাদেরকে নির্থক সংলাপের খেলায় মগ্ন হতে দাও। — ৬ সুরা আনআম : ১১

তিনি সত্যসহ তোমার ওপর কিতাব অবতীর্ণ করেছেন, যা তার পূর্বের কিতাবের সমর্থক। তিনি মানবজাতিকে সংপথ প্রদর্শনের জন্য আগেই তওরাত ও ইঞ্জিল অবতীর্ণ করেছেন এবং অবতীর্ণ করেছেন ফুরুকান (ন্যায়-অন্যায়ের মীমাংসা)। নিশ্চয় যারা আল্লাহর নির্দর্শনাবলীকে অমান্য করে তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শান্তি। আল্লাহ তো পরাক্রমশালী দণ্ডবিধাতা। — ৩ সুরা আল-ই-ইমরান : ৩-৪

আর তিনি তাকে (সিসাকে) শিক্ষা দেবেন কিতাব, হিকমত, তওরাত ও ইঞ্জিল। — ৩ সুরা আল-ই-ইমরান : ৪৮

হে কিতাবিরা ! ইব্রাহিম সম্বন্ধে কেন তোমরা তর্ক কর, যখন তওরাত ও ইঞ্জিল তারপরে অবতীর্ণ হয়েছিল ? তোমরা কি বোঝ না ? — ৩ সুরা আল-ই-ইমরান : ৬৫

তওরাত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে ইসরাইল নিজের জন্য যা হারাম করেছিল তা ছাড়া বনি-ইসরাইলের জন্য সকল খাদ্যই হালাল ছিল। বলো, ‘যদি তোমরা সত্য কথা বলো তবে তওরাত এনে পড়ো !’ — ৩ সুরা আল-ই-ইমরান : ৯৩

সুরণ কর, মরিয়মপুত্র ঈসা বলেছিল, ‘হে বনি-ইসরাইল ! আল্লাহ্ আমাকে তোমাদের কাছে পাঠিয়েছেন এ আমার আগে থেকে তোমাদের কাছে যে তওরাত রয়েছে আমি তার সমর্থক, আর পরে আহমদ নামে যে রসূল আসবে আমি তার সুসংবাদদাতা !’ পরে সে যখন স্পষ্ট নির্দশন নিয়ে তাদের কাছে এল তারা বলতে লাগল, ‘এতো এক স্পষ্ট জাদু !’ — ৬১ সুরা সাফ্রাহ : ৬

যাদেরকে তওরাতের বিধান দেওয়া হলেও তা যারা অনুসরণ করে নি তাদের উপর্যা, বহু-বওয়া গাধা ! কত খারাপ সে সম্প্রদায়ের উপর্যা যারা আল্লাহর আয়াতকে মিথ্যা বলে। আল্লাহ্ সীমালজ্বনকারী সম্প্রদায়কে সংৎপথে পরিচালনা করেন না। — ৬২ সুরা জুমারা : ৫

মুহাম্মদ আল্লাহর রসূল। তার সহচরগণ কাফেরদের প্রতি কঠোর ও নিজেরা পরম্পরারের প্রতি সহানুভূতিশীল। আল্লাহর অনুগত ও সন্তুষ্টি-কামনায় তুমি তাদের ঝুকু ও সিজদায় নমিত দেখবে। তাদের মুখের ওপর সিজদার চিহ্ন থাকবে। তাদের সম্বন্ধে এরূপ বর্ণনা রয়েছে তওরাতে, আর ইঞ্জিলেও। — ৪৮ সুরা ফাতাহ : ২৯

আর তারা তোমার ওপর কেমন করে বিচারের ভাব দেবে যখন তাদের কাছে রয়েছে তওরাত — যাতে আছে আল্লাহর আদেশ ? এর পরও তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় আর কখনও বিশ্বাস করে না।

নিশ্চয় আমি তওরাত অবতীর্ণ করেছিলাম, এতে ছিল পথনির্দেশ ও আলো। নবিরা যারা আল্লাহর অনুগত ছিল তারা ইহুদিদের সেই অনুসারে বিধান দিত, রববানিরা ও পণ্ডিতরাও বিধান দিত, কারণ তাদেরকে আল্লাহর কিতাবের রক্ষক করা হয়েছিল ও তারা ছিল ওর সাক্ষী।

সুতরাং মানুষকে ভয় কোরো না, আমাকেই ভয় কর আর আমার আয়াত নগণ্য মূল্যে বিক্রি কোরো না। আর আল্লাহ্ অবতীর্ণ করেছেন সেই অনুসারে যারা বিধান দেয় না তারাই অবিশ্বাসী।

আর তাদের জন্য তার মধ্যে (তওরাতে) বিধান দিয়েছিলাম যে, প্রাণের বদল প্রাণ, চোখের বদল চোখ, নাকের বদল নাক, কানের বদল কান, দাঁতের বদল দাঁত ও জন্থমের বদল অনুরূপ জন্থম। তারপর কেউ তা ক্ষমা করলে তাতে তারই পাপমোচন হবে। আর আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন সেই অনুসারে যারা বিচার করে না তারাই সীমালজ্বনকারী।

মরিয়মপুত্র ঈসাকে তার পূর্বে অবতীর্ণ তওরাতের সমর্থক হিসাবে ওদের উত্তরসাধক করেছিলাম ও তার পূর্বে অবতীর্ণ তওরাতের সমর্থক হিসাবে এবং সতর্ককারীদের জন্যে পথের নির্দেশ আর উপদেশ হিসাবে তাকে ইঞ্জিল দিয়েছিলাম ; তার মধ্যে ছিল পথের নির্দেশ ও আলো। আর ইঞ্জিল অনুসরণকারীদের উচিত আল্লাহ্ তার মধ্যে যা অবতীর্ণ করেছেন সেই অনুসারে বিচার করা। আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন সেই অনুসারে যারা বিচার করে না তারা সত্যত্যাগী। — ৫ সুরা মাযিদা : ৪৩-৪৭

আর যদি তারা তওরাত, ইঞ্জিল ও যা তাদের প্রতিপালকের কাছে থেকে তাঁদের ওপর অবতীর্ণ হয়েছে তাতে প্রতিষ্ঠিত থাকত তাহলে তারা সকল দিক দিয়ে প্রাচুর্য লাভ করত। তাদের মধ্যে একদল রয়েছে যারা মধ্যপন্থি, কিন্তু তাদের বেশির ভাগ যা করে তা খারাপ ! ৫ সুরা মায়িদা : ৬৬

বলো, ‘হে কিতাবিগণ ! তওরাত, ইঞ্জিল ও যা তোমার প্রতিপালকের কাছ থেকে তোমাদের ওপর অবতীর্ণ হয়েছে তোমরা তা প্রতিষ্ঠিত না করা পর্যন্ত তোমাদের কোনো পথ নেই।’

তোমার প্রতিপালকের কাছ থেকে তোমার ওপর যা অবতীর্ণ হয়েছে তা তাদের অনেকের ধর্মজ্ঞানিতা ও অবিশ্বাসই বঢ়ি করবে। সুতরাং তুমি অবিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য দুঃখ করো না। — ৫ সুরা মায়িদা : ৬৮

(কিয়ামতের দিন) যখন আল্লাহ্ বলবেন, ‘হে মরিয়মপুত্র দ্বিসা !... তোমাকে কিতাব, হিকমত, তওরাত ও ইঞ্জিল শিক্ষা দিয়েছিলাম...’ — ৫ সুরা মায়িদা : ১১০

আল্লাহ্ তো বিশ্বাসীদের কাছ থেকে তাদের জীবন ও সম্পদ জ্ঞানাতের ঝূল্যের বিনিয়য়ে কিনে নিয়েছেন, তারা আল্লাহর পথে সংগ্রাম করে, মারে বা মরে। তওরাত, ইঞ্জিল ও কোরানে তিনি যে-প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন তাতে তিনি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। নিজের প্রতিজ্ঞাপালনের ক্ষেত্রে আল্লাহর চেয়ে কে আর ভালো ? তোমরা যে-সওন্দা করেছে সেই সওন্দার জন্য আনন্দ করো আর সেই মহাসাফল্য। — ৯ সুরা তওবা : ১১১

তকদির : [‘তকদির’ আরবি শব্দ ‘কান্দারা’ হতে উদ্ভৃত। ‘কান্দারা’র অর্থ শক্তি বা সামর্থ্য দান করেছিল বা বিকাশ সাধনের জন্য মাত্রা বা পরিমাণ অনুযায়ী সৃষ্টি বা গঠন করেছিল। মাত্রা একটা ক্ষেত্রে ইঙ্গিত দেয় ; আর প্রত্যেক ক্ষেত্রের একটা ভূমিকা থাকে, যাকে সৃষ্টি করা হয়েছে সে সেই ভূমিকায় কিভাবে নিজেকে প্রকাশ করবে বা কিভাবে তার চরিত্রের বিকাশ সাধন করবে তা তার উদ্যম ও প্রয়াস ছাড়াও আরও অনেক কিছুর উপর নির্ভর করবে। পুরুষকারকে দৈবনিরপেক্ষ বলা হলেও, বিশ্বাসী পথের হিসেবের জন্য আল্লাহর মুখাপেক্ষী।]

তুমি তোমার মহান প্রতিপালকের নামের পরিত্র মহিমা ঘোষণা করো, যিনি সৃষ্টি করেন ও সুবিন্যস্ত করেন, আর যিনি বিকাশসাধনের জন্য নির্দিষ্ট মাত্রা অনুযায়ী গঠন করেন, তারপর আবাসা : ১-৩

তিনি তাকে শুক্র হতে সৃষ্টি করেন, তারপর তার বিকাশসাধনের জন্য নির্দিষ্ট মাত্রা অনুযায়ী গঠন করেন। — ৮০ সুরা আবাসা : ১৯

... তিনি সবকিছু সৃষ্টি করেছেন আর প্রত্যক্ষকে তার যথোচিত প্রকৃতি দান করেছেন। — ২৫ সুরা ফুরকান : ২

তিনি উষার উন্নেষ ঘটান। আর তিনি বিশ্বামের জন্য রাত্রি ও গণনার জন্য চন্দ্র ও সূর্যকে সৃষ্টি করেছেন। এসব পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ কর্তৃক সুবিন্যস্ত। — ৬ সুরা আন্তাম : ৯৬

বলো, ‘আমাদের জন্য আল্লাহ্ যা নির্দিষ্ট করেছেন তা ছাড়া আমাদের অন্য কিছু হবে না। তিনিই আমাদের কর্মবিধায়ক !’ আর আল্লাহর ওপরেই বিশ্বাসীদের নির্ভর করা উচিত। — ৯ সুরা তওবা : ৫১

তবলিগ : ধর্মপ্রচার দ্র.।

তকবিতর্ক : মানুষ কি দেখে না আমি তাকে শুক্রবিন্দু থেকে সৃষ্টি করেছি? অথচ পরে সে প্রকাশ্যে তর্ক করে! — ৩৬ সুরা ইয়াসিন : ৭৭

... মানুষের মধ্যে কেউ-কেউ আল্লাহ সম্পর্কে তর্ক করে, তাদের না আছে জ্ঞান, না আছে পথের নির্দেশনা, আর না আছে কোনো দীপ্তিময় কিতাব। — ৩১ সুরা লুকমান : ২০

যারা নিজেদের কাছে কোন দলিল প্রমাণ না থাকলেও আল্লাহর নির্দর্শন সম্পর্কে তৎক্ষেপে হয় তাদের এই কাজ আল্লাহর ও বিশ্বাসীদের দৃষ্টিতে অত্যন্ত ঘণ্য। আল্লাহ প্রত্যেক অহঙ্কারী ও স্বেচ্ছাচারী ব্যক্তির হাদয়কে মোহর করে দেন। — ৪০ সুরা মুমিন : ৩৫

আমি মানুষের জন্য এই কোরানে বিভিন্ন উপমা দিয়ে আমার বাচী বিশদভাবে বর্ণনা করেছি। মানুষ বেশির ভাগ ব্যাপারেই তর্ক করে। যখন ওদের কাছে পথের নির্দেশ আসে, তখন কখন ওদের পূর্ববর্তীদের অবস্থা হবে বা কখন শাস্তি এসে পড়বে এই প্রতীক্ষাই ওদেরকে বিশ্বাস করতে ও ওদের প্রতিপালকের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে বাধা দেয়। আমি কেবল সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসাবে রসূলদেরকে পাঠিয়েছি, কিন্তু অবিশ্বাসীরা মিথ্যা তর্ক করে সত্যকে ব্যর্থ করার জন্য। আর আমার নির্দর্শন ও যা দিয়ে ওদেরকে সতর্ক করা হয় সেসবকে তারা হাসিঠাট্টার ব্যাপার ভাবে। — ১৮ সুরা কাহাফ : ৫৪-৫৬

তুমি মানুষকে হিকমত ও সৎ উপদেশ দিয়ে তোমার প্রতিপালকের পথে ডাক দাও ও তাদের সাথে ভালোভাবে আলোচনা কর। তাঁর পথ ছেড়ে যে বিপথে যায় তার সম্বন্ধে তোমার প্রতিপালক ভালো করেই জানেন আর যে সংপথে আছে তাও তিনি ভালো করে জানেন। — ১৬ সুরা নাহল : ১২৫

তোমরা কিতাবিদের সঙ্গে তর্ক বিতর্ক করবে, কিন্তু সৌজন্যের সাথে, তবে যারা ওদের মধ্যে সীমালঙ্ঘন করে তাদের সাথে নয়। — ২৯ সুরা আনকাবুত : ৪৬

হে কিতাবিস ! ইব্রাহিম সম্বন্ধে কেন তোমরা তর্ক কর, যখন তওরাত ও ইঞ্জিল তার পরে অবর্তীর্ণ হয়েছিল ? তোমরা কি বোঝো না ? দেখো, যে-বিষয়ে তোমাদের কিছু জ্ঞান ছিল তোমরা সে-বিষয়ে তর্ক করেছ, তবে যে-বিষয়ে তোমাদের কোনো জ্ঞান নেই সে-বিষয়ে কেন তর্ক করছ ? আসলে আল্লাহ তো জানেন, আর তোমরা তো জ্ঞান না। — ৩ সুরা আল-ই-ইমরান : ৬৫-৬৬

মানুষের মধ্যে কেউ-কেউ অজ্ঞানতাবশত আল্লাহর সম্বন্ধে তর্ক করে ও প্রত্যেক বিদ্রোহী শয়তানের অনুসরণ করে। — ২২ সুরা হজ : ৩

কিয়ামত ঘটবেই, এতে কোনো সন্দেহ নেই। আর কবরে যারা আছে আল্লাহ তাদের আবার ওঠাবেন। তবু মানুষের মধ্যে এমন লোক আছে যে জ্ঞান ছাড়া, পথনির্দেশ ছাড়া, আলোকময় কিতাব ছাড়া আল্লাহ সম্বন্ধে কৃতর্ক করে। (অন্যদেরকে) আল্লাহর পথ থেকে বিপথে নেওয়ার জন্য সে দন্তভরে বিত্তনা করে। তার জন্য এই দুনিয়ায় আছে লাঙ্ঘনা। কিয়ামতের দিনে আমি তাকে পুড়িয়ে শাস্তির স্বাদ নেওয়ার। সেদিন তাকে বলা হবে 'এ তো তোমার কৃতকর্মের ফল ; কারণ, আল্লাহ দাসদের ওপর জুলুম করেন না।' — ২২ সুরা হজ : ৭-১০

আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য নিয়মকানুন নির্ধারিত করে দিয়েছি যা ওরা পালন করে। সুতরাং ওরা যেন তোমার সঙ্গে এ-ব্যাপারে বিতর্ক না করে। তুমি ওদেরকে তোমার প্রতিপালকের দিকে ডাক দাও। তুমি তো সরল পথেই আছ। ওরা যদি তোমার সঙ্গে তর্ক করে তবে বলো, ‘তোমরা যা কর সে-সম্বন্ধে আল্লাহ্ ভালো করেই জানেন। তোমরা যে-বিষয়ে মতভেদ করছ আল্লাহ্ কিয়ামতের দিন সে-বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেবেন।’ ২২
সুরা ইজ : ৬৭-৬৯

তসনিম : তাতে (জামাতে প্রদত্ত পরিত্র সুরায়) মেশানো থাকবে তসনিম ঝরনার পানি যা থেকে আল্লাহ্'র সাম্মিধপ্রাপ্তরা পান করবে। — ৮৩ সুরা মুতাফ্ফিফিন : ২৭-২৮

তাবুক অভিযান : হে বিশ্বাসিগণ ! তোমাদের কী হল যে যখন আল্লাহ্'র পথে তোমাদের অভিযানে বের হতে বলা হয় তখন তোমরা ঘরের টানে গড়িয়াসি কর ? তোমরা কি প্রকালের পরিবর্তে পার্থিব জীবন নিয়েই খুশি ? প্রকালের তুলনায় পার্থিব জীবনের ভোগের উপকরণ তো নগণ্য। যদি তোমরা অভিযানে বের না হও তবে তিনি তোমাদের নিদারুণ শাস্তি দেবেন ও অন্য জাতিকে তোমাদের জায়গায় বসাবেন। আর তোমরা তাঁর কোনোই ক্ষতি করতে পারবে না। আল্লাহ্ তো সর্বশক্তিমান। — ৯ সুরা তওবা : ৩৮-৩৯

তোমরা অভিযানে বের হয়ে পর যুক্তসামগ্রী নিয়ে, (অ) হালকা হোক বা ভারী হোক ; আর তোমরা ধনপ্রাপ দিয়ে আল্লাহ্'র পথে সংগ্রহ করো। এ-ই তোমাদের জন্য মঙ্গল, যদি তোমরা জানতে। আশু লাভের সম্ভাবনা থাকলে ও যাত্রাপথ বেশি দীর্ঘ না হলে ওরা তো তোমাদের অনুসৃত করত। কিন্তু ওদের কাছে যাত্রাপথ বড়ই দীর্ঘ মনে হল। ওরা আল্লাহ্'র নামে শপথ করে বলবে, ‘পারলে আমরা নিশ্চয় তোমাদের সঙ্গে বের হতাম।’ ওরা নিজেদেরই খৃংস করে। আল্লাহ্ জানেন, ওরা মিথ্যা কথা বলে। — ৯ সুরা তওবা : ৪১-৪২

ওরা বের হতে চাইলে ওরা নিশ্চয়ই এর জন্য প্রস্তুতি নিত ; কিন্তু ওরা চলে যাক এ আল্লাহ্'র ঘনঘন ছিল না, তাই তিনি ওদেরকে বিরত রাখেন আর ওদের বলা হয় ‘যারা বসে আছে তাদের সাথে বসে থাকো।’

ওরা তোমাদের সাথে বের হলে ওরা তোমাদের বিভ্রান্তিই বৃদ্ধি করত ও তোমাদের অশাস্তি সৃষ্টির জন্য তোমাদের মধ্যে ছুটোছুটি করত। তোমাদের মধ্যে তো ওদের কথায় কান দেওয়ার লোক আছে। যারা সীমালংঘন করে আল্লাহ্ তাদের ভালো করেই জানেন। — ৯ ৪৬-৪৭

আর তুমি ওদেরকে প্রশ্ন করলে ওরা নিশ্চয় বলবে, ‘আমরা তো আলাপ-আলোচনা ও ক্রিড়াকৌতুক করেছিলাম।’ বলো, ‘তোমরা কি আল্লাহ্, তাঁর নিদর্শন ও তাঁর রসূলকে ঠাট্টা করছিলে ? তোমরা দোষ ঢাকার চেষ্টা কোরো না ! তোমরা বিশ্বাস করার পর অবিশ্বাস করেছে। তোমাদের কাউকে আমি ক্ষমা করলেও, অন্যদের আমি শাস্তি দেব, কারণ তারা অপরাধ করেছে।’ — ৯ সুরা তওবা : ৬৫-৬৬

ওরা আল্লাহ্'র শপথ করে বলে যে ওরা কিছু বলে নি, কিন্তু ওরা তো অবিশ্বাসের কথাই বলেছে ও ইসলাম গ্রহণ করার পর ওরা তা প্রত্যাখ্যান করেছে। ওরা যা করতে চেয়েছিল তা ওরা পারে নি। আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল তাঁর দাক্ষিণ্যে তাদেরকে অভাবযুক্ত করেছিলেন বলেই

ওরা দোষ দিছিল। ওরা তওবা করলে ওদের জন্য ভালো হবে, কিন্তু ওরা মুখ ফিরিয়ে নিলে আল্লাহ্ ইহলোকে ও পরলোকে ওদেরকে নিরামণ শাস্তি দেবেন। পৃথিবীতে ওদের কোনো অভিভাবক বা সাহায্যকারী নেই। — ৯ সূরা তওবা : ৭৪

যারা (তাবুক অভিযানে) পেছনে রয়ে গেল তারা আল্লাহ্ রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে বাসে থাকতেই আনন্দ পেল ও তাদের ধনসম্পদ ও জীবন দিয়ে আল্লাহ্ পথে সংগ্রাম করা পছন্দ করল না। আর তারা বললো, ‘গরমের মধ্যে অভিযানে বের হয়ো না।’

বলো, ‘জাহানামের আগনুই সবচেয়ে গরম !’ যদি তারা বুঝত !

তাই তার হাসবে কম ও তাদের কৃতকর্মের জন্য কাঁদবে বেশি। — ৯ সূরা তওবা : ৮১-৮২

আল্লাহ্ অবশ্যই অনুগ্রহ করলেন নবির ওপর, আর মুহাজের ও আনসারদের ওপর যারা সংকটের সময় তার (মুহাম্মদের) সাথে গিয়েছিল, এমনকি যখন এক দলের মনে বিকার হওয়ার উপক্রম হয়েছিল তখনও। পরে আল্লাহ্ তাদেরকে ক্ষমা করলেন। তিনি তো ওদের ব্যাপারে ছিলেন দয়াপরবশ, পরম দয়ালু।

আর তিনি অপর তিনজন (কাঞ্চাব ইবনে মালিক, হিলাল ইবনে উমাইয়া ও মুবারা ইবনে রুবাই)-কেও ক্ষমা করলেন যাদের পেছনে ফেলে আসা হয়েছিল। পৃথিবী প্রশংস্ত হওয়া সঙ্গেও তাদের জন্য তা ছোট হয়ে আসছিল ও তাদের জীবন তাদের জন্য দৃঃসহ হয়ে উঠেছিল। তারা বুঝতে পেরেছিল যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোনো আশুয়া নেই। পরে আল্লাহ্ তাদেরকে অনুগ্রহ করলেন যাতে তারা অনুত্পন্ন হয়। আল্লাহ্ তো ক্ষমাপরবশ, পরম দয়ালু। — ৯ সূরা তওবা : ১১৭-১১৮

তাইয়াম্মুম : ওজু ও তাইয়াম্মুম দ্র।

তাহাঙ্গুদ : আর রাতের কিছু অংশে তাহাঙ্গুদ [রাতের শেষার্ধে উঠে যে নামাজ পড়া হয়] নামাজ পড়বে। তোমার জন্য এ অতিরিক্ত কর্তব্য। আশা করা যায় তোমার প্রতিপালক তোমাকে প্রশংসনীয় স্থানে উন্নীত করবেন। — ১৭ সূরা বনি-ইসরাইল : ৭৯

তুরবা : ওদের পূর্বেও মিথ্যা বলেছিল নুহ সম্প্রদায়, রসবাসীরা ও সামুদ-সম্প্রদায় এবং আদ, ফেরাউন ও লুত-সম্প্রদায় এবং আইকাবাসীরা (শোয়াইব-সম্প্রদায়) ও তুরবা-সম্প্রদায় ওরা সকলেই রসূলদেরকে মিথ্যাবাদী বলেছিল। তাই ওদের ব্যাপারে আমার ভৌতি-প্রদর্শন সত্য হয়েছিল। — ৫০ সূরা কাফ : ১২-১৪

শ্রেষ্ঠ কারা ? ওরা, না তুরবা-সম্প্রদায় ও তাদের আগে যারা এসেছিল ? আমি তাদের ধ্বংস করেছিলাম, কারণ তারা ছিল অপরাধী। — ৪৪ সূরা দুখান : ৩৭

তোয়া : তারপর যখন সে আগনের কাছে এল, তখন তাকে ডেকে বলা হল, ‘হে মুসা ! নিশ্চয়ই আমি তোমার প্রতিপালক, অতএব তোমার জুতো খুলে ফেলো, কারণ, তুমি এখন পরিত্র তোয়া উপত্যকায় রয়েছ !...’ — ২০ সূরা তাহা : ১১-১২

তার প্রতিপালক পরিত্র তোয়া উপত্যকায় তাকে (মুসাকে) আহ্বান করে বলেছিলেন, ‘ফেরাউনের কাছে যাও, সে সীমালঞ্চন করেছে !...’ — ৭৯ সূরা নাজিআত : ১৬-১৭

দাউদ, তালুত ও জালুত : ওরা যা বলে তাতে তুমি ধৈর্য ধর। আর সুরণ কর আমার শক্তিমান দাস দাউদের কথা। সে সব সময় আমার ওপর নির্ভর করত। আমি পাহাড়গুলোকে (তার) বশ করেছিলাম। ওরা সকাল-সন্ধিয় তার সঙ্গে আমার পরিত্ব মহিমাকীর্তন করত। আর (তার) বশ করেছিলাম পাখিদের যারা তার কাছে সমবেত হতো, তারা সকলেই তাকে অনুসরণ করত। আমি তার রাজ্যকে শক্তিশালী করেছিলাম ও তাকে দিয়েছিলাম হিকমত ও বাণিতা।

তোমার কাছে বিবদমান লোকদের কাহিনী পৌছেছে কি? যখন ওরা প্রাচীর ডিঙিয়ে খাস কামরায় ঢুকে পড়ল? যখন ওরা দাউদের কাছে গেল তখন সে তয় পেয়ে গেল। ওরা বলল, ‘তয় পাবেন না, আমরা দুটো বিবদমান দল একে অপরের ওপর ঝুলুম করেছি; তাই আপনি আমাদের মধ্যে ফয়সালা করে দিন, অবিচার না করে সঠিক পথনির্দেশ করুন। এ আমার ভাই; এর আছে নিরানববাহীটি দুর্ব্বা আর আমার আছে একটা; তবুও সে বলে, আমাকে এটা দাও আর তর্কে সে আমাকে হারিয়ে দিয়েছে।’

দাউদ বললো, ‘তোমার দুর্ব্বাটাকে তার দুর্ব্বাগুলোর সঙ্গে যোগ দেওয়ার দাবি করে সে তোমার ওপর ঝুলুম করেছে। এজমালি ব্যাপারে শরিকরা অনেকে একে অন্যের ওপর অবিচার করে থাকে, — করে না কেবল বিশ্বাসী ও সৎকর্মপরায়ণ লোকেরা, আর তারা সংখ্যায় যুব কম।’

দাউদ বুঝতে পারল, আমি তাকে পরীক্ষা করলাম। তারপর সে তার প্রতিপালকের কাছে ক্ষমা চাইল আর সিজদায় নৃটিয়ে পড়ল এবং তাঁর দিকে মুখ ফেরালো। তারপর আমি তার অপরাধ ক্ষমা করলাম। আমার কাছে তার জন্য রয়েছে বড় মর্যাদা ও শুভ পরিণাম।

(আমি বললাম), ‘হে দাউদ! আমি তোমাকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছি, অতএব তুমি লোকদের মধ্যে সুবিচার কর ও খেলাখুশির অনুসরণ কোরো না, করলে, এ তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে সরিয়ে দেবে। যারা আল্লাহর পথ ছেড়ে দেয় তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি, কারণ তারা বিচারদিনকে ভুলে যায়।’ — ৩৮ সুরা সাবাদ : ১৭-২৬

আমি অবশ্যই দাউদ ও সুলায়মানকে জ্ঞান দান করেছিলাম আর তারা বলেছিল, ‘প্রশংসা আল্লাহর যিনি আমাদেরকে তাঁর বহু বিশ্বাসী দাসের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন।’ — ২৭ সুরা নমল : ১৫

যারা আকাশ ও পৃথিবীতে আছে তাদেরকে তোমার প্রতিপালক ভালোভাবে জ্ঞানেন। আমি তো নবিদের কাউকে-কাউকে কারো ওপর মর্যাদা দিয়েছি, দাউদকে আমি জ্বুর দিয়েছি। — ১৭ সুরা বনি-ইসরাইল : ৫৫

‘হে পর্বতমালা! তোমরা দাউদের সঙ্গে আমার পরিত্বাত ঘোষণা কর এবং হে পাখিরা! তোমরাও’, এ-আদেশ দান করে আমিহি দাউদের প্রতি অনুগ্রহ করেছিলাম আর লোহাকে তার জন্য নমনীয় করেছিলাম। আর তাকে বলেছিলাম, পুরো মাপের বর্ম তৈরি কর ও তার কড়গুলো ঠিক করে জোড়া দাও ও ভালো কাজ করো। তোমরা যা কর তা আমি ভালোভাবেই দেখি। — ৩৪ সুরা সাবা : ১০-১১

আর সুরণ করো দাউদ ও সুলায়মানের কথা যখন তারা বিচার করছিল এক শস্যক্ষেত্র সম্পর্কে যেখানে রাত্রে এক লোকের ভেড়া ঢুকে পড়েছিল। আমি তাদের বিচার দেখেছিলাম।

আমি সুলায়মানকে এ বিষয়ের মীমাংসা জানিয়ে দিয়েছিলাম এবং তাদের প্রত্যেককে আমি হিকমত ও জ্ঞান দিয়েছিলাম। আমি পাহাড় ও পাখিদের জন্য নিয়ম করে দিয়েছিলাম যেন ওরা দাউদের সঙ্গে আমার পরিত্র মহিমাকীর্তন করে। আমিই ছিলাম এইসবের কর্তা। ২১ সুরা আর্দ্বিয়া : ৭৮-৭৯

তারপর তালুত যখন সৈন্যে অভিযানে বের হল তখন সে বললো, ‘আল্লাহ্ এক নদী দিয়ে তোমাদের পরীক্ষা করবেন। তাই যে-কেউ সেই নদী থেকে পানি পান করবে সে আমার দলে থাকবে না, আর যে ঐ পানি পান করবে না, সে আমার দলে থাকবে। এ ছাড়া যে-কেউ তার হাত দিয়ে এক আঁজলা পানি নেবে সে-ও।’

কিন্তু (যখন তারা নদীর কাছে গেল) তখন তাদের অল্প কয়েকজন ছাড়া বেশির ভাগ লোকই তার থেকে পানি পান করল। যখন সে (তালুত) ও তার ওপর যারা বিশ্বাস রেখেছিল তারা পার হল, তখন তারা বলল, ‘আমাদের (এমন) শক্তি ও সাধ্য নেই যে, আজ জালুত ও তার সৈন্যদের সাথে যুদ্ধ করি।’

কিন্তু যারা আল্লাহর সাক্ষাত্কারে বিশ্বাস করেছিল তারা বলল, ‘আল্লাহর অনুমতি-ক্রমে কত ছোট দল কত বড় দলকে পরাস্ত করেছে!’ আর আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন।

তারা যখন জালুত ও তার সৈন্যবাহিনীর সম্মুখীন হল তখন তারা বলল, ‘হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের ধৈর্য দাও, আমাদের পা অবচিলিত রাখ ও অবিশ্বাসী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্য করো।’

সুতরাং তখন তারা আল্লাহর অনুমতিক্রমে তাদেরকে পরাজিত করল, দাউদ জালুতকে বধ করল ও আল্লাহ্ তাকে কর্তৃত ও হিকমত দান করলেন এবং যা তিনি ইচ্ছা করলেন তা তাকে শিক্ষা দিলেন। আল্লাহ্ যদি মানবজাতির একদলকে অন্য দল দিয়ে দমন না করতেন, তবে নিশ্চয় পৃথিবী ফ্যাশানে পূর্ণ হয়ে যেত। কিন্তু আল্লাহ্ বিশ্বজগতের প্রতি মঙ্গলময়। এসবই আল্লাহর নির্দর্শন যা আমি সঠিকভাবে তোমার কাছে আবৃত্তি করছি; আর তুমি তো রসূলদের একজন। — ২ সুরা বাকারা: ২৪৯-২৫২

... আর আমি দাউদকে জবুর দিয়েছিলাম। — ৪ সুরা নিমা : ১৬৩

বনি-ইসরাইলের মধ্যে যারা অবিশ্বাস করেছিল তারা দাউদ ও মরিয়মপুত্র ঈসা কর্তৃক অভিশপ্ত হয়েছিল; কারণ, তারা ছিল অবাধ্য ও সীমালজ্বনকারী। — ৫ সুরা মাযিদা : ৭৮

দান-ব্যরাত ও সাদকা : তাই কেউ দান করলে, সাবধানি হলে ও যা ভালো তা গ্রহণ করলে আমি তার জন্য সুখকর পরিণামের পথ সহজ করে দেব। — ৯২ সুরা লাইল : ৫-৭

তার (জাহানাম) থেকে দূরে রাখা হবে সেই সাবধানিকে যে ধনসম্পদ দান করে অত্যাশুক্রির জন্য, আর কারও অনুগ্রহের প্রতিদানের প্রত্যাশায় নয়, কেবল তার মহান প্রতিপালকের সন্তুষ্টি লাভের জন্য সে তো সন্তুষ্ট হবেই। — ৯২ সুরা লাইল : ১৭-১১

তুমি কি দেখেছ তাকে যে ধর্ম (বিচার)-কে অঙ্গীকার করে, যে এতিমকে ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দেয় ও অভাবগৃহ্ণকে অন্ধদানে উৎসাহিত করে না। সুতরাং দুর্ভোগ সেসব নামাজ আদায়কারীর যারা তাদের নামাজ সম্বন্ধে উদাসীন, যারা তা পড়ে লোকদেখানোর

জন্য, আর যারা অপরকে (সৎসারের ছেটখাটো) জিনিস দিয়ে সাহায্য করতে চায় না।
— ১৭ সুরা মাউন : ১-৭

যখন ওদের বলা হয়, ‘আল্লাহ তোমাদের যে-জীবনের উপকরণ দিয়েছেন তার থেকে ব্যয় করো’ তখন অবিশ্বাসীরা বিশ্বাসীদের বলে, ‘আল্লাহ ইচ্ছা করলে যাকে খাওয়াতে পারেন তাকে আমরা কেন খাওয়াব? তোমরা তো স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রয়েছ।’
— ৩৬ সুরা ইয়াসিন : ৪৭

আর তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহলাভের আশায় তোমাকে যদি তাদের (সাহায্যপ্রার্থীদের) কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে হয় তবে নম্রতাবে কথা বোলো। (ক্ষণের মত) তোমরা হাত যেন গলায় বাঁধা না থাকে, বা তোমার হাত যেন সম্পূর্ণ খোলা না থাকে, থাকলে তোমার নিন্দা হবে, তুমি সব খুঁইয়ে ফেলবে। — ১৭ সুরা বনি-ইসরাইল : ২৮-২৯

মানুষের ধনসম্পদ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে তোমরা সুন্দে যা দিয়ে থাক তা আল্লাহর কাছে বৃদ্ধি পায় না। কিন্তু তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহর সন্তুষ্টিলাভের জন্য জ্ঞাকাত দিয়ে থাকে তাদেরই (ধনসম্পদ) বৃদ্ধি পায়। — ৩০ সুরা বুম : ৩৯

পূর্ব ও পশ্চিম দিকে তোমাদের মুখ ফেরানোতে কোন পুণ্য নেই ; কিন্তু পুণ্য আছে আল্লাহ, পরকাল, ফেরেশ্তা, সব কিতাব ও নবিদের ওপর বিশ্বাস করলে আর আল্লাহর ভালোবাসায় আত্মীয়সজ্জন, পিতৃহীন, অভাবগ্রস্ত, মুসাফির, সাহায্যপ্রার্থীদেরকে ও দাসমুক্তির জন্য অর্থদান করলে, নামাজ কাহেম করলে ও জ্ঞাকাত দিলে, আর প্রতিশ্রুতি পালন করলে, আর দুঃখকষ্ট ও যুদ্ধের সময় ধৈর্য ধারণ করলে। এরাই তারা যারা সত্যবাদী ও সাবধানি। — ২ সুরা বাকারা : ১৭

যারা আল্লাহর পথে আপন ধনসম্পদ ব্যয় করে, তাদের উপমা একটি শস্যবীজের মতো যা থেকে সাতটি শিখ জন্মায়, প্রতিটি শিখে থাকে একশো দানা। আর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বহুগুণে বাড়িয়ে দেন। আল্লাহ প্রাচুর্যময় সর্বজ্ঞ। যারা আল্লাহর পথে আপন ধনসম্পদ ব্যয় করে আর যা ব্যয় করে তার কথা বলে বেড়ায় না ও (দান করে) কষ্টও দেয় না, তাদের পুরস্কার রয়েছে তাদের প্রতিপালকের কাছে। তাদের কোনো ভয় নেই ও তারা দুঃখও পাবে না। যে-দানের পর কষ্ট দেওয়া হয় তার চেয়ে যিষ্ঠি কথা বলা ও ক্ষমা করা ভাল। আল্লাহ অভাবমুক্ত, (তিনি) পরম সহনশীল।

হে বিশ্বাসিগণ ! দানের কথা প্রচার করে ও কষ্ট দিয়ে (যৌটা দিয়ে) তোমরা তোমাদের দানকে ঐ লোকের মতো নষ্ট কোরো না যে নিজের ধন লোকদেখানোর জন্য ব্যয় করে ও আল্লাহ এবং পরকালে বিশ্বাস করে না। তার উপমা একটি শুক্র পাথর যার ওপর কিছু মাটি থাকে, পরে তার ওপর প্রবল বৃষ্টি পড়ে তাকে মসৃণ করে ফেলে। যা তারা উপার্জন করেছে তার কিছুই তারা তাদের কাজে লাগাতে পারবে না। আল্লাহ তো অবিশ্বাসী সম্প্রদায়কে সংপথে পরিচালিত করেন না। অপরদিকে যারা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ও নিজের হাদয়কে দৃঢ় করার জন্য তাদের ধনসম্পদ দান করে, তাদের তুলনা উচু জায়গার একাটা বাগান যেখানে মুলধারে বৃষ্টি হয় ও তার ফলে ফলমূল দ্বিগুণ জন্মে। আর মুলধারে বৃষ্টি না হলে শিশিরই (সেখানে) যথেষ্ট। তোমরা যা কর আল্লাহ তো তা ভালো করেই দেখেন। তোমাদের কেউ কি চায় যে তার জেরুর ও আঙুরের একটা বাগান থাকবে যার নিচে নদী বইবে ও যেখানে নানা রকম ফলমূল থাকবে, আর যখন সে বুড়ো হয়ে পড়বে ও তার অসহায় দুর্বল ছেলেমেয়েও

থাকবে (তখন) সেখানে এক অগ্নিকর্ণ ঘূর্ণিষ্ঠ হানা দেবে আর তা জ্বলে-পুড়ে থাক হয়ে যাবে ? এভাবে আল্লাহ্ তাঁর সব নির্দশন তোমাদের জন্য স্পষ্ট করে প্রকাশ করেন যাতে তোমরা বুঝতে পার।

হে বিশ্বাসিগণ ! তোমরা যা উপার্জন কর ও আমি জমি হতে তোমাদের জন্য যা উৎপাদন করে দিই, তার থেকে যা ভালো তা দান করো । মন্দ জিনিস দান করার ইচ্ছা কোরো না, কারণ তোমরা তা তো নেও না যদিনা তোমরা চোখ বুজে থাক । আর জ্বেনে রাখো আল্লাহর অভাব নেই, প্রশংসা তাঁরই । শয়তান তোমাদের দারিদ্র্যের ভয় দেখায় ও খারাপ কাজে উসকানি দেয়, আপর দিকে আল্লাহ্ তোমাদেরকে তাঁর ক্ষমা ও অনুগ্রহের প্রতিশ্রূতি দেন । আল্লাহ্ প্রার্থ্যময় ও সর্বজ্ঞ । — ২ সুরা বাকারা : ২৬১-২৬৮

যা-কিছু তোমরা ব্যয় কর বা যা-কিছু তোমরা মানত কর আল্লাহ্ তা জানেন । আর কেউ জুনুমকারীকে সাহায্য করে না । তোমরা যদি প্রকাশ্যে দান কর, তবে তা ভালো । আর যদি তা গোপনে কর ও অভাবীকে দাও, তবে তা তোমাদের জন্য আরও ভালো । আর এর জন্য তিনি তোমাদের কিছু কিছু পাপ মোচন করবেন । তোমরা যা কর আল্লাহ্ তা তো জানেন । তাদের সংপথ গৃহণের দায় তোমার নয়, বরং আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা সংপথে পরিচালিত করেন । আর তোমরা যা-কিছু দান কর, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই তা কর । আর যা-কিছু তোমরা দান কর, তার পুরুষ্কার পুরো করে দেওয়া হবে । তোমাদের ওপর অন্যায় করা হবে না । এই (দান) অভাবীদের প্রাপ্য যারা আল্লাহর পথে এমনভাবে ব্যস্ত যে জীবিকার সঙ্কানে ঘোরাফেরা করতে পারে না । তারা কিছু চায় না বলে অবিচেক লোকেরা ভাবে তাদের অভাব নেই । তুমি তাদের লক্ষণ দেখে চিনতে পারবে । তারা লোকের কাছে নাহোড়বান্দার মতো ভিক্ষা করে না । তোমরা যা কিছু দান কর, আল্লাহ্ তা ভালো করেই জানেন । যে-সকল লোক রাত্রিতে বা দিনে গোপনে বা প্রাকাশ্যে তাদের ধনসম্পদ দান করে, তাদের জন্য তাদের প্রতিপালকের কাছে পুরুষ্কার রয়েছে । তাই তাদের কোনো ভয় নেই ও তারা কোনো দুঃখও পাবে না । ২ সুরা বাকারা : ২৭০-২৭৪

যারা সচল ও অসচল অবস্থায় ব্যয় করে ও যারা ক্রোধ সংবরণ করে আর মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল আল্লাহ্ (সেই) সংকর্মপারয়ণদেরকে ভালোবাসেন । — ৩ সুরা আল-ই-ইমরান : ১৩৪

আর যারা লোক-দেখানোর উদ্দেশ্যে তাদের ধনসম্পদ ব্যয় করে এবং আল্লাহ্ ও শেষ দিনে বিশ্বাস করে না (আল্লাহ্ তাদেরকে ভালোবাসেন না) । আর শয়তান কারও সঙ্গী হলে সে-সঙ্গী করত্ব-না জঘন্য ! — ৪ সুরা নিসা : ৩৮

দানশীল পুরুষ ও নারী এবং যারা আল্লাহকে উত্তম ঋণ দান করে তাদের দেওয়া হবে বহুগুণ বেশ ও তাদের জন্য রয়েছে মহাপুরুষ্কার । — ৫৭ সুরা হাদিদ : ১৮

হে বিশ্বাসিগণ ! তোমরা রসূলের সাথে একান্তে কথা বলতে চাইলে তার পূর্বে কিছু সাদকা দিবে । এ-ই তোমাদের জন্য শ্রেয় ও পৰিত্ব । যদি না পার তবে আল্লাহ্ তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু । তোমরা কি একান্তে কথা বলার পূর্বে সাদকা দেওয়াকে কষ্টকর মনে কর ? যদি তোমরা সাদকা দিতে না পার তবে আল্লাহ্ তোমাদের দিকে মুখ তুলে চাইবেন তখন তোমরা (অস্তু) নামাজ কায়েম করবে, জাকাত দিবে ও আল্লাহ্ আর তাঁর রসূলের আনুগত্য করবে । তোমরা যা কর আল্লাহ্ তা ভালোভাবে জানেন । — ৫৮ সুরা মুজাদালা : ১২-১৩

ওদের মধ্যে এমন লোক আছে যে সাদকা সম্পর্কে তোমাকে দোষারোপ করে, তারপর তার কিছু দেওয়া হলে ওরা তুষ্ট হয়, আর তার কিছু না দেওয়া হলে ওরা অসন্তুষ্ট হয়। আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল ওদেরকে যা দিয়েছেন তাতে যদি ওরা তুষ্ট হতো তা হলে ভালো হতো আর যদি বলত ‘আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট, আল্লাহ্ অবশ্যই শীঘ্রই নিজের অনুগ্রহ থেকে আমাদেরকে দান করবেন ও তাঁর রসূলও (দান করবেন)। আমরা আল্লাহরই উক্ত।’

সাদকা (জ্ঞানাত অর্থে) তো কেবল নিঃস্ব, অভাবগুণ ও সেই কাজে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের জন্য যদের মনোরঞ্জন প্রয়োজন তাদের জন্য, দাসমুক্তির জন্য, ঝুঁগগ্রস্তদের জন্য, আল্লাহ্ পথে সংগ্রামকারী এবং মুসাফিরদের জন্য। এ আল্লাহর বিধান। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ তত্ত্বজ্ঞানী। — ৯ সুরা তওবা : ৫৮-৬০

বিশ্বাসীদের মধ্যে যারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাদকা দেয় আর যারা নিজের শুম ছাড়া কিছুই পায় না তাদেরকে যারা দোষারোপ করে ও বিদ্রূপ করে আল্লাহ্ ওদেরকে বিদ্রূপ করেন, ওদের জন্য আছে নিরারূপ শাস্তি। তুমি ওদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর বা না-কর, একই কথা, তুমি সন্তুষ্টবার ওদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলেও আল্লাহ্ ওদেরকে কখনোই ক্ষমা করবেন না। এ এজন্য যে, ওরা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলকে অবীকার করেছে। আল্লাহ্ সত্যত্যাগী-সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেন না। — ৯ সুরা তওবা : ৭৯-৮০

আর কিছু লোক নিজেদের অপরাধ স্বীকার করেছে, ওরা এক ভালো কাজের সাথে আর এক খারাপ কাজ মিশিয়ে ফেলেছে। আল্লাহ্ হয়তো ওদের ক্ষমা করবেন।

আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু, তুমি ওদের ধনসম্পদ থেকে সাদকা (দান) গ্রহণ করবে। এ দিয়ে তুমি ওদেরকে পবিত্র ও পরিশোধিত করবে। তুমি ওদেরকে আশীর্বাদ করবে। তোমার আশীর্বাদ তো ওদের মনের জন্য স্বাক্ষিকর। আল্লাহ্ তো সব শোনেন, সব জানেন। ওরা কি জানে না যে, আল্লাহ্ তাঁর দাসদের তওবা গ্রহণ করেন? আর তিনি সাদকা গ্রহণ করেন? আল্লাহ্ তো ক্ষমাপ্রবশ পরম দয়ালু। — ৯ সুরা তওবা : ১০২-১০৪

দায়িত্ব : ব্যক্তিগত দায়িত্ব দ্র.।

দায়িত্বভার : আমি কাউকে তার সাধ্যাতীত দায়িত্বভার অর্পণ করি না। — ৯ সুরা আরাফ : ৪২

‘তোমরা পিতৃহীনদের বয়স না হওয়া পর্যন্ত সৎ উদ্দেশ্য ছাড়া তাদের সম্পত্তির কাছে যেয়ো না। আর পরিমাপ ও ওজন ন্যায্যভাবে করবে। আমি কাউকেও তার সাধ্যাতীত দায়িত্বভার অর্পণ করি না। — ৬ সুরা আনআম : ১৫২

আমি কাউকেই তার সাধ্যাতীত দায়িত্বভার অর্পণ করি না। আর আমার কাছে এক কিতাব আছে যা প্রকৃত সাক্ষ্য দেয়। আর ওদের প্রতি জুলুম করা হবে না। — ২৩ সুরা মুমিনুন : ৬২

...কাউকেই তার সাধ্যাতীত দায়িত্বভার দেওয়া হয় না। — ২ সুরা বাকারা : ২৩৩

আল্লাহ্ কাউকেও তার সাধ্যের অতিরিক্ত দায়িত্বভার দেন না। ভালো ও মন্দ যে যা উপার্জন করবে তা তারই। (তোমরা প্রার্থনা কর) ‘হে আমাদের প্রতিপালক! যদি আমরা ভুলে যাই বা ভুল করি তবে তুমি আমাদের অপরাধী কোরো না। হে আমাদের প্রতিপালক!

আমাদের পূর্ববর্তীদেরকে যে ভারী দায়িত্ব দিয়েছিলে আমাদের ওপর তেমন দায়িত্ব দিও না। হে আমাদের প্রতিপালক ! তুমি এমন ভার আমাদের ওপর দিয়ো না যা বইবার শক্তি আমাদের নেই। আর আমাদের পাপ মোচন কর, আর আমাদের ক্ষমা কর, আর আমাদের ওপর দয়া করো, তুমি আমাদের অভিভাবক। অতএব অবিশ্বাসী সম্প্রদায়ের বিবুক্তে তুমি আমাদের জয়যুক্ত করো।' — ২ সুরা বাকারা : ২৮৬

অতএব আল্লাহর পথে সংগ্রাম করো, তোমাকে শুধু তোমার নিজের জন্য দায়ী করা হবে। — ৪ সুরা নিসা : ৮৪

সচ্ছল ব্যক্তি নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী ব্যয় করবে ও যার জীবিকা সীমিত সে—ও আল্লাহ্ যা দিয়েছেন তার থেকে ব্যয় করবে। আল্লাহ্ যাকে যা সামর্থ্য দিয়েছেন তার চেয়ে গুরুতর বোঝা তিনি তার ওপর চাপান না। আল্লাহ্ কষ্টের পর আসান দেন। — ৬৫ সুরা তালাক : ৭

দারিদ্র্য : তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে দারিদ্র্যভয়ে হত্যা কোরো না। ওদেরকে ও তোমাদেরকে আমি জীবিকা দিয়ে থাকি। নিশ্চয় ওদেরকে হত্যা করা মহাপাপ। — ১৭ সুরা বনি-ইসরাইল : ৩১

... দারিদ্র্যের জন্য তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না ; আমিই তোমাদেরকে ও তাদেরকে আহার দিয়ে থাকি। — ৬ সুরা আনআম : ১৫১

শয়তান তোমাদেরকে দারিদ্র্যের ভয় দেখায় আর খারাপ কাজে উসকানি দেয়, অপরদিকে আল্লাহ্ তোমাদেরকে তাঁর ক্ষমা ও অনুগ্রহের প্রতিশ্রুতি দেন। — ২ সুরা বাকারা : ২৬৮

হে বিশ্বাসিগণ ! অংশীবাদীরা তো অপবিত্র ; তাই এ বছরের পর তারা যেন মসজিদ-উল-হারামের কাছে না আসে। যদি তোমরা দারিদ্র্যের ভয় কর তবে জেনে রাখ আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে তাঁর নিজ করণায় তিনি তোমাদের অভাব দূর করতে পারেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ তত্ত্বজ্ঞানী। — ৯ সুরা তওবা : ২৮

দাস ও দাসমুক্তি : তুমি কি জান কষ্টসাধ্য পথ কি ? সে হচ্ছে দাসমুক্তি কিংবা দুর্ভিক্ষের দিনে অন্নদান এতিম আত্মীয়কে বা দুর্দশাগ্রস্ত অভিবীকে। — ৯০ সুরা বালাদ : ১২-১৬

আল্লাহ্ জীবনের উপকরণে তোমাদের কাউকে কারও ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। যাদের শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়া হয়েছে তারা তাদের ডান হাতে তাঁবের দাসদাসীদের নিজেদের জীবনের উপকরণ (থেকে) এমন কিছু দেয় না যাতে ওরা এ বিষয়ে তাদের সমান হয়ে যায়। তবে কি ওরা আল্লাহর অনুগ্রহ অঙ্গীকার করে ? — ১৬ সুরা নাহল : ৭১

পূর্ব ও পশ্চিমে তোমাদের মুখ ফেরানোতে পুণ্য নেই ; কিন্তু পুণ্য আছে ... দাসমুক্তির জন্য অর্থ দান করলে। — ২ সুরা বাকারা : ১৭৭

আর অংশীবাদী রমণী যে—পর্যন্ত না বিশ্বাস করে তোমরা তাকে বিয়ে কোরো না। অবিশ্বাসী নারী তোমাদের চমৎকৃত করলেও নিশ্চয় ধর্মে বিশ্বাসী ক্রীতদাসী তার চেয়ে ভালো। — ২ সুরা বাকারা : ২২১

আর নারীর মধ্যে তোমাদের ডান হাতের তাঁবের ছাড়া সকল সধবা তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ। তোমাদের জন্য এ আল্লাহর বিধান। উল্লিখিত নারীরা ছাড়া আর সকলকে ধনসম্পদ

দিয়ে বিয়ে করা বৈধ করা হল, ব্যভিচারের জন্য নয়। তাদের মধ্যে যাদেরকে তোমরা উপভোগ করবে তাদের নির্ধারিত মোহর দেবে। মোহর নির্ধারণের পর কোনো বিষয়ে পরস্পর রাজি হলে তাতে তোমাদের কোনো দোষ নেই। নিচয় আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ তত্ত্বজ্ঞানী। আর তোমাদের মধ্যে কারও স্বাধীন বিশ্বাসী নারী বিয়ে করার সামর্থ্য না থাকলে তোমরা তোমাদের ডান হাতের ঠাবের বিশ্বাসী ঘূর্ণী বিয়ে করবে। আল্লাহ্ তোমাদের বিশ্বাস সম্বন্ধে ভালো করেই জানেন। তোমরা একে অপরের সমান। সুতরাং তোমরা তাদের মালিকদের অনুমতি নিয়ে তাদের বিয়ে করবে আর তারা যদি ব্যভিচার না করে বা উপপত্তি না নিয়ে সৎ চরিত্রের হয় তবে তাদেরকে ন্যায়সংগতভাবে মোহর দেবে। বিয়ের পর যদি তারা ব্যভিচার করে তবে তাদের শাস্তি স্বাধীন নারীর অর্ধেক। তোমাদের মধ্যে যারা ব্যভিচারকে ভয় করে এ তাদের জন্য। আর তোমরা হৈর্য ধরলে তো তোমাদের জন্য মঙ্গল। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

— ৪ সুরা নিসা : ২৪-২৫

... (তোমরা) তোমাদের ডান হাতের ঠাবের (অধিকারভুক্ত) দাসদাসীদের সাথে সম্বৰহার করবে ...। — ৪ সুরা নিসা : ৩৬

কোনো বিশ্বাসীকে হত্যা করা কোনো বিশ্বাসীর জন্য সংগত নয়, তবে ভুল করে করলে তা স্বতন্ত্র। আর কেউ কোনো বিশ্বাসীকে ভুল করে হত্যা করলে এক বিশ্বাসী দাস মুক্ত করা আর তার পরিজনবর্গকে রক্তপণ দেওয়া বিধেয়, যদি তারা ক্ষমা না করে। যদি সে (নিহত ব্যক্তি) তোমাদের শত্রুপক্ষের লোক হয় ও বিশ্বাসী হয় তবে এক বিশ্বাসী দাস মুক্ত করা বিধেয়। আর যদি সে (নিহত ব্যক্তি) এমন এক সম্প্রদায়ভুক্ত হয় যার সাথে তোমরা চুক্তিবদ্ধ তবে তার পরিজনবর্গকে রক্তপণ দেওয়া ও এক বিশ্বাসী দাস মুক্ত করা বিধেয়, আর যে সংগতিহীন সে একটানা দুই মাস রোজা রাখবে। তওবার জন্য এ আল্লাহ্ বিধান। আল্লাহ্ তো সর্বজ্ঞ তত্ত্বজ্ঞানী। — ৪ সুরা নিসা : ৯২

তোমাদের মধ্যে যাদের স্বামী বা স্ত্রী নেই তাদের বিয়ে সম্পাদন করো, আর তোমাদের দাসদাসীদের মধ্যে যারা সৎ তাদেরও। তারা অভাবগ্রস্ত হলে আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহে তাদের অভাবমুক্ত করে দেবেন; আল্লাহ্ তো প্রাচুর্যময় সর্বজ্ঞ। যাদের বিয়ের সামর্থ্য নেই, আল্লাহ্ তাদের নিজ অনুগ্রহে অভাবমুক্ত না করা পর্যন্ত তারা যেন সংযম পালন করে, আর তোমাদের ডান হাতের ঠাবের দাসদাসীদের মধ্যে কেউ (তার মুক্তির জন্য) লিখে নিতে চাইলে, তাদেরকে লিখে দাও, যদি তাদেরকে ভালো জান। আল্লাহ্ তোমাদেরকে যে সম্পদ দিয়েছেন তা থেকে তোমরা ওদেরকে দান কর। তোমাদের দাসীরা সতীত্ব রক্ষা করতে চাইলে পার্থিব জীবনের টাকাপয়সার লোভে তাদেরকে ব্যভিচারিণী হতে বাধ্য করো না; তবে কেউ যদি তাদেরকে বাধ্য করে, তাদের ওপর সেই জ্বরদণ্ডির জন্য আল্লাহ্ তো তাদের ক্ষমা করবেন, দয়া করবেন। — ২৪ সুরা নূর : ৩২-৩৩

যারা নিজেদের স্ত্রীগণের সাথে জিহার করে [যা বলে ডাকে] ও পরে তাদের উক্তি প্রত্যাহার করে তাদের প্রায়শিক্তি — যৌন কামনায় একে অপরকে স্পর্শ করার আগে একটি দাসের মুক্তি দেওয়া। তোমাদেরকে এ-নির্দেশ দেওয়া হল। তোমরা যা কর আল্লাহ্ তার খবর রাখেন। — ৫৮ সুরা মুজাদালা : ৩

ଆଜ୍ଞାହୁ ତୋମାଦେରକେ ଦାୟୀ କରବେନ ନା ତୋମାଦେର ନିରଥକ ଶପଥେର ଜନ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଯେବେ ଶପଥ ତୋମରା ଇଚ୍ଛା କରେ କର ମେଇ ସବେର ଜନ୍ୟ ତିନି ତୋମାଦେର ଦାୟୀ କରବେନ । ତାରପର ଏଇ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ୍ତ : ଦଶଜନ ଗରିବକେ ମାଝାରି ଧରନେର ଖାବାର ଦେଓୟା ଯା ତୋମରା ତୋମାଦେର ପରିଜନଦେର ଥେତେ ଦାସ, କିଂବା ତାଦେରକେ କାପଡ଼ ଦେଓୟା, ବା ଏକଜନ ଦାସ ମୁକ୍ତ କରା, ଆର ଯାର ଏ ସାର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ ତାର ଜନ୍ୟ ତିନ ଦିନ ରୋଜା କରୋ । ତୋମରା ଶପଥ କରଲେ ଏ-ଇ ହଳ ତୋମାଦେର ଶପଥେର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ୍ତ । ତୋମରା ତୋମାଦେର ଶପଥ ରଙ୍ଗ କର । ଏଭାବେ ଆଜ୍ଞାହୁ ତୋମାଦେର ଜନ୍ୟ ତାର ନିର୍ଦଶନ ବିଶଦଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେନ ଯେନ ତୋମରା କୃତଜ୍ଞତା ଜାନାଓ । — ୫ ସୁରା ମାଯିଦା ॥ ୮୯

ସାଦକା ତୋ କେବଳ ନିଃସ୍ଵ, ଅଭାବଗୁଣ ଓ ମେଇ କାଜେ ସଂପ୍ରିଷ୍ଟ କରିଚାରୀଦେର ଜନ୍ୟ ; ଯାଦେର ମନୋରଙ୍ଗନ କରା ପ୍ରୟୋଜନ ତାଦେର ଜନ୍ୟ, ଦାସମୁକ୍ତିର ଜନ୍ୟ, ଋଗଗ୍ରହତଦେର ଜନ୍ୟ, ଆଜ୍ଞାହୁ ପଥେ ସଂଗ୍ରାମକାରୀ ଏବଂ ମୁସାଫିରଦେର ଜନ୍ୟ । — ୯ ସୁରା ତୁତ୍ୱା ॥ ୬୦

ଦିନ ଓ ରାତ୍ରି ॥ ... ତିନି ଦିନକେ ରାତ୍ରି ଦିଯେ ଛେଯେ ଦେନ ଯାତେ ଓରା ଏକେ ଅନ୍ୟକେ ଦୁର୍ଗତିତେ ଅନୁସରଣ କରତେ ପାରେ । — ୧ ସୁରା ଆରାଫ ॥ ୫୪

ଓଦେର ଜନ୍ୟ ଏକ ନିର୍ଦଶନ ରାତ୍ରି, ଯା ହତେ ଆମି ଦିନେର ଆଲୋ ସରିଯେ ଦିଇ, ଫଳେ ସକଳେଇ ଅନ୍କକାରେ ଆଚନ୍ନ ହୁଏ । — ୧୬ ସୁରା ଇଯାସିନ ॥ ୩୭

ତିନି ରାତ୍ରିକେ ଦିନେ ପରିଗ୍ରତ କରେନ ଓ ଦିନକେ ପରିବର୍ତନ କରେନ ରାତ୍ରିତେ । ତିନି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ଚନ୍ଦ୍ରକେ ନିଯନ୍ତ୍ରଣ କରେନ । ପ୍ରତ୍ୟେକେ ଆବର୍ତ୍ତନ କରେ ଏକ ନିର୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ । ତିନିଇ ଆଜ୍ଞାହୁ ତୋମାଦେର ପ୍ରତିପାଳକ । ସାରବୌତେମତ୍ତ ଆଜ୍ଞାହାଇ ... । — ୧୫ ସୁରା ଫାତିର ॥ ୧୩

ଆର ତିନିଇ ତୋମାଦେର ଜନ୍ୟ ରାତ୍ରିକେ ଆବରଣସ୍ଵରୂପ କରେଛେନ, ବିଶ୍ଵାମେର ଜନ୍ୟ ତୋମାଦେର ଦିଯେଛେନ ନିଦ୍ରା ଓ କର୍ମର ଜନ୍ୟ ଦିଯେଛେନ ଦିନ । — ୨୫ ସୁରା ଫୁରକାନ ॥ ୮୧

ଆର ଯାରା ସ୍ମରଣ କରତେ ଚାଯ ଓ କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରତେ ଚାଯ ତାଦେର ଜନ୍ୟ ରାତ୍ରି ଓ ଦିନକେ ସୃଷ୍ଟି କରେଛେନ ପରମ୍ପରର ଅନୁଗାମୀରୂପେ । — ୨୫ ସୁରା ଫୁରକାନ ॥ ୬୨

ଓରା କି ବୋବେ ନା ଯେ, ଆମି ଓଦେର ବିଶ୍ଵାମେର ଜନ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରାଇ ରାତ୍ରିକେ ଏବଂ ଦିନକେ କରେଛି ଆଲୋଯ ଉତ୍ସବ । — ୨୭ ସୁରା ନମ୍ବୁ ॥ ୮୬

ବଲୋ, ‘ତୋମରା ଭେବେ ଦେଖେଛ କି ଆଜ୍ଞାହୁ ଯଦି ରାତ୍ରିର ଅନ୍କକାରକେ କିଯାମତେର ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ଵାସୀ କରେନ, ଆଜ୍ଞାହୁ ଛାଡ଼ା ଏମନ କୋନେ ଉପାସ୍ୟ ଆହେ ଯେ ତୋମାଦେର ଜନ୍ୟ ରାତ୍ରିର ଆବିର୍ଭାବ ଘଟାବେ, ଯାତେ ତୋମରା ବିଶ୍ଵାମ କରତେ ପାର । ତବୁଓ କି ତୋମରା ଭେବେ ଦେଖବେ ନା ?’ ତିନି ତାର ଦୟାଯ ତୋମାଦେର ଜନ୍ୟ ରାତ୍ରି ଓ ଦିନ (ସୃଷ୍ଟି) କରେଛେନ, ଯାତେ ରାତ୍ରିତେ ତୋମରା ବିଶ୍ଵାମ କରତେ ପାର ଓ ଦିନେ ତାର ଅନୁଗ୍ରହ ସନ୍ଧାନ କରତେ ପାର ଏବଂ (ଏସବେର ଜନ୍ୟ) କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କର । — ୨୮ ସୁରା କାସାସ ॥ ୧୧-୧୩

ଆମି ରାତ୍ରିକେ ଓ ଦିନକେ ଦୁଟି ନିର୍ଦଶନ କରେଛି ; ରାତ୍ରିକେ କରେଛି ଆଲୋକହିନ ଓ ଦିନକେ କରେଛି ଆଲୋକମୟ, ଯାତେ ତୋମରା ତୋମାଦେର ପ୍ରତିପାଳକେର ଅନୁଗ୍ରହ ସନ୍ଧାନ କରତେ ପାର ଏବଂ ଯାତେ ତୋମରା ବର୍ଷସଂଖ୍ୟା ଓ ହିସାବ ହିସାବ କରତେ ପାର । ଆର ଆମି ସବ କିଛୁ ପରିକ୍ଷାର କରେ ବର୍ଣ୍ଣନ କରେଛି । — ୧୭ ସୁରା ବନ୍ଦି-ଇସରାଇଲ ॥ ୧୨

দিন ও রাত্রির পরিবর্তনে এবং আল্লাহ্ আকাশ ও পৃথিবীতে যা সৃষ্টি করেছেন তাতে সাবধানি সম্প্রদায়ের জন্য নির্দেশন রয়েছে। — ১০ সুরা ইউনুস : ৬

তিনিই তোমাদের বিশ্বামের জন্য রাত্রি ও দেখবার জন্য দিন সৃষ্টি করেছেন। যে-সম্প্রদায় কথা শোনে তাদের জন্য নিশ্চয়ই এতে নির্দেশন রয়েছে। — ১০ সুরা ইউনুস : ৬৭

রাত্রিতে ও দিনে যা—কিছু থাকে তা তাঁরই। আর তিনি সব শোনেন, সব জানেন। — ৬ সুরা আনানাম : ১৩

তিনিই রাত্রে তোমাদের ঘুম আনেন। আর দিনে তোমরা যা কর তা তিনি জানেন। তারপর তিনিই আবার তোমাদেরকে জাগান যাতে নির্দিষ্ট মেয়াদ পূরো হয়। তারপর তাঁর দিকেই তোমাদের প্রত্যাবর্তন। তারপর তোমরা যা কর সে স্মরণে তোমাদেরকে তিনি জানিয়ে দেবেন। — ৬ সুরা আনানাম : ৬০

তিনি উষার উষ্ণে ঘটান আর তিনিই বিশ্বামের জন্য রাত্রি এবং গণনার জন্য চন্দ ও সূর্যকে সৃষ্টি করেছেন, এসব পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ কর্তৃক সুবিন্যস্ত। — ৬ সুরা আনানাম : ৯৬

তুমি কি দেখ না আল্লাহ্ রাত্রিকে দিনে ও দিনকে রাত্রিতে পরিবর্তন করেন? — ৩১ সুরা লুকায়ান : ২৯

তিনি রাত্রি দিয়ে দিনকে ও দিনকে রাত্রি দিয়ে ঢেকে রাখেন। — ৩৯ সুরা জুমা : ৫

আল্লাহই রাত্রিকে তোমাদের বিশ্বামের জন্য সৃষ্টি করেছেন ও দিনকে করেছেন আলোয় উজ্জ্বল। নিশ্চয়ই আল্লাহ মানুষের উপর অনুগ্রহশীল, কিন্তু বেশির ভাগ মানুষই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না। — ৪০ সুরা মুমিন : ৬১

তাঁর নির্দেশনাবলীর মধ্যে রয়েছে রাত্রি ও দিন, সূর্য ও চন্দ। তোমরা সূর্যকে সিজদা কোরো না, চন্দকেও নয়। সিজদা করো আল্লাহকে যিনি এগুলো সৃষ্টি করেছেন, যদি তোমরা তাঁরই দাসত্ব কর। ওরা অহংকার করলেও যারা তোমার প্রতিপালকের কাছে রয়েছে তারা তো দিনরাত তাঁর পবিত্র মহিমা ঘোষণা করে ও তারা ক্লান্তি বোধ করে না।' — ৪১ সুরা হা-মিম- সিজদা : ৩৭-৩৮

নির্দেশন রয়েছে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য রাত্রি ও দিনের পরিবর্তন। — ৪৫ সুরা জাসিয়া : ৫

আর তিনিই তোমাদের অধীন করেছেন রাত্রি, দিন ...। — ১৬ সুরা নাহল : ১২

... আর তিনিই তোমাদের অধীন করেছেন রাত্রি ও দিনকে। — ১৪ সুরা ইব্রাহিম : ৩৩

আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন রাত্রি ও দিন এবং সূর্য ও চন্দ; প্রত্যেকেই নিজ নিজ কক্ষপথে বিচরণ করে। — ২১ সুরা আস্বিয়া : ৩

আমি বিশ্বামের জন্য তোমাদেরকে নিন্দা দিয়েছি, রাত্রিকে করেছি আবরণস্বরূপ, আর দিবসকে করেছি জীবিকা আহরণের সময়। — ৭৮ সুরা নাবা : ৯-১১

তিনিই রাত্রিকে অক্ষকারে ছেয়ে রেখেছেন ও দিনে প্রকাশ করেছেন সূর্যের আলো। — ৭৯ সুরা নাজিয়াত : ২৯

আর তাঁর নির্দশনাবলীর মধ্যে আর-এক নির্দশন, রাত্রিতে ও দিনে তোমাদের জন্য যথাক্রমে নিদ্রা ও আল্লাহর অনুগ্রহ অবেষণ। এতে অবশ্যই মনোযোগী সম্প্রদায়ের জন্য নির্দশন রয়েছে। ৩০ সুরা বুম : ২৩

তুমি রাত্রিকে দিনে, দিনকে রাত্রিতে পরিবর্তন কর, আর তুমিই মত হতে জীবন্তের আবির্ভাব ঘটাও, আবার জীবন্ত থেকে মৃতের আবির্ভাব ঘটাও ...। — ৩ সুরা আল-ই-ইমরান : ২৭

আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে এবং দিন ও রাত্রির পরিবর্তনে নির্দশন রয়েছে সেই বোধসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য ...। — ৩ সুরা আল-ই-ইমরান : ১৯০

আল্লাহ দিন ও রাত্রির পরিবর্তন ঘটান, অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্নদের জন্য এতে শিক্ষা রয়েছে। — ২৪ সুরা নুর : ৪৪

দুঃখদৈন্য : মানুষের দুঃখদৈন্য ও অকৃতজ্ঞতা দ্র.।

দুঃখ : অবশ্যই আনন্দামের [গবাদি পশুর] মধ্যে তোমাদের শেখার রয়েছে। তাদের পেটের অঁতের ও রক্তের মধ্য থেকে পরিষ্কার দুধ বের করে আমি তোমাদের পান করাই, যা পানকারীদের জন্য নির্দোষ ও সুস্থানু। — ১৬ সুরা নাহল : ৬৬

দেনমোহর : বিবাহ তালাক, ইন্দত ও দেনমোহর দ্র.।

দেবতার উৎসর্গ : আমি ওদেরকে যে জীবনের উপকরণ দান করি ওরা তার এক অংশ নির্ধারিত করে তাদের জন্য যাদের সম্বন্ধে ওরা কিছুই জানে না। শপথ আল্লাহর ! তোমরা যে মিথ্যা বানাও সে-সম্বন্ধে তোমাদেরকে প্রশ্ন করা হবে। — ১৬ সুরা নাহল : ৫৬

আল্লাহ যে-শস্য ও গবাদি পশু সৃষ্টি করেছেন তার মধ্য থেকে তারা আল্লাহর জন্য এক অংশ নির্দিষ্ট করে ও নিজেদের ধারণানুযায়ী বলে, ‘এ আল্লাহর জন্য, আর এ আমাদের শরিকদের (দেবতাদের) জন্য।’ যা তাদের অংশীদারদের অংশ তা আল্লাহর কাছে পৌছায় না, আর যা আল্লাহর অংশ তা তাদের শরিকদের কাছে পৌছায় ! কী খারাপ তাদের মীমাংসা ! — ৬ সুরা আনন্দাম : ১৩৬

বহিরা, সায়েবা, ওসিলা ও হাম (সংক্রান্ত কুসংস্কার) আল্লাহ শুরু করেন নি ; কিন্তু অবিশ্বাসীরা আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করে, আর তাদের অধিকাংশই তো বোঝে না। — ৫ সুরা মাযিদা : ১০৩

[বহিরা প্রতিমার উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত কানচেরা উষ্ট। প্রতিমার উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত উষ্টি সায়েবা। উৎসর্গীকৃতের ওপর চড়া, তার পশম কাটা ও দুধ পান করা অংশীবাদীরা নিষিদ্ধ মনে করত। একধিকবার মদ্দা ও মাদি বাচ্চা একত্র প্রসব করার জন্য ওসিলা ছাগিকে পবিত্র মনে করে ছেড়ে দেওয়া হতো। দশটা বাচ্চা প্রসবকারী উষ্টীকে হাম বলা হতো। তাকে কাজে লাগানো বা জবেহ করা নিষিদ্ধ মনে করত অংশীবাদীরা !]

দেবদেবী : তোমরা কি ভেবে দেখেছ লাত ও ওজ্জা সম্বন্ধে, আর তৃতীয়টি মানাত সম্বন্ধে ? তোমরা কি মনে কর পুত্রসন্তান তোমাদের জন্য আর আল্লাহর জন্য কন্যাসন্তান ? এরকম ভাগ তো অন্যায় ভাগ। এগুলো তো কেবল নাম যা তোমাদের পূর্বপুরুষেরা ও তোমরা

রেখেছ। আর এর সমর্থনে আল্লাহ্ কোনো দলিল প্রেরণ করেন নি। তোমরা তো অনুযান ও নিজেদের স্বভাবেই অনুসরণ কর, যদিও তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের পথনির্দেশ এসেছে। — ৫৩ সূরা নাজিম : ১৯-২৩

ওরা যখন তোমাকে দেখে তখন তোমাকে নিয়ে উপহাস করে — ‘এ-ই কি সে যাকে আল্লাহ্ রসূল করে পাঠিয়েছেন। সে আমাদেরকে দেবতাদের কাছ থেকে দূরে সরিয়েই দিত, যদিনা তাদের প্রতি আমাদের আনুগত্য দৃঢ় হতো।’ যখন ওরা শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে তখন বুরবে কে সবচেয়ে পথব্রহ্ম। — ২৫ সূরা ফুরুকান : ৪১-৪২

ইলিয়াসও ছিল রসূলদের একজন। স্মরণ কর সে তার সম্প্রদায়কে বলেছিল “তোমরা কি সাবধান হবে না? তোমরা কি বা’আলকে ডাকবে আর পরিত্যাগ করবে শ্রেষ্ঠ স্বষ্টি আল্লাহকে, যিনি প্রতিপালক তোমাদের। ও তোমাদের পূর্বপুরুষদের?” — ৩৭ সূরা সাফ্ফাত : ১২৩-১২৬

‘... ওরা বলছে, ‘তোমরা তোমাদের দেবদেবীকে পরিত্যাগ কোরো না, পরিত্যাগ কোরো না ওয়াদ, সুয়া, ইয়াগুস, ইয়াউক ও নাস্রকে।’ আর ওরা অনেককে বিভ্রান্ত করেছে, কাজেই তুমি সীমালঙ্ঘনকারীদের বিভ্রান্তিই বৃদ্ধি করে দাও।’ — ১১ সূরা নুহ : ২৩-২৪

অবিশ্বাসীরা যখন তোমাকে দেখে তখন ওরা তোমাকে কেবল বিদ্রূপের পাত্রকাপেই গ্রহণ করে। ওরা বলে ‘এ কি সে যে তোমাদের দেবদেবীর সমালোচনা করে?’ ওরাই তো করণাময়ের কোনো উল্লেখ করলে বিরোধিতা করে। — ২১ সূরা আব্রিয়া : ৩৬

তুমি কি তাদেরকে দেখ নি যাদেরকে কিছু অংশ দেওয়া হয়েছিল তারা জিব্ত [প্রতিমা] ও তাগুত [অস্ত্য দেবতা]-র ওপর বিশ্বাস করে। তারা অবিশ্বাসীদের সম্বর্কে বলে যে, ‘বিশ্বাসীদের চেয়ে এদের পথই ভালো।’ এরাই তো তারা যাদেরকে আল্লাহ্ অভিশাপ দিয়েছেন, আর আল্লাহ্ যাকে অভিশাপ দেন তুমি কখনও কাউকে তাকে সাহায্য করতে দেখবে না। — ৪ সূরা নিসা : ৫১-৫২

বিধি : মানুষের যথে কেউ-কেউ বিধির সঙ্গে আল্লাহর উপাসনা করে। তার মঙ্গল হলে তার চিত্ত প্রশান্ত হয়, আর কোনো বিপর্যয় ঘটলে সে তার পূর্বাবস্থায় ফিরে যায়। সে ইহলোকে ও পরলোকে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এ-ই তো স্পষ্ট ক্ষতি। — ২২ সূরা হজ : ১১

ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততি : তার (আবু লাহাবের) ধনসম্পদ ও তার উপার্জন তার কোনো কাজে আসবে না। — ১১১ : ২

আর তোমরা ধনসম্পদ বড় বেশি ভালোবাসো। — ৮৯ সূরা ফাজর : ২০

প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা তোমাদের মোহাচ্ছ করে রাখে ...। — ১০২ সূরা তাকাসুর : ১

আর সে (মানুষ) তো ধনসম্পদেরকে লালসায় মেতে আছে। — ১০০ সূরা আদিয়াত : ৮
(দুর্ভোগ প্রত্যেকের) যে অর্থ জয়ের ও তা বারবার গোনে, ভাবে যে তার অর্থ তাকে অমর করে রাখবে। — ১০৮ সূরা হুমাজা : ২-৩

যেদিন ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততি কোনো কাজে আসবে না, সেদিন উপকৃত হবে সে-ই যে আল্লাহর কাছে বিশুদ্ধ অস্তঃকরণ নিয়ে উপস্থিত হবে। — ২৬ সূরা শোআরা : ৮৮-৮৯

তোমাদের ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততি তোমাদেরকে আমার কাছে আসতে সাহায্য করবে না ; তবে কাছে আসবে তারাই যারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে, আর তারা তাদের কাজের জন্য বহুগুণ পুরুষ্কার পাবে । তারা নিরাপদে প্রাসাদে বসবাস করবে । যারা আমার আয়তকে ব্যর্থ করার চেষ্টা করবে তাদেরকে দেওয়া হবে শাস্তি । — ৩৪ সুরা সাবা : ৩৭-৩৮

মানুষ ধনসম্পদ প্রার্থনায় কোনো ক্লান্তিবোধ করে না ... । — ৪১ সুরা হা-মিম-সিজ্জদা : ৪৯

তুমি ওদের কাছে একটি উপমা বয়ান কর, দুই ব্যক্তির উপমা । ওদের একজনকে আমি দিয়েছিলাম দুটো আঙুরের বাগান আর এ দুটোকে আমি খেজুরগাছ দিয়ে যিরে দিয়েছিলাম আর দুয়ের মাঝে দিয়েছিলাম শস্যক্ষেত্র । দুটো বাগান ফল দিত ও তাতে কোনো কসুর করত না । আর দুইয়ের ফাঁকে ফাঁকে আমি নদী বইয়ে দিয়েছিলাম । আর তার প্রচুর ধনসম্পদ ছিল । তারপর কথায়-কথায় সে তার বক্ষুকে বললো, ‘ধনসম্পদে আমি তোমার থেকে বড় ও জনবলেও তোমার চেয়ে শক্তিশালী’ ।

এভাবে নিজের ওপর অত্যাচার ক'রে সে তার বাগানে ঢুকল । সে বললো, ‘আমি মনে করি না যে এ কখনও ধৰ্ম হবে । আমি মনে করি না যে, কিয়ামত হবে । আর যদি আমাকে আমার প্রতিপালকের কাছে ফিরিয়ে নেওয়াই হয় তবে আমি তো নিশ্চয়ই এর চেয়ে ভালো জায়গা পাব ।’

তার সঙ্গী তার তর্কের উত্তরে তাকে বললো, ‘তুমি কি তাঁকে অঙ্গীকার করছ যিনি তোমাকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন ও তারপর শুরু থেকে আর তারপর পূর্ণ করেছেন মানুষের অবয়বে ? আল্লাহই আমার প্রতিপালক ও আমি কাউকে আমার প্রতিপালকের শরিক করি না । তুমি যখন ধনে ও সন্তানে আমাকে তোমার চেয়ে কম দেখলে তখন তোমার বাগানে ঢুকে তুমি কেন বললে না, ‘আল্লাহ্ যা চেয়েছেন তা—ই হয়েছে, আল্লাহুর সাহায্য ছাড়া কোনো শক্তি নেই !’ হয়তো আমার প্রতিপালক আমাকে তোমার বাগানের চেয়ে আরও ভালো কিছু দেবেন ও তোমার বাগানে আকাশ থেকে আগুন ঝরাবেন, যার ফলে তা গাছপালাশূন্য মাটি হয়ে যাবে, বা ওর পানি মাটির নিচে হারিয়ে যাবে আর তুমি কখনও তাকে ফিরিয়ে আনতে পারবে না ।

তার ফলগুলো ধৰ্ম হয়ে গেল । আর সেখানে যা সে ব্যয় করেছিল তা মাচাসমেত যখন পড়ে গেল তখন সে হাত মুছড়ে আঙ্কেপ করতে লাগল । সে বলতে লাগল, ‘হ্যায় ! আমি যদি কাউকে আমার প্রতিপালকের শরিক না করতাম !’ আর আল্লাহ্ ছাড়া তাকে সাহায্য করার কোনো লোক ছিল না এবং সে নিজেও কোনো সুরাহা করতে পারল না । এক্ষেত্রে অভিভাবকত্বের অধিকার সেই আল্লাহর যিনি সত্য । পুরুষ্কারদানে ও পরিণাম-নির্ণয়ে তিনিই শ্রেষ্ঠ । — ১৮ সুরা কাহাফ : ৩২-৪৪

ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততি পার্থিব জীবনের শোভা, আর সৎকর্মের ফল স্থায়ী, তা তোমার প্রতিপালকের কাছে পুরুষ্কার পাওয়ার জন্য শ্রেষ্ঠ ও বাসনাপূরণের জন্যও ভালো । — ১৮ সুরা কাহাফ : ৪৬

ওরা কি মনে করে যে আমি ওদের ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততি দিই বলে ওদের জন্য সব কিছু ভালো তাড়াতাড়ি এগিয়ে নিয়ে আসব ? না, ওরা বোঝে না । যারা তাদের প্রতিপালককে

ভয় করে, যারা তাদের প্রতিপালকের আয়তে বিশ্বাস করে, যারা তাদের প্রতিপালকের শরিক করে না এবং যারা তাদের প্রতিপালকের কাছে ফিরে যাবে এ-বিশ্বাসে তাদের যা দান করার তা কম্পিত হৃদয়ে তা দান করে তারাই ভালো কাজের জন্য প্রতিযোগিতা করে ও তারাই সে-কাজে এগিয়ে যায়। — ২৩ সুরা মুমিনুন : ৫৫-৬১

আর জেনে রাখো, তোমাদের ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততি তো এক পরীক্ষা ; আর আল্লাহ'র কাছেই রয়েছে বড় পুরস্কার। — ৮ সুরা আনফাল : ২৮

নিশ্চয় যারা অবিশ্বাস করে তাদের ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততি আল্লাহ'র কাছে কখনও কোনো কাজে লাগবে না। — ৩ সুরা আল-ই-ইমরান : ১১৬

তোমাদের তো ধনসম্পদ ও জীবন সম্বন্ধে পরীক্ষা করা হবে। — ৩ সুরা আল-ই-ইমরান : ১৮৬

কিয়ামতের দিন তোমাদের আত্মীয়স্বজন ও সন্তানসন্ততি তোমাদের কোনো কাজে আসবে না। — ৬০ সুরা মুমতাহানা : ৩

হে বিশ্বাসিগণ ! তোমাদের ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহ'র স্মরণে উদাসীন না করে। যারা উদাসীন হবে তারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত। আমি তোমাদের যে-জীবনের উপকরণ দিয়েছি তোমরা প্রত্যেকে তার থেকে ব্যয় করবে, মৃত্যু আসার ও একথা বলার পূর্বে, 'হে আমার প্রতিপালক ! আমাকে আরও কিছু সময়ের জন্য অবকাশ দিলে আমি দানখায়রাত করতাম ও সৎকর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত হতাম।' — ৬৩ সুরা মুনাফিকুন : ৯-১০

হে বিশ্বাসিগণ ! তোমাদের স্ত্রী ও সন্তানসন্ততিদের কেউ-কেউ তোমাদের শক্তি, অতএব তাদের সম্পর্কে তোমরা সতর্ক থেকো। তোমরা যদি ওদেরকে মার্জনা কর, ওদের দোষক্রটি উপেক্ষা কর ও ওদেরকে ক্ষমা কর, তবে জেনে রাখ আল্লাহ, ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। তোমাদের ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততি তো তোমাদের জন্য পরীক্ষা, তোমাদের জন্য আল্লাহ'রই কাছে রয়েছে বড় পুরস্কার। — ৬৪ সুরা তাগাবুন : ১৪-১৫

ধনসম্পদের আবর্তন : আল্লাহ এ জনপদবাসীদের কাছ থেকে তাঁর রসূলকে যা-কিছু দিয়েছেন তা আল্লাহ'র, রসূলের, আত্মীয়স্বজনের, এতিমদের, অভাবগ্রস্ত ও পথচারীদের, যাতে তোমাদের মধ্যে যারা বিস্তুরণ কেবল তাদের মধ্যেই ধনসম্পদ যেন আবর্তন না করে। — ৫৯ সুরা হাশর : ৭

ধর্ম : বল, 'হে অবিশ্বাসিরা ! আমি তার উপাসনা করি না যার উপাসনা তোমরা কর, আর তোমরাও তাঁর উপাসনাকারী নও যাঁর উপাসনা আমি করি। আর আমি উপাসনাকারী হব না তার যার উপাসনা তোমরা করে আসছ ; আর তোমরাও উপাসনাকারী হবে না তাঁর যাঁর উপাসনা আমি করি। তোমাদের ধর্ম তোমাদের, আমার ধর্ম আমার।' — ১০৯ সুরা কাফিরন : ১-৬

যারা তাদের ধর্মকে ক্রীড়াকৌতুকরূপে গ্রহণ করে আর পার্থিবজীবন যাদেরকে প্রতারিত করে তুমি তাদের সঙ্গ বর্জন কর আর এ (কোরান) দিয়ে তাদেরকে উপদেশ দাও, যাতে কেউ নিজ কৃতকর্মের জন্য ধৰ্মস না হয়, যখন আল্লাহ ছাড়া তার কোনো অভিভাবক ও সুপারিশকারী থাকবে না, আর বিনিময়ে সব কিছু দিলেও তা নেওয়া হবে না। এরাই কৃতকর্মের

জন্য ধৰ্মস হবে, অবিশ্বাস করায় এদের জন্য রয়েছে অত্যন্ত গরম পানীয় ও নিদারণ শাস্তি। — ৬ সুরা আনআম ১০

অবশ্য যারা ধৰ্ম সম্বক্ষে নানা মতের সৃষ্টি করেছে ও বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়েছে তাদের কোনো কাজের দায়িত্ব তোমার নেই, তাদের বিষয় আল্লাহর এখতিয়ারে। আল্লাহ তাদের কৃতকর্ম সম্বক্ষে তাদের জানিয়ে দেবেন। — ৬ সুরা আনআম ১৫৯

আমি তোমাদের জন্য নির্ধারিত করেছি (সেই) ধৰ্ম যার নির্দেশ দিয়েছিলাম নুহকে —যা আমি প্রত্যাদেশ করেছি তোমাকে — যার নির্দেশ দিয়েছিলাম ইব্রাহিম, মুসা ও ঈসাকে এই বালে যে, ‘তোমরা ধৰ্মকে প্রতিষ্ঠিত করো আর তার মধ্যে মতভেদ এনো না।’ তুমি অংশীবাদীদেরকে যার কাছে ডাকছ তা তাদের কাছে তা কঠিন বালে মনে হয়। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা ধৰ্মের দিকে ঢানেন, আর যে তাঁর দিকে মুখ ফেরায় তাকে ধৰ্মের পথে পরিচালিত করেন। ওদের কাছে জ্ঞান আসার পরও শুধু পরম্পরের ওপর বিশ্বেষণত ওরা নিজেদের মধ্যে মতভেদ ঘটায়। এক নির্ধারিত কাল পর্যন্ত অব্যাহতি সম্পর্কে তোমার প্রতিপালকের পূর্বৌষগা না থাকলে, ওদের বিষয়ে ফয়সালা হয়ে যেত। ওদের পর যারা কিতাবের উত্তরাধিকারী হয়েছে তারা কোরান সম্পর্কে বিভ্রান্তির সন্দেহে রয়েছে। সুতরাং তুমি ডাক দাও এ (ধৰ্মের)–দিকে এবং তোমাকে যেমন নির্দেশ দেওয়া হয়েছ তেমন শক্ত হয়ে দাঁড়াও আর ওদের খেয়ালখুশির অনুসরণ কোরো না। বলো, ‘আল্লাহ যে-কিতাব অবতীর্ণ করেছেন আমি তাতে বিশ্বাস করি, আর আমার ওপর আদেশ হয়েছে তোমাদের মধ্যে ন্যায়বিচার করার। আল্লাহ আমার ও তোমাদের প্রতিপালক। আমাদের কর্ম আমাদের কাছে ও তোমাদের কর্ম তোমাদের কাছে (প্রিয়)। আমাদের ও তোমাদের মধ্যে কোনো বিবাদ নেই। আল্লাহই আমাদের একত্র করবেন আর প্রত্যাবর্তন তাঁরই কাছে।’ — ৪২ সুরা শুরা ১৩-১৫

তুমি একনিষ্ঠভাবে নিজেকে ধর্মে প্রতিষ্ঠিত রাখো। তুমি আল্লাহর প্রকৃতির অনুসরণ করো, যে-প্রকৃতি অন্যায়ী তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর প্রকৃতির কোনো পরিবর্তন নেই। এ-ই সরল ধৰ্ম; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না। বিশুদ্ধচিত্তে তাঁর দিকে মুখ ফেরাও; তাঁকে ভয় কর; নামাজ কার্যে করো আর অংশীবাদীদের অস্তর্ভুক্ত হয়ো না, যারা ধৰ্ম সম্বক্ষে নানা মতের সৃষ্টি করেছে ও বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়েছে। প্রত্যেক দলই নিজ নিজ মতবাদ নিয়ে সম্মুষ্ট। — ৩০ সুরা বুম ৩০-৩২

ধর্মে কোনো জবরদস্তি নেই। — ২ সুরা বাকারা ১২৫৬

যখন আসবে আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় আর তুমি মানুষকে দলে দলে আল্লাহর ধৰ্ম গ্রহণ করতে দেখবে তখন তুমি তোমার প্রতিপালকের প্রশংসায় তাঁর পবিত্র মহিমা ঘোষণা করো ও তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো। তিনি তো ক্ষমাপ্রবণ। — ১১০ সুরা নাস ১-৩ ইসলাম ও মুসলিম দ্র.

ধর্মপ্রচার ৪ অতএব তোমাকে যে-বিষয়ে আদেশ করা হয়েছে তা প্রকাশ্যে প্রচার কর। আর অংশীবাদীদেরকে উপেক্ষা করো। যারা বিজ্ঞপ করে তাদের বিরুদ্ধে তোমার জন্য আমিই যথেষ্ট। — ১৫ সুরা হিজর ১৯৪-১৯৫

অংশীবাদীরা বলবে, ‘আল্লাহ ইচ্ছা করলে আমাদের পিতৃপুরুষেরা ও আমরা তাঁকে ছাড়া অপর কিছুর উপাসনা করতাম না আর তাঁর আদেশ ছাড়া আমরা কোনো নিষিদ্ধ কাজ

করতাম না।' ওদের পূর্ববর্তীরা এমনই করত। রসুলদের কর্তব্য তো কেবল স্পষ্ট বাণী প্রচার করা। — ১৬ সুরা নাহল : ৩৫

তারপর ওরা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে তোমার কর্তব্য তো কেবল স্পষ্ট বাণী পৌছে দেওয়া। — ১৬ সুরা নাহল : ৮২

তুমি মানুষকে হিকমত ও সৎ উপদেশ দিয়ে তোমার প্রতিপালকের পথে ডাক দাও ও ওদের সাথে ভালোভাবে আলোচনা কর। তাঁর পথ ছেড়ে যে বিপথে যায় তার সম্বন্ধে তোমার প্রতিপালক ভালো করেই জানেন। আর যে সৎপথে আছে তাও তিনি ভালো করে জানেন। — ১৬ সুরা নাহল : ১২৫

তারপর যদি তারা তোমার সাথে তর্ক করে তবে তুমি বলো, 'আমি ও আমার অনুসারীরা আল্লাহ'র কাছে আত্মসমর্পণ করেছি।' আর যাদেরকে কিভাব দেওয়া হয়েছে তুমি তাদেরকে ও নিরক্ষরদের বলো, 'তোমরা কি আত্মসমর্পণ করেছ?' যদি তারা আত্মসমর্পণ করে তবে নিশ্চয় তারা পথ পাবে। আর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে তোমার কাজ তো কেবল প্রচার করা। আল্লাহ' তো দাসদেরকে দেখেন। — ৩ সুরা আল-ই-ইমরান : ২০

তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকা উচিত যারা (লোককে) ভালোর দিকে ডাকবে ও সংকর্মের নির্দেশ দেবে এবং অসংকর্মের ব্যাপারে নিষেধ করবে। আর এসব লোকই হবে সফলকাম। — ৩ সুরা আল-ই-ইমরান : ১০৪

ওদের যে-প্রতিশুতির কথা বলি তার কিছু যদি আমি তোমাকে দেখাই বা (তার আগে) যদি তোমার মত্ত্য ঘটাই, তোমার কর্তব্য তো কেবল প্রচার করা, আর হিসাবনিকাশ তো আমার কাজ। — ১৩ সুরা রায়দ : ৪০

হে রসুল! তোমার প্রতিপালকের কাছ থেকে তোমার ওপর যা অবতীর্ণ হয়েছে তা প্রচার কর, যদি না কর তবে তো তুমি তাঁর বার্তা প্রচার করলে না। আল্লাহ' তোমাকে মানুষ থেকে রক্ষা করবেন। আল্লাহ' অবিশ্বাসী সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না। — ৫ সুরা মায়দা : ৬৭

প্রচার করা ছাড়া রসুলের অন্য কোনো কর্তব্য নেই। আর তোমরা যা প্রকাশ কর ও গোপন রাখ আল্লাহ' তো তা জানেন। — ৫ সুরা মায়দা : ৯৯

ধর্মবৈচিত্র্য ও পরধর্মসংহিষ্ণুতা : ... তোমাদের ধর্ম তোমাদের, আমার ধর্ম আমার। — ১০৯ সুরা কাফিরুন : ৬

তোমার প্রতিপালক ইচ্ছা করলে পৃথিবীতে যারা আছে সকলেই বিশ্বাস করত। তাহলে কি তুমি বিশ্বাসী হওয়ার জন্য মানুষের ওপর জবরদস্তি করবে? — ১০ সুরা ইউনুস : ৯৯

আর তারা আল্লাহকে ছেড়ে যাদের ডাকে তাদেরকে তোমরা গাল দেবে না, কেননা, তারা (সীমালঙ্ঘন করে) অজ্ঞানতাবশত আল্লাহকেও গাল দেবে। এভাবে প্রত্যেক জাতির চেয়ে তাদের কার্যকলাপ শোভন করেছি। তারপর তাদের প্রতিপালকের কাছে তারা ফিরে যাবে। তারপর তিনি তাদেরকে তাদের কৃতকার্য সম্বন্ধে তাদের জানিয়ে দেবেন। — ৬ সুরা আনআম : ১০৮

অবশ্য যারা ধর্ম সম্বন্ধে নানা মতের সৃষ্টি করেছে ও বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়েছে তাদের কোনো কাজের দায়িত্ব তোমার নেই, তাদের বিষয় আল্লাহর এখতিয়ারে। আল্লাহ তাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে তাদেরকে জানিয়ে দেবেন। কেউ কোনো সৎ কাজ করলে সে তার দশগুণ পাবে আর কেউ কোনো অসৎ কাজ করলে তাকে শুধু তারই প্রতিফল দেওয়া হবে এবং তারা অত্যাচারিত হবে না। — ৬ সুরা আনআম : ১৫৯-১৬০

বিশ্বাসীদেরকে তুমি বলো তারা যেন ক্ষমা করে তাদেরকে যারা আল্লাহর শাস্তিতে বিশ্বাস করে না, আল্লাহ তো প্রত্যেক সম্প্রদায়কে তার কৃতকর্মের জন্য শাস্তি দেবেন। — ৪৫ সুরা জাসিয়া : ১৪

হে মুনুষ ! আমি তোমাদেরকে এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি, পরে তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পার।” — ৪৯ সুরা হুজুরাত : ১৩

... আর তোমাদের এই যে জাতি, এ তো একই জাতি। আর আমিই তোমাদের প্রতিপালক। তাই আমাকেই ডয় কর। কিন্তু তারা (মানুষ) নিজেদের ব্যাপারকে (ধর্মকে) বহু ভাগে বিভক্ত করেছে। প্রত্যেক দলই নিজ নিজ মতবাদ নিয়ে সম্মুষ্ট। সুতরাং ওদের কিছু কালের জন্য বিভ্রান্তিতে থাকতে দাও। — ২৩ সুরা মুমিনুন : ৫২-৫৪

আর প্রত্যেকের একটি দিক আছে যার দিকে সে মুখ করে দাঁড়ায়। অতএব তোমরা সংকর্মে প্রতিযোগিতা করো। তোমরা যেখানেই থাক না কেন আল্লাহ তোমাদের সকলকে একত্র করবেন। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। — ২ সুরা বাকারা : ১৪৮

ধর্মে কোনো জবরদস্তি নেই। সৎপথ ভ্রান্তপথ থেকে সুস্পষ্ট হয়েছে। — ২ সুরা বাকারা : ২৫৬

হে কিতাবিগণ ! তোমরা তোমাদের ধর্ম সম্বন্ধে বাড়াবাড়ি কোরো না ও আল্লাহর সম্বন্ধে সত্য বলো। — ৪ সুরা নিসা : ১৭১

আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য নিয়মকানুন নির্ধারিত করে দিয়েছি যা ওরা পালন করে। সুতরাং ওরা যেন তোমার সঙ্গে এ ব্যাপারে বিতর্ক না করে। তুমি ওদেরকে তোমার প্রতিপালকের দিকে ডাক দাও। তুমি তো সরল পথেই আছ। ওরা যদি তোমার সঙ্গে তর্ক করে তবে বলো, ‘তোমরা যা কর সে—সম্বন্ধে আল্লাহ ভালো করেই জানেন। তোমরা যে-বিষয়ে মতভেদ করছ আল্লাহ কিয়ামতের দিন সে—বিষয়ে তোমাদের ঘণ্টে মৌমাহসা করে দেবেন।’ — ২২ সুরা হজ : ৬৭-৬৯

... তোমাদেরকে মসজিদ-উল-হারামে বাধা দেওয়ার জন্য কোনো সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্রোহ যেন কখনও তোমাদেরকে সীমালভ্যনে প্ররোচিত না করে। — ৫ সুরা মায়দা : ২

তোমাদের প্রত্যেকের জন্য শরিআত [আইন] ও স্পষ্ট পথ নির্ধারণ করেছি। ইচ্ছা করলে আল্লাহ তোমাদেরকে একজাতি করতে পারতেন, কিন্তু তিনি তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তা দিয়ে তোমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য (তা করেন নি)। তাই সংকর্মে তোমরা প্রতিযোগিতা করো। — ৫ সুরা মায়দা : ৪৮

বলো, ‘হে কিতাবিগণ ! তোমরা তোমাদের ধর্ম সম্বন্ধে অন্যায় বাড়াবাড়ি কোরো না।’ — ৫ সুরা মায়দা : ৭৭

ধৈর্যঃ মহাকালের শপথ ! মানুষ তো ক্ষতিগ্রস্ত, কিন্তু তারা নয় যারা বিশ্বাস করে ও সংকর্ম করে, এবং পরম্পরকে সত্য ও ধৈর্যের উপদেশ দেয়। — ১০৩ সুরা আসরঃ ১-৩

সুতরাং ওরা যা বলে সে-বিষয়ে তুমি ধৈর্য ধরো। — ২০ সুরা তাহা : ১৩০

বলো, ‘প্রত্যেকেই প্রতীক্ষা করছে, সুতরাং তোমরাও প্রতীক্ষা কর। তারপর তোমরা জানতে পারবে কারা সরল পথে রয়েছে আর কারা সংপথ অবলম্বন করেছে।’ — ২০ সুরা তাহা : ১৩৫

তোমার ওপর যা প্রত্যাদেশ হয়েছে তুমি তার অনুসরণ করো। আর তুমি ধৈর্য ধারণ করো যে পর্যন্ত না আল্লাহর হৃকুম আসে। আর আল্লাহই সবচেয়ে ভালো বিচারক। — ১০ সুরা ইউনুস : ১০৯

আল্লাহর পৃথিবী প্রশস্ত। ধৈর্যশীলদেরকে তো অশেষ পুরস্কার দেওয়া হবে। — ৩৯ সুরা জুমা : ১০

অতএব তুমি ধৈর্য ধরো, আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য। তুমি তোমার পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর ও সকল-সঙ্ক্ষয় তোমার প্রতিপালকের পবিত্র মহিমা ঘোষণা করো। — ৪০ সুরা মুমিন : ৫৫

সুতরাং তুমি ধৈর্য ধরো, আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য। — ৪০ সুরা মুমিন : ৭৭

কেউ ধৈর্য ধারণ করলে ও ক্ষমা করলে তা হবে স্বৈর্যের কাজ। — ৪২ সুরা শুরা : ৪৩

অতএব তুমি ধৈর্য ধরো, যেমন ধৈর্য ধরেছিল দৃতপ্রতিষ্ঠিত রসূলগণ ! ওদের বিষয়ে অধৈর্য হয়ে না। — ৪৬ সুরা আহকাফ : ৩৫

(দেশত্যাগীরা) আল্লাহর পথে ধৈর্য ধরে ও তাদের প্রতিপালকের ওপর নির্ভর করে। — ১৬ সুরা নাহল : ৪২

তোমাদের কাছে যা আছে তা খাকবে না, আর আল্লাহর কাছে যা আছে তা স্থায়ী। যারা ধৈর্যশীল আল্লাহ তো তাদেরকে তাদের কর্মের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার তাদেরকে দেবেন। — ১৬ সুরা নাহল : ৯৬

যদি তোমরা শাস্তি দাও, তবে যতখানি অন্যায় তোমাদের ওপর করা হয় ততখানি শাস্তি দেবে। অবশ্য ধৈর্য ধরাই ধৈর্যশীলদের জন্য ভালো। ধৈর্য ধরো, তোমার ধৈর্য হবে আল্লাহরই সাহায্যে। ওদের আচরণে তুমি দৃঢ়ত্ব কোরো না আর ওদের যড়যন্ত্রে তুমি মন-খারাপ কোরো না। — ১৬ সুরা নাহল : ১২৬-১২৭

ফেরেশ্তা ও বুহ ওপরে আল্লাহর দিকে যাবে এমন এক দিনে (কিয়ামতে) যেদিনের পার্থিব মাত্রা হবে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান। সুতরাং তুমি ধৈর্য ধরো, সুন্দর করে ধৈর্য ধরো। — ৭০ সুরা মাআরিজ : ৪-৫

... (জাগ্নাত তাদের জন্য) কত ভালো পুরস্কার সংকর্মশীলদের জন্য, যারা ধৈর্য ধরে ও তাদের প্রতিপালকের ওপর নির্ভর করে। — ২৯ সুরা আনকাবুত : ৫৮-৫৯

তোমরা ধৈর্য ধরো ও নামাজের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করো। আর বিনীতরা ছাড়া আর সকলের কাছে এ তো কঠিন। — ২ সুরা বাকারা : ৪৫

ହେ ବିଶ୍ୱାସିଗଣ ! ତୋମରା ଶୈର୍ ଓ ନାମାଜେର ମାଧ୍ୟମେ ସାହାୟ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କର । ଆଲ୍ଲାହ୍ ତୋ ଶୈର୍ଶିଲଦେର ସଙ୍ଗେ ଆଛେନ । ଯାରା ଆଲ୍ଲାହ୍ର ପଥେ ମାରା ଯାଏ ତାଦେରକେ ମୃତ ବୋଲୋ ନା, ବରେ ତାରା ଜୀବିତ ; କିନ୍ତୁ ତା ତୋମରା ବୁଝିତେ ପାର ନା । ନିଶ୍ଚିଯ ଆମି ତୋମାଦେର (କାଉକେ) ଭୟ ଓ କୁଞ୍ଚିତ ଦିଯେ, ଆର (କାଉକେ) ଧନେପ୍ରାଣେ ବା ଫଳଫସଲେର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଦିଯେ ପରୀକ୍ଷା କରବ । ଆର ଯାରା ଶୈର୍ ଧରେ ତାଦେରକେ ତୁମି ସୁଖବର ଦାଓ ।

(ତାରାଇ ଶୈର୍ଶିଲ) ଯାରା ତାଦେର ଓପର କୋନୋ ବିପଦ ଏଲେ ବଲେ, 'ଆମରା ତୋ ଆଲ୍ଲାହ୍ରଇ ଆର ନିଶ୍ଚିତତାବେ ଆମରା ତାରିଇ ଦିକେ ଫିରେ ଯାବ ।' ଏହିବ ଲୋକେର ପ୍ରତି ତାଦେର ପ୍ରତିପାଳକେର କାହିଁ ଥେକେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଓ ଦୟା ବର୍ଷିତ ହୟ, ଆର ଏରାଇ ସଂପଦପ୍ରାପ୍ତ । — ୨ ସୁରା ବାକାରା ୧୫୦—୧୫୧

ପୂର୍ବ ଓ ପର୍ଚିମ ଦିକେ ତୋମାଦେର ମୁଖ ଫେରାନୋତେ କୋନୋ ପୁଣ୍ୟ ନେଇ; କିନ୍ତୁ ପୁଣ୍ୟ ଆଛେ... ଦୁଃଖ, କଟ୍ଟ ଓ ଯୁଦ୍ଧର ସମୟ ଶୈର୍ଯ୍ୟଧାରଣ କରଲେ । — ୨ ସୁରା ବାକାରା ୧୭୭

ହେ ବିଶ୍ୱାସିଗଣ ! ତୋମରା ସଥିନ କୋନୋ ଦଲେର ମୋକାବିଲା କରବେ ତଥିନ ଅବିଚାଲିତ ଥାକବେ ଓ ଆଲ୍ଲାହ୍କେ ବେଶ କରି ମନେ କରବେ, ଯାତେ ତୋମରା ସଫଳ ହୋ । ଆର ଆଲ୍ଲାହ୍ ଓ ତାର ରସୁଲର ଆନୁଗ୍ୟ କରବେ ଆର ନିଜେଦେର ମଧ୍ୟେ ବିବାଦ କରବେ ନା ; କରଲେ ତୋମରା ସାହସ ହାରାବେ ଓ ତୋମାଦେର ମନେର ଜୋର ଚଲେ ଯାବେ । ତୋମରା ଶୈର୍ ଧରବେ, ଆଲ୍ଲାହ୍ ତୋ ଶୈର୍ଶିଲଦେର ସଙ୍ଗେଇ ରଯେଛେନ । — ୮ ସୁରା ଆନଫାଲ ୪ ୪୫—୪୬

ହେ ନବି ! ବିଶ୍ୱାସୀଦେର ସଂଗ୍ରାମେ ଉଦ୍‌ଦ୍ଵ୍ଲକ କର ! ତୋମାଦେର ମଧ୍ୟେ କୁଡ଼ିଜନ ଶୈର୍ଶିଲ ଥାକଲେ ତାରା ଦୁଇଶତ ଜନର ଓପର ବିଜୟୀ ହବେ ଆର ଯଦି ଥାକେ ଏକଶୋ ଜନ ତବେ ଏକ ହାଜାର ଅବିଶ୍ୱାସୀର ଓପର ବିଜୟୀ ହବେ, କାରଣ ଓ ଏମନ ଏକ ସମ୍ପଦାୟ ଯାରା ଅବୋଧ । ଆଲ୍ଲାହ୍ ଏଥିନ ତୋମାଦେର ଭାର ହଲକା କରବେନ । ତିନି ତୋ ଜାନେନ ତୋମାଦେର ମଧ୍ୟେ ଦୂର୍ବଲତା ଆଛେ । ସୁତରାଂ ତୋମାଦେର ମଧ୍ୟେ ଏକଶୋ ଜନ ଶୈର୍ଶିଲ ଥାକଲେ ତାରା ଦୁଶ୍ମନର ଓପର ବିଜୟୀ ହବେ । ଆର ତୋମାଦେର ମଧ୍ୟେ ଏକହାଜାର ଥାକଲେ ଆଲ୍ଲାହ୍ର ଆଦେଶେ ତାରା ଦୁହାଜାରେର ଓପର ବିଜୟୀ ହବେ । ଆଲ୍ଲାହ୍ ଶୈର୍ଶିଲଦେର ସାଥେଇ ଆଛେନ । — ୮ ସୁରା ଆନଫାଲ ୬ ୬୫—୬୬

ତୋମରା କି ମନେ କର ଯେ, ତୋମରା ଜାନାତେ ପ୍ରବେଶ କରବେ, ଯତକ୍ଷଣ ନା ଆଲ୍ଲାହ୍ ଜାନେନ କେ ଜିହାଦ କରେଛେ ଆର କେ ଶୈର୍ ଧରଛେ ! — ୩ ସୁରା ଆଲ-ଇ-ଇମରାନ ୧୪୨

ତୋମାଦେର ତୋ ଧନସଂପଦ ଓ ଜୀବନ ସଂବନ୍ଧେ ପରୀକ୍ଷା କରା ହବେ । ତୋମାଦେର ପୂର୍ବେ ଯାଦେର କିତାବ ଦେଓଯା ହେୟଛି ତାଦେର ଓ ଅଞ୍ଚିବାଦୀଦେର କାହିଁ ଥେକେ ତୋମରା ଅନେକ ପୌଡ଼ାଯକ କଥା ଶୁଣବେ । ଯଦି ତୋମର ଶୈର୍ ଧର ଓ ସାବଧାନ ହେୟ ଚଲ ତବେ ତା ହବେ କର୍ମର (ପ୍ରକୃତ) ପ୍ରତ୍ତି । — ୩ ସୁରା ଆଲ-ଇ-ଇମରାନ ୧୮୬

ହେ ବିଶ୍ୱାସିଗଣ ! ତୋମରା ଶୈର୍ ଧରୋ । ଶୈର୍ ଧାରଣେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରୋ ଓ ସର୍ବଦା ପ୍ରତ୍ତିତ ଥାକୋ, ଆର ଆଲ୍ଲାହ୍କେ ଭୟ କରୋ ଯାତେ ତୋମରା ସଫଳକାମ ହତେ ପାର । — ୩ ସୁରା ଆଲ-ଇ-ଇମରାନ ୧୮୦

ଆମି ଅବଶ୍ୟଇ ତୋମାଦେରକେ ପରୀକ୍ଷା କରବ ଯତକ୍ଷଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନା ପ୍ରକାଶ ହୟ, କେ ତୋମାଦେର ମଧ୍ୟେ ଜିହାଦ କରେ ଓ କେ ଶୈର୍ ଧରେ । ଆର ଆମି ତୋମାଦେର ଥବର ପରୀକ୍ଷା କରେ ଦେଖବ । — ୪୭ ସୁରା ମୁହାମ୍ମଦ ୩୧

...তোমাদের উপাস্য তো একমাত্র আল্লাহ্। সুতরাং তাঁরই কাছে আত্মসমর্পণ করো ও সুসংবাদ দাও বিনীতদের যাদের হাদয় আল্লাহর নাম করা হলে তয়ে কাঁপে, যারা তাদের বিপদে আপনে ধৈর্য ধরে ও নামাজ কায়েম করে আর আমি তাদের যে-জীবনের উপকরণ দিয়েছি তার থেকে ব্যয় করে। — ২২ সুরা হজঃ ৩৪-৩৫

ধর্মসঃ তিনি আদ সম্প্রদায়কে ধর্মস করেছিলেন ও সামুদ সম্প্রদায়কেও — কাউকেই তিনি অব্যাহতি দেন নি। আর এদের পূর্বে নুহের সম্প্রদায়কেও তিনি ধর্মস করেছিলেন — ওরা ছিল বড়ই সীমালজ্ঞনকারী ও অবাধ্য। তিনিই (আল্লাহ্) (লুত-সম্প্রদায়ের এক বাসভূমি) শূন্যে তুলে ছুড়ে ফেলে দিয়েছিলেন, এক সর্বগুণী শাস্তি তাকে ঢেকে ফেলেছিল। তা হলে তোমার প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহ সম্পর্কে তুমি সন্দেহ করবে ? — ৫৩ সুরা নাজুমঃ ৫০-৫৫

আমি কি পূর্ববর্তীদের ধর্মস করি নি ? তারপর আমি পরবর্তীদের পূর্ববর্তীদের মতোই ধর্মস করব। — ৭৭ সুরা মুরসালাতঃ ১৬-১৭

আমি তাদের পূর্বে বহু মানবগোষ্ঠীকে ধর্মস করেছিলাম যারা ওদের চেয়ে শক্তিতে প্রবল ছিল যারা দেশে-বিদেশে ঘুরে বেড়াত, (অথচ) পরে ওদের কোনো আশ্রয়ই রইল না। এর মধ্যে উপদেশ রয়েছে তার জন্য যার বোধশক্তি আছে বা যে মন দিয়ে শোনে। — ৫০ সুরা কাফঃ ৩৬-৩৭

আর আমি তোমাদের মতো বহু দলকে ধর্মস করেছি — এ থেকে উপদেশ গ্রহণ করার কেউ আছে কি ? — ৫৪ সুরা কমরঃ ৫১

আর কত জনপদকে আমি ধর্মস করেছি ! রাতে বা দুপুরে যখন তারা বিশ্রাম করছিল আমার শাস্তি তাদের ওপর নেমে এসেছিল। যখন আমার শাস্তি তাদের ওপর নেমে এসেছিল তখন তাদের কথা শুধু এ-ই ছিল যে, “নিশ্চয় আমরা সীমালজ্ঞন করেছিলাম” ! — ৭ সুরা আরাফঃ ৪-৫

যারা আমার নিদর্শনাবলিকে মিথ্যা বলে আমি তাদেরকে ক্রমে ক্রমে এমনভাবে ধর্মসের দিকে নিয়ে যাই যে তারা জানতেও পারে না। আমি তাদের সময় দিয়ে থাকি। আমার কৌশল বড়ই নিপুণ। — ৭ সুরা আরাফঃ ১৮-২-১৮৩

... তারপর আমি সেই সম্প্রদায়কে (বনি-ইসরাইলকে) সম্পূর্ণরূপে ধর্মস করেছিলাম। আর নুহের সম্প্রদায় যখন রসূলদের ওপর মিথ্যা আরোপ করল তখন আমি ওদেরকে ডুবিয়ে দিলাম ও ওদেরকে মানবজাতির জন্য নিদর্শন করে রাখলাম। সীমালজ্ঞনকারীদের জন্য আমি নিদারূণ শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি।

আমি আদ, সামুদ, রসবাসী ও ওদের মধ্যবর্তীকালের বহু সম্প্রদায়কেও ধর্মস করেছিলাম। আমি ওদের প্রত্যেককে দৃষ্টান্ত দিয়ে সতর্ক করেছিলাম, আর ওদের সকলকেই আমি সম্পূর্ণ ধর্মস করেছি। অবিশ্বাসীরা তো সে-জনপদ দিয়েই যাতায়াত করে যার ওপর শাস্তি নেমেছিল, তবু কি ওরা তা দেখে না ? নাকি ওরা পুনরুত্থানের ভয় করে না। — ২৫ সুরা ফুরুকানঃ ৩৬-৪০

আল্লাহ্ যদি মানুষের অকল্যাণ ভ্রান্তি করতে চাইতেন যেভাবে তারা নিজেদের কল্যাণ ভ্রান্তি করতে চায়, তবে তারা ধর্মস হয়ে যেত। তাই যারা আমার সাক্ষাতের ভয়

করে না তাদেরকে আমি অবাধ্যতার জন্য উদ্ভাস্তের ন্যায় ঘুরে বেড়াতে দিই। — ১০
সুরা ইউনুস : ১১

তোমাদের পূর্বে বহু মানবগোষ্ঠীকে আমি তো ধৰ্মস করেছিলাম যখন তারা সীমালভ্যন করেছিল। স্পষ্ট নির্দেশন নিয়ে তাদের কাছে তাদের রসূল এসেছিল, কিন্তু তারা বিশ্বাস করার জন্য প্রস্তুত ছিল না। এভাবে আমি অপরাধী সম্প্রদায়কে প্রতিফল দিয়ে থাকি। তারপর তোমরা কি কর তা দেখার জন্য আমি তাদের পরে পৃথিবীতে তোমাদেরকে প্রতিনিধি করেছি। — ১০ সুরা ইউনুস : ১৩-১৪

অন্যায়ভাবে কোনো জনপদকে তোমার প্রতিপালক ধৰ্মস করেন না, যদি তার অধিবাসীরা নিজেদেরকে সংশোধন করে নেয়। — ১১ সুরা হুদ : ১১৭

যে-পথে লোক চলাচল করে তার পাশে ওদের (লুত সম্প্রদায়ের) ধৰ্মস্তূপ এখনও বিদ্যমান। এর মধ্যে তো বিশ্বাসীদের জন্য নির্দেশন রয়েছে। — ১৫ সুরা হিজর : ৭৬-৭৭

ওদের পূর্বে আমি কত মানবগোষ্ঠীকে ধৰ্মস করেছি যারা ওদের চেয়ে সম্পদে ও আপাতদৃষ্টিতে ভালো ছিল। — ১৯ সুরা মরিয়ম : ৭৪

তাদের পূর্বে আমি কত মানুষকে ধৰ্মস করেছি! তুমি কি তাদের কাউকে দেখতে পাও বা তাদের ক্ষীণ শব্দও কি তুমি শুনতে পাও? — ১৯ সুরা মরিয়ম : ৯৮

আমি এদের পূর্বে ধৰ্মস করেছি কত মানবগোষ্ঠী যদের বাসভূমিতে এরা ঘোরাফেরা করে থাকে। তা কি তাদেরকে সংপথ দেখালো না? অবশ্যই এর মধ্যে বোধশক্তিসম্পর্কের জন্য নির্দেশন রয়েছে। — ২০ সুরা তাহা : ১২৮

কত জনপদকে আমি ধৰ্মস করেছি যার অধিবাসীরা নিজেদের ভোগসম্পদ নিয়ে যদমত্ত ছিল! এগুলোই তাদের বাসস্থান! ওদের পর এগুলোতে লোকজন সামান্যই বসবাস করছে! আর এখন আমিই তাদের মালিক! — ২৮ সুরা কাসাস : ৫৮

এমন কোনো জনপদ নেই যা আমি কিয়ামতের দিনের পূর্বে ধৰ্মস করব না বা যাকে কঠোর শাস্তি দেব না। এ তো কিতাবে লেখা আছে। — ১৭ সুরা বনি-ইসরাইল : ৫৮

সত্য যখনই তাদের কাছে এসেছে তারা তা প্রত্যাখ্যান করেছে। যা দিয়ে তারা ঠাট্টাবিদ্যুপ করত তার সৎবাদ তারা ভালো করেই জানতে পারবে। তারা কি দেখে না যে, তাদের আগে কত মানবগোষ্ঠীকে আমি ধৰ্মস করেছি? আমি তাদেরকে পৃথিবীতে এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম যা তোমাদেরকেও করি নি। আর তাদের ওপর আমি মুষলধারে বৃষ্টি নামিয়েছিলাম ও তাদের নিচে নদী বহিয়েছিলাম। তারপর তাদের পাপের জন্য আমি তাদেরকে ধৰ্মস করেছি ও তাদের পরে নতুন মানবগোষ্ঠী সৃষ্টি করেছি। — ৬ সুরা আনআম : ৫-৬

তোমরা তো ওদের ধৰ্মস্তূপগুলোর ওপর দিয়ে পার হও সকালে ও সন্ধ্যায়, তবুও কি তোমরা বুঝবে না? — ৩৭ সুরা সাফ্ফাত : ১৩৭-১৩৮

শ্রেষ্ঠ কারা? ওরা, না তুর্বা-সম্প্রদায় ও তাদের আগে যারা এসেছিল। আমি তাদের ধৰ্মস করেছিলাম, কারণ তারা ছিল অপরাধী। — ৪৪ সুরা দুখান : ৩৭

আমি তো ধৰ্মস করেছিলাম তোমাদের চারপাশের জনপদগুলোকে। আমি ওদেরকে বারবার আমার নির্দেশনগুলো দেখিয়েছিলাম যাতে ওরা সংপথে ফিরে আসে। আল্লাহর কাছে

আসার জন্য ওরা আল্লাহ'র পরিবর্তে যাদের উপাস্য রূপে গ্রহণ করেছিল তারা ওদেরকে সাহায্য করল না কেন? আসলে ওদের উপাস্যগুলো ওদের কাছ থেকে স'রে পড়েছিল। এমনই পরিণাম ওদের মিথ্যা ও ভিত্তিহীন উঙ্গবনের। — ৪৬ সুরা আহকাফঃ ২৭-২৮

... এ এক ঘোষণা, সত্যত্যাগী সম্প্রদায় ছাড়া কাউকে ধৰ্মস করা হবে না। — ৪৬ সুরা আহকাফঃ ৩৫

সেইসব জনপদের অধিবাসীদের আমি ধৰ্মস করেছিলাম যখন ওরা সীমালভ্যন করেছিল এবং ওদের ধৰ্মসের জন্য আমি ঠিক করেছিলাম এক নির্দিষ্ট ক্ষণ। — ১৮ সুরা কাহাফঃ ৫৯

এদের পূর্বে যেসব জনপদ আমি ধৰ্মস করেছি ওর অধিবাসীরা বিশ্বাস করত না; তবে কি এরা বিশ্বাস করবে? — ২১ সুরা আম্বিয়াঃ ৬

আমি কর্তপদ জনপদ ধৰ্মস করেছি যার অধিবাসীরা সীমালভ্যন করেছিল, এবং তাদের পরে অন্য জাতি সৃষ্টি করেছি। — ২১ সুরা আম্বিয়াঃ ১১

আমি তো এদের (বনি-ইসরাইলদের) পূর্বে কত মানবগোষ্ঠী ধৰ্মস করেছি যাদের বাসভূমিতে এরা বিচরণ করে। এর মধ্যে তো নির্দর্শন রয়েছে। তবু কি এরা শুনবে না? — ৩২ সুরা সিজদাঃ ২৬

তোমরা কি নিশ্চিত যে, আকাশে যিনি রয়েছেন তিনি তোমাদের নিয়ে হঠাতে করে মাটিকে ধসিয়ে দেবেন না, আর তা থরথর করে কাঁপতে থাকবে না? বা তোমরা কি নিশ্চিত আছ আকাশে যিনি রয়েছেন তিনি তোমাদের ওপর কঙ্কর-ঝঙ্গা বহিয়ে দেবেন না? তখন তোমরা জানতে পারবে কি কঠোর ছিল আমার সতর্কবাণী। ওদের আগে যারা এসেছিল তারা মিথ্যা আরোপ করেছিল, তাই কী কঠিন হয়েছিল ওদের ওপর শাস্তি! — ৬৭ সুরা মুলকঃ ১৬-১৮

ওদের প্রত্যেককেই আমি তার অপরাধের জন্য শাস্তি দিয়েছিলাম। ওদের কারও ওপর পাঠ্যেছিলাম কঙ্করবাণঃ, কাউকে আবাত করেছিল মহাগর্জন, কাউকে মাটির নিচে যিনিয়ে দিয়েছিলাম ও কাউকে মেরেছিলাম ডুবিয়ে। আল্লাহ' তাদের ওপর কোনো জুনুম করেন নি। তারা নিজেরাই নিজেদের ওপর জুনুম করেছিল। — ২৯ সুরা আনকাবুতঃ ৪০

ওরা তোমার যে-জনপদ থেকে তোমাকে তাড়িয়ে দিয়েছে তার চেয়ে শক্তিশালী জনপদ আমি ধৰ্মস করেছি, আর তখন ওদের সাহায্য করার কেউ ছিল না। — ৪৭ সুরা মুহাম্মদঃ ১৩

সীমালভ্যনের জন্য আমি কত জনপদ ধৰ্মস করেছি। এসব জনপদ আজ নিছাদ ধৰ্মস্তুপ! কত কৃপ আর সুউচ্চ প্রাপ্তি ধৰ্মস্প্রাপ্ত আজ! তারা কি দেশভ্রম করে নি যাতে তারা তাদের হাদয় দিয়ে বুরতে পারে বা চোখ দিয়ে দেখতে পারে? চোখ তো নয়, বরং বুকের মাঝের হাদয়ই অন্ধ। — ২২ সুরা হজঃ ৪৫-৪৬

ওদের পূর্বের নুহ, আদ ও সামুদ্রের সম্প্রদায়, ইব্রাহিমের সম্প্রদায় এবং মাদিয়ান ও বিধ্বস্ত নগরের অধিবাসীদের খবর কি ওদের কাছে আসে নি? ওদের কাছে স্পষ্ট নির্দর্শন নিয়ে ওদের রসূলরা এসেছিল। আল্লাহ' তো তাদের ওপর জুনুম করে নি বরং ওরা নিজেরাই নিজেদের ওপর জুনুম করেছিল। — ৯ সুরা তত্ত্বাঃ ৭০

ধৰ্মসের পূর্বেঃ যারা আমার নির্দর্শনাবলীকে মিথ্যা বলে আমি তাদেরকে ক্রমে ক্রমে এমনভাবে ধৰ্মসের দিকে নিয়ে যাই যে তারা জানতেও পারে না। আমি তাদের সময় দিয়ে থাকি। আমার কৌশল বড়ই নিপুণ। — ৭ সুরা আরাফঃ ১৮২-১৮৩

আমি সতর্ককারী না পাঠিয়ে কোনো জনপদ ধৰ্ষস করি নি। এ (কোরান) উপদেশবাণী। আমি তো অন্যায় করতে পারি না। — ২৬ সুরা শোআরা : ২০৮-২০৯

আমি যখন কোনো জনপদ ধৰ্ষস করতে চাই তখন ওর সমৃদ্ধিশালী ব্যক্তিদের (সৎকর্ম করতে) আদেশ করি ; কিন্তু ওরা সেখানে অসৎকর্ম করে, তখন তার ওপর শাস্তি ন্যায়সংগত হয়ে যায় ও আমি তা সম্পূর্ণরূপে ধৰ্ষস করি। নুহের পর আমি কত মানবগোষ্ঠী ধৰ্ষস করেছি ! তোমার প্রতিপালকই তাঁর দাসদের পাপকর্মের খবর রাখা ও দেখাশোনার জন্য যথেষ্ট ! — ১৭ সুরা বনি-ইসরাইল : ১৬-১৭

তোমার প্রতিপালক কোনো জনপদকে ধৰ্ষস করেন না, তার কেন্দ্ৰস্থলে তাঁর আয়ত আবৃত্তি করার জন্য রসূল প্ৰেৰণ না কৰে। আৰ আমি কোনো জনপদকে কখনও ধৰ্ষস করি না যতক্ষণ পৰ্যন্ত না তার অধিবাসীৱা সীমালজ্জন কৰে। — ২৮ সুরা কাসাস : ৫৯

(আমি বলব) ‘হে জিন ও মানুষ সম্প্ৰদায় ! তোমাদের মধ্য থেকে কি রসূলৱা তোমাদের কাছে আসে নি যারা আমাৰ নিৰ্দৰ্শন তোমাদেৱ কাছে বয়ান কৰত ও তোমাদেৱকে এ দিনেৱ মোকাবিলা কৰাব জন্য সতৰ্ক কৰত ?’

ওৱা বলবে, ‘আমৱা আমাদেৱ অপৱাধ স্বীকাৱ কৰলাম’।

পৃথিবীৰ জীবন ওদেৱকে ঠকিয়েছিল, আৱ ওৱা যে অবিশ্বাস কৱেছিল তাও ওৱা স্বীকাৱ কৰবে। এ এজন্যে যে, অবিশ্বাসীদেৱ অজ্ঞ রেখে কোনো জনপদকে তার অন্যায় আচৰণেৱ জন্য ধৰ্ষস কৰা তোমার প্রতিপালকেৱ কাজ নয়। — ৬ সুৱা আনআম : ১৩০-১৩১

নক্ষত্র : শপথ আকাশেৱ ও রাত্ৰিতে যা আবিৰ্ভূত হয় তাৱ ! তুমি কি জান যা রাত্ৰিতে আবিৰ্ভূত হয় ? সে তো এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। প্ৰত্যেক স্তুতিৰ এক তৰাবধায়ক আছে। সুতৱাং মানুষ ঘোৱাব চেষ্টা কৰুক কিসেৱ থেকে তাকে সৃষ্টি কৱা হয়েছে। — ৮৬ সুৱা তাৰিক : ১-৫

... আৱ সূৰ্য, চন্দ্ৰ ও নক্ষত্ৰৱাজি তাঁৰই আজ্ঞাধীন, তিনিই তাদেৱকে সৃষ্টি কৱেছেন। — ৭ সুৱা আৱাফ : ৫৪

আৱ তিনিই তোমাদেৱ জন্য নক্ষত্র সৃষ্টি কৱেছেন যাতে ক'ৱে তোমৱা তার সাহায্যে স্থলে ও সমুদ্ৰেৱ অক্ষকারে পথ পাও। জ্ঞানীদেৱ জন্য তিনি নিৰ্দৰ্শনগুলো বিশদভাৱে বয়ান কৱেছেন। — ৬ সুৱা আনআম : ৯৭

আমি তোমাদেৱ কাছে আকাশকে নক্ষত্ৰৱাজি দিয়ে সুশোভিত কৱেছি ও একে প্ৰত্যেক অবাধ্য শয়তান থেকে রক্ষা কৱেছি। তাই শয়তানৱা ওপৱেৱ জগতেৰ কিছু শুনতে পাবে না। তাদেৱ ওপৱ সবদিক থেকে (উক্ষা) ফেলা হয়, তাদেৱ তাড়ানোৱ জন্য। তাদেৱ জন্য আছে অশেষ শাস্তি। তবে কেউ গোপনে হঠাতে কিছু শুনে ফেললে জ্বলন্ত উক্ষা তার পিছু নেয়। — ৩৭ সুৱা সাফ্ফাত : ৬-১০

আৱ তিনি তোমাদেৱ অধীন কৱেছেন রাত্ৰি, দিন, সূৰ্য ও চন্দ্ৰকে ; নক্ষত্ৰৱাজি ও অধীন হয়েছে তাঁৰই বিধানে। নিশ্চয়ই এৱ মধ্যে বোধশক্তিসম্পন্ন সম্প্ৰদায়েৱ জন্য রয়েছে নিৰ্দৰ্শন। — ১৬ সুৱা নাহল : ১২

আৱ তিনি সৃষ্টি কৱেছেন পথনির্ণায়ক চিহ্ন। আৱ ওৱা নক্ষত্ৰেৱ সাহায্যে ও পথেৱ নিৰ্দেশ পায়। — ১৬ সুৱা নাহল : ১৬

আমি নিম্নতম আকাশকে প্রদীপমালায় সুশোভিত করেছি ও তাদেরকে ক্ষেপনীয়বস্তু করেছি শয়তানের ওপর নিক্ষেপ করার জন্য। আর তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছি জ্ঞানস্তু আগন্তের শাস্তি। — ৬৭ সুরা মূলকঃ ৫

তুমি কি দেখ না যে, আল্লাহকে সিজদা করে যা-কিছু আছে আকাশ ও পৃথিবীতে — সূর্য, চন্দ, নক্ষত্রমণ্ডলী, পর্বতরাজি, বৃক্ষলতা, জীবজন্ম, আর সিজদা করে মানুষের মধ্যে অনেকে? — ২২ সুরা হজ : ১৮

নদনদীঃ ... আর তিনি স্থাপন করেছেন নদনদী ও পথ যাতে তোমরা তোমাদের গন্তব্যস্থলে পৌছাতে পার। — ১৬ সুরা নাহল : ১৫

... আর যিনি নদীকেও তোমাদের অধীন করেছেন। — ১৪ সুরা ইব্রাহিম : ৩২

তিনি পৃথিবীকে বিস্তৃত করেছেন এবং তার মধ্যে পর্বত ও নদী সৃষ্টি করেছেন ...। — ১৩ সুরা রাদ : ৩

তিনি আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেন, নদীনালাগুলো ; পাত্র অনুসারে তা বয়ে নিয়ে যায়।
১৩ সুরা রাদ : ১৭

মর্বি : রসূল ও মর্বি দ্র.।

নমরুদ : তুমি কি সে-ব্যক্তি (নমরুদ)-র কথা ভেবে দেখ নি যে ইব্রাহিমের সাথে তার প্রতিপালক সম্বন্ধে তর্ক করেছিল, যেহেতু আল্লাহ তাকে রাজত্ব দিয়েছিলেন? যখন ইব্রাহিম বলল, ‘আমার প্রতিপালক তিনি যিনি জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান,’ সে বলল, ‘আমিও তো জীবন দান করি ও মৃত্যু ঘটাই।’ ইব্রাহিম বললল, নিশ্চয়ই আল্লাহ সূর্যকে পূর্বদিক থেকে ওঠান, (দেখি) তুমি তাকে পশ্চিম দিক থেকে ওঠাও।’ তখন সে (নমরুদ) হতভম্ব হয়ে গেল। আর আল্লাহ ভুলুমকারী সম্প্রদায়কে সংপথে পরিচালিত করেন না।’
— ২ সুরা বাকারা : ২৫৮

নরহত্তা : তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে দারিদ্র্যভয়ে হত্যা কোরো না। ওদেরকে ও তোমাদেরকে আমিই জীবিকা দিয়ে থাকি। নিশ্চয় ওদেরকে হত্যা করা মহাপাপ। — ১৭ সুরা বনি-ইসরাইল : ৩১

আল্লাহ যার হত্যা নিষিদ্ধ করেছেন, যথার্থ কারণ ছাড়া তাকে হত্যা কোরো না। কেউ অন্যান্যভাবে নিহত হলে তার উত্তরাধিকারীকে আমি প্রতিশোধ গ্রহণের অধিকার দিয়েছি, কিন্তু হত্যার ব্যাপারে সে যেন বাড়াবাঢ়ি না করে। তাকে তো সাহায্য করা হবে। — ১৭ সুরা বনি-ইসরাইল : ৩৩

হে বিশ্বসিগণ! নরহত্ত্যার ব্যাপারে তোমাদের জন্য কিসাস (বদলা)-র নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। স্বাধীন ব্যক্তির বদলে স্বাধীন ব্যক্তি, ক্রীতদাসের বদলে ক্রীতদাস ও নারীর বদলে নারী। কিন্তু তার ভাইয়ের পক্ষ থেকে কিছুটা মাফ করলে সম্মানজনক ব্যবস্থার অনুসরণ করা ও সদ্যভাবে তার দেয় পরিশোধ করা উচিত। এ তো তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে (শাস্তির) ভারলাঘব ও অনুগ্রহ। এর পরও যে সীমালঞ্চন করে তার জন্য কঠিন শাস্তি রয়েছে। হে বোধসম্পন্ন ব্যক্তিগণ! কিসাসের মধ্যে তোমাদের জন্য জীবন রয়েছে, যাতে তোমরা সাবধান হতে পার। — ২ সুরা বাকারা : ১৭৮-১৭৯

... আর তোমরা নিজেদেরকে হত্যা কোরো না, নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের ওপর পরম দয়ালু। আর যে কেউ বিহেবশত ও অন্যায়ভাবে তা করবে আমি নিশ্চয় তাকে আগনৈ পোড়াবো, আর এ আল্লাহ্ পক্ষে সহজসাধ্য। — ৪ সুরা নিসা : ২৯-৩০

কোনো বিশ্বাসীকে হত্যা করা কোনো বিশ্বাসীর জন্য সংগত নয়, তবে ভুল করে করলে তা স্বতন্ত্র। আর কেউ কোনো বিশ্বাসীকে ভুল করে হত্যা করলে এক বিশ্বাসী দাস মুক্ত করা আর তার পরিজনবর্গকে রক্তপণ দেওয়া বিধেয়, যদি তারা ক্ষমা না করে। যদি সে (নিহত ব্যক্তি) তোমাদের শক্রপক্ষের লোক হয় ও বিশ্বাসী হয় তবে এক বিশ্বাসী দাস মুক্ত করা বিধেয়। আর যদি সে (নিহত ব্যক্তি) এমন এক সম্প্রদায়ভুক্ত হয় যার সাথে তোমরা চুক্তিবদ্ধ তবে তার পরিজনবর্গকে রক্তপণ দেওয়া ও এক বিশ্বাসী দাস মুক্ত করা বিধেয়, আর যে সংগতিহীন সে একটানা দুইমাস রোজা রাখবে। তওবার জন্য এ আল্লাহ্ বিধান। এ আল্লাহ্ তো সর্বজ্ঞ তত্ত্বজ্ঞানী। আর যে—কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো বিশ্বাসীকে হত্যা করবে তার শাস্তি জাহানাম, সেখানে সে চিরকাল থাকবে ও আল্লাহ্ তার ওপর ভুক্ত হবেন, তাকে অভিশাপ দেবেন ও তার জন্য মহাশাস্তি প্রস্তুত করে রাখবেন। — ৪ সুরা নিসা : ১২-১৩

আদমের দুই পুত্র (হাবিল ও কাবিল)-এর বস্তান্ত তুমি তাদেরকে ভালো করে শোনাও। যখন তারা দুজনে কোরবানি করেছিল তখন একজনের কোরবানি কবুল হল আর অন্যজনের কোরবানি কবুল হল না। তাদের একজন বললো, ‘আমি তোমাকে খুন করবই।’ অপরজন বললো, ‘আল্লাহ্ সংযমীদের কোরবানি কবুল করেন। আমাকে খুন করার জন্য তুমি হাত তুললেও তোমাকে খুন করার জন্য আমি হাত তুলব না ; আমি তো বিশুজগতের প্রতিপালককে ভয় করি। আমি চাই, তুমি আমার ও তোমার পাপের ভার বইবে ও বাস করবে আগনৈ। আর এটাই জালিমদের কর্মফল।’

তারপর তার মন তাকে ভাইকে খুন করতে উৎসুকি করল ও সে (কাবিল) তাকে (হাবিলকে) হত্যা করল, তাই সে ক্ষতিগ্রস্তদের অস্তর্ভুক্ত হল। তারপর আল্লাহ্ পাঠালেন এক কাক যে তার ভাই—এর লাশ কীভাবে গোপন করা যায় তা দেখাবার উদ্দেশ্যে মাটি খুঁড়তে লাগল। সে বললো, ‘হায় ! আমি কি এ কাকের মতোও হতে পারলাম না, যাতে আমার ভাই—এর লাশ গোপন করতে পারি ?’ তারপর সে অনুত্পন্ন হল।

এ—কারণেই বনি—ইসলাইলের ওপর এ বিধান দিলাম যে, নরহত্যা বা পৃথিবীতে ধৰ্মসাত্ত্বক কাজ করার জন্য কেউ কাউকে হত্যা করলে সে যেন পৃথিবীর সকল মানুষকেই হত্যা করল, আর কেউ কারও প্রাপরক্ষ করলে সে যেন পৃথিবীর সকল মানুষের প্রাণ রক্ষা করল। তাদের কাছে তো আমার রসূলুরা স্পষ্ট প্রশংসন এনেছিল, কিন্তু এর পরও পৃথিবীতে অনেকেই সীমালজ্জনকারী রয়ে গেল। — ৫ সুরা মাযিদা : ২৭-৩২

নশুর : অবিনশ্বর ও নশুর দ্রু।

নামাজ ও জাকাত : তুমি কি তাকে দেখেছে যে নিয়েধ করে বান্দাকে (মানুষকে), যখন সে নামাজ আদায় করে ! তুমি কি লক্ষ করেছ সে সংপথে আছে ও সংযমী হতে বলে, নাকি সে মিথ্যা আরোপ করে ও মুখ ফিরিয়ে নেয় ?

সে কি জানে না যে, আল্লাহু দেখেন? না, সে যদি বিরত না হয় তবে আমি তার মাথার সামনের চুল ধরে তাকে টান দেব, মিথ্যাচারী, জ্ঞানপাপীর চুল ধরে।

অতএব সে তার দেসরদের ডাক দিক! আমিও ডাকব জাহান্নামের প্রহরীদেরকে। ওর আচরণ ভালো নয়। তুমি ওকে অনুসূরণ কোরো না। তুমি সিজদা করো, আর আমার কাছে এসো। — ৯৬ সুরা আলাক : ৯-১৯

ওহে, তুমি যে কিমা নিজেকে ঢাদের জড়িয়ে রেখেছ! তুমি রাত্রিতে প্রার্থনার জন্য দাঁড়াও, রাত্রির কিছু অশ্ব বাদ দিয়ে, অর্ধেক বা তার কিছু কম বা বেশি। বোরান আবৃত্তি কর ধীরে ধীরে, স্পষ্ট ও সুন্দরভাবে।। আমি তোমার কাছে এক গুরুত্বপূর্ণ বাণী অবর্তীর্ণ করতে যাচ্ছি। রাত্রিতে উঠে উপাসনা, মনোনিবেশ ও হাদয়সম করার জন্য প্রশস্ত সময়। দিনে নিশ্চয়ই তোমার কর্মব্যগ্নতা রয়েছে। সুতরাং তুমি তোমার প্রতিপালকের নাম স্মরণ কর আর একনিষ্ঠভাবে তাঁর কাছে আত্মনিবেদন করো। — ৭৩ সুরা মুজ্জাসিল : ১-৮

তোমার প্রতিপালক তো জানেন তুমি কখনও রাতের আয় তিনের দুইভাগ, কখনও অর্ধেক, আবার কখনও তিনের একভাগ জেগে থাক। আর তোমার সঙ্গীদের একটি দলও জেগে থাকে। আল্লাহই দিন ও রাতের সঠিক হিসাব রাখেন। তিনি জানেন যে, তোমরা এর সঠিক হিসাব রাখতে পারবে না। সেজন্য আল্লাহ তোমাদের (ওপর) ক্ষমাপরবশ। তাই কোরানের যতটুকু আবৃত্তি করা তোমাদের জন্য সহজ ততটুকু আবৃত্তি কর। আল্লাহ জানেন, তোমাদের মধ্যে কেউ-কেউ অসুস্থ হয়ে পড়বে, কেউ-কেউ আল্লাহর অনুগ্রহের সন্ধানে সফরে যাবে, আর কেউ আল্লাহর পথে সংগ্রামে ব্যস্ত থাকবে। কাজেই কোরান হতে যতটুকু আবৃত্তি করা তোমাদের জন্য সহজ ততটুকুই আবৃত্তি করো। তোমরা নামাজ কায়েম করো, জাকাত দাও আর আল্লাহকে দাও উন্নত ঝণ। তোমাদের আত্মার মঙ্গলের জন্য যা-কিছু ভালো তোমরা আগে পাঠাবে। তোমরা তার চেয়ে আরও ভালো ও বড় পুরুষ্কার পাবে আল্লাহর কাছে। আর তোমরা ক্ষমা প্রার্থনা কর আল্লাহর কাছ থেকে। আল্লাহ তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। — ৭৩ সুরা মুজ্জাসিল : ২০

জনাতে তারা পরম্পরাকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে অপরাধীদের সম্পর্কে (বলবে) ‘তোমাদের কিসে সাকার- এ নিয়ে এল?’ ওরা বলবে, ‘আমরা নামাজ পড়তাম না ...।’ — ৭৪ সুরা মুদ্দাস্সির : ৪০-৪৩

নিশ্চয় সাফল্য লাভ করবে সে যে পবিত্র। আর (যে) তার প্রতিপালকের নাম স্মরণ করে ও নামাজ পড়ে। — ৮৭ সুরা আলা : ১৪-১৫

আমি তোমাকে কাউসার [ইহকাল ও পরকালের কল্যাণ] দান করেছি, সুতরাং তুমি তোমার প্রতিপালকের জন্য নামাজ পড়ো ও কোরবানি দাও। যে তোমার দুশ্মন সে-ই তো নির্বৎশ। — ১০৮ সুরা কাওসার : ১-৩

সুতরাং দুর্ভোগ সেসব নামাজ আদায়কারীর যারা তাদের নামাজ সম্বন্ধে উদাসীন, যারা তা পড়ে লোকদেখানোর জন্য ...। — ১০৭ সুরা মাউন : ৪-৭

সে বিশ্বাস করে নি ও নামাজ পড়ে নি, বরং সে অবিশ্বাস করেছিল ও মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। — ৭৫ সুরা কিয়ামা : ৩১-৩২

আমি আকাশ ও পথিবী এবং দুয়ের মধ্যবর্তী সবকিছু ছয়দিনে সৃষ্টি করেছি। কুস্তি আমাকে স্পর্শ করে নি। অতএব ওরা যা বলে তাতে তুমি ধৈর্য ধরো এবং তোমার প্রতিপালকের পবিত্র মহিমা প্রশংসাভরে ঘোষণা করো সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের পূর্বে — তাঁর পবিত্র মহিমা ঘোষণা করো রাত্রির একাশে ও সিজদার পরেও। — ৫০ সুরা কাফঃ ৩৮-৪০

... প্রত্যেক নামাজে তোমাদের লক্ষ্য স্থির রাখবে ও তাঁরই আনুগত্যে বিশুদ্ধচিষ্ঠে একনিষ্ঠ হয়ে তাঁকেই ডাকবে। তোমরা সেইভাবে ফিরে আসবে যেভাবে তিনি তোমাদেরকে প্রথমে সৃষ্টি করেছিলেন। — ৭ সুরা আরাফঃ ২৯

হে আদমসত্ত্বান ! প্রত্যেক নামাজের সময় তোমরা শুন্দর পোশাক পরবে...। — ৭ সুরা আরাফঃ ৩১

...তিনি বললেন, ‘আমার শাস্তি যাকে ইচ্ছা দিয়ে থাকি। আর আমার অনুগ্রহ সে তো প্রত্যেক জিনিসে ছড়িয়ে আছে। তাই আমি তাদের জন্য তা লিখে দিই যারা সংযম পালন করে, জাকাত দেয় ও আমার নির্দেশনগুলোয় বিশ্঵াস করে...।’ — ৭ সুরা আরাফঃ ১৫৬

... আর যারা কিতাবকে দৃঢ়ভাবে ধরে থাকে ও যথারীতি নামাজ পড়ে আমি তো তাদের মতো সৎকর্মপ্রায়ণদের শুমফল নষ্ট করি না। — ৭ সুরা আরাফঃ ১৭০

তোমার প্রতিপালককে মনেমনে, বিনয়ে ও ভয়ে, অনুচ্ছ স্বরে সকালে ও সন্ধ্যায় স্মরণ করবে এবং তুমি উদাসীন হবে না। যারা তোমার প্রতিপালকের সান্নিধ্যে রয়েছে তারা তো অহংকারে তাঁর উপাসনা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় না এবং তারা তাঁরই মহিমা ঘোষণা করে ও তাঁরই কাছে তারা সিজদা করে। — ৭ সুরা আরাফঃ ২০৫-২০৬

... তুমি কেবল তাদেরকে সতর্ক করতে পার যারা তাদের প্রতিপালককে না দেখে ভয় করে ও নামাজ পড়ে। — ৩৫ সুরা ফাতিরঃ ১৮

যারা আল্লাহ'র কিতাব আব্দ্বি করে, নামাজ কায়েম করে এবং আমি তাদের যে-জীবনের উপকরণ দিয়েছি তার থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে তারাই আশা করতে পারে তাদের ব্যাবসা ব্যর্থ হবে না। — ৩৫ সুরা ফাতিরঃ ২৯

সে (ঈসা) বললো, ‘আমি তো আল্লাহ'র দাস। তিনি আমাকে কিতাব দিয়েছেন ও আমাকে নবি করেছেন। যেখানেই আমি থাকি—না কেন, তিনি আমাকে আশিসভাজন করেছেন, তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যত দিন জীবিত থাকি ততদিন নামাজ ও জাকাত আদায় করতে এবং আমার মায়ের অনুগত থাকতে...।’ — ১৯ সুরা মরিয়মঃ ৩০-৩১

সে (ইসমাইল) তার পরিজনবর্গকে নামাজ ও জাকাত আদায়ের নির্দেশ দিত ; আর সে ছিল তার প্রতিপালকের প্রিয়পাত্র। — ১৯ সুরা মরিয়মঃ ৫৫

নবিদের মধ্যে আল্লাহ' যাদেরকে পুরস্কৃত করেছেন এরাই তারা : আদমের বংশধর ও যাদেরকে আমি নুহের সাথে নৌকায় ঢিয়েছিলাম তাদের বংশধর, ইব্রাহিম ও ইসরাইলদের বংশধর যাদের আমি পথের হিন্দিস দিয়েছিলাম ও মনেনীত করেছিলাম। তাদের কাছে করুণাময়ের আয়ত আব্দ্বি করা হলে তারা সিজদায় লুটিয়ে পড়ত ও অশুবিসর্জন করত তারপর তাদের পরে যারা এল তারা নামাজ নষ্ট করল ও কুপ্রবৃত্তির অনুসারী হল। সুতরাং তারা অচিরেই পথব্রহ্মতার শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে। — ১৯ সুরা মরিয়মঃ ৫৮-৫৯

তারপর যখন সে আগনের কাছে এল, তখন তাকে ডেকে বলা হল, ‘হে মুসা ! নিষ্ঠয় আমি তোমার প্রতিপালক, অতএব তুমি তোমার জুতো খুলে ফেলো, কারণ তুমি এখন পরিত্র তোমার উপত্যকায় রয়েছে। আর আমি তোমাকে মনোনীত করেছি, অতএব যা প্রত্যাদেশ করা হচ্ছে তা তুমি মন দিয়ে শোন। আমিই আল্লাহ, আমি ছাড়া অন্য কোনো উপাস্য নেই। অতএব আমার উপাসনা কর ও আমাকে স্মরণ করে নামাজ কায়েম করো।’ — ২০ সুরা তাহা : ১১-১৪

সুতরাং ওরা যা বলে সে-বিষয়ে তুমি ধৈর্য ধরো। আর সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের পূর্বে তোমার প্রতিপালকের পরিত্র মহিমা ঘোষণা করো আর পরিত্র মহিমা ঘোষণা করো রাত্রে ও দিনে যাতে তুমি সম্মুষ্ট হতে পার। — ২০ সুরা তাহা : ১৩০

আর তোমার পরিবারবর্গকে নামাজের আদেশ দাও ও তুমি সে-ব্যাপারে অবিচলিত থাক। — ২০ সুরা তাহা : ১৩২

তুমি পরাক্রমশালী, পরম দয়াময়ের ওপর ভরসা কর যিনি তোমাকে দেখেন যখন তুমি (একা) দাঁড়াও (নামাজে) বা ওঠেস করো তাদের সঙ্গে যারা সিজদা করে। তিনি তো সবই শোনেন, সবই জানেন। — ২৬ সুরা শোআরা : ২১৭-২২০

তা-সিন। এগুলো কোরানের আয়াত, সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত ; পথনির্দেশ ও সুসংবাদ বিশেষ বিশ্বাসীদের জন্য, যারা নামাজ কায়েম করে, জাকাত দেয় ও পরকালে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে। — ২৭ সুরা নমল : ১-৩

সূর্য হলে পড়ার পর রাতের ঘন অন্ধকার পর্যন্ত তুমি নামাজ কায়েম করবে আর কোরান পড়বে ফজরে। দেখো, ফজরে পড়ার লক্ষ করা হয়। আর রাতের কিছু অংশে তুমি তাহাজ্জুদ [রাতের শেষার্ধে ঘুম থেকে উঠে যে নামাজ পড়া হয়] নামাজ পড়বে। তোমার জন্য এ অতিরিক্ত কর্তব্য। আশা করা যায় তোমার প্রতিপালক তোমাকে প্রশংসনীয় স্থানে উন্নীত করবেন। — ১৭ সুরা বনি-ইসরাইল : ৭৮-৭৯

বলো, ‘তোমরা ‘আল্লাহ’ নামে ডাকো বা ‘রহমান’ নামে ডাকো, তোমরা যে নামেই ডাকো তাঁর সব নামই তো সুন্দর। নামাজের স্বর উচ্চ কোরো না ও বেশি ক্ষীণও কোরো না আর এ-দুইয়ের মধ্যপথ অবলম্বন করো।’ — ১৭ সুরা বনি-ইসরাইল : ১১০

আমি মুসা ও তার ভাইকে প্রত্যাদেশ পাঠালাম, ‘মিশরে তোমাদের সম্প্রদায়ের জন্য বাড়ি বানাও, আর তোমাদের বাড়িগুলোকে কিবলা করো, নামাজ পড়ো ও বিশ্বাসীদের সুসংবাদ দাও।’ — ১০ সুরা ইউনুস : ৮৭

ওরা (মাদিয়ানবাসীরা) বললো, ‘হে শোয়াইব। তোমার নামাজ কি তোমাকে নির্দেশ দেয় যে, আমাদের পিতৃপুরুষেরা যার উপাসনা করত আমরা তাকে ছেড়ে দেব, আর ধনসম্পদ সম্পর্কে আমরা যা খুশি করতে পারব না ? তুমি তো এক ধৈর্যধারী সদাচারী।’ — ১১ সুরা হুদ : ৮৭

তুমি নামাজ কায়েম করবে দিনের দুই প্রাত্নভাগে ও রাতের প্রথম অংশে। সংক্রম তো অসংকর্মকে দূর করে দেয়। যারা উপদেশ গ্রহণ করে এ তাদের জন্য এ এক উপদেশ। — ১১ সুরা হুদ : ১১৪

... বলো, ‘আল্লাহর পথই পথ। আর আমাদেরকে বিশ্বজগতের প্রতিপালকের কাছে আত্মসমর্পণ করতে আদেশ করা হয়েছে। আর তোমরা নামাজ পড়ে ও তাঁকে ভয় করো। আর তাঁরই কাছে তোমাদেরকে সমবেত করা হবে।’ ৬ সুরা আনআম : ৭১-৭২

আমি কল্যাণময় করে অবতীর্ণ করেছি এই কিতাব যা এর পূর্বেকার কিতাবের সমর্থক আর যা দিয়ে তুমি মৃক্ষা ও ওর পার্শ্ববর্তী লোকদেরকে সতর্ক কর। যারা পরকালে বিশ্বাস করে তারা এতে বিশ্বাস করে এবং তারা তাদের নামাজের হেফাজত করে। — ৬ সুরা আনআম : ৯২

বলো, ‘আমার নামাজ, আমার উপাসনা, আমার জীবন ও আমার মৃত্যু বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহরই উদ্দেশ্যে।’ — ৬ সুরা আনআম : ১৬২

আলিফ-লাম-মিম। এগুলো জ্ঞানময় কিতাবের আয়ত, পথনির্দেশ ও দয়া সংকর্ম-প্রায়ণদের জন্য, যারা নামাজ পড়ে, জাকাত দেয় ও পরলোকে দৃঢ় বিশ্বাস করে তারাই তাদের প্রতিপালকের পথে আছে এবং তারাই সফলকাম। — ৩১ সুরা লুকমান : ১-৪

‘বাছা ! নামাজ কায়েম করবে, সংকর্মের নির্দেশ দেবে ও বিপদে-আপদে ধৈর্য ধারণ করবে। এ-ই তো দৃঢ়সংকল্পজনের কাজ।’ — ৩১ সুরা লুকমান : ১৭

যে-লোক রাত্রিতে সিজদায় কিংবা দাঁড়িয়ে আনুগত্য করে, পরলোককে ভয় করে ও তাঁর প্রতিপালকের অনুগ্রহ প্রত্যাশা করে সে কি তার সমান, যে তা করে না ? — ৩৯ সুরা জুমার : ৯

... দুর্ভোগ অংশীবাদীদের জন্য যারা জাকাত দেয় না ও পরকালে বিশ্বাস করে না। — ৪১ সুরা হা-মিম-সিজ্দা : ৬-৭

আসলে তোমাদেরকে যা-কিছু দেওয়া হয়েছে তা পার্থিব জীবনের ভোগ, কিন্তু আল্লাহর কাছে যা আছে তা আরও ভালো ও আরও স্থায়ী — তাদের জন্য যারা বিশ্বাস করে ও তাদের প্রতিপালকের ওপর নির্ভর করে, যারা গুরুতর পাপ ও অশ্লীল কার্য থেকে নিজেদের বাঁচিয়ে রাখে, আর রাগ করেও ক্ষমা করে দেয়, যারা তাদের প্রতিপালকের ডাকে সাড়া দেয়, নামাজ পড়ে, নিজেদের মধ্যে পরামর্শের মাধ্যমে নিজেদের কর্ম সম্পাদন করে ও তাদের যে-জীবনের উপকরণ দিয়েছি তার থেকে ব্যয় করে এবং যারা অত্যাচারিত হলে প্রতিশোধ নেয়। — ৪২ সুরা শুরা : ৩৬-৩৯

আমার দাসদের মধ্যে যারা বিশ্বাসী তাদেরকে বলো নামাজ কায়েম করতে আর আমি তাদেরকে যা দিয়েছি তার থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে খরচ করবে সেদিনের আগেই যেদিন কেনাবেচা ও বন্ধুত্ব থাকবে না। — ১৪ সুরা ইন্সাইম : ৩১

‘হে আমাদের প্রতিপালক ! আমি আমার বংশধরদের কর্তৃককে তোমার পবিত্র গৃহের কাছে এক অনুর্বর উপত্যকায় বসবাস করালাম। হে আমাদের প্রতিপালক ! যেন ওরা নামাজ কায়েম করে। — ১৪ সুরা ইন্সাইম : ৩৭

‘হে আমার প্রতিপালক ! আমাকে ও আমার বংশধরদের নামাজ কায়েমকারী কর। হে আমার প্রতিপালক ! আমার প্রার্থনা করুন কর।’ — ১৪ সুরা ইন্সাইম : ৪০

আর আমি ইস্রাহিমকে দান করেছিলাম ইসহাক, আরও দান করেছিলাম ইয়াকুব আর প্রত্যেককেই সৎকর্মপরায়ণ করেছিলাম। আর তাদেরকে করেছিলাম নেতা ; তারা আমার নির্দেশ অনুসারে মানুষকে সৎপথ প্রদর্শন করত ; তাদেরকে আদেশ করেছিলাম সৎকাজ করতে, নামাজ কায়েম করতে ও জ্ঞাকাত প্রদান করতে ; তারা আমারই উপাসনা করত। — ২১ সুরা আল্মিয়া : ৭২-৭৩

অবশ্যই সফলকাম হয়েছে বিশ্বাসীরা যারা নিজেদের নামাজে বিনয়নম্ব, যারা অসার ক্রিয়াকলাপ হতে বিরত থাকে, যারা জ্ঞাকাতদানে সক্রিয় এবং নিজেদের যৌন অঙ্গকে সংযত রাখে। তবে নিজেদের পত্নী বা ডান হাতের তাঁবের দাসীদের ক্ষেত্রে অন্যথা করলে তারা নিন্দনীয় হবে না। অবশ্য কেউ এদের ছাড়া অন্যকে কামনা করলে তারা সীমালজ্বন করবে। আর যারা আমানত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে আর যারা নিজেদের নামাজে যত্নবান তারাই হবে অধিকারী, অধিকারী হবে ফিরদাউসের যেখানে ওরা চিরকাল থাকবে। — ২৩ সুরা মুমিনু : ১-১১

... তুমি যখন ঘূর থেকে উঠবে তখন তুমি তোমার প্রতিপালকের পবিত্র মহিমা ঘোষণা করবে। আর তার পবিত্রতা ঘোষণা করো রাত্রির কিছু অংশে, আর রাত্রিশেষে যখন তারারা পালিয়ে যায়। — ৫২ সুরা তুর : ৪৮-৪৯

মানুষ তো স্বভাবতই অস্ত্রি। সে বিপদে পড়লে হাহতাশ করে আর তার ভালো হলেই (কার্পণ্য ক'রে) 'না' বলে, তবে তারা নয় যারা নামাজ পড়ে, যারা নামাজে নিষ্ঠাবান, যাদের ধনসম্পদে তাদের জন্য এক অধিকার স্বীকার করা হয়েছে যারা চায় আর যারা চাইতে পারে না, আর যারা কর্মফল-দিবসকে সত্য বলে জানে, যারা তাদের প্রতিপালককের শাস্তিকে ভয় পায়, তাদের প্রতিপালকের শাস্তি থেকে নিশ্চয় তাদের পরিআণ নেই। আর যারা নিজেদের যৌন অঙ্গকে সংযত রাখে, কিন্তু তাদের স্ত্রী বা তাদের অধিকারভুক্ত দাসীদের ক্ষেত্রে তারা নিন্দনীয় হবে না, আর কেউ এদেরকে ছাড়া অন্যকে কামনা করলে তারা সীমালজ্বন করবে, আর যারা আমানত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে, যারা সাক্ষ্য দিতে আটল এবং নিজেদের নামাজে যত্নবান তারাই সম্মানিত হবে জানাতে। — ৭০ সুরা মাআরিজ : ১৯-৩৫

সুতরাং, তোমরা সক্ষ্যায় ও সকালে আল্লাহ'র পবিত্র মহিমা ঘোষণা করো, আর মহিমা ঘোষণা করো বিকালে ও দুপুরে। আকাশ ও পথিবীতে সকল প্রশংসা তাঁরাই। — ৩০ সুরা বুরু : ১৭-১৮

বিশুঁঠিট্টে তাঁর দিকে মুখ ফেরাও ; তাঁকে ভয় করো। নামাজ কায়েম করো আর অংশীবাদীদের অস্তর্ভুক্ত হয়ো না। — ৩০ সুরা বুরু : ৩১

মানুষের ধনসম্পদ বৃদ্ধির জন্য তোমরা যা সুদে দিয়ে থাক তা আল্লাহ'র কাছে বৃদ্ধি পায় না। কিন্তু তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ'র সম্মুষ্টি লাভের জন্য জ্ঞাকাত দিয়ে থাকে, তাদেরই ধনসম্পদ বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। — ৩০ সুরা বুরু : ৩২

তোমার প্রতি প্রত্যাদিষ্ট কিতাব থেকে আবঢ়ি কর ও নামাজ কায়েম কর। অবশ্যই নামাজ অশুলীল ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে। আল্লাহ'র স্মরণই সবচেয়ে বড়। তোমরা যা কর, আল্লাহ' তা জানেন। — ২৯ সুরা আনকাবুত : ৪৫

আলিফ-লাম-মিম। এ সেই কিতাব, এতে কোনো সন্দেহ নেই, সাবধানিদের জন্য এ পথপদর্শক যারা অদৃশ্যে বিশ্বাস করে, নামাজ কায়েম করে ও তাদেরকে যে-জীবিকা দান করেছি তার থেকে ব্যয় করে এবং যারা তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে ও তোমার পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছিল তাতে বিশ্বাস করে ও যারা পরলোকে নিশ্চিত বিশ্বাসী, তারাই তাদের প্রতিপালকের নিদেশিত পথে রয়েছে ও তারাই সফলকাম। — ২ সুরা বাকারা : ১-৫

তোমরা নামাজ কায়েম করো ও জ্ঞান দাও ও যারা রুকু দেয় (অবনত হয়) তাদের সঙ্গে রুকু দাও (অবনত হও)। তোমরা মানুষকে সৎকাজের নির্দেশ দাও অথচ নিজেরা ভুল যাও, আবার কিতাবও পড়? তোমরা কি বুঝবে না? তোমরা ধৈর্য ধরো ও নামাজের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করো। আর বিনীতরা ছাড়া আর সকলের কাছে এ তো কঠিন! (তারাই বিনীত) যারা বিশ্বাস করে যে তাদের প্রতিপালকের সাথে তাদের নিশ্চয় দেখা হবে আর তাঁরাই দিকে তারা ফিরে যাবে। — ২ সুরা বাকারা : ৪৩-৪৬

আর যখন বনি-ইসরাইলের কাছ থেকে আমি অঙ্গীকার নিয়েছিলাম যে তোমরা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারণ উপাসনা করবে না, মাতাপিতা, আত্মীয়স্থজন, পিতৃহীন ও দরিদ্রদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করবে, আর লোকের সাথে ভালোভাবে কথা বলবে, নামাজ কায়েম করবে ও জ্ঞান দেবে, (তখন) কিন্তু অল্পসংখ্যক লোক ছাড়া তোমরা সকলে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। — ২ সুরা বাকারা : ৮৩

আর তোমরা নামাজ কায়েম কর ও জ্ঞান দাও। এই উত্তম কাজের ঘা-কিছু আগে পাঠাবে আল্লাহ্ কাছে তা-ই পাবে। তোমরা যা কর নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা দেখেন। — ২ সুরা বাকারা : ১১০

আর (শ্মরণ করো) সেই সময়কে যখন আমি (কাবা) ঘরকে মানুষের ফিলনক্ষেত্র ও আশ্রয়স্থল করেছিলাম। (আর আমি বলেছিলাম) ‘তোমরা ইব্রাহিমের দাড়ানোর জায়গাকে নামাজের জায়গারাপে গ্রহণ করো।’ — ২ সুরা বাকারা : ১২৫

হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা ধৈর্য ও নামাজের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করো। — ২ সুরা বাকারা : ১৫৩

পূর্ব ও পশ্চিম দিকে তোমাদের মুখ ফেরানোতে কোনো পুণ্য নেই; কিন্তু পুণ্য আছে আল্লাহ্, পরবর্ত, ফেরেশ্তা, সব কিতাব ও নবিদের ওপর বিশ্বাস করলে আর আল্লাহ্ ভালোবাসায় আত্মীয়স্থজন, পিতৃহীন, অভাবগ্রস্ত, মুসাফির, সাহায্যপ্রার্থীদেরকে ও দাসমুক্তির জন্য অর্থ দান করলে, আর নামাজ কায়েম করলে ও জ্ঞান দিলে, আর প্রতিশুরূতি পালন করলে, আর দুঃখ, কষ্ট ও যুক্তির সময় ধৈর্যধারণ করলে। এরাই তারা যারা সত্যবাদী ও সাবধানি। — ২ সুরা বাকারা : ১৭৭

তোমরা নামাজের প্রতি যত্নবান হবে, বিশেষ করে মাঝের নামাজ [আসরের নামাজ] স্বত্ত্বে রক্ষা করবে আর আল্লাহ্ সামনে বিনীত হয়ে দাঁড়াবে। যদি তোমরা তয় পাও, তবে পথে চলতে বা আরোহী অবস্থায় (নামাজ পড়বে), পরে যখন তোমরা নিরাপদ হবে, তখন আল্লাহকে শ্মরণ করবে যেভাবে তিনি তোমাদেরকে যা শিক্ষা দিয়েছেন, যা তোমরা জানতে না। — ২ সুরা বাকারা : ২০৮-২০৯

যারা বিশ্বাস করে ও সৎকার্য করে, নামাজ কায়েম করে ও জ্ঞাকাত দেয়, তাদের পুরস্কার আছে তাদের প্রতিপালকের কাছে। তাদের কোনো ভয় নেই, আর তারা কোনোরকম দুঃখও পাবে না। — ২ সুরা বাকারা : ২৭

যারা নামাজ কায়েম করে ও আমি যা দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে তারাই প্রকৃত বিশ্বাসী। — ৮ সুরা আনফাল : ৩-৪

আর কাবাগহের কাছে শুধু শিস ও করতালি দেওয়াই ছিল তাদের নামাজ। তোমরা যে অবিশ্বাস করতে তার জন্য তোমরা শাস্তি ভোগ করো। — ৮ সুরা আনফাল : ৩৫

যখন সে (জ্ঞাকারিয়া) নামাজে ব্যস্ত ছিল তখন ফেরেশতারা তাকে সম্বোধন করে বলল, ‘আল্লাহ তোমাকে ইয়াহইয়ার সুস্মৰাদ দিচ্ছেন ...। — ৩ সুরা আল-ই-ইমরান : ৩৯

... (হে নবীপত্রিগণ !) তোমরা নামাজ কায়েম করবে ও জ্ঞাকাত দিবে এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলের অনুগত হবে। — ৩৩ সুরা আহজাব : ৩

হে বিশ্বাসিগণ ! তোমরা নেশার অবস্থায় নামাজের কাছে যেয়ো না, যতক্ষণ না তোমরা কী বলছ তা বুঝতে পার, আর পথে চলার সময় ছাড়া অপবিত্র অবস্থাতেও নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা গোসল কর। আর যদি তোমরা অসুস্থ থাক বা সফরে থাক বা তোমাদের কেউ পায়খানা থেকে আস বা স্ত্রীর সাথে সংগত হও আর পানি না পাও, তবে তাইয়াস্মুম করবে পরিষ্কার মাটি দিয়ে ও (তা) মুখে ও হাতে বুলিয়ে নেবে। নিশ্চয়, আল্লাহ পাপমোচনকারী, ক্ষমাশীল। — ৪ সুরা নিসা : ৪৩

তুমি কি তাদেরকে দেখনি যাদের বলা হয়েছিল, ‘তোমরা তোমাদের হাতকে সংয়ত করো, আর, নামাজ কায়েম কর ও জ্ঞাকাত দাও?’ — ৪ সুরা নিসা : ৭৭

আর তোমরা যখন পৃথিবীতে সফর করবে তখন যদি তোমাদের ভয় হয় যে অবিশ্বাসীরা তোমাদের নির্ধারিত করবে, তবে নামাজ সংক্ষেপ করলে তোমাদের কোনো দোষ নেই। অবিশ্বাসীরা তোমাদের প্রকাশ্য শক্ত।

আর তুমি যখন তাদের মধ্যে থাকবে ও তাদের নিয়ে নামাজ পড়বে তখন একদল তোমার সঙ্গে যেন দাঁড়ায় আর তারা যেন সশ্রম্ভ থাকে। তারপর সিজদা করা হলে তারা যেন তোমাদের পিছনে অবস্থান করে; আর তারা যেন সতর্ক ও সশ্রম্ভ থাকে। অবিশ্বাসীরা চায়, তোমরা যেন তোমাদের অস্ত্রশস্ত্র ও আসবাবপত্র সম্বন্ধে অসতর্ক হও যাতে তারা তোমাদের ওপর হঠাতে ঝাপিয়ে পড়তে পারে। কিন্তু তোমাদের কোনো দোষ নেই যদি বৃষ্টিবাদলের জন্য তোমাদের কষ্ট হয় বা তোমাদের অসুস্থ হয় আর তোমরা অস্ত্র রেখে দাও, কিন্তু অবশ্যই ছাঁশিয়ার থাকবে। আল্লাহ তো অবিশ্বাসীদের জন্য অপমানকর শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন।

তারপর যখন তোমরা নামাজ শেষ করবে, তখন দাঁড়িয়ে, বসে বা শুয়ে আল্লাহকে স্মরণ করবে। যখন তোমরা নিরাপদ হবে তখন নামাজ কায়েম করবে। নির্ধারিত সময়ে নামাজ কায়েম করা বিশ্বাসীদের জন্য অবশ্যকর্তব্য। — ৪ সুরা নিসা : ১০১-১০৩

... আর যখন তারা (মুনাফিকরা) নামাজে দাঁড়ায় তখন চিলেচালাভাবে কেবল লোক-দেখানোর জন্য দাঁড়ায়, এবং আল্লাহকে তারা অল্পই স্মরণ করে। — ৪ সুরা নিসা : ১৪২

কিন্তু তাদের মধ্যে যারা স্থিতপ্রস্তুত তারা ও বিশ্বাসীরা তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে ও তোমার পূর্বে যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তাতেও বিশ্বাস করে এবং যারা নামাজ কায়েম করে, জ্ঞাকাত দেয় এবং আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাস করে আমি তাদেরকে বড় পূর্ম্ম্বকার দেব। — ৪ সুরা নিসা : ১৬২

তারা তো আদিষ্ট হয়েছিল আল্লাহ্ আনুগত্যে খাঁটি মনে একনিষ্ঠত্বাবে তাঁর উপাসনা করতে ও নামাজ আদায় করতে এবং জ্ঞাকাত দিতে। এ-ই তো সরল ধর্ম। — ১৮ সুরা বাইয়িনা : ৫

... আর যারা তাদের প্রতিপালকের সন্তুষ্টিলাভের জন্য কষ্ট করে, নামাজ কায়েম করে, আমি তাদের জীবনের যে-উপকরণ দিয়েছি তার থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে আর যারা ভালোর দ্বারা ঘন্দকে দূর করে তাদের জন্য শুভ পরিণাম স্থায়ী জান্মাত...। — ১৩ সুরা রাদ : ২২-২৩

সেসব লোক, যাদেরকে ব্যবসাবণিজ্য ও কেনাবেচা আল্লাহ্ কে স্মরণ করতে, নামাজ পড়তে ও জ্ঞাকাত দিতে বিরত রাখে না তারা তয় করে সেদিনের যেদিন তাদের অন্তর ও দৃষ্টি ভয়ে বিশ্বল হয়ে পড়বে। — ২৪ সুরা নূর : ৩৭

তোমরা নামাজ কায়েম করো, জ্ঞাকাত দাও ও রসুলের আনুগত্য করো যাতে তোমরা অনুগ্রহভাজন হতে পার। তোমরা অবিশ্বাসীদেরকে পথিবীতে প্রবল ভেবো না। আগনুই ওদের আশ্রয়স্থল। কী খারাপ এ পরিণাম! — ২৪ সুরা নূর : ৫৭

আর স্মরণ করো যখন আমি ইব্রাহিমের জন্য কাবাঘরের জ্যায়গা ঠিক ক'রে দিয়েছিলাম (তখন) আমি বলেছিলাম আমার সঙ্গে কেনো শরিক করবে না আর আমার ঘরকে পবিত্র রেখো তাদের জন্য যারা তওয়াফ [প্রদক্ষিণ] করে ও যারা নামাজে দাঁড়ায়, কর্কু করে ও সিজদা করে। — ২২ সুরা হজ : ২৬

... তোমাদের উপাস্য তো একমাত্র আল্লাহ্। সুতরাং তাঁরই কাছে আত্মসমর্পণ করো ও সুসংবৃদ্ধ দাও বিনীতদের, যাদের হৃদয় আল্লাহ্ নাম করা হলে তয়ে কাঁপে, যারা তাদের বিপদে আপন্দে দৈর্ঘ্য ধরে ও নামাজ কায়েম করে আর আমি তাদের যে-জীবনের উপকরণ দিয়েছি তার থেকে ব্যয় করে। — ২২ সুরা হজ : ৩৪-৩৫

... আল্লাহ্ যদি মানবজাতির এক দলকে আর এক দল দিয়ে বাধা না দিতেন তা হলে বিধিবন্ত হয়ে যেত (খ্রিস্টানদের) মঠ ও গীর্জা, ধর্মস হয়ে যেত (ইহুদিদের) ভজনালয়, আর মসজিদ যেখানে আল্লাহ্ নাম বেশি করে স্মরণ করা হয়। আল্লাহ্ নিশ্চয়ই তাকে সাহায্য করেন যে তাঁর (ধর্মকে) সাহায্য করে। আল্লাহ্ নিশ্চয়ই শক্তিমান, পরাক্রমশালী। আমি এদেরকে পথিবীতে প্রতিষ্ঠা করলে এরা যথাযথভাবে নামাজ পড়বে, জ্ঞাকাত দেবে ও সংকর্মের নির্দেশ দেবে ও অসংকর্ম নিষেধ করবে। সকল কর্মের পরিণাম আল্লাহ্ এখতিয়ারভূক্ত। — ২২ সুরা হজ : ৪০-৪১

হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা কর্কু করো, সিজদা করো ও তোমার প্রতিপালকের উপাসনা করো এবং সংকর্ম করো যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার। আর আল্লাহ্ পথে জিহাদ করো যেভাবে জিহাদ করা উচিত। তোমাদের তিনি মনোনীত করেছেন। তিনি তোমাদের ধর্মে

তোমাদের জন্য কঠিন কোনো বিধান দেন নি। এ ধর্ম তোমাদের পিতা ইব্রাহিমের ধর্মের অনুরূপ। তিনি (আল্লাহ) পূর্বে তোমাদের নামকরণ করেছিলেন 'মুসলিম', আর এ—কিতাবেও করেছেন, যাতে রসূল তোমাদের জন্য সাক্ষীস্বরূপ হয় এবং তোমরা সাক্ষীস্বরূপ হও মানবজগতির জন্য। সুতরাং তোমরা নামাজ কায়েম করো, জ্ঞাকাত দাও ও আল্লাহকে অবলম্বন করো। তিনিই তোমাদের অভিভাবক, এক মহানুভব অভিভাবক ও সাহায্যকারী।

— ২২ সুরা হজ : ৭৭-৭৮

(রসূলের সাথে) তোমরা কি একান্তে কথা বলার পূর্বে সাদকা দেওয়াকে কষ্টকরো মনে করো? যদি তোমরা সাদকা দিতে না পার, তবে আল্লাহ তোমাদের দিকে মুখ তুলে চাইবেন; তখন তোমরা (অন্তত) নামাজ কায়েম করবে, জ্ঞাকাত দেবে আর আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করবে। তোমরা যা করো আল্লাহ তা ভালোভাবে জানেন।

— ৫৮ সুরা মুজাদলা : ১৩

হে বিশ্বাসিগণ! জুম্মার দিনে যখন নামাজের জন্য ডাকা হয় তখন তোমরা আল্লাহকে মনে রেখে তাড়াতাড়ি করবে ও কেনাবেচে বন্ধ রাখবে। এ-ই তোমাদের জন্য ভালো, যদি তোমরা বোঝ। নামাজ শেষ হলে তোমরা বাইরে ছড়িয়ে পড়বে ও আল্লাহর অনুগ্রহ সঞ্চান করবে এবং আল্লাহকে বেশি করে ডাকবে যাতে তোমরা সফলকাম হও। ব্যবসায়ের সুযোগ বা তামাশা দেখলে তোমাকে দাঁড় করিয়ে রেখে ওরা সেদিকে ছুটে যায়। বলো, 'আল্লাহর কাছে যা আছে তা তামাশা ও ব্যবসার চেয়ে অনেকে ভাল।' আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ জীবিকাদাত।

— ৬২ সুরা যুম্মা : ৯-১১

হে বিশ্বাসিগণ! যখন তোমরা নামাজের জন্য দাঁড়াও তখন তোমাদের মুখ ও হাত কনুই পর্যন্ত ধোবে ও তোমাদের মাথায় হাত বুলিয়ে নেবে আর পা গিঁট পর্যন্ত ধোবে। যদি তোমরা অপবিত্র থাক তবে বিশেষভাবে পবিত্র হবে। যদি তোমরা অসুস্থ থাকো বা সফরে থাক বা তোমাদের কেউ পায়খানা থেকে আস কিংবা স্ত্রীর সাথে সংগত হও, আর পানি না পাও তবে তাইয়াস্মুম করবে পরিক্ষার মাটি দিয়ে এবং তা মুখে ও হাতে বুলিয়ে নেবে। আল্লাহ তোমাদেরকে কষ্ট দিতে চান না এবং তিনি তোমাদেরকে পবিত্র করতে চান ও তোমাদের ওপর তার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করতে চান যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞানাতে পার।

— ৫ সুরা মায়দা : ৬

আল্লাহ তো বনি-ইসরাইলের অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলেন ও তাদের মধ্য থেকে বারো জন নেতা নিযুক্ত করেছিলেন এবং বলেছিলেন, 'আমি তোমাদের সঙ্গে আছি, তোমরা যদি নামাজ পড়, জ্ঞাকাত দাও, আমার রসূলদের বিশ্বাস করো ও তাদের সম্মান করো এবং আল্লাহকে কর্জে হাসনা [উন্নত ঝণ] দাও তবে তোমাদের দোষ অবশ্যই আমি মোচন করব; আর তোমাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করতে দেব, যার নিচে নদী বহুবে এর পরও যে অবিশ্বাস করবে সে তো সোজা পথ হারাবে।'

— ৫ সুরা মায়দা : ১২

তোমাদের বন্ধু তো আল্লাহ, তাঁর রসূল আর বিশ্বাসীরা যারা নামাজ কায়েম করে, জ্ঞাকাত দেয় ও বিনত হয়।

— ৫ সুরা মায়দা : ৫৫

আর তোমরা যখন নামাজের জন্য ডাক তখন তারা তাকে হাসিতামাশা ও খেলার জিনিস বলে নেয়; কারণ, এরা এমন এক জাত যাদের বৃক্ষিশূক্ষি নেই।

— ৫ সুরা মায়দা : ৫৮

শয়তান তো মদ ও জ্বার দ্বারা তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ ঘটাতে চায় এবং তোমাদেরকে আল্লাহ'র ধ্যানে ও নামাজে বাধা দিতে চায়। তাহলে কি তোমরা নিবৃত্ত হবে না? — ৫ সুরা মায়দা : ১১

হে বিশ্বাসিগণ! তোমাদের কারও যখন মৃত্যুকাল ঘনিয়ে আসে তখন অসিয়ত করার সময় তোমাদের মধ্য থেকে দুর্জন ন্যায়পরায়ণ লোককে সাক্ষী রাখবে। তোমরা সফরে থাকলে ও তোমাদের মরণদণ্ড উপস্থিত হলে তোমাদের ছাড়া অন্য লোকদের মধ্য থেকে দুর্জন সাক্ষী মনোনীত করবে। তোমাদের সন্দেহ হলে নামাজের পর তাদের অপেক্ষা করতে বলবে। তারপর তারা আল্লাহ'র নামে শপথ করে বলবে, 'আমরা এর বিনিময়ে কোনো মূল্য গ্রহণ করব না যদি সে আত্মীয়ও হয় আর আমরা আল্লাহ'র সাক্ষ্য গোপন করব না, করলে আমরা নিশ্চয় পাপীদের অন্তর্ভুক্ত হব' — ৫ সুরা মায়দা : ১০৬

... কিন্তু যদি তারা (অংশীবাদীরা) তওবা করে, নামাজ কায়েম করে ও জ্ঞাত দেয় তবে তাদের পথ ছেড়ে দেবে। আল্লাহ তো ক্ষমশীল, পরম দয়ালু। — ৯ সুরা তওবা : ৫

তারপর তারা (অংশীবাদীরা) যদি তওবা করে, নামাজ কায়েম করে ও জ্ঞাত দেয় তবে তারা তোমাদের ধর্মভাই। আর জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য আমি নির্দেশনসমূহ স্পষ্টরূপে বয়ন করি। — ৯ সুরা তওবা : ১১

তারাই তো আল্লাহ'র মসজিদ বক্ষণাবেক্ষণ করবে যারা আল্লাহ'য় ও পরকালে বিশ্বাস করে, নামাজ কায়েম করে, জ্ঞাত দেয় এবং আল্লাহ' ছাড়া অন্য কাউকেই ভয় করে না, ওদেরই সংপথ পাওয়ার আশা আছে। — ৯ সুরা তওবা : ১৮

ওরা আল্লাহ' ও তার রসূলকে অঙ্গীকার করে, নামাজে শৈথিল্যের সঙ্গে উপস্থিত হয় ও অনিচ্ছায় অর্থ সাহায্য করে বলেই ওদের অর্থসাহায্য গ্রহণ করা নিষেধ করা হয়েছে। — ৯ সুরা তওবা : ৫৪

বিশ্বাসী নরনারী একে অপরের বন্ধু, এরা সৎকর্মের নির্দেশ দেয় ও অসৎ কর্ম নিষেধ করে, নামাজ কায়েম করে, জ্ঞাত দেয় আর আল্লাহ' ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করে; এদেরকেই আল্লাহ' দয়া করবেন আর আল্লাহ' তো শক্তিমান তত্ত্বজ্ঞানী। — ৯ সুরা তওবা : ৭১

ওদের মধ্যে কারও মৃত্যু হলে তুমি কখনও ওর জ্ঞানাজার নামাজ পড়ার জন্য ওর কবরের পাশে দাঁড়াবে না। ওরা তো আল্লাহ' ও তাঁর রসূলকে অঙ্গীকার করেছিল, আর সত্যত্যাগী অবস্থায় ওদের মৃত্যু হয়েছে। — ৯ সুরা তওবা : ৮৪

(মুনাফিকদের মধ্যে) যারা ক্ষতিসাধন, সত্যপ্রত্যাখ্যান ও বিশ্বাসীদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে একটি মসজিদ নির্যাগ করেছিল তার (আবু আমিরের) জন্য যে পূর্বে আল্লাহ' ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিল তারা হলফ করে বলবে, 'আমরা সৎ উদ্দেশ্যেই এটা করেছি।' আল্লাহ' সাক্ষী, নিশ্চয় ওরা মিথ্যাবাদী। তুমি এর মধ্যে কখনও দাঁড়াবে না। যে-মসজিদের ভিত্তি প্রথম দিন থেকেই ধর্মকর্মের জন্য স্থাপিত হয়েছে ওখানেই নামাজের জন্য তোমার দাঁড়ানো উচিত। ওখানে পরিত্র হতে চায় এমন লোক তুমি পাবে। আর যারা পবিত্র হয় আল্লাহ' তাদেরকে পছন্দ করেন। — ৯ সুরা তওবা : ১০৭-১০৮

যারা তওবা করে, উপাসনা করে, আল্লাহ'র প্রশংসা করে, রোজা করে, রকু ও সিজদা করে, সৎকর্মের নির্দেশ দেয়, অসৎকর্ম নিষেধ করে আর আল্লাহ'র সীমাবেদ্য মেনে চলে, তুমি সেই বিশ্বাসীদেরকে সুখবর দাও। — ৯ সুরা তওবা : ১১২

নারী ও পুরুষ : শপথ রাত্রির যখন সে ঢেকে ফেলে ! শপথ দিনের যখন সে আলোয় উজ্জ্বল ! আর শপথ তাঁর যিনি নর ও নারী সৃষ্টি করেছেন ! তোমাদের কর্মপ্রচেষ্টার তো বিভিন্ন গতি। — ৯২ সুরা লাইল : ১-৪

তিনি সৃষ্টি করেন যুগল পুরুষ ও নারী, স্খলিত শুক্রবিন্দু হতে। — ৫৩ সুরা নজর : ৪৫-৪৬

মানুষ কি মনে করে যে, তাকে এমনি ছেড়ে দেওয়া হবে ? সে কি স্খলিত শুক্রবিন্দু ছিল না ? তারপর সে কি রক্তপিণ্ডে পরিণত হয় নি ? তারপর আল্লাহ' তাকে কি আকার দান ও সৃষ্টায় করেন নি ? তারপর তিনি কি তার থেকে সৃষ্টি করেন নি যুগল নর ও নারী ? এর পরেও তাঁর কি মৃতকে জীবিত করার শক্তি নেই ? — ৭৫ সুরা কিয়ামা : ৩৬-৪০

বিশ্বাসী হয়ে পুরুষ ও নারীর মধ্যে যে-কেউ সৎকর্ম করবে তাকে আমি নিশ্চয়ই আনন্দপূর্ণ জীবন দান করব। আর তাদের কর্মের শ্রেষ্ঠ পূর্বস্কার তাদেরকে দান করব। — ১৬ সুরা নাহল : ১৭

... নারীদের তেমনি ন্যায়সংগত অধিকার আছে যেমন আছে তাদের ওপর পুরুষদের ; কিন্তু নারীদের ওপর পুরুষদের মর্যাদা আছে। আর আল্লাহ' শক্তিমান তত্ত্বজ্ঞানী। — ২ সুরা বাকারা : ২২৮

তারপর তাদের প্রতিপালক তাদের ডাকে সাড়া দিয়ে বলেন, ‘আমি তোমাদের মধ্যে কোনো কমনিষ্ঠ পুরুষ বা নারীর কর্ম বিফল করি না। তোমরা প্রস্পর সম্মান। সুতরাং যারা দেশত্যাগ করে পরবাসী হয়েছে, নিজের ঘর থেকে উৎখাত হয়েছে, আমার পথে নির্যাতিত হয়েছে, আর যুদ্ধ করেছে ও নিহত হয়েছে আমি তাদের মন্দ কাঙ্গুলো অবশ্যই দূর করে দেব ও অবশ্যই তাদেরকে জারাত দেব যার নিচে নদী বহিবে ; এ আল্লাহ'র পূর্বস্কার। বস্তুত আল্লাহ'র কাছেই রয়েছে ভালো পূর্বস্কার।’ — ৩ সুরা আল-ই-ইমরান : ১৯৫

আত্মসম্পর্ককারী পুরুষ ও নারী, বিশ্বাসী পুরুষ ও নারী, অনুগত পুরুষ ও নারী, সত্যবাদী পুরুষ ও নারী, ধৈয়শীল পুরুষ ও নারী, নম্ম পুরুষ ও নারী, দানশীল পুরুষ ও নারী, রোজা পালনকারী পুরুষ ও নারী, যৌনঅঙ্গ-হেফাজতকারী পুরুষ ও নারী, আল্লাহ'কে অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও নারী এদের জন্য তো আল্লাহ' ক্ষমা ও মহাপ্রতিদান রেখেছেন। — ৩৩ সুরা আহজাব : ৩৫

হে মানবসমাজ ! তোমরা তোমাদের প্রতিপালকে ভয় করো যিনি তোমাদেরকে একই আত্মা থেকে সৃষ্টি করেছেন ও যিনি তা থেকে তার সঙ্গী সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের দুজন থেকে বহু নরনারী ছড়িয়ে দিয়েছেন। — ৪ সুরা নিসা : ১

... পুরুষ যা অর্জন করে তা তার প্রাপ্য, আর নারী যা অর্জন করে তা তার প্রাপ্য। আল্লাহ'র অনুগ্রহ প্রার্থনা করো। আল্লাহ' তো সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ। — ৪ সুরা নিসা : ৩২

পুরুষ নারীর রক্ষাকর্তা, কারণ আল্লাহ্ তাদের এককে অপরের ওপর বিশিষ্টতা দান করেছেন, আর এ জন্যে যে, পুরুষরা তাদের ধনসম্পদ থেকে ব্যয় করে। — ৪ সুরা নিসা : ৩৪

আর পুরুষই হোক বা নারীই হোক যারাই বিশ্বাসী হয়ে সৎকাজ করবে তারাই জান্মাতে প্রবেশ করবে ও তাদের প্রতি অণুপরিমাণও জুনুম করা হবে না। — ৪ সুরা নিসা : ১২৪

দানশীল পুরুষ ও নারী, যারা আল্লাহকে উত্তম ঋণ দান করে তাদেরকে দেওয়া হবে বহুগুণ বেশি ও তাদের জন্য রয়েছে মহাপূরস্কার। — ৫৭ সুরা হাদিদ : ১৮

বিশ্বাসী নরনারী একে অপরের বক্ষ...। — ৯ সুরা তওবা : ৭১

নামর : দেবদেবী দ্র.।

নিঃসন্তান : তারা তোমার কাছে পরিষ্কারভাবে জানতে চায়। বলো, 'যে-ব্যক্তির পিতামাতা নেই ও সন্তান নেই তার সম্বন্ধে আল্লাহ্ এই বিধান দিচ্ছেন : কেউ যদি মারা যায় যার ছেলে নেই কিন্তু এক বোন আছে, বোন তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধেক পাবে, আর সে হবে তার (বোনের) উত্তরাধিকারী যদি তার (বোনের) ছেলে না থাকে ; কিন্তু যদি দুই বোন থাকে তবে তারা পাবে তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশ আর যদি ভাই ও বোন থাকে তবে পুরুষরা পাবে স্ত্রীলোকের দুই অংশের সমান। আল্লাহ্ পরিষ্কার নির্দেশ দিচ্ছেন পাছে তোমরা পথচার হও। আর আল্লাহ্ সব কিছু জানেন।' — ৪ সুরা নিসা : ১৭৬

নিদ্রা : আর তিনিই তোমাদের জন্য রাত্রিকে আবরণস্বরূপ করেছেন, বিশ্বামের জন্য তোমাদেরকে দিয়েছেন নিদ্রা ও কর্মের জন্য দিয়েছেন দিন। — ২৫ সুরা ফুরকান : ৮৭

তিনি রাতে তোমাদের ঘূম আনেন। — ৬ সুরা আনআম : ৬০

মৃত্যু এলে আল্লাহ্ প্রাণ হরণ করেন। আর যারা জীবিত তাদেরও তিনি চেতনাহীন করেন ওরা যখন নিহিত থাকে, তারপর যার জন্য মৃত্যু অবধারিত করেছেন তিনি তার প্রাণ রেখে দেন, আর অন্যদেরকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য চেতনা ফিরিয়ে দেন। এর মধ্যে অবশ্যই চিত্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য নির্দেশন রয়েছে। — ৩৯ সুরা জুমার : ৪২

আমি বিশ্বামের জন্য তোমাদেরকে নিদ্রা দিয়েছি, রাত্রিকে করেছি আবরণস্বরূপ, আর দিসকে করেছি জীবিকা আহরণের সময়। — ৭৮ সুরা নাবা : ৯-১১

আর তাঁর নির্দশনাবলীর মধ্যে আর-এক নির্দেশন, রাত্রিতে ও দিনে তোমাদের জন্য নিদ্রা ও আল্লাহর অনুগ্রহ অন্বেষণ। — ৩০ সুরা বুম : ২৩

নির্বর্থক আলোচনা : তুমি যখন দেখ, তারা আমার নির্দেশন নিয়ে নির্বর্থক আলোচনায় মেতে আছে তখন তুমি দূরে সরে যাবে যে-পর্যন্ত না তারা অন্য প্রসঙ্গে যোগ দেয়। আর শয়তান যদি তোমাকে ভুল করায়, তবে খেয়াল হওয়ার পরে সীমালজ্ঞনকারী সম্প্রদায়ের সঙ্গে বসবে না। — ৬ সুরা আনআম : ৬৮

নিরাপত্তা : যারা বিশ্বাস করেছে ও তাদের বিশ্বাসকে সীমালজ্ঞন করে কল্পিত করে নি, নিরাপত্তা তাদেরই জন্য ও তারাই সংপত্তিপ্রাপ্ত। — ৬ সুরা আনআম : ৮২

নিদিষ্টকাল : আর প্রত্যেক জাতির এক নিদিষ্ট মেয়াদ আছে। যখন তাদের সময় আসবে তখন তারা এক মুহূর্তও দেরি বা তাড়াতাড়ি করতে পারবে না। — ৭ সুরা আরাফ় : ৩৪

আল্লাহ্ তার মানুষকে তাদের কৃতকর্মের জন্য শাস্তি দিলে পৃথিবীতে কাউকেই রেহাই দিতেন না, কিন্তু তিনি এক নিদিষ্ট কাল পর্যন্ত তাদেরকে অবকাশ দিয়ে থাকেন। তাদের সময় পূর্ণ হলে তারা জানতে পারবে আল্লাহ্ তাঁর দাসদের ওপর দৃষ্টি রাখেন। — ৩৫ সুরা ফাতির : ৪৫

গোমার প্রতিপালকের পূর্বযোগণা না থাকলে ও কাল না নির্ধারিত থাকলে শাস্তি তো এসেই যেতো। — ২০ সুরা তাহা : ১২৯

ওরা কি লক্ষ করে না যে, আল্লাহ্ যিনি আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন তিনি ওদের অনুরূপ সৃষ্টি করতে সক্ষম ? তিনি ওদের জন্য এক নিদিষ্ট কাল স্থির করেছেন, কোনো সন্দেহ নেই। তবু সীমালজ্বনকারীরা অবীকার করেই যাচ্ছে। — ১৭ সুরা বন-ইসরাইল : ৯৯

বলো, ‘আল্লাহ্ যা ইচ্ছা করেন তা ছাড়া আমার নিজের ভালোমন্দের ওপর আমার কোনো অধিকার নেই। প্রত্যেক জাতির এক নিদিষ্ট কাল আছে, যখন তাদের সময় হবে তখন তারা মুহূর্তকালও দেরি বা তাড়াতাড়ি করতে পারবে না। — ১০ সুরা ইউনুস : ৪৯

আমি কোনো জন্মপদকে তার নিদিষ্ট কাল পূর্ণ না হলে ধ্বংস করি না। — ১৫ সুরা হিজ্র : ৪

কোনো জাতিই তার নিদিষ্ট কালকে তাড়াতাড়ি এগিয়ে আনতে পারে না, দেরিও করতে পারে না। — ১৫ সুরা হিজ্র : ৫ = ২৩ সুরা মুমিনুন : ৪৩

তিনিই তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন, তারপর একটা কাল নিদিষ্ট করেছেন। আর একটা নির্ধারিত সময়সীমা আছে যা তিনিই জানেন, তবু তোমরা সন্দেহ কর। — ৬ সুরা আনআম : ২

প্রত্যেক বার্তার জন্য নির্ধারিত কাল রয়েছে, আর শীঘ্রই তোমরা তা জানবে। — ৬ সুরা আনআম : ৬৭

... তোমাদের মধ্যে কারও কারও পূর্বেও মৃত্যু ঘটে, আর সে তো এজন্য যে তোমরা যাতে নির্ধারিত কাল প্রাপ্ত হও ও যাতে অনুধাবন করতে পার। — ৪০ সুরা মুমিন : ৬৭

... এক নির্ধারিত কাল পর্যন্ত অব্যাহতি সম্পর্কে তোমার প্রতিপালকের পূর্বযোগণা না থাকলে ওদের বিষয়ে ফয়সালা হয়ে যেত। — ৪২ সুরা শুরা : ১৪

ওদের সকলের জন্যই বিচারদিন নির্ধারিত রয়েছে। সেদিন এক বন্ধু অপর বন্ধুর কোনো কাজে আসবে না ও ওরা কোনো সাহায্যও পাবে না। তবে আল্লাহ্ যার প্রতি দয়া করেন তার কথা স্বতন্ত্র। আল্লাহ্ তো শক্তিমান, তত্ত্বজ্ঞানী। — ৪৪ সুরা দুখান : ৪০-৪২

আকাশ ও পৃথিবী আর উভয়ের মধ্যবর্তী সব কিছুই আমি যথাযথভাবে নিদিষ্টকালের জন্য সৃষ্টি করেছি; কিন্তু অবিশ্বাসীরা ওদেরকে যে-বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে তা অবজ্ঞাভরে অবীকার করে। — ৪৬ সুরা আহকাফ : ৩

... ওদের (সীমালজ্বনকারীদের) ধ্বংসের জন্য আমি ঠিক করেছিলাম এক নিদিষ্ট ক্ষণ। — ১৮ সুরা কাহাফ : ৫৯

আল্লাহ্ যদি মানুষকে তার সীমালংঘনের জন্য শাস্তি দিতেন তবে পৃথিবীতে কোনো জীবজীবকেই রেহাই দিতেন না, কিন্তু তিনি এক নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত তাদেরকে অবকাশ দিয়ে থাকেন। তারপর যখন তাদের সময় আসে তখন তারা মৃহূর্তকাল দেরি বা তাড়াড়ো করতে পারে না। — ১৬ সুরা নাহল : ৬১

... তিনি তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন ও এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত তিনি তোমাদেরকে অবকাশ দেবেন। আল্লাহ্ নির্ধারিত কাল উপস্থিত হলে আর দেরি করেন না ; যদি তোমরা এ জানতে !' — ৭১ সুরা নূহ : ৪

ওরা কি নিজেদের অন্তরে ভেবে দেখে না যে, আল্লাহ্ আকাশ, পৃথিবী ও উভয়ের মধ্যবর্তী সব কিছু যথাযথভাবে ও এক নির্দিষ্ট কালের জন্য সৃষ্টি করেছেন ? কিন্তু মানুষের মধ্যে অনেকেই তাদের প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাতের ব্যাপারটি অবিশ্বাস করে। — ৩০ সুরা রুম : ৮

যে আল্লাহ্ সাক্ষাত্কার কামনা করে সে জেনে রাখুক, আল্লাহ্ নির্ধারিত কাল আসবেই। তিনি সব শোনেন, সব জানেন। — ২৯ সুরা আনকাবুত : ৫

...আল্লাহ্ তো নির্ধারিত সময়ের ব্যক্তিক্রম করেন না ! — ৩ সুরা আল-ই-ইমরান : ৯

কিন্তু নির্ধারিত কাল যখন উপস্থিত হলে, আল্লাহ্ কাউকেই অবকাশ দেন না। তোমরা যা করো আল্লাহ্ তা ভালো করেই জানেন। — ৬৩ সুরা মুনাফিকুন : ১১

নির্বোধ : আর অল্পবুদ্ধিসম্পদেরকে তাদের সম্পত্তি দিয়ে না যা আল্লাহ্ তোমাদেরকে রাখতে দিয়েছেন। তার থেকে তাদের খাওয়া-পরার ব্যবস্থা করবে ও তাদের সাথে ভালোভাবে কথা বলবে। — ৪ সুরা নিসা : ৫

নির্দেশ ও নিষেধ : আর তুমি অনুসরণ কোরো না তাকে যে কথায়-কথায় শপথ করে, যে অপদষ্ট, যে পেছনে নিন্দা করে, যে একের কথা অপরের কাছে লাগায়, যে ভালো কাজে বাধা দেয়, যে অত্যাচারী, পাপী, বদমেজাজি ও তার ওপর অঙ্গতকূলশীল। সে ধনসম্পদে ও সন্তানসন্ততি ধনী বলেই তার অনুসরণ কোরো না। — ৬৮ সুরা কালাম : ১০-১৪

বলো, 'আমার প্রতিপালক হারাম করেছেন প্রকাশ্য ও গোপন অশ্লীলতাকে, আর পাপাচারকে ও অসংগত বিরোধিতাকে, আর কোনোকিছুকে আল্লাহ্ শরিক করা যার কোনো দলিল তিনি পাঠান নি, আর আল্লাহ্ সম্বন্ধে এমন কিছু বলা যে-সম্বন্ধে তোমাদের কোনো জ্ঞান নেই।' — ৭ সুরা আরাফ : ৩৩

...জেনে রাখো, সৃষ্টি করা ও নির্দেশ দেওয়া তাঁরই কাজ। — ৭ সুরা আরাফ : ৫৪

...তোমার জীবন্দশায় ওদের (মাতাপিতাদের) একজন বা দুজনেই বার্ধক্যে পৌছলেও তাদেরকে 'উহ-আহ' বলো না, আর ওদের অবজ্ঞা কোরো না, ওদের সাথে সম্মান করে নন্দিত্বাবে কথা বলবে। — ১৭ সুরা বনি-ইসরাইল : ২৩

আজ্ঞায়স্জনকে তার প্রাপ্য দেবে ও অভাবগ্রস্ত ও পথচারীকেও ; আর কিছুতেই অপব্যয় কোরো না। — ১৭ সুরা বনি-ইসরাইল : ২৬

(কপণের মতো) তোমার হাত যেন তোমার গলায় বাঁধা না থাকে, বা তোমার হাত যেন সম্পূর্ণ খোলা না থাকে, থাকলে তোমার নিন্দা হবে, তুমি সব খুইয়ে ফেলবে। — ১৭ সুরা বনি-ইসরাইল : ২৯

তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে দারিদ্র্যভয়ে হত্যা কোরো না। ওদেরকে ও তোমাদেরকে আমি জীবিকা দিয়ে থাকি। নিশ্চয় ওদেরকে হত্যা করা মহাপাপ।

জিনার [আবেধ ঘৌনসঙ্গমের] কাছে যেয়ো না। এ অশ্লীল ও মন্দ পথ।

আল্লাহ্ যার হত্যা নিষিদ্ধ করছেন, যথার্থ কারণ ছাড়া তাকে হত্যা কোরো না ...। — ১৭ সুরা বনি-ইসরাইল : ৩১-৩৩

পিতৃহীন বয়ঃপ্রাণু না হওয়া পর্যন্ত সদুদ্দেশ্য ছাড়া তার সম্পত্তির কাছে যেয়ো না। — ১৭ সুরা বনি-ইসরাইল : ৩৪

যে-বিষয়ে তোমার জ্ঞান নাই তা অনুসরণ কোরো না। কান, চোখ, ঘন, প্রত্যেকের কৈফিয়ত তলব করা হবে। তুমি যাটিতে দেমাক করে পা ফেলো না। তুমি যাটিও ফটাতে পারবে না ও পাহাড়ের সমান উচুও হতে পারবে না। এসবের মধ্যে যেগুলো মন্দ সেগুলো তোমার প্রতিপালক ঘৃণা করেন। — ১৭ সুরা বনি-ইসরাইল : ৩৬-৩৮

বলো, 'এসো, তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের জন্য যা হারাম করছেন তা তোমাদের পড়ে শোনাই। তা এই : তোমরা তাঁর কোনো শরিক করবে না, পিতামাতার সাথে সম্বৰহার করবে, দারিদ্র্যের জন্য তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না, আমিই তোমাদেরকে ও তাদেরকে আহার দিয়ে থাকি। প্রকাশ্যে হোক বা গোপনে হোক, অশ্লীল আচরণের কাছে যেয়ো না। আল্লাহ্ যার হত্যা নিষিদ্ধ করেছেন যথার্থ কারণ ছাড়া তাকে হত্যা কোরো না। তোমাদেরকে তিনি এ-নির্দেশ দিয়েছেন যেন তোমরা বুঝতে পার। তোমরা পিতৃহীনের বয়স না হওয়া পর্যন্ত সৎ উদ্দেশ্য ছাড়া তোমরা তার সম্পত্তির কাছে যেয়ো না। আর তোমরা পরিমাপ ও ওজন ন্যায্যভাবে দেবে। আমি কাউকেও তার সাধ্যাতীত দায়িত্বভার অর্পণ করি না। আর যখন তোমরা কথা বলবে তখন আত্মীয়স্বজনের বিরুদ্ধে হলেও ন্যায্য বলবে আর আল্লাহকে প্রদত্ত অঙ্গীকার পূর্ণ করবে। এইভাবে আল্লাহ্ তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যেন তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর'। — ৬ সুরা আনআম : ১৫১-১৫২

বলো, 'আমার প্রতিপালকের কাছ থেকে আমার কাছে স্পষ্ট নির্দেশন আসার পর, তোমরা আল্লাহ্ ছাড়া যাকে ডাকো তার উপাসনা করতে আমাকে নিষেধ করা হয়েছে। আর আমাকে আদেশ করা হয়েছে বিশ্বপ্রতিপালকের কাছে আত্মসমর্পণ করতে।' — ৪০ সুরা মুমিন : ৬৬

তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকা উচিত যারা (লোককে) ভালোর দিকে ডাকবে ও সংকর্মের নির্দেশ দেবে এবং অসৎকর্মের ব্যাপারে নিষেধ করবে। আর এসব লোকই হবে সফলকাম। — ৩ সুরা আল-ই-ইমরান : ১০৮

তোমরাই শ্রেষ্ঠ দল, মানবজাতির জন্য তোমাদের অভ্যুত্থান হয়েছে। তোমরা সংকর্মের নির্দেশ দান করো, অসৎকর্ম নিষেধ করো ও আল্লাহর বিশ্বাস করো। — ৩ সুরা আল-ই-ইমরান : ১১০

তারা (কিতাবীদের মধ্যে এক দল) আল্লাহ্ ও শেষ দিনে বিশ্বাস করে, সৎকর্মের নির্দেশ দেয়, অসৎকর্মে নিষেধ করে এবং তারা সৎকর্মে প্রতিযোগিতা করে। তারাই সজ্জনদের অস্তর্ভুক্ত। — ৩ সুরা আল-ই-ইমরানঃ ১১৪

তোমাদেরকে যা নিষেধ করা হয়েছে তার মধ্যে যা গুরুতর তা থেকে বিরত থাকলে তোমাদের ছেটখাটো পাগলুনি আমি মোচন করব ও তোমাদেরকে সম্মানজনক স্থানে প্রবেশ করার অধিকার দেব। — ৪ সুরা নিসা ঃ ৩১

বিশ্বাসী নর-নারী একে অপরের বন্ধু — এরা সৎকর্মের নির্দেশ দেয় ও অসৎকর্ম নিষেধ করে ...। — ৯ সুরা তওবা ঃ ১১

যারা তওবা করে, উপাসনা করে, আল্লাহ্ প্রশংসা করে, রোজা রাখে, রুকু ও সিজদা করে, সৎকর্মের নির্দেশ দেয়, অসৎকর্ম নিষেধ করে আর আল্লাহ্ সীমারেখা মেনে চলে, তুমি সেই বিশ্বাসীদেরকে সুখবর দাও। — ৯ সুরা তওবা ঃ ১১২

নিষিদ্ধ খাদ্যঃ খাদ্য ও পানীয় দ্রু।

নিষ্কল কর্মঃ তাদের কর্ম নিষ্কল হবে যারা আমার নির্দশনসমূহ ও পরকালের সাক্ষৎকে মিথ্যা বলে। তারা যা করে সেই মতো কি তাদের প্রতিফল দেওয়া হবে না? — ৭ সুরা আরাফঃ ১৪৭

(যারা আমার সাক্ষাৎ চায় না) আমি তাদের কৃতকর্মগুলি বিবেচনা করব, তারপর সেগুলোকে সম্পূর্ণ নিষ্কল করে দেব। — ২৫ সুরা ফুরকানঃ ২৩

... তোমাদের মধ্যে যে-কেউ নিজের ধর্ম থেকে ফিরে যাবে ও অবিশ্বাসী হিসেবে যারা মারা যাবে তাদের ইহকাল ও পরকালের কর্ম নিষ্কল হয়ে যাবে। আর এরাই আগুনে বাস করবে, সেখনে তারা থাকবে চিরকাল। — ২ সুরা বাকারা ঃ ২১-২২

যারা আল্লাহ্ নির্দশনগুলো অবিশ্বাস করে, নবিদের অ্যথা হত্যা করে ও মানুষের মধ্যে যারা ন্যায়সংগত আদেশ দেয় তাদের বধ করে, তুমি তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সংবাদ দাও। এই সব লোকের ইহকাল ও পরকালের কার্যাবলী নিষ্কল হবে ও তাদেরকে কেউ সাহায্য করবে না। — ৩ সুরা আল-ই-ইমরানঃ ২১-২২

...যে-কেউ বিশ্বাস করতে অস্বীকার করবে তার কর্ম নিষ্কল হবে আর সে পরকালে ক্ষতিগ্রস্তদের অস্তর্ভুক্ত হবে। — ৫ সুরা মাযিদা ঃ ৫

নুহঃ আর এদের পূর্বে (আল্লাহ্) ধ্বংস করেছিলেন নুহের সম্প্রদায়কে, ওরা ছিল বড়ই সীমালভ্যনকারী ও অবাধ্য। — ৫৩ সুরা নজরঃ ৫২

এদের পূর্বে আমার দাস নুহের ওপর তার সম্প্রদায়ও মিথ্যা আরোপ করেছিল আর বলেছিল, ‘এ তো এক পাগল! ’ (যখন) ওরা তাকে ভয় দেখায়, তখন সে তার প্রতিপালককে ডেকে বলে, ‘আমি তো অসহায়, অত্যবিধিত তুমি এর শাস্তির ব্যবস্থা করো।’

আমি তাই প্রবল বৃষ্টিবর্ষণ করে আকাশের দরজা খুলে দিলাম এবং মাটি থেকে ফেটালাম ফোয়ারা। তারপর পরিকল্পনা অনুযায়ী আকাশের ও পৃথিবীর পানি একাকার হয়ে গেল। তখন আমি নুহকে ঢালাম এক জাহাজে যা আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্ববধানে চলত। এ-

পূরস্কার তার জন্য যে প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল। আমি একে (জাহাঙ্গুটাকে) এক নির্দশন হিসাবে রেখে দিয়েছি। কেউ কি উপদেশ নেবে? কী কঠোর ছিল আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী! — ৫৪
সুরা কর্মঃ ১৯-১৬

নিচ্য আমি তো নুহকে তার সম্প্রদায়ের কাছে পাঠিয়েছিলাম আর সে বলেছিল, ‘হে আমার সম্প্রদায়! আল্লাহর উপাসনা করো, তিনি ছাড়া তোমাদের জন্য কোনো উপাস্য নেই। আমি তোমাদের জন্য আশঙ্কা করছি মহাদিনের শাস্তির।

তার সম্প্রদায়ের প্রধানগণ বলেছিল, ‘আমরা তো তোমাকে স্পষ্ট ভুল করতে দেখছি।’

সে বলেছিল, ‘হে আমার সম্প্রদায়! আমার মধ্যে কোনো ভুল নেই, আমি তো বিশ্বজগতের প্রতিপালকের রসুল। আমার প্রতিপালকের বাণী তোমাদের কাছে আমি পৌছে দিচ্ছি ও তোমাদের সদুপদেশ দিচ্ছি, আর তোমরা যা জান না আমি তা আল্লাহর কাছ থেকে জানি। তোমরা কি অবাক হচ্ছ যে, তোমাদেরই একজনের ঘাধ্যমে তোমাদের প্রতিপালকের কাছ থেকে তোমাদের কাছে উপদেশ এসেছে যাতে সে তোমাদের সতর্ক করতে পারে এবং যাতে তোমরা সাবধান হও ও তোমরা তাঁর অনুগ্রহ লাভ কর কর?’

তারপর তারা তাকে মিথ্যাবাদী বলে। তাকে ও তার সঙ্গে যারা নৌকায় ছিল আমি তাদেরকে উদ্ধার করি, আর যারা আমার নির্দশনাবলী প্রত্যাখ্যান করেছিল আমি তাদেরকে ডুবিয়ে দি। নিচ্য, তারা ছিল এক অন্ধ সম্প্রদায়। ৭ সুরা আরাফঃ ১৯-৬৪

নবিদের মধ্যে আল্লাহ যাদেরকে পূরস্কৃত করেছেন তারা এরাই : আদমের বংশধর, যাদেরকে আমি নুহের সাথে নৌকায় চড়িয়েছিলাম তাদের বংশধর, ইব্রাহিম ও ইসরাইলের বংশধর — যাদেরকে আমি পথের হনিস দিয়েছিলাম ও মনোনীত করেছিলাম। — ১১ সুরা মরিয়মঃ ৫৮

আর নুহের সম্প্রদায় যখন রসুলদের ওপর মিথ্যা আরোপ করল তখন আমি ওদের ডুবিয়ে দিলাম ও ওদেরকে মানবজাতির জন্য নির্দশন করে রাখলাম। সীমালভ্যনকারীদের জন্য আমি নিরাকৃষ্ণ শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি। — ২৫ সুরা ফুরুকানঃ ৩৭

নুহের সম্প্রদায় রসুলদের ওপর মিথ্যা আরোপ করেছিল। যখন ওদের ভাই নুহ ওদেরকে বলল, ‘তোমরা কি সাবধান হবে না? আমি তো তোমাদের জন্য এক বিশৃঙ্খল রসুল; অতএব আল্লাহকে ভয় করো ও আমার আনুগত্য করো। আমি তোমাদের কাছে এর জন্য কোনো প্রতিদান চাই না ; আমার পূরস্কার তো বিশ্বজগতের প্রতিপালকের কাছেই আছে। সুতরাং আল্লাহকে ভয় করো ও আমার আনুগত্য করো।’

ওরা বলল, ‘আমরা কি তোমাকে বিশ্বাস করব যখন দেখছি ছোটলোকেরা তোমার অনুসরণ করছে?’ নুহ বলল, ‘ওরা কী করত তা আমি জানি না। ওদের হিসাব নেওয়া তো আমার প্রতিপালকের কর্ম, যদি তোমরা বুঝতে! বিশ্বাসীদেরকে তো আমি তাড়িয়ে দিতে পারি না। আমি তো কেবল একজন স্পষ্ট সতর্ককারী।’

ওরা বলল, ‘হে নুহ! তুমি যদি না থাম তবে তোমাকে আমরা পাথর যেবে খতম করব।’

নুহ বলল, ‘হে আমার প্রতিপালক! আমার সম্প্রদায় তো আমাকে মিথ্যাবাদী বলছে। সুতরাং আমার ও ওদের মধ্যে পরিক্ষার ফয়সালা করে দাও আর আমাকে ও আমার সাথে যেসব বিশ্বাসী আছে তাদের রক্ষা করো।’ তারপর তাকে ও তার সঙ্গে যারা ছিলো তাদেরকে

ଆମି ରଙ୍ଗା କରଲାମ । ତାରପର ବାକି ସବାଇକେ ଡୁବିଯେ ଦିଲାମ । ଏଇ ମଧ୍ୟେ ରଯେଛେ ନିର୍ଦ୍ଦର୍ଶନ, କିନ୍ତୁ ଓଦେର ବୈଶିର ଭାଗ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନି । ଆର ତୋମାର ପ୍ରତିପାଳକ, ତିନି ତୋ ପରାକ୍ରମଶାଳୀ, ପରମ ଦୟାଲୁ । — ୨୬ ସୁରା ଶୋଆରା : ୧୦୫-୧୨୨

ଓଦେରକେ ନୁହେର କାହିନୀ ଶୋନାଓ । ସେ ତାର ସମ୍ପ୍ରଦାୟକେ ବଲେଛିଲ, ‘ହେ ଆମାର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ! ଆମାର ଅବଶ୍ୱନ ଓ ଆଜ୍ଞାହର ନିର୍ଦ୍ଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ଆମାର ଉପଦେଶ ତୋମାଦେର କାହେ ଯଦି ଦୁଃଖ ହୟ, ତବେ, ଆମି ତୋ ଆଜ୍ଞାହର ଓପର ନିର୍ଭର କରି । ତୋମରା ଯାଦେର ଶରିକ କରେଛ ତାର ସାଥେ ତୋମାଦେର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଠିକ କରେ ନାହିଁ, ପରେ ଯେଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ବ୍ୟାପାରେ ତୋମାଦେର କୋନେ ସନ୍ଦେହ ନା ଥାକେ । ଆମାର ସମ୍ବନ୍ଧେ ତୋମାଦେର କର୍ମ ଶୈଷ କରେ ଫେଲ ଆର ଆମାକେ ଅବସର ଦିଯୋ ନା । ତୋମରା ମୁଖ ଫିରିଯେ ନିଲେ କିଛୁ ଆସେ ଯାଏ ନା, କାରଣ ତୋମାଦେର କାହେ ଆମି କୋନେ ପାରିଶ୍ରମିକ ଚାଇ ନି ; ଆମାର ପାରିଶ୍ରମିକ ଆହେ ଆଜ୍ଞାହର କାହେ । ଆମାକେ ତୋ ଏକଜନ ଆତ୍ମସମର୍ପଣକାରୀ ହତେ ଆଦେଶ କରା ହେୟେଛେ ।’

ତାରପର ଓରା ତାକେ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ବଲେ ; ତାକେ ଓ ତାର ସଙ୍ଗେ ଯାରା ଜ୍ଞାନଜେ ଛିଲ ତାଦେର ଆମି ଉଡ଼ାର କରି ଓ ତାଦେରକେ ପ୍ରତିନିଧି କରି ଓ ଯାରା ଆମାର ନିର୍ଦ୍ଦର୍ଶନକେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟନ କରେଛିଲ ତାଦେରକେ ଡୁବିଯେ ଦି ।’ ମୁତ୍ତରାଂ ଦେଖୋ, ଯାଦେରକେ ସତର୍କ କରା ହେୟେଛିଲ ତାଦେର ପରିଣାମ କୀ ହେୟେଛେ ?

ତାରପର ଆମି ତାଦେର ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ କାହେ ରସୁଲଦେରକେ ପାଠିଯେଛିଲାମ ; ତାରା ତାଦେର କାହେ ସୁମ୍ପଟ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦର୍ଶନ ନିଯେ ଏସେଛିଲ । କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବେ ଯା ଓରା ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟନ କରେଛିଲ ତାର ଓପର ତାରା ବିଶ୍ୱାସ କରିଲ ନା । ଏହିଭାବେ ଆମି ସୀମାଲଭୟନକାରୀଦେର ହଦୟ ମୋହର କରେ ଦିଇ । — ୧୦ ସୁରା ଇଉନ୍ନୁସ : ୧୧-୭୫

ଆର ଆମି ନୁହକେ ତାର ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ କାହେ ପାଠିଯେଛିଲାମ । (ସେ ବଲେଛିଲ), ‘ଆମି ତୋମାଦେର ଜନ୍ୟ ସ୍ପଟ୍ଟ ସତର୍କକାରୀ ଯାତେ ତୋମରା ଆଜ୍ଞାହ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ କାରଣ ଉପାସନା ନା କରୋ, ଆମି ତୋମାଦେର ଜନ୍ୟ ଆଶ୍ରକ୍ତା କରି ଏକ ଦାରୁଣ ଦିନେର ଶାସ୍ତିର ।’

ତାର ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ପ୍ରଧାନେରୋ ଯାରା ଅବିଶ୍ୱାସ କରେଛିଲ ତାରା ବଲି, ‘ଆମରା ତୋମାକେ ତୋ ଆମାଦେର ମତୋଇ ମାନୁଷ ଦେଖି । ଆମରା ତୋ ଦେଖିଛି, ଯାରା ଆମାଦେର ମଧ୍ୟେ ଛୋଟଲୋକ ତାରାଇ ନା ବୁଝେ ତୋମାକେ ଅନୁସରଣ କରଛେ । ଆର ଆମରା ତୋ ଆମାଦେର ଓପର ତୋମାଦେର କୋନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦେଖିନ୍ତି ନା, ବରଂ ଆମରା ତୋମାଦେର ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ମନେ କରି ।’

ସେ ବଲି, ‘ହେ ଆମାର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ! ତୋମରା ଆମାକେ ବଲୋ, ଆମି ଯଦି ଆମାର ପ୍ରତିପାଳକେର ପାଠୋନେ ସ୍ପଟ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦର୍ଶନେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେୟ ଥାକି ଓ ତିନି ଯଦି ଆମାକେ ନିଜେ ଅନୁଗ୍ରହ କରେ ଥାକେନ, ଅର୍ଥ ଏ-ବିଷୟେ ତୋମରା ଜ୍ଞାନତେ ନା ଚାଓ, ତବେ ଆମି କି ଏ-ବ୍ୟାପାରେ ତୋମାଦେର ବାଧ୍ୟ କରତେ ପାରି ଯଥନ ତୋମରା ଏ ପଛଦ କରଇ ନା ? ହେ ଆମାର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ! ଏଇ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆମି ତୋମାଦେର କାହେ ଧନସମ୍ପଦ ଚାଇ ନା । ଆମାର ପାରିଶ୍ରମିକ ଆଜ୍ଞାହର କାହେ ଆର ଆମି ବିଶ୍ୱାସୀଦେରକେ ତାଡ଼ିଯେ ଦିତେ ପାରି ନା । ତାଦେର ପ୍ରତିପାଳକେର ସାଥେ ତୋ ତାଦେର ଦେଖା ହେବ । କିନ୍ତୁ ଆମି ଦେଖିଛି ତୋମରା ଏକ ଅଞ୍ଜ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ । ହେ ଆମାର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ! ଆମି ଯଦି ତାଦେରକେ ତାଡ଼ିଯେ ଦିଇ ତବେ ଆଜ୍ଞାହର ଶାସ୍ତି ଥେକେ ଆମାକେ କେ ରଙ୍ଗା କରଇ ? ତବୁ ଓ କି ତୋମରା ବୁଝିବେ ନା ? ଆମି ତୋମାଦେରକେ ବଲି ନା, ଆମରା କାହେ ଆଜ୍ଞାହର ଧନଭାଣ୍ଡର ଆହେ । ଅଦୃଶ୍ୟେର ବ୍ୟାପାରେ ଆମି ଜାନି ନା, ଆର ଆମି ଏ ବଲି ନା ଯେ ଆମି ଫେରେଶ୍ତା । ତୋମାଦେର

চেথে যারা ছেট তাদের সম্বন্ধে আমি বলি না যে, আল্লাহ্ তাদের কথনোই মঙ্গল করবেন না, তাদের অস্তরে যা আছে তা আল্লাহ্ তালো করেই জানেন। (তোমাদের কথা শুনলে) আমি তো সীমালভ্যনকারীদের অস্তর্ভুক্ত হব।'

তারা বলল, 'হে নুহ! তুমি আমাদের সাথে তর্ক করেছ, তুমি আমাদের সাথে বড় বেশি তর্ক করেছ; সুতরাং তুমি সত্য কথা বললে আমাদের যার তয় দেখাছ তা নিয়ে এসো।'

সে বলল, 'ইচ্ছা করলে আল্লাহই তা তোমাদের কাছে উপস্থিত করবেন, আর তোমরা তা ব্যর্থ করতে পারবে না। আমি তোমাদেরকে উপদেশ দিতে চাইলেও আমার উপদেশ তোমাদের কাজে আসবে না, যদি আল্লাহ্ তোমাদেরকে বিভ্রান্ত করতে চান। তিনিই তোমাদের প্রতিপালক আর তাঁরই কাছে আমরা ফিরে যাব।' — ১১ সুরা হুদু : ২৫-৩৪

নুহের ওপর প্রত্যাদেশ হয়েছিল, 'যারা বিশ্বাস করেছে তারা ছাড়া তোমার সম্প্রদায়ের অন্য কেউ কখনও বিশ্বাস করবে না। সুতরাং তারা যা করে তার জন্য তুমি দুঃখ কোরো না। তুমি আমার তত্ত্বাবধানে ও আমার প্রত্যাদেশ অনুসারে জাহাজ বানাও, আর যারা সীমালভ্যন করেছে তাদের সম্পর্কে তুমি আমাকে কিছু বলো না। তারা তো ডুববেই।'

সে জাহাজ বানাতে লাগল, আর যখনই তার সম্প্রদায়ের প্রধানেরা তার কাছে দিয়ে যেত তারা তাকে ঠাট্টা করত। সে বলত, 'তোমরা যদি আমাদেরকে ঠাট্টা করো তবে আমরাও তোমাদেরকে ঠাট্টা করব যেমন তোমরা ঠাট্টা করছ। আর তোমরা শীঘ্রই জানতে পারবে কার ওপর অপমানকর শাস্তি আসবে, আর স্থায়ী শাস্তি কার জন্য অবশ্যভাবী।'

অবশ্যে আমার আদেশ এলে পৃথিবী প্লাবিত হল। আমি বললাম, 'এর ওপর প্রত্যেক জীবের এক-এক জোড়া উঠিয়ে নাও, যাদের বিরুদ্ধে আগেই হিঁর হয়েছে তারা ছাড়া তোমার পরিবারপরিজনকে ও যারা বিশ্বাস করেছে তাদেরকেও (উঠিয়ে নাও)।' তার সঙ্গে অল্প কয়েকজন বিশ্বাস করেছিল।

সে বলল, 'এতে ওঠো, আল্লাহ্ নামে এর গতি ও স্থিতি। আমার প্রতিপালক তো ক্ষমা করেন, দয়া করেন।' পাহাড়প্রমাণ ঢেউয়ের মাঝে এ তাদের নিয়ে বয়ে চলল। নুহ তার পুত্র যে আলাদা ছিল তাকে ডেকে বলল, 'হে আমরা পুত্র! আমাদের সঙ্গে ওঠো আর অবিশাসীদের সাথে থেকো না।'

সে (পুত্র) বলল, 'আমি এমন এক পাহাড়ে আশ্রয় নেব যা আমাকে প্লাবন থেকে রক্ষা করবে।'

সে (নুহ) বলল, 'আজ আল্লাহ্ বিধান থেকে রক্ষা করার কেউ নেই, (রক্ষা পাবে) সে যাকে আল্লাহ্ দয়া করবেন।' — এরপর ঢেউ ওদেরকে আলাদা করে দিল আর যারা ডুবে গেল সে তাদের অস্তর্ভুক্ত হল। এরপর বলা হল, 'হে পৃথিবী! তুমি আমার পানি শুষে নাও! আর হে আকাশ! থাম!'

এরপর বন্যা প্রশমিত হল ও কাজ শেষ হল। নৌকা জুড়ি পাহাড়ের ওপর থামল; আর বলা হল — 'ধৰংসহ সীমালভ্যনকারী সম্প্রদায়ের পরিগাম।'

নুহ তার প্রতিপালককে সম্মোধন করে বলল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমার পুত্র আমার পরিবারের একজন আর তোমার প্রতিশ্রুতি তো সত্য; আর তুমি তো বিচারকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিচারক।'

তিনি বললেন, ‘হে নুহ ! সে তোমার পরিবারের কেউ নয়। সে অসংকর্মপরায়ণ। সুতরাং যে-বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই সে-বিষয়ে আমাকে অনুরোধ কোরো না। আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি, তুমি যেন অজ্ঞদের শামিল না হও !’

সে বলল, ‘হে আমার প্রতিপালক ! যে-বিষয়ে আমার জ্ঞান নেই, সে-বিষয়ে যাতে তোমাকে অনুরোধ না করি এজন্য আমি তোমার শরণ নিচ্ছি। তুমি যদি আমাকে ক্ষমা না কর ও দয়া না কর তবে আমি ক্ষতিগ্রস্তদের শামিল হব !’

বলা হল, ‘হে নুহ ! তুমি নামে আমার শাস্তি নিয়ে ও তোমার ওপর আর যেসব সম্প্রদায় তোমার সঙ্গে আছে তাদের ওপর কল্যাণ নিয়ে। অপর সম্প্রদায়দেরকে জীবন উপভোগ করতে দিব ; পরে আমার তরফ থেকে নিরাকৃণ শাস্তি তাদেরকে স্পর্শ করবে ।’ এসব অদৃশ্যলোকের সংবাদ আমি তোমাকে (মুহাম্মদকে) প্রত্যাদেশ দ্বারা জানিয়েছি যা এর পূর্বে তুমি জানতে না আর তোমার সম্প্রদায়ও জানত না। সুতরাং ধৈর্য ধর, শেষ ভাল সাবধানিদেরই !’ — ১১ সুরা হুদ : ৩৬-৪৯

পূর্বে আমি নুহকেও সৎপথে পরিচালিত করেছিলাম ও তার বংশধর দাউদ, সুলায়মান, আইউব, ইউসুফ, মুসা ও হারুনকেও ...। — ৬ সুরা আনআম : ৮৪

নুহ আমাকে ডেকেছিল, আর আমি কত ভালোভাবে সাড়া দিয়েছিলাম। তাকে ও তার পরিবারবর্গকে আমি মহাবিপদ থেকে রক্ষা করেছিলাম। তারই বংশধরদেরকে আমি রক্ষা করেছি। পরে যারা এসেছে এ আমি তাদের স্মরণে রেখেছি যাতে সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে নুহের ওপর শাস্তি বর্ষিত হয় !

এভাবেই আমি সংকর্মপরায়ণদেরকে পুরস্কার দিয়ে থাকি, সে ছিল আমার বিশ্বাসী দাসদের একজন। বাকি সবাইকে আমি ডুবিয়ে দিয়েছিলাম। — ৩৭ সুরা সাফ্ফাত : ৭৫-৮২

আমি তোমাদের জন্য নির্ধারিত করেছি (সেই) ধর্ম যার নির্দেশ দিয়েছিলাম নুহকে, যা আমি প্রত্যাদেশ করেছি তোমাকে ...। — ৪২ সুরা শূরা : ১৩

আমি এদের পূর্বে ধৰ্মস করেছিলাম নুহের সম্প্রদায়কে, ওরা ছিল সত্যত্যাগী সম্প্রদায়। — ৫১ সুরা জারিয়াত : ৪৬

নুহকে আমি তার সম্প্রদায়ের কাছে এ নির্দেশ দিয়ে পাঠিয়েছিলাম — ‘তুমি তোমার সম্প্রদায়কে তাদের ওপর যত্নগাদায়ক শাস্তি আসার আগে সতর্ক করো !’

সে বলেছিল, ‘হে আমার সম্প্রদায় ! আমি তো তোমাদের জন্য এ-বিষয়ে স্পষ্ট সতর্ককারী যে, তোমরা আল্লাহর উপাসনা করবে ও তাকে ভয় করবে আর আমার আনুগত্য করবে। তিনি তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন ও এক নিদিষ্টকাল পর্যন্ত তোমাদেরকে অবকাশ দিবেন। আল্লাহর নির্ধারিতকাল উপস্থিত হলে তিনি আর দেরি করেন না ; যদি তোমরা এ জানতে !’

সে বলেছিল, ‘হে আমার প্রতিপালক ! আমি তো আমার সম্প্রদায়কে দিবারাত্রি আহ্বান করেছি, কিন্তু আমার আহ্বান তাদের পলায়নি মনোব্রত্তিই বৃদ্ধি করেছে। তুমি যাতে ওদের ক্ষমা করো তার জন্য আমি যত্নবার ওদের আহ্বান করেছি, ওরা কানে আঙুল দিয়েছে, আর

ওরা কাপড়ে মুখ ঢেকেছে, অবিশ্বাসে জিদ করেছে ও বড় দেমাক দেখিয়েছে। তারপর আমি তাদের প্রকাশ্যে আহ্বান করেছি। তারপর আমি বলেছি, ‘তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কাছে ক্ষমা চাও। তিনি তো যথাক্ষমাশীল। তিনি তোমাদের জন্য প্রচুর বৃষ্টিবর্ষণ করবেন। তিনি তোমাদেরকে ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততিতে সমৃদ্ধ করবেন, তোমাদের জন্য রাখবেন বাগান আর বইয়ে দেবেন নদীনালা। তোমাদের কী হয়েছে যে, তোমরা আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করতে চাচ্ছ না! তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন পর্যায়ক্রমে, তোমরা কি লক্ষ করো নি আল্লাহ কিভাবে সাত স্তরে সাজানো আকাশ সৃষ্টি করেছেন, আর সেখানে চন্দ্রকে আলো হিসাবে ও সূর্যকে প্রদীপ হিসাবে স্থাপন করেছেন? তিনি তোমাদেরকে মাটি থেকে তৈরি করেছেন। তারপর তিনি তোমাদেরকে সেখানে ফিরিয়ে নেবেন ও পরে আবার ওঠবেন। আর আল্লাহ তোমাদের জন্য জমিনকে বিছিয়ে দিয়েছেন, যাতে তোমরা প্রশস্ত পথে চলাফেরা করতে পার।’

নুহ বলেছিল, ‘হে আমার প্রতিপালক! আমার সম্প্রদায় তো আমাকে অমান্য করেছে আর অনুসরণ করেছে এমন লোকদেরকে যাদের ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততি শুধু তাদের ক্ষতিই বৃদ্ধি করেছে। ওরা ভয়নক যত্ন করেছে। ওরা বলল, ‘তোমরা তোমাদের দেবদেবীকে পরিত্যাগ কোরো না, পরিত্যাগ কোরো না ওয়াদ, সুয়া, ইয়াগুস, ইয়াউক ও নাস্রকে।’ আর ওরা অনেককে বিভ্রান্ত করেছে, তুমি সীমালভ্যনকারীদের বিভ্রান্তিই বৃদ্ধি করে দাও।’

ওদের পাপের জন্য ওদের ডুবিয়ে দেওয়া হয়েছিল ও পরে ওদেরকে ঢোকান হয়েছিল জাহাঙ্গামে; তারপর ওরা আল্লাহ ছাড়া কাউকেও সাহায্যকারী পায় নি।

নুহ আরও বলেছিল, ‘হে আমার প্রতিপালক! পৃথিবীতে কোনো অবিশ্বাসী গৃহবাসীকে তুমি অব্যাহতি দিয়ো না। তুমি ওদের অব্যাহতি দিলে ওরা তোমার দাসদেরকে বিভ্রান্ত করবে আর জন্ম দিতে থাকবে কেবল দুর্ভিতিকারী ও অবিশ্বাসীদের। হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে, আমার পিতামাতাকে ও যারা বিশ্বাসী হয়ে আমার ঘরে আশ্রয় নিয়েছে তাদেরকে বিশ্বাসী পুরুষ ও নারীদেরকে ক্ষমা করো, আর সীমালভ্যনকারীদেরকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করো।’ — ৭১ সুরা নুহ : ১-২৮

স্মরণ করো নুহকে; পূর্বে সে যখন ডেকেছিল তখন আমি তার ডাকে সাড়া দিয়েছিলাম আর তাকে ও তার পরিজনবর্গকে মহাবিপদ থেকে উদ্ধার করেছিলাম, আর আমি তাকে সে-সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সাহায্য করেছিলাম যারা আমার নির্দেশগুলো অঙ্গীকার করেছিল, ওরা ছিল এক খারাপ সম্প্রদায়। এ জন্যই ওদের সকলকেই আমি ডুবিয়েছিলাম। — ২১ সুরা আম্বিয়া : ৭৬-৭৭

আমি তো নুহকে তার সম্প্রদায়ের কাছে পাঠিয়েছিলাম। সে বলেছিল, ‘হে আমার সম্প্রদায়! আল্লাহর উপাসনা করো। তিনি ছাড়া তোমাদের অন্য কোনো উপাস্য নেই, তবুও কি তোমরা সাধান হবে না! ’

তার সম্প্রদায়ের প্রধানগণ যারা অবিশ্বাস করেছিল তারা লোকদেরকে বলল, ‘এ তো তোমাদের মতই একজন মানুষ, তোমাদের ওপর নেতৃত্ব করতে চাচ্ছে। আল্লাহ ইচ্ছা করবলে

ফেরেশ্তাই পাঠাতেন। আমাদের পূর্বপুরুষদের কালে এমন ঘটেছে, শুনি নি। এ তো এক পাগল, সুতরাং এর ব্যাপারে কিছুকাল অপেক্ষা করো।'

নুহ বলেছিল, 'হে আমার প্রতিপালক ! আমাকে সাহায্য করো, কারণ ওরা আমাকে মিথ্যাবাদী বলছে।'

তারপর আমি তার কাছে প্রত্যাদেশ পাঠালাম, 'তুমি আমার তত্ত্ববধানে ও আমার প্রত্যাদেশ অনুসারে জাহাজ তৈরি করো, তারপর যখন আমার আদেশ আসবে ও পৃথিবী প্লাবিত হবে তখন উঠিয়ে নিও প্রত্যেক জীবের এক এক জোড়া তার তোমার পরিবার-পরিজনকে, তাদের মধ্যে যাদের বিকল্পে পূর্বসিদ্ধান্ত হয়েছে তাদেরকে বাদ দিয়ে। আর যারা সীমালভ্যন করেছে তাদের সম্পর্কে তুমি আমাকে কিছু বোলো না, তাদেরকে ডোবানো হবে। যখন তুমি ও তোমার সঙ্গীরা জাহাজে উঠবে তখন বোলো, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই, যিনি আমাদেরকে সীমালভ্যনকারী সম্প্রদায় থেকে উদ্ভার করেছেন। আরও বোলো, 'হে আমার প্রতিপালক ! আমাকে এমনভাবে নামিয়ে দাও যা হবে কল্যাণকর, এ-ব্যাপারে তুমিই শ্রেষ্ঠ !'

এর মধ্যে অবশ্যই নির্দর্শন রয়েছে। আমি তো ওদের পরীক্ষা করেছিলাম।

তারপর আমি অন্য এক সম্প্রদায়কে তাদের স্থলাভিষিক্ত করেছিলাম ; আর ওদেরই একজনকে ওদের কাছে রসূল করে পাঠিয়েছিলাম ! সে বলেছিল, 'তোমরা আল্লাহর উপাসনা করো, তিনি ছাড়া তোমাদের অন্য কোনো উপাস্য নেই, তবুও কি তোমরা সাধান হবে না ?'

তার সম্প্রদায়ের প্রধানরা যারা অবিশ্বাস করেছিল ও পরলোকের সাক্ষাংকারকে অস্থীকার করেছিল ও যাদেরকে আমি পার্থিব জীবনে প্রচুর ভোগসম্ভাব দিয়েছিলাম, তারা বলেছিল, 'এ তো তোমাদেরই মত একজন মানুষ ; তোমরা যা খাও সে তো তা-ই খায় আর তোমরা যা পান করো সেও তা-ই পান করে। যদি তোমরা তোমাদেরই মতো একজন মানুষের আনুগত্য করো তবে তো তোমাদের ক্ষতি হবে। সে কি তোমাদেরকে এ-প্রতিশ্রুতিই দেয় যে তোমাদের মৃত্যু হলে এবং তোমরা মাটি ও হাড় হয়ে গেলে তোমাদেরকে আবার ওঠানো হবে ? তোমাদের যে-বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে তা কখনও ঘটবে না, কখনও না ! একমাত্র পার্থিব জীবনই আমাদের জীবন, আমরা মরি-বাচি এখানেই, আর আমাদেরকে আবার ওঠানো হবে না। সে তো এমন এক ব্যক্তি যে আল্লাহ স্মরকে মিথ্যা বানিয়েছে, আর আমরা তাকে বিশ্বাস করি না !'

সে বলল, 'হে আমার প্রতিপালক ! আমাকে সাহায্য করো ; কারণ, ওরা আমাকে মিথ্যাবাদী বলে।' আল্লাহ বললেন, 'শীঘ্ৰই ওরা আফসোস করবে !'

তারপর সত্যসত্যিই এক মহাগর্জন ওদেরকে আঘাত করল, আর আমি ওদেরকে ক'রে দিলাম তরঙ্গতাঢ়িত আবর্জনার মতো। ফলে সীমালভ্যনকারী সম্প্রদায় ধ্বংস হয়ে গেল। তারপর তাদের পরে আমি বহু জাতি সৃষ্টি করেছি। — ২৩ সুরা মুমিনুন ৪:২৩-৪২

প্লাবনের সময় আমি তোমাদের পূর্ববর্তীদের জাহাজে ঢিয়েছিলাম। আমি এ করেছিলাম তোমাদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য, আর যারা শুত্তিধর তারা যাতে এ স্মরণ রাখে। — ৬৯ সুরা হাক্কা ১১-১২

আমি তো নৃহকে তার সম্পদায়ের কাছে পাঠিয়েছিলাম। সে ওদের মধ্যে বাস করেছিল সাড়ে ন'শো বছর। তারপর প্লাবন ওদেরকে গ্রাস করে; কারণ ওরা ছিল সীমালভ্যনকারী। তারপর আমি তাকে ও যারা জাহাজে উঠেছিল তাদেরকে রক্ষা করলাম এবং বিশুজগতের জন্য একে করলাম একটা নির্দেশন। — ২৯ সুরা আনকাবুত : ১৪-১৫

আমি নৃহ ও ইস্তাহিমকে রসূল হিসাবে পাঠিয়েছিলাম, আর আমি তাদের বৎস্থধরদের জন্য রেখে দিয়েছিলাম নবুয়ত ও কিতাব। কিন্তু অল্প কজনই সৎপথ অবলম্বন করেছিল, আর অধিকাংশই ছিল সত্যত্যাগী। — ৫৭ সুরা হাদিদ : ২৬

আল্লাহ্ অবিশ্বাসীদের জন্য নৃহের শ্বারী ও লুতের শ্বারীর দৃষ্টান্ত উপস্থিত করেছেন। ওরা ছিল আমার দুই সংকর্মপরায়ণ দাসের অধীন। কিন্তু ওরা তাদের সাথে বিশ্বাসযাতকতা করেছিল। তাই নৃহ ও লুত তাদেরকে আল্লাহর শাস্তি থেকে রক্ষা করতে পারল না। আর ওদেরকে বলা হল, ‘জাহানামে যারা চুকবে তাদের সাথে তোমরাও সেখানে ঢোকো।’ — ৬৬ সুরা তাহরিম : ১০

নেশা : হে বিশ্বাসিগণ ! তোমরা নেশার অবস্থায় নামাজের কাছে যেয়ো না যতক্ষণ না তোমরা কী বলছ তা বুঝতে পার ...। — ৪ সুরা নিসা : ৪৩

পছন্দ ও অপছন্দ : তোমাদের জন্য যুক্তির বিধান দেওয়া হলো, যদিও এ তোমাদের পছন্দ নয়। কিন্তু তোমরা যা পছন্দ করো না সম্ভবত তা তোমাদের জন্য ভালো। আর তোমরা যা পছন্দ করো সম্ভবত তা তোমাদের জন্য মন্দ। আল্লাহ্ জানেন, তোমরা তো জান না। — ২ সুরা বাকারা : ২১৬

পথ, পথপ্রাপ্ত ও পথভৃষ্ট : ... এভাবে আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা পথভৃষ্ট ও যাকে ইচ্ছা পথনির্দেশ করেন। ৭৪ সুরা মুদ্দাস্সির : ৩১

তুমি আমাদেরকে চালিত করো সঠিক পথে, তাদের পথে যাদেরকে তুমি অনুগ্রহ দান করেছ, যারা (তোমার) রোষে পতিত হয় নি, পথভৃষ্টও হয় নি। — ১ সুরা ফাতিহা : ৫-৭

সুতরাং তোমারা কোন পথে চলেছ ? এ তো শুধু বিশুজগতের জন্য উপদেশ। তোমাদের মধ্যে যে সরলপথে চলতে চায় তার জন্য। বিশুজগতের প্রতিপালকের অনুমতি না হলে তোমাদের মতি হয় না। — ৮১ সুরা আল্লা : ২৬-২৯

তুমি তোমার মহান প্রতিপালকের নামের পবিত্র মহিমা ঘোষণা করো, যিনি সৃষ্টি করেন ও সুবিন্যস্ত করেন এবং যিনি বিকাশসাধনের জন্য নির্দিষ্ট মাত্রা অনুযায়ী গঠন করেন, তারপর পথের হাদিস দেন ...। — ৮৭ সুরা আল্লা : ১-৩

আমার কাজ তো কেবল পথের নির্দেশ দেওয়া। আর আমিই (মালিক) ইহকাল ও প্রকালের। — ৯২ সুরা লাইল : ১২-১৩

অতএব যে আমাকে স্মরণ করতে মুখ ফিরিয়ে নেয় তাকে উপেক্ষা করে চলো, সে তো কেবল পার্থিব জীবনই কামনা করে। ওদের বুক্কির দৌড় এই পর্যন্ত ! তোমার প্রতিপালকই ভালো জানেন কে পথ থেকে ভুট্ট, আর তিনিই ভালো জানেন কে সৎ পথ পেয়েছে। — ৫৩ সুরা নজর্ম : ২৯-৩০

আর দুটো পথই কি আমি তাকে দেখাই নি। সে তো কষ্টসাধ্য পথ অবলম্বন করে নি। তুমি কি জান কষ্টসাধ্য পথ কী ? সে হচ্ছে, দাসমুক্তি কিংবা দুর্ভিক্ষের দিনে অল্পদান এতিম

আত্মায়কে বা দুর্দশাগ্রস্ত অভাবীকে ; তার ওপর তাদের শামিল হওয়া যারা বিশ্বাস করে, যারা পরম্পরাকে ধৈর্য ধরার উপদেশ দেয়, ও উপদেশ দেয় দয়াদাঙ্কিণ্যের। এরই তো ডান হাতের সঙ্গী। — ৯০ সুরা বালাদ : ১০-১৮

একদলকে তিনি সৎপথে পরিচালিত করেছেন, আর অপর দলের পথভ্রষ্টতা তিনি ন্যায়মতো নির্ধারিত করেছেন। তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে শয়তানকে তাদের অভিভাবক করেছিল ও নিজেদেরকে তারা মনে করত সৎপথগামী। — ৭ সুরা আরাফ : ৩০

পৃথিবীতে যারা অন্যায়ভাবে অহংকার করে বেড়ায়, আমি তাদের দৃষ্টি আমার নির্দর্শনগুলো থেকে ফিরিয়ে দেব। তারপর আমার প্রত্যেকটি নির্দর্শন দেখলেও ওরা বিশ্বাস করবে না। তারা সৎপথ দেখলেও তাকে পথ বলে গ্রহণ করবে না, কিন্তু ভ্রান্তপথ দেখলেই সেই পথ অনুসরণ করবে। — ৭ সুরা আরাফ : ১৪৬

আল্লাহ যাকে পথ দেখান সে-ই পথ পায়, আর যাদেরকে তিনি বিপথগামী করেন তারাই ক্ষতিগ্রস্ত। আর আমি তো বহু জিন ও মানুষকে জাহানামের জন্য সৃষ্টি করেছি। তাদের হন্দয় আছে কিন্তু তা দিয়ে তারা বোঝে না। তাদের চোখ আছে কিন্তু তা দিয়ে তারা দেখে না এবং তাদের কান আছে কিন্তু তা দিয়ে তারা শোনে না — এরা পশুর মতো, বরং তার চেয়েও ভাট্ট। এরাই অবহেলাকারী। — ৭ সুরা আরাফ : ১৭৮-১৭৯

‘আমাদের মধ্যে কিছু লোক আত্মসমর্পণ করেছে আর কিছু বাঁকা পথ ধরেছে। যারা আত্মসমর্পণ করেছে তারা সোজা পথ পেয়েছে ; কিন্তু যারা বাঁকা পথ ধরেছে তারাই তো জাহানামের ইঙ্গিন হবে।’ ওরা যদি সৎপথে থাকতো তবে আমি ওদের প্রচুর বৃষ্টি দিতাম, যা দিয়ে আমি ওদেরকে পরীক্ষা করতে পারতাম। যে তার প্রতিপালকের স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তিনি তো তাকে দুঃসহ শাস্তির দিকে নিয়ে যান। — ৭২ সুরা জিন : ১৪-১৭

(সিসা বলেছিল), ‘আল্লাহই আমার প্রতিপালক ও তোমাদের প্রতিপালক, সুতরাং তাঁরাই উপাসনা করো। এ-ই সরল পথ।’ — ১৯ সুরা মরিয়ম : ৩৬

তারপর ওদেরকে ও পথভ্রষ্টদেরকে মুখ নিচু করে জাহানামে ঢোকানো হবে। আর ইবলিস-বাহিনীর সবাইকে। ওরা সেখানে তর্কে মেতে বলবে, ‘আল্লাহর শপথ ! আমরা তো তখন স্পষ্ট বিভ্রান্তিতেই ছিলাম, যখন আমরা তোমাদেরকে বিশুজ্জগতের প্রতিপালকের সমকক্ষ গণ্য করতাম। আমাদেরকে দুর্ভিতিকারীরা বিভ্রান্ত করেছিল। অবশ্যেই আমাদের কোনো সুপারিশকারী নেই, আর নেই কোনো সহায় বুকুও। হায় ! যদি আমাদের একবার ফিরে যাওয়ার সুযোগ ঘটতো তা হলে আমরা বিশ্বাসী হয়ে যেতাম।’

এর মধ্যে তো নির্দশন রয়েছে, কিন্তু ওদের অধিকাংশই বিশ্বাস করে না। তোমার প্রতিপালক, তিনি তো পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু। — ২৬ সুরা শোআরা : ১৪-১০৮

... সুতরাং যে-ব্যক্তি সৎপথ অনুসরণ করে সে তো তার ভালোর জন্যই তা করে, আর কেউ ভ্রান্ত পথ অবলম্বন করলে তুমি বলো, ‘আমি তো কেবল একজন সতর্ককারী মাত্র।’ — ২৭ সুরা নমল : ১২

... আল্লাহর পথনির্দেশ অমান্য ক’রে যে ব্যক্তি নিজের খেয়ালখুশির অনুসরণ করে তার চেয়ে বড় বিভ্রান্ত আর কে ? নিচ্য আল্লাহ সীমালজ্ঞনকারী সম্প্রদায়কে পথ দেখান না। — ২৮ সুরা কাসাস : ৫০

কাউকে প্রিয় মনে করলেই তুমি তাকে সৎপথে আনতে পারবে না, তবে আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা সৎপথে আনেন, আর তিনিই ভালো জানেন কারা সৎপথ অনুসরণ করে। — ২৮ সুরা কাসাস : ৫৬

যারা সৎপথ অবলম্বন করে তারা তো নিজেদেরই মঙ্গলের জন্য সৎপথ অবলম্বন করে ও যারা পথভ্রষ্ট হবে তারা পথভ্রষ্ট হবে নিজেদেরই ধৰ্মসের জন্য, আর কেউ অন্য কারও ভার বইবে না। আমি রসূল না পাঠানো পর্যন্ত কাউকে শান্তি দিই না। — ১৭ সুরা বনি-ইসরাইল : ১৫

যে ইহলোকে অঙ্ক পরলোকেও সে অঙ্ক এবং আরও বেশি পথভ্রষ্ট। — ১৭ সুরা বনি-ইসরাইল : ৭২

বলো, ‘প্রত্যেকেই নিজ স্বভাব অনুযায়ী কাজ ক’রে থাকে, কিন্তু তোমার প্রতিপালকই ভালো জানেন কে পথের হিসেব পেয়েছে’ — ১৭ সুরা বনি-ইসরাইল : ৮৪

আল্লাহ্ যাদেরকে পথনির্দেশ করেন তারা তো পথপ্রাণ। আর যাদেরকে তিনি পথভ্রষ্ট করেন তাদের অভিভাবক হিসাবে তুমি কখনই তাঁকে ছাড়া অন্য কাউকে পাবে না। কিয়ামতের দিন আমি ওদেরকে সমবেত করব মুখে ভর দিয়ে চলা অবস্থায় — অঙ্ক, বোবা ও বধির। ওদের বাসস্থান হবে জাহানাম। যখন তার তেজ ক’মে আসবে আমি তখন ওদের জন্য আগুন বাড়িয়ে দেব। — ১৭ সুরা বনি-ইসরাইল : ৯৭

যারা বিশ্বাসী ও সৎকর্মপরায়ণ তাদের বিশ্বাসের মাধ্যমে তাদের প্রতিপালক তাদের পথনির্দেশ — করবেন জামাতুন লাইম [সুখকর উদ্যানে]—এ যার পাদদেশে নদী বইবে। — ১০ সুরা ইউনুস : ৯

বলো, ‘হে মানুষ। তোমাদের প্রতিপালকের কাছ থেকে তোমাদের কাছে সত্য এসেছে, সুতরাং যারা সৎপথ অবলম্বন করবে তারা তো নিজেদেরই মঙ্গলের জন্য সৎপথ অবলম্বন করবে; আর যারা পথভ্রষ্ট হবে তারা তো পথভ্রষ্ট হবে নিজেদেরই ধৰ্মসের জন্য। আর আমি তোমাদের কর্মবিধায়ক নই। — ১০ সুরা ইউনুস : ১০৮

(হে শয়তান !) বিভ্রান্ত হয়ে যারা তোমাকে অনুসরণ করবে তারা ছাড়া আমার দাসদের ওপর তোমার কোনো প্রভাব খাটবে না। — ১৫ সুরা হিজর : ৪২

সে বলল, ‘যারা পথভ্রষ্ট তারা ছাড়া আর কে তার প্রতিপালকের অনুগ্রহ থেকে হতাশ হয়?’ — ১৫ সুরা হিজর : ৫৬

... আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে নিশ্চয় সকলকে একসঙ্গে সৎপথে আনতেন। — ৬ সুরা আনআম : ৩৫

... আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা বিপদগামী করেন এবং যাকে ইচ্ছা সরল পথে স্থাপন করেন। — ৬ সুরা আনআম : ৩৯

... তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদের দৃঢ়থ দূর করবেন। আর তোমরা ভুলে যাবে যাকে তোমরা শরিক করতে। — ৬ সুরা আনআম : ৪১

বলো, ‘আল্লাহ্ ছাড়া আমরা কি এমন কিছুকে ডাকব যা আমাদের কোনো উপকার বা অপকার করত পারেন না? আল্লাহ্ আমাদের সৎপথ প্রদর্শনের পর আমরা কি সেই ব্যক্তির

মতো আগের অবস্থায় ফিরে যাব যাকে শয়তান পৃথিবীতে পথ ভুলিয়ে হয়রান করেছে, যদিও তার সহচরগণ তাকে পথের দিকে ডাক দিয়ে বলে, ‘আমাদের কাছে এসো।’

বলো, ‘আল্লাহর পথই পথ। আর আমাদেরকে বিশ্বজগতের প্রতিপালকের কাছে আত্মসমর্পণ করতে আদেশ করা হয়েছে। আর তোমার নামাজ পড় ও তাঁকে ভয় করো। আর তাঁরই কাছে তোমাদের সমবেত করা হবে।’ — ৬ সুরা আনআম : ৭১-৭২

যারা বিশ্বাস করেছে ও তাদের বিশ্বাসকে সীমালঙ্ঘন করে কল্পিত করেনি, নিরাপত্তা তাদেরই জন্য এবং তারাই সৎপথপ্রাণ্ত। আর আমার এই যুক্তি ইব্রাহিমকে দিয়েছিলাম তার সম্প্রদায়ের সাথে মোকাবিলা করতে। আমি যাকে ইচ্ছা মর্যাদায় উন্নীত করি। তোমার প্রতিপালক প্রজ্ঞায় তত্ত্বজ্ঞানী। আর আমি তাকে দান করেছিলাম ইসহাক ও ইয়াকুব, আর তাদের প্রত্যেককে সংপথে পরিচালিত করেছিলাম। পূর্বে আমি নুহকেও সংপথে পরিচালিত করেছিলাম ও তার বংশদর দাউদ, সুলায়মান, আইউব, ইউসুফ, মুসা ও হারুনকেও, আর এভাবেই সৎকর্মপ্রয়াণদের আমি পুরস্কৃত করি। আর আমি জাকারিয়া, ইয়াহুয়া, ঈসা ও ইলিয়াসকেও সংপথে পরিচালিত করেছিলাম। এরা সকলে সজ্জনদের অন্তর্ভুক্ত। আরও সংপথে পরিচালিত করেছিলাম ইসমাইল, আল-ইয়াসায়া, ইউনুস ও লুতকে। আর তাদের প্রত্যেককে বিশ্বজগতের (সবকিছু) ওপর আমি শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছিলাম। আর তাদের পিতৃপুরুষ, বংশধর ও ভাতৃবন্দের কতককে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেছিলাম, তাদের মনোনীত করেছিলাম ও সরল পথে পরিচালিত করেছিলাম।

এ আল্লাহর পথ। নিজের দাসদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তিনি এ-পথে পরিচালিত করেন। তারা যদি শরিক করত, তবে তাদের কৃতকর্ম নিষ্কল হতো। এদেরকেই আমি কিতাব, কর্তৃত ও নবুয়ত প্রদান করেছি। তারপর যদি এরা এগুলোকে প্রত্যাখ্যান করে তবে আমি তো এমন এক সম্প্রদায়ের ওপর এগুলোর ভার আর্পণ করব যারা এগুলো প্রত্যাখ্যান করবে না। এদেরকে আল্লাহ সৎপথে পরিচালিত করেছেন, সুতরাং তুমি তাদের পথের অনুসরণ করো। বল, ‘এর জন্য আমি তোমাদের কাছে পারিশুমিক চাই না, এ তো শুধু বিশ্বজগতের জন্য উপদেশ।’ — ৬ সুরা আনআম : ৮২-৯০

কে তাঁর পথ ছেড়ে বিপথে যায় তা তোমার প্রতিপালক ভালো করেই জানেন। আর কে সংপথে আছে তাও তিনি ভালো করে জানেন। — ৬ সুরা আনআম : ১১৭

আল্লাহ কাউকে সংপথে পরিচালিত করতে চাইলে তিনি তাঁর হৃদয় ইসলামের জন্য বড় করে দেন ও কাউকে বিপথগামী করতে চাইলে তিনি তার হৃদয় খুব ছেট করে দেন, তার কাছে ইসলাম মেনে চলা আকাশে ঢাঁড়ার মতোই দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। যারা বিশ্বাস করে না আল্লাহ তাদের এভাবে অপদৃষ্ট করেন। আর এটাই তোমার প্রতিপালকের নির্দেশিত সরল পথ। যারা উপদেশ গ্রহণ করে তাদের জন্য আমি নির্দেশনসমূহ বিশদভাবে বয়ান করেছি। — ৬ সুরা আনআম : ১২৫-১২৬

বলো, ‘চূড়ান্ত প্রমাণ তো আল্লাহরই, তিনি যদি ইচ্ছা করতেন তবে তোমাদের সকলকে তিনি সংপথে পরিচালিত করতেন।’ — ৬ সুরা আনআম : ১৪৯

বলো, ‘এসো, তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের জন্য যা হারাম করেছেন তা তোমাদের পড়ে শোনাই। তা এই: ‘তোমরা তাঁর কোনো শরিক করবে না, পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার

করবে, দারিদ্র্যদের জন্য তোমরা তোমাদের সন্তানদের হত্যা করবে না, আমিই তোমাদেরকে ও তাদেরকে আহার দিয়ে থাকি। প্রকাশ্যে হোক বা গোপনে হোক, অশ্লীল আচরণের কাছে যেয়ো না। আল্লাহ্ যার হত্যা নিষিদ্ধ করেছেন যথার্থ কারণ ছাড়া তাকে হত্যা কোরো না। তোমাদেরকে তিনি এ-নির্দেশ দিয়েছেন যেন তোমরা বু�তে পার।

‘তোমরা পিতৃহীনের বয়স না হওয়া পর্যন্ত সৎ উদ্দেশ্য ছাড়া তার সম্পত্তির কাছে যেয়ো না। আর তোমরা পরিমাপ ও ওজন ন্যায্যভাবে করবে। আমি কাউকেও তার সাধ্যাতীত দায়িত্ব ভার অর্পণ করি না। আব যখন তোমরা কথা বলবে তখন আত্মায়ন্ত্বজনের বিরুদ্ধে হলেও ন্যায্য বলবে আর আল্লাহকে প্রদত্ত অঙ্গীকার পূর্ণ করবে। এইভাবে আল্লাহ্ তোমাদের নির্দেশ দিয়েছেন যেন তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর’।

আর নিশ্চয়ই এ আমার সরল পথ। সুতরাং এ-ই অনুসরণ করবে আর অন্য পথ অনুসরণ করবে না, করলে তা তোমাদেরকে তাঁর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করবে। এভাবে আল্লাহ্ তোমাদের নির্দেশ দিয়েছেন যেন তোমরা সাবধান হও। — ৬ সুরা আনআম : ১৫১-১৫৩

আলিফ-লাম-মিম। এগুলো জ্ঞানময় কিতাবের আয়ত, পথনির্দেশ ও দয়া সংকর্ম-প্রায়ণদের জন্য, যারা নামাজ পড়ে, জাকাত দেয় ও পরলোকে দৃঢ় বিশ্বাস করে। তারাই তাদের প্রতিপালকের পথে আছে এবং তারাই সফলকাম। — ৩১ সুরা লুকমান : ১-৫

...আর যে আমার দিকে মুখ করেছে তার পথ অনুসরণ করো। — ৩১ সুরা লুকমান : ১৫
বলো, ‘আকাশ ও পথিদ্বী হতে কে তোমাদেরকে জীবিকা সরবরাহ করে?’

বলো, ‘আল্লাহ্। হয় আমরা সৎপথে আর তোমরা স্পষ্ট বিপথে আছ, না হয় তোমরা সৎপথে আছ আর আমরা স্পষ্ট বিপথে আছি।’ — ৩৪ সুরা সাবা : ২৪

যারা তাগুতের [অসত্য দেবতার] পূজা থেকে দুরে থাকে ও আল্লাহর অনুযাগী হয়, তাদের জন্য আছে সুখবর। অতএব সুখবর দাও আমার দাসদেরকে যারা মনোযোগ সহকারে কথা শোনে ও যা ভালো তা গ্রহণ করে। ওদের আল্লাহ্ সৎপথে পরিচালিত করেন ও ওরাই বোধশক্তিপ্রম। যার ওপর দণ্ডদেশ অবধারিত হয়েছে তুমি কি সেই তাকে আগুন থেকে রক্ষা করতে পারবে? — ৩৯ সুরা জুমার : ১৭-১৯

আল্লাহ্ ইসলামের জন্য যার হৃদয় উত্থুক্ত করেছেন আর যে তার প্রতিপালকের আলো পেয়েছে সে কি তার সমান যে এমন নয়? দুর্ভোগ তাদের যাদের অস্তর আল্লাহর স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। ওরা তো স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রয়েছে।

আল্লাহ্ অবতীর্ণ করেছেন উত্তমবাণী সংবলিত এমন এক কিতাব যাতে একই কথা নানাভাবে বারবার বলা হয়েছে। যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করে তাদের দেহ এতে রোমাঞ্চিত হয়, তারপর তাদের দেহ ও মন প্রশস্ত হয়ে আল্লাহর স্মরণে ঝুঁকে পড়ে। এ-ই আল্লাহর পথনির্দেশ। তিনি যাকে ইচ্ছা তা দিয়ে পথপ্রদর্শন করেন। আল্লাহ্ যাকে বিভ্রান্ত করেন তার কোনো পথপ্রদর্শক নেই। — ৩৯ সুরা জুমার : ২২-২৩

আল্লাহ্ কি তাঁর দাসের জন্য যথেষ্ট নন? অথচ তারা তোমাকে আল্লাহর পরিবর্তে অপরের ভয় দেখায়। আল্লাহ্ যাকে বিভ্রান্ত করেন তার জন্য কোনো পথপ্রদর্শক নেই। আর

যাকে আল্লাহু পথনির্দেশ করেন তাকে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারবে না। আল্লাহু কি শক্তিমান, শাস্তিদাতা নন? — ৩৯ সুরা জুমার : ৩৬-৩৭

আল্লাহু কাউকেও পথভ্রষ্ট করলে তার জন্য তিনি ছাড়া কোনো অভিভাবক নেই। — ৪২ সুরা শূরা : ৪৮

আল্লাহুর শাস্তির বিরুদ্ধে ওদেরকে সাহায্য করার জন্য ওদের কোনো অভিভাবক থাকবে না ও আল্লাহু কাউকে পথভ্রষ্ট করলে তার কোনো গতি নেই। — ৪২ সুরা শূরা : ৪৬

এভাবে আমি আমার আদেশক্রমে তোমার কাছে এক আত্মা প্রেরণ করেছি যখন তুমি তো জানতে না কিতাব কী, বিশ্বাসই বা কী? কিন্তু আমি একে করেছি আলো যা দিয়ে আমার দাসদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা আমি পথনির্দেশ করি। তুমি তো কেবল সরলপথই প্রদর্শন করো — আল্লাহুর পথ। — ৪২ সুরা শূরা : ৫২-৫৩

তুমি কি বধিরকে শোনাতে পারবে? কিংবা যে অঙ্গ আর যে পরিষ্কার ভুল পথে আছে তাকে কি তুমি সংপথে পরিচালিত করতে পারবে? — ৪৩ সুরা জুখুরুফ : ৪০

তুমি কি লক্ষ করেছ তাকে যে তার খেয়ালখুশিকে নিজের উপাস্য করে নিয়েছে? আল্লাহু জেনেনেই ওকে বিভ্রান্ত করেছেন, ওর কান ও হৃদয়কে মোহর করে দিয়েছেন এবং ওর চোখের ওপর আবরণ রেখেছেন, তাই আল্লাহু মানুষকে বিভ্রান্ত করার পর কে তাকে পথের নির্দেশ দেবে? তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না। — ৪৫ সুরা জাসিয়া : ২৩

যে-ব্যক্তি আল্লাহুর পরিবর্তে এমন কিছুকে ডাকে যাকে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত ডাকলেও সত্ত্ব দেবে না তার চেয়ে বড় বিভ্রান্ত আর কে? আর তারা ওদের প্রার্থনা সম্বন্ধেও অবহিত নয়। — ৪৬ সুরা আহকাফ : ৫

সরলপথের নির্দেশ দেওয়া আল্লাহুর দায়িত্ব; কিন্তু পথের মধ্যে কিছু বাঁকা পথও আছে। তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদের সকলকেই সংপথে পরিচালিত করতে পারতেন। — ১৬ সুরা নাহল : ৯

তুমি ওদেরকে পথ প্রদর্শন করতে আগ্রহী হলেও আল্লাহু যাকে বিভ্রান্ত করেছেন তাকে তিনি সংপথে পরিচালিত করবেন না ও ওদেরকে কেউই সাহায্য করবে না। — ১৬ সুরা নাহল : ৩৭

আল্লাহু ইচ্ছা করলে তোমাদেরকে একজাতি করতে পারতেন, কিন্তু তিনি যাকে ইচ্ছা বিভ্রান্ত ও যাকে ইচ্ছা সংপথে পরিচালিত করেন।

তোমরা যা করো সে-বিষয়ে অবশ্যই তোমাদেরকে প্রশ্ন করা হবে। — ১৬ সুরা নাহল : ৯৩

তুমি মানুষকে হিকমত ও সৎ উপদেশ দিয়ে তোমার প্রতিপালকের পথে ডাক দাও ও ওদের সাথে ভালোভাবে আলোচনা করো। তাঁর পথ ছেড়ে যে বিপথে যায় তার সম্বন্ধে তোমার প্রতিপালক ভালো করেই জানেন। আর যে সংপথে আছে তাকেও তিনি ভালো করে জানেন। — ১৬ সুরা নাহল : ১২৫

যারা ইহুদীবনকে পরজীবনের ওপর প্রাধান্য দেয়, আল্লাহুর পথে বাধা দেয় ও আল্লাহুর পথকে বাঁকা করতে চায়, ওরাই তো বড় বিপথে রয়েছে। আমি প্রত্যেক রসূলকেই তার

স্বজ্ঞতির ভাষাভাষী ক'রে পাঠিয়েছি, তাদের কাছে পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করার জন্য। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা বিভ্রান্ত করেন ও যাকে ইচ্ছা সৎপথে পরিচালিত করেন, আর তিনি শক্তিমান তত্ত্বজ্ঞানী। — ১৪ সুরা ইব্রাহিম : ৩-৪

যারা তাদের প্রতিপালকে অস্থীকার করে তাদের কর্মের দৃষ্টান্ত ছাইতসু যা ঝড়ের দিনে বাতাস প্রচন্ড বেগে উড়িয়ে নিয়ে যায়। যা তারা উপার্জন করে তার কিছুই তারা তাদের কাজে লাগাতে পারে না। এ-ই ঘোর বিভ্রান্তি। — ১৪ সুরা ইব্রাহিম : ১৮

তুমি অবশ্যই ওদেরকে সরল পথে ডাক দিয়েছ। নিশ্চয় যারা পরলোকে বিশ্বাস করে না তারা তো সরল পথ থেকে সরে গেছে। আমি ওদেরকে দয়া করলেও ওদের দুঃখদৈন্য দূর করলেও ওরা অবাধ্যতায় বিভ্রান্তের ন্যায় ঘূরতে থাকবে। — ২৩ সুরা মুমিনুন : ৭৩-৭৫

সীমালভঘনকারীরা অজ্ঞানতাবশত তাদের খেয়ালখুশির অনুসরণ করে থাকে। তাই আল্লাহ্ যাকে পথভ্রষ্ট করেছেন কে তাকে সৎপথ দেখাবে? তাদেরকে কেউ সাহায্য করবে না। — ৩০ সুরা রাম : ২৯

আমি ইচ্ছা করলে প্রত্যেক ব্যক্তিকে সৎপথে পরিচালিত করতাম। আমার এ কথা অবশ্যই সত্য যে, আমি নিশ্চয়ই জিন ও মানুষ উভয় দ্বারা জাহানাম পূর্ণ করব। — ৩২ সুরা সিজদা : ১৩

যে-ব্যক্তি মুখ ভর দিয়ে চলে সে কি ঠিক পথে চলে, নাকি সে-ব্যক্তি যে সোজা হয়ে সরল পথে চলে।? — ৬৭ সুরা মুলুক : ২২

আলিফ-লাম-মিম! এ সেই কিতাব, এতে কোনো সন্দেহ নেই, সাবধানিদের জন্য এ পথনির্দেশক যারা অদ্যশ্যে বিশ্বাস করে, নামাজ কায়েম করে ও তাদের যা দিয়েছি তার থেকে ব্যয় করে এবং যা তোমার ওপর অবতীর্ণ হয়েছে ও তোমার পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে যারা বিশ্বাস করে ও পরলোকে যারা নিশ্চিত বিশ্বাসী, তারাই তাদের প্রতিপালকের নির্দেশিত পথে রয়েছে ও তারাই সফলকাম।

যারা অবিশ্বাস করেছে তুমি তাদেরকে সতর্ক করো বা না করো তাদের পক্ষে দুই-ই সমান। তারা বিশ্বাস করবে না। আল্লাহ্ তাদের হাদয় ও কান মোহর করে দিয়েছেন, তাদের চোখের ওপর আবরণ রয়েছে এবং তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি। — ২ সুরা বাকারা : ১-৭

এবং যখন তাদেরকে বলা হয়, ‘অন্যদের মতো তোমরাও বিশ্বাস করো।’

তারা বলে, ‘বোকারা যেমন বিশ্বাস করেছে আমরাও কি তেমন বিশ্বাস করবো?’ সাবধান! এরাই বোকা, কিন্তু এরা তা বুঝতে পারে না। যখন তারা বিশ্বাসীদের সংস্পর্শে আসে তখন বলে, ‘আমরা বিশ্বাস করেছি, আর যখন তারা নিভৃতে তাদের শয়তানদের সঙ্গে যোগ দেয় তখন বলে, ‘আমরা তো তোমাদের সঙ্গে রয়েছি; আমরা শুধু তাদের সাথে ঠাট্টাতামাশ করে থাকি।’

আল্লাহ্ তাদের সাথে তামাশা করেন, এবং তাদের অবাধ্যতায় তাদের বিভ্রান্তের ন্যায় ঘূরে বেড়াবার অবকাশ দেন। এরাই সৎপথের বিনিময়ে ভ্রান্তপথ কিনেছে। সুতরাং তাদের ব্যবসা লাভজনক হয় নি। তারা সৎপথেও পরিচালিত নয়। তাদের উপর্যা এমন এক ব্যক্তি যে আগুন জ্বলে চারিদিক আলো করে, তারপর আল্লাহ্ সেই আলো সরিয়ে নেন ও তাদের ঘোর

অঙ্ককারে ফেলে দেন আর তারা কিছুই দেখতে পায় না। তারা বধির, বোবা, অঙ্ক ; সুতরাং তারা ফিরবে না। বা, যেমন আকাশ থেকে মুশলধারে বৃষ্টি পড়ছে, রয়েছে যোর অঙ্ককার মেঘ, বজ্রের গর্জন ও বিদ্যুতের ঝলকানি। বজ্রধ্বনি হলে মরণের ভয়ে তারা কানে আঙুল দেয়। আল্লাহ্ অবিশ্বাসীদের ঘরে রেখেছেন। বিদ্যুতের ঝলকানি তাদের দৃষ্টিশক্তিকে প্রায় কেড়ে নেয়। যখনই বিদ্যুতের আলো তাদের সম্মুখে উজ্জ্বিসিত হয় তারা তখনই পথ চলতে থাকে, আর যখন অঙ্ককার ছেয়ে ফেলে তখন তারা থমকে দাঁড়ায়। আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে তাদের শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি নিয়ে নিতে পারেন। আল্লাহ্ তো সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

— ২ সুরা বাকারা : ১৩-২০

আল্লাহ্ মশা বা তার চেয়ে বড় কোনো জিনিসের উদাহরণ দিতে বিব্রত বোধ করেন না। তাই যারা বিশ্বাস করে তারা জানে যে, এ সত্য উপমা তাদের প্রতিপালকের কাছ থেকে এসেছে ; কিন্তু যারা অবিশ্বাস করে তারা বলে, ‘আল্লাহ্ কি উদ্দেশ্যে এমন এক উপমা দিয়েছেন?’ এ দিয়ে তিনি অনেককে বিভ্রান্ত করেন, আবার অনেককে সংপথে পরিচালিত করেন। আসলে যারা সংপথ ছেড়ে গেছে তাদের ছাড়া আর কাউকেও তিনি বিভ্রান্ত করেন না।

— ২ সুরা বাকারা : ২৬

তোমরা যাতে বিশ্বাস করেছ তারা যদি সেরূপ বিশ্বাস করে তবে তো তারা পথ পাবে। আর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে তারা নিশ্চয়ই বিরুদ্ধভাবাপন্ন। আর তাদের বিরুদ্ধে তোমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। তিনি সব শোনেন সব জানেন। — ২ সুরা বাকারা : ১৩৭

(তারাই ধৈর্যশীল) যারা তাদের ওপর কোনো বিপদ এলে বলে, ‘আমরা তো আল্লাহরই আর নিশ্চিতভাবে তাঁরই দিকে ফিরে যাব।’ — এইসব লোকের প্রতি তাদের প্রতিপালকের কাছ থেকে আশীর্বাদ ও দয়া বর্ষিত হয়, আর এরাই সংপথপ্রাপ্ত। — ২ সুরা বাকারা : ১৫৬-১৫৭

মানুষ ছিল এক জাতি। তারপর আল্লাহ্ নবিদের সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসাবে পাঠান। আর মানুষের মধ্যে যে-বিষয়ে মতভেদ সৃষ্টি হয়েছিল তার মীমাংসার জন্য তিনি সত্যসহ কিতাব অবতীর্ণ করেন। আর যাদেরকে তা দেওয়া হয়েছিল তাদের কাছে স্পষ্ট নির্দর্শন আসার পর তারা শুধু পরম্পর বিদ্যেবশক্ত মতভেদ করত। তারপর তারা যে-ভিন্নমত পোষণ করত আল্লাহ্ সে-বিষয়ে নিজ অনুগ্রহে সত্য পথে যারা বিশ্বাস করে তাদের পরিচালিত করেন। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা সরল পথে পরিচালিত করেন।

— ২ সুরা বাকারা : ২১৩

ধর্মে কোনো জ্বরদণ্ডি নেই। সংপথ ভাস্ত পথ থেকে সুস্পষ্ট হয়েছে। সুতরাং যে তাগুত [অসত্য দেবতা]-কে অস্বীকার করবে ও আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস করবে সে এমন এক শক্ত হাতল ধরবে যা কখনও ভাঙবে না। আল্লাহ্ সব শোনেন, সব জানেন। — ২ সুরা বাকারা : ২৫৬

হে আমাদের প্রতিপালক ! সরল পথ প্রদর্শনের পর তুমি আমাদের অস্তরকে বিকৃত কোরো না, আর তোমার কাছ থেকে আমাদেরকে করুণা দাও। তুমই মহাদাতা। — ৩ সুরা আল-ই-ইম্রান : ৮

... যদি তারা আত্মসমর্পণ করে তবে নিশ্চয় তারা পথ পাবে। আর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে তোমার কাজ তো কেবল প্রচার করা। আল্লাহ্ তো দাসদেরকে দেখেন। — ৩ সুরা আল-ই-ইমরান : ২০

বিশ্বাসের পর ও রসূলকে সত্য বলে সাক্ষ্যাদান করার পর আর তাদের কাছে স্পষ্ট নির্দেশন আসার পর যে-সম্প্রদায় অবিশ্বাস করে (তাদেরকে) আল্লাহ্ কিভাবে সংপথের নির্দেশ দেবেন? আর আল্লাহ্ তো সীমালজ্ঞনকারী সম্প্রদায়কে সংপথের নির্দেশ দেন না। — ৩ সুরা আল-ই-ইমরান : ৮৬

যারা বিশ্বাস করার পর অবিশ্বাস করে ও যাদের অবিশ্বাসপ্রবণতা বৃক্ষি পেতে থাকে তাদের তওও কখনও মঙ্গুর করা হয় না। আর এরাই তো পথভ্রষ্ট। — ৩ সুরা আল-ই-ইমরান : ১০

আর কেমন করে তোমরা অবিশ্বাস করবে যখন আল্লাহ'র আয়াত তোমাদের কাছে পড়া হয় আর তোমাদের মধ্যেই তাঁর রসূল রয়েছে? আর আল্লাহ'কে যে অবলম্বন করবে সে তো সরল পথ পাবে। — ৩ সুরা আল-ই-ইমরান : ১০১

আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল কোনো বিষয়ে নির্দেশ দিলে কোনো বিশ্বাসী পুরুষ বা নারীর সে-বিষয়ে ভিন্ন কোনো সিদ্ধান্তের অধিকার থাকবে না। কেউ আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলকে অমান্য করলে সে তো স্পষ্টই পথভ্রষ্ট হবে। — ৩৩ সুরা শাহজাব : ৩৬

...আল্লাহ্ যাকে পথভ্রষ্ট করেন তোমরা কি তাকে সংপথে পরিচালিত করতে চাও? আল্লাহ্ যাকে পথভ্রষ্ট করেন তুমি তার জন্য কখনও কোনো পথ পাবে না। — ৪ সুরা নিসা : ৮৮

আর যদি কারও কাছে সংপথ প্রকাশ হওয়ার পরও সে রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে ও বিশ্বাসীদের পথ ছাড়া অন্য পথ অনুসরণ করে তবে সে যেদিকে ফিরে যায় আমি সেদিকেই তাকে ফিরিয়ে দেব ও জাহান্নামেই তাকে পোড়াব; আর বাসস্থান হিসেবে তা কতই-না জগন্য! — ৪ সুরা নিসা : ১১৫

...আর আল্লাহ্ যাকে পথভ্রষ্ট করেন তুমি তার জন্য কখনও কোনো পথ পাবে না। — ৪ সুরা নিসা : ১৪৩

যারা অবিশ্বাস করে ও আল্লাহ'র পথে বাধা দেয় তারা দারুণ পথভ্রষ্ট। যারা অবিশ্বাস করেছে ও অত্যাচার করেছে আল্লাহ্ তাদের কখনও ক্ষমা করবেন না, আর তিনি তাদেরকে কোনো পথও দেখাবেন না, জাহান্নামের পথ ছাড়া ...। — ৪ সুরা নিসা : ১৬৭-১৬৯

হে মানুষ! তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের প্রমাণ এসেছে ও আমি তোমাদের ওপর স্পষ্ট জ্যোতি অবরুদ্ধ করেছি। তারপর যারা আল্লাহ'র ওপর বিশ্বাস করবে ও তাঁকে অবলম্বন করবে তাদেরকে তিনি তাঁর দয়া ও অনুগ্রহের মধ্যে প্রবেশ করার অধিকার দেবেন ও তাদেরকে সরল পথে তাঁর দিকে পরিচালিত করবেন। — ৪ সুরা নিসা : ১৭৪-১৭৫

যারা সংপথ ধরে আল্লাহ্ তাদের সংপথে চলার শক্তি বাঢ়ান, আর তাদেরকে সাবধানি হওয়ার শক্তি দেন। — ৪৭ সুরা মুহাম্মদ : ১৭

... বলো, 'আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা বিভ্রান্ত করেন। আর তিনি তাঁর পথ দেখান তাদের যারা তাঁর দিকে মুখ ফেরায়, যারা বিশ্঵াস করে ও আল্লাহ্'র স্মরণে যাদের চিন্তা প্রশান্ত হয়' — ১৩ সুরা রাম ১: ২৭-২৮

আমি তাকে পথের নির্দেশ দিয়েছি; হয় সে কৃতজ্ঞ হবে, নাহয় সে অকৃতজ্ঞ হবে। আমি অকৃতজ্ঞদের জন্য প্রস্তুত রেখেছি শেকল-বেড়ি ও লেলিহান আগুন। — ৭৬ সুরা দাহর ৩: ৩-৪

... যারা বিশ্বাসী তাদেরকে অবশ্যই আল্লাহ্ সংপথে পরিচালিত করেন। — ২২ সুরা হজ ৫: ৫৪

... আল্লাহ্'র কাছ থেকে এক জ্যোতি ও স্পষ্ট কিতাব তো তোমাদের কাছে এসেছে। যারা আল্লাহ্'র সন্তুষ্টি কামনা করে এ (কোরান) দিয়ে তিনি তাদেরকে শাস্তির পথে পরিচালিত করেন, আর নিজের ইচ্ছায় অঙ্ককার হতে বের করে আলোর দিকে নিয়ে যান, আর ওদেরকে সরল পথে পরিচালিত করেন। — ৫ সুরা মায়দা ১৫: ১৫-১৬

... আমি তোমাদের প্রত্যেকের জন্য শরি'আত [আইন] ও স্পষ্ট পথ নির্ধারণ করেছি। ইচ্ছ্য করলে আল্লাহ্ তোমাদেরকে একজ্যোতি করতে পারতেন, কিন্তু তিনি তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তা দিয়ে তোমাদের পরীক্ষা করার জন্য (তা করেন নি)। তাই সংকর্মে তোমরা প্রতিযোগিতা করো। আল্লাহ্ দিকেই তোমরা সকলে ফিরে যাবে। তারপর তোমরা যে-বিষয়ে মতভেদ করেছিলে সে সম্বন্ধে তিনি তোমাদেরকে জানিয়ে দেবেন।

~~সুতরাং আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন তুমি সেই অনুসারে তাদের মধ্যে বিচার করো। তাদের খেয়ালখুশির অনুসরণ কোরো না। আর এ-সম্বন্ধে সতর্ক থাকো যাতে আল্লাহ্ যা তোমার ওপর অবতীর্ণ করেছেন, ওরা তার কিছি থেকে তোমাকে বিচুত করতে না পারে।~~ — ৫ সুরা মায়দা ৪: ৪৮-৪৯

... আল্লাহ্ তো সীমালজ্ঞনকারী সম্প্রদায়কে সংপথে পরিচালিত করেন না। — ৫ সুরা মায়দা ৫: ১

বলো, 'আমি কি তোমাদেরকে এর চেয়ে খারাপ পরিণতির খবর দেব যা আল্লাহ্'র কাছে আছে? যার ওপর আল্লাহ্'র অভিশাপ, যার ওপর তাঁর গজ্ব, যাদের কতককে তিনি বানান ও কতককে শুয়োর করেছেন এবং যারা তাগুত্রে [অসত্য দেবতার] উপাসনা করে — তাদের অবশ্য খুবই খারাপ। আর সরল পথ থেকে তারা সবচেয়ে বেশি বিচুত।' — ৫ সুরা মায়দা ৫: ৬০

... আল্লাহ্ অবিশ্বাসী সম্প্রদায়কে সংপথে পরিচালিত করেন না। — ৫ সুরা মায়দা ৫: ৬৭

বলো, 'হে কিতাবিগণ! তোমরা তোমাদের ধর্ম সম্বন্ধে বাড়াবাঢ়ি কোরো না। আর যে সম্প্রদায় এর আগে পথভ্রষ্ট হয়েছে ও অনেককে পথভ্রষ্ট করেছে এবং সরল পথ হতে বিচুত হয়েছে তোমরা তাদের খেয়ালখুশির অনুসরণ কোরো না।' — ৫ সুরা মায়দা ৫: ৭৭

হে বিশ্বসিগণ! তোমাদের আত্মরক্ষা করাই কর্তব্য। তোমরা যদি সংপথে পরিচালিত হও তবে যে পথভ্রষ্ট হয়েছে সে তোমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। — ৫ সুরা মায়দা ৫: ১০৫

... আল্লাহ্ সত্যত্যগী সম্প্রদায়কে সংপথে পরিচালিত করেন না। — ৫ সুরা মায়দা ৫: ১০৮

আল্লাহ্ কোনো সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শনের পর তাদেরকে বিভ্রান্ত করেন না যতক্ষণ পর্যন্ত না ওদেরকে যে-বিষয়ে সাবধান হতে হবে তা ওদের কাছে পরিষ্কার করে বলা হয়। আল্লাহ্ তো সব বিষয়েই ভালো করেই জানেন। — ৯ সুরা তওবা : ১১৫

পবিত্র : নিশ্চয় সাফল্য লাভ করবে সে যে পবিত্র। আর যে তার প্রতিপালকের নাম স্মরণ করে ও নামাজ পড়ে। — ৮৭ সুরা আলা : ১৪-১৫

... আল্লাহ্ তোমাদের সম্বন্ধে ভালো করেই জানেন (তখন থেকে) যখন তিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছিলেন মাটি থেকে ও যখন তোমরা মায়ের গর্ভে ছিলে জন্ম হয়ে। সত্তুরাং তোমরা নিজেদেরকে বড় পবিত্র ভেবো না ; কে সংয়মী তা তিনিই ভালো জানেন। — ৫৩ সুরা নাজিম : ৩২

যে নিজেকে পবিত্র করবে সে-ই সফল হবে, আর যে নিজেকে কল্যাণিত করবে সে-ই ব্যর্থ হবে। — ১১ সুরা শামস : ৯-১০

... যে-কেউ নিজেকে পবিত্র করে সে তো পবিত্র করে নিজের ভালোর জন্য। প্রত্যাবর্তন আল্লাহরই কাছে। — ৩৫ সুরা ফাতির : ১৮

নিশ্চয়ই এ সম্মানিত কোরান, যা আছে সুরক্ষিত কিতাবে, পৃত-পবিত্র ছাড়া অন্য কেউ তা স্পর্শ করবে না। — ৫৬ সুরা ওয়াকিয়া : ৭৭-৭৯

... যারা তওবা করে ও পবিত্র থাকে আল্লাহ তাদের ভালোবাসেন। — ২ সুরা বাকারা : ২২২

তুমি কি তাদেরকে দেখ নি যারা নিজেদেরকে পবিত্র ঘনে করে? না, আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা পবিত্র করেন, আর তাদের ওপর সামান্য পরিমাণও অত্যাচার করা হবে না। — ৪ সুরা নিসা : ৪৯

হে বিশ্বসিগণ! তোমরা শয়তানের পদাঞ্চক অনুসরণ কোরো না। কেউ শয়তানের পদাঞ্চক অনুসরণ করলে শয়তান তো অশ্রুলতা ও মদ কাজের নির্দেশ দেয়। আল্লাহ্ র অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে তোমাদের কেউ-ই কখনও পবিত্র হতে পারতো না, তবে আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা পবিত্র করে থাকেন। আর আল্লাহ্ সব শোনেন, সব জানেন। — ২৪ সুরা নুর : ২১। ওজু ও তাইয়াস্মুন্দু।

পরকাল : ইহকাল ও পরকাল দ্র.

পরধর্মসহিষ্ণুতা : ধর্মবিচ্ছিন্ন ও পরধর্মসহিষ্ণুতা দ্র.

পরনিন্দা : অনধিকার চর্চা ও পরনিন্দা দ্র.

পরামর্শ : যারা তার প্রতিপালকের ডাকে সাড়া দেয়, নামাজ পড়ে, নিজেদের মধ্যে পরামর্শের মাধ্যমে নিজেদের কর্মসম্পাদন ও তাদেরকে যে জীবনের উপকরণ দিয়েছি তার থেকে ব্যয় করে (তার পুরস্কার আল্লাহ্ কাছে)। — ৪২ সুরা শুরা : ৩৮

তাদের অধিকাঙ্গ গোপন পরামর্শে কোনো ভালো নাই, তবে যে দান-খ্যরাত, সৎকাজ ও মানুষের মধ্যে শাস্তিস্থাপনের নির্দেশ দেয় (তার মধ্যে ভালো আছে)। আর আল্লাহ্ সন্তুষ্টিলাভের আশায় যে এই রকম করবে তাকে আমি মহাপুরস্কার দেব। — ৪ সুরা নিসা : ১১৪

পরিচয় : তোমরা ওদেরকে ডাকো ওদের পিতৃপরিচয়ে। আল্লাহ'র দৃষ্টিতে এ-ই ন্যায়সংগত। যদি তোমরা ওদের পিতার পরিচয় না জান, তবে ওদের তোমরা ধর্মের ভাই বা বকু হিসাবে গ্রহণ করো। এ-ব্যাপারে তোমরা কোনো ভুল করলে তোমাদের কোনো ত্রুটি হবে না, কিন্তু ইচ্ছা ক'রে করলে ভিন্ন কথা। আর আল্লাহ' তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। — ৩৩ সুরা আরাফ় ৫

পরিচ্ছদ : হে আদমসন্তান! তোমাদের লজ্জাস্থান ঢাকার ও বেশভূষার জন্য আমি তোমাদেরকে পরিচ্ছদ দিয়েছি, আর সাবধানতার পরিচ্ছদই সবচেয়ে ভালো। এ আল্লাহ'র নির্দর্শনসমূহের অন্যতম যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে।

হে আদমসন্তান! শয়তান যেন তোমাদেরকে প্রলুক্ত না করে, যেমন করে সে তোমাদের পিতামাতাকে (প্রলুক্ত করে) জাগ্রাত হতে বের করেছিল, তাদের লজ্জাস্থান তাদেরকে দেখাবার জন্য তাদেরকে উলঙ্ঘ করেছিল। সে নিজে ও তার দল তোমাদেরকে এমনভাবে দেখে যে তোমরা তাদেরকে দেখতে পাও না, শয়তানকে আমি তাদের অভিভাবক করেছি যারা বিশ্বাস করে না। — ৭ সুরা আরাফ় : ২৬-২৭

হে আদম সন্তান! প্রত্যেক নামাজের সময় তোমরা সুন্দর পোশাক পরবে...। — ৭
সুরা আরাফ় : ৩১

... আর (আল্লাহ) তোমাদের জন্য ব্যবস্থা করেন পরিধেয় বস্ত্রের যা তোমাদের তাপ থেকে রক্ষা করে। আর তিনি ব্যবস্থা করেছেন বর্ষের যা তোমাদেরকে যুক্তে রক্ষা করে। এভাবে তিনি তোমাদের ওপর অনুগ্রহ পূর্ণ করেন যাতে তোমরা আত্মসমর্পণ করো। — ১৬ সুরা নাহল : ৮১

পরিবর্তন : সৃষ্টির পরিবর্তন দ্র. মানুষের অবস্থার পরিবর্তন দ্র।

পরিশ্রম : তাই কষ্টের সাথেই তো স্বত্তি রয়েছে। কষ্টের সাথেই তো স্বত্তি রয়েছে। অতএব যখন অবসর পাও পরিশ্রম করো আর তোমার প্রতিপালকের প্রতি মনোনিবেশ করো। — ১৪ সুরা ইনশিরাহ : ৫-৮

শপথ এ-নগরের! যখন তুমি এ-নগরের অধিবাসী! শপথ জনকের ও তার জাতকের। আমি মানুষকে শ্রমনির্ভর করেই সৃষ্টি করেছি। — ১০ সুরা বালাদ : ১-৪

পরায়ান্ত্রিকা : মানুষের পরায়ান্ত্রিকা দ্র।

পর্দা : অশ্রীলতা ও পরদা দ্র।

পর্বত : সেদিন পৃথিবী ও পৰ্বতমালা প্রকস্পিত হবে ও পর্বতগুলো হবে চলমান বালির চিপি। — ৭৩ সুরা মুজাফ্ফিল : ১৪

মহাপ্রলয় স্মরকে তুমি কি জান? সেদিন মানুষ বাতির পোকার মতো বিক্ষিপ্ত হবে আর পাহাড়গুলো ধূনিত হবে রঞ্জিত পশ্চমের মতো। — ১০১ সুরা কারিয়াহ : ৩-৫

যখন তারার আলো যাবে নিতে, যখন আকাশ পড়বে ফেটে যখন তুলো ধোনা হবে পাহাড় এবং যখন রসূলদের উপস্থিত করা হবে নির্দিষ্ট সময়ে। সে কোন দিনের জন্য এসব স্থগিত রাখা হয়েছে? — বিচারদিনের জন্য। — ৭৭ সুরা মুরসালাত : ৮-১৩

আমি ভূমিকে বিস্তৃত করেছি, তার মধ্যে বসিয়েছি পর্বতমালা ও উঠিয়েছি সব রকমের নয়নজুড়নো গাছপালা, প্রত্যেক আল্লাহর অনুযায়ী ব্যক্তির জন্য এ জ্ঞান ও উপদেশস্বরূপ। — ৫০ সুরা কাফ : ৭-৮

ওরা তোমাকে পর্বতসমূহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বলো, ‘আমার প্রতিপালক ওদের সমূলে উৎপাটন করে বিক্ষিপ্ত করে দেবেন।’ তারপর তিনি জমিনকে মসণ সমতল ভূমিতে পরিণত করবেন, যেখানে ভূমি উচুনিচু দেখবে না। — ২০ সুরা তাহা : ১০৫-১০৭

পৃথিবীকে আমি বিস্তৃত করেছি, আর ওর মধ্যে পর্বতমালা সৃষ্টি করেছি; আমি পৃথিবীতে প্রত্যেক বস্তু সুপরিমিতভাবে সৃষ্টি করেছি। — ১৫ সুরা হিজের : ১৯

তিনি বিনা থামে আকাশ তৈরি করেছেন, তোমরা তা দেখছ। তিনিই পৃথিবীতে পাহাড় বসিয়েছেন, যাতে এ তোমাদেরকে নিয়ে ঢলে না পড়ে আর এর মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছেন নানা রকম জীবজন্তু। তিনিই আকাশ থেকে বারিবর্ষণ করেন। আর তাতে সবরকম সুন্দর জোড়া (জিনিস) উৎপাদন করেন। — ৩১ সুরা লুক্মান : ১০

তিনি সেখানে (পৃথিবীতে) তার ওপর পর্বতমালা স্থাপন করেছেন এবং সেখানে কল্যাণ রেখেছেন, আর চারদিনের মধ্যে সেখানে মাত্রা অনুযায়ী তিনি খাদ্যের ব্যবস্থা করেছেন, সমানভাবে সকলের জন্য, যারা এর সম্ভান করে। — ৪১ সুরা হা-মিম-সিজ্দা : ১০

তবে ওরা কি লক্ষ্য করে না, উট কিভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে? কিভাবে আকাশ উর্ধ্বে রাখা হয়েছে, পর্বতমালাকে কিভাবে শক্ত করে দাঁড় করানো হয়েছে ...। — ৮৮ সুরা গাশিয়া : ১৭-১৯

আর তিনি পৃথিবীতে সুদৃঢ় পর্বত স্থাপন করেছেন যাতে পৃথিবী তোমাদেরকে নিয়ে এদিক ওদিক ঢলে না যায় আর তিনি স্থাপন করেছেন নদনদী ও পথ যাতে তোমরা তোমাদের গন্তব্যস্থলে পৌছতে পার। — ১৬ সুরা নাহল : ১৫

আর আমি পৃথিবীতে সুদৃঢ় পর্বত সৃষ্টি করেছি, যাতে পৃথিবী ওদের নিয়ে এদিক বা ওদিকে ঢলে না যায়, আর আমি ওর মধ্যে প্রশস্ত পথ করে দিয়েছি যাতে ওরা গন্তব্যস্থলে পৌছতে পারে। — ২১ সুরা আল্বিয়া : ৩১

আমি কি পৃথিবীকে বিস্তৃত করি নি, আর পর্বতকে করি নি কীলকস্বরূপ ? — ৭৮ সুরা নাবা : ৬-৭

তারপর তিনি পৃথিবীকে বিস্তৃত করেছেন এবং তার থেকে ঝরনা ও চারণভূমি বের করেছেন এবং পর্বতকে দৃঢ়ভাবে প্রোত্তিত করেছেন। — ৭৯ সুরা নাজিয়াত : ৩০-৩২

তিনিই পৃথিবীকে বিস্তৃত করেছেন এবং তার মধ্যে পর্বত ও নদী সৃষ্টি করেছেন ...। — ১৩ সুরা রাদ : ৩

তুমি কি দেখ না যে, আল্লাহকে সিজ্দা করে যা-কিছু আছে আকাশে ও পৃথিবীতে — সূর্য, চন্দ, নক্ষত্রমণ্ডলী, পর্বতরাঙ্গি, বৃক্ষলতা, জীবজন্তু, আর সিজ্দা করে মানুষের মধ্যে অনেকে ? — ২২ সুরা হজ : ১৮

পশু : ওরা কি লক্ষ করে না ওদের জন্য আমি নিজে সৃষ্টি করেছি আনআম [গৃহপালিত পশু] আর ওরাই এগুলোর মালিক ? আর আমি এগুলোকে ওদের বশীভূত করে

দিয়েছি। এগুলোর কিছু ওদের বাহন আর কিছু ওদের খাদ্য। ওদের জন্য এদের মধ্যে আছে নানা উপকার ও পানীয়। তবুও কি ওরা কৃতজ্ঞ হবে না? — ৩৬ সুরা ইয়াসিনঃ ৭১-৭৩

পৃথিবীতে এমন জীব নেই বা নিজ ডানায় ওড়ে এমন কোনো পাখি নেই যা তোমাদের মতো এমন একটি দল নয়। কিতাবে কোনো কিছু লিখে দিতে ত্রুটি করি নি। তারপর তারা সকলে তাদের প্রতিপালকের দিকে একত্রিত হবে। — ৬ সুরা আনআমঃ ৩৮

আর তারা তাদের ধারণা অনুসারে বলে, ‘এসব গবাদি পশু ও ফসল হারাম, আমরা যাকে ইচ্ছা করি সে ছাড়া কেউ এসব খেতে পারবে না।’ আর কতক গবাদিপশু রয়েছে যাদের পিঠে চড়া তারা হারাম করে, আর কিছু পশু আছে যাদেরকে জবাই করার সময় তারা আল্লাহর নাম নেয় না। এসব তারা আল্লাহর সম্বক্ষে মিথ্যা বানানোর জন্য বলে, এ-মিথ্যা বানানোর প্রতিফল তিনি তাদেরকে দেবেন।

তারা আরও বলে, ‘এসব গবাদি পশুর গর্ভে যা আছে তা আমাদের পুরুষদের জন্য নির্দিষ্ট ও এ আমাদের স্ত্রীদের জন্য হারাম, আর এ যদি মৃত জন্মায় তবে (নারীপুরুষ) সকলে ওর অংশীদার। তাদের এমন বলার প্রতিফল তিনি তাদের দেবেন। তিনি তো তত্ত্বজ্ঞানী, সর্বজ্ঞ। — ৬ সুরা আনআমঃ ১৩৮-১৩৯

আর গবাদি পশুর মধ্যে কিছু ভারবাহী ও কিছু ছোট আকারের পশু রয়েছে। আল্লাহ তোমাদের যা জীবিকা হিসাবে দিয়েছেন তার থেকে খাও। আর শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ কোরো না, সে তো তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। (এ-পশুগুলো) আট রকম। এক জোড়া মেষ আর এক জোড়া ছাগল। বলো, ‘নর দুটো বা মাদি দুটোর গর্ভে যা আছে তিনি কি তা হারাম করেছেন? যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে প্রমাণ দিয়ে আমাকে জানাও।’ তারপর এক জোড়া উট ও এক জোড়া গরু। বলো, ‘নর দুটো বা মাদি দুটোর গর্ভে যা আছে তিনি কি তা হারাম করেছেন? আর আল্লাহ যখন এসব নির্দেশ দেন তখন কি তোমরা উপস্থিত ছিলেন?’

সুতরাং যে-ব্যক্তি অজ্ঞানতাবশত মানুষকে বিভাস্ত করার জন্য আল্লাহ সম্বক্ষে মিথ্যা বানায় তার চেয়ে বড় সীমালঙ্ঘনকারী আর কে? আল্লাহ তো সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়কে সংপৰ্য্যে পরিচালিত করেন না। — ৬ সুরা আনআমঃ ১৪২-১৪৪

... তিনি পৃথিবীতে পাহাড় বসিয়েছেন যাতে এ তোমাদের নিয়ে ঢলে না পড়ে। আর তাতে ছড়িয়ে দিয়েছেন নানারকম জীবজন্ম। — ৩১ সুরা লুকামানঃ ১০

তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন আট প্রকার আনআম (গবাদিপশু)। — ৩৯ সুরা জুমারঃ ৬

আল্লাহই তোমাদের জন্য আনআম (গবাদিপশু) সৃষ্টি করেছেন, কতক চড়ার জন্য ও কতক খাওয়ার জন্য। এর মধ্যে তোমাদের জন্য প্রচুর উপকার রয়েছে। তোমরা যা প্রয়োজন বোধ কর এদের দিয়ে তা মেটাও। আর ওদের ওপর ও জলযানে তোমাদেরকে বহন করা হয়। তিনি তোমাদের তাঁর নির্দশনাবলী দেখান। সুতরাং তোমরা আল্লাহর কোন নির্দশনকে অস্বীকার করবে? — ৪০ সুরা মুমিনঃ ৭৯-৮১

... তিনি তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের জোড়া সৃষ্টি করেছেন ও আনআম (গবাদি-পশু)-র মধ্য থেকে সৃষ্টি করেছেন আনআম (গবাদিপশু)-এর জোড়া। — ৪২ সুরা শুরাঃ ১১

তাঁর অন্যতম নির্দেশন আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি আর এই দুইয়ের মধ্যে তিনি ছড়িয়ে দিয়েছেন যে-সব জীবজন্ম সেগুলো। যখন ইচ্ছা তিনি তাদেরকে সমবেত করতে পারেন। — ৪২ সুরা শুরা : ২৯

তিনি সবকিছুর যুগল সৃষ্টি করেন আর তিনি তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন জলযান ও পশু যার ওপর তোমরা চড়তে পার, যাতে তোমরা ওদের পিঠে হির হয়ে বসতে পার, আর বাসে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহ স্মরণ করে ও বল, ‘পবিত্র মহান তিনি যিনি এদেরকে আমাদের বশ করে দিয়েছেন যদিও আমরা এদের বশ করতে পারতাম না।’ — ৪৩ সুরা জুহুরুফ : ১২-১৩

তিনি আনআম (গবাদিপশু) সৃষ্টি করেছেন, তোমাদের জন্য এর মধ্যে শীতবশ্ত্রের উপকরণ ও বহু উপকার রয়েছে আর তার থেকে তোমরা আহার্য পেয়ে থাকো। আর তোমরা যখন গোধূলিলগ্নে ওদেরকে চারণভূমি থেকে ঘরে নিয়ে আস ও সকালে যখন ওদেরকে চারণভূমিতে নিয়ে যাও তখন তোমরা ওর সৌন্দর্য উপভোগ কোরো। আর ওরা তোমাদের ভার বহন করে নিয়ে যায় দূর দেশে যেখানে প্রাণস্ত কষ্ট ছাড়া তোমরা পোছতে পারতে না। নিশ্চয়ই তোমাদের প্রতিপালক দ্যায়পরবশ পরম দয়ালু। তোমাদের আরোহণের জন্য ও শোভার জন্য তিনি সৃষ্টি করেছেন অশু, অশ্বেতৰ ও গর্জভ। আর তিনি সৃষ্টি করেন এমন অনেক কিছু যা তোমরা জান না। — ১৬ সুরা নাহল : ৫-৮

অবশ্যই আনআমের মধ্যে তোমাদের জন্য শেখার রয়েছে। তাদের পেটের আঁতের ও রক্তের মধ্য থেকে পরিষ্কার দুধ বের করে আমি তোমাদের পান করাই, যা যারা পান করে তাদের জন্য নির্দোষ ও সুস্থাদু। — ১৬ সুরা নাহলো : ৬৬

বাস করার জন্য আল্লাহ তোমাদের ঘর দিয়েছেন ও পশুর চামড়া দিয়ে তাঁবুর ব্যবস্থা করেছেন যা তোমাদের জন্য হালকা যখন তোমরা ভ্রম কর ও যখন তোমরা যাত্রাবিবরতি কর। আর তাদের পশম, লোম ও চুল থেকে তোমাদের সুবিধার জন্য তিনি ব্যবস্থা করেছেন সাময়িক ব্যবহারের গৃহসামগ্রী। — ১৬ সুরা নাহল : ৮০

আর তোমাদের জন্য অবশ্যই আনআম (গবাদিপশু) — এ শিক্ষার বিষয় রয়েছে। ওদের পেটে যা আছে তা থেকে আমি তোমাদের পান করাই ও তার মধ্যে তোমাদের জন্য বেশ উপকারিতা রয়েছে, আর তোমরা তাদেরকে খেতেও পার। আর তার (উটের) ওপরে ও জাহাজে তোমাদের বহন করা হয়। — ২৩ সুরা মুমিনুন : ২১-২২

ওরা কি লক্ষ করে না, আমি উষর ভূমির ওপর পানি প্রবাহিত করে তার সাহায্যে শস্য উদ্গত করি যার থেকে ওদের আনআম (গবাদিপশু) ও ওরা আহার করে। ওরা কি তবুও লক্ষ করবে না। — ৩২ সুরা সিজ্দা : ২৭

তারপর তিনি পৃথিবীকে বিস্তৃত করেছেন। তার থেকে ঝরনা ও চারণভূমি বের করেছেন এবং পর্বতকে দৃঢ়ভাবে প্রোথিত করেছেন। (এ-সমস্ত) তোমাদের ও তোমাদের আনআমের (গবাদিপশুর) ভোগের জন্য। — ৭৯ সুরা নাজিআত : ৩০-৩৩

এমন বহু জীবজন্ম আছে যারা নিজেদের খাবার জমা করে রাখে না। আল্লাহই ওদের ও তোমাদের জীবনের উপকরণ দেন। — ২৯ সুরা আনকাবুত : ৬০

নারী, সন্তান, রাশিকৃত স্বর্ণ ও রৌপ্যের ভাণ্ডার, মার্কামারা ঘোড়া, গবাদিপশু এবং ক্ষেতখামারের বাসনান্ত্রিতি (হেতু) মানুষের কাছে (তাদের) সৌন্দর্যমণ্ডিত করা হয়েছে। — ৩ সুরা আল-ই-ইমরান ৪১৪

আল্লাহ্ পানি হতে সমস্ত জীব সৃষ্টি করেছেন। ওদের কিছু বুকে ভর দিয়ে চলে, কিছু দুই পায়ে আর কিছু চার পায়ে। আল্লাহ্ তো সববিষয়ে সর্বশক্তিমান। — ২৪ সুরা নুর ৪৫। শিকার দ্র.।

পশ্চিম ৪ পূর্ব ও পশ্চিম দ্র.।

পাখি ৪ পথিবীতে এমন জীব নেই বা নিজ ডানায় ওড়ে এমন কোনো পাখি নেই যা তোমাদের মতো এমন একটি দল নয়। কিতাবে কোনো কিছু লিখে দিতে আমি তুঁটি করি নি। তারপর তারা সকলে তাদের প্রতিপালকের দিকে একত্রিত হবে। — ৬ আনামাম ৩৮

তারা কি লক্ষ করে না পাখি আকাশের শুন্যে সহজেই ঘুরে বেড়ায়? আল্লাহই ওদেরকে স্থির রাখেন। এর মধ্যে তো নির্দেশ রয়েছে বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য। — ১৬ সুরা নাহল ৪ ১৯

ওরা কি ওদের ওপরে উড়স্ত পাখিদের লক্ষ করে না যারা পাখা মেলে ও বন্ধ করে? করুণাময় আল্লাহই তাদেরকে স্থির রাখেন। তিনি তো সব বিষয়ই ভালো করে দেখেন।' — ৬৭ সুরা মুল্ক ১৯

তুমি কি দেখো না যে, আকাশ ও পথিবীতে যারা আছে তারা ও উড়স্ত পাখিরা আল্লাহর পবিত্র মহিমাবীর্তন করে? সকলেই তাঁর প্রশংসা ও পবিত্র মহিমা-যোগ্যণার পদ্ধতি জ্ঞানে। আর ওরা যা করে সে বিষয়ে আল্লাহ্ ভালো করেই জানেন। — ২৪ সুরা নুর ৪১

পাপ ৪ ওরা বলবে, ‘আমরা নামাজ পড়তাম না, আমরা অভাবীকে খাবার দিতাম না, আর যারা অবাস্তুর কথা বলে তাদের সাথে যোগ দিয়ে বাঁজে কথা বলতাম। আমরা বিচারদিনকে অস্থীকার করেছি আমাদের অবধারিত (মৃত্যু) আসা পর্যন্ত।’ — ৭৪ মুদ্দাস্সির ৪ ৪৩-৪৭

জ্ঞাতির পরম্পরায় যারা দেশের উত্তরাধিকারী হয় তাদের কাছে এটা কি মনে হয় নি যে আমি ইচ্ছা করলে তাদের পাপের দরজন তাদেরকে শাস্তি দিতে পারি ও তাদের হনদয় মোহর করে দিতে পারি যাতে তারা শুনতে না পায়? এই জনপদের কিছু বৃত্তান্ত আমি তোমার কাছে বয়ন করছি। তাদের রসূলরা তো তাদের কাছে স্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে এসেছিল, কিন্তু তারা তা পূর্বেই প্রত্যাখ্যন করেছিল বলে তারা আর বিশ্বাস করতে পারল না। এভাবে আল্লাহ্ অবিশ্বাসীদের হনদয় মোহর করে দেন। আর আমি তাদের বেশির ভাগকে প্রতিশুল্ক পালন করতে দেখি নি, না তাদের বেশির ভাগকেই আমি সত্যত্যাগী হিসাবে পেয়েছি। — ৭ সুরা আরাফ ১০০-১০২

...তিনি তাঁর দাসদের পাপ সম্পর্কে ভালো করেই জানেন। — ২৫ সুরা ফোরকান ৫৮

তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে দারিদ্র্যভয়ে হত্যা কোরো না। ওদেরকে ও তোমাদেরকে আমি জীবিকা দিয়ে থাকি। নিশ্চয় ওদেরকে হত্যা করা মহাপাপ। জিনার (অবৈধ যৌনসংগমের) কাছে যেয়ে না। এ অশ্রুল ও মন্দ পথ। আল্লাহ্ যার হত্যা হ্যারাম করেছেন, যথার্থ কারণ ছাড়া তাকে হত্যা কোরো না ...। — ১৭ সুরা বনি-ইসরাইল ৩১-৩৩

আর তোমরা প্রকাশ্য ও প্রচলন পাপ বর্জন করো। যারা পাপ করে তাদের পাপের সমুচিত শাস্তি তাদের দেওয়া হবে। আর যাতে আল্লাহ'র নাম নেওয়া হয় নি, তা তোমরা খেয়ো না ; তা তো অনাচার। আর শয়তন তো তার বন্ধুদেরকে তোমাদের সাথে বিবাদ করতে উসকানি দেয়। যদি তোমরা তাদের কথামতো চলো তবে তোমরা তো অংশীবাদী হয়ে যাবে। — ৬ সুরা আনামাম : ১২০-১২১

অবিশ্বাসীর বিশ্বাসীদেরকে বলে, 'আমাদের পথ ধরো, আমরা তোমাদের পাপের ভার বইব'। কিন্তু ওরা তো তোমাদের পাপের ভারের কিছুই বইবে না। ওরা তো মিথ্যা কথা বলে। ওরা নিজেদের এ তার সঙ্গে আরও কিছু পাপের ভার বইবে। আর ওরা যে মিথ্যা বানায় সে—সম্পর্কে কিয়ামতের দিনে অবশ্যই ওদের তো প্রশংসন করা হবে। — ২৯ সুরা আনকাবুত : ১২-১৩

হ্যা, যারা পাপ কাজ করে ও যাদের পাপরাণি তাদেরকে ঘিরে রাখে তারাই অগ্নিবাসী, সেখানে তারা থাকবে চিরকাল। — ২ সুরা বাকারা : ৮১

দেখো ! তারা আল্লাহ সম্বন্ধে কেমন মিথ্যা বানায়, আর প্রকাশ্য পাপ হিসাবে এ—ই যথেষ্ট ! — ৪ সুরা নিসা : ৫০

আর তুমি তাদের পক্ষে কথা বোলো না যারা নিজেদের বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতা করে। নিশ্চয় আল্লাহ বিশ্বাসঘাতক পাপিষ্ঠকে ভালোবাসেন না। — ৪ সুরা নিসা : ১০৭

আর যে—কেউ পাপ কাজ করে সে তা দিয়ে নিজেরই ক্ষতি করে, আর আল্লাহ তো সর্বজ্ঞ তত্ত্বজ্ঞানী। কেউ কোনো দোষ বা পাপ করে পরে তা কোনো নির্দোষ ব্যক্তির ওপর আরোপ করলে সে মিথ্যা অপবাদ ও স্পষ্ট পাপের বোঝা বহন করে। — ৪ সুরা নিসা : ১১১-১১২।

পাপের ক্ষমা : বলো 'হে আমার দাসগণ ! তোমরা যারা নিজেদের প্রতি ভুলুম করেছ, আল্লাহ'র অনুগ্রহ হতে নিরাশ হয়ো না ; আল্লাহ সমৃদ্ধ পাপ ক্ষমা করে দেবেন ; তিনি তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।' তোমাদের কাছে শাস্তি আসার পূর্বে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের দিকে এগিয়ে যাও আর তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করো ; শাস্তি এসে পড়লে তোমরা সাহায্য পাবে না। — ৩৯ সুরা জুমার : ৫৩-৫৪

আর (তাদের) যারা কোনো অশ্লীল কাজ করে ফেলে বা নিজেদের ওপর অত্যাচার করে আল্লাহ'কে স্মরণ করে ও নিজেদের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। আর আল্লাহ ছাড়া আর কে পাপ ক্ষমা করবেন ? আর তারা যা করে ফেলে তা জেনেশুনেও করে না। ওরাই তারা যাদের পুরস্কার তাদের প্রতিপালকের ক্ষমা, আর সেই জানাত যাব নিচে নদী বইবে। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। কত—ই না ভালো সিদ্ধকর্মদের পুরস্কার। — ৩ সুরা আল—ই—ইমরান : ১৩৫-১৩৬

আর তাদের এ কথা ছাড়া আর অন্য কোনো কথা ছিল না, -- 'হে আমাদের প্রতিপালক ! আমাদের পাপ ও কাজের বাড়াবাড়ি তুমি ক্ষমা করো, আমাদের পা শক্ত করো ও অবিশ্বাসী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য করো।'

তারপর আল্লাহ তাদেরকে পার্থিব পুরস্কার ও পরলোকে উত্তম পুরস্কার দেন। আর আল্লাহ সৎকর্মপরায়ণদেরকে ভালোবাসেন। — ৩ সুরা আল—ই—ইমরান : ১৪৭-১৪৮

হে বিশ্বাসিগণ ! আল্লাহকে ত্য করো ও সঠিক কথা বলো ; তা হলে তিনি তোমাদের কর্মকে ত্রুটিমুক্ত করবেন ও তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন। — ৩৩ সুরা আহজাব : ৭০-৭১

তোমাদেরকে যা নিষেধ করা হয়েছে তার মধ্যে যা গুরুতর তা থেকে বিরত থাকলে, তোমাদের ছোটখাটো পাপগুলো আমি মোচন করব ও তোমাদের সম্মানজনক স্থানে প্রবেশ করার অধিকার দেব। — ৪ সুরা নিসা : ৩১

পাপের সাক্ষী : শেষে যখন ওরা জাহানামের কাছে পৌছবে তখন ওদের কান, চোখ ও চাহড়া ওদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে সাক্ষ্য দেবে। যারা (জাহানামে যাবে) তারা ওদের ত্বককে জিঞ্জাসা করবে, ‘তোমরা আমাদের বিরুক্তে সাক্ষ্য দিছ কেন ?’

উভয়ে সে (ত্বক) বলবে, ‘আল্লাহ যিনি সমস্তকিছুকে বাক্ষক্তি দিয়েছেন তিনি আমাদেরকেও বাক্ষক্তি দিয়েছেন। তিনি তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন আর তাঁরই কাছে তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেওয়া হবে।’

তোমাদের কান, চোখ ও ত্বক তোমাদের বিরুক্তে সাক্ষ্য দেবে না — এ বিশ্বাসে তোমরা তাদের কাছে কিছু গোপন করতে না ; তাছাড়া, তোমরা মনে করতে যে, তোমরা যা করতে তার অনেক কিছুই আল্লাহ জানেন না। তোমাদের প্রতিপালক সম্বন্ধে তোমাদের এ-ধারণাই তোমাদের ধ্বংস এনেছে। ফলে, তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছ। — ৪১ সুরা হা�-মিম-সিজ্দা : ২০-২৩

পার্থিব জীবন : ইহকাল ও পরকাল দ্র.

পিতামাতা : মাতাপিতা দ্র.

পিনেলোপি (?) : অন্য দলের চেয়ে শক্তিশালী হওয়ার উদ্দেশ্যে তোমরা পরম্পরাকে প্রবন্ধনা করার জন্য তোমাদের শপথকে ব্যবহার করে সেই নারীর মতো হয়ো না, যে সুইচ মজবুত হওয়ার পর তা খুলে ফেলে তার কাটা সুতো নষ্ট ক'রে দেয়। — ১৬ সুরা নাহল : ১২

পুণ্য : পূর্ব ও পশ্চিম দিকে তোমাদের মুখ ফেরানোতে কোনো পুণ্য নেই ; কিন্তু পুণ্য আছে আল্লাহ, পরকাল, ফেরেশ্তা, সব কিতাব ও নবিদের ওপর বিশ্বাস করলে আর আল্লাহর ভালোবাসায় আত্মীয়স্থজন, পিতৃহীন, অভাবগ্রস্ত, মুসাফির, সাহায্যপ্রাপ্তীদেরকে ও দাসমুক্তির জন্য অর্থদান করলে ; আর নামাজ কায়েম করলে ও জ্ঞাকাত দিলে, আর প্রতিশ্রুতি পালন করলে, আর দুঃখ, কষ্ট ও যুদ্ধের সময় দ্বৈর্ধারণ করলে। এরাই তারা যারা সত্যবাদী ও সাবধানি। — ২ সুরা বাকারা : ১৭৭

তোমরা কখনও পুণ্য লাভ করতে পারবে না যতক্ষণ না তোমরা তোমাদের ভালোবাসার জিনিস আল্লাহর পথে ব্যয় করবে। আর তোমরা যা-কিছু ব্যয় কর, আল্লাহ তো সে-সম্বন্ধে ভালো করেই জানেন। — ৩ সুরা আল-ই-ইমরান : ১২। কর্মফল দ্র.

পুত্র না কন্যা ? : কন্যা না পুত্র দ্র.

পুনরুত্থান : কিয়ামত ও পুনরুত্থান দ্র.

পূরস্কার : বিশ্বাস, সংকর্ম ও পূরস্কার দ্র.

পূর্ব ও পশ্চিম : তিনি উদয়চাল ও অস্তাচালের প্রতিপালক ; তিনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই ; অতএব তুম তাঁকেই কর্মবিধায়করণে গ্রহণ করো। — ৭৩ সুরা মুজ্জামিল : ৯

পূর্ব ও পশ্চিম সব দিকই আল্লাহর ; আর তুমি যে-দিকেই মুখ ফেরাও, সেই-দিকই আল্লাহর দিক। আল্লাহ তো সর্বব্যাপী, সর্বজ্ঞ। — ২ সুরা বাকারা : ১১৫

নির্বোধ লোকেরা বলবে যে, ‘তারা এ-পর্যন্ত যে-কিবলা অনুসরণ করে আসছিল তার খেকে কিসে তাদেরকে ফিরিয়ে দিল ?’ বলো, ‘পূর্ব ও পশ্চিম আল্লাহরই। তিনি যাকে ইচ্ছা সরল পথে পরিচালিত করেন।’ — ২ সুরা বাকারা : ১৪২

পূর্ব বা পশ্চিম দিকে তোমাদের মুখ ফেরানোতে কোনো পুণ্য নেই...। — ২ সুরা বাকারা : ১৭৭

তিনি দুই উদয়াচল ও দুই অস্তাচলের মালিক। — ৫৫ সুরা রহমান : ১৭

পূর্বঘোষণা : তোমরা প্রতিপালকের পূর্বঘোষণা না থাকলে ও কাল নির্ধারিত না থাকলে শাস্তি তো এসেই যেত। — ২০ সুরা তা'হা : ১২৯

মানুষ ছিল এক জাতি, পরে তারা মতভেদ সাঁষ্টি করে। তোমার প্রতিপালকের পূর্বঘোষণা না থাকলে তারা যে-বিষয়ে মতভেদ ঘটায় তার মীমাংসা তো হয়ে যেত। — ১০ সুরা ইউনুস : ১৯

আমি অবশ্যই মুসাকে কিতাব দিয়েছিলাম, তারপর তা নিয়ে মতভেদ ঘটেছিল। তোমার প্রতিপালকের পূর্বঘোষণা না থাকলে ওদের মীমাংসা হয়ে যেত। ওরা এ (কিতাব) সম্বন্ধে বিভ্রান্তিকর সন্দেহে ছিল। — ১১ সুরা হুদ : ১১০ = ৪১ সুরা হ-মিম-সিজ্দা : ৪৫

পৃথিবীতে বা ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের ওপর যে-বিপদ আসে আমি তা ঘটানোর পূর্বেই তা লেখা হয়। আল্লাহর পক্ষে এ খুবই সহজ। — ৫৬ সুরা হাদিদ : ২২

পূর্বপুরুষ : আর ওদেরকে যখন বলো হয়, ‘আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তোমরা তার অনুসরণ করো,’ তারা বলে, ‘না, না, আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে যেমন দেখেছি আমরা তো তা-ই অনুসরণ করব।’ যদি শয়তান তাদেরকে জ্বলন্ত আগন্তের দিকে ডাকে, তবুও কি ? — ৩১ সুরা লুক্মান : ২১

ওরা বলে, ‘করণাময় আল্লাহ ইচ্ছা না করলে আমরা এদের পূজা করতাম না।’

এ-বিষয়ে ওদের কোনো জ্ঞান নেই। ওরা তো কেবল মিথ্যাই বলে। আমি কি ওদেরকে এর পূর্বে কোনো কিতাব দান করেছি যা ওরা দৃঢ়ভাবে ধারণ করে ? বরং ওরা বলে, ‘আমরা তো আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে এক ধর্ম পালন করতে দেখেছি আর আমরা তাদেরই পদাঞ্চক অনুসরণ করছি।’

এভাবে, তোমার পূর্বে যখনই কোনো জনপদে আমি কোনো সতর্ককারী প্রেরণ করেছি তখন ওদের মধ্যে যারা বিস্তারী ছিল তারা বলত, ‘আমরা তো আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে এক ধর্মান্তর পালন করতে দেখেছি আর আমরা তাদেরই পদাঞ্চক অনুসরণ করছি।’

প্রত্যেক সতর্ককারী বলত, ‘তোমরা তোমাদের পূর্বপুরুষদেরকে যা অনুসরণ করতে দেখেছ আমি যদি তোমাদের জন্য তার চেয়ে ভালো পথের হাদিস আনি (তবুও কি তোমরা তাদের পদাঞ্চক অনুসরণ করবে ?)’ উন্তরে তারা বলত, ‘তোমাদের যা দিয়ে পাঠানো হয়েছে আমরা তা প্রত্যাখ্যান করি।’ তারপর আমি ওদের কর্মের প্রতিফল দিলাম। দেখো, মিথ্যাচারীদের পরিণাম কী হয়েছে ? — ৪৩ সুরা জুখুরফ : ২০-২৫

আর তাদেরকে যখন বলা হয়, ‘আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন তোমরা তার অনুসরণ করো’, তারা বলে, ‘না, আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে যে (ধর্মে) পেয়েছি তার অনুসরণ করব’। যদিও তাদের পিতৃপুরুষ কিছুই বুঝত না ও তারা সৎপথেও ছিল না।’ — ২ সুরা বাকারা : ১৭০

আর যখন তাদেরকে বলা হয়, ‘আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন তার দিকে ও রসূলের দিকে এসো’, তারা বলে, ‘আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে যে (ধর্মে) পেয়েছি তা-ই আমাদের জন্য যথেষ্ট’। যদিও তাদের পূর্বপুরুষরা কিছুই জানত না ও সৎপথ পায় নি, তবুও ?’ — ৫ সুরা মায়িদা : ১০৪

পৃথিবী : সৃষ্টি, আকাশ ও পৃথিবী দ্র.।

পৃথিবীর অধিকারী : আমি তো আদমসত্তানকে মর্যাদা দান করেছি, স্থলে ও সমুদ্রে ওদের চলাচলের জন্য বাহন দিয়েছি এবং ওদেরকে জীবনের জন্য উভয় উপকরণ দিয়েছি, আর আমি যাদেরকে সৃষ্টি করেছি তাদের অনেকের ওপর ওদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি। — ১৭ সুরা বনি-ইসরাইল : ৭০

জ্বরুর কিতাবে উল্লেখের পর আমি লিখে দিয়েছি যে আমার যোগ্যতাসম্পন্ন দাসেরা পৃথিবীর অধিকারী হবে। এতে সে সম্প্রদায়ের জন্য বাণী রয়েছে যারা উপাসনা করে। — ২১ সুরা আল-কুরী : ১০৫-৬

প্রতিযোগিতা সংকর্মে : ... (জাকারিয়া ও তাঁর স্ত্রী) তারা সংকাজে প্রতিযোগিতা করত। তারা আমাকে ভরসা ও ভয়ের সাথে ডাকত আর আমার কাছে তারা ছিল বিনোদ। — ২১ সুরা আল-কুরী : ৯০

তারাই ভালো কাজের জন্য প্রতিযোগিতা করে ও তারাই সে-কাজে এগিয়ে যায়। — ২৩ সুরা মুমিনুন : ৬০

আর প্রত্যেকের একটা দিক আছে যার দিকে তার মুখ ফেরায়। অতএব তোমরা সংকর্মে প্রতিযোগিতা কর। — ২ সুরা বাকারা : ১৪৮

তারা আল্লাহ্ ও শেষদিনে বিশ্বাস করে, সংকর্মের নির্দেশ দেয়, অসংকর্ম নিষেধ করে এবং তারা সংকর্মে প্রতিযোগিতা করে। তারাই সজ্জনদের অঙ্গৰ্ভুক্ত। — ৩ সুরা আল-ই-ইমরান : ১১৪

... ইচ্ছা করলে আল্লাহ তোমাদেরকে একজাতি করতে পারতেন, কিন্তু তিনি তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তা দিয়ে তোমাদেরকে পরীক্ষার জন্য (তা করেন নি)। তাই সংকর্মে তোমরা প্রতিযোগিতা কর। — ৫ সুরা মায়িদা : ৪৮

প্রতিশোধ : অত্যাচার, আগ্রাসন ও প্রতিশোধ দ্র.

প্রয়াশ : ঝণ, চুক্তি, বন্ধন, অপবাদ ও সাক্ষ্য দ্র.।

প্রশান্তি : তাঁর (তালুতের) কর্তৃত্বের লক্ষণ এই যে, তোমাদের কাছে একটা তাবুত (সিন্দুক) আসবে যাতে তোমাদের জন্য খাকবে তোমাদের প্রতিপালকের কাছ থেকে প্রশান্তি ও কিছু জিনিস যা মুসা ও হাবুনের বৃক্ষধররা রেখে গিয়েছে, ফেরেশতারা সেটা বয়ে নিয়ে

আসবে। নিশ্চয় এতে তোমাদের জন্য নির্দর্শন রয়েছে, যদি তোমরা বিশ্বাস কর। — ২
সুরা বাকারা : ২৪৮

... বলো, 'আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা বিভাস্ত করেন। আর তিনি তাঁর পথ দেখান তাদের যারা তাঁর দিকে মুখ ফেরায়, যারা বিশ্বাস করে ও আল্লাহ্ স্মরণে যাদের চিন্ত প্রশাস্ত হয়। জেনে রাখো, আল্লাহ্'র স্মরণেই চিন্ত প্রশাস্ত হয়।' — ১৩ সুরা রাদ : ২৭-২৮

তিনি তো তাদের বিশ্বাস দৃঢ়তর করার জন্য বিশ্বাসীদের অন্তরে সাকিনা [প্রশাস্তি] দেন। আকাশ ও পথিবীর বাহিনীসমূহ তাঁরই; আর আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ তত্ত্বজ্ঞানী। — ৪৮
সুরা ফাতৃহ : ৪

বিশ্বাসীরা যখন গাছের নিচে তোমার কাছে তোমার আনুগত্যের শপথ নিল আল্লাহ্ তখন তাদের ওপর সন্তুষ্ট হলেন। তাদের অন্তরে যা ছিল তিনি তা জানতেন। তাদেরকে তিনি প্রশাস্তি দান করলেন ...। — ৪৮ সুরা ফাতৃহ : ১৮

যখন অবিশ্বাসীরা তাদের অন্তরে জাহেলিয়া [প্রাগইসলামি] যুগের ঔদ্ধত্য পোষণ করছিল তখন আল্লাহ্ তাঁর রসূল ও বিশ্বাসীদের প্রশাস্তি দান করলেন এবং তাদের সংহত করলেন আত্মসংঘর্ষের নীতিতে। — ৪৮ সুরা ফাতৃহ : ২৬

তারপর আল্লাহ্ তাঁর কাছ তার থেকে রসূল ও বিশ্বাসীদেরকে প্রশাস্তি দেন ও এমন এক সৈন্যবাহিনী অবরীণ করেন যা তোমরা দেখতে পাও নি। আর অবিশ্বাসীদেরকে তিনি শাস্তি দিলেন। এ-ই অবিশ্বাসীদের কর্মফল। — ৯ সুরা তওবা : ২৬

যদি তোমরা তাকে (রসূলকে) সাহায্য না কর, তবে (সুরণ করো) আল্লাহ্ তাকে সাহায্য করবেন যেমন তিনি তাকে সাহায্য করেছিলেন যখন অবিশ্বাসীরা তাকে তাড়িয়ে দিয়েছিল। আর সে ছিল দুজনের একজন (অপরজন আবু বকর)। যখন তারা গুহার মধ্যে ছিল সে তখন তার সঙ্গীকে বলেছিল, 'মন-খারাপ কোরো না, নিশ্চয় আল্লাহ্ আমাদের সাথেই আছেন।' তারপর আল্লাহ্ তাঁর ওপর তাঁর প্রশাস্তি বর্ণণ করলেন। আর এমন এক সৈন্যবাহিনী দিয়ে তিনি তাকে শক্তিশালী করলেন যা তোমরা দেখো নি, আর তিনি অবিশ্বাসীদের কথা তুচ্ছ করলেন। আল্লাহ্ কথাই সবার ওপর। আর আল্লাহ্ তো শক্তিমান তত্ত্বজ্ঞানী। — ৯ সুরা তওবা : ৪০

প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা : প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা তোমাদেরকে মোহাছ্ন করে রাখে, যতক্ষণ না তোমরা ক্ষবরের সম্মুদ্ধীন হও। এ ঠিক নয়, তোমরা শীত্বাই জানতে পারবে। আবার বলি, এ ঠিক নয়, তোমরা শীত্বাই জানতে পারবে। তোমাদের যদি সঠিক জ্ঞান থাকত ! তোমরা তো জাহান্নাম দেখবেই। আবার বলি, তোমরা তো তা দেখবেই চাকুষ প্রত্যয়ে। তারপর সেদিন তোমাদেরকে তোমাদের আরাম-উপভোগ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে। — ১০২
সুরা তাকাসুর : ১-৮

আল্লাহ্ তাঁর সকল দাসকে জীবনের উপকরণের প্রাচুর্য দিলে তারা পথিবীতে বিপর্যয় সংষ্ঠি করত ; কিন্তু তিনি যে-পরিমাণ ইচ্ছা সে-পরিমাণই দিয়ে থাকেন। তিনি তাঁর দাসদের ভালো করেই জানেন ও দেখেন। — ৪২ সুরা শুরা : ২৭

তোমরা জেনে রাখো, পার্থিব জীবন তো কীড়াকৌতুক, জঁকজমক, আত্মপ্রশংসা ও ধনে-জনে প্রাচুর্যলাভের প্রতিযোগিতা ছাড়া আর কিছুই নয়। — ৫৭ সুরা হাদিদ : ২০

বলো, ‘তালো ও মন্দ এক নয়, যদিও মন্দের প্রাচুর্য তোমাকে চমৎকৃত করে। তাই হে বোধশক্তিসম্পন্নরা ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার’। — ৫ সুরা মাযিদা : ১০০

প্রাণ : মৃত্যু অবশ্যভাবী দ্র.

প্রাগরক্ষা : ...আর কেউ কারণও প্রাগরক্ষা করলে সে যেন তাতে পৃথিবীর সকল মানুষের প্রাগরক্ষা করল। — ৫ সুরা মাযিদা : ৩২

ফল : উত্তিদ দ্র.

ফাতেহ : ৪ আমি অবশ্যই তোমাকে (সুরা ফাতেহার) সাত আয়াত দিয়েছি যা বারবার আবৃত্তি করা হয়, এবং দিয়েছি মহা কোরান। — ১৫ সুরা হিজর : ৮৭

ফাসেক : [সত্যতাগী, অমান্যকারী বা অনচারী] ৪ যারা আমার নির্দেশনকে মিথ্যা বলেছে সত্যত্যাগের জন্য তাদের ওপর শাস্তি নামবে। — ৬ সুরা আনআম : ৪৯

আর যাতে আল্লাহর নাম নেওয়া হয় নি, তা তোমরা খেয়ে না ; তা তো অনচার ...। — ৬ সুরা আনআম : ১২১

আর আমি যখন ফেরেশ্তাদের বলেছিলাম, ‘আদমকে সিজদা কোরো’, তখন ইবলিস ছাড়া সকলেই সিজদা করেছিল, সে ছিল জিনদের একজন, সে তার প্রতিপালকের আদেশ অমান্য করল। — ১৮ সুরা কাহাফ : ৫০

... ওরা (নুত্রের সম্প্রদায়) ছিল এক খারাপ সম্প্রদায়, সত্যত্যাগী। — ২১ সুরা আর্বিয়া : ৪৪

আর যারা সত্যত্যাগ করেছে তাদের বাসস্থান হবে জাহানাম। যখনই ওরা জাহানাম থেকে বের হতে চাইবে তখনই ওদেরকে তার মধ্যে ঠেলে দেওয়া হবে এবং ওদের বলা হবে, ‘যে—আগুনের শাস্তিকে তোমরা মিথ্যা বলতে তোমরা তার স্বাদ নাও।’ ভারী শাস্তির আগে ওদেরকে আমি হালকা শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করাব যাতে ওরা (আমার দিকে) ফিরে আসে। — ৩২ সুরা সিজদা : ২০-২১

... আসলে যারা সত্যত্যাগীদেরকে ছাড়া আর কাউকেও তিনি বিদ্রোহ করেন না। — ২ সুরা বাকারা : ২৬

আর আমি তোমার প্রতি স্পষ্ট নির্দেশন অবতীর্ণ করেছি। আর সত্যত্যাগী ছাড়া কেউই এগুলো আমান্য করবে না। — ২ সুরা বাকারা : ৯১

... সে যেন হজের সময় স্ত্রীসঙ্গে, অনচার ও ঝগড়াবিবাদ না করে। — ২ সুরা বাকারা : ১৯৭

...তোমরা যখন পরম্পরের মধ্যে বেচাকেনা কোরো তখন সাক্ষী রেখো। লেখক ও সাক্ষী যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, যদি তোমরা তাদের ক্ষতিগ্রস্ত কর তবে এ হবে তোমাদের জন্য অন্যায়। — ২ সুরা বাকারা : ২৮২

আর যখন আল্লাহ নবিদের অঙ্গীকার গ্রহণ করলেন তখন তিনি বললেন, ‘আমি তোমাদেরকে কিতাব ও হিকমত দিছি, তোমাদের কাছে যা আছে তার সমর্থকরূপে যখন একজন রসূল আসবে তখন নিশ্চয় তোমরা তাকে বিশ্বাস করবে ও অবশ্যই তাকে সাহায্য করবে। ‘তোমরা কি স্থীকার করলে ? আর আমার অঙ্গীকার কি তোমরা গ্রহণ করলে ?’

তারা বলল, ‘আমরা স্বীকার করলাম’। তিনি বললেন, ‘তবে তোমরা সাক্ষী থাক, আর আমিও তোমাদের সাক্ষী রইলাম’। অতএব এর পর যারা মুখ ফিরিয়ে নেবে তারা তো সত্যত্যাগী। — ৩ সুরা আল-ই-ইমরানঃ ৮১-৮২

... আর কিতাবিরা যদি বিশ্বাস করত তবে তা তাদের জন্য ভালো হতো। তাদের মধ্যে বিশ্বাসী আছে, কিন্তু তাদের অধিকাংশ সত্যত্যাগী। — ৩ সুরা আল-ই-ইমরানঃ ১১০

... পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছিল ওরা (বিশ্বাসীরা) যেন তাদের মতো না হয় — বহুকাল অতিক্রান্ত হওয়ার পর যাদের অস্ত্রকরণ কঠিন হয়ে পড়েছিল। ওদের অধিকাংশই সত্যত্যাগী। — ৫৬ সুরা হাদিদঃ ১৬

আমি নৃত্ব ও ইব্রাহিমকে রসূল হিসাবে পাঠিয়েছিলাম ও আমি তাদের বংশধরদের জন্য ঠিক করেছিলাম নবুয়ত ও কিতাব। কিন্তু ওদের মধ্যে (অল্প কজনই) সংপথ অবলম্বন করেছিল, আর অধিকাংশ ছিল সত্যত্যাগী। তারপর আমি তাদের অনুগামী করেছিলাম আমার রসূলদের ও মরিয়মপুত্র ঈসাকে। আর তাকে (ঈসাকে) দিয়েছিলাম ইঞ্জিল ও তার অনুসন্ধানের অন্তরে দিয়েছিলাম করুণা ও দয়া। আর সম্ম্যাসবাদ—এ তো ওরা নিজেরাই আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য প্রতিষ্ঠা করেছিল। আমি ওদের ওপর এ-বিধান চাপাই নি, অথচ এ-ও ওরা যথাযথভাবে পালন করে নি। ওদের মধ্যে যারা বিশ্বাস করেছিল তাদেরকে আমি দিয়েছিলাম পুরুষ্কার। আর ওদের বেশির ভাগই তো সত্যত্যাগী। — ৫৭ সুরা হাদিদঃ ২৬-২৭

আর তাদের মতো হয়ে না যারা আল্লাহকে ভুলে গেছে। তাই আল্লাহ ওদের নিজেদের ভুলে যেতে দিয়েছে। ওরাই তো সত্যত্যাগী। — ৫৯ সুরা হাশরঃ ১৯

যারা সাধী রমণীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে ও সপক্ষে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করে না তাদেরকে আশি বার ক্ষাণ্ঠাত করবে এবং কখনও তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করবে না। এরাই তো সত্যত্যাগী। — ২৪ সুরা মূরঃ ৪

হে বিশ্বাসিগণ ! যদি কোনো সত্যত্যাগী তোমাদের কাছে কোনো খবর আনে তোমরা তা পরীক্ষা করে দেখবে, যাতে অজ্ঞাতে তোমরা কোনো সম্প্রদায়কে আঘাত না করে বস এবং পরে তোমাদের কাজের জন্য তোমরা লজ্জা না পাও। — ৪৯ সুরা হজুরাতঃ ৬

... আর তিনি (আল্লাহ) তোমাদের কাছে অপিয় করেছেন অবিশ্বাস, সত্যত্যাগ ও অবাধ্যতাকে। — ৪৯ সুরা হজুরাতঃ ৭

... তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ কোরো না। আর তোমরা একে অপরকে মন্দ নামে ডেকো না। কেউ বিশ্বাস স্থাপন করলে তাকে মন্দ নামে ডাকা খারাপ কাজ। — ৪৯ সুরা হজুরাতঃ ১১

তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে মরা পশু, রক্ত ও শূকরমাংস, আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে জবাই করা পশু, আর গলা-টিপ্পে-যারা জন্ম, বাঢ়ি-খাওয়া মরা, পড়ে-মরা জন্ম, শিংজের ঘায়ে মরা জন্ম ও হিংস্ব পশুতে খাওয়া জন্ম; তবে তোমরা যা জবাই করে পবিত্র করেছ তা ছাড়া। আর মৃত্তিপূজার বেদীর ওপর বলি দেওয়া হয় আর তীর দিয়ে তোমাদের ভাগ্য নির্ণয় করা, এসব অনাচার। — ৫ সুরা মাযিদঃ ৩

সে (মুসা) বলল, ‘হে আমার প্রতিপালক। আমার ও আমার ভাই ছাড়া অন্য কারও ওপর আমার কর্তৃত্ব নেই; সুতরাং তুমি আমাদের ও সত্যত্যাগী সম্প্রদায়ের মধ্যে ফয়সালা করে দাও।’ আল্লাহু বললেন, ‘তবে এ চল্লিশ বছর তাদের জন্য নিষিদ্ধ রইল, তারা পৃথিবীতে উদ্ভাস্তের মতো ঘুরে বেড়াবে। সুতরাং তুমি সত্যত্যাগী সম্প্রদায়ের জন্য দুঃখ কোরো না।’ — ৫ সুরা মাযিদা : ২৫-২৬

আর ইঙ্গিল অনুসরণকারীদের উচিত যে, আল্লাহু তার মধ্যে যা অবতীর্ণ করছেন সেই অনুসারে বিচার করা। আল্লাহু যা অবতীর্ণ করেছেন সেই অনুসারে যারা বিচার করে না তারাই সত্যত্যাগী। — ৫ সুরা মাযিদা : ৪৭

... যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে জেনে রাখো যে, তাদের কোনো কোনো পাপের জন্য আল্লাহু তাদের শাস্তি দিতে চান। আর যানুষের মধ্যে অনেকেই তো সত্যত্যাগী। — ৫ সুরা মাযিদা : ৪৯

... আল্লাহু সত্যত্যাগী সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না। — ৫ সুরা মাযিদা : ১০৮

বলো, ‘ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক তোমাদের অর্থ সাহায্য তোমাদের কাছ থেকে গ্রহণ করা হবে না। তোমরা তো সত্যত্যাগী সম্প্রদায়।’

ওরা আল্লাহু ও তাঁর রসূলকে অস্বীকার করে, নামাজে শৈথিল্যের সঙ্গে উপস্থিত হয় ও অনিচ্ছায় অর্থ সাহায্য করে বলেই ওদের অর্থ সাহায্য গ্রহণ করা নিষেধ করা হয়েছে।

সুতরাং ওদের ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততি তোমাকে যেন মুগ্ধ না করে। আল্লাহু তো ঐ দিয়েই ওদের পার্থিব জীবনে শাস্তি দিতে চান। ওরা অবিশ্বাসীই রয়ে যাবে, (যখন) আত্মা ওদের দেহত্যাগ করবে। ওরা আল্লাহুর নামে শপথ করে যে ওরা তো তোমাদেরই সাথে, কিন্তু ওরা তোমাদের সাথে নয়। আসলে ওরা তো এক কাপুরুষ সম্প্রদায়। — ৯ সুরা তওবা : ৫৩-৫৬

ফিঁনা [পরীক্ষা, অরাজকতা বা অধর্ম] : ... ফিঁনা হত্যার চেয়েও মারাত্মক। — ২ সুরা বাকারা : ১১১

আর তোমরা তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে থাক, যতক্ষণ না ফিঁনা দূর হয় ও আল্লাহুর ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হয়; কিন্তু যদি তারা বিরত হয়, তবে জুনুমকারীদের ছাড় (কারও ওপর) হস্তক্ষেপ করা চলবে না। — ২ সুরা বাকারা : ১৯৩

... আর ফিঁনা হত্যার চেয়ে আরও ভীষণ অন্যায়। — ২ সুরা বাকারা : ২১৭

তোমরা এমন ফিঁনাকে ভয় করো যা বিশেষকরে তোমাদের মধ্যে যারা সীমালঞ্চনকারী ক্রেতেল তাদেরকেই কষ্ট দেয় না। আর জেনে রাখো যে আল্লাহু শাস্তিদানে কঠোর। — ৮ সুরা আনফাল : ২৫

আর তোমরা তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে থাকবে যতক্ষণ না ফিঁনা দূর হয় ও আল্লাহুর ধর্ম সামগ্রিকবৃপ্তে প্রতিষ্ঠিত হয়। আর যদি তারা বিরত হয় তবে তারা যা করে আল্লাহু তা ভালো করেই দেখেন। — ৮ সুরা আনফাল : ৩৯

যারা অবিশ্বাস করে তারা পরম্পর পরম্পরারের বন্ধু। যদি তোমরা তা (তোমাদের পরম্পরারের মধ্যে তেমন বন্ধুত্ব) না কোরো তবে দেশে ফিঁনা ও মহাবিপর্যয় দেখা দেবে। — ৮ সুরা আনফাল : ৭৩

তিনিই তোমার প্রতি এই কিতাব অবতীর্ণ করেছেন যার মজবুত আয়তগুলো উম্মুল কিতাব [কিতাবের মূল অংশ], আর অন্যগুলো রূপক। যাদের মনে বিকৃতি তারা ফিৎনা [বিরোধ] স্পষ্ট ও কদর্শের উদ্দেশ্যে যা রূপক তা অনুসরণ করে। আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কেউ এর ব্যাখ্যা জানে না। আর যারা জ্ঞানে গভীর তারা বলে, ‘আমরা এতে বিশ্বাস করি। সবই আমাদের প্রতিপালকের কাছ থেকে এসেছে।’ আর সুধীজন ছাড়া আর কেউ উপদেশ গ্রহণ করে না।’ — ৩ সুরা আল-ই-ইমরান ১৭

অবশ্য তোমরা কিছু লোক পাবে যারা তোমাদের সাথে ও তাদের সম্প্রদায়ের সাথে শান্তি চায়। যখনই তাদেরকে ফিৎনার দিকে ফেরানো হয় তখনই এ-ব্যাপারে তারা আগের অবস্থায় ফিরে যায়! যদি তারা তোমাদের কাছ থেকে চলে না যায়, তোমাদের কাছে শান্তি প্রস্তাব না করে ও তাদের হাত না সামলায়, তবে তাদেরকে যেখানেই পাবে পাকড়াও করবে ও হত্যা করবে। আর আমি এদের বিরুদ্ধে তোমাদেরকে স্পষ্ট অনুমতি দিয়েছি। — ৪ সুরা নিসা ১১

ফিরদাউস ৪ যারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে তাদের অভ্যর্থনার জন্য রয়েছে ফিরদাউসের উদ্যান যেখানে তারা স্থায়ী হবে ও এর পরিবর্তে তারা অন্য কোনো স্থান কামনা করবেন। — ১৮ সুরা কাহার্ফ ১০৭-১০৮

আর যারা আমানত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে আর যারা নিজেদের নামাজে যত্নবান, তারাই হবে অধিকারী, অধিকারী ফিরদাউসের যেখানে ওরা থাকবে চিরকাল। — ২৩ সুরা মুমিন ৮-১১

ফুরকান ৪ কত মহান তিনি যিনি তাঁর দাসের ওপর ফুরকান [ন্যায় ও অন্যায়ের মীমাংসা] অবতীর্ণ করেছেন যাতে সে বিশ্বজগতের জন্য সর্তর্কারী হতে পারে। — ২৫ সুরা ফোরকান ১

আমি অবশ্যই মুসা ও হারুনকে দিয়েছিলাম ফুরকান, আলো ও উপদেশ, সাবধানিদের জন্য, যারা না দেখেও তোমাদের প্রতিপালকে ভয় করে ও কিয়ামত সম্পর্কে ভীতসন্ত্রস্ত ! এ কল্যাণময় উপদেশ, আমি এ (কোরান) অবতীর্ণ করেছি। তবু তোমরা এ-কে অঙ্গীকার কর? — ২১ সুরা আল্বিয়া ৪৮-৫০

(আর সুরণ করো) যখন আমি মুসাকে কিতাব ও ফুরকান দিয়েছিলাম যাতে তোমরা সংপথে পরিচালিত হও। — ২ সুরা বাকারা ৫-৫৩

রমজান মাস এতে মানুষের পথপ্রদর্শক, সংপথের স্পষ্ট নির্দর্শন এবং ন্যায় ও অন্যায়ের মীমাংসা বৃপ্তে কোরান অবতীর্ণ হয়েছিল। — ২ সুরা বাকারা ১৮৫

তিনি মানবজাতির সংপথ প্রদর্শনের জন্য আগেই তওরাত ও ইঞ্জিল অবতীর্ণ করছেন এবং অবতীর্ণ করেছেন ফুরকান। — ৩ সুরা আল-ই-ইমরান ৪-৪

হে বিশ্বসিগণ ! যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় কর তবে আল্লাহ্ তোমাদের ফুরকান (ন্যায়-অন্যায় পার্থক্য করার শক্তি) দেবেন, তোমাদের পাপ মোচন করবেন ও তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন আর আল্লাহ্ বড়ই মঙ্গলময়। — ৮ সুরা আনফাল ২৯

ফুরকানের দিন : বদরের যুদ্ধ দ্র.।

ফেরাউন : মুসা ও বনি-ইসরাইল দ্র.।

ফেরাউনের স্ত্রী : ফেরাউনের স্ত্রী বলল, ‘মে (শিশু মুসা) তো আমার ও তোমার নয়ন
জুড়চ্ছে, একে হত্যা কোরো না। মে আমাদের উপকারে আসতে পারে কিন্তু আমরা তাকে
সন্তান হিসাবে নিতে পারি।’ — ২৮ সূরা কাসাস : ৯

আল্লাহ বিশ্বাসীদের জন্য উপস্থিত করেছেন ফেরাউন-পত্নীর দষ্টান্ত, যে-প্রার্থনা
করেছিল, ‘হে আমার প্রতিপালক! তোমার কাছে জানাতে আমার জন্য একটা ঘর তৈরি
করো, আর আমাকে উদ্ধার করো ফেরাউন ও তার দুর্কর্ম থেকে, আর উদ্ধার করো
সীমালঙ্ঘনকারী সম্পদায় থেকে।’ — ৬৬ সূরা তাহরিম : ১১

ফেরেশ্তা : এর (সাকার-এর) ওপরে রয়েছে উনিশ জন (প্রহরী)। আমি
ফেরেশ্তাদেরকেই জাহানামের প্রহরী করেছি। অবিশ্বাসীদের পরীক্ষার জন্যই আমি ওদের এ-
সংখ্য উল্লেখ করেছি যাতে কিতাবিদের দ্রৃ প্রত্যয় জন্মে, বিশ্বাসীদের বিশ্বাস বাড়ে, আর
বিশ্বাসীরা ও কিতাবিরা সদেহ না করে। — ৭৪ সূরা মুদ্দাস্মির : ৩০-৩১

আর যখন তোমার প্রতিপালক ও ফেরেশ্তাগণ সারি বৈধে উপস্থিত হবেন, সেদিন
জাহানামকে আনা হবে, আর সেদিন মানুষ স্মরণ করবে ; কিন্তু এ স্মরণ তার কী কাজে
আসবে ? — ৮৯ সূরা ফাজর : ২২-২৩

আকাশে তো কত ফেরেশ্তা আছে ! ওদের কোনো সুপারিশে ফল দেবে না যতক্ষণ
না আল্লাহ যাকে ইচ্ছা ও যার ওপর সম্মুষ্ট তাকে অনুমতি না দেন। যারা পরকালে
বিশ্বাস করে না তারাই ফেরেশ্তাদের নারীবাচক নাম দেয় ; যদিও এ বিষয়ে তাদের
কোনো জ্ঞান নেই। তারা কেবল অনুমানেরই অনুসরণ করে। সত্যের ব্যাপারে অনুমানেরই
কোনো মূল্য নেই। অতএব যে আমাকে স্মরণ করতে বিমুখ তাকে উপেক্ষা করে চলো ; সে
তো কেবল পার্থিব জীবনেই কামনা করে। ওদের জ্ঞানের দোড় তো ঐ পর্যন্ত। তোমার
প্রতিপালক ভালো জানেন কে তার পথ থেকে ভ্রষ্ট ; আর তিনিই ভালো জানেন কে সৎপথ
পেয়েছে। — ৫৩ সূরা নজর : ২৬-৩০

সে-রাত্রে (লাইলাতুল কদরে) প্রত্যেক কাজে ফেরেশ্তারা ও বুহ [জিবরাইল] অবরীণ
হয় তাদের প্রতিপালকের নির্দেশে। — ৯৭ সূরা কদর : ৮

স্মরণ রেখো, দুজন ফেরেশ্তা তার (মানুষের) ডানে ও বামে বসে তার কাজকর্ম লিখে
রাখে। মানুষ যে-কথাই উচ্চারণ করে তা লিখে রাখার জন্য তৎপর প্রহরী তাদের কাছেই
রয়েছে। — ৫০ সূরা কাফ : ১৭-১৮

স্মরণ করো যখন তোমার প্রতিপালক ফেরেশ্তাদেরকে বলেছিলেন, ‘আমি যাচি থেকে
মানুষ সৃষ্টি করেছি, যখন আমি তাকে সুঠাম করব ও তার মধ্যে আমার রাহ সঞ্চার করব
তখন তোমরা তাকে সিজদা করবে।’ তখন ফেরেশ্তারা সকলেই সিজদা করলো ইবলিস
ছাড়া ; সে অহংকার করলো এবং অবিশ্বাসীদের অস্তর্ভুক্ত হলো। — ৩৮ সূরা সাদ : ৭১-৭৩

আমিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছিলাম, তারপর তোমাদেরকে রূপ দিয়েছিলাম, তারপর
ফেরেশ্তাদেরকে বলেছিলাম আদমকে সিজদা করতে। ইবলিস ছাড়া সকলেই সিজদা
করেছিল, যারা সিজদা করেছিল সে তাদের অস্তর্ভুক্ত হলো না। — ৭ সূরা আরাফ : ১১

যারা আমার সাক্ষাৎ কামনা করে না তারা বলে, ‘আমাদের কাছে ফেরেশ্তা পাঠানো হয় না কেন বা আমরা আমাদের প্রতিপালককে দেখতে পাই না কেন?’

ওরা ওদের অস্তরে অহংকার পোষণ করে আর ওরা দারুণভাবে সীমালঙ্ঘন করছে! যেদিন ওরা ফেরেশ্তাদেরকে প্রত্যক্ষ করবে সেদিন দোষীব্যক্তিদের জন্য কোনো সুখবর থাকবে না, এবং ওরা বলবে, ‘বাঁচাও, বাঁচাও!’ — ২৫ সুরা ফোরকান : ২১-২২

যেদিন আকাশ মেঘপুঞ্জসমেত ফেটে পড়বে ও ফেরেশ্তাদেকে নামিয়ে দেওয়া হবে সেদিন প্রকৃত কর্তৃত্ব হবে করুণাময়ের। আর অবিশ্বাসীদের জন্য সেদিনটি হবে কঠিন। — ২৫ সুরা ফোরকান : ২৫-২৬

প্রশংসা আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা আল্লাহবই, যিনি বাণীবাহক করেছেন, ফেরেশ্তাদেরকে যারা দুই, তিনি বা চার জোড়া পক্ষবিশিষ্ট। তিনি তার সৃষ্টির সঙ্গে যা ইচ্ছা যোগ করেন। আল্লাহ তো সববিষয়ে সর্বশক্তিমান। — ৩৫ সুরা ফাতির : ১

যখন আমি ফেরেশ্তাদেরকে বললাম, ‘আদমকে সিজদা করো,’ ইবলিস ছাড়া সকলেই সিজদা করল; সে অমান্য করে বসল। — ২০ সুরা তাহা : ১১৬

স্মরণ করো, আমি যখন ফেরেশ্তাদেরকে বললাম, ‘আদমকে সিজদা করো’, তখন ইবলিস ছাড়া সকলেই সিজদা করল। সে বলেছিল, ‘আমি তাকে সিজদা করব যাকে তুমি কান্দা থেকে সৃষ্টি করেছ?’ — ১৭ সুরা বনি-ইসরাইল : ৬১

বলো, ‘ফেরেশ্তারা যদি নিশ্চিন্ত হয়ে পৃথিবীতে ঘোরাফেরা করতে পারতো তবে আমি আকাশ থেকে এক ফেরেশ্তাকেই ওদের কাছে রসূল ক’রে পাঠাতাম।’ — ১৭ সুরা বনি-ইসরাইল : ৯৫

তারা বলে, ‘ওহে, যার ওপর এই উপদেশবানী অবতীর্ণ হয়েছে! তুমি তো পাগল! তুমি সত্যবাদী হলে আমাদের কাছে ফেরেশ্তাদের নিয়ে আসছ না কেন?’

আমি ফেরেশ্তাদেরকে শুধু সত্যের জন্য পাঠিয়ে থাকি। তারা হাজির হলে ওরা আর ফুরসত পাবে না। — ১৫ সুরা হিজর : ৬-৮

যখন তোমার প্রতিপালক ফেরেশ্তাদেরকে বললেন, ‘আমি ছাঁচেচালা শুকনো ঠনঠনে মাটি থেকে মানুষ সৃষ্টি করেছি, যখন আমি তাকে সুষ্ঠায় করব এবং তার মধ্যে আমার বুহ [প্রাণ] সঞ্চার করব তখন তোমরা তাকে সিজদা করবে।’ তখন (আদমকে) ফেরেশ্তারা সকলেই সিজদা করল, ইবলিস ছাড়া, সে সিজদা করতে অস্বীকার করল। — ১৫ সুরা হিজর : ২৮-৩০

...আর যদি তুমি দেখতে পেতে তখন সীমালঙ্ঘনকারীরা মত্ত্য যন্ত্রণায় থাকবে আর ফেরেশ্তারা হাত বাড়িয়ে বলবে, ‘তোমাদের প্রাণ বের করো। তোমরা আল্লাহ সম্বন্ধে অন্যায় বলতে ও তাঁর নির্দেশ সম্বন্ধে অহংকার করতে, সেজন্য আজ তোমাদের অপমানকর শাস্তি দেওয়া হবে।’ — ৬ সুরা আনআম : ৯৩

(জিবরাইল বলেছিল) ‘আমাদের প্রত্যেকের জন্য নির্ধারিত স্থান রয়েছে। আমরা সারি বৈধে দাঁড়াই ও আমরা তাঁর পবিত্র মহিমা ঘোষণা করিম।’ — ৩৭ সুরা সাফতাত : ১৬৪-১৬৬

যেদিন তিনি ওদের সকলকে একত্রিত করবেন ও ফেরেশ্তাদেরকে জিজ্ঞাসা করবেন, ‘এরা কি তোমাদেরই পূজা করত?’ ফেরেশ্তারা বলবে, ‘তুমি পবিত্র, মহান, আমাদের সম্পর্ক তোমারই সাথে, ওদের সাথে নয়। ওরা তো পূজা করত জিনের, আর ওদের অধিকাংশই ছিল জিনের ভক্ত! ’ — ৩৪ সুরা সাবা : ৪০-৪১

আর তুমি ফেরেশ্তাদের দেখতে পাবে যে, ওরা আরশের চারধার ঘিরে ওদের প্রতিপালকের পবিত্র মহিমাকীর্তন করছে। ন্যায়ের সঙ্গে সকলের বিচার করা হবে। বলা হবে, ‘সকল প্রশংসন বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহরই! ’ — ৩৯ সুরা জুমার : ৭৫

যারা বলে, ‘আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ’, ও অবিচলিত থাকে তাদের কাছে ফেরেশ্তা অবতীর্ণ হয় ও বলে, ‘তোমরা ভয় পেয়ো না, চিন্তা কোরো না, আর তোমাদের জন্য যে-জান্মাতের প্রতিশ্রূতি দেওয়া হয়েছিল তার জন্য আনন্দ করো। ইহকালে ও পরকালে আমরা তোমাদের বন্ধু, সেখানে তোমাদের জন্য সমস্ত কিছু রয়েছে যা তোমাদের মন চায়, ও যা তোমরা চাও। এ হবে এক আপ্যায়ন ক্ষমাশীল পরম দয়ালুর পক্ষ হতে! ’ — ৪১ সুরা হা�-মিম-সিজ্দা : ৩০-৩২

ওরা অহংকার করলেও যারা তোমার প্রতিপালকের কাছে রয়েছে তারা তো দিনরাত তাঁর পবিত্র মহিমা ঘোষণা করে ও এতে তারা ক্লান্তি বোধ করে না। — ৪১ সুরা হা-মিম-সিজ্দা : ৩৮

যারা আরশ ধারণ ক’রে আছে ও যারা তার চারপাশ ঘিরে আছে তারা তাদের প্রতিপালকের পবিত্র মহিমা ঘোষণা করে ও তাঁর ওপর বিশ্বাস করে এবং বিশ্বাসীদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে বলে, ‘হে আমাদের প্রতিপালক! তোমার দয়া ও জ্ঞান সর্বব্যাপী। অতএব যারা তও্বা ক’রে ও তোমার পথ অবলম্বন করে তুমি তাদেরকে ক্ষমা করো আর জাহানামের শাস্তি থেকে রক্ষা করো। হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি তাদেরকে স্থানী জান্মাতে প্রবেশ করাও, যার প্রতিশ্রূতি তুমি তাদের দিয়েছিলে; (আর তাদের) পিতামাতা, পতিপত্নী ও সন্তানসন্তানিদের মধ্যে (যারা) সৎকাজ করেছে তাদেরকেও। তুমি তো শক্তিমান তত্ত্বজ্ঞানী। আর তুমি তাদেরকে শাস্তি থেকে রক্ষা করো। সেদিন তুমি যাকে শাস্তি থেকে রক্ষা করবে তাকে তো অনুগ্রহই করবে; এ-ই তো মহাসাফল্য! ’ — ৪০ সুরা মুমিন : ৭-৯

আকাশ তো ওপর থেকে ভেড়ে পড়তে পারে, আর (তাই) ফেরেশ্তাগণ তাদের প্রতিপালকের পবিত্র মহিমাকীর্তন করে ও যারা পৃথিবীতে আছে তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। জেনে রাখো, আল্লাহ, ক্ষমাশীল পরম দয়ালু। — ৪২ সুরা শুরা : ৫

আর ওরা কি করুণাময় আল্লাহর দাস ফেরেশ্তাদেরকে নারী বলে গণ্য করে? তাদেরকে স্মষ্টি করা কি ওরা প্রত্যক্ষ করেছিল? ওদের (এসব) কথা লেখা থাকবে ও ওদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। — ৪৩ সুরা জুখুরুফ : ১৯

... আমার ফেরেশ্তারা ওদের কাছে থেকে সব লিখে রাখে। — ৪৩ সুরা জুখুরুফ : ৮০

আর আমি যখন ফেরেশ্তাদেরকে বলেছিলাম, ‘আদমকে সিজ্দা করো তখন ইবলিস ছাড়া সকলেই সিজ্দা করল। সে ছিল জিনদের একজন; সে তার প্রতিপালকের আদেশ অমান্য করল। — ১৮ সুরা কাহাফ : ৫০

‘আমি ছাড়া অন্য কোনো উপাস্য নেই, সুতরাং আমাকে ভয় করো’ — এই শর্মে সতর্ক করার জন্য তিনি তাঁর ইচ্ছানুযায়ী তাঁর দাসদের মধ্যে যার ওপর ইচ্ছা প্রত্যাদেশ দিয়ে ফেরেশ্তা পাঠান। — ১৬ সুরা নাহল ৪-২

... এ ভাবেই আল্লাহ্ পুরস্কৃত করেন সাবধানিদেরকে। যাদের মতু ঘটায় ফেরেশ্তারা ওরা পবিত্র থাকা অবস্থায়। (তাদেরকে) ফেরেশ্তারা বলবে, ‘তোমাদের ওপর শাস্তি! তোমরা যা করতে তার জন্য জানাতে প্রবেশ করো।’

ওরা শুধু প্রতীক্ষা করে ওদের কাছে ফেরেশ্তা আসার বা তোমার প্রতিপালকের শাস্তি আসার। ওদের আগে যারা এসেছিল তারাও এ-ই করত। আল্লাহ্ ওদের ওপর কোনো জুলুম করেন নি, কিন্তু ওরাই নিজেদের ওপর জুলুম করত। — ১৬ সুরা নাহল ৪: ৩১-৩৩

ফেরেশ্তাগণ আকাশের প্রাণ্ডদেশে দণ্ডায়মান হবে আর আটজন ফেরেশ্তা তোমাদের প্রতিপালকের আরশকে উর্দ্ধে ধারণ করবে। — ৬৯ সুরা হাক্কা ১৭

ফেরেশ্তা ও বুহ আল্লাহর দিকে উপরে যাবে এমন একদিনে যেদিনের পার্থিব মাত্রা হবে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান। — ৭০ সুরা মা�'আরিজ ৪: ৪

সেদিন বুহ [জিবরাইল] ও ফেরেশ্তারা সারি বিঁধে দাঁড়াবে। করণ্যাময় যাকে অনুমতি দেবেন সে ছাড়া অন্যেরা কথা বলবে না, আর সে ঠিক কথা বলবে। — ৭৮ সুরা নাবা ৪: ৩৮

আর যখন তোমার প্রতিপালক ফেরেশ্তাদেরকে বললেন, ‘আমি পৃথিবীতে প্রতিনিধি সৃষ্টি করেছি’, তারা বলল, ‘আপনি কি সেখানে এমন কাউকেও সৃষ্টি করবেন যে-অশাস্তি ঘটাবে ও রক্তপাত করবে? অথচ আমরাই তো আপনার প্রশংস্য পবিত্র মহিমা ঘোষণা করি।’

তিনি বললেন, ‘আমি যা জানি তোমরা তো তা জান না’ আর তিনি আদমকে যাবতীয় নাম শিক্ষা দিলেন। তারপর তিনি সেই সব ফেরেশ্তাদের সামনে প্রকাশ করলেন ও বললেন, ‘এইসবের নাম আমাকে বলে দাও, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।’

তারা বলল, ‘আপনি পবিত্র মহান। আপনি আমাদের যা শিক্ষা দিয়েছেন তাছাড়া আমাদের তো কোনো জ্ঞানই নেই। নিশ্চয় আপনি প্রাজ্ঞ তত্ত্বজ্ঞানী।’

তিনি বললেন, ‘হে আদম! ওদের এইসবের নাম বলে দাও।’

যখন সে তাদের ওদের নাম বলে দিল তিনি বললেন, ‘আমি কি তোমাদেরকে বলি নি যে-স্বর্গ ও মর্ত্যের অদৃশ্য বস্তু সম্বন্ধে আমি জানি, আর আমি জানি তোমরা যা প্রকাশ কর বা গোপন রাখ।’

আমি যখন ফেরেশ্তাদেরকে বললাম, ‘আদমকে সিজদা করো’, তখন ইবলিস ছাড়া সকলেই সিজদা করল। সে অবান্য করল ও অহংকার করল। তাই সে অবিশ্বাসীদের অস্তর্ভুক্ত হলো। — ২: ৩০-৩৪

বলো, ‘যে জিবরাইলের শত্রু সে জেনে রাখুক সে তো আল্লাহর নির্দেশে তোমার হৃদয়ে এ (কোরান) পৌছে দেয় যা এর পূর্ববর্তী (কিভাবে) সমর্থক আর বিশ্বাসীদের জন্য যা পথপ্রদর্শক ও শুভসংবাদ।’

যারা আল্লাহর, ফেরেশ্তাদের, রসূলদের, জিবরাইল ও মিকাইলের শক্তি, (তারা জেনে রাখুক) নিশ্চয়ই আল্লাহ্ অবিশ্বাসীদের শত্রু। — ২ সুরা বাকারা ৯৭-৯৮

পূর্ব ও পশ্চিম দিকে তোমাদের মুখ ফেরানোতে কোনো পুণ্য নেই ; কিন্তু পুণ্য আছে আল্লাহ, পরকাল, ফেরেশ্তাদের, সব কিতাব ও নবিদের ওপর বিশ্বাস করলে ... । — ২ সুরা বাকারা : ১৭১

তারা কেবল এর প্রতীক্ষায় আছে যে আল্লাহ মেঘের ছায়ায় ফেরেশ্তাদের সঙ্গে করে তাদের কাছে হাজির হবেন, তারপর সব কিছুর মীমাংসা হয়ে যাবে। সব বিষয়ই আল্লাহর কাছে ফিরিয়ে আনা হবে। — ২ সুরা বাকারা : ২১০

তার প্রতিপালকের কাছ থেকে যা অবর্তীণ হয়েছে রসূল তার ওপর বিশ্বাস করে, আর বিশ্বাসীরাও। তারা সকলেই বিশ্বাস করে আল্লাহয়, তাঁর ফেরেশ্তাগণে, তাঁর কিতাবগুলোয় ও তাঁর রসূলদের ওপর। — ২ সুরা বাকারা : ২৮৫

স্মরণ করো, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কাছে কাতর প্রার্থনা করেছিলে, তিনি তা গ্রহণ করেছিলেন (ও বলেছিলেন) ‘আমি তোমাকে (বদরের মুক্তি) সাহায্য করব এক সহস্র ফেরেশ্তা দিয়ে যারা একের পর এক আসবে’ ! — ৮ সুরা আনফাল : ৯

স্মরণ করো, তোমাদের প্রতিপালক ফেরেশ্তাদের ওপর প্রত্যাদেশ করেন, ‘আমি তোমাদের সাথে আছি, সুতরাং বিশ্বাসীদেরকে সাহস দাও। যারা অবিশ্বাস করে আমি তাদের হাদয়ে ভয় ঢুকিয়ে দেব। সুতরাং তোমরা তাদের ঘাড়ে ও সারা অঙ্গে আঘাত করো’ ! — ৮ সুরা আনফাল : ১২

তুমি দেখতে পেলে দেখতে ফেরেশ্তারা অবিশ্বাসীদের মুখে ও পিঠে আঘাত করে তাদের প্রাণ কেড়ে নিছে আর বলছে, ‘তোমরা দহনযন্ত্রণা ভোগ করো’ ! — ৮ সুরা আনফাল : ৫০

যখন তুমি বিশ্বাসীদেরকে বলেছিলে, ‘যদি তোমাদের প্রতিপালক তিনি হাজার ফেরেশ্তা পাঠিয়ে তোমাদেরকে সাহায্য করেন, তবে কি তা তোমাদের জন্য যথেষ্ট হবে না?’

হ্যা, নিশ্চয়, যদি তোমরা ধৈর্য ধর ও সাবধান হয়ে চলো, তবে হঠাত করে আক্রান্ত হলে তোমাদের প্রতিপালক তোমাদেরকে সাহায্য করবেন পাঁচ হাজার চিহ্নিত ফেরেশ্তা দিয়ে। — ৩ সুরা আল-ই-ইমরান : ১২৪-১২৫

তিনি তোমাদের ওপর অনুগ্রহ করেন ও তাঁর ফেরেশ্তারাও তোমাদের জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা করেন অন্ধকার থেকে তোমাদেরকে আলোয় আনার জন্য, এবং তিনি বিশ্বাসীদের প্রতি পরম দ্যালু। — ৩৩ সুরা আঃজ্ঞাব : ৪৩

যারা নিজেদের ওপর অবিচার করে তাদের প্রাণ নেওয়ার সময় ফেরেশ্তারা বলে, ‘তোমরা কী অবস্থায় ছিলে?’

তারা বলে, ‘দুনিয়ায় আমরা অসহায় ছিলাম’ ! তারা (ফেরেশ্তারা) বলে, ‘তোমরা নিজের দেশ ছেড়ে অন্য দেশে বসবাস তো করতে পারতে, আল্লাহর দুনিয়া কি এমন প্রশংসন ছিল না?’ এরাই বাস করবে জাহানামে, আর বাসস্থান হিসাবে তা কী জন্মন্য ! — ৪ সুরা নিসা : ৯৭

... আর যে আল্লাহ, তাঁর ফেরেশ্তাদেরকে, তাঁর কিতাবসমূহে, তাঁর রসূলদেরকে এবং পরকালকে অবিশ্বাস করবে সে ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট হবে। — ৪ সুরা নিসা : ১৩৬

বজ্ঞনির্ঘৰ্ষ ও ফেরেশ্তারা সভয়ে তাঁর মহিমাকীর্তন করে। — ১৩ সুৱা রাদ : ১৩

আল্লাহ্ ফেরেশ্তা ও মানুষের মধ্য থেকে বাণীবাহক মনোনীত করেন। আল্লাহ্ সব শোনেন, সব দেখেন। — ২২ সুৱা হজ : ৭৫

...তোমরা যদি তার (নবির) বিরুদ্ধে একে অপরকে সাহায্য কর, তবে (জনে রাখো) আল্লাহ্ তার অভিভাবক ; জিবরাইল ও সৎকর্মপরায়ণ বিশ্বসীরা, আর তার ওপর ফেরেশ্তারাও, তাকে সাহায্য করবে। — ৬৬ সুৱা তাহরিম : ৪

হে বিশ্বসিগণ ! তোমরা নিজেদেরকে আর তোমাদের পরিবার-পরিজনকে সেই আগুন থেকে রক্ষা করো, যার ইঙ্কন হবে মানুষ ও পাথর, যার নিয়ন্ত্রণভাব অর্পিত আছে নির্মহদয় কঠোরস্থভাব ফেরেশ্তাদের ওপর যারা আল্লাহ্ তাদেরকে যা আদেশ করেন তা অমান্য করেন না ও যা আদেশ করা হয় তা-ই ক'রে। — ৬৬ সুৱা তাহরিম : ৬

ফ্যাশান্ড : পৃথিবীতে শাস্তি স্থাপনের পর স্থানে ফ্যাশান্ড [বিপর্যয় বা অশাস্তি] ঘটাবে না, তাঁকে ভয় ও আশার সঙ্গে ডাকবে। আল্লাহ্ অনুগ্রহ তো সৎকর্মপরায়ণদের কাছেই আছে। — ৭ সুৱা আরাফ : ৫৬

আল্লাহ্ যা তোমাকে দিয়েছেন তা দিয়ে পরলোকের কল্যাণ অনুসন্ধান করো। ইহলোকে তোমার বৈধ সন্তোগকে তুমি উপেক্ষা কোরো না। তুমি সদয় হও, যেমন আল্লাহ্ তোমার প্রতি সদয় এবং পৃথিবীতে ফ্যাশান্ড সৃষ্টি করতে চেয়ে না। আল্লাহ্ তো ফ্যাশান্ড সৃষ্টিকারীকেদের ভালোবাসেন না। — ২৮ সুৱা কাসাস : ৭৭

মানুষের কৃতকর্মের জন্য জলে-স্থলে ফ্যাশান্ড ছড়িয়ে পড়ে ; তাই ওদের কোনো কোনো কর্মের শাস্তি ওদেরকে আস্বাদন করানো হয় যাতে ওরা সৎপথে ফিরে আসে। — ৩০ সুৱা বুম : ৪১

তাদেরকে যখন বলা হয়, ‘পৃথিবীতে ফ্যাশান্ড সৃষ্টি কোরো না’, তখন তারা বলে, ‘আমরাই তো শাস্তি বজায় রাখি !’ সাবধান ! এরাই ফ্যাশান্ড সৃষ্টি করে, কিন্তু এরা তা বুঝতে পারে না। — ২ সুৱা বাকারা : ১১-১২

যারা আল্লাহ্ সঙ্গে দৃঢ় অঙ্গীকার ক'রে তা ভঙ্গ করে, আল্লাহ্ যে-সম্পর্ক অক্ষণ্য রাখতে আদেশ করেছেন তা ছির করে ও পৃথিবীতে অশাস্তি সৃষ্টি ক'রে বেড়ায়, তারাই ক্ষতিগ্রস্ত। — ২ সুৱা বাকারা : ২৭

... আল্লাহ্ যদি মানবজাতির এক দলকে অন্য দল দ্বারা দমন না করতেন তবে নিশ্চয় পৃথিবী ফ্যাশান্ডে পূর্ণ হয়ে যেত। কিন্তু আল্লাহ্ বিশুজ্জগতের প্রতি মঙ্গলময়। — ২ সুৱা বাকারা : ২৫১

যারা অবিশ্বাস করে তারা পরম্পর পরম্পরের বন্ধু। যদি তোমরা তা (তোমাদের পরম্পরের মধ্যে তেমন বন্ধুত্ব) না কোরো তবে দেশে ফির্না ও মহাবিপর্যয় দেখা দেবে। — ৮ সুৱা আনফাল : ৭৩

ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে সন্তুত তোমরা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করতে এবং আত্মায়তার বন্ধন ছির করতে। এরাই তারা যাদের আল্লাহ্ অভিসম্পাত দেন, বধির ও অঙ্গ ক'রে দেন। — ৪৭ সুৱা মুহাম্মদ : ২২-২৩

যারা আল্লাহ'র সাথে দৃঢ় অঙ্গীকারে আবক্ষ হওয়ার পর তা ভঙ্গ করে, যে-সম্পর্ক অক্ষণ্ম রাখার জন্য আল্লাহ' নির্দেশ করেছেন তা ছিন্ন করে এবং পৃথিবীতে ফ্যাশান সৃষ্টি করে বেড়ায় তাদেরই জন্য আছে অভিশাপ ও তাদের জন্য আছে নিকৃষ্ট বাসস্থান। — ১৩ সুরা রাদঃ ২৫

... আল্লাহ' তো ফ্যাশান সৃষ্টিকারীদেরকে ভালোবাসেন না। — ৫ সুরা মায়িদা : ৬৪

বজ্র ও বিদ্যুৎ : আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে আর-এক নিদর্শন, তিনি তোমাদের দেখান বিদ্যুৎ যা ভয় ও ভরসা সঞ্চার করে আর আকাশ থেকে বৃষ্টি ঝরান ও তা দিয়ে মাটিকে তার মৃত্যুর পর আবার জীবিত করেন। এর মধ্যে অবশ্যই বোধশক্তিসম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য নির্দর্শন রয়েছে। — ৩০ সুরা রাম : ২৪

তিনিই তোমাদেরকে দেখান বিদ্যুৎ যা ভয় ও ভরসা সঞ্চার করে এবং তিনি সৃষ্টি করেন ঘন মেঘ। বজ্রনির্ঘোষ ও ফেরেশতারা সভয়ে তাঁর মহিমাকীর্তন করে। আর তিনি বজ্রপাত করেন ও যাকে ইচ্ছা তা দিয়ে আঘাত করেন। তবু তারা আল্লাহ'র সম্বন্ধে তর্ক করে! আর তিনি তো মহাশক্তিশালী। — ১৩ সুরা রাদঃ ১২-১৩

বৎসর গণনা ও কাল নির্ণয় : তিনি সূর্যকে তেজস্কর ও চন্দ্রকে জ্যোতির্ময় করেছেন এবং তার কক্ষপথ নির্দিষ্ট করেছেন যাতে তোমরা বৎসরগণনা ও কালনির্ণয়ের জ্ঞানলাভ করতে পার। — ১০ সুরা ইউনুস : ৫

বদরের যুদ্ধ : দুইটি দল পরম্পর সম্মুখীন হওয়ার মধ্যে তোমাদের জন্য নির্দর্শন ছিল। একদল আল্লাহ'র পথে সৎগ্রাম করছিল, আর অন্য দল অবিশ্বাসী ছিল। তারা চোখে ওদেরকে (মুসলমানদেরকে) দ্বিগুণ দেখছিল। আল্লাহ' যাকে ইচ্ছা নিজে সাহায্য দিয়ে শক্তিশালী করেন। নিশ্চয় এতে অস্তদৃষ্টিসম্পন্ন লোকের জন্য উপদেশ রয়েছে। — ৩ সুরা আল-ই-ইমরান : ১৩

আর নিশ্চয় বদরের যুদ্ধে আল্লাহ' তোমাদেরকে সাহায্য করেছিলেন, তখন তোমরা ছিলে হীনবল। সুতরাং তোমরা আল্লাহ'কে ভয় করো, যাতে তোমরা কৃতক্ষত প্রকাশ করতে পারো। — ৩ সুরা আল-ই-ইমরান : ১২৩

তোমাদের যদি কোনো আঘাত লেগে থাকে তবে অনুরূপ আঘাত তাদেরও তো লেগেছে। আর মানুষের মধ্যে এ (সংকটময়) দিনগুলোর পর্যায়ক্রমে আমি অদলবদল করে থাকি যাতে আল্লাহ' বিশ্বাসীদেরকে জানতে পারেন ও তোমাদের মধ্য থেকে কিছুকে সাক্ষী করে রাখতে পারেন, আর আল্লাহ' সীমালজ্ঞনকারীদের ভালোবাসেন না; আর যাতে আল্লাহ' বিশ্বাসীদের শোধরাতে পারেন ও অবিশ্বাসীদেরকে নিশ্চিহ্ন করতে পারেন। — ৩ সুরা আল-ই-ইমরান : ১৪০-১৪১

যখন তোমাদের ওপর (ওহুদের যুদ্ধের) বিপদ এসেছিল, যার দ্বিগুণ বিপদ (বদরের যুদ্ধে) তোমরা ঘটিয়েছিলে তখন তোমরা বলেছিলে, 'এ কোথেকে এল ?'

বলো, 'এ তোমাদের নিজেদেরই কাছ থেকে। আল্লাহ' তো সর্ববিষয়ে শক্তিমান।' — ৩ সুরা আল-ই-ইমরান : ১৬৫

যেমনটা তোমার প্রতিপালক তোমাকে ন্যায়ের জন্য তোমার ঘর থেকে বের করেছিলেন অথচ বিশ্বাসীদের একদল এ পছন্দ করে নি। সত্য স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হওয়ার পরও তারা

তোমার সাথে তর্কে লিপ্ত হয় ; মনে হচ্ছিল যেন তারা মৃত্যুর দিকে চালিত হচ্ছে আর যেন তারা তা প্রত্যক্ষ করছে।

আর স্মরণ করো, আল্লাহ্ তোমাদেরকে প্রতিশ্রূতি দেন যে, দুই দলের এক দল তোমাদের আয়তে আসবে। অথচ তোমরা চাছিলে যে, নিরস্ত্র দলটি তোমাদের আয়তে আসুক, আর আল্লাহ্ চাছিলেন সত্যকে তাঁর বাণী দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করতে আর অবিশ্বাসীদের নির্মূল করতে। এজন্য যে তিনি সত্যকে সত্য ও অসত্যকে অসত্য প্রতিপন্ন করেন, যদিও পাপীরা এ পছন্দ করে না।

স্মরণ করো, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কাছে কাতর প্রার্থনা করেছিলে, তিনি তা গৃহণ করেছিলেন (ও বলেছিলেন), ‘আমি তোমাকে সাহায্য করব এক সহস্র ফেরেশ্তা দিয়ে যারা একের পর এক আসবে’। আর আল্লাহ্ এ করেন কেবল সুখবর দেওয়ার জন্য, আর এ-উদ্দেশ্যে যাতে তোমাদের মন ভরসা পায় ; আর সাহায্য তো শুধু আল্লাহ্ কাছ থেকেই আসে। আল্লাহ্ তো শক্তিমান তত্ত্বজ্ঞানী।

স্মরণ করো, তিনি তাঁর পক্ষ থেকে নিরাপত্তার জন্য তোমাদেরকে তন্ত্রায় আচ্ছন্ন করেন ও আকাশ থেকে তোমাদের ওপর বৃষ্টি ঝরান ও তা দিয়ে তোমাদেরকে পবিত্র করার জন্য, তোমাদের কাছ থেকে শয়তানের কুমুন্দগাকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য, তোমাদের বুক শক্ত করার জন্য আর তোমাদের পা হ্রিং রাখার জন্য।

স্মরণ করো, তোমাদের প্রতিপালক ফেরেশ্তাদের ওপর প্রত্যাদেশ করেন, ‘আমি তোমাদের সাথে আছি, সুতরাং বিশ্বাসীদেরকে সাহস দাও’। যারা অবিশ্বাস করে আমি তাদের হাদয়ে ভয় ঢুকিয়ে দেব। সুতরাং তোমরা তাদের ঘাড়ে ও সারা অঙ্গে আঘাত করো।

এজন্য যে তারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের বিরোধিতা করে, আর কেউ আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের বিরোধিতা করলে আল্লাহ্ শাস্তিদানে কঠোর। তাই এর স্বাদ নাও, আর অবিশ্বাসীদের জন্য রয়েছে আগন্তের শাস্তি।

হে বিশ্বাসিগণ ! তোমরা যখন অবিশ্বাসীদের সম্মুখীন হবে তখন তোমরা পালিয়ে যাবে না। সেদিন কৌশলের জন্য বা নিজের দলে জায়গা নেওয়ার জন্য কেউ পালিয়ে গেলে সে তো আল্লাহ্ বিরাগভাজন হবে ও তার আশ্রয় জাহানাম আর সে কত খারাপ জায়গা !

তোমরা তাদেরকে হত্যা করো নি, আল্লাহ্ তাদেরকে মেরেছিলেন, আর তুমি যখন (কাঁকর) ছুড়েছিলে তখন তুমি ছুড়েনি আল্লাহই ছুড়েছিলেন ; আর তা ছিল বিশ্বাসীদেরকে ভালো পুরস্কার দেওয়ার জন্য। নিশ্চয় আল্লাহ্ সব শোনেন সব দেখেন। এভাবে আল্লাহ্ অবিশ্বাসীদের ঘড়যন্ত্র দুর্বল করেন।

(হে কুরাইশরা !) তোমরা মীমাংসা চেয়েছিলে, তা তো তোমাদের কাছে এসেছে। যদি তোমরা বিরত হও, তবে তা তোমাদের জন্য ভালো, যদি তোমরা আবার যুদ্ধ কর তবে আমিও আবার শাস্তি দেব আর তোমাদের দল সংখ্যায় বড় হলেও তা তোমাদের কেনো কাজে আসবে না, আর আল্লাহ্ তো বিশ্বাসীদের সাথে রয়েছেন। — ৮ সুরা আনফাল ৪-১৯

আরও জেনে রাখো যে, তোমাদের গনিমা (যুদ্ধে যা লাভ করা হয় তার এক-পঞ্চামাংশ)-য় আল্লাহ্ রসূলের, রসূলের স্বজন, পিতৃহীন দরিদ্র ও পথচারীদের জন্য, যদি

তোমরা বিশ্বাস কর আল্লাহ্ ও তার ওপর যা ফুরুকানের দিন [বদরের যুদ্ধের দিন] আমি আমার দাসের ওপর অবতীর্ণ করেছিলাম যখন দুই দল পরম্পরের মোকাবিলা করছিল। আর আল্লাহ্ তো সববিষয়ে সর্বশক্তিমান। — ৮ সুরা আনফাল : ৪১

যখন তোমরা ছিলে উপত্যকার এ-পাস্তে, আর তারা ছিল দূরের ও-পাস্তে, আর উটবাহিনী ছিল তোমাদের থেকে নিচে, আর (তখন) যদি তোমরা নিজেদের মধ্যে (যুদ্ধ সম্পর্কে) কোনো অঙ্গীকার করতে (তবে) সে-অঙ্গীকার তোমরা তো খেলাপ করতে। কিন্তু আসলে যা ঘটার ছিল আল্লাহ্ তা করার জন্য দুই দলকে যুদ্ধক্ষেত্রে (একত্র করে), যাতে ক'রে যার ধৰণ হওয়ার কথা সে যেন (সত্যাসত্যের) প্রমাণ স্পষ্ট প্রকাশের পর ধৰণ হয় এবং যার জীবিত থাকার কথা সে যেন (সত্যাসত্যের) প্রমাণ স্পষ্ট প্রকাশের পর জীবিত থাকে। আল্লাহ্ তো সব শোনেন, সব জানেন।

স্মরণ করো, আল্লাহ্ তোমাকে স্বপ্নে দেখিয়েছিলেন যে তারা সংখ্যায় অল্প, যদি তোমাকে দেখাতেন যে তারা সংখ্যায় বেশি তবে তোমরা সাহস হারাতে ও যুদ্ধের ব্যাপারে নিজেদের মধ্যে বিরোধ সঞ্চি করতে। কিন্তু আল্লাহ্ তোমাদেরকে রক্ষা করেছেন আর অস্তরে যা আছে সে-সম্বন্ধে তিনি ভালো করেই জানেন।

আসলে যা ঘটার ছিল তা সম্পূর্ণ করার জন্য, তোমরা যখন পরম্পরের সম্মুখীন হয়েছিলে তখন তিনি তাদের তোমাদের চোখে স্বল্পসংখ্যক দেখিয়েছিলেন। আর সব ব্যাপারই তো ফিরে যায় আল্লাহ্ কাছে।

হে বিশ্বাসিগণ ! তোমরা যখন কোনো দলের মোকাবিলা করবে তখন অবিচলিত থাকবে ও আল্লাহকে বেশি ক'রে মনে করবে, যাতে তোমরা সফল হও। আর আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের আনন্দগত্য করবে ও নিজেদের মধ্যে বিবাদ করবে না ; করলে তোমরা সাহস হারাবে ও তোমাদের মনের জোর চলে যাবে। তোমরা ধৈর্য ধরবে, আল্লাহ্ তো ধৈর্যশীলদের সঙ্গেই রয়েছেন। আর তোমরা তাদের মতো হয়ো না যারা গর্ভভরে ও লোক-দেখানোর জন্য নিজ ঘর থেকে বের হয় এবং লোককে আল্লাহ্ পথে বাধা দেয়। তারা যা করে আল্লাহ্ তা যিরে রয়েছেন।

স্মরণ করো, শয়তান তাদের কাজকর্ম তাদের দৃষ্টিতে শোভন করেছিল ও বলেছিল, ‘আজ মানুষের মধ্যে কেউই তোমাদের ওপর বিজয়ী হবে না, সাহায্য করার জন্য আমিই তোমাদের কাছে থাকব’। তারপর দুই দল যখন পরম্পরের সম্মুখীন হলো তখন সে সংরে পড়ল ও বলল, ‘তোমাদের সাথে আমার কোনো সম্পর্ক রইল না, তোমরা যা দেখতে পাও না আমি তা দেখি। আমি আল্লাহকে ভয় করি, আর আল্লাহ্ তো শাস্তিদানে কঠোর।’

— ৮ সুরা আনফাল : ৪২-৪৮

বধির : অঙ্ক, বধির ও বোবা দ্র.।

বন্ধুক : চুক্তি দ্র.

বন্ধু ও শত্ৰু : তোমরা তাদেরকে (অবিশ্বাসীদেরকে) মোকাবিলার জন্য সাধ্যমতো শক্তি ও ঘোড়া প্রস্তুত রাখবে। এ দিয়ে তোমরা সন্তুষ্ট করবে আল্লাহ্ শত্ৰুকে, তোমাদের শত্ৰুকে এবং অন্যদেরকেও যাদের কথা আল্লাহ্ জানেন তোমরা জান না। — ৮ সুরা আনফাল : ৬০

ଯାରା ଅବିଶ୍ୱାସ କରେଛେ ତାରା ପରମ୍ପରା ପରମ୍ପରାର ବନ୍ଧୁ । ଯଦି ତୋମରା ତା (ତୋମାଦେର ପରମ୍ପରାର ମଧ୍ୟେ ତେମନ ବନ୍ଧୁତ୍ଵ) ନା କର ତବେ ଦେଶେ ଫିର୍ମା ଓ ମହାବିପର୍ବତ୍ୟ ଦେଖା ଦେବେ । — ୮ ସୁରା ଆନନ୍ଦାଳ ୫ ୭୬

ହେ ବିଶ୍ୱାସିଗଣ ! ତୋମାଦେର ଆପନଙ୍ଗନ ଛାଡ଼ା ଅନ୍ୟ କାଟିକେଓ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ବନ୍ଧୁ ହିସାବେ ଗୃହଣ କୋରୋ ନା । ତାରା ତୋମାଦେର ବିଭାଗ୍ତ କରତେ ଛାଡ଼ିବେ ନା । ତୋମାଦେର ସର୍ବନାଶ ହୋକ, ତା-ଇ ତାରା ଚାଯ । ତାଦେର ମୁଖେ ବିଦେଶ ପ୍ରକାଶ ପାଯ, ଆର ଯା ତାଦେର ଅନ୍ତର ଗୋପନ ରାଖେ ତା ଆରଓ ମାରାତ୍ମକ । ତୋମାଦେର ଜନ୍ୟ ନିର୍ଦର୍ଶନସମୂହ ପରିଷ୍କାର କରେ ବୟାନ କରଛି, ଯଦି ତୋମରା ବୁଝିତେ ପାର ।

ଦେଖୋ ! ତୋମରା ବନ୍ଧୁ ଭେବେ ତାଦେରକେ ଭାଲୋବାସ ; କିନ୍ତୁ ତାରା ତୋମାଦେରକେ ଭାଲୋବାସେ ନା । ଆର ତୋମରା ସବ କିତାବେ ବିଶ୍ୱାସ କର । ଆର ଯଥିନ ତାରା ତୋମାଦେର ସଂସ୍କର୍ଣ୍ଣ ଆସେ ତଥିନ ତାରା ବଲେ, ‘ଆମରା ବିଶ୍ୱାସ କରି ।’ କିନ୍ତୁ ଯଥିନ ତାରା ଏକା ହୟ ତଥିନ ତୋମାଦେର ବିରଳିକେ ଆକ୍ରୋଶେ ତାରା ନିଜେଦେର ଆଙ୍ଗୁଳ ଦାଁତେ କାଟିତେ ଥାକେ । ବଲୋ, ‘ଆକ୍ରୋଶେଇ ତୋମରା ମରୋ । ଅନ୍ତରେ ଯା ରଯେଛେ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧେ ଆଲ୍ଲାହ ଭାଲୋ କରେଇ ଜାନେଇ ।’

ଯଦି ତୋମାଦେର କୋନେ ମନ୍ଦିଳ ହୟ ତାରା ଦୁଃଖ କରେ, ଆର ତୋମାଦେର ଅମନ୍ଦିଳ ହଲେ ତାରା ଆନନ୍ଦ କରେ । ଆର ଯଦି ତୋମରା ଧୈର୍ୟ ଧର ଓ ସାବଧାନ ହୁଁ ଚଲୋ ତବେ ତାଦେର ବୃଦ୍ଧ୍ୟାତ୍ମକ ତୋମାଦେର କିଛୁଇ କ୍ଷତି କରତେ ପାରିବେ ନା । ତାରା ଯା କରେ ଆଲ୍ଲାହ ତା ତୋ ଘିରେ ରଯେଛେନ । — ୩ ସୁରା ଆଲ-ଇ-ଇମରାନ ୫ ୧୧୮-୧୨୦

ହେ ବିଶ୍ୱାସିଗଣ ! ଆମାର ଓ ତୋମାଦେର ଶତ୍ରୁଦେରକେ ବନ୍ଧୁ ହିସାବେ ଗୃହଣ କୋରୋ ନା । ତୋମରା ଓଦେର ସାଥେ ବନ୍ଧୁତ୍ଵ କରଇ, ଯଦିଓ ଓରା ତୋମାଦେର କାହେ ଯେ-ସତ୍ୟ ଏସେହେ ତା ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରେଛେ, ରମ୍ଜନକେ ଓ ତୋମାଦେରକେ ସ୍ଵଦେଶ ଥେକେ ତାଡିଯେ ଦିଯେଛେ ; ଏ କାରଣେ ଯେ ତୋମରା ତୋମାଦେର ପ୍ରତିପାଳକ ଆଲ୍ଲାହକେ ବିଶ୍ୱାସ କର ।

ଯଦି ତୋମରା ଆମାକେ ଖୁଣି କରାର ଜନ୍ୟ ଆମାର ପଥେ ଜିହାଦେର ଜନ୍ୟ ବେର ହୟେ ଥାକ, ତବେ କେନ ତୋମରା ଓଦେର ସାଥେ ଗୋପନେ ବନ୍ଧୁତ୍ଵ କରଇ ? ତୋମରା ଯା ଗୋପନ କର ଓ ତୋମରା ଯା ପ୍ରକାଶ କର, ତା ଆମି ଭାଲୋ କରେଇ ଜାନି । ତୋମାଦେର ମଧ୍ୟେ ଯେ-କେଉଁ ଏ କରେ ମେ ତେ ସରଲ ପଥ ଥେକେ ସାରେ ଯାଯ । ତୋମାଦେରକେ କାବୁ କରତେ ପାରଲେ ଓରା ତୋମାଦେର ଶତ୍ରୁ ହବେ, ହାତ ଓ ଜିହ୍ଵା ଦିଯେ ତୋମାଦେର ଅନିଷ୍ଟ କରବେ ଏବଂ ଚାହିଁ ତୋମରାଓ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ହେ । — ୬୦ ସୁରା ମୁମତାହାନା ୫ ୧-୨

ଯାଦେର ସାଥେ ତୋମାଦେର ଶତ୍ରୁତା ରଯେଛେ ସମ୍ଭବତ ଆଲ୍ଲାହ ତାଦେର ଓ ତୋମାଦେର ମଧ୍ୟେ ବନ୍ଧୁତ୍ଵ ସଂଠି କରେ ଦେବେନ । ଆଲ୍ଲାହ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଓ ଆଲ୍ଲାହ କ୍ଷମଶୀଳ, ପରମ ଦୟାଲୁ ।

ଧର୍ମର ବ୍ୟାପାରେ ଯାରା ତୋମାଦେର ବିରଳିକେ ଯୁଦ୍ଧ କରେ ନି ତାଦେର ଓପର ମହାନ୍ତବତା ପ୍ରଦର୍ଶନ ଓ ନ୍ୟାୟବିଚାର କରତେ ଆଲ୍ଲାହ ତୋମାଦେର ନିଯେଧ କରେନ ନା । ଆଲ୍ଲାହ ତୋ ନ୍ୟାୟପରାଯଣଦେରକେ ଭାଲୋବାସେନ ।

ଆଲ୍ଲାହ କେବଳ ତାଦେର ସାଥେ ବନ୍ଧୁତ୍ଵ କରତେ ନିଯେଧ କରେନ, ଯାରା ଧର୍ମର ବ୍ୟାପାରେ ତୋମାଦେରକେ ସାଥେ ଯୁଦ୍ଧ କରେଛେ, ତୋମାଦେରକେ ସ୍ଵଦେଶ ଥେକେ ତାଡିଯେ ଦିଯେଛେ ଓ ତୋମାଦେରକେ ତାଡିଯେ ଦେଓୟାର ବ୍ୟାପାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେଛେ । ଓଦେର ସାଥେ ଯାରା ବନ୍ଧୁତ୍ଵ କରେ ତାରା ତୋ ସୀମାଲଭୟନକରୀ । — ୬୦ ସୁରା ମୁମତାହାନା ୫ ୭-୯

হে বিশ্বাসিগণ ! যে—সম্প্রদায়ের ওপর আল্লাহ'র গভৰ তোমরা তাদের সাথে বন্ধুত্ব কোরো না ; ওরা তো পরকাল সম্পর্কে হতাশ হয়ে পড়েছে যেমন অবিশ্বাসীরা হতাশ হয়েছে তাদের সম্বন্ধে যারা কবরে আছে। — ৬০ সুরা মুমতাহান : ১৩

আল্লাহ' তোমাদের শত্রুদেরকে ভালোভাবে জানেন। আর অভিভাবক হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট, সাহায্যকারী হিসাবেও আল্লাহই যথেষ্ট। — ৪ সুরা নিসা : ৪৫

তারা চায় তারা যেমন অবিশ্বাস করেছে তোমরাও তেমন অবিশ্বাস কর যাতে তোমরা তাদের সমান হয়ে যাও। তাই আল্লাহ'র পথে হিজরত না করা পর্যন্ত তাদের মধ্য থেকে কাউকে তোমরা বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করবে না। যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে তাদেরকে যেখানে পাবে পাকড়াও করবে ও হত্যা করবে। তাদের মধ্য থেকে কাউকে বন্ধু ও সাহায্যকারী হিসাবে তোমরা গ্রহণ করবে না। — ৪ সুরা নিসা : ৮৯

যারা বিশ্বাসীদের পরিবর্তে অবিশ্বাসীদের বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করে তারা কি তাদের কাছে সম্মানের আশা করে ? সব সম্মান তো আল্লাহ'রই। — ৪ সুরা নিসা : ১৩৯

হে বিশ্বাসিগণ ! বিশ্বাসীদের পরিবর্তে অবিশ্বাসীদের বন্ধু হিসাবে গ্রহণ কোরো না। তোমরা কি আল্লাহ'কে তোমাদের বিরুদ্ধে স্পষ্ট প্রমাণ দিতে চাও ? — ৪ সুরা নিসা : ১৪৪

আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, সুতোৱাং বিশ্বাসিগণ আল্লাহ'র ওপর নির্ভর করুক। — ৬৪ সুরা তাগাবুন : ১৩

হে বিশ্বাসিগণ ! তোমাদের স্ত্রী ও সন্তানসন্তানের মধ্যে কেউ-কেউ তোমাদের শক্তি। অতএব তাদের সম্পর্কে তোমরা সতর্ক থেকো। তোমরা যদি ওদেরকে মার্জনা কর, ওদের দোষক্রটি উপেক্ষা কর ও ওদেরকে ক্ষমা কর তবে জেনে রাখো আল্লাহ' ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। — ৬৪ সুরা তাগাবুন : ১৪

হে বিশ্বাসিগণ ! ইহুদি ও খ্রিস্টানদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ কোরো না। তারা পরম্পর পরম্পরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে কেউ তাদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করলে সে তাদের একজন হবে। আল্লাহ' তো সীমালঞ্চনকারী সম্প্রদায়কে সংপথে পরিচালিত করেন না।

আর যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে তাদেরকে তুষি শীঘ্ৰই দেখবে তারা দৌড়ে যাচ্ছে তাদের (ইহুদি ও খ্রিস্টানদের) কাছে এই বলে, 'আমাদের আশংকা হয় আমাদের ভাগ্যবিপর্যয় ঘটবে !' ইয়তো আল্লাহ' জয়লাভ করাবেন বা তার কাছ থেকে কোনো নির্দেশ দেবেন। তারপর যে-চিন্তা তারা তাদের মনে গোপনে পুৰো রেখেছিলো তার জন্যে তারা অনুশোচনা করবে। আর বিশ্বাসীরা বলবে, 'এরাই কি তারা যারা আল্লাহ'র নামে দৃঢ়ভাবে শপথ করেছিল যে, তারা তোমাদের সঙ্গেই আছে ?' নিশ্চয়ই তাদের কাজ পণ্ড হয়েছে, ফলে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

হে বিশ্বাসিগণ ! তোমাদের মধ্যে কেউ ধৰ্ম থেকে ফিরে গেলে আল্লাহ' এমন এক সম্প্রদায় আববেন যাদেরকে তিনি ভালোবাসেন ও যারা তাঁকে ভালোবাসবে — তারা হবে বিশ্বাসীদের প্রতি কোমল ও অবিশ্বাসীদের প্রতি কঠোর। তারা আল্লাহ'র পথে জিহাদ করবে ও কোনো নিন্দুকের নিন্দায় ভয় করবে না। এ আল্লাহ'র অনুগ্রহ, যাকে ইচ্ছা তিনি দান করেন। আল্লাহ' তো সর্বব্যাপী তত্ত্বজ্ঞানী।

তোমাদের বন্ধু তো আল্লাহ্ তাঁর রসূল ও বিশ্বাসীরা যারা নামাজ কায়েম করে, জাকাত দেয় ও বিনত হয়। আর কেউ আল্লাহ্ তাঁর রসূল ও বিশ্বাসীদের দিকে মুখ ফেরালে (সে) আল্লাহ্ তো দলই তো বিজয়ী হবে। — ৫ সুরা মায়িদা : ৫১-৫৬

হে বিশ্বাসিগণ ! তোমাদের আগে যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে তাদের মধ্যে যারা তোমাদের ধর্মকে হাসিতামাশা ও খেলনা তাবে তাদেরকে এবং অবিশ্বাসীদেরকে তোমরা বন্ধুরাপে গ্রহণ কোরো না। — ৫ সুরা মায়িদা : ৫৭

অবশ্য বিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে শত্রুতায় মানুষের মধ্যে ইহুদি এবং অংশীবাদীদেরকে তুমি সবচয়ে উগ্র দেখবে। আর যারা বলে, ‘আমরা খ্রিস্টান’ (মানুষের মধ্যে) তাদেরকেই তুমি বিশ্বাসীদের নিকটতর বন্ধু হিসাবে দেখবে, কারণ তাদের মধ্যে অনেক পার্ডিত ও সংসারবিরাগী সন্ধ্যাসী আছে, আর তারা অহংকারও করে না।’ — ৫ সুরা মায়িদা : ৮২

বিশ্বাসী নরনারী একে অপরের বন্ধু ...। — ৯ সুরা তত্ত্বা : ৭১

বন্ধ্যাত্ম : ... তিনি যাকে ইচ্ছা কল্য বা পুত্র দান করেন, বা পুত্র ও কন্যা দুই-ই দান করেন, আর যাকে ইচ্ছা বন্ধ্যা করে দেন। নিচ্য তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান। — ৪২ সুরা শুরা : ৪৯-৫০

তারপর আমি তার (জ্ঞানিয়ার) ডাকে সাড়া দিয়েছিলাম ও তাকে দান করেছিলাম ইয়াহহিয়া ও তার জন্য তার শ্তৰীকে বন্ধাত্মকৃত করেছিলাম। — ২১ সুরা আম্বিয়া : ৯০

বর্ণবৈচিত্র্য : তুমি কি দেখনা আল্লাহ্ আকাশ থেকে বঢ়িপাত করেন, আর তা দিয়ে বিচিত্র বর্ণের ফলমূল জন্মান। পাহাড়ের মধ্যে আছে বিচিত্র বর্ণের পথ, সাদা, লাল ও নিকষ কালো। তেমনই রংবেরঙের মানুষ, জন্ম ও পশু রয়েছে। আল্লাহ্ দাসদের মধ্যে যারা জ্ঞানী তারাই তাঁকে ভয় করে। আল্লাহ্ তো শক্তিমান, ক্ষমাশীল। — ৩৫ সুরা ফাতির : ২৭-২৮

বর্ম : পরিচ্ছদ দ্র.।

বা'আল : দেবদেবী দ্র.।

বাবেল : হারুত ও মারুত দ্র.।

বাক্কা : মক্কার অপর নাম। মক্কা, মাকামে-ইব্রাহিম, কাবা ও কিবলা দ্র.।

বাড়াবাড়ি : ... কেউ অন্যায়ভাবে নিহত হলে তার উত্তরাধিকারীকে আমি প্রতিশোধ গ্রহণের অধিকার দিয়েছি; কিন্তু হত্যার ব্যাপার সে যেন বাড়াবাড়ি না করে। তাকে তো সাহায্য করা হবে। — ১৭ সুরা বনি-ইসরাইল : ৩৩

আর যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তোমরাও আল্লাহ্ পথে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো, তবে সীমালঞ্চন কোরো না। আল্লাহ্ তো সীমাঅতিক্রমকারীদেরকে ভালোবাসেন না। — ২ সুরা বাবরা : ১৯০

হে কিতাবিগণ ! তোমরা তোমাদের ধর্ম সম্বন্ধে বাড়াবাড়ি কোরো না ও আল্লাহ্ সম্বন্ধে সত্য বলো। — ৪ সুরা নিসা : ১৭১

বলো, ‘হে কিতাবিগণ ! তোমরা তোমাদের ধর্ম সম্বন্ধে বাড়াবাড়ি কোরো না। আর যে-সম্প্রদায় এর আগে পথব্রহ্ম হয়েছে ও অনেককে পথব্রহ্ম করেছে এবং সরল পথ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে তোমরা তাদের যেমানখুশির অনুসরণ কোরো না। — ৫ সুরা মায়িদা : ৭৭—জবরদস্তি দ্র.। ধর্মবৈচিত্র্য ও পরধর্মসহিতুতা দ্র.।

বানু-কুরাইজা : কিতাবিদের মধ্যে যারা (ইহুদি বানু-কুরাইজারা) ওদেরকে সাহায্য করেছিল তাদেরকে তিনি দুর্গ থেকে নামতে বাধ্য করলেন। তোমরা ওদেরকে কিছু খতম করেছিলে ও কিছু বন্দি করেছিলে। আর তিনি তোমাদেরকে ওদের জমিজয়গা, ঘরবাড়ি ও ধনসম্পদের উত্তরাধিকারী করলেন, আর উত্তরাধিকারী করলেন এমন এক দেশের যেখানে তোমার এখনও পা দাও নি। আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বসক্ষিমান। — ৩৩ সুরা আহজাব : ২৬-২৭

বানু নাজির : আকাশ ও পৃথিবীতে যা-কিছু আছে সব তাঁরই পবিত্র মহিমা ঘোষণা ক'রে। তিনি শক্তিমান তরুজ্ঞানী। তিনিই কিতাবিদের মধ্যে যারা অবিশ্঵াস করেছিল তাদের প্রথম সমাবেশেই তাদের বাসভূমি থেকে বের ক'রে দিয়েছিলেন। তোমরা কল্পনাও করতে পার নি যে ওরা নির্বাসিত হবে। আর ওরা মনে করেছিল ওদের দুর্ভেদ্য দুর্গুলো আল্লাহ্ বাহিনীর হাত থেকে ওদের রক্ষা করবে; কিন্তু আল্লাহ্ শাস্তি এমন এক দিক থেকে এল যা ওরা ধারণাও করতে পারে নি। আর ওদের অন্তরে তা ত্রাসের সঞ্চার করল। তাদের বাড়িয়র তাদের নিজেদের হাতে ও বিশ্বাসীদের হাতে ধ্বন্দ্ব হয়ে গেল। অতএব যাদের চোখ আছে, তোমরা উপদেশ গ্রহণ করো।

আল্লাহ্ ওদেরকে নির্বাসন দেয়ার সিদ্ধান্ত না করলে পৃথিবীতে অন্য শাস্তি দিতেন; আর পরকালে ওদের জন্য রয়েছে আগুনের শাস্তি। এ এজন্যে যে ওরা আল্লাহ্ ও তার রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করেছিল। আর কেউ আল্লাহ্ বিরুদ্ধাচরণ করলে আল্লাহ্ তো শাস্তি দানে কঠোর। তোমরা যে-কতক খেজুরগাছ কেটেছ আর কতক না-কেটে রেখে দিয়েছ, তা তো আল্লাহ্ ই অনুমতিক্রমে। এ এজন্য যে, এ দিয়ে আল্লাহ্ সত্ত্বত্যাগীদেরকে অপদষ্ট করবেন। আল্লাহ্ তাদের (নির্বাসিত ইহুদীদের) কাছ থেকে তাঁর রসূলকে যা দিয়েছেন তার জন্য তোমরা ঘোড়ায় বা উটে চড়ে যুদ্ধ কর নি। আল্লাহ্ তো যার ওপর ইচ্ছা তাঁর রসূলদের কর্তৃত দেন। আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বসক্ষিমান।

আল্লাহ্ এ-জনপদবাসীদের কাছ থেকে তাঁর রসূলকে যা-কিছু দিয়েছেন তা আল্লাহ্, রসূলের, তার আত্মায়স্ত্বজনের, এতিমদের, অভাবগ্রস্ত ও মুসাফিরদের, যাতে তোমাদের মধ্যে যারা বিভিন্ন কেবল তাদের মধ্যেই ধনসম্পদ যেন আবর্তন না ক'রে। রসূল যার অনুমতি দেয় তা তোমরা গ্রহণ করো ও যা নিষেধ ক'রে তা থেকে বিরত থেকো। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, আল্লাহ্ শাস্তিদানে কঠোর। এ-সম্পদ অভাবগ্রস্ত মুহাজিরদের জন্য, যারা আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি-কামনায় আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের সাহায্যে এগিয়ে এসে নিজেদের ঘরবাড়ি ও সম্পত্তি থেকে উৎখাত হয়েছে। ওরাই তো সত্যাশ্রয়ী। — ৫৯ সুরা হাশের : ১-৮

বার্ধক্য : শৈশব, যৌবন, জরা ও বার্ধক্য দ্র.

বাহিরা : দেবতার উৎসর্গ দ্র.

বিচার : আল্লাহ্ কি বিচারকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিচারক নন? — ৯৫ সুরা তিন : ৮

বলো, ‘আমার প্রতিপালক ন্যায় প্রতিষ্ঠা করার নির্দেশ দিয়েছেন।’ — ৭ সুরা আরাফ : ২৯

আর যাদেরকে আমি সংষ্ঠি করেছি তাদের মধ্যে একদল লোক আছে যারা সঠিক পথ দেখায় ও ন্যায়বিচার ক'রে। — ৭ সুরা আরাফ : ১৮১

তোমার ওপর যা প্রত্যাদেশ হয়েছে তুমি তার অনুসরণ করো, আর তুমি ধৈর্য ধারণ কর যে পর্যন্ত না আল্লাহ'র হকুম আছে। আল্লাহই সবচেয়ে ভালো বিচারক। — ১০ সুরা ইউনুস : ১০৯

... আর যখন তোমরা কথা বলবে তখন আত্মীয়স্বজনের বিরুদ্ধে হলেও ন্যায্য বলবে ও আল্লাহকে প্রদত্ত অঙ্গীকার পূর্ণ করবে। এইভাবে আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যেন তোমরা উপদেশ গ্রহণ করো। আর নিশ্চয়ই এ আমার সরল পথ। সুতরাং এ-ই অনুসরণ করবে ও অন্য পথ অনুসরণ করবে না, করলে তা তোমাদেরকে তাঁর পথ থেকে বিছিন্ন করবে। এভাবে আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যেন তোমরা সাবধান হও। — ৬ সুরা আনআম : ১৫২-১৫৩

তিনি জানেন চোখের চুরিকে আর যা অন্তরে লুকিয়ে থাকে। আল্লাহ সঠিকভাবে বিচার করেন, আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে তারা ডাকে তারা বিচার করতে অক্ষম। নিশ্চয় আল্লাহ সব দেখেন, সব শোনেন। — ৪০ সুরা মুমিন : ১৯-২০

আল্লাহ অবশ্যই ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ ও আত্মীয়স্বজনকে দানের নির্দেশ দেন। আর তিনি অশীলতা, অসৎকাজ ও সীমালঙ্ঘন নিষেধ করেন। তিনি তোমাদের উপদেশ দেন যাতে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর। — ১৬ সুরা নাহল : ৯০

আর কিয়ামতের দিন আমি ন্যায়বিচারের মানদণ্ড স্থাপন করব। সুতরাং কারও ওপর কোনো অবিচার করা হবে না, আর যদি তিলপরিমাণ ওজনেরও কাজ হয় তবুও তা আমি উপস্থিত করব। হিসাব গ্রহণ করতে আমিই যথেষ্ট। — ২১ সুরা আম্বিয়া : ৪৭

ধর্মের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে নি তাদের ওপর মহানুভবতা প্রদর্শন ও ন্যায়বিচার করতে আল্লাহ তোমাদেরকে নিষেধ করেন নি। আল্লাহ তো ন্যায়পরায়ণদের ভালোবাসেন। — ৬০ সুরা মুম্তাহানা : ৮

আল্লাহ অনুপরিমাণও জুলুম করেন না। অগুপরিমাণ পুণ্যকর্ম হলেও আল্লাহ তাকে বিগুণ করেন এবং নিজের থেকে মহাপুরুষ্কার দান করেন। — ৪ সুরা নিসা : ৪০

আল্লাহ নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তোমরা আমানত তার মালিককে ফিরিয়ে দেবে। আর যখন তোমরা মানুষের মধ্যে বিচার করবে তখন ন্যায়পরায়ণতার সাথে বিচার করবে। আল্লাহ তোমাদেরকে যে-উপদেশ দেন তা কত ভালো ! আল্লাহ তো সব শোনেন, সব দেখেন। — ৪ সুরা নিসা : ৫৮

আমি তোমার প্রতি সত্যসহ কিতাব অবতীর্ণ করেছি যাতে তুমি মানুষের মধ্যে সেই মতো বিচার করতে পার আল্লাহ যেমন তোমাকে জানিয়েছেন। আর তুমি বিশ্বাসঘাতকদের জন্য তর্ক কোরো না। — ৪ সুরা নিসা : ১০৫

হে বিশ্বসিগণ ! তোমরা ন্যায়বিচারে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাকবে, তোমরা আল্লাহ'র উদ্দেশ্যে সাক্ষ দেবে, যদিও তা তোমাদের নিজেদের বা পিতামাতা ও আত্মীয়স্বজনের বিরুদ্ধে হয়; সে বিক্রিবান হোক বা বিস্তাইন্হাই হোক আল্লাহ উভয়েরই যোগ্যতর অভিভাবক। সুতরাং তোমরা ন্যায়বিচার করতে কামনাবাসনার অনুসরণ কোরো না। যদি তোমরা প্যাচালো কথা বলো বা পাশ কেটে চলো তবে তোমরা যা কোরো আল্লাহ তার খবর রাখেন। — ৪ সুরা নিসা : ১৩৫

আমি স্পষ্ট প্রমাণ দিয়ে আমার রসুলদেরকে পাঠিয়েছি ও তাদের সঙ্গে দিয়েছি কিতাব ও মানদণ্ড, যাতে মানুষ সুবিচারে প্রতিষ্ঠিত হয়। — ৫৭ সুরা হাদিদ : ২৫

তিনি আকাশকে সমুদ্রত রেখেছেন এবং তিনি ভারসাম্য স্থাপন করেছেন যাতে তোমরা ভারসাম্য লভ্যন না কর। — ৫৫ সুরা রহমান : ৭-৮

হে বিশ্বসিগণ ! আল্লাহর উদ্দেশে উচিত সাক্ষ্য দেওয়ার ব্যাপারে তোমরা অবিচল থাকবে। কোনো সম্প্রদায়ের ওপর বিচার তোমাদেরকে যেন কখনও সুবিচার না করাতে প্রয়োচিত না ক'রে। সুবিচার করো, এটা আত্মসংযমের আরও কাছাকাছি। আর আল্লাহকে ভয় করো। তোমরা যা কোরো আল্লাহ তার খবর রাখেন। — ৫ সুরা মায়দা : ৮

... আর তুমি যদি বিচার কর তবে ন্যায়বিচার করো। আল্লাহ তো ন্যায়পরায়ণদেরকে ভালোবাসেন। — ৫ সুরা মায়দা : ৪২

... আর আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন সেই অনুসারে যারা বিচার করে না তারাই সীমালভ্যনকারী। — ৫ সুরা মায়দা : ৪৫

আর এর পূর্বে অবতীর্ণ কিতাবের সমর্থক ও সংরক্ষক হিসাবে আমি তোমার ওপর সত্যসহ কিতাব অবতীর্ণ করেছি। সুতরাং আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন সেই অনুসারে তুমি তাদের মধ্যে বিচার করো ও যে-সত্য তোমার কাছে এসেছে তা ছেড়ে দিয়ে তাদের খেয়ালখুশির অনুসরণ করো না। আমি তোমাদের প্রত্যেকের জন্য শরিআত [আইন] ও স্পষ্ট পথ নির্ধারণ করেছি। — ৫ সুরা মায়দা : ৪৮

সুতরাং আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তুমি সেই অনুসারে তাদের মধ্যে বিচার করো। তাদের খেয়ালখুশির অনুসরণ কোরো না। আর এ-সম্বন্ধে সতর্ক থাকো যাতে আল্লাহ যা তোমার ওপর অবতীর্ণ করেছেন, ওরা তার কিছু থেকে তোমাকে বিচ্যুত করতে না পারে। যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে জ্ঞেন রাখো যে, তাদের কোনো কোনো পাপের জন্য আল্লাহ তাদেরকে শাস্তি দিতে চান। আর মানুষের মধ্যে অনেকেই তো সত্যত্যাগী। তবে কি তারা জাহেলিয়া [প্রাগইসলামি] যুগের বিচারব্যবস্থা পেতে চায় ? দ্রু বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য বিচারের ব্যাপারে আল্লাহর চেয়ে আর কে ভালো ? — ৫ সুরা মায়দা : ৪৯-৫০

বিচারের দিন : কিয়ামত দ্র.।

বিজয় : আল্লাহ লিখে রেখেছেন, ‘আমি হব বিজয়ী, আমি ও আমরা রসুল !’ নিশ্চয় আল্লাহ সর্বশক্তিমান, পরাক্রমশালী। — ৫৮ সুরা মুজাদালা : ২১

আর তিনি দান করবেন তোমাদের আকাশিক্ত আর-একটি অনুগ্রহ, আল্লাহর সাহায্য ও আসন্ন বিজয় ; বিশ্বসীদেরকে সুখবর দাও। — ৬১ সুরা আসফ : ১৩

আল্লাহ তোমার জন্য নিশ্চিত বিজয় অবধারিত করেছেন। — ৪৮ সুরা ফাতাহ : ১

আর কেউ আল্লাহ, তাঁর রসুল ও বিশ্বসীদের দিকে মুখ ফেরালে (সে) আল্লাহর দলই তো বিজয়ী হবে। — ৫ সুরা মায়দা : ৫৬

যখন আসবে আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় আর তুমি মানুষকে দলদেলে আল্লাহর ধর্ম গ্রহণ করতে দেখবে, তখন তুমি তোমার প্রতিপালকের প্রশংসায় তাঁর পবিত্র মহিমা ঘোষণা করো ও তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো। তিনি তো ক্ষমাপরবশ। — ১১০ সুরা নসর : ১-৩

বিদ্যুৎ : বজ্র ও বিদ্যুৎ দ্র।

বিধিবা : তোমাদের মধ্যে যারা স্ত্রী রেখে মারা যায়, তাদের স্ত্রীরা চার মাস দশদিন অপেক্ষা করবে। যখন তারা ইন্দত [চারমাস দশ] দিন পূর্ণ করবে তখন তারা নিজেদের জন্য কোনো বিধিমতো কাজ (বিবাহ) করলে তাতে তোমাদের কোনো পাপ হবে না। তোমরা যা করো, আল্লাহ্ সে সম্বন্ধে ভালো করেই জানেন।

আর তোমরা যদি আভাসে-ইঙ্গিতে উক্ত নারীদের বিবাহ প্রস্তাব কর বা অন্তরে তা গোপন রাখো, তাতে তোমাদের দোষ হবে না। আল্লাহ্ জানেন যে, তোমরা তাদের সম্বন্ধে আলোচনা করবে। কিন্তু বিধিমতো কথাবার্তা ছাড়া গোপনে তাদের কাছে তোমরা কোনো অঙ্গীকার কোরো না। নির্দিষ্ট সময় পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত বিবাহকার্য সম্পন্ন করার তোমরা সংকল্প কোরো না। আর জেনে রাখো, আল্লাহ্ তোমাদের মনোভাব জানেন। অতএব তাকে ভয় করো, আর জেনে রাখো আল্লাহ্ তো ক্ষমা করেন, সহ্য করেন।

— ২ সুরা বাকারা : ২৩৪-২৩৫

আর তোমাদের মধ্যে যারা স্ত্রী রেখে মারা যায়, তারা তাদের স্ত্রীদের জন্য এই অসিয়ত করবে যে, তাদেরকে যেন এক বছর পর্যন্ত ভরণপোষণ দেওয়া হয় আর বাড়ি থেকে বের ক'রে দেওয়া না হয় ; কিন্তু যদি তারা বের হয়ে যায় তবে তারা নিজেদের জন্য তাদের অধিকারমতো যা করবে তাতে তোমাদের কোনো পাপ নেই। আল্লাহ্ তো শক্তিমান তত্ত্বজ্ঞানী।

— ২ সুরা বাকারা : ২৪০

বিনয় : তোমরা বিনয়ের সঙ্গে ও গোপনে তোমাদের প্রতিপালককে ডাকো। তিনি সীমা অতিক্রমকারীদের ভালোবাসেন না। — ৭ সুরা আরাফ : ৫৫

... তুমি বিশ্বাসীদের প্রতি বিনয়ী হও : ১৫ সুরা হিজর : ৮৮

আর তোমার পূর্বেও বহু জাতির নিকট আমি রসূল প্রেরণ করেছি, তারপর তাদেরকে অর্থসংকট ও দুঃখদৈন্য দিয়ে পীড়িত করেছি, যাতে তারা বিনীত হয়।

আমার শাস্তি যখন তাদের ওপর পড়ল তখন তারা কেন বিনীত হলো না ? বরং তাদের হাদয় কঠিন হয়ে গিয়েছিল এবং তারা যা করছিল শ্যাতান তা তাদের দৃষ্টিতে শোভন করেছিল। — ৬ সুরা আনআম : ৪২-৪৩

বলো, 'কে তোমাদেরকে উদ্ধার করে যখন তোমরা শ্বল বা সমুদ্রের অঙ্ককার কাতরতাবে ও গোপনে তাঁর নিকট অনুনয় কর, 'আমাদেরকে এর থেকে উদ্ধার করলে আমরা অবশ্যই কৃতজ্ঞদের শামিল হব !' বলো, 'আল্লাহই তোমাদেরকে তার থেকে এবং সমস্ত দুঃখকষ্ট থেকে উদ্ধার করেন। এ সত্ত্বেও তোমরা তাঁর শরিক কর !' — ৬ সুরা আনআম : ৬৩-৬৪

... সুসংবাদ দাও বিনীতদের যাদের হাদয় আল্লাহর নাম করা হলে ভয়ে কাঁপে, যারা তাদের বিপদ-আপদে ধৈর্য ধরে ও নামাজ কায়েম করে আর আমি তাদেরকে যে-জীবনের উপকরণ দিয়েছি তার থেকে ব্যয় ক'রে। — ২২ সুরা হজ : ৩৪-৩৫

বিপদ-আপদ : তারপর তিনি যখনই তাদের বিপদ্মুক্ত করেন তখনই তারা পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে দোরাত্ত্বে লিপ্ত হয়। — ১০ সুরা ইউনুস : ২৩

নিশ্চয় যারা বিশ্বাস ক'রে, সৎকর্ম ক'রে ও তাদের প্রতিপালকের প্রতি বিনয়াবত তারাই
জাগ্রাতে বাস করবে, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। — ১১ সুরা হুদু : ২৩

তোমরা কি নিশ্চিত আছ যে, আকাশে যিনি রয়েছেন তিনি হঠাৎ ক'রে তোমাদের
নিয়ে মাটিকে ধসিয়ে দেবেন না, আর তা থরথর করে কাপতে থাকবে না? বা তোমরা
কি নিশ্চিত আছ যে, আকাশে যিনি রয়েছেন তিনি তোমাদের ওপর কষ্টকর-বঞ্চা
বইয়ে দেবেন না? তখন তোমরা জানতে পারবে কি কঠোর ছিল আমার সতর্কবাণী। —
৬৭ সুরা মূল্ক ১৬-১৭

তোমাদের যে বিপদাপদ ঘটে তা তো তোমাদের কৃতকর্মেই ফল, আর তোমাদের
অনেক অপরাধ তিনি ক্ষমা ক'রে দেন। — ৪২ সুরা শূরা : ৩০

মানুষ তো স্বভাবতই অস্ত্রি। সে বিপদে পড়লে হাঙ্গতাশ করে, আর তার ভালো হলেই
(কার্পণ্য করে) ‘না’ বলে। — ৭০ সুরা মাঝারিজ ১৯-২১

(তারাই ধৈর্যশীল) যারা তাদের ওপর কোনো বিপদ এল এল বলে, ‘আমরা তো
আল্লাহরই আর নিশ্চিতভাবে তাঁরই দিকে ফিরে যাব।’ এইসব লোকের প্রতি
তাদের প্রতিপালকের কাছ থেকে আশীর্বাদ ও দয়া বর্ষিত হয়, আর এরাই সংপত্তিপ্রাপ্ত। —
২ সুরা বাকারা : ১৫৬-১৫৭

তোমাদের যদি কোনো আঘাত লেগে থাকে তবে অনুরূপ আঘাত তাদেরও তো লেগেছে।
আর মানুষের মধ্যে এ (সংকটময়) দিনগুলোর পর্যায়ক্রমে ‘আমি অদলবদল করে থাকি, যাতে
আল্লাহ বিশ্বাসীদেরকে জানতে পারেন ও তোমাদের মধ্য হতে কিছুকে সাক্ষী ক'রে রাখতে
পারেন, আর আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে ভালোবাসেন না, আর যাতে আল্লাহ বিশ্বাসীদের
শোধরাতে পারেন ও অবিশ্বাসীদেরকে নিশ্চিহ্ন করতে পারেন।

তোমরা কি মনে কোরো যে তোমরা জাগ্রাতে প্রবেশ করবে, যতক্ষণ না আল্লাহ জানেন
তোমাদের মধ্যে কে জিহাদ করেছে ও কে ধৈর্য ধরেছে। আর তোমরা তো মৃত্যুর কামনা
করতে তার সম্মুখীন হওয়ার পূর্বে, এখন তোমরা তো তা চোখে দেখছ? — ৩ সুরা আল-
ই-ইমরান : ১৪০-১৪৩

যখন তোমাদের ওপর (ওহদের যুক্তে) বিপদ এসেছিল যার দ্বিগুণ বিপদ (ইতিপূর্বে
বদরের যুক্তে) তোমরা ঘটিয়েছিলে, তখন তোমরা বলেছিলে, ‘এ কোথেকে এল?’ বলে, ‘এ
তোমাদের নিজেদেরই কাছ থেকে।’ নিশ্চয় আল্লাহ তো সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। — ৩ সুরা
আল-ই-ইমরান : ১৬৫

পৃথিবীতে বা ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের ওপর যে-বিপদ আসে আমি তা ঘটানোর পূর্বেই
তা লেখা হয়। আল্লাহর পক্ষে এ খুবই সহজ। এ এজন্য যে, তোমরা যা হারিয়েছ তাতে যেন
তোমরা বিমর্শ না হও, আর যা তিনি তোমাদের দিয়েছেন তার জন্য খুশিতে উল্লিঙ্কিত না হও।
আল্লাহ ভালোবাসেন না উদ্ধৃত অহংকারীদের। — ৫৭ সুরা হাদিদ : ২২-২৩

আল্লাহর নির্দেশ ছাড়া কোনো বিপদই আসে না, আর যে আল্লাহয় বিশ্বাস করে তিনি
তার অন্তরকে সুপথে পরিচালিত করেন। আল্লাহ তো সব বিষয়ই ভালো করে জানেন। —
৬৪ সুরা তাগাবুন : ১১

বিবাহ, তালাক, ইন্দত ও দেনমোহর : আর অংশীবাদী রমণী যে-পর্যন্ত না বিশ্বাস করে তোমরা তাকে বিয়ে কোরো না। অবিশ্বাসী নারী তোমাদের চমৎকৃত করলেও নিষ্ঠয় ধর্মে বিশ্বাসী ক্রীতদাসী তার চেয়ে ভালো। ধর্মে বিশ্বাস না করা পর্যন্ত অংশীবাদী পুরুষের সাথে তোমাদের (কন্যার) বিয়ে দিয়ো না। অংশীবাদী পুরুষ তোমাদেরকে চমৎকৃত করলেও ধর্মে বিশ্বাসী ক্রীতদাস তার চেয়ে ভালো। কারণ, ওরা তোমাদেরকে আগুনের দিকে ডাক দেয়। আর আল্লাহ্ তোমাদেরকে নিজ অনুগ্রহে জ্ঞানাত ও ক্ষমার দিকে আহ্বান করেন। তিনি মানুষের জন্য তাঁর নির্দেশনসমূহ স্পষ্ট করে ব্যান করেন, যাতে তারা তার খেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। — ২ সুরা বাকারা : ২২১

যারা নিজেদের স্ত্রীদের কাছে না যাওয়ার শপথ করে, তারা চার মাস অপেক্ষা করবে, তারপর তারা যদি ফিরে যায়, তবে নিষ্ঠয় আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। আর যদি তারা তালাক দিতে সংকল্প করে তবে তো আল্লাহ্ সব শোনেন, সব জানেন। তালাকপ্রাপ্তা নারীগণ তিনি রজ়ওয়াবকাল প্রতীক্ষায় থাকবে। তারা আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাসী হলে তাদের গভে আল্লাহ্ যা স্মৃটি করেছেন, তা গোপন রাখা তাদের পক্ষে বৈধ নয়। আর এই সময়ের মধ্যে তাদের স্বামীদের তাদেরকে পুনরায় স্তী হিসাবে গ্রহণ করার অধিকার আছে, যদি তারা আপনে মিলেমিশে থাকতে চায়। নারীদের তেমনি ন্যায়সংগত অধিকার আছে যেমন আছে তাদের ওপর পুরুষদের, কিন্তু নারীদের ওপর পুরুষদের মর্যাদা আছে। আর আল্লাহ্ শক্তিমান তত্ত্বজ্ঞানী।

এ তালাক দুবার ; তারপর স্ত্রীকে হয় ভালোভাবে রাখবে বা সদয়ভাবে বিদায় দেবে। আর স্ত্রীদেরকে যা-কিছু দিয়েছিলে তা ফেরত নেওয়া তোমাদের পক্ষে উচিত হবে না। তবে যদি তাদের দুজনের ভয় হয় যে তারা আল্লাহ্ সীমারেখা রক্ষা করে চলতে পারবে না আর তোমরা যদি আশংকা করে যে তারা আল্লাহ্ সীমারেখা রক্ষা করে চলতে পারবে না, তবে স্ত্রী কোনো কিছুর বিনিময়ে নিষ্ক্রিতি পেতে চাইলে তাতে কারও কোনো পাপ নেই। এসব আল্লাহ্ সীমারেখা। অতএব, তোমরা এ-সীমা লঙ্ঘন কোরো না, আর যারা আল্লাহ্ সীমারেখা লঙ্ঘন করে তারাই অত্যাচারী।

তারপর ঐ স্ত্রীকে যদি সে তালাক দেয় তবে যে-পর্যন্ত না ঐ স্ত্রী অন্য স্বামীকে বিবাহ করছে তার পক্ষে সে বৈধ হবে না। তারপর যদি সে (বিতীয় স্বামী) তাকে তালাক দেয় তবে তাদের আবার মিলনে কারও কোনো দোষ নেই, যদি দুজনে ভাবে যে তারা আল্লাহ্ নির্দেশ বজায় রেখে চলতে পারবে। এসব আল্লাহ্ নির্ধারিত সীমারেখা ; জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য আল্লাহ্ এগুলো স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন।

আর যখন তোমরা স্ত্রীদেরকে তালাক দাও, আর তারা ইন্দতকাল পূর্ণ করে, তখন তাদের যথাবিধি রেখে দেবে বা তাদেরকে ভালোভাবে বিদায় দেবে, তাদেরকে অত্যাচার বা তাদের ওপর বাড়াবাড়ির উদ্দেশ্যে আটক করে রাখবে না। যে এমন করে সে নিজেরই ক্ষতি করে। আর তোমরা আল্লাহ্ নির্দেশকে ঠাট্টাতমাশাৰ বস্তু কোরো না ; আর তোমাদের ওপর তিনি যে-অবদান, কিতাব ও হিকমত অবর্তীণ করেছেন তোমাদের উপদেশের জন্য তা স্মরণ করো। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় করো ও জেনে রাখো যে, আল্লাহুর সব বিষয়েই জানা।

আর তোমরা যখন স্ত্রীদেরকে তালাক দাও আর তারা তাদের ইন্দতকাল পূর্ণ করে তখন তারা যদি বিধিমত পরম্পর সম্মত হয়ে তাদের (পূর্বের) স্বামীদেরকে বিধিমতে বিয়ে করতে চায় তবে তাদেরকে বাধা দেবে না। এভাবে তোমাদের মধ্যে যে-কেউ আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাস করে তাদেরকে উপদেশ দেওয়া হয়। এ তোমাদের জন্য শুন্দতম ও পরিগ্রতম। আর আল্লাহ্ জানেন, তোমরা জান না। — ২ সুরা বাকারা : ২২৬-২৩২

আর মায়েরা তাদের সন্তানদেরকে পূর্ণ দুবছর বুকের দুধ দেবে, যদি কেউ বুকের দুধ পান করার সময় পূর্ণ করতে চায়। পিতার কর্তব্য যথাবিধি তাদের ভরণপোষণ করা। কাউকেই তার সাধ্যের অতিরিক্ত দায়িত্বার দেওয়া হয় না। কোনো জননীকে তার সন্তানের জন্য ও কোনো পিতাকে তার সন্তানের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত করা হবে না। আর উত্তরাধিকারীদের জন্যও অনুরূপ বিধান। আর যদি পিতামাতা পরম্পর সম্মতি ও পরামর্শক্রমে দুইবছরের মধ্যেই দুধ ছাড়াতে চায় তবে তাদের কোনো দোষ হবে না। আর যদি তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে কোনো ধাত্রীর দুধ পান করাতে চাও, তাতেও তোমাদের কোনো দোষ হবে না যদি তোমরা তাদের নির্ধারিত দেয় বিধিমতে দাও। আল্লাহ্ কে ভয় করো ও জেনে রাখো, তোমরা যা কর আল্লাহ্ তা দেখেন।

তোমাদের মধ্যে যারা স্ত্রী রেখে মারা যায়, তাদের স্ত্রীরা চার মাস দশদিন অপেক্ষা করবে। যখন তারা ইন্দত [চারমাস দশদিন] পূর্ণ করবে তখন তারা নিজেদের জন্য কোনো বিধিমতে কাজ (বিবাহ) করলে তাতে তোমাদের কোনো পাপ হবে না। তোমরা যা কোরো, আল্লাহ্ তা ভালো করেই জানেন।

আর তোমরা যদি আভাসে-ইঙ্গিতে উক্ত নারীদেরকে বিয়ের প্রস্তাব কর বা অন্তরে তা গোপন রাখ, তাতে তোমাদের দোষ হবে না। আল্লাহ্ জানেন যে, তোমরা তাদের স্বক্ষে আলোচনা করবে। কিন্তু বিধিমতে কথাবার্তা ছাড়ি গোপনে তাদের কাছে তোমরা কোনো অঙ্গীকার করো না। নির্দিষ্ট সময় পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত বিয়ে সম্পন্ন করার তোমরা সংকল্প কোরো না। আর জেনে রাখো, আল্লাহ্ তোমাদের মনোভাব জানেন। অতএব তাঁকে ভয় করো, আর জেনে রাখো, আল্লাহ্ তো ক্ষমা করেন, সহ্য করেন।

স্ত্রীদেরকে স্পর্শ করার বা দেনমোহর ধার্য করার পূর্বে যদি তোমরা তাদেরকে তালাক দাও, তবে কোনো পাপ হবে না, কিন্তু তাদেরকে যথাসাধ্য উপযুক্ত খরচপত্র দিয়ো, সংগতিসম্পন্ন বক্তি তার সাধ্যমতো ও গরিব তার সামর্থ্যমতো নিয়ম অনুযায়ী খরচপত্র দেওয়ার ব্যবস্থা করবে। এ সত্যপরায়ণ লোকের পক্ষে কর্তব্য। আর তোমরা যদি স্পর্শ করার পূর্বে স্ত্রীদেরকে তালাক দাও, অর্থৎ মোহরানা পূর্বেই ধার্য করে থাক তা হলে নির্দিষ্ট দেনমোহরের অর্ধেক তোমাদেরকে আদায় করতে হবে যদিনা স্ত্রী বা যার হাতে বিবাহবন্ধন সে মাফ করে দেয়, আর মাফ করে দেওয়াই আত্মসংযমের কাছাকাছি। তোমরা নিজেদের মধ্যে সহানুভাত কথা ভুলে যেয়ো না। নিশ্চয় তোমরা যা কোরো আল্লাহ্ তা দেখেন। — ২ সুরা বাকারা : ২৩৩-২৩৭

আর তালাকপ্রাণা নারীদের বিধিমতে ভরণপোষণ করা সাবধানিদের জন্য কর্তব্য। এভাবে আল্লাহ্ তাঁর সকল নির্দশন স্পষ্ট করে বয়ান করেন, যাতে তোমরা বুঝতে পার। — ২ সুরা বাকারা : ২৪১-২৪২

হে বিশ্বসিগণ ! তোমরা বিশ্বাসী নারীকে বিয়ে করার পর ওদেরকে স্পর্শ করার পূর্বে তালাক দিলে ওদের ইন্দত পালনে বাধ্য করবার অধিকার তোমাদের থাকবে না। তোমরা ওদেরকে কিছু দেবে ও সৌজন্যের সাথে ওদেরকে বিদায় করবে।

হে নবি ! আমি তোমার জন্য তোমার স্ত্রীদেরকে বৈধ করেছি যাদের তুমি দেনমোহর দিয়েছ ও বৈধ করেছি তোমার ডান হাতের অধিকারভুক্ত দাসীদেরকে যাদেরকে আমি দান করেছি, এবং বিয়ের জন্য বৈধ করেছি তোমার চাচাতো, ফুফাতো, শামাতো, খলাতো বেনদের যারা তোমাদের সঙ্গে দেশত্যাগ করেছে আর কোনো বিশ্বাসী নারী নবির কাছে নিবেদন করলে আর নবি তাকে বিয়ে করে বৈধ করতে চাইলে সে-ও বৈধ। এ বিশেষ করে তোমারই জন্য, অন্য বিশ্বাসীদের জন্য নয়, যাতে তোমার কোনো অসুবিধা না হয়। বিশ্বাসীদের স্ত্রী ও তাদের দাসীদের সম্বন্ধে আমি যা নির্ধারিত করেছি তা আমি জানি। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। তুমি ওদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তোমার কাছ থেকে দূরে রাখতে পার ও যাকে ইচ্ছা গ্রহণ করতে পার, আর তুমি যাকে দূরে রেখেছ তাকে কামনা করলে তোমার কোনো দোষ নেই। এ-বিধান এজন্য যে, এতে ওদের খুশি করা সহজ হবে আর ওরা দুঃখ পাবে না এবং ওদের তুমি যা দেবে তাতে ওদের প্রত্যেকেই খুশি থাকবে। (বিশ্বাসীরা !) তোমাদের অন্তরে যা আছে আল্লাহ তা জানেন। আল্লাহ সব জানেন, সহ্য করেন।

(মুহাম্মদ !) এরপর তোমার কোনো নারী বৈধ নয় আর তোমার স্ত্রীদের পরিবর্তে অন্য স্ত্রীগ্রহণ বৈধ নয়, যদিও ওদের সৌন্দর্য তোমাকে মুগ্ধ করে, তবে তোমার ডান হাতের অধিকারভুক্ত দাসীদের ব্যাপারে এ-বিধান প্রযোজ্য নয়। আল্লাহ সমস্ত কিছুর ওপর কড়া নজর রাখেন। — ৩৩ সুরা আহ্জাব ৪৯-৫২

হে বিশ্বসিগণ ! বিশ্বাসী নারীরা দেশত্যাগী হয়ে তোমাদের কাছে এলে তাদেরকে পরীক্ষা কোরো, আল্লাহ তাদের বিশ্বাস সম্বন্ধে ভালো করেই জানেন। যদি তোমরা জানতে পার যে, তারা বিশ্বাসী তবে তাদেরকে অবিশ্বাসীদের কাছে ফেরত পাঠিয়ে না। বিশ্বাসী নারীরা অবিশ্বাসীদের জন্য বৈধ নয় আর অবিশ্বাসীরা বিশ্বাসী নারীদের জন্য বৈধ নয়। অবিশ্বাসীরা যা খরচ করেছে তা তাদেরকে ফিরিয়ে দিয়ো। তারপর তোমরা তাদেরকে বিয়ে করলে তোমাদের কোনো পাপ হবে না, যদি তোমরা তাদেরকে দেনমোহর দাও। তোমরা অবিশ্বাসী নারীদের সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক বজায় রেখো না। তোমরা যা খরচ করেছ তা ফেরত চাইবে ও অবিশ্বাসীরা ফেরত চাইবে তারা যা খরচ করেছে। এ-ই আল্লাহর বিধান ; তিনি তোমাদের মধ্যে মীমাংসা করে থাকেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, তত্ত্বজ্ঞানী।

তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যদি কেউ হাতছাড়া হয়ে অবিশ্বাসীদের কাছে চলে যায়, তবে যাদের স্ত্রীরা হাতছাড়া হয়ে গেছে তাদেরকে তারা যা খরচ করেছে তার সমান অর্থ দেবে, যদি তোমাদের সুযোগ আসে। ভয় করো আল্লাহকে, তোমরা যাঁর ওপর বিশ্বাস রাখ।

হে নবি ! বিশ্বাসী নারীরা যখন তোমার কাছে আনুগত্যের শপথ করতে এসে বলে যে, তারা আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করবে না, চুরি করবে না, ব্যতিচার করবে না, নিজেদের সন্তানদের হত্যা করবে না, অপরের সন্তানকে স্বামীর ঔরসে আপন গর্ভজাত সন্তান বলে মিথ্যা দাবি করবে না ও সৎকাজে তোমাকে অমান্য করবে না তখন তাদের আনুগত্য গ্রহণ

কোরো আর তাদের জন্য আল্লাহ'র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো। আল্লাহ তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। — ৬০ সুরা মুমতাহানা : ১০-১২

আর তোমরা যদি আশঙ্কা কর যে পিতৃহীনদের ওপর সুবিচার করতে পারবে না তবে বিয়ে করবে (স্বাধীন) নারীদের মধ্যে যাকে তোমাদের ভালো লাগে, দুই, তিন বা চার জনকে। আর যদি আশঙ্কা কর যে সুবিচার করতে পারবে না তবে একজনকে বা তোমাদের অধিকারভূক্ত দাসীকে। এভাবেই তোমাদের পক্ষপাতিত্ব না করার সম্ভাবনা বেশি। আর তোমরা নারীদেরকে তাদের দেনমোহর খুশি মনে দিয়ে দাও, পরে তারা খুশি মনে তার কিছু ছেড়ে দিলে তোমরা তা স্বচ্ছন্দে ভোগ করো। — ৪ সুরা নিসা : ৩-৪

হে বিশ্বাসিগণ ! জ্বরদস্তি করে নারীদের তোমাদের উত্তরাধিকার গণ্য করা বৈধ নয়। তোমরা তাদেরকে যা দিয়েছ তা থেকে কিছু আত্মসাং করার উদ্দেশ্যে তাদের ওপর অত্যাচার কোরো না, যদি তারা প্রকাশ্যে ব্যভিচার না করে, তোমরা তাদের সাথে সংভাবে জীবন যাপন করবে। তোমরা যদি তাদেরকে ঘৃণা কর তবে এমন হতে পারে যে, আল্লাহ যার মধ্যে প্রভৃত কল্যাণ রেখেছেন তোমরা তাকে ঘৃণা করছ।

আর যদি এক শ্তৰীর জ্যায়গায় অন্য শ্তৰী নেওয়া ঠিক কর আর তাদের একজনকে প্রচুর অর্থ দিয়ে থাক তবুও তার থেকে কিছুই নেবে না। তোমরা কি যিথ্যা অপবাদ দিয়ে ও ঝুলুম করে তা নিয়ে নেবে ? কেমন করে তোমরা তা নেবে, যখন তোমরা পরম্পর সহবাস করেছ এ তারা তোমাদের কাছ থেকে শক্ত প্রতিক্রিতি নিয়েছে ?

নারীদের মধ্যে তোমাদের পিতৃপুরুষ যাদেরকে বিয়ে করেছে তোমরা তাদের বিয়ে কোরো না। পূর্বে যা হয়ে গেছে, তা হয়ে গেছে। এতো অশ্লীল, বড়ই ঘৃণার ব্যাপার ও জ্বরন্য প্রথা।

তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়েছে তোমাদের মা, মেয়ে, বোন, ফুরু, খালা, ভাইয়ের মেয়ে, ভাগিনী, দুধমা, দুধবোন, শাশুড়ি ও তোমাদের শ্তৰীদের মধ্যে যার সাথে সহবাস হয়েছে তার পূর্ব স্বামীর ওরসে তার গর্ভজাত মেয়েরা যারা তোমার অভিভাবকহে আছে, তবে যদি তাদের মায়ের সাথে সহবাস না হয়ে থাকে তবে তাদের সাথে তোমাদের (বিয়ে হওয়ায়) কোনো দোষ নেই। আর তোমদের জন্য তোমাদের ওরসজাত পুত্রের শ্তৰী ও দুই বোনকে এক সঙ্গে বিয়ে করা (নিষিদ্ধ করা হয়েছে)। পূর্বে যা হয়ে গেছে, তা হয়ে গেছে। আল্লাহ তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

আর নারীর মধ্যে তোমাদের ডান হাতের তাঁবের ছাড়া সকল সধবা তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ। তোমাদের জন্য এ আল্লাহ'র বিধান। উল্লিখিত নারীরা ছাড়া আর সকলকে ধনসম্পদ দিয়ে বিয়ে করা বৈধ করা হল, ব্যভিচারের জন্য নয়। তাদের মধ্যে যদেরকে তোমরা উপভোগ করবে তাদেরকে নির্ধারিত মোহর দেবে। মোহর নির্ধারণের পর কোনো বিষয়ে পরম্পর রাজি হলে তাতে তোমাদের কোনো দোষ নেই। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ তত্ত্বজ্ঞানী।

আর তোমাদের মধ্যে কারও স্বাধীন বিশ্বাসী নারী বিয়ে করার সামর্থ্য না থাকলে তোমরা তোমাদের ডান হাতের তাঁবের বিশ্বাসী যুবতী বিয়ে করবে। আল্লাহ তোমাদের বিশ্বাস সম্বন্ধে ভালো করেই জানেন। তোমরা একে অপরের সমান। সুতরাং তোমরা তাদের মালিকদের

অনুমতি নিয়ে তাদেরকে বিয়ে করবে আর তারা যদি ব্যভিচার না করে বা উপপত্তি না নিয়ে সংচরিতের হয় তাদেরকে ন্যায়সংগতভাবে মোহর দেবে। বিয়ের পর যদি তারা ব্যভিচার করে তবে তাদের শাস্তি স্বাধীন নারীর অর্ধেক। তোমাদের মধ্যে যারা ব্যভিচারকে ভয় করে এ তাদের জন্য ; আর তোমরা ধৈর্য ধরলে তো তোমাদের জন্য মঙ্গল। আল্লাহু ক্ষমাশীল পরম দয়ালু। — ৪ সূরা নিসা : ১৯-২৫

আর যদি দুজনের (স্বামী-স্ত্রী) র মধ্যে বিরোধ আশঙ্কা কর তবে তোমরা তার (স্বামীর) পরিবার থেকে একজন ও ওর (স্ত্রীর) পরিবার হতে একজন সালিশ নিযুক্ত করবে। যদি তাঁরা উভয়ে নিষ্পত্তি চায় তবে আল্লাহু তাদের মধ্যে ফয়সালার অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করবেন। নিক্ষয় আল্লাহু সর্বজ্ঞ, সবিশেষ অবহিত। — ৪ সূরা নিসা : ৩৫

আর লোকে তোমার কাছে নারীদের বিষয় পরিষ্কারভাবে জানতে চায়। বলো, ‘আল্লাহু তাদের সম্বন্ধে তোমাদের পরিষ্কারভাবে জানাচ্ছেন, আর যে-কিতাব তোমাদের কাছে আবৃত্তি করা হয় (তাও জানিয়ে দেয়) আর পিতৃহীনা নারীর সম্পর্কে যাদের প্রাপ্য তোমরা দাও না অথচ তোমরা তাদেরকে বিয়ে করতে চাও, আর অসহায় শিশুদের সম্বন্ধে, আর পিতৃহীনদের ওপর তোমাদের ন্যায়বিচার কার্যম করা সম্পর্কে। আর তোমরা যা ভালো কাজ করো আল্লাহু তা ভালো করেই জানেন।

কোনো স্ত্রী যদি তার স্বামীর কাছ থেকে দুর্ব্যবহার ও উপেক্ষিত হওয়ার আশঙ্কা করে তবে তারা আপস-নিষ্পত্তি করতে চাইলে তাদের কোনো দোষ নেই। আপস করা তো ভালো। কিন্তু মানুষ লালসায় আসক্ত। আর যদি তোমরা সংকৰ্মপরায়ণ ও সাবধান হও তবে (জেনে রেখো) তোমরা যা কর আল্লাহু তার খবর রাখেন।

আর তোমরা যতই ইচ্ছা কর-না কেন তোমাদের স্ত্রীদের সাথে কখনই সমান ব্যবহার করতে পারবে না, তবে তোমরা কোনো একজনের দিকে সম্পূর্ণভাবে ঝুকে পোড়ো না ও অপরকে ঝুলিয়ে রেখো না। আর যদি তোমরা নিজেদেরকে সংশোধন কর ও সাবধান হও তবে আল্লাহু তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। আর যদি তারা পরম্পর পৃথক হয়ে যায় তবে আল্লাহু তাঁর প্রাচুর্য দ্বারা তাদের প্রত্যেকের অভাব দূর করবেন। আল্লাহু তো উদার, তত্ত্বজ্ঞানী।’ — ৪ সূরা নিসা : ১২৭-১৩০

হে নবি ! তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের তালাক দিতে চাইলে ইন্দতের প্রতি লক্ষ রেখে ওদেরকে তালাক দিয়ো। তোমরা ইন্দতের হিসাব রেখো। আর তোমাদের প্রতিপালককে ডয় করো। তোমরা ওদেরকে বাসগৃহ থেকে বের করে দিয়ো না। আর ওরাও যেন বের হয়ে না যায়, যদি না ওরা স্পষ্ট অশুলিতায় লিপ্ত হয়। এগুলো আল্লাহর বিধান। যে আল্লাহর বিধান লঙ্ঘন করে সে নিজেরই ওপর অত্যাচার করে। তুমি জান না, আল্লাহ হয়ত এর পর কোনো উপায় বের করে দেবেন।

ওদের ইন্দতপূরণের কাল শেষ হয়ে এলে হয় ভালোভাবে ওদেরকে রেখে দেবে, নাহয় ওদেরকে ভালোভাবে ছেড়ে দেবে। আর তোমাদের মধ্য থেকে দুজন ন্যায়পরায়ণ লোককে সাক্ষী রাখবে। তোমরা আল্লাহকে মনে রেখে সাক্ষ্য দেবে। তোমাদের মধ্যে যে-কেউ আল্লাহু ও পরকালে বিশ্বাস করে তাকে এ দিয়ে উপদেশ দেওয়া হচ্ছে। যে আল্লাহকে ভয় করে তিনি তার পথ করে দেবেন ও তাকে তার ধারণাত্তিত উৎস থেকে জীবনের উপকরণ দান করবেন।

যে-ব্যক্তি আল্লাহ'র ওপর নির্ভর করে তার জন্য আল্লাহ'ই যথেষ্ট ; আল্লাহ' তার ইচ্ছা পূর্ণ করবেন। আল্লাহ' সব কিছুর জন্য নিদিষ্ট মাত্রা স্থির করেছেন।

তোমাদের যেসব স্ত্রীর ঝটুমতী হওয়ার আশা নেই তাদের ইন্দত সম্পর্কে তোমাদের সন্দেহ হলে জেনে রেখো তাদের ইন্দত হবে তিনি মাস। আর যারা এখনও রজঃস্বলা হয় নি তাদের ইন্দতকালও হবে তাই। আর গর্ভবতী নারীদের ইন্দতকাল সন্তান প্রসব পর্যন্ত। আল্লাহ'কে যে ভয় করে তিনি তার সমাধান সহজ ক'রে দেন। এ আল্লাহ'র বিধান যা তিনি তোমাদের জন্য অবতীর্ণ করেছেন। আল্লাহ'কে যে ভয় করে তিনি তার পাপমোচন করে দেবেন ও তাকে বড় পুরস্কার দেবেন।

তোমরা তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী যেরকম বাড়িতে বাস কর তাদেরকেও সেরকম বাড়িতে বাস করতে দাও। তোমরা তাদেরকে উত্ত্যক্ত করে বিপদে ফেলো না। তারা গর্ভবতী হলে সন্তানপ্রসব পর্যন্ত তোমরা তাদের জন্য ব্যয় করবে। যদি তারা তোমাদের সন্তানদের স্তন্য দেয় তবে তাদের পারিশ্রমিক দেবে ও সন্তানের মঙ্গলের ব্যাপারে তোমরা ভালোভাবে নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করবে। তোমরা যদি পরম্পরাকে সহ্য করতে না পার, অন্য শ্বালোক দিয়ে স্তন্য পান করাবে।

সচল নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী ব্যয় করবে ও যার জীবিকা সীমিত সে আল্লাহ' যা দিয়েছেন তার খেকে ব্যয় করবে। আল্লাহ' যাকে যা সামর্থ্য দিয়েছেন তার চেয়ে গুরুতর বোৰা তিনি তার ওপর চাপান না। আল্লাহ' কষ্টের পর আসান দেন। — ৬৫ সুরা তালাক : ১-৭

ব্যভিচারী কেবল ব্যভিচারিণী বা অংশীবাদিনীকেই বিয়ে করবে এবং ব্যভিচারিনীকে কেবল ব্যভিচারী বা অংশীবাদীই বিয়ে করবে। বিশ্঵াসীদের জন্য এদেরকে বিয়ে করা অবৈধ। — ২৪ সুরা নূর : ৩

তোমাদের মধ্যে যাদের স্বামী বা স্ত্রী নেই, তাদের বিয়ে সম্পাদন করো, আর তোমাদের দাসদাসীদের মধ্যে যারা সৎ, তাদেরও। তারা অভাবগ্রস্ত হলে আল্লাহ' নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে অভাব মুক্ত ক'রে দেবেন ; আল্লাহ' তো প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।

যাদের বিয়ের সামর্থ্য নেই, আল্লাহ' তাদেরকে নিজ অনুগ্রহে অভাবমুক্ত না করা পর্যন্ত তারা যেন সংযম পালন করে। আর তোমাদের ডান হাতের তাঁবের দাসদাসীর মধ্যে কেউ (তার মুক্তির জন্য) লিখে নিতে চাইলে, তাদের লিখে দাও, যদি তাদেরকে ভালো জান। আল্লাহ' তোমাদেরকে যে-সম্পদ দিয়েছেন তা খেকে তোমরা ওদেরকে দান কর। তোমাদের দাসীরা সতীত্ব রক্ষা করতে চাইলে, পার্থিব জীবনের টাকাপয়সার লোভে তাদেরকে ব্যভিচারণী হতে বাধ্য কোরো না। তবে কেউ যদি তাদেরকে বাধ্য করে, তাদের ওপর সেই জবরদস্তির জন্য আল্লাহ' তো তাদেরকে ক্ষমা করবেন, দয়া করবেন। আর আমি তোমাদের প্রতি সুস্পষ্ট নির্দেশনাবলী অবতীর্ণ করেছি এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদের দৃষ্টান্ত (বর্ণনা করেছি) ও সাবধানিদের জন্য উপদেশ দান করেছি। — ২৪ সুরা নূর : ৩২-৩৪

... এবং বিশ্বাসী সচ্ছরিতা নারী ও তোমাদের পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে তাদের সচ্ছরিতা নারী তোমাদের জন্য বৈধ করা হল, যদি তোমরা তাদেরকে মোহর প্রদান কর বিয়ের জন্য — ব্যভিচার বা উপগঠনী গ্রহণের জন্য নয়। আর যে-কেউ বিশ্বাস

করতে অস্বীকার করবে তার কর্ম নিষ্কল হবে আর সে পরকালে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে। — ৫ সুরা মায়দি : ৫

বিশ্বাস : সাবার রানি। সুলায়মান দ্র।

বিশ্বাস, সৎকর্ম ও পুরস্কার : মহাকালের শপথ ! মানুষ তো ক্ষতিগ্রস্ত, কিন্তু তারা নয় যারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে, এবং পরম্পরাকে সত্য ও ধৈর্যের উপদেশ দেয়। — ১০৩ সুরা আসর : ১-৩

আকাশ ও পৃথিবীতে যা আছে তা আল্লাহরই। যারা মন্দ কাজ করে তাদেরকে তিনি দেন মন্দ ফল, আর যারা সৎকর্ম করে তাদেরকে দেন উত্তম পুরস্কার। — ৫৩ সুরা নাজিম : ৩১

যারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে তাদের জন্য আছে জাহানাত, যার নিচে নদী বইবে। এ-ই মহাসাফল্য। — ৮৫ সুরা বুরুজ : ১১

আমি তো সৃষ্টি করেছি মানুষকে শ্রেষ্ঠতম অবয়বে। তারপর আমি তাকে ইলাদপি হৈনে পরিণত করি, কিন্তু তাদের নয় যারা বিশ্বাসী ও সৎকর্মপরায়ণ, তাদের জন্য তো রয়েছে অশেষ পুরস্কার। — ৯৫ সুরা তিন : ৪-৬

পৃথিবীতে শাস্তি স্থাপনের পর সেখানে ফ্যাশান ঘটাবে না। তাঁকে ভয় ও আশার সঙ্গে ডাকবে। আল্লাহর অনুগ্রহ তো সৎকর্মপরায়ণদের কাছেই। — ৭ সুরা আ'রাফ : ৫৬

আর তারাই রহমান [করুণাময়]—এর দাস যারা পৃথিবীতে নম্রভাবে চলাফেরা করে আর যখন অস্ত্র ব্যক্তিরা তাদের সম্বোধন করে তখন তারা বলে, ‘শাস্তি !’ আর তারা তাদের প্রতিপালকের জন্য সিজদায় ও কিয়ামে [দাঁড়িয়ে] রাত কাটায়। আর তারা বলে, ‘হে আমাদের প্রতিপালক ! আমাদের জন্য জাহানামের শাস্তি বন্ধ কর ! জাহানামের শাস্তি তো নিশ্চিত ধৰ্ষণ ! আশ্রয় ও বাসস্থান হিসাবে তা কতই-না খারাপ !’ আর যখন তারা ব্যয় করে তখন তারা অমিতব্যয় করে না, কার্পণ্যও করে না, বরং তারা এ-দুয়ের মধ্যবর্তী পথ অবলম্বন করে। আর তারা আল্লাহর সঙ্গে অন্য কোনো উপাস্যকে ডাকে না, আল্লাহ যাকে যথার্থ কারণ ছাড়া হত্যা নিষেধ করেছেন তাকে হত্যা করে না, আর ব্যতিচার করে না। যারা এসব করে তারা শাস্তি ভোগ করবে। কিয়ামতের দিন তাদের শাস্তি বাড়ানো হবে আর সেখানে তারা হৈন অবস্থায় চিরকাল থাকবে। অবশ্য তারা নয় যারা তওবা করে, বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে। আল্লাহ পুণ্যের দ্বারা তাদের পাপ ক্ষয় করে দেবেন। আল্লাহ তো ক্ষমানীল, পরম দয়ালু। যে-ব্যক্তি তওবা করে ও সৎকর্ম করে সে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর মুখাপেক্ষী। যারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না ও অসার কাজকর্মের সম্মুখীন হলে নিজের মর্যাদা রক্ষার জন্য তা এড়িয়ে চলে, যারা তাদের প্রতিপালকের আয়াত স্মরণ করিয়ে দিলে অক্ষ ও বধিরের মতো আচরণ করে না, যারা প্রার্থনা করে, ‘হে আমাদের প্রতিপালক ! আমাদের স্ত্রী ও সন্তানসন্ততিরা যেন আমাদের নয়ন জড়ায়, আর আমাদের সাবধানিদের আদর্শ কর !’ প্রতিদানে তাদের জাহানাত দেওয়া হবে, যেহেতু তারা ছিল ধৈর্যশীল। তোমাদের সেখানে অভিবাদন ও সালামসহকারে অভ্যর্থনা করা হবে। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। আশ্রয় ও বাসস্থান হিসাবে তা কত তালো ! — ২৫ সুরা ফুরুকান : ৬৩-৭৬

আর যারা সৎপথে চলে আল্লাহ্ তাদেরকে পথনির্দেশে উন্নতি দান করেন, আর সংকর্মের ফল স্থায়ী, তা তোমার প্রতিপালকের পুরস্কারপ্রাপ্তির জন্য শ্রেষ্ঠ ও প্রতিদান হিসাবেও শ্রেষ্ঠ। — ১৯ সুরা মরিয়ম : ৭৬

যারা বিশ্বাস করে ও সংকর্ম করে করুণাময় তাদের জন্য ভালোবাসা দান করবেন। — ১৯ সুরা মরিয়ম : ৯৬

আর যারা তাঁর কাছে বিশ্বাসী হয়ে ও সংকর্ম করে উপস্থিত হবে তাদের জন্য আছে উচ্চ মর্যাদা, স্থায়ী জাগ্রাত যার নিচে নদী বহিবে, সেখানে তারা থাকবে চিরকাল ; আর এ—পুরস্কার তাদেরই জন্য যারা পবিত্র। — ২০ সুরা তাহা : ৭৫-৭৬

আর যারা বিভ্রান্ত তারা কবিদের অনুসরণ করে। তুমি কি দেখ না ওরা সকল উপত্যকায় (লক্ষ্যহীনভাবে) ঘুরে বেড়ায় আর যা বলে তা করে না ? (তারা বিভ্রান্ত নয়) যারা বিশ্বাস করে ও সংকর্ম করে এবং জুলুম হলে তার প্রতিশোধ নেয়। আর যারা জুলুম করে তারা শীত্রেই জানতে পারবে তাদের যাবার জায়গা কোথায় ? — ২৬ সুরা শুরা : ২২৪-২২৭

যে—কেউ সংকর্ম করবে সে আরও ভালো প্রতিফল পাবে ও সেদিন ওরা সকল শক্তি থেকে নিরাপদ থাকবে। — ২৭ সুরা নমল : ৮৯

যখন তাদের কাছে এ আবৃত্তি করা হয় তখন তারা বলে, ‘আমরা এতে বিশ্বাস করি, এ আমাদের প্রতিপালকের কাছ থেকে আগত সত্য। আমরা অবশ্য পূর্বেও আত্মসমর্পণ করেছিলাম।’

ওদেরকে দুবার পুরস্কৃত করা হবে, কারণ ওরা ধৈর্যশীল আর ওরা ভালো দিয়ে মন্দ দূর করে এবং আমি ওদেরকে যে—জীবনের উপকরণ দিয়েছি তার থেকে ব্যয় করে। ওরা যখন অসার কথা শোনে তখন ওরা তা এড়িয়ে চলে ও বলে, ‘আমাদের কাজের জন্য আমরা দায়ী আর তোমাদের কাজের জন্য তোমরা। তোমাদের সালাম। আমরা জাহেলদের (অজ্ঞদের) সঙ্গ চাই না।’ — ২৮ সুরা কাসাস : ৫৩-৫৫

যে—কেউ সংকোচ করে সে তার কাজের চেয়ে বেশি ফল পাবে, আর যে—মন্দ কাজ করে সে তো কেবল তার কাজের অনুপাতে শাস্তি পাবে। — ২৮ সুরা কাসাস : ৮৪

যারা বিশ্বাসী ও সংকর্মপরায়ণ তাদের বিশ্বাসের জন্য তাদের প্রতিপালক তাদের পথনির্দেশ করবেন জাগ্রাতুন নাটুম (সুব্রকর বাগান)—এ যার পাদদেশে নদী বহিবে। — ১০ সুরা ইউনুস : ৯

জ্ঞেন রাখো, আল্লাহর বস্তুদৰ্শী কোনো ভয় নেই ও তারা দুঃখিতও হবে না। যারা বিশ্বাস করে ও সাবধানতা অবলম্বন করে তাদের জন্য সুব্রকর পার্থিব জীবনে ও প্রকালে। আল্লাহর বাণীর কোনো পরিবর্তন নেই। এ—ই মহাসাফল্য। — ১০ সুরা ইউনুস : ৬২-৬৪

তোমার প্রতিপালক ইচ্ছা করলে পৃথিবীতে যারা আছে সকলেই বিশ্বাস করত। তাহলে কি তুমি বিশ্বাসী হওয়ার জন্য মানুষের ওপর জবরদস্তি করবে ? আল্লাহর অনুমতি ছাড়া বিশ্বাস করা কারও সাধ্য নেই। আর যারা বোঝে না আল্লাহ্ তাদেরকে কল্পলিপ্ত করবেন। — ১০ সুরা ইউনুস : ৯৯-১০০

নিশ্চয় যারা বিশ্বাস করে, সংকর্ম করে ও তাদের প্রতিপালকের প্রতি বিনয়াবনত তারাই জাগ্রাতে বাস করবে, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। — ১১ সুরা হৃদ ১২৩

আমি কল্যাণময় করে অবর্তী করেছি এই কিতাব যা এর পৰ্বেকার কিতাবের সমর্থক আর যা দিয়ে তুমি মঢ়া ও তার পার্শ্ববর্তী লোকদের সতর্ক কর। যারা পরকালে বিশ্বাস করে তারা এতে বিশ্বাস করে এবং তারা তাদের নামাজের হেফাজত করে। — ৬ সুরা আনআম ১২

কেউ কোনো সৎকাজ করলে সে তার দশগুণ পাবে আর কেউ কোনো অসৎ কাজ করলে তাকে শুধু তারাই প্রতিফল দেওয়া হবে এবং তারা অত্যাচারিত হবে না। — ৬ সুরা আনআম ১৬০

যারা বিশ্বাস করে ও সংকর্ম করে তাদের জন্য আছে সুখকর উদ্যান সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য। তিনি শক্তিমান, তত্ত্বজ্ঞানী। — ৩১ সুরা লুকাম ৮-৯

তোমাদের ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততি আমার কাছে আসতে তোমাদের সাহায্য করবে না। কাছে আসবে তারাই যারা বিশ্বাস করে ও সংকর্ম করে, আর তারা তাদের কাজের জন্য বহুগুণ পুরস্কার পাবে। — ৩৪ সুরা সাবা ৩৭

বলো, ‘হে আমার বিশ্বাসী দাসগণ ! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় করো। যারা এ পথিবীতে ভালো কাজ করে তাদের জন্য রয়েছে কল্যাণ। আল্লাহর পথিবী প্রশংসন, ধৈর্যশীলদেরকে তো অশেষ পুরস্কার দেওয়া হবে।’ — ৩৯ সুরা জুমার ১০

যারা বিশ্বাস করে আর সংকর্ম করে তাদের জন্য অশেষ পুরস্কার রয়েছে। — ৪১ সুরা হা-মিম-সিজ্দা ৮

যে সংকর্ম করে সে নিজের ভালোর জন্যই তা করে, আর কেউ মন্দকর্ম করলে তার প্রতিফলও সে-ই ভোগ করবে। তোমার প্রতিপালক তাঁর দাসদের ওপর কোনো জুলুম করেন না। — ৪১ সুরা হা-মিম-সিজ্দা ৮৬

... যারা বিশ্বাস করে ও সংকর্ম করে তারা জাগ্রাতের মনোরম স্থানে প্রবেশ করবে। তারা যা-কিছু চাইবে তার প্রতিপালকের কাছ হতে তা-ই পাবে। এ-ই মহাঅনুগ্রহ। আল্লাহ এ খবরই দেন তাঁর দাসদের যারা বিশ্বাস করে ও সংকর্ম করে ...। — ৪২ সুরা শুরা ২২-২৩

যারা বিশ্বাস করে ও সংকর্ম করে তিনি তাদের আস্থানে সাড়া দেন ও তাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ বৃক্ষি করেন। অবিশ্বাসীদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি। — ৪২ সুরা শুরা ২৬

আসলে তোমাদেরকে যা-কিছু দেওয়া হয়েছে তা পার্থিব জীবনের ভোগ, কিন্তু আল্লাহর কাছে যা আছে তা আরও ভালো ও আরও স্থায়ী — তাদের জন্য যারা বিশ্বাস করে ও তাদের প্রতিপালকের ওপর নির্ভর করে, যারা গুরুতর পাপ ও অশুলীল কাজ থেকে নিজেদের বাঁচিয়ে রাখে, আর রাগ করেও ক্ষমা করে দেয়, যারা তাদের প্রতিপালকের ডাকে সাড়া দেয়, নামাজ পড়ে, নিজেদের মধ্যে পরামর্শের মাধ্যমে নিজেদের কর্ম সম্পাদন করে ও তাদেরকে যে জীবনের উপকরণ আমি দিয়েছি তার থেকে ব্যয় করে ; আর যারা অত্যাচারিত হলে প্রতিশোধ নেয়। — ৪২ সুরা শুরা ৩৬-৩৯

হে আমার দাসরা ! আজ তোমাদের কোনো ভয় নেই ও দুঃখ করারও কিছু নেই। তোমরাই তো আমার আয়াতে বিশ্বাস করেছিলে ও আত্মসম্পর্ণ করেছিলে। তোমরা ও তোমাদের স্ত্রীরা সানন্দে জান্মাতে প্রবেশ কর। — ৪৩ সুরা জুখরুফ : ৬৮-৭০

যে সংকর্ম করে সে তার কল্যাণের জন্যই তা করে, আর কেউ মন্দ কাজ করলে ওর প্রতিফল সেই ভোগ করবে। তারপর তোমাদের প্রতিপালকের কাছে ফিরিয়ে আনা হবে। — ৪৫ সুরা জাসিয়া : ১৫

যারা বিশ্বাস করে ও সংকর্কাজ করে আমি তাদেরকে পুরস্কৃত করি ; যে সংকর্ম করে আমি তার শুমফল নষ্ট করি না। — ১৮ সুরা কাহাফ : ৩০

যারা বিশ্বাস করে ও সংকর্ম করে তাদের অভ্যর্থনার জন্য রয়েছে ফিরদাউসের উদ্যান যেখানে তারা স্থায়ী হবে ও এর পরিবর্তে তারা অন্য কোনো স্থান কামনা করবে না। — ১৮ সুরা কাহাফ : ১০৭-১০৮

বিশ্বাসী হয়ে পূরুষ ও নারীর মধ্যে যে-কেউ সংকর্ম করবে তাকে আমি নিষ্ঠয়ই আনন্দপূর্ণ জীবন দান করব আর তাদের কর্মের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার তাদেরকে দান করব। — ১৬ সুরা নাহল : ৯৭

কারণ, যারা সাবধানতা অবলম্বন করে ও যারা সংকর্মপরায়ণ, আল্লাহ অবশ্যই তাদের সঙ্গে আছেন। — ১৬ সুরা নাহল : ১২৮

আমার দাসদের মধ্যে যারা বিশ্বাসী তাদের বলো নামাজ কায়েম করতে আর আমি তাদেরকে যা দিয়েছি তার থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে খরচ করবে সেদিনের আগেই যেদিন কেনবেচো ও বন্ধুত্ব থাকবে না। — ১৪ সুরা ইস্রাইল : ৩১

সুতরাং কেউ সংকর্ম করলে ও বিশ্বাস করলে তার কর্মপ্রচেষ্টা অগ্রাহ্য হবে না, আর আমি তো তা লিখে রাখি। — ২১ সুরা আম্বিয়া : ১৪

অবশ্যই বিশ্বাসীরা সফলকাম হয়েছে, যারা নিজেদের নামাজে বিনয়নম্ব, যারা অসার ক্রিয়াকলাপ হতে বিরত থাকে, যারা জ্ঞানাত্মানে সক্রিয় এবং যারা নিজেদের যৌনঅঙ্গকে সংঘত রাখে। তবে নিজের পত্নী বা ডান হাতের তাঁবের দাসীদের ক্ষেত্রে অন্যথা করলে তারা নিন্দনীয় হবে না। অবশ্য কেউ এদের ছাড়া অন্যকে কামনা করলে তারা সীমাঞ্চলে করবে। আর যারা আমানত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে আর যারা নিজেদের নামাজে যত্নবান, তারাই হবে অধিকারী, অধিকারী হবে ফিরদাউসের যেখানে ওরা চিরকাল থাকবে। — ২৩ সুরা মুমিনুন : ১-১১

যারা তাদের প্রতিপালকের ভয়ে করে, যারা তাদের প্রতিপালকের আয়াতে বিশ্বাস করে, যারা তাদের প্রতিপালকের শরিক করে না এবং যারা তাদের প্রতিপালকের কাছে ফিরে যাবে এই বিশ্বাসে তাদের যা দান করার কম্পিত হৃদয়ে তা দান করে, তারাই ভালো কাজের জন্য প্রতিযোগিতা করে ও তারাই সে-কাজে এগিয়ে যায়। — ২৩ সুরা মুমেনুন : ৫৭-৬১

কেবল তারাই আমার নিদর্শনগুলো বিশ্বাস করে যাদের তা স্মরণ করিয়ে দিলে তারা সিজদায় লুটিয়ে পড়ে ও তাদের প্রতিপালকের মহিমাকীর্তন করে এবং অহংকার করেন না। তারা শ্যায় ত্যাগ করে তাদের প্রতিপালককে ডাকে, আশায় ও আশঙ্কায়। আর আমি তাদেরকে যে জীবনের উপকরণ দিয়েছি তার থেকে তারা ব্যয় করে। কেউ জানে না তার জন্য

তার কৃতকর্মের কী নয়নজুড়ানো পুরস্কার রাখা আছে। বিশ্বাসীরা কি সত্যত্যাগীর মতোই? উভয়ে কথনও সমান হতে পারে না। যারা বিশ্বাস করে সংকর্ম করে তাদের কাজের ফল হিসাবে তাদেরকে তাদের বাসস্থান জানাতে আপ্যায়ন করা হবে। — ৩২ সুরা সিজদা ৪ ১৫-১৯

যারা বিশ্বাস করেছে ও সংকর্ম করেছে তারা জানাতে আনন্দে থাকবে। — ৩০ সুরা বুম ৪ ১৫

যে অবিশ্বাস করে অবিশ্বাসের জন্য সে-ই দায়ী। যারা সংকর্ম করে তারা নিজেদেরই জন্য সুখশয্যা রচনা করে। কারণ যারা বিশ্বাস করে ও সংকর্ম করে, আল্লাহ তাদেরকে নিজ অনুগ্রহে পুরস্কৃত করেন। তিনি অবিশ্বাসীদেরকে ভালোবাসেন না। — ৩০ সুরা বুম ৪ ৪৪-৪৫

আর যারা বিশ্বাস করে ও সংকর্ম করে আমি নিশ্চয়ই তাদের দোষত্রুটিগুলো দ্ব করে দেব এবং তাদের কর্ম অনুযায়ী উত্তম পুরস্কার দেব। — ২৯ সুরা আনকাবুত ৪ ৭

যারা বিশ্বাস করে ও সংকর্ম করে, আমি অবশ্যই তাদের সংকর্মপরায়ণদের শামিল করব। — ২৯ সুরা আনকাবুত ৪ ৯

যারা বিশ্বাস করে ও সংকর্ম করে, আমি অবশ্যই তাদের বসবাসের জন্য সুউচ্চ প্রাসাদ দান করব জানাতে যার নিচে নদী বইবে ; সেখানে তারা থাকবে চিরকাল। কত ভালো পুরস্কার সংকর্মশীলদের জন্য, যারা, ধৈর্য ধরে ও তাদের প্রতিপালকের ওপর নির্ভর করে। — ২৯ সুরা আনকাবুত ৪ ৫৮-৫৯

যারা আমার উদ্দেশে জিহাদ করে আমি তাদের অবশ্যই আমার পথে পরিচালিত করব। আল্লাহ অবশ্যই সংকর্মপরায়ণদের সঙ্গেই থাকেন। — ২৯ সুরা আনকাবুত ৪ ৬৯

যারা অদ্যে বিশ্বাস করে, নামাজ কায়েম করে ও তাদের যা দিয়েছি তার থেকে ব্যয় করে এবং তোমার ওপর যা অবতীর্ণ হয়েছে ও তোমার পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছিল তাতে যারা বিশ্বাস করে ও পরলোকে যারা নিশ্চিত বিশ্বাসী তারাই তাদের প্রতিপালকের নির্দেশিত পথে রয়েছে ও তারাই সফলকাম। — ২ সুরা বাকারা ৪ ৩-৫

যারা বিশ্বাস করে ও সংকর্ম করে তাদের সুখবর দাও যে তাদের জন্য রয়েছে জানাত যার নিচে নদী বইবে। যখন তাদের ফলমূল থেতে দেওয়া হবে তখন তারা বলবে ‘আমাদের আগে যে-জীবনের উপকরণ দেওয়া হতো এ তো তা-ই’, তাদের অনুরূপ ফলই দেওয়া হবে ও সেখানে তাদের জন্য থাকবে পরিত্র সঙ্গনী আর তারা সেখানে থাকবে চিরকাল। — ২ সুরা বাকারা ৪ ২৫

নিশ্চয় যারা বিশ্বাস করে, যারা ইহুদি হয়েছে এবং যারা খ্রিস্টান ও সাবেয়ি (তাদের মধ্যে) যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসে বিশ্বাস করে আর সংকোচ করে তাদের জন্য তাদের প্রতিপালকের কাছে পুরস্কার আছে। তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবেনা — ২ সুরা বাকারা ৪ ৬২

কিন্তু যারা বিশ্বাস ও সংকর্ম করে তারাই বাস করবে জানাতে সেখানে তারা থাকবে চিরকাল। — ২ সুরা বাকারা ৪ ৮২

হ্যা, যে সংকোচ ক'বে আল্লাহ'র কাছে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করে তার ফল প্রতিপালকের কাছে রয়েছে ও তাদের কোনো ভয় নেই, আর তারা দুঃখও পাবে না। — ২ সুরা বাকারা ৪ ১১২

তোমরা বলো, ‘আমরা আল্লাহ'র বিশ্বাস করি ও যা আমাদের প্রতি এবং ইব্রাহিম, ইসমাইল, ইয়াকুব ও তার বংশধরদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে, আর যা তাদের প্রতিপালকের কাছ থেকে সীসা, মুসা ও অন্যান্য নবিদের দেওয়া হয়েছে আমরা তাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য করিনা, এবং আমরা তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করি।’ — ২ সুরা বাকারা : ১৩৬

তোমরা যাতে বিশ্বাস করেছ তারা যদি সেরূপ বিশ্বাস করে তবে নিশ্চয় তারা পথ পাবে। আর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে তারা নিশ্চয়ই বিরুদ্ধভাবাপন্ন। আর তাদের বিরুদ্ধে তোমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। তিনি সব শেনেন, সব জানেন। — ২ সুরা বাকারা : ১৩৭

আর প্রত্যেকের একটি দিক আছে যার দিকে সে মুখ করে দাঁড়ায়। অতএব তোমরা সংকর্মে প্রতিযোগিতা করো। তোমরা যেখানেই থাক না কেন আল্লাহ তোমাদের সকলকে একত্র করবেন। আল্লাহ সর্বশক্তিমান। — ২ সুরা বাকারা : ১৪৮

নিশ্চয় যারা বিশ্বাস করে, আল্লাহ'র পথে হিজরত করে ও জিহাদ করে তারাই আল্লাহ'র দয়ার আশা রাখে; আর আল্লাহ তো ক্ষমাশীল পরম দয়ালু। — ২ সুরা বাকারা : ২১৮

যারা বিশ্বাস করে ও সংকর্ম করে এবং নামাজ কায়েম করে ও জাকাত দেয় তাদের পুরস্কার আছে তাদের প্রতিপালকের কাছে। তাদের কোনো ভয় নেই, আর তারা কোনোরকম দুঃখও পাবে না। — ২ সুরা বাকারা : ২৭৭

তার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে যা অবতীর্ণ হয়েছে রসূল তার ওপর বিশ্বাস করেছে, আর বিশ্বাসীরাও। তারা সকলেই বিশ্বাস করে আল্লাহ'র, তাঁর ফেরেশ্তাদের, তাঁর কিতাবগুলোয় ও তাঁর রসূলদের ওপর ...। — ২ সুরা বাকারা : ২৮৫

বিশ্বাসী তো তারাই যাদের হৃদয় আল্লাহ'কে স্মরণ করার সময় কাঁপে ও যখন তাঁর আয়াত তাদের কাছে পাঠ করা হয় তখন তাদের বিশ্বাস বৃদ্ধি পায়। আর তারা তো তাদের প্রতিপালকের ওপরই নির্ভর করে। যারা নামাজ কায়েম করে ও আমি যা দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে তারাই প্রকৃত বিশ্বাসী। তাদের প্রতিপালকের কাছে তাদেরই জন্য মর্যাদা, ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকা রয়েছে। — ৮ সুরা আনফাল : ২৪

হে বিশ্বাসিগণ! যদি তোমরা আল্লাহ'কে ভয় করো তবে আল্লাহ তোমাদের ফুরুকান (ন্যায়-অন্যায় পার্থক্য করার শক্তি) দেবেন, তোমাদের পাপ মোচন করবেন ও তোমাদের ক্ষমা করবেন। আর আল্লাহ বড়ই মঙ্গলময়। — ৮ সুরা আনফাল : ২৯

যারা বিশ্বাস করেছে, হিজরত করেছে ও আল্লাহ'র পথে সংগ্রাম করেছে এবং যারা আশ্রয়দান করেছে তারাই প্রকৃত বিশ্বাসী, তাদের জন্য ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকা রয়েছে। — ৮ সুরা আনফাল : ৭৪

হে বিশ্বাসিগণ! যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে তোমরা যদি তাদের দলবিশেষের আনুগত্য কর তবে তারা তোমাদেরকে বিশ্বাসের পর আবার অবিশ্বাসকারীদের দলভূক্ত করবে। আর কেমন করে তোমরা অবিশ্বাস করবে যখন আল্লাহ'র আয়াত তোমাদের কাছে পড়া হয় আর তোমাদের মধ্যেই তাঁর রসূল রয়েছে? আর আল্লাহ'কে যে অবলম্বন করে সে তো সরল পথ পাবে। — ৩ সুরা আল-ই-ইমরান : ১০০-১০১

তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকা উচিত যারা (লোককে) ভালোর দিকে ডাকবে ও সংকর্মের নির্দেশ দেবে এবং অসংকর্মের ব্যাপারে নিষেধ করবে। আর এসব লোকই হবে সফলকাম। — ৩ সুরা আল-ই-ইমরান : ১০৪

... কেউ পার্থিব পুরস্কার চাইলে আমি তাকে তার কিছু দিই এবং কেউ পারলৌকিক পুরস্কার চাইলে আমি তাকে তার কিছু দিই এবং আমি শীঘ্ৰই কৃতজ্ঞদেরকে পুরস্কৃত করব। — ৩ সুরা আল-ই-ইমরান : ১৪৫

আঘাত পাবার পর যারা আল্লাহ্ ও রসূলের ডাকে সাড়া দিয়েছে, তাদের মধ্যে যারা সংকর্ম করে ও সাবধান হয়ে চলে তাদের জন্য রয়েছে মহাপুরস্কার। — ৩ সুরা আল-ই-ইমরান : ১৭২

অসৎকে সৎ থেকে পথক না করা পর্যন্ত তোমরা যে-অবস্থায় রয়েছ আল্লাহ্ সে-অবস্থায় বিশ্বাসীদেরকে ছেড়ে দিতে পারেন না। অদৃশ্য সম্পর্কে তোমাদেরকে জানানো আল্লাহৰ কাজ নয়, তবে আল্লাহ্ তাঁর রসূলগণের মধ্যে যাকে ইচ্ছা মনোনীত করেন। সুতরাং তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলদের বিশ্বাস করো। তোমরা বিশ্বাস করলে ও সাবধান হয়ে চললে তোমাদের জন্য রয়েছে মহাপুরস্কার। — ৩ সুরা আল-ই-ইমরান : ১৭৯

তারপর তাদের প্রতিপালক তাদের ডাকে সাড়া দিয়ে বলেন, ‘আমি তোমাদের মধ্যে কোনো কমনিষ্ঠ পুরুষ বা নারীর কর্ম বিফল করি না। তোমরা প্রম্পৰ সমান। সুতরাং যারা দেশত্যাগ করে প্রবাসী হয়েছে, নিজের ঘর থেকে উৎখাত হয়েছে, আমার পথে নির্যাতিত হয়েছে, যুদ্ধ করেছে বা নিহত হয়েছে আমি তাদের মন কাঙ্গলো অবশ্যই দূর ক'রে দেব এবং অবশ্যই তাদেরকে দান করব জান্নাত, যার নিচে নদী বইবে।’ এ আল্লাহৰ পুরস্কার। বস্তুত আল্লাহৰ কাছেই রয়েছে ভালো পুরস্কার। — ৩ সুরা আল-ই-ইমরান : ১৯৫

আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল কোনো বিষয়ে নির্দেশ দিলে কোনো বিশ্বাসী পুরুষ বা নারীর সে-বিষয়ে ভিন্ন সিদ্ধান্তের অধিকার থাকবে না। কেউ আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলকে অমান্য করলে সে তো স্পষ্টই পথভেদ হবে। — ৩৩ সুরা আহ্জাব : ৩৬

হে বিশ্বাসিগণ ! তোমরা আল্লাহকে বেশি করে স্মরণ করবে ও সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহৰ পবিত্র মহিমা ঘোষণা করবে। তিনি তোমাদের ওপর অনুগ্রহ করেন ও তাঁর ফেরেশতারাও তোমাদের জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা করেন অঙ্ককার থেকে তোমাদেরকে আলোয় আনার জন্য, এবং তিনি বিশ্বাসীদের প্রতি পরম দয়ালু। যেদিন তারা আল্লাহৰ সাথে সাক্ষাৎ করবে সেদিন তাদের অভিবাদন করা হবে ‘সালাম’ (শাস্তি)। তিনি তাদের জন্য মহা প্রতিদান প্রস্তুত রেখেছেন। — ৩৩ সুরা আহ্জাব : ৪১-৪৪

হে বিশ্বাসিগণ ! আল্লাহকে ভয় করো ও সঠিক কথা বলো তা হলে তিনি তোমাদের কর্মকে ত্রুটিমুক্ত করবেন ও তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন। যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করে তারা অবশ্যই মহাসাফল্য অর্জন করবে। — ৩৩ সুরা আহ্জাব : ৭০-৭১

আল্লাহ্ অণুপরিমাণও জুনুম করেন না। অণুপরিমাণ পুণ্যকর্ম হলেও আল্লাহ্ তাকে দ্বিগুণ করেন এবং আল্লাহ্ তাঁর নিকট হতে মহাপুরস্কার দান করেন। — ৪ সুরা নিসা : ৪০

আর যারা বিশ্বাস করে ও ভালো কাজ করে আমি তাদেরকে জানাতে প্রবেশ করাব, যার নিচে নদী বইবে, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে, সেখানে তাদের জন্য পবিত্র সঙ্গিনী আছে। আর আমি তাদেরকে চিরসিঁড়ি ছায়ানীতে প্রবেশ করাব। — ৪ সুরা নিসা : ৫৭

বিশ্বাসীদের মধ্যে যারা অক্ষম নয় অথচ ঘরে বসে থাকে আর যারা আল্লাহর পথে নিজেদের ধনপ্রাণ দিয়ে জিহাদ করে তারা সমান নয়। যারা নিজেদের ধনপ্রাণ দিয়ে জিহাদ করে আল্লাহ তাদেরকে যারা ঘরে বসে থাকে তাদের ওপর র্যাদা দিয়েছেন। আল্লাহ সকলকেই কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। যারা ঘরে বসে থাকে তাদের চেয়ে যারা জিহাদ করে তাদেরকে আল্লাহ মহাপুরস্কারের ক্ষেত্রে শেষ্ঠু দিয়েছেন। — ৪ সুরা নিসা : ৯৫

আর যারা বিশ্বাস করে ও সংকাজ করে তাদেরকে জানাতে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে, যার নিচে নদী বইবে ; সেখানে তারা থাকবে চিরকাল। আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য। আর কে আছে আল্লাহর চেয়ে বড় সত্যবাদী ? — ৪ সুরা নিসা : ১২২

আর পুরুষই হোক বা—নারীই হোক যারাই বিশ্বাসী হয়ে সংকাজ করবে তারাই জানাতে প্রবেশ করবে ও তাদের প্রতি অনুপরিমাণও জ্বলুম করা হবে না। — ৪ সুরা নিসা : ১২৪

হে বিশ্বসিগণ ! তোমরা আল্লাহ, তাঁর রসূল, তাঁর রসূলের ওপর তিনি যে-কিতাব অবতীর্ণ করেছেন তাতে এবং যে-কিতাব তিনি পূর্বে অবতীর্ণ করেছেন তাতে বিশ্বাস করো। আর যে আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাদেরকে, তাঁর কিতাবসমূহে, তাঁর রসূলদেরকে এবং পরকালকে অবিশ্বাস করবে সে ভীষণভাবে পথবর্ট হবে। — ৪ সুরা নিসা : ১৩৬

তোমরা যদি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর ও বিশ্বাস কর তবে আল্লাহ তোমাদেরকে শান্তি প্রদান করে কী করবেন ? আল্লাহ তো জ্ঞানী, গুণগ্রাহী। — ৪ সুরা নিসা : ১৪৭

যদি তোমরা প্রকাশ্যে বা গোপনে সংকর্ম কর বা (কারণ) অপরাধ ক্ষমা কর, তবে তো আল্লাহ ক্ষমাশীল, শক্তিমান। — ৪ সুরা নিসা : ১৪৯

আর যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলদেরকে বিশ্বাস করে ও তাদের একের সাথে অপরের পার্থক্য করে না তাদেরকেই তিনি পুরস্কার দেবেন। আর আল্লাহ তো ক্ষমাশীল পরম দয়ালু। — ৪ সুরা নিসা : ১৫২

কিন্তু তাদের মধ্যে যারা স্থিতপ্রজ্ঞ তারা ও বিশ্বাসীরা তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে ও তোমার পূর্বে যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তাতেও বিশ্বাস করে এবং যারা নামাজ কায়েম করে, জাকাত দেয় এবং আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে আমি তাদেরকে বড় পুরস্কার দেব। — ৪ সুরা নিসা : ১৬২

যারা বিশ্বাস করে ও সংকর্ম করে তিনি তাদেরকে পুরো পুরস্কার দেবেন, আর নিজ অনুগ্রহে আরও বেশি দেবেন। কিন্তু যারা অবস্থা করে ও অহংকার করে তিনি তাদেরকে নির্দারণ শান্তি দেবেন। আর আল্লাহ ছাড়া তারা তাদের জন্য কোনো অভিভাবক ও সাহায্যকারী পাবে না। — ৪ সুরা নিসা : ১৭৩

আল্লাহ ও তাঁর রসূলের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করো ও আল্লাহ তোমাদেরকে যে-ধনসম্পদের অধিকারী করেছেন তার খেকে ব্যয় কর। তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস করে ও ব্যয় করে তাদের জন্য আছে বড় পুরস্কার। — ৫৭ সুরা হাদিদ : ৭

দানশীল পুরুষ ও নারী, যারা আল্লাহকে উত্তম ঝণ্ডান করে তাদেরকে দেওয়া হবে বহুগুণ বেশি ও তাদের জন্য রয়েছে মহাপুরুষ্কার। যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলে বিশ্বাস করে তারাই তাদের প্রতিপালকের দৃষ্টিতে সিদ্ধিক [সত্যনিষ্ঠ] ও শহীদের মতো। তাদের জন্য রয়েছে তাদের প্রাপ্য পুরুষ্কার ও জ্ঞোতি। আর যারা অবিশ্বাস করেছে ও আমার নির্দশন অঙ্গীকার করেছে তারাই জাহানামের অধিবাসী। — ৫৭ সুরা হাদিদ : ১৮-১৯

যারা বিশ্বাস করে, সংকর্ম করে ও মুহাম্মদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা তাদের প্রতিপালক হতে প্রেরিত সত্য বলে বিশ্বাস করে তিনি (আল্লাহ) তাদের মন্দ কাঙ্গলো ক্ষমা করবেন ও তাদের অবস্থা তালো করবেন। — ৪৭ সুরা মুহাম্মদ : ২

যারা বিশ্বাস করে ও সংকর্ম করে আল্লাহ তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যার নিচে নদী বহুবে, কিন্তু যারা তা বিশ্বাস করে না, ভোগবিলাসে মেতে থাকে ও জন্ম-জানোয়ারের মতো পেট ভরায়, তারা বাস করবে জাহানামে। — ৪৭ সুরা মুহাম্মদ : ১২

হে বিশ্বাসিগণ ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো, রসূলের আনুগত্য করো এবং তোমাদের কর্ম ব্যর্থ কোরো না। — ৪৭ সুরা মুহাম্মদ : ৩৩

যারা আল্লাহর সাথে অঙ্গীকার রক্ষা করে ও প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে না, আর আল্লাহ যে-সম্পর্ক অঙ্গুল রাখতে আদেশ করেছেন যারা তা অঙ্গুল রাখে, তাদের প্রতিপালককে ভয় করে ও ভয় করে কঠোর হিসাবকে, আর যারা তাদের প্রতিপালকের সন্তুষ্টি লাভের জন্য কষ্ট করে, নামাজ কায়েম করে, আমি তাদের যে-জীবনের উপকরণ দিয়েছি তার থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে আর যারা তালোর দ্বারা মন্দকে দূর করে তাদের জন্য শুভ পরিণাম, স্থায়ী জান্নাত, সেখানে তারা প্রবেশ করবে ও তাদের পিতামাতা, পিতিপত্নী ও সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে যারা সংকর্ম করেছে তারাও। আর ফেরেশ্তারা প্রত্যেক দরজা দিয়ে তাদের কাছে উপস্থিত হবে ও বলবে, ‘তোমরা কষ্ট করেছিলে বলে তোমাদের ওপর শান্তি। এই পরিণাম তো কত তালো !’ — ১৩ সুরা রাদ : ২০-২৪

যারা বিশ্বাস করে ও সংকর্ম করে তারাই সৃষ্টির সেরা। তাদের প্রতিপালকের কাছে আছে তাদের পুরুষ্কার, স্থায়ী জান্নাত, যার নিচে নদী বহুবে। সেখানে তারা থাকবে চিরকাল। আল্লাহ তাদের প্রতি প্রসন্ন ও তাঁরাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট। এ তো তার জন্য যে-তার প্রতিপালককে ভয় করে। — ১৮ সুরা বাইহিনা : ৭-৯

(তারা আল্লাহর মহিমা ঘোষণা করে) যাতে তারা যে-সংকাজ করে তার জন্য আল্লাহ তালো পুরুষ্কার দেন ও নিজ অনুগ্রহে তাদের প্রাপ্যের বেশি দেন। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা অপরিমিত জীবিকা দান করেন। — ২৪ সুরা নূর : ৩৮

তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস করে ও সংকাজ করে আল্লাহ তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন যে, তিনি তাদের পথবীতে প্রতিনিধিত্ব দান করবেন, যেমন তিনি প্রতিনিধিত্ব দান করেছিলেন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে ; আর তিনি তো তাদের ধর্মকে, যা তিনি তাদের জন্য মনোনীত করেছেন, মজবুত করবেন ও তাদের আশঙ্কার পরিবর্তে তাদেরকে নিরাপত্তা দেবেন। তারা আমার উপাসনা করবে, আমার কোনো শরিক করবে না। তারপর যারা অকৃতজ্ঞ হবে তারাই হবে সত্যত্যাগী। তোমরা নামাজ কায়েম করো, জাকাত দাও ও রসূলের আনুগত্য করো যাতে

তোমরা অনুগ্রহভাজন হতে পার। তোমরা অবিশ্বাসীদেরকে প্রথিবীতে প্রবল ভেবো না। আগুনই ওদের আশ্রয়স্থল। কী খারাপ এ পরিণাম! — ২৪ সুরা নুর : ৫৫-৫৬

তারাই বিশ্বাসী যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলে বিশ্বাস করে আর রসূলের সঙ্গে সমঝিগত ব্যাপারে একত্র হলে তাঁর অনুমতি ছাড়া সঁরে পড়ে না। যারা তোমার অনুমতি প্রার্থনা করে তারাই আল্লাহ্ ও রসূলে বিশ্বাসী। — ২৪ সুরা নুর : ৬২

যারা বিশ্বাস করে ও সংকাজ করে আল্লাহ্ তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন যার নিচে নদী বইবে। আল্লাহ্ তো যা ইচ্ছা তা-ই করেন। — ২২ সুরা হজ : ১৪

যারা বিশ্বাস করে ও সংকাজ করে আল্লাহ্ তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন যার নিচে নদী বইবে। সেখানে তাদেরকে সোনার ও মুক্তার কক্ষকণ দিয়ে অলংকৃত করা হবে। আর সেখানে তাদের পোশাক হবে রেশমের। তাদেরকে সৎবাক্যের অনুসারী করা হয়েছিল এবং তারা আল্লাহ্ পথে পরিচালিত হয়েছিল। — ২২ সুরা হজ : ২৩-২৪

সুতরাং যারা বিশ্বাস করে ও সংকর্ম করে তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকা। — ২২ সুরা হজ : ৫০

সেদিন চূড়ান্ত কর্তৃত্ব থাকবে আল্লাহ্রই। তিনি ওদের বিচার করবেন। সুতরাং যারা বিশ্বাস করে ও সংকর্ম করে তারা সুখকর বাগানে থাকবে। — ২২ সুরা হজ : ৫৬

হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা রক্তু কর, সিঙ্গদা করো ও তোমার প্রতিপালকের উপাসনা করো এবং সংকর্ম করো যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার। — ২২ সুরা হজ : ৭৭

তারাই বিশ্বাসী যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের প্রতি বিশ্বাস করার পর সন্দেহ রাখে না ও ধনপ্রাপ দিয়ে আল্লাহ্ পথে সংগ্রাম করে, তারাই সত্যনিষ্ঠ। — ৪৯ সুরা হজুরাত : ৫

হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা তোমাদের নিজেদের ও তোমাদের পরিবার-পরিজনকে সেই আগুন থেকে রক্ষা করো, যাই ইঞ্জিন হবে মানুষ ও পাথর, যার নিয়ন্ত্রণভাব অর্পিত আছে নিমিম-হৃদয় কঠোরস্বভাব ফেরেশ্বতাদের ওপর, যারা আল্লাহ্ তাদেরকে যা আদেশ করেন তা আমান্য করে না ও যা আদেশ করা হয় তা-ই করে। — ৬৬ সুরা তাহরিম : ৬

যেদিন তিনি তোমাদেরকে সমবেত করবেন সেদিন হবে লাভলোকসানের দিন। যে-ব্যক্তি আল্লাহ্ যে বিশ্বাস করে ও সংককাজ করে তিনি তার পাপমোচন করবেন ও তাকে প্রবেশ করাবেন জান্নাতে যার পাদদেশে নদী বইবে, যেখানে তারা থাকবে চিরকাল। এ-ই মহাসাফল্য। — ৬৪ সুরা তাগাবুন : ৯

হে বিশ্বাসিগণ! আমি কি তোমাদেরকে এমন এক বাণিজ্যের সক্ষান দেব যা তোমাদের নিদারণ শাস্তি থেকে রক্ষা করবে? তা এই যে, তোমরা আল্লাহ্ ও রসূলের ওপর বিশ্বাস করবে আর আল্লাহ্ পথে তোমাদের ধনপ্রাপ দিয়ে সংগ্রাম করবে। এ-ই তোমাদের জন্য ভালো, তোমরা যদি বুঝতে পার। আল্লাহ্ তোমাদের পাপ ক্ষমা ক'রে দেবেন ও তোমাদেরকে প্রবেশ করাবেন জান্নাতে যার নিচে নদী বইবে — নিয়ে যাবেন শ্বাসী জান্নাতের উন্নত বাসগৃহে। এ-ই মহাসাফল্য। আর তিনি দান করবেন তোমাদের আকাঙ্ক্ষিত আর একটি অনুগ্রহ, আল্লাহ্ সাহায্য ও আসন্ন বিজয়; বিশ্বাসীদেরকে তার সুখবর দাও। — ৬১ সুরা সাফুর : ১০-১৩

মুহাম্মদ আল্লাহর রসূল। তাঁর সহচরগণ অবিশ্বাসীদের প্রতি কঠোর আর নিজেরা পরম্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল। আল্লাহর অনুগ্রহ ও সম্মুখি কামনায় তুমি তাদেরকে রক্ত ও সিজডায় নমিত দেখবে। তাদের মুখের ওপর সিজদার চিহ্ন থাকবে তাদের সম্বর্জনে এরপ বর্ণনা রয়েছে তওরাতে, আর ইঞ্জিলেও। তাদের উপর্মা একটি চারাগাছ যা থেকে গজায কিশলয়, তারপর তা দৃঢ় ও পুষ্ট হয় এবং পরে কাণ্ডের ওপর শক্ত হয়ে দাঁড়ায় — চারিকে আনন্দ দেয়। এভাবে আল্লাহ বিশ্বাসীদের উন্নতি করে কাফেরদের অন্তর্ভুলা সৃষ্টি করেন। যারা বিশ্বাস করে ও সংকর্জ করে আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা ও মহাপুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন। — ৪৮ সুরা ফাতুহ : ২৯

যারা বিশ্বাস করে ও সংকর্জ করে আল্লাহ তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার।। — ৫ সুরা মায়দা : ৯

আর যখন তারা রসূলের প্রতি যা অবর্তীণ হয়েছে তা শোনে তখন তারা যে-সত্য উপলব্ধি করে তার জন্য তুমি তাদের চক্ষু অশুরিগতিত দেখবে। তারা বলে, ‘হে আমাদের প্রতিপালক। আমরা বিশ্বাস করেছি, সুতরাং তুমি আমাদের (সত্ত্বের) সাক্ষীদের সঙ্গে তালিকাবদ্ধ করো। আর আমরা যখন প্রত্যাশা করি যে, আল্লাহ আমাদেরকে সংকর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত করবেন তখন আল্লাহ ও আমাদের কাছে আগত সত্যে আমাদের বিশ্বাস না করার কী কারণ থাকতে পারে?’ তাই তাদের এই কথার জন্য আল্লাহ তাদের পুরস্কার নির্দিষ্ট করেছেন জান্নাত ধার নিচে নদী বইবে। তারা সেখানে থাকবে চিরকাল। এ তো সংকর্মপরায়ণদের পুরস্কার। — ৫ সুরা মায়দা : ৮৩-৮৫

আল্লাহর কাছে তাদের সবচেয়ে বড় মর্যাদা যারা বিশ্বাস করে, হিজ্রত করে ও ধনপ্রাণ দিয়ে আল্লাহর পথে সংগ্রাম করে। আর তারাই তো সফলকাম। তাদের প্রতিপালক তাদেরকে নিজ দয়া ও নিজ সন্তোষের জান্নাতের খবর দিচ্ছেন যেখানে তাদের জন্য রয়েছে স্থায়ী সুখ। সেখানে তারা থাকবে চিরকাল। আল্লাহর কাছেই তো সবচেয়ে বড় পুরস্কার। — ৯ সুরা তওবা : ২০-২২

বিশ্বাসী নরনারী একে অপরের বক্তু, এরা সংকর্মের নির্দেশ দেয় ও অসংকর্ম নিষেধ করে, নামাজ কায়েম কর, জান্নাত দেয় ও আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করে ; এদেরকেই আল্লাহ দয়া করবেন আর আল্লাহ তো শক্তিমান তত্ত্বজ্ঞনী। — ৯ সুরা তওবা : ৭১

কিন্তু রসূল আর যারা তাঁর সঙ্গে বিশ্বাস করেছিল তারা নিজ সম্পদ ও জীবন দ্বারা আল্লাহর পথে সংগ্রাম করেছে। ওদের জন্যই কল্যাণ, আর ওরাই সফলকাম। আল্লাহ ওদের জন্যই প্রস্তুত করেছেন জান্নাত ধার নিচে নদী বইবে। সেখানে তারা থাকবে চিরকাল। এ-ই মহাসাফল্য। — ৯ সুরা তওবা : ৮৮-৮৯

আল্লাহ তো বিশ্বাসীদের কাছ থেকে তাদের জীবন ও সম্পদ জান্নাতের মূল্যের বিনিময়ে কিনে নিয়েছেন, তারা আল্লাহর পথে সংগ্রাম করে, মারে বা মরে। তওরাত, ইঞ্জিল ও কোরানে তিনি যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তাতে তিনি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। নিজের প্রতিজ্ঞাপালনের ক্ষেত্রে আল্লাহর চেয়ে আর কে ভালো ? তোমরা যে-সওদা করেছ সেই সওদার জন্য আনন্দ করো আর সে-ই মহাসাফল্য। যারা তওবা করে, উপাসনা করে, আল্লাহর প্রশংসা করে, রোজা

রাখে, রক্তু ও সিজদা করে, সৎকর্মের নির্দেশ দেয়, অসৎকর্ম নিষেধ করে আর আল্লাহ'র সীমারেখা মেনে চলে, তুমি সেই বিশ্বাসীদেরকে সুখবর দাও। — ৯ সূরা তওবা ১১১-১১২

বিশ্বাসঘাতক : ... আর তুমি বিশ্বাসঘাতকদের জন্য তর্ক কোরো না। আর তুমি আল্লাহ'র কাছে ক্ষমা চাও, নিশ্চয় আল্লাহ' ক্ষমাশীল ও দয়ালু। আর তুমি তাদের পক্ষে কথা বলো না যারা নিজেদের বিকল্পে বিশ্বাসঘাতকতা করে। নিশ্চয় আল্লাহ' বিশ্বাসঘাতক পাপিষ্ঠকে ভালোবাসেন না। — ৪ সূরা নিসা ১০৫-১০৭

যদি তুমি কোনো সম্প্রদায়ের বিশ্বাসভঙ্গের আশঙ্কা কর তবে তুমি ও একইভাবে ছুড়ে ফেলে দাও তাদের অঙ্গীকারকে। আল্লাহ' তো বিশ্বাসভঙ্গকারীদেরকে ভালোবাসেন না। — ৮ সূরা আনফাল ৫৮

আল্লাহ' বিশ্বাসীদেরকে রক্ষা করেন। তিনি কোনো বিশ্বাসঘাতক অক্ততভরকে ভালোবাসেন না। — ২২ সূরা হজ ৩৮

বিশ্বাসীর অবিশ্বাস : কেউ তার বিশ্বাসস্থাপনের পর আল্লাহ'কে অঙ্গীকার করলে ও অবিশ্বাসের জন্য তার হস্তয় উচ্চুক্ত রাখলে তার ওপর আল্লাহ'র গজব পড়বে এবং তার জন্য রয়েছে মহাশাস্তি, (অবশ্য) তার জন্য নয় যাকে অবিশ্বাস করতে বাধ্য করা হয়েছে, তার চিন্ত তো বিশ্বাসে অটল। — ১৬ সূরা নাহল ১০৬

...তোমাদের মধ্যে যে-কেউ নিজের ধর্ম থেকে ফিরে যাবে এবং অবিশ্বাসী হয়ে মারা যাবে, তাদের ইহকালে ও পরকালের কর্ম নিশ্চল হয়ে যাবে। আর এরাই আগুনে বাস করবে, সেখানে তারা থাকবে চিরকাল। — ২ সূরা বাকারা ২১৭

বিশ্বাসের পরও রসূলকে সত্য বলে সাক্ষ্য দান করার পর আর তোমাদের কাছে স্পষ্ট নির্দেশন আসার পর যে-সম্প্রদায় অবিশ্বাস করে আল্লাহ' (তাদেরকে) কিভাবে সংপর্কের নির্দেশ দেবেন ? — ৩ সূরা আল-ই-ইমরান ৮৬

যারা বিশ্বাস করার পর অবিশ্বাস করে ও যাদের অবিশ্বাসপ্রবণতা বৃদ্ধি পেতে থাকে তাদের তওবা কখনও মণ্ডুর করা হয় না। আর এরাই তো পথভট্ট। — ৩ সূরা আল-ই-ইমরান ৯০

যারা বিশ্বাস করার পর অবিশ্বাস করে এবং আবার বিশ্বাস করে ও আবার অবিশ্বাস করে, তাদের অবিশ্বাস করার ঝোক বাড়তে থাকবে। আল্লাহ' তাদেরকে কিছুতেই ক্ষমা করবেন না, আর তাদেরকে কোনো পথও দেখাবেন না। মূলাফিকদের সুখবর দাও যে তাদের জন্য রয়েছে নিদর্শন শাস্তি। — ৪ সূরা নিসা ১৩৭-১৩৮

হে বিশ্বাসিগণ ! তোমাদের মধ্যে কেউ তার ধর্ম থেকে ফিরে গেলে আল্লাহ' এমন এক সম্প্রদায় আনবেন যাদেরকে তিনি ভালোবাসবেন ও যারা তাঁকে ভালোবাসবে, তারা হবে বিশ্বাসীদের প্রতি কোমল ও অবিশ্বাসীদের প্রতি কঠোর। তারা আল্লাহ'র পথে জিহাদ করবে ও কোনো নিদুরুক নিদ্যাত ত্যজ করবে না। এ আল্লাহ'র অনুগ্রহ, যাকে ইচ্ছা তিনি দান করেন। আর আল্লাহ' তো সর্বব্যাপী তত্ত্বজ্ঞানী। — ৫ সূরা মায়দা ৫৪

বিশ্বাসী-নির্যাতনের শাস্তি : শপথ রাশিচক্রবিশিষ্ট আকাশের ! শপথ প্রতিশ্রূত দিনের ! শপথ সাক্ষ্যদাতার ও যার সম্বর্কে সাক্ষ্য দেওয়া হয় তার ! অভিশপ্ত হয়েছিল

(অগ্নিকুণ্ডের) লোকেরা, ওরা ইহুন সংযোগ করে তার (অগ্নিকুণ্ডের) পাশে বসে থাকত এবং দেখত বিশ্বাসীদের ওপর তারা যে অত্যাচার করত। ওরা তাদের ওপর প্রতিশোধ নিয়েছিল শুধু এই কারণে যে, তারা বিশ্বাস করত পরম শক্তিমান পরম প্রশংসনীয় আল্লাহয় যিনি আকাশ ও পৃথিবীর সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। আর আল্লাহ্ তো সবিষয়ে দ্রষ্ট। যারা বিশ্বাসী নরনারীকে নির্যাতন করেছে ও তারপর তওবা করে নি, তাদের জন্য আছে জাহানামের শাস্তি, আর দহনযন্ত্রণ। — ৮৫ সুরা বুরুজ : ১-১০

বিশ্বাসী পুরুষ ও নারী কোনো অপরাধ না করলেও যারা তাদেরকে কষ্ট দেয়, তারা মিথ্যা অপবাদ ও স্পষ্ট পাপের বোধ্য বহন করে। — ৩৩ সুরা আহজাব : ৫৮

বিশ্বাসীদের সন্তানসন্ততি : আর যারা বিশ্বাস করে, তাদের সন্তানসন্ততি বিশ্বাসে তাদের অনুসূরণ করলে আমি তাদেরকে মিলিত করব তাদের সন্তানসন্ততির সাথে আর তাদের কর্মফল কমানো হবে না। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ কৃতকর্মের জন্য দায়ী। — ৫২ সুরা তূর : ২১

হে বিশ্বাসিগণ ! তোমাদের স্ত্রী ও সন্তানসন্ততিদের মধ্যে কেউ-কেউ তোমাদের শত্রু। অতএব তাদের সম্পর্কে তোমরা সতর্ক থেকো। তোমরা যদি ওদের মার্জনা কর, ওদের দোষটুটি উপেক্ষা কর ও ওদের ক্ষমা কর তবে জেনে রাখো আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। তোমাদের ধন সম্পদ ও সন্তানসন্ততি তো তোমাদের জন্য পরীক্ষা ; তোমাদের জন্য রয়েছে আল্লাহরই কাছে বড় পুরস্কার। — ৬৪ সুরা তাগাবুন : ১৪-১৫

বিশ্বাসীদের সৌভাগ্য : আর তোমরা সকলে আল্লাহর রশিকে শক্ত করে ধরো ও বিভক্ত হয়ো না। তোমাদের ওপর আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ করো, তোমরা পরম্পর শত্রু ছিলে, তিনি তোমাদের হাদয়ে সম্মুতির সঞ্চার করলেন ; তাই তাঁরই অনুগ্রহে তোমরা পরম্পরের ভাই হয়ে গেলে। তোমরা অগ্নিকুণ্ডের কিনারায় ছিলে, তারপর তা থেকে তিনি তোমাদেরকে উদ্ধার করেছেন। এভাবে আল্লাহ্ তোমাদের জন্য নির্দেশন পরিক্ষার করে বয়ন করেন যাতে তোমরা সৎপথ পাও। তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকা উচিত যারা (লোককে) ভালোর দিকে ডাকবে ও সৎকর্মের নির্দেশ দেবে এবং অসৎকর্মের ব্যাপারে নিষেধ করবে। আর এসব লোকই হবে সফলকাম। আর তোমরা তাদের মতো হয়ো না যারা তাদের কাছে স্পষ্ট নির্দেশন আসার পর বিভক্ত হয়েছে ও নিজেদের মধ্যে মতান্তর সৃষ্টি করেছে। তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি। — ৩ সুরা আল-ই-ইমরান : ১০৩-১০৫

বিশ্বাসীদের দুই দল দ্বন্দ্বে লিপ্ত হলে তুমি তাদের মধ্যে ফয়সালা করে দেবে। তারপর তাদের এক দল যদি অন্য দলের বিরুদ্ধে সীমা ছাড়িয়ে যায়, তবে তাদের সাথে যুদ্ধ করবে যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা আল্লাহর নির্দেশের কাছে আত্মসমর্পণ করে। যদি তারা আত্মসমর্পণ করে তবে তাদের ন্যায়ের সঙ্গে করে ফয়সালা করে দেবে, সুবিচার করবে। যারা ন্যায়বিচার করে আল্লাহ্ তাদেরকে ভালোবাসেন। বিশ্বাসীরা পরম্পর ভাই-ভাই, তাই তোমাদের ভাইদের মাঝে শাস্তি প্রতিষ্ঠা করো ; আর আল্লাহকে ভয় করো যাতে তোমরা অনুগ্রহ লাভ করতে পার। — ৪৯ সুরা হজুরাত : ৯-১০

... সৎকর্ম ও আত্মসংযমে তোমরা পরম্পরকে সাহায্য করবে এবং পাপ ও সীমান্তবন্ধনের ব্যাপারে একে অপরকে সাহায্য করবে না। — ৫ সুরা মায়দা : ২

বিশ্বাসী নূর-নারী একে অপরের বন্ধু, তারা সৎকর্মের নির্দেশ দেয় ও অসৎকর্ম নিষেধ করে, নামাজ কায়েম করে, জাকাত দেয় ও আল্লাহ ও তাঁরে রসূলের আনুগত্য করে। — ৯ সুরা তওবা : ১

বীর্যপাত : তোমরা কি ভেবে দেখেছ তোমরা যা (বীর্য) ফেলে দাও? তার থেকে তোমরা সৃষ্টি কর, না আমি সৃষ্টি করি? — ৫৬ সুরা ওয়াকিয়া : ৫৮-৫৯

ব্যক্তিগত গোপনীয়তা : হে বিশ্বাসিগণ! তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসদাসীরা ও তোমাদের মধ্যে যারা বয়ঝ্রাণ্প হয় নি তারা যেন তোমাদের ঘরে প্রবেশ করতে তিনটি সময়ে অনুমতি নেয়: ফজরের নামাজের পূর্বে, দুপুরে যখন তোমরা বিশ্বামের জন্য কাপড়চোপড় আলগা কর তখন, আর এশার নামাজের পর। এ তিনি সময় তোমাদের গোপনীয়তা অবলম্বনের সময়। এ তিনি সময় ছাড়া অন্য সময়ে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করলে তোমাদের জন্য ও তাদের জন্য কোনো দোষ নেই। তোমাদের এককে তো অপরের নিকট যাতায়াত করতেই হয়। এভাবে আল্লাহ তোমাদের কাছে তাঁর নির্দেশ স্পষ্টভাবে বয়ন করেছেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ তত্ত্বজ্ঞানী।

আর তোমাদের সন্তানসন্ততি বয়ঝ্রাণ্প হলে তারাও যেন তাদের বয়োজ্যেষ্ঠদের অনুমতি চায়। এভাবে আল্লাহ তোমাদের জন্য তাঁর নির্দেশ স্পষ্টভাবে বয়ন করেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, তত্ত্বজ্ঞানী।

বৃক্ষ নারীরা যারা বিবাহের আশা রাখে না, তাদের জন্য অপরাধ নেই যদি তারা তাদের সৌন্দর্য না দেখিয়ে তাদের বহির্বিস খুলে রাখে; তবে এ থেকে বিরত থাকাই তাদের জন্য ভালো। আল্লাহ সব শোনেন, সব জানেন। — ২৪ সুরা নূর : ৫৮-৬০

হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে অনুমান থেকে দূরে থেকো। কারণ, কোনো কোনো ক্ষেত্রে কল্পনা বা অনুমান করা পাপ। আর তোমরা একে অপরের গোপন বিষয়ের সন্ধান কোরো না ও একে অপরের অসাক্ষাতে তার নিন্দা কোরো না। — ৪৯ সুরা হজুরাত : ১২

ব্যক্তিগত দায়িত্ব : প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ তার দুর্ভুতির জন্য দায়ী থাকবে। — ৭৪ সুরা মুদ্দাস্সির : ৩৮

তা এই যে, কেউ অপরের বোৰা বইবে না। আর মানুষ তা-ই পায় যা সে করে। তার কাজের পরীক্ষা হবে, তারপর তাকে পুরো প্রতিদান দেওয়া হবে। — ৫৩ সুরা নজর : ৩৮-৪১

কেউ কারও ভার বইবে না, কারও পাপের বোৰা ভারী হলে সে যদি অন্যকে তা বইতে ডাকে কেউ তা বইবে না, নিকটআজীয় হলেও না। — ৩৫ সুরা ফাতির : ১৮

যারা সৎপথ অবলম্বন করবে তারা তো নিজেদেরই মঙ্গলের জন্য সৎপথ অবলম্বন করে ও যারা পথভ্রষ্ট হবে তারা তো পথভ্রষ্ট হবে নিজেদেরই ধৰ্মসের জন্য, আর কেউ অন্য কারও ভার বইবে না। — ১৭ সুরা বনি-ইসরাইল : ১৫

সেদিন তাদের প্রত্যেককে তার পূর্ব কৃতকর্ম সম্বন্ধে জানানো হবে ও তাদের প্রকৃত অভিভাবক আল্লাহর কাছে তাদেরকে ফিরিয়ে আনা হবে, আর তাদের বানানো মিথ্যা তাদের কাছে থেকে স্থানে যাবে। — ১০ সুরা ইউনুস : ৩০

আর প্রত্যেকে যা করে সেই অনুসারে তার স্থান নির্ধারিত রয়েছে। আর ওরা যা করে সে—সম্বন্ধে তোমার প্রতিপালক জানেন না এমন নয়। — ৬ সুরা আনআম : ১৩২

বলো, ‘আমি কি আল্লাহকে ছেড়ে অন্য প্রতিপালককে খুঁজব, যখন তিনি সবকিছুর প্রতিপালক? প্রত্যেকেই নিজের কাজের জন্য জন্য দায়ী আর কেউ অন্য কারও ভার বইবে না। তারপর তোমাদের প্রতিপালকের কাছেই তোমাদের প্রত্যাবর্তন। তারপর, যে-বিষয়ে তোমার মতভেদ ঘটিয়েছিলে তা তিনি তোমাদেরকে জানিয়ে দেবেন।’ — ৬ সুরা আনআম : ১৬৪

এ এজন্য যে, আল্লাহ, প্রত্যেকের কৃতকর্মের প্রতিফল দেবেন। আল্লাহ তো হিসাব গ্রহণ তৎপর। — ১৪ সুরা ইন্সাইফ : ৫১

ব্যবসা-বাণিজ্য : তোমাদের পক্ষে তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহ-কামনায় কোনো দোষ নেই (অর্থাৎ হজের সময় ব্যবসা-বাণিজ্য নিষিদ্ধ নয়) — ২ সুরা বাকারা : ১৯৮

যারা সুদ খায় তারা সেই লোকের মতো দাঁড়াবে যাকে শয়তান স্পর্শ করে পাগল করে দিয়েছে। এ এজন্য যে তারা বলে, ‘বেচাকেনা তো সুদের মতো।’ যদিও আল্লাহ বেচাকেনাকে হালাল ও সুদকে হারাম করেছেন। যার কাছে তার প্রতিপালকের উপদেশ এসেছে সে বিরত হয়েছে। অতীতে যা হয়েছে তা তারই এবং তার ব্যাপার আল্লাহর এখতিয়ারে। আর যারা আবার (সুদ) নিতে আরস্ত করবে, তারাই আগুনে বাস করবে। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। — ২ সুরা বাকারা : ২৭৫

হে বিশ্বসিগণ! তোমরা একে অন্যের সম্পত্তি অন্যায়ভাবে গ্রাস কোরো না; কিন্তু তোমরা অবশ্য পরম্পর রাজি হয়ে ব্যবসা করতে পার। — ৪ সুরা বাকারা : ২৯

সেসব লোক যাদের ব্যবসাবাণিজ্য ও কেনাবেচা আল্লাহকে স্মরণ করতে, নামাজ পড়তে ও জাকাত দিতে বিরত রাখে না, তারা ভয় করে সেদিনের যেদিন তাদের অন্তর ও দৃষ্টি ভয়ে বিস্রল হয়ে পড়বে। — ২৪ সুরা নূর : ৩৭

ব্যবসার সুযোগ বা তামাশা দেখলে তোমাকে দাঁড় করিয়ে রেখে ওরা সেদিকে ছুটে যায়। বলো, ‘আল্লাহর কাছে যা আছে তা তামাশার ও ব্যবসার চেয়ে অনেক ভালো।’ আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ জীবিকাদাতা। — ৬২ সুরা জুম্মা : ১১

ব্যভিচার : জিনার [অবৈধ যৌনসংযমের] কাছে যেয়ো না; এ অশ্লীল ও মন্দ পথ। — ১৭ সুরা বনি-ইসরাইল : ৩২

আর তারা আল্লাহর সঙ্গে অন্য কোনো উপাস্যকে ডাকে না, আল্লাহ যাকে যথার্থ কারণ ছাড়া হত্যা করতে নিষেধ করেছেন তাকে হত্যা করেনা, আর ব্যভিচার করে না। যারা এসব করে তারা শাস্তি ভোগ করবে। কিয়ামতের দিন তাদের শাস্তি বাঢ়নো হবে আর সেখানে তারা হীন অবস্থায় চিরকাল থাকবে। — ২৫ সুরা ফুরকান : ৬৮-৬৯

হে নবিপত্নীগণ! যে-কাজ স্পষ্টত অশ্লীল তোমাদের মধ্যে কেউ তা করলে তাকে হিগুণ শাস্তি দেওয়া হবে। আর এ আল্লাহর জন্য সহজ। — ৩৩ সুরা আহজাব : ৩০

তোমাদের নারীদের মধ্যে যারা ব্যভিচার করে তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের মধ্য থেকে তোমরা চারজন সাক্ষী নেবে, যদি তারা সাক্ষ্য দেয় তবে তাদের ঘরে আটক করবে, যে-

পর্যন্ত না তাদেরকে মৃত্যু হয় বা আল্লাহ্ তাদের জন্য অন্য কোনো ব্যবস্থা করেন। আর তোমাদের (পুরুষদের) মধ্যে যে-দুজন এ করবে তাদেরকে শাস্তি দেবে। তবে যদি তারা তওবা করে ও শুন্দ হয় তবে তাদেরকে রেহাই দেবে। আল্লাহ্ তো ক্ষমা করেন, দয়া করেন। — ৪ সুরা নিসা : ১৫-১৬

... (যারা ডান হাতের তাঁবে রয়েছিল) বিয়ের পর যদি তারা ব্যভিচার করে তবে তাদের শাস্তি স্বাধীন নারীর অর্ধেক। তোমাদের মধ্যে যারা ব্যভিচারকে ভয় করে এ তাদের জন্য। আর তোমরা শৈর্ষ ধরলে তো তোমাদের জন্য মঙ্গল। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। — ৪ সুরা নিসা : ২৫

এ এক সুরা আমি অবতীর্ণ করেছি ও এর মধ্যে দিয়েছি অবশ্যপালনীয় বিধান। এর মধ্যে আমি স্পষ্ট আয়াত অবতীর্ণ করেছি যাতে তোমরা সতর্ক হও। ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী, ওদের প্রত্যেককে একশে দোরো মারবে। আল্লাহ্ বিধান কার্যকর করতে ওদের ওপর দয়ামায়া যেন তোমাদেরকে অভিভূত না করে, যদি তোমরা আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাসী হও। বিশ্বাসীদের একটি দল যেন ওদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে। ব্যভিচারী কেবল ব্যভিচারিণী বা অংশীবাদিনীকেই বিয়ে করবে। বিশ্বাসীদের জন্য এদেরকে বিয়ে করা অবৈধ।

যারা সাধী রঘুণীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে ও সপক্ষে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করে না তাদের আশিবার কাষাধাত করবে এবং কখনও তাদের সাক্ষ্য নেবে না। এয়াই তো সত্যত্যাগী। তবে যদি এরপর ওরা তওবা করে ও নিজেদের কাজ সংশোধন করে তবে তো আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

আর যারা নিজেদের স্ত্রীর ওপর অপবাদ আরোপ করে অথচ নিজেরা ছাড়া তাদের কোনো সাক্ষী নেই তাদের প্রত্যেকের সাক্ষ্য এই হবে যে, সে আল্লাহ্ নামে চারবার শপথ করে বলবে যে, সে অবশ্যই সত্য বলছে, আর পক্ষমবার বলবে, ‘সে যদি মিথ্যা বলে তবে তার ওপর আল্লাহ্ অভিশাপ নেমে আসবে।’ তবে স্ত্রীর শাস্তি বন্ধ করা হবে যদি সে চারবার আল্লাহ্ নামে শপথ করে সাক্ষ্য দেয় যে; তার স্বামীই মিথ্যা বলছে, আর পক্ষমবার বলে, ‘তার স্বামী সত্য বললে তার নিজের ওপর আল্লাহ্ গজব নেমে আসবে।’ তোমাদের ওপর আল্লাহ্ অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে আর আল্লাহ্ তওবা গ্রহণ না করলে এবং তিনি তস্তজ্জনী না হলে (তোমরা কেউ অব্যাহতি পেতে না)। — ২৪ সুরা নূর : ১-১০

যাদের বিয়ের সামর্থ্য নেই, আল্লাহ্ তাদেরকে নিজ অনুগ্রহে অভাবমুক্ত না করা পর্যন্ত তারা যেন সংযম পালন করে। আর তোমাদের ডান হাতের তাঁবের দাসদাসীর মধ্যে কেউ (তার মুক্তির জন্য) লিখে নিতে চাইলে তাদেরকে লিখে দাও, যদি তোমরা তাদেরকে তালো জান। আল্লাহ্ তোমাদের যে-সম্পদ দিয়েছেন তা থেকে তোমরা ওদেরকে দান কর। তোমাদের দাসীরা সতীত্ব রক্ষা করতে চাইলে পার্থিব জীবনের টাকাপয়সার লোভে তাদেরকে ব্যভিচারিণী হতে বাধ্য কোরো না। তবে কেউ যদি তাদেরকে বাধ্য করে, তাদের ওপর সেই জবরদস্তির জন্য আল্লাহ্ তো তাদেরকে ক্ষমা করবেন, দয়া করবেন। — ২৪ সুরা নূর : ৩৩

... বিশ্বাসী সচরিত্বা নারী ও তোমাদের পূর্বে যাদেরকে কিভাব দেওয়া হয়েছে তাদের সচরিত্বা নারী তোমাদের জন্য বৈধ করা হল, যদি তোমরা তাদেরকে মোহর প্রদান কর বিয়ের জন্য, ব্যভিচার বা উপগন্তী গ্রহণের জন্য নয়। — ৫ সুরা মায়দা : ৫

ব্যয় ও মিতব্যয় : যখন ওদেরকে বলা হয়, ‘আল্লাহ্ তোমাদেরকে যে-জীবনের উপকরণ দিয়েছেন তা থেকে ব্যয় করো, তখন অবিশ্বাসীরা বিশ্বাসীদেরকে বলে, ‘আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে যাকে খাওয়াতে পারতেন তাকে আমরা কেন খাওয়াব? তোমরা তো স্পষ্ট বিআস্তিতে রয়েছে’। — ৩৬ সুরা ইয়াসিন : ৪৭

আর যখন তারা (বিশ্বাসীরা) ব্যয় করে তখন তারা অমিতব্যয় করে না, কার্পণ্যও করে না, বরং তারা এ-দুয়ের ধ্যাবর্তী পঙ্ক্তি অবলম্বন করে। — ২৫ সুরা ফুরকান : ৬৭

যারা আল্লাহ্ কিতাব আবশ্তি করে, নামাজ কায়েম করে এবং আমি তাদেরকে যে-জীবনের উপকরণ দিয়েছি তার থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে তারাই আশা করতে পারে তাদের ব্যবসা ব্যর্থ হবে না — এজন্য যে, আল্লাহ্ তাদের কর্মের পূর্ণ প্রতিফল দেবেন এবং তিনি অনুগ্রহে আরও বেশি দেবেন। তিনি তো ক্ষমাশীল, গুণগ্রাহী। — ৩৫ সুরা ফাতির : ২৯-৩০

আত্মীয়স্বজ্ঞনকে তার প্রাপ্য দেবে ও অভাবগ্রস্ত ও পথচারীকেও, আর কিছুতেই অপব্যয় কোরো না। যারা অপব্যয় করে তারা অবশ্যই শয়তানদের ভাই, আর শয়তান তার প্রতিপালকের প্রতি বড়ই অক্রতজ্জ্ব। আর তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহলাভের আশায় তোমাকে যদি তাদের (সাহায্যপ্রার্থীদের) কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে হয় তবে নম্রভাবে কথা বোলো। (ক্রপণের মতো) তোমার হাত যেন গলায় বাঁধা না থাকে, বা তোমার হাত যেন সম্পূর্ণ খোলা না থাকে, থাকলে তোমার নিদা হবে, তুমি সব খুইয়ে ফেলবে। — ১৭ সুরা বনি-ইসরাইল : ২৬-২৯

আমার দাসদের মধ্যে যারা বিশ্বাসী তাদের বলো নামাজ কায়েম করতে আর আমি তাদেরকে যা দিয়েছি তার থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে খরচ করবে সেদিনের আগেই যেদিন কেনাবেচা ও বন্ধুত্ব থাকবে না। — ১৪ সুরা ইস্রাইল : ৩১

আর আল্লাহ্ পথে ব্যয় করো। তোমরা নিজেরা নিজেদের সর্বনাশ কোরো ন আর তোমরা সংকর্ম করো ; আল্লাহ্ সংকর্মপ্রায়ণদেরকে ভালোবাসেন। — ২ সুরা বাকারা : ১৯৫

তারা তোমাকে প্রশ্ন করে তারা কী ব্যয় করবে? বলো, তোমরা যা ব্যয় কর তা হবে পিতামাতা, আত্মীয়স্বজ্ঞন, এতিম, অভাবগ্রস্ত ও মুসাফিরদের জন্য। আর তোমরা যে-কোনো সংকাজ কর-না কেন আল্লাহ্ তা ভালোভাবে জানেন। — ২ সুরা বাকারা : ২১৫

... লোকে তোমাকে জিজ্ঞাসা করে তারা (আল্লাহ্ পথে) কী ব্যয় করবে? বলো, ‘যা উদ্বৃত্ত! এভাবে আল্লাহ্ তার সকল নির্দেশ তোমাদের জন্য প্রকাশ করেন যাতে তোমরা চিন্তা কর ইহকাল ও পরকাল সম্বন্ধে। — ২ সুরা বাকারা : ২১৯-২২০

হে বিশ্বাসিগণ! আমি তোমাদেরকে যে-জীবনে পোকরণ দিয়েছি তার থেকে ব্যয় কর সেই দিন আসার পূর্বে যেদিন কেনাবেচা, বন্ধুত্ব বা সুপারিশ থাকবে না। অবিশ্বাসীরাই জুলুম করে। — ২ সুরা বাকারা : ২৫৪

যারা নামাজ কায়েম করে ও আমি যা দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে তারাই প্রকৃত বিশ্বাসী। — ৮ সুরা আনফাল : ৩-৪

... আল্লাহর পথে তোমরা যা-কিছু ব্যয় করবে তার পুরো প্রতিদান দেওয়া হবে এবং তোমাদের ওপর জুনুম করা হবে না। — ৮ সুরা আনফাল : ৬০

তোমরা কখনও পুণ্য লাভ করতে পারবে না যতক্ষণ না তোমাদের ভালোবাসার জিনিস আল্লাহর পথে ব্যয় করবে। আর তোমরা যা-কিছু ব্যয় কর আল্লাহ তো সে সম্বন্ধে তালো করেই জানেন। — ৩ সুরা আল-ই-ইমরান : ৯২

যারা সচ্ছল ও অসচ্ছল অবস্থায় ব্যয় করে ও যারা ক্রেত্তু সংবরণ করে আর মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল আল্লাহ (সেই) সংকর্মপরায়ণদেরকে ভালোবাসেন। — ৩ সুরা আল-ই-ইমরান : ১৩৪

আল্লাহ ও তাঁর রসূলের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করো ও আল্লাহ তোমাদের যে-ধনসম্পদের অধিকারী করেছেন তার থেকে ব্যয় করো। তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস করে ও ব্যয় করে তাদের জন্য আছে বড় পুরুষ্কার। — ৫৭ সুরা হাদিদ : ৭

তোমরা আল্লাহর পথে ব্যয় করবে না কেন, যখন আল্লাহই আকাশ ও পৃথিবীর মালিক ? তোমাদের মধ্যে যারা মক্কাবিজয়ের পূর্বে ব্যয় করেছে ও সংগ্রাম করেছে তারা ও পরবর্তীরা সমান নয়। তারা মর্যাদায় ওদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ যারা পরবর্তীকালে ব্যয় করেছে ও সংগ্রাম করেছে। তবে আল্লাহ উভয়ের জন্য কল্যাণের প্রতিক্রিতি দিয়েছেন। তোমরা যা কর আল্লাহ তা ভালো করেই জানেন। — ৫৭ সুরা হাদিদ : ১০

সচ্ছল ব্যক্তি নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী ব্যয় করবে ও যার জীবিকা সীমিত সেও আল্লাহ যা দিয়েছেন তার থেকে ব্যয় করবে। আল্লাহ যাকে যা সামর্থ্য দিয়েছেন তার চেয়ে গুরুতর বোঝা তিনি তার ওপর চাপান না। আল্লাহ কষ্টের পরে আসান দেন। — ৬৫ সুরা তালাক : ৭

... সুসংবাদ দাও বিনৌতদের, যাদের হাদয় আল্লাহর নাম করা হলে ভয়ে কাঁপে, যারা তাদের বিপদ-আপদে দৈর্ঘ্য ধরে ও নামাজ কার্যে করে এবং আমি তাদেরকে যে-জীবনের উপকরণ দিয়েছি তার থেকে ব্যয় করে। — ২২ সুরা হজ : ৩৪-৩৫

আমি তোমাদেরকে যে-জীবনের উপকরণ দিয়েছি তোমরা প্রত্যেকে মৃত্যু আসার পূর্বেই তার থেকে ব্যয় করবে, মৃত্যু আসার ও এ কথা বলার পূর্বে, ‘হে আমার প্রতিপালক ! আমাকে আরও কিছু সময়ের জন্য অবকাশ দিলে আমি দান-বয়রাত করতাম ও সংকর্মপরায়ণদের অস্তর্ভুক্ত হতাম’। কিন্তু নির্ধারিত কাল যখন উপস্থিত হলে, আল্লাহ কাউকেই অবকাশ দেন না। তোমরা যা কর আল্লাহ তা ভালো করেই জানেন। — ৬৩ সুরা মুনাফেকুন : ১০-১১

তোমরা আল্লাহকে যথাসাধ্য ভয় করো, তাঁর আদেশ শোনো, তাঁর আনুগত্য করো ও ব্যয় করো। এতে তোমাদের নিজেদেরই মঙ্গল রয়েছে। তারাই সফলকাম যারা কার্পণ্য থেকে মুক্ত। — ৬৪ সুরা তাগাবুন : ১৬

... যারা সোনা ও রূপা জমা করে এবং তা আল্লাহর পথে ব্যয় করে না তাদেরকে যারাত্মক শাস্তির খবর দাও। যেদিন জাহান্নামের আগুনে তা গরম করা হবে ও তা দিয়ে তাদের কপালে, পাশে ও পিঠে দাগ দেওয়া হবে। (সেদিন বলা হবে), ‘এ-ই তো তোমরা নিজেদের জন্য জমা করেছিলে। তাই যা তোমরা জমা করতে তার স্বাদ নাও।’ — ৯ সুরা তওয়া : ৩৪-৩৫

ভয় আল্লাহকে, মানুষকে নয় ॥ .. তিনিই একমাত্র ভয় করবার যোগ্য এবং তিনিই ক্ষমা করার অধিকারী। — ৭৪ সুরা মুদ্দাস্সির ॥ ৫৬

যে ভয় করে সে উপরে গৃহণ করবে। — ৮৭ সুরা আলা ॥ ১০

যারা না দেখে করুণাময় আল্লাহকে ভয় করত ও তাঁর কাছে নম্রভাবে উপস্থিত হতো (তাদের বলা হবে), ‘তোমরা শাস্তির সাথে ওখানে প্রবেশ করো ; এই দিন থেকেই অনন্ত জীবনের শুরু’। — ৫০ সুরা কাফ ॥ ৩৩-৩৪

পৃথিবীতে শাস্তি স্থাপনের পর সেখানে ফ্যাশান ঘটাবে না, তাকে ভয় ও আশার সঙ্গে ডাকবে। — ৭ সুরা আরাফ ॥ ৫৬

... তাই যারা আমার সাক্ষাতের ভয় করে না তাদের আমি অবাধ্যতার জন্য উদ্বাস্তের ন্যায় ঘূরে বেড়াতে দিই। — ১০ সুরা ইউনুস ॥ ১১

যারা ভয় করে যে তাদের প্রতিপালকের কাছে এমন অবস্থায় সমবেত করা হবে যে তিনি ছাড়া তাদের কোনো অভিভাবক বা সুপারিশকারী থাকবে না, (তাদেরকে) তুমি এ (কোরান) দিয়ে সতর্ক করো ; হয়তো তারা সাবধান হবে। — ৬ সুরা আনআম ॥ ৫১

... বলো, ‘আল্লাহর পথই পথ। আর আমাদেরকে বিশ্বজগতের প্রতিপালকের কাছে আত্মসমর্পণ করতে আদেশ করা হয়েছে। আর তোমরা নামাজ পড়ো ও তাঁকে ভয় করো। আর তাঁরই কাছে তোমাদেরকে সমবেত করা হবে।’ — ৬ সুরা আনআম ॥ ৭১-৭২

হে মানবসম্প্রদায় ! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় করো ও ভয় করো সেদিনের যখন পিতা কোনো সন্তানের উপকারে আসবে না, সন্তানও তার পিতার কোনো উপকারে আসবে না। — ৩১ সুরা লুকামান ॥ ৩০

বলো, ‘হে বিশ্বাসী দাসগণ ! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় করো’। — ৩৯ সুরা জুমার ॥ ১০

... এ (জাহানামের) শাস্তি থেকে আমি আমার দাসদের সতর্ক করি ॥ ‘হে আমার দাসগণ ! আমাকে ভয় করো।’ — ৩৯ সুরা জুমার ॥ ১৬

তবে যারা তাদের প্রতিপালকে ভয় করে তাদের জন্য রয়েছে বহুতলবিশিষ্ট উচু প্রাসাদ, ধার নিচে নদী বইবে। এ-ই আল্লাহর প্রতিশ্রুতি। আল্লাহ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন না। — ৩৯ সুরা জুমার ॥ ২০

আল্লাহ অবতীর্ণ করেছেন উন্নত বাণীসংবলিত এমন এক কিতাব, যাতে একই কথা নানাভাবে বারবার বলা হয়েছে। যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করে তাদের দেহ এতে রোমাঞ্চিত হয়, তারপর তাদের দেহ ও মন প্রশস্ত হয়ে আল্লাহর স্মরণে ঝুঁকে পড়ে। এ-ই আল্লাহর পথনির্দেশ। — ৩৯ সুরা জুমার ॥ ২৩

আল্লাহ কি তার দাসের জন্য যথেষ্ট নয় ? আর তারা তোমাকে আল্লাহর পরিবর্তে অপরের ভয় দেখায়। — ৩৯ সুরা জুমার ॥ ৩৬

যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করত তাদেরকে দলে দলে জান্মাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। — ৩৯ সুরা জুমার ॥ ৭৩

‘আমি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, সুতরাং আমাকে ভয় করা’ — এই ঘর্ষে সতর্ক করার জন্য তিনি তাঁর ইচ্ছানুযায়ী তাঁর দাসদের মধ্যে যায় ওপর ইচ্ছা প্রত্যাদেশ দিয়ে ফেরেশ্তা পাঠান। — ১৬ সুরা নাহল : ২

ওরা ভয় করে ওদের ওপরকার প্রতিপালককে আর ওরা তাদেরকে যা আদেশ করা হয় তাই করে। আল্লাহ বলবেন, ‘তোমরা দুটো উপাস্য গ্রহণ কোরো না, আমি তো একমাত্র উপাস্য। সুতরাং আমাকেই ভয় করো।’ আকশ ও পৃথিবীতে যা-কিছু আছে তাঁরই, আর সকল সময়ের জন্য কর্তব্য তাঁরই প্রতি। তোমরা কি আল্লাহ ছাড়া অপরকে ভয় করবে? — ১৬ সুরা নাহল : ৫০-৫২

যারা তাদের প্রতিপালকের শাস্তিকে ভয় করে, তাদের প্রতিপালকের শাস্তি থেকে বিশ্বাস তাদের পরিত্রাণ নেই ...। — ৭০ সুরা মাআরিজ : ২৭-২৮

... আর আমিই তোমাদের প্রতিপালক, তাই তোমরা আমাকেই ভয় করো। — ২৩ সুরা মুমিনুন : ৫২

যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করে, যারা তাদের প্রতিপালকের আয়তে বিশ্বাস করে, যারা তাদের প্রতিপালকের সঙ্গে শরিক করে না এবং যারা তাদের প্রতিপালকের কাছে ফিরে যাবে এই-বিশ্বাসে তাদের যা দান করার কম্পিত হনয়ে তা দান করে, তারাই তালো কাজের জন্য প্রতিযোগিতা করে ও তারাই সে-কাজে এগিয়ে যায়। — ২৩ সুরা মুমিনুন : ৫৭-৬১

যারা না-দেখে তাদের প্রতিপালককে ভয় করে তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহাপূরুষ্কার। — ৬৭ সুরা মূলক : ১২

বিশুঁক্ষিতে তাঁর দিকে মুখ ফেরাও; তাঁকে ভয় করো। — ৩০ সুরা বুম : ৩১

... তোমরা শুধু আমাকেই ভয় করো। — ২ সুরা বাকারা : ৪১

... তাই তাদেরকে ভয় কোরো না, একমাত্র আমাকেই ভয় করো যাতে আমি আমার সম্পদ তোমাদেরকে পুরোপুরি দিতে পারি আর যাতে তোমরা সংপথে পরিচালিত হতে পার। — ২ সুরা বাকারা : ১৫০

... আর তোমরা আল্লাহকে ভয় করে ও জেনে রাখো আল্লাহ মন্দ কাজের প্রতিফল দিতে কঠোর। — ২ সুরা বাকারা : ১৯৬

... হে বোধশক্তিসম্পন্নরা! তোমরা আমাকেই ভয় করো। — ২ সুরা বাকারা : ১৯৭

... তোমরা আল্লাহকে ভয় করো ও জেনে রাখো যে, তাঁর কাছে তোমাদের একত্র করা হবে। — ২ সুরা বাকারা : ২০৩

... আর তোমরা নিজেদের জন্য আগেই কিছু পাঠাও (তালো কাজ করো) ও আল্লাহকে ভয় করো। — ২ সুরা বাকারা : ২২৩

... আল্লাহকে ভয় কর ও জেনে রাখ, তোমরা যা কর আল্লাহ তা দেখেন। — ২ সুরা বাকারা : ২৩৩

হে বিশ্বাসিগণ! যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় কর তবে আল্লাহ তোমাদেরকে ফুরুকান (ন্যায়-অন্যায় পার্থক্য করার শক্তি) দেবেন, তোমাদের পাপ মোচন করবেন ও তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন আর আল্লাহ বড়ই মঙ্গলময়। — ৮ সুরা আনফাল : ২৯

হে বিশ্বাসিগণ ! তোমরা আল্লাহকে যথার্থভাবে ভয় করো আর তোমরা আত্মসমর্পণকারী না হয়ে যোরো না। — ৩ সুরা আল-ই-ইমরান : ১০২

আর নিষ্ঠ্য বদরের যুদ্ধে আল্লাহ তোমাদেরকে সাহায্য করেছিলেন, তখন তোমরা ছিলে হীনবল। সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পার। — ৩ সুরা আল-ই-ইমরান : ১২৩

শয়তানই তো তোমাদেরকে তার বন্ধুদের ভয় দেখায় ! যদি তোমরা বিশ্বাস কর তোমরা তাদেরকে ভয় কোরো না, আমাকেই ভয় কর। — ৩ সুরা আল-ই-ইমরান : ১৭৫

কিন্তু যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করে তাদের জন্য রয়েছে জান্মাত, যার নিচে নদী বহুবে, সেখনে তারা স্থায়ী হবে। এ আল্লাহর দিক থেকে আমৃত্বণ, আল্লাহর কাছে যা আছে তা সৎকর্মপরায়ণদের জন্য ভালো। — ৩ সুরা আল-ই-ইমরান : ১৯৮

হে মানবসমাজ ! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় করো যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন ও যিনি তা থেকে তার সঙ্গনী সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের দুর্জন থেকে বহু নরনারী ছড়িয়ে দিয়েছেন। আর ভয় কর আল্লাহকে যার নামে তোমরা একে অপরের কাছে দাবি কর। আর তোমরা মাত্রগর্ভকে (অর্থাৎ জ্ঞাতিবন্ধন ছিল করাকে) ভয় কর। আল্লাহ তো তোমাদের ওপর তৈক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন। — ৪ সুরা নিসা : ১

তুমি কি তাদেরকে দেখ নি যাদের বলা হয়েছিল, ‘তোমরা তোমাদের হাতকে সংযত করো আর নামাজ কায়েম কর ও জ্ঞাকাত দাও’ ? তারপর যখন তাদেরকে যুদ্ধের বিধান দেওয়া হল তখন তাদের একদল আল্লাহকে ভয় করার মতো বা তার চেয়েও বেশি মানুষকে ভয় করল। আর তারা বলেছিল, ‘হে আমাদের প্রতিপালক ! আমাদের জন্য কেন যুদ্ধের বিধান দিলে ? আমাদের কিছু সময়ের জন্য অবকাশ দাও-না ?’

বলো, ‘পার্থিব ভোগ সামান্য ! আর যে সংযমী তার জন্য পরকালই ভালো। তোমাদের ওপর সামান্য পরিমাণও অত্যাচার করা হবে না। তোমরা যেখানেই থাক-না কেন মত্ত্য তোমাদের নাগাল পাবেই, এমন কি সুউচ্চ সুদৃঢ় দুর্গে থাকলেও !’ — ৪ সুরা নিসা : ৭৭-৭৮

...তোমাদের পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে তাদেরকে ও তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছি যে তোমরা আল্লাহকে ভয় করবে। — ৪ সুরা নিসা : ১৩১

হে বিশ্বাসিগণ ! আল্লাহকে ভয় করো ও সঠিক কথা বলো। — ৩৩ সুরা আহমাদ : ৭০

হে বিশ্বাসিগণ ! আল্লাহকে ভয় করো ও তাঁর রসূলের ওপর বিশ্বাস করো। তিনি তাঁর অনুগ্রহে তোমাদেরকে বিগৃহ পুরস্কার দেবেন। আর তিনি তোমাদেরকে দেবেন আলো যার সাহায্যে তোমরা পথ চলবে। আর তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। — ৫৭ সুরা হাদিদ : ২৮

যারা আল্লাহর সাথে অঙ্গীকার রক্ষা করে ও প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে না, আর আল্লাহ যে-সম্পর্ক অঙ্গুল রাখতে আদেশ করেছেন তা অঙ্গুল রাখে, তাদের প্রতিপালককে ভয় করে ও ভয় করে কঠিন হিসাবকে, আর যারা তাদের প্রতিপালকের সম্মুষ্টিলাভের জন্য কষ্ট করে, নামাজ কায়েম করে, আমি তাদের জীবনের যে-উপকরণ দিয়েছি তার থেকে গোপনে ও

প্রকাশ্যে ব্যয় করে, আর যারা ভালোর দ্বারা ঘন্টকে দূর করে তাদের জন্য রয়েছে শুভ পরিণাম। — ১৩ সুরা রাষ্ট্র : ২০-২২

কিন্তু যে-ব্যক্তি আল্লাহর সাথে উপস্থিত হওয়ার ভয় করে তার জন্য রয়েছে দুটো বাগান। — ৫৫ সুরা রহমান : ৪৬

... যে আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহ তার পথ করে দেবেন, আর তাকে তার ধারণাতীত উৎস থেকে জীবনের উপকরণ দান করবেন। — ৬৫ সুরা তালাক : ২-৩

আল্লাহকে যে ভয় করে তিনি তার সমাধান সহজ ক'রে দেন। — ৬৫ সুরা তালাক : ৪

... আল্লাহকে যে ভয় করে তিনি তার পাপমোচন করবেন ও তাকে বড় পুরুষ্কার দেবেন। — ৬৫ সুরা তালাক : ৫

... অতএব হে বিশ্বাসী বৌধসম্পন্ন ব্যক্তিগণ ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, তিনি তোমাদের কাছে এক উপদেশবাণী অবর্তীণ করেছেন, প্রেরণ করেছেন এক রসূল যে তোমাদের কাছে আল্লাহর স্পষ্ট আয়াত আবৃত্তি করে, যারা বিশ্বাস করে ও সংকর্ম করে তাদেরকে অঙ্ককার হতে আলোয় আনার জন্য। — ৬৫ সুরা তালাক : ১০-১১

হে বিশ্বাসিগণ ! আল্লাহকে ভয় করো, প্রত্যেকেরই উচিত তার ভবিষ্যতের জন্য সে যা-কিছু করে সে-সম্বন্ধে চিন্তা করা। আল্লাহকে ভয় করো, তোমরা যা কর আল্লাহ তো তা জানেন। — ৫৯ সুরা হাশর : ১৮

... সেসব লোক যাদেরকে ব্যবসাবাণিজ্য ও কেনাবেচা আল্লাহকে স্মরণ করতে, নামাজ পড়তে ও জ্ঞাকাত দিতে বিরত রাখে না। তারা ভয় করে সেদিনকে যেদিন তাদের অন্তর ও দৃষ্টি ভয়ে বিস্রল হয়ে পড়বে। — ২৪ সুরা নূর : ৩৭

হে মানবজাতি ! তোমার প্রতিপালককে ভয় করো। কিয়ামতের ভূমিকম্প এক ভয়ংকর ব্যাপার। — ২২ সুরা হজ : ১

... সুসংবাদ দাও বিনোদনের, যাদের হাদয় আল্লাহর নাম করা হলে ভয়ে কাঁপে ...। — ২২ সুরা হজ : ৩৪-৩৫

... আর আল্লাহকে ভয় কর যাতে তোমরা অনুগ্রহ লাভ করতে পার — ৪৯ হুজুরাত : ১০

... তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। আল্লাহ তওবা গ্রহণ করেন, দয়া করেন। — ৪৯ সুরা হজুরাত : ১২

তোমরা আল্লাহকে যথাসাধ্য ভয় কর, তাঁর আদেশ শোনো, তাঁর আনুগত্য করো ও ব্যয় করো। এতে তোমাদের নিজেদেরই মঙ্গল রয়েছে। — ৬৪ সুরা তাগাবুন : ১৬

... আল্লাহকে ভয় কর, আল্লাহ তো শাস্তিদানে কঠোর। ৫ সুরা মায়দা : ২

... আজি অবিশ্বাসীরা তোমাদের ধর্মের বিরোধিতা করতে সাহস করছে না, তাই তাদেরকে ভয় কোরো না, শুধু আমাকে ভয় কর। — ৫ সুরা মায়দা : ৩

... আল্লাহকে ভয় করবে। আল্লাহ হিসাব গ্রহণে তৎপর। — ৫ সুরা মায়দা : ৪

তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ করো। আর তোমরা যখন বলেছিলে 'শুনলাম ও মানলাম,' তখন তিনি তোমাদেরকে যে-অঙ্গীকারে আবদ্ধ করেছিলেন তা-ও স্মরণ কর ও আল্লাহকে ভয় কর। — ৫ সুরা মায়দা : ৭

...আর আল্লাহকে ভয় করো, আল্লাহর ওপরই তো বিশ্বাসীদের নির্ভর করা উচিত। — ৫ সুরা মায়িদা : ১১

হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর ; তাঁর মৈকট্যলভের উপায় অনুসন্ধান করো ও তাঁর পথে জিহাদ করো যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার। — ৫ সুরা মায়িদা : ৩৫

... সুতরাং মানুষকে ভয় কোরো না, আমাকেই ভয় করো। — ৫ সুরা মায়িদা : ৪৪

... আর যদি তোমরা বিশ্বাসী হও তবে আল্লাহকে ভয় করো। — ৫ সুরা মায়িদা : ৫৭

আর আল্লাহ তোমাদেরকে যে হালাল ও উত্তম জীবিকা দিয়েছেন তার থেকে খাও ও আল্লাহকে ভয় কর, যাঁর ওপরে তোমরা সকলে বিশ্বাস কর। — ৫ সুরা মায়িদা : ৮৮

হে বিশ্বাসিগণ! তোমাদের হাত ও বর্ষা দিয়ে যা শিকার করা যায় সে-বিষয়ে আল্লাহ তোমাদের পরীক্ষা করবেন যাতে আল্লাহ জানতে পারেন কে তাঁকে না দেখেও ভয় করে। — ৫ সুরা মায়িদা : ১৪

... আর তোমরা আল্লাহকে ভয় করো যাঁর কাছে তোমাদেরকে একত্র করা হবে। — ৫ সুরা মায়িদা : ১৬

বলো, ‘ভালো ও মদ এক নয়। যদিও মন্দের প্রাচুর্য তোমাকে চমৎকৃত করে। তাই হে বোধশক্তিসম্পন্নরা! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার!’ — ৫ সুরা মায়িদা : ১০০

তোমরা কি সে-সম্প্রদায়ের সঙ্গে যুক্ত করবে না যারা নিজেদের প্রতিশ্রূতি ভঙ্গ করেছে এবং রসূলকে বহিক্ষার করার সংকল্প করেছে? ওরাই প্রথম তোমাদের বিরুদ্ধাচারণ করেছে। তোমরা কি তাদেরকে ভয় কর? বিশ্বাসী হলে তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, এ-ই আল্লাহর কাছে শোভনীয়। — ৯ সুরা তত্ত্বা : ১৩

যে-ব্যক্তি তার ঘরের ভিত্তি তাকওয়া (আল্লাহর প্রতি ভয়) ও আল্লাহর সত্ত্বুষ্টির ওপর স্থাপন করে সে-ই ভালো, না সেই ব্যক্তি ভালো যে তার ঘরের ভিত্তি স্থাপন করে এক খাদের পড়স্ত ধসের ধারে, ফলে যা একে নিয়ে জাহানামের আগুনে গিয়ে পড়ে? আল্লাহ সীমালজনকারী সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেন না। ওদের ঘর যা ওরা তৈরি করেছে তা ওদের সন্দেহের কারণ হয়ে থাকবে, যে-পর্যন্ত না ওদের অন্তর ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। আর আল্লাহ তো সর্বজ্ঞ তত্ত্বজ্ঞানী। — ৯ সুরা তত্ত্বা : ১০৯-১১০

হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর ও সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হও। — ৯ সুরা তত্ত্বা : ১১৯

ভয় নাই : হে আদমসন্তান! যদি তোমাদের মধ্য থেকে কোনো রসূল তোমাদের কাছে এসে আমার নিদর্শনগুলো বয়ান করে, তখন যারা সাবধান হবে ও নিজেদেরকে সংশোধন করবে তাদের কোনো ভয় থাকবে না এবং তারা দুঃখিতও হবে না। — ৭ সুরা আরাফ : ৩৫

যে-কেউ সংকর্ম করবে সে আরও ভালো প্রতিফল পাবে আর সেদিন ওরা সকল শক্তিকা থেকে নিরাপদ থাকবে। — ২৭ সুরা নম্রল : ৮৯

জেনে রাখো, আল্লাহর বন্ধুদের কোনো ভয় নাই ও তারা দুঃখিতও হবে না। — ১০ সুরা ইউনস : ৬২

... কেউ বিশ্বাস করলে ও নিজকে সংশোধন করলে তার কোনো ভয় নেই আর সে দৃঢ়িতও হবে না। — ৬ সুরা আনআম : ৪৮

যারা বলে, ‘আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্’, ও অবিচলিত থাকে, তাদের কাছে ফেরেশতা অবতীর্ণ হয় ও বলে, ‘তোমরা ভয় পেয়ো না, চিন্তা কোরো না আর তোমাদের জন্য যে-জান্মাতের প্রতিক্রিয়া দেওয়া হয়েছিল তার জন্য আনন্দ করো। — ৪১ সুরা হাফ-সিজ্দা : ৩০

হে আমার দাসরা ! আজ তোমাদের কোনো ভয় নেই ও তোমাদের দুঃখ করারও কিছু নেই। তোমরাই তো আমার আয়াতে বিশ্বাস করেছিলে ও আত্মসমর্পণ করেছিলে। তোমরা ও তোমাদের স্ত্রীরা আনন্দে জান্মাতে প্রবেশ করো। — ৪৩ সুরা জুখুরুফ : ৬৮-৭০

যারা বলে, ‘আমাদের প্রতিপালক তো আল্লাহ্’ এবং এ-বিশ্বাসে অবিচলিত থাকে তাদের কোনো ভয় নেই ও তারা দৃঢ়িতও হবে না। এরাই জান্মাতের অধিকারী, সেখানে এরা স্থায়ী হবে, এ-ই তাদের কর্মফল। — ৪৬ সুরা আহকাফ : ১৩-১৪

যারা বিশ্বাস করে, যারা ইহুদি হয়েছে এবং যারা খ্রিস্টান বা সাবেয়ি (তাদের মধ্যে) যারা আল্লাহ্ ও শেষদিবসে বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে, তাদের জন্য তাদের প্রতিপালকের কাছে পুরস্কার আছে। তাদের কোনো ভয় নেই ও তারা দৃঢ়িতও হবে না। — ২ দুরা বাকারা : ৬২

হ্যা, যে সৎ কাজ করে আল্লাহ্ কাছে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করে, তার ফল প্রতিপালকের কাছে রয়েছে ও তাদের কোনো ভয় নেই ও তারা দৃঢ়িতও পাবে না। — ২ সুরা বাকারা : ১১২

যারা আল্লাহ্ পথে আপন ধনসম্পদ ব্যয় করে, আর যা ব্যয় করে তার কথা বলে বেড়ায় না ও (দান করে) কষ্টও দেয় না, তাদের পুরস্কার রয়েছে তাদের প্রতিপালকের কাছে। তাদের কোনো ভয় নেই ও তারা দৃঢ়িতও পাবে না। — ২ সুরা বাকারা : ২৬২

যে-সকল লোক রাতে বা দিনে গোপনে ও প্রকাশ্যে তাদের ধন দান করে, তাদের জন্য তাদের প্রতিপালকের কাছে পুরস্কার রয়েছে। তাই তাদের কোনো ভয় নেই ও তারা কোনো দৃঢ়িতও পাবে না। — ২ সুরা বাকারা : ২৭৪

যারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে এবং নামাজ কায়েম করে ও জাকাত দেয়, তাদের পুরস্কার আছে তাদের প্রতিপালকের কাছে। তাদের কোনো ভয় নেই, আর তারা কোনো রকম দৃঢ়িতও পাবে না। — ২ সুরা বাকারা : ২৭৭

নিশ্চয় যারা বিশ্বাসী, ইহুদি, সাবেয়ি ও খ্রিস্টান তাদের মধ্যে যে-কেউ আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাস করবে ও সৎকর্ম করবে তার কোনো ভয় নেই আর সে দৃঢ়িতও হবে না। — ৫ সুরা মায়দা : ৬৯

ভবিষ্যৎ : হে বিশ্বাসিগণ ! আল্লাহকে ভয় করো, প্রত্যেকেরই উচিত তার ভবিষ্যতের জন্য সে যা-কিছু করে সে-স্বরূপে চিন্তা করা। আল্লাহকে ভয় কর, তোমরা যা কর আল্লাহ্ তো তা জানেন। — ৫৯ সুরা হাশর : ১৮

ভান : হে বিশ্বাসিগণ ! তোমরা যা কর না তা কেন বল ? তোমরা যা কর না তোমাদের তা বল। আল্লাহ্ দৃঢ়িতে বড়ই অগ্রীতিকর। — ৬১ সুরা আস্মাফ : ২-৩

ভারসাম্য : ...আল্লাহ্ যদি মানবজ্ঞাতির একদলকে অন্যদল দিয়ে দমন না করতেন, তবে নিশ্চয় পৃথিবী ফ্যাশানে পূর্ণ হয়ে যেত। কিন্তু আল্লাহ্ বিশ্বজগতের প্রতি মঙ্গলময়। — ২ সুরা বাকারা : ২৫১

... আমি তাদের পার্থিব জীবনে তাদের মধ্যে জীবিকা বণ্টন করি, আর এককে অপরের ওপর মর্যাদায় উন্নত করি যাতে তারা একে অপরকে দিয়ে কাজ করিয়ে নিতে পারে। — ৪৩ সুরা জুখুরুফ : ৩২

তিনি আকাশকে সমুদ্ভূত রেখেছেন এবং তিনি ভারসাম্য স্থাপন করেছেন যাতে তোমরা ভারসাম্য লভন না কর। — ৫৫ সুরা রহমান : ৭-৮

... আল্লাহ্ যদি মানবজ্ঞাতির এক দলকে আর এক দল দিয়ে বাধা না দিতেন তা হলে বিধ্বস্ত হয়ে যেত (খ্রিস্টানদের) মঠ আর গির্জা, ধর্মস হয়ে যেত (ইহুদিদের) ভজনালয়, আর মসজিদ যেখানে আল্লাহর নাম বেশি করে স্মরণ করা হয়। আল্লাহ্ নিশ্চয়ই তাকে সাহায্য করেন যে তাঁর (ধর্মকে) সাহায্য করে। আল্লাহ্ নিশ্চয়ই শক্তিমান, পরাক্রমশালী। — ২২ সুরা হজ : ৪০

ভালো ও মন্দ : পৃথিবীতে আমি তাদেরকে (বনি-ইসরাইলকে) বিভিন্ন দলে বিভক্ত করি। তাদের কিছু ছিল সৎকর্মপ্রায়ণ, আবার কিছু অন্যরকম। ভালো ও মন্দ দিয়ে আমি তাদেরকে পরীক্ষা করি যাতে তারা (সৎপথে) ফিরে আসে। — ৭ সুরা আরাফ : ১৬৮

মানুষ যেভাবে ভালো চায় সেভাবেই মন্দ চায় ; আর মানুষের বড় তাড়াছড়ো। — ১৭ সুরা বনি-ইসরাইল : ১১

আল্লাহ্ যদি মানুষের অকল্যাণ হ্রাস্ত্বিত করতে চাইতেন যেভাবে তারা নিজেদের কল্যাণ হ্রাস্ত্বিত করতে চায়, তাহলে তারা ধর্মস হয়ে যেত। তাই যারা আমার সাক্ষাতের ভয় করে না আমি অবাধ্যতার জন্য তাদেরকে উদ্ব্লাস্তের ন্যায় ঘুরে বেড়াতে দিই। — ১০ সুরা ইউনুস : ১১

যারা ভালো কাজ করে তাদের জন্য আছে মঙ্গল ও আরও কিছু। কালিমা ও হীনতা ওদের মুখকে আচ্ছন্ন করবে না। ওরাই হবে স্বর্গের অধিবাসী, সেখানে ওরা থাকবে চিরকাল। যারা মন্দ কাজ করে তাদের প্রতিফল অনুরূপ মন্দ, আর তাদেরকে হীনতা আচ্ছন্ন করবে, আল্লাহর কাছ থেকে কেউ ওদেরকে রক্ষা করার থাকবে না। ওদের মুখ যেন অঙ্কুরাব রাতের আস্তরণে ঢাকা। ওরা অগ্নির অধিবাসী, সেখানে ওরা থাকবে চিরকাল। — ১০ সুরা ইউনুস : ২৬-২৭

আর আল্লাহ্ তোমাকে কষ্ট দিলে তিনি ছাড়া কেউ তা দূর করতে পারবে না। আর আল্লাহ্ যদি তোমার ভালো চান তবে তা কেউ রান্দ করতে পারবে না। তাঁর দাসদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তিনি মঙ্গল দান করেন। তিনি ক্ষমশীল, পরম দয়ালু। — ১০ সুরা ইউনুস : ১০৭

আল্লাহ্ যদি তোমাকে কষ্ট দেন তবে তিনি ছাড়া আর কেউ তা দূর করতে পারবে না। আর যদি তিনি তোমার ভালো করেন তবে তিনিই তো সর্বশক্তিমান। আর তিনি পরাক্রমশালী নিজের দাসদের ওপর। আর তিনি তত্ত্বজ্ঞানী ও সবজ্ঞাত্মা। — ৬ সুরা আনআম : ১৭-১৮

কেউ কোনো কাজ করলে সে তার দশগুণ পাবে আর কেউ কোনো অসংকাজ করলে তাকে শুধু তারই প্রতিফল দেওয়া হবে, এবং তারা অত্যাচারিত হবে না। — ৬ সুরা আনআম : ১৬০

এ হবে এক আপ্যায়ন ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু আল্লাহর পক্ষ হতে। যে-ব্যক্তি আল্লাহর দিকে মানুষকে ডাক দেয়, সৎকাজ করে আর বলে, ‘আমি তো মুসলমান’ (আত্মসমর্পণকারী) তার চেয়ে উন্নত কথা আর কার? ভালো ও মন্দ (দুই-ই) সমান হতে পারে না। ভালো দিয়ে মন্দকে বাধা দাও। এতে তোমার সাথে যার শত্রুতা সে হয়ে যাবে অস্তরঙ্গ বক্ষুর মতো। এ-চরিত্র তাদেরই হয় যারা ধৈর্যশীল, এ-চরিত্র তাদেরই হয় যারা মহাভাগ্যবান। যদি শয়তানের কুমক্ষণ তোমাকে উসকানি দেয় তবে আল্লাহর শরণ নেবে; তিনি সব শোনেন, সব জানেন। — ৪১ সুরা হা�-মিম-সিজ্দা : ৩২-৩৬

যে সংকর্ম করে সে নিজের ভালোর জন্যই তা করে, আর কেউ মন্দকর্ম করলে তার প্রতিফলও সে-ই ভোগ করবে। — ৪১ সুরা হা�-মিম-সিজ্দা : ৪৬

প্রত্যেক প্রাণকেই মরণের স্বাদ নিতে হবে। আমি তোমাদের মন্দ ও ভালো দিয়ে বিশেষভাবে পরীক্ষা করে থাকি। আর আমারই কাছে তোমাদের ফিরিয়ে আনা হবে। — ২১ সুরা আস্বিয়া : ৩৫

যা ভালো তা দিয়ে তুমি মন্দ কথার জবাব দাও। ওরা যা বলে, সে-সম্বন্ধে আমি তা ভালো করেই জানি। — ২৩ সুরা মুমিনুন : ৯৬

তোমাদের জন্য যুক্তির বিধান দেওয়া হল, যদিও এ তোমাদের পছন্দ নয়; কিন্তু তোমরা যা পছন্দ কর না সম্ভবত তা তোমাদের জন্য ভালো। আর তোমরা যা পছন্দ কর সম্ভবত তা তোমাদের জন্য মন্দ। আল্লাহ জানেন, তোমরা তো জান না। — ২ সুরা বাকারা : ২১৬

তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকা উচিত যারা (লোককে) ভালোর দিকে ডাকবে ও সৎকর্মের নির্দেশ দেবে এবং অসৎকর্মের ব্যাপারে নিষেধ করবে। আর এসব লোকই হবে সফলকাম। — ৩ সুরা আল-ই-ইমরান : ১০৪

আর তারা যেন কিছুতেই মনে না করে যে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদের যা দিয়েছেন তাতে কৃপণতা করলে তাদের ভালো হবে। না, এ তাদের জন্য মন্দ। — ৩ সুরা আল-ই-ইমরান : ১৮০

... আর তোমরা পিতৃহীনকে তাদের ধনসম্পদ সমর্পণ করবে আর ভালোর সঙ্গে মন্দ বিনিয় করবে না। আর তোমাদের সম্পদের সাথে তাদের সম্পদ খেয়ে ফেলো না। এ তো মহাপাপ। — ৪ সুরা নিসা : ২

... আর তাদের ভালো হলে তারা বলে, ‘এ আল্লাহর কাছ থেকে’। আর তাদের কোনো মন্দ হলে তারা বলে, ‘এ তোমার জন্য’। বলো, ‘সবই আল্লাহর কাছ থেকে’। এ সম্প্রদায়ের কী হয়েছে যে এরা একেবারেই কোনো কথা বোঝে না! তোমার যা ভালো হয় তা আল্লাহর কাছ থেকে আর যা খারাপ হয় তা তোমার নিজের জন্য। — ৪ সুরা নিসা : ৭৮-৭৯

কেউ কোনো ভালো কাজের সুপারিশ করলে তার মধ্যে তার অংশ থাকবে, আর কেউ কোনো মন্দ কাজের সুপারিশ করলে তার মধ্যেও তার অংশ থাকবে। আল্লাহ তো সব বিষয়েই লক্ষ রাখেন। — ৪ সুরা নিসা : ৮৫

তাদের অধিকাংশ গোপন পরামর্শে কোনো ভালো নেই, তবে যে দান-খয়রাত, সৎকর্ম ও মানুষের মধ্যে শান্তিস্থাপনের নির্দেশ দেয় (তার মধ্যে ভালো আছে), আর আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় যে এই রকম করবে তাকে আমি মহাপুরুষ্কার দেব। — ৪ সুরা নিসা : ১১৪

কেউ অণুপরিমাণ সৎকর্ম করলে সে তা দেখবে আর কেউ অণুপরিমাণ অসৎকর্ম করলে তা-ও সে দেখবে। — ৯৯ সুরা জালজালা : ৭-৮

যারা আল্লাহর সাথে অঙ্গীকার রক্ষা করে ও প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে না, আর আল্লাহ যে-সম্পর্ক অক্ষণ্ট রাখতে আদেশ করেছেন তা অক্ষণ্ট রাখে, তাদের প্রতিপালককে ভয় করে ও ভয় করে কঠিন হিসাবকে, আর যারা তাদের প্রতিপালককে খুশি করার জন্য কষ্ট করে, নামাজ কায়েম করে, আমি তাদের জীবনের যে-উপকরণ দিয়েছি তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে, আর যারা ভালোর দ্বারা মন্দকে দূর করে তাদের জন্য রয়েছে শুভ পরিণাম, স্থায়ী জান্মাত ...। — ১৩ সুরা রাদ : ২০-২৩

বলো, ‘ভালো ও মন্দ এক নয়, যদিও মন্দের প্রাচুর্য তোমাকে চমৎকৃত করে। তাই হে বোধশক্তিসম্পন্নরা ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।’ — ৫ সুরা মাযিদা : ১০০

ভাষা : আর তাঁর নির্দর্শনাবলির মধ্যে অন্যতম নির্দর্শন, আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র্য। এতে জ্ঞানীদের জন্য অবশ্যই নির্দর্শন রয়েছে। — ৩০ সুরা বুম : ২২

আমি প্রত্যেক রসূলকেই তার স্বজাতির ভাষাভাষী করে পাঠিয়েছি, তাদের কাছে পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করার জন্য। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বিভ্রান্ত করেন ও যাকে ইচ্ছা সংপথে পরিচালিত করেন, আর তিনি শক্তিমান তত্ত্বজ্ঞানী। — ১৪ সুরা ইব্রাহিম : ৪

আবারি ভাষায় কোরান দ্র।

ভোগবিলাস : আচ্ছা, তুমি ভেবে দেখো তো, যদি আমি তাদেরকে দীর্ঘকাল ভোগবিলাস করতে দিই, আর পরে ওদেরকে যে-বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছিল তা ওদের কাছে এসে পড়ে, তখন ওদের ভোগবিলাসের উপকরণ ওদের কোনো কাজে আসবে ? — ২৬ সুরা শোয়ারা : ২০৫-২০৭

তোমাদেরকে যা-কিছু দেওয়া হয়েছে তা তো পার্থিব জীবনের ভোগ ও শোভা। আর যা আল্লাহর কাছে আছে তা (আরও) ভালো ও স্থায়ী। তোমরা কি তা বুঝবে না ? যাকে আমি পুরুষ্কারের উত্তম প্রতিক্রিতি দিয়েছি, যা সে পাবে, সে কি এই লোকের সমান যাকে আমি পার্থিব জীবনের ভোগসভাব দিয়েছি এবং যাকে পরে, কিয়ামতের দিন, অপরাধী হিসেবে উপস্থিত করা হবে ? — ২৮ সুরা কাসাস : ৬০-৬১

আল্লাহ যা তোমাকে দিয়েছেন তা দিয়ে পরলোকের কল্যাণ অনুসন্ধান করো। এবং ইহলোকে তোমার বৈধ সন্তোষকে তুমি উপেক্ষা কোরো না। — ২৮ সুরা কাসাস : ৭৭

কেউ পার্থিব সুখসম্ভোগ কামনা করলে আমি তাকে যা ইচ্ছা তাড়াতাড়ি দিয়ে থাকি। পরে ওর জন্য জাহানাম নির্ধারণ করি যেখানে সে নিষিদ্ধ ও নিষ্ক্রিয় হয়ে পুড়তে থাকবে। — ১৭ সুরা বনি-ইসরাইল : ১৮

আমি তাদের (অবিশ্঵াসীদের) কতককে ভোগবিলাসের যে উপকরণ দিয়েছি তার দিকে তুমি কখনও চোখ দিয়ো না। আর (ওরা বিশ্বাসী না হওয়ার জন্য) তুমি দুঃখ কোরো না। তুমি বিশ্বাসীদের প্রতি বিনয়ী হও। — ১৫ সুরা হিজর : ৮৮

আসলে আমি তো ওদেরকে ও ওদের পূর্বপুরুষদেরকে ভোগের সুযোগ দিয়েছিলাম, যতক্ষণ না ওদের কাছে সত্য ও স্পষ্ট প্রচারের জন্য রসূল আসে। — ৪৩ সুরা জুখুফুফ : ২৯

নারী, সন্তান, রাশিকৃত স্বর্ণ ও রৌপ্যের ভাগুর, আর মার্কামারা ঘোড়া, গবাদিপশু এবং ক্ষেতখামারের প্রতি বাসনপ্রিতি (হেতু) মানুষের কাছে (তাদের) সৌন্দর্যমণ্ডিত করা হচ্ছে। এসব পার্থিবজীবনের ভোগ্যবস্ত। আর আল্লাহ, তারই নিকট তো উত্তম আশ্রয়স্থল। — ৩ সুরা আল-ই-ইমরান : ১৪

মক্কা, মকামে-ইব্রাহিম, কাবা ও কিবলা : ... আমি কি তাদের জন্য এক নিরাপদ পথিত স্থান দিই নি যেখানে আমার পক্ষ থেকে সবরকম ফলমূল জীবনের উপকরণ হিসাবে বরাদ্দ করা হয়। কিন্তু তাদের অনেকেই তা জানে না। — ২৮ সুরা কাসাস : ৫৭

আমি কল্যাণময় ক'রে অবতীর্ণ করেছি এই কিতাব যা এর পূর্বেকার কিতাবের সমর্থক আর যা দিয়ে তুমি মক্কা ও তার পার্শ্ববর্তী লোকদের সতর্ক কর। — ৬ সুরা আনআম : ১২

ওরা কি দেখে না আমি হারাম [কাবা শরিফের চারপাশের নির্দিষ্ট স্থান]-কে নিরাপদ করেছি, অথচ এর চারপাশে যেসব মানুষ আছে তাদের ওপর হামলা করা হয়। তবে কি ওরা অসত্যে বিশ্বাস করবে ও আল্লাহর অনুগ্রহ অঙ্গীকার করবে। — ২৯ সুরা আনকাবুত : ৬৭

আর স্মরণ করো সেই সময়কে যখন আমি (কাবা) ঘরকে মানুষের যিলনক্ষেত্র ও আশ্রয়স্থল করেছিলাম (আর আমি বলেছিলাম), ‘তোমরা ইব্রাহিমের দাঁড়ানোর জায়গাকে নামাজের জায়গারপে গ্রহণ করো।’ আর যখন আমি ইব্রাহিম ও ইসমাইলকে আদেশ করি যে, ‘তোমরা আমার ঘরকে পথিত রাখবে তাদের জন্য যারা এ প্রদক্ষিণ করবে, এখানে বসে এতেকাফ করবে, এখানে রুকু ও সিজদা করবে।’

(স্মরণ করো) যখন ইব্রাহিম বলেছিল, ‘হে আমার প্রতিপালক ! একে নিরাপদ শহর করো, আর এর অধিবাসীদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও পরাকালে বিশ্বাস করবে তাদেরকে খাবার জন্য দাও ফলাহার !’ তিনি বললেন, ‘যে-কেউ অবিশ্বাস করবে তাকেও কিছুকালের জন্য জীবন উপভোগ করতে দেব। তারপর তাকে নরকের শাস্তি ভোগ করতে বাধ্য করব, আর সে কী খারাপ পরিণতি !’

আর যখন ইব্রাহিম ও ইসমাইল (কাবা) ঘরের ভিত্তি স্থাপন করছিল, তখন তারা বলেছিল, ‘হে আমাদের প্রতিপালক ! আমাদের এই কাজ গ্রহণ করো। তুমি তো সব শোনো আর সব জান ...। — ২ সুরা বাকারা : ১২৫-১২৭

নির্বোধ লোকেরা বলবে যে, ‘তারা এ-পর্যন্ত যে কিবলা অনুসরণ করে আসছিল তার থেকে কিসে তাদেরকে ফিরিয়ে দিল ?’

বলো, ‘পূর্ব ও পশ্চিম আল্লাহরই। তিনি যাকে ইচ্ছা সরল পথে পরিচালিত করেন।’

এভাবে আমি তোমাদেরকে এক মধ্যপদ্ধতি জাতিরাপে প্রতিষ্ঠিত করেছি যাতে তোমরা মানবজাতির জন্য সাক্ষী হতে পার, আর রসূল তোমাদের জন্য সাক্ষী হবে। তুমি এ-পর্যন্ত যে-কিবলা অনুসরণ করছিলে তা এইজন্যে প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম যাতে আমি জানতে পারি কে রসূলকে অনুসরণ করে আর কে ফিরে যায়? আল্লাহ যাদেরকে সংপথে পরিচালিত করেছেন তারা ছাড়া অন্যের কাছে এ-তো কঠিন। আল্লাহ এমন নন যে তিনি তোমাদের বিশ্বাসকে ব্যর্থ করেন। মানুষের জন্যে তো আল্লাহর অনুকূল্যা, বড়ই দয়া।

আমি লক্ষ করি তুমি আকাশের দিকে বারবার তাকাও, তাই তোমাকে এমন কিবলার দিকে দুরিয়ে দিচ্ছি যা তুমি পছন্দ করবে। সুতরাং তুমি মসজিদ-উল-হারামের (পবিত্র কাবা ঘরের) দিকে মুখ ফেরাও। তোমরা যেখানেই থাক-না কেন কাবার দিকে মুখ ফেরাও। আর যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে তারা নিশ্চিতভাবে জানে যে, এ তাদের প্রতিপালক প্রেরিত সত্য। তারা যা করে তা আল্লাহর অভানা নেই। যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে তুমি যদি তাদের কাছে সমস্ত প্রমাণ পেশ কর তবুও তারা তোমার কিবলার অনুসরণ করবে না। আর তুমিও তাদের কিবলা অনুসরণ করবে না। তারাও কেউ কারও কিবলার অনুসরণ করবে না। তোমার কাছে জ্ঞান আসার পর তুমি যদি তাদের খেয়ালখুশির অনুসরণ কর তবে তুমি তো সীমালঙ্ঘন করবে। — ২ সুরা বাকারা : ১৪২-১৪৫

আর প্রত্যেকের একটা দিক আছে যার দিকে সে মুখ করে দাঁড়ায়। অতএব তোমরা সংকর্মে প্রতিযোগিতা কর। তোমরা যেখানেই থাক-না কেন আল্লাহ তোমাদের সকলকে একত্র করবেন। আল্লাহ সব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

আর যেখান থেকেই তুমি বের হও না কেন মসজিদ-উল-হারামের দিকে মুখ ফেরাও। নিশ্চয় এ তোমার প্রতিপালকের কাছ থেকে প্রেরিত সত্য। তোমরা যা করছ তা আল্লাহর অগোচর নয়। আর তুমি যেখান থেকেই বের হও না কেন মসজিদ-উল-হারামের দিকে মুখ ফেরাও, আর যেখানেই থাক-না কেন (তার) দিকে মুখ ফেরাবে, যাতে যারা সীমালঙ্ঘন করে তারা ছাড়া অন্য কেউ তোমাদের সঙ্গে যেন তর্ক করতে না পারে। তাই তাদেরকে ভয় কোরো না, একমাত্র আমাকেই ভয় করো যাতে আমি আমার সম্পদ তোমাদেরকে পুরোপুরি দিতে পারি, আর যাতে তোমরা সংপথে পরিচালিত হতে পার। — ২ সুরা বাকারা : ১৪৮-১৫০

... আর মসজিদ-উল-হারামের কাছে তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ কোরো না, যতক্ষণ না তারা সেখানে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে। — ২ সুরা বাকারা : ১৯১

নিশ্চয় মানবজাতির জন্য সর্বপ্রথম যে-গৃহ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা তো বাক্সা [মিকার অপর নাম]-য়, তা আশীর্বাদপ্রাপ্ত ও বিশুজ্জগতের দিশারী। সেখানে বহু স্পষ্ট নির্দশন রয়েছে; (যেমন) ইব্রাহিমের দাঁড়াবার স্থান। আর যে-কেউ সেখানে প্রবেশ করে সে নিরাপদ। মানুষের মধ্যে যার সেখানে যাওয়ার সামর্থ্য আছে আল্লাহর উদ্দেশ্যে সেই গৃহের হজ করা তার অবশ্য কর্তব্য। আর যে অঙ্গীকার করবে সে জেনে রাখুক আল্লাহ বিশুজ্জগতের ওপর নির্ভর করেন না। — ৩ সুরা আল-ই-ইমরান : ৯৬-৯৭

আল্লাহ তাঁর নাম স্মরণ করার জন্য যেসব ঘরকে মর্যাদায় উন্নত করেছেন সেখানে সকাল ও সন্ধ্যায় তাঁর মহিমা ঘোষণা করে ...। — ২৪ সুরা নূর : ৩৬

যারা অবিশ্বাস করে ও মানুষকে আল্লাহ'র পথে বাধা দেয়, আর যে মসজিদ-উল-হারামকে আমি স্থানীয় ও বহিরাগত সকলের জন্য সমান করেছি তা থেকে মানুষকে নিষ্পত্তি করে, তাদেরকে আমি কঠিন শাস্তির আশাদ গ্রহণ করাব, আর যে সীমালঞ্চন ক'রে মসজিদ-উল-হারামে পাপ কাজ করতে ইচ্ছা করে তাকেও। আর স্মরণ করো যখন আমি ইব্রাহিমের জন্য কাবা ঘরের জ্যায়গা ঠিক করে দিয়েছিলাম, (তখন বলেছিলাম) আমার সঙ্গে কোনো শরিক কোরো না আর আমার ধরকে পবিত্র রেখে তাদের জন্য যারা তওয়াফ করে ও যারা নামাজে দাঁড়ায়, রুকু ও সিজদা করে। — ২২ সুরা হজ : ২৫-২৬

তারপর (ইজের সময়) তারা যেন তাদের দৈহিক অপরিচ্ছন্নতা দূর করে ও তাদের মানত পূর্ণ করে এবং প্রাচীন ঘর (কাবা) তওয়াফ করে। — ২২ সুরা হজ : ২৯

... তারপর ওদের কোরবানির জ্যায়গা হবে প্রাচীন ঘরের (কাবা) কাছে। — ২২ সুরা হজ : ৩০

আমি মক্তা অঞ্চলে ওদের ওপর তোমাদেরকে জ্যী করার পর তাদের হাতকে তোমাদের বিরুদ্ধে ও তোমাদের হাতকে তাদের বিরুদ্ধে নিরস্ত করেছি। তোমরা যা-কিছু কর আল্লাহ'হ তা দেখেন। ওরাই তো অবিশ্বাস করেছিল আর তোমাদের নিষ্পত্তি করেছিল মসজিদ-উল-হারাম থেকে ও কোরবানির পশুদের বাধা দিয়েছিল কোরবানির জ্যায়গায় পৌছতে। (আল্লাহ'হ মক্কায় জ্বর করে ঢোকার নির্দেশ দিতেন) যদি (ওদের মধ্যে) বিশ্বাসী পুরুষ ও নারী না থাকত, — যাদের কথা তোমরা জান না, যদেরকে পদদলিত করলে সেই অজানা অপরাধের জন্য তোমাদের দোষারোপ করা হতো। (কিন্তু তিনি এ-ই স্থির করলেন) যাতে যাকে ইচ্ছা তিনি অনুগ্রহ করতে পারেন। যদি ওরা (বিশ্বাসীরা) প্রথক থাকত, আমি অবিশ্বাসীদের মারাত্মক শাস্তি দিতাম।

যখন অবিশ্বাসীরা তাদের অন্তরে জাহেলিয়ার [প্রাক-ইসলামী যুগের] ঔদ্ধত্য পোষণ করছিল তখন আল্লাহ'হ তার রসূল ও বিশ্বাসীদের প্রশাস্তি দান করলেন এবং তাদেরকে সংহত করলেন আত্মসংঘর্ষের নীতিতে। আর তার জন্য তারা ছিল অনেক বেশি যোগ্য ও উপযুক্ত ব্যক্তি। আল্লাহ'হ সব বিষয়ই ভালো করে জানেন। আল্লাহ'হ তার রসূলের শপুর পূর্ণ করছেন। আল্লাহ'হ ইচ্ছায় তোমরা অবশ্যই মসজিদ-উল-হারামে নিরাপদে প্রবেশ করবে, কেউ-কেউ মুণ্ডিত মাথায়, কেউ-কেউ চুল কেটে। তোমাদের কোনো ভয় থাকবে না। আল্লাহ'হ জানেন তোমরা যা জান না। এ-ছাড়া তিনি তোমাদের দিয়েছেন এক আসন্ন বিজয়। — ৪৮ সুরা ফাতাহ : ২৪-২৭

... তোমাদেরকে মসজিদ-উল-হারামে বাধা দেওয়ার জন্য কোনো সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ যেন কখনও তোমাদেরকে সীমালঞ্চনে প্ররোচিত না করে। — ৫ সুরা মায়দা : ২

অঙ্গীবাদীরা যখন নিজেদের অবিশ্বাস সম্পর্কে নিজেরাই সাক্ষ্য দেয় তখন তাদের আল্লাহ'হ মসজিদ রক্ষণাবেক্ষণ না করাই উচিত। এরাই তারা যাদের কাজকর্ম পণ্ড। আর এরা আগুনে স্থায়ীভাবে বাস করবে। তারাই তো আল্লাহ'হ মসজিদ রক্ষণাবেক্ষণ করবে যারা আল্লাহ'হ ও পরকালে বিশ্বাস করে, নামাজ কার্যম করে, জ্ঞাকাত দেয়, এবং আল্লাহ'হ ছাড়া অন্য কাউকেও ভয় করে না ; ওদেরই সংপথ পাওয়ার আশা আছে। যারা হাজিদের পানি সরবরাহ করে ও মসজিদ-উল-হারামের রক্ষণাবেক্ষণ করে তোমরা কি তাদের সমজ্ঞান কর যারা আল্লাহ'হ ও পরকালে বিশ্বাস করে এবং আল্লাহ'হ পথে জিহাদ করে? আল্লাহ'হ নিকট

ওরা সমতুল্য নয়। আল্লাহ সীমালজ্ঞনকারী সম্প্রদায়কে সৎপথ প্রদর্শন করেন না। — ৯
সুরা তওবা : ১৭-১৯

হে বিশ্বসিগণ ! অংশীবাদীরা তো অপবিত্র ; তাই এ-বিষয়ের পর তারা যেন মসজিদ-
উল-হারামের কাছে না আসে। যদি তোমরা দারিদ্র্যের ভয় কর তবে জেনে রাখো আল্লাহ
ইচ্ছা করলে তাঁর নিজ করুণায় তোমাদের অভাব দূর করতে পারেন। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ,
তত্ত্বজ্ঞানী। — ৯ সুরা তওবা : ২৮

মতভেদ ও মীমাংসা : যেসব বিষয়ে বনি-ইসরাইল মতভেদ করে তার বেশির ভাগ
ব্যাপার তো এই কোরান তাদের কাছে বয়ান করে। আর বিশ্বাসীদের জন্য এ-তো পথনির্দেশ
ও দয়া। তোমার প্রতিপালক তো তাঁর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেবেন।
তিনি পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ। — ২৭ সুরা নমল : ৭৬-৭৮

মানুষ ছিল এক জাতি, পরে তারা মতভেদ সৃষ্টি করে। তোমার প্রতিপালকের
পূর্বযোগণ না থাকলে তারা যে-বিষয়ে মতভেদ ঘটায় তার মীমাংসা তো হয়ে যেত।
— ১০ সুরা ইউনুস : ১৯

আমি অবশ্যই মুসাকে কিতাব দিয়েছিলাম, তারপর তা নিয়ে মতভেদ ঘটেছিল। তোমার
প্রতিপালকের পূর্বযোগণ না থাকলে ওদের মীমাংসা হয়ে যেত। ওরা এ (কিতাব) সম্বন্ধে
বিভ্রান্তির সন্দেহে ছিল। — ১১ সুরা হুদ ১১০ : = ৪১ সুরা হ-মিম-সিজ্দা : ৪৫

তোমার প্রতিপালক ইচ্ছা করলে সমস্ত মানুষকে এক জাতি করতে পারতেন, কিন্তু তারা
মতভেদ করতেই থাকবে ; তবে তোমার প্রতিপালক যাদেরকে দয়া করেন তারা নয়, আর
তিনি ওদেরকে এজনেই সৃষ্টি করেছেন। ‘আমি জিন ও মানুষ উভয় দ্বারা জাহানাম পূর্ণ
করবই’ — তোমার প্রতিপালকের এ-কথা পূর্ণ হবেই। — ১১ সুরা হুদ : ১১৮-১১৯

বলো, ‘আমি আমার প্রতিপালকের স্পষ্ট প্রমাণের ওপর নির্ভর করি, অথচ তোমরা তা
প্রত্যাখ্যান করেছ। তোমরা যা সত্ত্ব চাচ্ছ তা আমার কাছে নেই। কর্তৃত তো আল্লাহরই।
তিনিই সত্য ব্যাপ করেন। আর তিনিই শ্রেষ্ঠ মীমাংসকারী।’

বলো, ‘তোমরা যা সত্ত্ব চাচ্ছ তা যদি আমার কাছে থাকত তবে আমার ও তোমাদের
মধ্যকার বিরোধের তো মীমাংসাই হয়ে যেত।’ আর আল্লাহ তো সীমালজ্ঞনকারীদের সম্বন্ধে
ভালো করেই জানেন। — ৬ সুরা আনআম : ৫৭-৫৮

অবশ্যই যারা ধর্ম সম্বন্ধে নানা মতের সৃষ্টি করেছে ও বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়েছে তাদের
কেনো কাজের দায়িত্ব তোমার নয়, তাদের বিষয়ে আল্লাহর এখতিয়ারে। আল্লাহ তাদের
কৃতকর্ম সম্বন্ধে তাদেরকে জানিয়ে দিবেন। — ৬ সুরা আনআম : ১৫৯

... প্রত্যেকেই নিজের কাজের জন্য দায়ী আর কেউ অন্য কারও ভার বইবে না।
তারপর তোমাদের প্রতিপালকের কাছেই তোমাদের প্রত্যাবর্তন। তারপর, যে-বিষয়ে তোমরা
মতান্তর ঘটিয়েছিলে তা তিনি তোমাদের জানিয়ে দিবেন। — ৬ সুরা আনআম : ১৬৪

বলো, ‘হে আল্লাহ ! আকাশ ও পৃথিবীর সুষ্টা, দশ্য ও অদ্যুরে পরিজ্ঞাতা, তুমি তোমার
দাসদের মধ্যে বিচার করে দেবে যে-বিষয়ে তারা মতভেদ করে।’ — ৩৯ সুরা জুমা : ৪৬

তোমরা যে-বিষয়েই মতভেদ কর-না কেন তার শীমাংসা তো আল্লাহরই কাছে। বলো, ‘ইনিই আল্লাহ, আমার প্রতিপালক, আমি তার ওপর নির্ভর করি ও আমি তাঁরই দিকে মুখ ফিরিয়েছি।’ — ৪২ সুরা শুরা : ১০

ওদের কাছে জ্ঞান আসার পরও শুধু পরম্পরের প্রতি বিশ্বেষণত ওরা মতভেদ ঘটায়; এক নির্ধারিত কাল পর্যন্ত অব্যাহতি সম্পর্কে তোমার প্রতিপালকের পূর্বৰোধগা না থাকলে ওদের বিষয়ে ফয়সালা হয়ে যেত। ওদের পর যারা কিতাবের উত্তরাধিকারী হয়েছে তারা কোরান সম্পর্কে বিভ্রান্তিকর সন্দেহে রয়েছে। — ৪২ সুরা শুরা : ১৪

ঈসা যখন স্পষ্ট নির্দশন নিয়ে এল, সে বলেছিল, ‘তোমরা যে-বিষয়ে মতভেদ করছ তা স্পষ্ট করে দেওয়ার জন্য আমি তোমাদের কাছে হিকমত (তত্ত্বজ্ঞান) নিয়ে এসেছি। সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর আর আমার অনুসরণ করো। আল্লাহই তো আমার প্রতিপালক ও তোমাদের প্রতিপালক। তাই তাঁর উপাসনা করো, এ-ই সরল পথ।’ তারপর ওদের বিভিন্ন দল নিজেদের মধ্যে মতভেদের সৃষ্টি করল। তাই শীমালজ্ঞনকারীদের জন্য নিদারণ দিনের শাস্তির দুর্ভূতি অপেক্ষা করছে। — ৪৩ সুরা জুখুরুফ : ৬৩-৬৫

আমি তো বনি-ইসরাইলকে কিতাব, কর্তৃত ও নবুয়ত দান করেছিলাম। আমি ওদেরকে দিয়েছিলাম উত্তম জীবনোপকরণ ও বিশ্বজগতের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব। আর ওদেরকে আমি সুস্পষ্ট বিধান দিয়েছিলাম। কিন্তু জ্ঞানপ্রাপ্তির পর ওরা নিজেরাই দৰ্শা করে একে অপরের বিরোধিতায় নিষ্পত্তি হয়। ওরা যে-বিষয়ে মতভেদতা করত, তোমার প্রতিপালক কিয়ামতের দিন ওদের মধ্যে সে-বিষয়ের শীমাংসা করে দেবেন। — ৪৫ সুরা জাসিয়া : ১৬-১৭

বিশুদ্ধ চিত্তে তাঁর দিকে মুখ ফিরাও। তাঁকে ভয় করো। নামাজ কায়েম করো ও অংশীবাদীদের অস্তর্ভুক্ত হয়ে না, যারা ধর্ম সম্বন্ধে নানা মতের সৃষ্টি করেছে ও বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়েছে। প্রত্যেক দলই নিজ নিজ মতবাদ নিয়ে সন্তুষ্ট। — ৩০ সুরা রাম : ৩১-৩২

ওরা বলো, ‘তোমরা যদি সত্য বলো, তবে বলো, ‘এর শীমাংসা কবে হবে?’ বলো, ‘শীমাংসার দিন অবিশ্বাসীদের বিশ্বাস তাদের কোনো কাজে আসবে না, আর তাদেরকে অবকাশও দেওয়া হবে না।’ সুতরাং তুমি তাদের উপেক্ষা কর, আর প্রতীক্ষা করো, তারাও প্রতীক্ষা করছে। — ৩২ সুরা সিজদা : ২৮-৩০

... তোমাদের যে-বিষয়ে মতভেদে আল্লাহ কিয়ামতের দিনে তা তো পরিষ্কার করে প্রকাশ করে দেবেন। — ১৬ সুরা নাহল : ৯২

কিন্তু তারা (মানুষ) নিজেদের ব্যাপারকে (ধর্মকে) বছভাগে বিভক্ত করেছে। প্রত্যেক দলই নিজ নিজ মতবাদ নিয়ে সন্তুষ্ট। তাই ওদেরকে কিছুকালের জন্য বিভ্রান্তিতে থাকতে দাও। — ২৩ সুরা মুমিনুন : ৫৩-৫৪

মানুষ ছিল এক জাতি। তারপর আল্লাহ নবিদের সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসাবে পাঠান। আর মানুষের মধ্যে যে-বিষয়ে মতভেদ সৃষ্টি হয়েছিল তার শীমাংসার জন্য তিনি সত্যসহ কিতাব অবতীর্ণ করেন। আর যাদেরকে তা দেওয়া হয়েছিল তাদের কাছে স্পষ্ট নির্দশন আসার পর তারা শুধু পরম্পর বিশ্বেষণত মতভেদ করত। তারপর তারা যে-ভিন্নমত পোষণ করত আল্লাহ সে-বিষয়ে নিজ অনুগ্রহে সত্য পথে যারা বিশ্বাস

করে তাদেরকে পরিচালিত করেন। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা সরল পথে পরিচালিত করেন। — ২ সুরা বাকারা : ২১৩

আর তোমরা তাদের মতো হয়ো না যারা তাদের কাছে স্পষ্ট নির্দেশন আসার পর বিভক্ত হয়েছে ও নিজেদের মধ্যে মতান্তর সৃষ্টি করেছে। তাদের জন্য রয়েছে মহাশান্তি। — ৩ : ১০৫

... আর যদি কোনো বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতভেদ ঘটে সে-বিষয়ে আল্লাহ্ ও রসূলের কাছে ফিরিয়ে দাও (মীমাংসার জন্য), যদি তোমরা আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাস কর। এই ভালো ও (এর) শেষ ভালো। — ৪ সুরা নিসা : ৫৯

যাদের কিতাব দেওয়া হয়েছিল তাদের মধ্যে মতভেদের সৃষ্টি হল তাদের কাছে স্পষ্ট প্রমাণ আসার পর। — ৯৮ সুরা বাহুয়িল : ৪

... সীমালঙ্ঘনকারীরা অশেষ মতভেদে রয়েছে। — ২২ সুরা হজ : ৫৩

তোমরা যে-বিষয়ে মতভেদ করছ আল্লাহ্ কিয়ামতের দিন সে-বিষয়ে তোমাদের মধ্যে শীমাংসা করে দেবেন।' — ২২ সুরা হজ : ৬৯

বিশ্বাসীদের দুই দল দ্বন্দ্বে লিপ্ত হলে তুমি তাদের মধ্যে ফয়সালা করে দেবে। তারপর তাদের এক দল যদি অন্য দলের বিরুদ্ধে সীমা ছাড়িয়ে যায়, তবে তাদের সাথে যুদ্ধ করবে যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা আল্লাহ্ নির্দেশের কাছে আত্মসমর্পণ করে। যদি তারা আত্মসমর্পণ করে তবে তাদের ন্যায়ের সঙ্গে ফয়সালা করে দেবে, সুবিচার করবে। যারা ন্যায়বিচার করে আল্লাহ্ তাদেরকে ভালোবাসেন। — ৪৯ সুরা হজুরাত : ৯

মদ ও জুয়া : আর খেজুরগাছ ও আঙুর থেকে তোমরা মদ ও ভালো খাবার পেয়ে থাক; এর মধ্যে তো বোধশক্তিসম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য নির্দেশন রয়েছে। — ১৬ সুরা নাহল : ৬৭

লোকে তোমাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে, বলো, 'দুয়ের মধ্যেই মহাদোষ, মানুষের জন্য উপকারণ আছে, কিন্তু উপকারের চেয়ে ওদের দোষই বেশি।' — ২ সুরা বাকারা : ২১৯

হে বিশ্বাসিগণ ! তোমরা নেশার অবস্থায় নামাজের কাছে যেয়ো না, যতক্ষণ না তোমরা কী বলছ তা বুঝতে পার। ... ৪ সুরা নিসা : ৪৩

হে বিশ্বাসিগণ ! মদ, জুয়া, ঘূর্তি ও ভাগ্যপরীক্ষার তীর ঘণ্ট বস্তু, শয়তানের কাজ। সুতরাং তোমরা তা বর্জন করো যাতে তোমরা সফল হতে পার। শয়তান তো মদ ও জুয়ার দ্বারা তোমাদের মধ্যে শক্তি ও বিদ্রোহ ঘটাতে চায় এবং আল্লাহ্ ধ্যানে ও নামাজে তোমাদেরকে বাধা দিতে চায় ! তাহলে তোমরা কি নিবৃত্ত হবে না ? — ৫ সুরা মায়দা : ৯০-৯১

মধু : মৌমাছি দ্র।

মধ্যপদ্মা ও মধ্যপদ্মী জাতি : আর যখন তারা ব্যয় করে তখন তারা অমিতব্যয় করে না, কার্পণ্যও করে না। না, তারা এ-দুয়ের মধ্যবর্তী পদ্মা অবলম্বন করে। — ২৫ সুরা ফুরকান : ৬৭

(কপণের মতো) তোমার হাত যেন গলায় বাঁধা না থাকে, বা তোমার হাত যেন সম্পূর্ণ খোলা না থাকে, থাকলে তোমার নিম্ন হবে, তুমি সব খুইয়ে ফেলবে। — ১৭ সুরা বনি-ইসরাইল : ২৯

... ନାମାଜେ ସ୍ଵର ଉଚ୍ଚ କୋରୋ ନା ବା ବେଶ କୀଟିଗା କୋରୋ ନା ଆର ଏ-ଦୂଯେର ମଧ୍ୟପଥ ଅବଲମ୍ବନ କରୋ । — ୧୭ ସୁରା ବନ୍ଦି-ଇସରାଇଲ : ୧୧୦

ଏଭାବେ ଆମି ତୋମାଦେରକେ ଏକ ମଧ୍ୟପଥି ଜାତି ହିସାବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରେଛି ଯାତେ ତୋମରା ମାନବଜାତିର ଜନ୍ୟ ସାକ୍ଷୀ ହତେ ପାର, ଆର ରସୁଲ ତୋମାଦେର ଜନ୍ୟ ସାକ୍ଷୀ ହବେ । — ୨ ସୁରା ବାକାରା : ୧୪୩

ଏ ଏଜନ୍ୟ ଯେ, ତୋମରା ଯା ହାରିଯେଛେ ତାତେ ମେନ ତୋମରା ବିରଷ ନା ହେଉ, ଆର ଯା ତିନି ତୋମାଦେରକେ ଦିଯେଛେ ତାର ଜନ୍ୟ ଖୁଣିତେ ଉପସିତ ନା ହେଉ । ଆଜ୍ଞାହ୍ ଭାଲୋବାସେନ ନା ଉକ୍ତତ ଅହଂକାରୀଦେର । — ୫୭ ସୁରା ହାଦିଦ : ୨୩

ମନୋନୀତ ବନ୍ଧୁ : ଆଜ୍ଞାହ୍ ତୋ ଆଦିମ, ନୁହ ଓ ଇତ୍ତାହିମେର ବନ୍ଧୁଧର, ଏବଂ ଇମରାନେର ବନ୍ଧୁଧରକେ ବିଶ୍ଵଜଗତେ ମନୋନୀତ କରେଛେ । ଏରା ପରମ୍ପରାର ପରମ୍ପରାର ବନ୍ଧୁଧର । ଆର ଆଜ୍ଞାହ୍ ତୋ ସବ ଶୋନେନ, ସବ ଜାନେନ । — ୩ ସୁରା ଆଲ-ଇ-ଇମରାନ : ୩୩-୩୪

ମନ୍ଦ : ଭାଲୋ ଓ ମନ୍ଦ ଦ୍ର.

ମନ୍ଦ କଥାର ପ୍ରଚାରଣା : ମନ୍ଦ କଥାର ପ୍ରଚାରଣା ଆଜ୍ଞାହ୍ ଭାଲୋବାସେନ ନା, ତବେ ଯାର ଓପର ଅତ୍ୟାଚାର କରା ହୁଯେଛେ ତାର କଥା ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର । ଆଜ୍ଞାହ୍ ସବ ଶୋନେନ, ସବ ଜାନେନ । — ୪ ସୁରା ନିମା : ୧୪୮

ମନ୍ଦେର ଆଚରଣେର ପୁନରାବୃତ୍ତି : ସନ୍ତ୍ରବ୍ଧ ତୋମାଦେର ପ୍ରତିପାଳକ ତୋମାଦେର ଓପର ଦୟା କରବେନ ; କିନ୍ତୁ ତୋମରା ଯଦି ତୋମାଦେର ପୂର୍ବ ଆଚରଣେର ପୁନରାବୃତ୍ତି କର ତବେ ତିନିଓ ତାର ଆଚରଣେର ପୁନରାବୃତ୍ତି କରବେନ । ଜାହାନ୍ମାମକେ ଆମି ଅବିଶ୍ୱାସୀଦେର ଜନ୍ୟ କାରାଗାର କରେଛି । — ୧୭ ସୁରା ବନ୍ଦି-ଇସରାଇଲ : ୮

ମନ୍ଦେର ଦୌଡ଼ : ଯାରା ମନ୍ଦ କାଜ କରେ ତାରା କି ମନେ କରେ ଯେ, ତାରା ଆମାର ଆୟତ୍ତେର ବାଇରେ ଥେକେ ଯାବେ ? ତାଦେର ଧାରଣା କତ ଖାରାପ ! ଯେ ଆଜ୍ଞାହ୍ର ସାକ୍ଷାଂକାର କାମନା କରେ ସେ ଜେଳେ ରାଖୁକ, ଆଜ୍ଞାହ୍ର ନିର୍ଧାରିତ କାଲ ଆସବେଇ । ତିନି ସବ ଶୋନେନ, ସବ ଜାନେନ । — ୨୯ ସୁରା ଆନକାବୁତ : ୫-୫

ମନ୍ଦେର ପ୍ରତିଫଳ : କର୍ମଫଳ ଓ ହିସାବ ଦ୍ର.

ମନ୍ଦେର ମୋକାବିଲା : ଭାଲୋ ଓ ମନ୍ଦ ଦ୍ର.

ମନ୍ଦି : (ଆଜ୍ଞାହ୍ ବଲନେନ, 'ଫେରାଉନ !) ଆଜ ଆମି ତୋମାର ଦେହକେ ସଂରକ୍ଷଣ କରବ ଯାତେ ତୁମି ତୋମାର ପରବର୍ତ୍ତୀଦେର ନିର୍ଦର୍ଶନ ହୁୟେ ଥାକ । ଅବ୍ୟ ମାନୁଷେର ମଧ୍ୟେ ଅନେକେଇ ଆମାର ନିର୍ଦର୍ଶନ ସମ୍ବକ୍ତେ ଥେଯାଲ କରେ ନା !' — ୧୦ ସୁରା ଇଉନୁସ : ୧୨

ମରିଯମ : ଈଶ୍ଵା ଦ୍ର.

ମସଜିଦ : ଆର ସିଙ୍ଗଦାର ଥାନ ତୋ ଆଜ୍ଞାହ୍ର ଜନ୍ୟ । ମୁତରାଂ ଆଜ୍ଞାହ୍ର ସଙ୍ଗେ ତୋମରା ଅନ୍ୟ କାଉକେ ଡେକୋ ନା । — ୭୨ ସୁରା ଜିନ : ୧୮

ଯେ ଆଜ୍ଞାହ୍ର ମସଜିଦେ ତାର ନାମ ସ୍ମରଣ କରାତେ ବାଧା ଦେଇ ଓ ତା ଧବିନ୍ କରାର ଚେଷ୍ଟା କରେ ତାର ଚେଯେ ବଡ଼ ସୀମାଲଭୟନକାରୀ କେ ହତେ ପାରେ ? ଭୟ ନା କରେ ତାଦେର ମେଖାନେ ଢୋକା ଉଚ୍ଚିତ ନାୟ । ପୃଥ୍ବୀତେ ତାଦେର ଜନ୍ୟ ଲାଞ୍ଛନାଭୋଗ ଓ ପରକାଳେ ତାଦେର ଜନ୍ୟ ରହେଛେ କଠିନ ଶାସ୍ତି । — ୨ ସୁରା ବାକାରା : ୧୧୪

...আর মসজিদ-উল-হারামের কাছে তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ কোরো না, যতক্ষণ না তারা সেখানে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে। — ২ সূরা বাকারা : ১১১

আল্লাহ্ তাঁর নাম স্মরণ করার জন্য যে সব ঘরকে মর্যাদায় উন্নত করেছেন সেখানে সকাল ও সন্ধিয় তাঁর পবিত্র মহিমা ঘোষণা করে ...। — ২৪ সূরা নূর : ৩৬

... আল্লাহ্ যদি মানবজাতির একদলকে আর-এক দল দিয়ে বাধা না দিতেন তা হলে বিধ্বস্ত হয়ে যেত (খিস্টানদের) ঘঠ ও গির্জা, ধর্মস হয়ে যেত (ইহুদিদের) ভজনালয়, আর মসজিদ — যেখানে আল্লাহ্ নাম বেশি করে স্মরণ করা হয়। — ২২ সূরা হজ : ৪০

অংশীবাদীরা যখন নিজেদের অবিশ্বাস সম্পর্কে নিজেরাই সাক্ষ্য দেয় তখন তাদের আল্লাহ্ মসজিদ রক্ষণাবেক্ষণ না করাই উচিত। এরাই তারা যাদের কাজকর্ম ব্যর্থ। আর এরা আগনুনে স্থায়ীভাবে থাকবে। তারাই তো আল্লাহ্ মসজিদ রক্ষণাবেক্ষণ করবে যারা আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাস করে, নামাজ কায়েম করে, জাকাত দেয়, এবং আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকেই ভয় করে না ; ওদেরই সংপথ পাওয়ার আশা আছে। — ৯ সূরা তওবা : ১৭-১৮

হে বিশ্বাসিগণ ! অংশীবাদীরা তো অপবিত্র, তাই এ-বছরের পর তারা যেন মসজিদ-উল-হারামের কাছে না আসে। — ৯ সূরা তওবা : ২৮

(মুনাফেকদের মধ্যে) যারা ক্ষতিসাধন, সত্য প্রত্যাখ্যান ও বিশ্বাসীদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে একটি মসজিদ নির্মাণ করেছিল তার (আবু আমিরের) জন্য যে পূর্বে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিল। তারা হলফ করে বলবে ‘আমরা সৎ উদ্দেশ্যেই এটা করেছি।’ আল্লাহ্ সাক্ষী, নিচ্য ওরা যিথ্যাবাদী। তুমি নামাজের জন্য এর মধ্যে কখনও দাঁড়াবে না। যে-মসজিদের ভিত্তি প্রথম দিন থেকেই ধর্মকর্মের জন্য স্থাপিত ও খানেই নামাজের জন্য দাঁড়ানো তোমার জন্য উচিত। ওখানে পবিত্র হতে চায় এমন লোক তুমি পাবে, আর যারা পবিত্র হয় আল্লাহ্ তাদেরকে পছন্দ করেন। — ৯ সূরা তওবা : ১০৭-১০৮

মসজিদ-উল-আকসা : মুহাম্মদ ও মিরাজ দ্র.

মসজিদ-উল-হারাম : মকাম-ই-ব্রাহিম, কাবা ও কিবলা দ্র.

মসিহ : [‘মসিহ’র অর্থ স্পর্শ, সঙ্গী বা পরিব্রাজক। ঈশা রোগীকে স্পর্শ করলে রোগমুক্ত হতো, এই বিশ্বাসে ঈশাকে ‘মসিহ’ নামে অভিহিত করা হয়।] ঈশা দ্র.

মহাপাপ : অক্ষমার্থ পাপ দ্র.

মহাপুরুষ্কার : বিশ্বাস, সংকর্ম ও পুরুষ্কার দ্র.

মহাপ্রলয় : কিয়ামত দ্র.

মহাশাস্তি : কেউ তার বিশ্বাসস্থাপনের পর আল্লাহকে অস্তীকার করলে ও অবিশ্বাসের জন্য তার হাদয় উন্মুক্ত রাখলে তার ওপর আল্লাহর গজব পড়বে ও তার জন্য রয়েছে মহাশাস্তি, (অবশ্য) তার জন্য নয় যাকে অবিশ্বাস করতে বাধ্য করা হয়েছে, তার চিন্ত তো বিশ্বাসে আটল। — ১৬ সূরা নাহল : ১০৬

মহাশূন্যে অভিষান : হে জিন ও মানবসম্প্রদায় ! তোমরা যদি আকাশ ও পৃথিবী অতিক্রম করতে পার তো অতিক্রম কর ; কিন্তু তোমরা আমার অনুমতি ছাড়া তা অতিক্রম করতে পারবে না। — ৫৫ সূরা রহমান : ৩৩

মহাসাফল্য ১ জন্মাত দ্র.

মাকড়সা ১ যারা আল্লাহর পরিবর্তে অন্যকে অভিভাবকরাপে গ্রহণ করে তাদের উপমা মাকড়সা। সে নিজের জন্য বাসা তৈরি করে, অথচ ঘরের মধ্যে মাকড়সার বাসাই দুর্বলতম, অবশ্য যদি ওরা তা জানত। — ২৯ সুরা আনকাবুত ১

মাটির পোকা ১ যখন ঘোষিত শাস্তি ওদের কাছে আসবে তখন আমি মাটির ডেতর থেকে এক জীবকে বের করব যা মানুষের সাথে কথা বলবে। ওরা তো আমার নিদর্শনে বিশ্বাস করত না। — ২৭ সুরা নমল ১

মাতাপিতা ১ তাঁকে ছাড়া অন্য কারও উপাসনা না করতে ও মাতাপিতার প্রতি সম্বৃহার করতে তোমার প্রতিপালক আদেশ দিয়েছেন। তোমার জীবদ্ধশায় ওদের একজন বা দুইজনই বার্ধক্যে পৌছলেও তাদেরকে ‘উহ—আহ’ বোলোনা, আর ওদেরকে অবজ্ঞা কোরো না, ওদের সাথে সম্মান করে নব্রতাবে কথা বলবে। তুমি অনুকম্পাৰ সঙ্গে বিনয়ের ডানা নামাবে, আর বলবে, ‘হে আমার প্রতিপালক! ওদের ওপর দয়া করো যেভাবে ছেলেবেলায় ওঁরা আমাকে লালনপালন করেছিলেন।’ — ১৭ সুরা বনি—ইসরাইল ১৩—১৪

আমি তো মানুষকে তার পিতামাতার সাথে (ভালো ব্যবহারের) নির্দেশ দিয়েছি। কষ্টের পর কষ্ট করে জননী সন্তানকে গর্ভে ধারণ করে, আর তার দুধ ছাড়াতে দুবছর লেগে যায়। তাই আমার প্রতি ও তোমার পিতামাতার ওপর কৃতজ্ঞ হও। আমার কাছেই তো প্রত্যাবর্তন (করতে হবে)। তোমার পিতামাতা যদি তোমাকে আমার শরিক করাতে পীড়াগীড়ি করে, যে—বিষয়ে তোমার কোনো জ্ঞান নেই, তুমি তাদের কথা মানবে না, তবে পৃথিবীতে তাদের সঙ্গে সন্তাবে বসবাস করবে, আর যে আমার দিকে মুখ করেছে তার পথ অনুসরণ করো। তারপর আমারই কাছে তোমাদের ফিরে আসতে হবে। আর তোমরা যা করতে সে—বিষয়ে আমি তোমাদেরকে অবহিত করব। — ৩১ সুরা লুকমান ১৪—১৫

আমি মানুষকে তার মাতাপিতার সাথে ভালো ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছি। কষ্ট করে তার জননী তাকে গর্ভে ধারণ করেছে, কষ্ট করে তাকে প্রসব করেছে, তার দুধ ছাড়ানো পর্যন্ত ত্রিশ মাস কষ্ট করে তাকে বহন করেছে। ক্রমে সে যখন সমর্থ হয় ও চলিশ বছরে পৌছে তখন বলে, ‘হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে শক্তি দাও যাতে আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি, আমাকে ও আমার মাতাপিতাকে তুমি যে অনুগ্রহ করেছ তার জন্য, আর যাতে আমি সংকর্ষ করতে পারি যা তুমি পছন্দ কর, আমার সন্তানসন্তুতিদেরকে সংকর্মপরায়ণ করো, আমি তোমারই দিকে মুখ ফেরালাম ও আত্মসমর্পণ করলাম।’

আমি এদেরই তো ভালো কাজগুলো গ্রহণ করে থাকি আর মদ কাজগুলো উপেক্ষা করি; এরা হবে জন্মাতের সঙ্গী। এদেরকে যে—প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে তা সত্য প্রমাণিত হবে।

এমন লোক আছে যে তার মাতাপিতাকে বলে, ‘তোমরা কি আমাকে এ তয় দেখাতে চাও যে, আমাকে আবার ওঠানো হবে যদিও আমার পূর্বে বহু পুরুষ শেষ হয়েছে আর তাদেরকে আবার ওঠানো হয় নি?’

তখন তার মাতাপিতা আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করে বলে, ‘দুর্তোর্গ তোমার জন্য, বিশ্বাস করো, আল্লাহর কথাই সত্য।’ কিন্তু সে বলে, ‘এ তো পূরানো দিনের উপকথা ছাড়া কিছুই নয়।’

এদের আগে যেসব জিন ও মানুষ গত হয়েছে তাদের মতো এদের ওপরও আল্লাহর শাস্তি অবধারিত। এরাই তো ক্ষতিগ্রস্ত। — ৪৬ সুরা আহকাফ : ১৫-১৮

আমি মানুষকে তার মাতাপিতার সাথে সন্দেহহার করতে নির্দেশ দিয়েছি, তবে ওরা যদি তোমাকে আমার সঙ্গে এমন কিছু শরিক করতে বাধ্য করে যার সম্পর্কে তোমার জ্ঞান নেই তুমি তাদের কথা মানবে না। আমার কাছেই তোমাদের প্রত্যাবর্তন (করতে হবে)। তারপর তোমরা ভালোমদ্দ যা-কিছু করেছ আমি তা তোমাদেরকে জানিয়ে দেব। — ২৯ সুরা আনকাবুত : ৮

মানুষ : আব্স্তি করো তোমার প্রতিপালকের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন, সৃষ্টি করেছেন মানুষকে রক্তপিণ্ড থেকে। আব্স্তি করো, তোমার প্রতিপালক মহামান্তি যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন, শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানত না। — ৯৬ সুরা আলাক : ১-৫

তিনি সৃষ্টি করেন যুগল পুরুষ ও নারী স্থলিত শুক্রবিন্দু হতে। — ৫৩ সুরা নজর : ৪৫-৪৬

মানুষ ধৰ্মস হোক ! সে কত অক্তজ ! তিনি ওকে কী থেকে সৃষ্টি করেছেন ? তিনি তাকে শুক্র থেকে সৃষ্টি করেন, তারপর তার বিকাশসাধনের জন্য নির্দিষ্ট মাত্রা অনুযায়ী গঠন করেন, তারপর তার জন্য পথ সহজ করে দেন, তারপর তার মত্ত্য ঘটান ও তাকে কবরস্থ করেন। এরপর যখন ইচ্ছা তিনি তাকে পুনর্জীবিত করবেন। না, তিনি তাকে যা আদেশ করেছেন সে তা পালন করে নি। — ৮০ সুরা আবাসা : ১৭-২৩

শপথ তিন [ডুমুর] ও জ্যাতুন (জলপাই)-এর, শপথ সিনাই প্রান্তরস্থ তুর পর্বতের আর শপথ এ-নিরাপদ নগরীর। আমি তো সৃষ্টি করেছি মানবকে শ্রেষ্ঠতম অবয়বে। তারপর তাকে আমি হীনাদপি হীনে পরিণত করি, কিন্তু তাদেরকে নয় যারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে ; তাদের জন্য তো রয়েছে অশেষ পুরুষ্কার। এর পরও কিসে তোমাকে বিচারের দিনকে অস্তীকার করায় ? আল্লাহ কি বিচারকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিচারক নন ? — ৯৫ সুরা তিন : ১-৮

আমি কি তোমাদেরকে তুচ্ছ তরল পদার্থ থেকে সৃষ্টি করি নি ? তারপর আমি তাকে রেখেছি এক নিরাপদ আধারে, এক নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত। আমি একে গঠন করেছি মাত্রা অনুযায়ী, আমি তো নিপুণ সৃষ্টা। — ৭৭ সুরা মুরসালাত : ২০-২৩

আমিই মানুষ সৃষ্টি করেছি এবং তার অস্তরের কুচিষ্ঠা সম্বন্ধে আমি অবহিত। আমি তার গ্রীবাস্থিত ধর্মনীর চেয়েও নিকটতর। স্মরণ রেখো, দুইজন ফেরেশ্তা তার ডান ও বামে বাসে তার কাজকর্ম লিখে রাখে। মানুষ যে-কথাই উচ্চারণ করে তা লিখে রাখার জন্য তৎপর প্রহরী তাদের কাছেই রয়েছে। — ৫০ সুরা কাফ : ১৬-১৮

শপথ এ-নগরের, যখন তুমি এ-নগরের অধিবাসী ! শপথ জনকের ও তার জাতকের। মানুষকে আমি শ্রমনির্ভর করেই সৃষ্টি করেছি। — ১০ সুরা বালাদ : ১-৪

শপথ আকাশের ও রাত্রিতে যা আবির্ভূত হয় তার। তুমি কি জ্ঞান যা রাত্রিতে আবির্ভূত হয় ? সে তো এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। প্রত্যেক সন্তার এক তদ্বিধায়ক আছে। সুতরাং মানুষ বোঝার চেষ্টা করুক কী থেকে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে সবেগে স্থলিত পানি হতে। এ নির্গত হয় সুলুব [মেরুদণ্ড, নরের যৌনদেশ অর্থে] ও তারাইব

[পঞ্চর, নারীর ঘোনদেশ অর্থে]-এর মিলনে। নিশ্চয় তিনি তাকে ফিরিয়ে নিতে পারেন। — ৮৬ সুরা তারিক : ১-৮

স্মরণ করো, যখন তোমার প্রতিপালক আদমসন্তানের কটিদেশ থেকে তাদের সন্তানসন্ততিদেরকে বার করলেন আর তাদেরকে নিজেদের ব্যাপারে সাক্ষ্য দিতে বললেন, ‘আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নই?’ তারা বলল, ‘নিশ্চয়ই! আমরা সাক্ষ্য দিছি।’ এ এজন্য যে তোমরা যেন কিয়ামতের দিন না বলো, ‘আমরা তো এ-বিষয়ে জানতাম না।’ — ৭ সুরা আরাফ : ১৭২

তিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন ও তার থেকে তার সঙ্গনী সৃষ্টি করেন যাতে সে তার কাছে শান্তি পায়। তারপর যখন সে তার সাথে সংগত হয় তখন সে লয়গুর্ড ধারণ করে ও এ নিয়ে সে সময় পার করে। গর্ভ যখন গুরুভার হয় তখন তারা দুজনে তাদের প্রতিপালক আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে, ‘যদি তুমি আমাদেরকে এক পূর্ণাঙ্গ সন্তান দাও তবে আমরা কৃতজ্ঞ হই।’ — ৭ সুরা আরাফ : ১৮৯

মানুষ কি দেখে না, আমি তাকে শুক্রবিন্দু থেকে সৃষ্টি করেছি? অথচ পরে সে প্রকাশ্য তর্ক করে! মানুষ আমার ক্ষমতা সম্বন্ধে অস্তুত কথা বানায়, অথচ সে নিজের সৃষ্টির কথা ভুলে যায় এবং বলে, ‘হাড়ে আবার প্রাণ দেবে কে যখন তা পচেগলে যাবে?’

বলো, ‘ওর মধ্যে প্রাণ দেবেন তিনিই যিনি এ-প্রথম সৃষ্টি করেছেন আর তিনি সব কিছুর সৃষ্টি সম্পর্কে ভালো করেই জানেন।’ — ৩৬ সুরা ইয়াসিন : ৭৭-৭৯

আর তিনিই মানুষকে পানি থেকে সৃষ্টি করেছেন; তারপর তিনি মানবজাতির মধ্যে রক্তগত ও বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করেছেন। তোমার প্রতিপালক তো সর্বশক্তিমান। — ২৫ সুরা লুকমান : ৫৪

আল্লাহ তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন, তারপর শুক্রবিন্দু থেকে; তারপর তিনি তোমাদের ডোডা মিলিয়ে দেন। আল্লাহর অজান্তে কোনো নারী গর্ভারণ বা সন্তান প্রসব করে না। কিন্তবে যা (লেখা আছে) তা ছাড়া কারও আয়ু কিছু বৃক্ষি পায় না বা কারও আয়ু থেকে কিছু কাটাও হয় না। এ আল্লাহর জন্য সহজ। — ৩৫ সুরা ফাতির : ১১

হে মানবসম্প্রদায়! তোমরা তো আল্লাহর মুখাপেক্ষী, কিন্তু আল্লাহ, তিনি তো অভাবমুক্ত প্রশংসার্হ। তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদের অস্তিত্ব বিলোপ করতে পারেন ও নুতন সৃষ্টি অস্তিত্বে আনতে পারেন। এ আল্লাহর পক্ষে কঠিন নয়। — ৩৫ সুরা ফাতির : ১৫-১৭

আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি। তবে কেন তোমরা বিশ্বাস করছ না? তোমরা কি ভেবে দেখছ তোমরা যা (বীর্য) ফেলে দাও তার থেকে তোমরা সৃষ্টি কর, না আমি সৃষ্টি করি? — ৫৬ সুরা ওয়াকিয়া : ৫৭-৫৯

আমি তো আদমসন্তানকে মর্যাদা দান করেছি, স্থলে ও সমুদ্রে ওদের চলাচলের জন্য বাহন দিয়েছি এবং ওদেরকে জীবনের জন্য উত্তম উপকরণ দিয়েছি। আর আমি যাদেরকে সৃষ্টি করেছি তাদের অনেকের ওপর ওদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি। — ১৭ সুরা বনি-ইসরাইল : ৭০

আমি তো ছাঁচে-ঢালা শুকনো ঠনঠনে মাটি থেকে মানুষ সৃষ্টি করেছি; আর এর আগে খুব গরম বাতাসের ভাপ থেকে জিন সৃষ্টি করেছি। যখন তোমার প্রতিপালক ফেরেশ্তাদেরকে

বললেন, ‘আমি ছাঁচে-চালা শুকনো ঠন্ঠনে মাটি হতে মানুষ সৃষ্টি করেছি, যখন আমি তাকে সুস্থায় করব এবং তার মধ্যে আমার রহস্য [প্রাণ] সঞ্চার করব, তখন তোমরা তাকে সিজদা করবে’। — ১৫ সুরা হিজর : ২৬-২৯

তিনিই তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন, তারপর একটা কাল নির্দিষ্ট করেছেন। আর একটা নির্ধারিত সময়সীমা আছে যা তিনিই জানেন; তবু তোমরা সন্দেহ কর। — ৬ সুরা আনআম : ২

(অবিশ্বাসীদেরকে) জিজ্ঞাসা করো, ওদের সৃষ্টি করা বেশি কঠিন, না আমি অন্য যা সৃষ্টি করেছি (তা সৃষ্টি করা বেশি কঠিন)। ওদেরকে আমি এঁটেল মাটি থেকে সৃষ্টি করেছি। — ৩৭ সুরা সাফ্ফাত : ১১

তিনি তোমাদের একই ব্যক্তি হতে সৃষ্টি করেছেন। তারপর তিনি তার মধ্য থেকে তার সঙ্গীনী সৃষ্টি করেছেন। তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন আট প্রকার আনআম (গবাদিপশু)। তিনি তোমাদেরকে মাত্তগর্ডের অঙ্ককারে তিন-তিন পর্দার মাঝে পর্যায়ক্রমে সৃষ্টি করেছেন। তিনিই আল্লাহ, তোমাদের প্রতিপালক; সার্বভৌমত্ব তাঁরই, তিনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। অতএব তোমরা মুখ ফিরিয়ে কোথায় চলেছ? — ৩৯ সুরা জুমার : ৬

মানুষ সৃষ্টির চেয়ে আকাশ ও পৃষ্ঠিবী সৃষ্টি করা তো আরও কঠিন; অবশ্য বেশির ভাগ মানুষ এ জানে না। — ৪০ সুরা মুমিন : ৫৭

... আর তিনি তোমাদেরকে আকার দান করেছেন, তোমাদের আকৃতিকে করেছেন সর্বেৎকষ্ট ও তোমাদের দান করেছেন উপর্যুক্ত জীবনের উপকরণ। — ৪০ সুরা মুমিন : ৬৪

তিনি তোমাদের মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন, পরে শুক্রবিন্দু থেকে, তারপর জমাট রক্ত থেকে, তারপর তোমাদের শিশুরূপে বের করেন। তারপর তোমরা যৌবন লাভ কর, তারপর পৌষ্ট্র ও বার্ধক্যে। তোমাদের মধ্যে কারও কারও পূর্বেও মৃত্যু ঘটে, আর সেতো এজন্য যে তোমরা যাতে তোমাদের নির্ধারিত কাল প্রাপ্ত হও ও যাতে অনুধাবন করতে পার। — ৪০ সুরা মুমিন : ৬৭

আমার উপাসনার জন্যই আমি মানুষ ও জিনকে সৃষ্টি করেছি। — ৫১ সুরা জারিয়াত : ৫৬

তিনি শুক্র থেকে মানুষ সৃষ্টি করেছেন, অথচ দেখো, সে প্রকাশ্যে তর্ক করে। — ১৬ সুরা নাহল : ৪

আর আল্লাহ, তোমাদেরকে মাত্তগর্ড হতে এমন অবস্থায় বের করেছেন যে তোমরা কিছুই জানতে না। তিনি তোমাদের শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি ও হৃদয় দিয়েছেন যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পার। — ১৬ সুরা নাহল : ৭৮

আমি তো মানুষকে মাটির উপাদান থেকে সৃষ্টি করেছি। তারপর তাকে শুক্রবিন্দুরূপে এক নিরাপদ আধারে রাখি, পরে আমি শুক্রকে করি জমাট রক্ত, তারপর জমাট রক্তকে করি এক চর্বিত্প্রতিম মাংসপিণ্ড, আর চর্বিত্প্রতিম মাংসপিণ্ডকে করি অঙ্গিপঞ্চর। তারপর অঙ্গিপঞ্চরকে মাংস দিয়ে ঢেকে দিই, শেষে তাকে আর এক রূপ দিই। নিপুণ সুষ্ঠা আল্লাহ কত যথান! এরপর তোমাদের মৃত্যু হবে, তারপর কিয়ামতের দিন তোমাদের আবার ওঠানো হবে। — ২৩ সুরা মুমিনুন : ১২-১৬

...যিনি তাঁর প্রত্যেকটি সংষ্টিকে উত্তমরূপে সংষ্টি করেছেন, আর মানবসংষ্টির সূচনা করেছেন মাটি থেকে। তারপর তুচ্ছ তরল পদার্থের নির্যাস থেকে তিনি তাঁর বৎশধরদের সংষ্টি করেন। পরে তিনি ওকে সৃষ্টাম করেন ও তাঁর মধ্যে তাঁর বুহ সঞ্চার করেন। আর তিনি তোমাদের দিয়েছেন চোখ, কান ও হাদয়। (অর্থচ) তোমরা খুব কমই এর জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। — ৩২ সুরা সিজদা : ৭-৯

হে মানুষ ! তোমাকে কিসে তোমার মহান প্রতিপালক সম্বক্ষে বিভ্রান্ত করল ? যিনি তোমাকে সংষ্টি করেছেন, তারপর সৃষ্টাম ও সুসমঞ্চস করেছেন। তাঁর ইচ্ছামতো আকৃতিতে তিনি তোমাকে গঠন করেছেন। না (বিভ্রান্তির কিছুই নেই), তবু তোমরা বিচারের দিনকে অঙ্গীকার কর। — ৮২ সুরা ইনফিতার : ৬-৯

তাঁর নির্দর্শনাবলীর মধ্যে একটি নির্দর্শন এই যে, তিনি তোমাদেরকে মাটি থেকে সংষ্টি করেছেন। এখন তোমরা মানুষ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ছ। তাঁর নির্দর্শনাবলির মধ্যে আরেকটি হল, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের সঙ্গিনীদের সংষ্টি করেছেন যাতে তোমরা ওদের কাছে শান্তি পাও। আর তিনি তোমাদের মধ্যে পরম্পরের প্রতি সম্প্রীতি ও দয়া সংষ্টি করেছেন। চিত্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য এতে অবশ্যই নির্দর্শন রয়েছে। — ৩০ সুরা বুম : ২০-২১

তুমি একনিষ্ঠভাবে নিজেকে ধর্মে প্রতিষ্ঠিত রাখো। তুমি আল্লাহর প্রকৃতির অনুসরণ করো, যে-প্রকৃতি অনুযায়ী তিনি মানুষ সংষ্টি করেছেন। আল্লাহর প্রকৃতির কোনো পরিবর্তন নেই। এ-ই সরল ধর্ম ; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা ভানে না। — ৩০ সুরা বুম : ৩০

তোমরা কেমন করে আল্লাহকে অঙ্গীকার কর, (যখন) তোমাদের প্রাণ ছিল না তিনিই তোমাদেরকে প্রাণ দিয়েছেন, পরে তিনিই তোমাদের যত্ন ঘটাবেন, তারপর আবার জীবিত করবেন, আর তাঁরই কাছে তোমাদের ফিরে যেতে হবে?— ২ সুরা বাকারা : ২৮

তিনিই সংষ্টি করেছেন মানুষ। তিনি তাকে ভাব প্রকাশ করতে শিখিয়েছেন। — ৫৫
সুরা রহমান : ৩-৪

মানুষকে তিনি পোড়া মাটির মত শুকনো মাটি থেকে সংষ্টি করেছেন। — ৫৫
সুরা রহমান : ১৪

জীবনলাভের পূর্বে এমন কিছু সময় কেটেছে যখন মানবসম্মত উল্লেখযোগ্য কিছু ছিল না। আমি তো মানুষকে সংষ্টি করেছি মিলিত শুক্রবিন্দু থেকে, তাকে পরীক্ষা করার জন্য। এ-জন্য আমি তাকে শোনার ও দেখার শক্তি দিয়েছি। আমি তাকে পথের নির্দেশ দিয়েছি, হয় সে কৃতজ্ঞ হবে, না হয় সে অকৃতজ্ঞ হবে। — ৭৬ সুরা দাহর : ১-৩

আর মানুষের মধ্যে এমন লোক আছে যার পার্থিব জীবনের কথাবর্তা তোমাকে মুগ্ধ করে ও তাঁর অন্তরে যা আছে সে-সম্বক্ষে সে আল্লাহকে সাক্ষী রাখে, কিন্তু আসলে সে তোমার ঘোর বিরোধী। — ২ সুরা বাকারা : ২০৪

আর এমন লোকও আছে যে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য জীবন সমর্পণ করে দেয়। — ২
সুরা বাকারা : ২০৭

হে মানবজাতি ! পুনরুদ্ধান সম্বক্ষে তোমাদের সন্দেহ ! আমি তো সৃষ্টি করেছি তোমাদের মাটি থেকে, তারপর শুক্র থেকে, তারপর রঞ্জপিণি থেকে, তারপর আংশিক আকারপ্রাপ্ত ও আংশিক আকারহীন চর্বিতপ্রতিম মাংসপিণি থেকে — তোমাদের কাছে আমার শক্তি প্রকাশ করার জন্য। আমি যা ইচ্ছা করি তা এক নির্দিষ্টকালের জন্য তা মাত্রগতে রেখে দিই। তারপর আমি তোমাদেরকে শিশুরাপে বের করি, পরে তোমরা পূর্ণ যৌবনে উপনীত হও।

তোমাদের মধ্যে কারও কারও ঘৃত্যু ঘটবে, আবার তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ বয়সের শেষ প্রাপ্তে পৌছবে, সব কিছু জানার পরও তার কোনো জ্ঞান থাকবে না।

তুমি মাটিকে দেখ নিষ্পাণ, তারপর আমি সেখানে বৃষ্টিবর্ষণ করলে তার রোমাঞ্চ লাগে, ফুলেফুলে ওঠে এবং জন্ম দেয় নানান সুন্দর জিনিস। এই তো প্রমাণ যে, আল্লাহ সত্য এবং তিনিই মৃতকে জীবন দান করেন এবং তিনি সববিষয়ে শক্তিমান। — ২২ সুরা হজু ৫-৬

তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। তোমাদের মধ্যে কেউ-কেউ অবিশ্বাস করে ও কেউ-কেউ বিশ্বাস করে। তোমরা যা কর আল্লাহ তা ভালো করেই দেখেন। তিনি যথাযথভাবে আকাশ ও পথিবী সৃষ্টি করেছেন ও তোমাদেরকে আকৃতিদান করেছেন, তোমাদের আকৃতিকে করেছেন সুন্দর, আর প্রত্যয়বর্তন তো তাঁরই কাছে। আকাশ ও পথিবীতে যা-কিছু আছে সবই তিনি জানেন ; আর তিনি জানেন তোমরা যা গোপন কর ও তোমরা যা প্রকাশ কর ; আর তিনি তো অস্তর্যামী। — ৬৪ সুরা তাগাবুন ১-৪

মানুষ আল্লাহর প্রতিনিধি ১ তিনিই তোমাদেরকে পথিবীতে খলিফা (প্রতিনিধি) করেছেন। তাই কেউ অবিশ্বাস করলে তার অবিশ্বাসের জন্য সে নিজেই দায়ী হবে। অবিশ্বাসীদের অবিশ্বাস কেবল তাদের প্রতিপালকের ক্ষেত্রেই বৃক্ষি করে ; আর ওদের অবিশ্বাস তাদের ক্ষতিই বৃক্ষি করে। — ৩৫ সুরা ফাতির ১-৩

তিনিই তোমাদেরকে পথিবীতে খলিফা (প্রতিনিধি) করেছেন। আর তিনি তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তা দিয়ে পরীক্ষা করার জন্য তোমাদের কাউকে অন্যের ওপর র্যাদায় বড় করেছেন। তোমার প্রতিপালকের শাস্তি দিতে সময় লাগে না, আবার তিনি তো ক্ষমা করেন, করুণা করেন। — ৬ সুরা আনাম ১৬-১৭

আর যখন তোমার প্রতিপালক ফেরেশ্তাদেরকে বললেন, ‘আমি পথিবীতে প্রতিনিধি সৃষ্টি করছি’, তারা বললো, ‘আপনি কি সেখানে এমন কাউকে সৃষ্টি করবেন যে আশাস্তি ঘটাবে ও রক্ষণাত্মক করবে ? অথচ আমারাই তো আপনার পবিত্র মহিমা ঘোষণা করি।’ তিনি বললেন, ‘আমি যা জানি তোমরা তা জান না !’ — ২ সুরা বাকরা ৩০

তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে আল্লাহ তাদেরকে প্রতিকৃতি দিচ্ছেন যে, তিনি তাদেরকে পথিবীতে প্রতিনিধিত্ব দান করবেন, যেমন তিনি প্রতিনিধিত্ব দান করেছিলেন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে ; আর তিনি তো তাদের জন্য তাদের ধর্মকে, যা তিনি তাদের জন্য মনোনীত করেছেন, মজবুত করবেন ও তাদের আশক্তকার পরিবর্তে তাদেরকে নিরাপত্তা দেবেন। তারা আমার উপাসনা করবে, আমার কোনো শরিক করবে না। তারপর যারা অকৃতজ্ঞ হবে তারাই হবে সত্যত্যাগী। — ২৪ সুরা নূর ৫৫

মানুষ একজাতি । মানুষ ছিল একজাতি, পরে তারা মতভেদ সৃষ্টি করে। তোমার প্রতিপালকের পূর্ববোষণা না থাকলে তারা যে-বিষয়ে মতভেদ ঘটায় তার মীমাংসা তো হয়ে যেত। — ১০ সুরা ইউনস : ১৯

তোমার প্রতিপালক ইচ্ছা করলে সমস্ত মানুষকে একজাতি করতে পারতেন, কিন্তু তারা মতভেদ করতেই থাকবে ...। — ১১ সুরা হুদ : ১১৮

তিনি তোমাদের একই ব্যক্তি হতে সৃষ্টি করেছেন। তারপর তিনি তার মধ্য থেকে তার সঙ্গনী সৃষ্টি করেছেন। — ৩৯ সুরা জুমার : ৬

আল্লাহ ইচ্ছা করলে মানুষকে এক জাতি করতে পারতেন, আসলে তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে তাঁর অনুগ্রহের পাত্র করেন ...। — ৪২ সুরা শুরা : ৮

আল্লাহ ইচ্ছা করলে তোমাদেরকে একজাতি করতে পারতেন, কিন্তু তিনি যাকে ইচ্ছা বিভ্রান্ত করেন ও যাকে ইচ্ছা সংপথে পরিচালিত করেন। তোমরা যা কর সে-বিষয়ে অবশ্যই তোমাদেরকে প্রশ্ন করা হবে। — ১৬ সুরা নাহল : ১৩

তোমাদের এই যে জাতি, এ তো একই জাতি। আর আমি তোমাদের প্রতিপালক, তাই আমার উপাসনা করো। কিন্তু (তারা) নিজেদের কাজকর্মে একে অপরের বিরুদ্ধে বিভক্ত। প্রত্যেককেই আমার কাছে ফিরিয়ে আনা হবে। — ২১ সুরা আম্বিয়া : ৯২-৯৩

আর তোমাদের এই যে জাতি, এ তো একই জাতি, আর আমিই তোমাদের প্রতিপালক। তাই তোমরা আমাকেই ভয় কর। কিন্তু তারা (মানুষ) নিজেদের ব্যাপারকে (ধর্মকে) বহুভাগে বিভক্ত করেছে। প্রত্যেক দলই নিজ নিজ মতবাদ নিয়ে সন্তুষ্ট। তাই ওদেরকে কিছুকালের জন্য বিভাসিতে থাকতে দাও। — ২৩ সুরা মুমিনুন : ৫২-৫৪

মানুষ ছিল এক জাতি। তারপর আল্লাহ নিজেদেরকে সুসংবাদাতা ও সতর্ককারী হিসাবে পাঠান। আর মানুষের মধ্যে যে-বিষয়ে মতভেদ সৃষ্টি হয়েছিল তার মীমাংসার জন্য তিনি সত্যসহ কিতাব অবতীর্ণ করেন। — ২ সুরা বাকারা : ২১৩

হে মানবসমাজ ! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় করো যিনি তোমাদের এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন ও তার থেকে তার সঙ্গনী সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি তাদের দুর্জন থেকে বহু নরনারী ছড়িয়ে দিয়েছেন। — ৪ সুরা নিসা : ১

হে মানুষ ! আমি তোমাদের এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি, পরে তোমাদের বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পার। তোমাদের মধ্যে সে-ই আল্লাহর কাছে বেশি মর্যাদাসম্পন্ন যে বেশি সাবধানি। আল্লাহ সব কিছু জানেন, সব খবর রাখেন। — ৪৯ সুরা হজুরাত : ১৩

মানুষের অধিকার ও মর্যাদা : আমি তো আদমসত্তানকে মর্যাদা দিয়েছি, স্থলে ও সমুদ্রে চলাচলের জন্য ওদের বাহন দিয়েছি, ওদের জীবনের জন্য উত্তম উপকরণ দিয়েছি, আর আমি যাদেরকে সৃষ্টি করেছি তাদের অনেকের ওপরে ওদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি। — ১৭ সুরা বনি-ইসরাইল : ৭০

তোমরা কি দেখ না, আকাশ ও পৃথিবীতে যা-কিছু আছে সবই আল্লাহ তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন এবং তোমাদের ওপর তার প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করেছেন ?

মানুষের মধ্যে কেউ-কেউ আল্লাহ সম্পর্কে তর্ক করে, তাদের না আছে জ্ঞান, না আছে পথের নির্দেশনা, আর না আছে কোনো দীপ্তিময় কিতাব। — ৩১ সুরা লুকমান : ২০

আল্লাহ তো সমুদ্রকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন, যাতে তাঁর আদেশে জলযানগুলো সমুদ্রের বুকে চলাচল করতে পারে, যাতে তোমরা তাঁর অনুগ্রহ সংজ্ঞান করতে পার এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হও। তিনি নিজ অনুগ্রহে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন আকাশ ও পৃথিবীর সবকিছু; চিন্তালী সম্প্রদায়ের জন্য এতে রয়েছে নির্দর্শন। — ৪৫ সুরা জাসিয়া : ১২-১৩

আর তিনি তোমাদের অধীন করেছেন রাত্রি, দিন, সূর্য ও চন্দ্রকে, নক্ষত্রাঙ্গিও অধীন হয়েছে তাঁরই বিধানে। নিশ্চয়ই এর মধ্যে বোধশক্তিসম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য রয়েছে নির্দর্শন।

আর তিনি তোমাদের অধীন করেছেন নানারকম জিনিস যা তোমাদের জন্য পৃথিবীতে সৃষ্টি করেছেন। এতে রয়েছে নির্দর্শন সেই সম্প্রদায়ের জন্য যারা উপদেশ গ্রহণ করে।

তিনিই সমুদ্রকে অধীন করেছেন যাতে তোমরা তার থেকে তাজা মাছ আহার করতে পার ও তার থেকে আহরণ করতে পার যা দিয়ে তোমরা নিজেদেরকে অনংক্রিত কর। আর তোমরা দেখতে পাও তার বুক চিরে জলযান চলাচল করে। আর এ এজন্য যে, তোমরা যেন তাঁর অনুগ্রহ সংজ্ঞান করতে পার ও তোমরা যেন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। — ১৬ সুরা নাহল : ১২-১৪

... যিনি জলযানকে তোমাদের অধীন করেছেন যাতে তাঁর আদেশে তা সমুদ্রে বিচরণ করে, আর যিনি নদীকেও তোমাদের অধীন করেছেন। তিনি তোমাদের অধীন করেছেন সূর্য ও চন্দ্রকে যারা প্রতিনিয়ত একই নিয়মের অনুবর্তী। আর তোমাদের অধীন করেছেন রাত্রি ও দিনকে। আর তোমাদের যা প্রয়োজন তিনি তা তোমাদেরকে দিয়েছেন। — ১৪ সুরা ইব্রাহিম : ৩২-৩৪

তিনি পৃথিবীর সবকিছু তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন ...। — ২ সুরা বাকরা : ২৯

হে জিন ও মানবসম্প্রদায়! তোমরা যদি আকাশ ও পৃথিবীর সীমা অতিক্রম করতে পার তো অতিক্রম করো। অবশ্য তোমরা আমার অনুমতি ছাড়া তা অতিক্রম করতে পারবে না। — ৫৫ সুরা রহমান : ৩৩

মানুষের অবস্থার পরিবর্তন : আমি শপথ করি গোধূলির, আর রাত্রির এবং তাকে যে ঢেকে দেয় তার, আর শপথ করি চন্দ্রের যথন তা পূর্ণ! তোমরা নিশ্চয় এক-স্তর থেকে আরেক স্তরে বিচরণ করবে। — ৮৪ সুরা ইনশিকাক : ১৬-১৯

এ এজন্য যে যদি কোনো সম্প্রদায় নিজের অবস্থার পরিবর্তন না করেন তবে আল্লাহ এমন নন যে, তিনি তাদেরকে যে-খনসম্পদ দান করেছেন তা তিনি পরিবর্তন করবেন; আর আল্লাহ তো সব শোনেন, সব জানেন। — ৮ সুরা আনফাল : ৫৩

মানুষের জন্য তার সামনে ও পেছনে একের পর এক প্রহরী থাকে, ওরা আল্লাহর আদেশে তার রক্ষণাবেক্ষণ করে। আল্লাহ অবশ্যই কোনো সম্প্রদায়ের অবস্থার পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না তারা নিজেদের অবস্থা নিজেরা পরিবর্তন করে। কোনো সম্প্রদায়ের জন্য যদি আল্লাহ অশুভ কিছু ইচ্ছা করেন তবে তা রদ করার কেউ নেই, আর তিনি ছাড়া ওদের কোনো অভিভাবকও নেই। — ১৩ সুরা রাদ : ১১

মানুষের অবিশ্বাস : তুমি যতই চাও না কেন, বেশির ভাগ লোকই বিশ্বাস করার নয়। — ১২ সুরা ইউসুফ : ১০৩

আমি মানুষের জন্য এই কোরানে বিভিন্ন উপমা দিয়ে আমার বাণী বিশদভাবে বয়ন করছি। মানুষ বেশিরভাগ ব্যাপারেই তর্ক করে। — ১৮ সুরা কাহার্ফ : ৫৪

মানুষের মধ্যে কিছু লোক বলে, ‘আমরা আল্লাহকে বিশ্বাস করি; কিন্তু আল্লাহর পথে যখন ওরা কষ্ট পায় তখন ওরা মানুষের অত্যাচারকে আল্লাহর শাস্তির মতো গণ্য করে এবং তোমার প্রতিপালকের কাছ থেকে কোনো সাহায্য এলে ওরা বলতে থাকে, ‘আমরা তোমাদের সঙ্গেই ছিলাম।’

মানুষের অন্তর্ভুক্ত যা আছে আল্লাহ তা কি ভালো করেই জানেন না? আল্লাহ তো প্রকাশ করে দেবেন কারা বিশ্বাসী ও কারা মুনাফেক। — ২৯ সুরা আনকাবুত : ১০-১১

মানুষের অস্ত্রিতা : মানুষ যেভাবে ভালো চায় সেভাবেই মন্দ চায়; মানুষের বড় তাড়াছড়ো। — ১৭ সুরা বনি-ইসরাইল : ১১

মানুষ সৃষ্টিগতভাবে হরাপ্রবণ। শীর্ষই আমি তোমাদেরকে আমার নির্দশন দেখাবো। তোমরা আমাকে তাই তাড়াতাড়ি করতে বোলো না। — ২১ সুরা বনি-ইসরাইল : ৩৭

মানুষ তো স্বভাবতই অস্ত্রি। সে বিপদে পড়লে হাঙ্গতাশ করে, আর তার ভালো হলেই (কার্পণ্য করে) ‘না’ বলে। — ৭০ সুরা মাআরিজ : ১৯-২১

মানুষের কর্মপ্রচেষ্টা : শপথ রাখির যখন সে ঢেকে ফেলে! আর শপথ দিনের যখন সে আলোয় উজ্জ্বল! আর শপথ তাঁর যিনি পুরুষ ও স্ত্রী সৃষ্টি করেছেন! তোমাদের কর্মপ্রচেষ্টার তো বিভিন্ন গতি। তাই কেউ দান করলে, সাবধানি হলে ও যা ভালো তা গ্রহণ করলে আমি তার জন্য সুখকর পরিগামের পথ সহজ করে দেব; আর কেউ ব্যক্তুষ্ট হলে, নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করলে ও যা ভালো তা বর্জন করলে তার জন্য কঠোর পরিগামের পথ সহজ করে দেব এবং যখন তার পতন ঘটবে তখন ধনসম্পদ তার কোনো কাজে আসবে না। আমার কাজ তো কেবল পথের নির্দেশ দেওয়া। আর আমিই (মালিক) ইহকাল ও পরকালের। আমি তোমাদেরকে লেলিহান অগ্নি সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছি। সেখানে সে-ই প্রবেশ করবে যে নিতান্ত হতভাগ্য, যে মিথ্যা আরোপ করে ও মুখ ফিরিয়ে নেয়। তার থেকে দূরে রাখা হবে সেই সাবধানিকে যে ধনসম্পদ দান করে আত্মশুদ্ধির জন্য, আর কারও অনুগ্রহের প্রতিদানের প্রত্যাশায় নয়, কেবল তার মহান প্রতিপালকের সন্তুষ্টি লাভের জন্য। সে তো সন্তুষ্ট হবেই। — ৯২ সুরা লাইল : ১-২১

মানুষের কার্পণ্য : কার্পণ্য দ্র.

মানুষের ক্ষতিগ্রস্ততা : মহাকালের শপথ! মানুষ তো ক্ষতিগ্রস্ত, কিন্তু তারা নয় যারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে, এবং পরম্পরকে সত্য ও ধৈর্যের উপদেশ দেয়। — ১০৩ সুরা আসর : ১-৩

মানুষের দৃঢ়ব্যবস্থা ও অকৃতজ্ঞতা : শপথ তাদের যারা ছেটে হাপাতে হাপাতে, আগনের ফুলকি ছিটিয়ে, সকালের হামলায় ধুলো উড়িয়ে ঢুকে পড়ে একসাথে। মানুষ তো তার প্রতিপালকের প্রতি অকৃতজ্ঞ। আর সে তো এ-বিষয়ে নিজেই তার সাক্ষী। আর সে তো

ধনসম্পদের লালসায় মেতে আছে। তবে সে কি জানে না সেই সময় সম্পর্কে যখন কবরে যা আছে তা ওঠানো হবে ও আর অন্তরে যা আছে তা প্রকাশ করা হবে? আর সেদিন ওদের কী ঘটবে ওদের প্রতিপালক অবশ্যই তা ভালো করেই জানেন। — ১০০ সুরা আদিয়াত : ১-১১

মানুষ ধৰ্মস হোক! সে কত অক্তজ্ঞ! — ৮০ সুরা আবাসা : ১৭

আর আমি তো তোমাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করেছি ও তার মধ্যে তোমাদের জীবিকার ব্যবস্থাও করেছি। তোমরা খুব অল্পই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর। — ৭ সুরা আরাফ : ১০

নিচয় তোমার প্রতিপালক মানুষের প্রতি অনুগ্ৰহশীল ; কিন্তু ওদের অধিকাংশই অক্তজ্ঞ। — ২৭ সুরা নমল : ৭৩

সমুদ্রের মধ্যে যখন তোমাদেরকে বিপদ স্পৰ্শ করে তখন তোমরা কেবল আল্লাহ্ ছাড়া অপর যাদের ভাকে তারা তোমাদের মন থেকে সরে যায়। তারপর তিনি যখন ভাঙ্গায় এনে তোমাদেরকে উদ্ধার করেন তখন তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও। মানুষ বড়ই অক্তজ্ঞ। — ১৭ সুরা বনি-ইসরাইল : ৬৭

আর মানুষকে যখন দৃঢ়ব্যদৈন্য স্পৰ্শ করে তখন সে শুয়ে, বসে বা দাঁড়িয়ে আমাকে ভাকে। তারপর যখন আমি তার দৃঢ়ব্যদৈন্য দূর করি সে তার আগের পথ ধরে, তাকে যে-দৃঢ়ব্যদৈন্য স্পৰ্শ করেছিল তার জন্য সে আমাকে যেন ডাকেই নি। যারা অপচয় করে তাদের কর্ম তাদের কাছে এভাবে আকৰ্ষণীয় মনে হয়। — ১০ সুরা ইউনুস : ১২

আর আমি মানুষকে তাদের দৃঢ়ব্যদৈন্য স্পৰ্শ করার পর অনুগ্ৰহের আস্বাদ দিলে তারা তখনই আমার নির্দশনকে উপহাস করে। বলো, ‘উপহাসের শাস্তিদানে আল্লাহ্ আরও তৎপর।’ তোমরা যে-উপহাস কর তা আমার ফেরেশ্তারা লিখে রাখে। তিনি তোমাদের জলেস্থলে যাতায়াত করান ; আর তোমরা যখন নৌকায় ওঠ, আর (নৌকাগুলো) আরোহী নিয়ে অনুকূল বাতাসে খুশিতে চলতে থাকে, তারপর যখন তাদের ওপর ঝোড়ে হাওয়া বয়ে যায় এবং সব দিক থেকে ঢেউ আসতে থাকে এবং তাদের মনে হয় তারা অবৰুদ্ধ হয়ে পড়েছে, তখন তারা তার আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্তে আল্লাহকে ডাকে, ‘তুমি এর থেকে আমাদেরকে ধৰ্মালালে আমরা অবশ্যই কৃতজ্ঞদের শামিল হব।’

তারপর তিনি যখনই তাদেরকে বিপম্ভুক্ত করেন তখনই তারা পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে দৌরাত্ম্যে লিপ্ত হয়। হে মানুষ ! তোমাদের দৌরাত্ম্য তো তোমাদের নিজেদের ওপরই। পার্থিব জীবনের সুখভোগ করে নাও, পরে আমারই কাছে তোমরা ফিরে আসবে। তখন আমি তোমাদেরকে জানিয়ে দেব তোমরা যা করতে। — ১০ সুরা ইউনুস : ২১-২৩

যারা আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা বানায়, কিয়ামতের দিন সম্পর্কে তাদের কী ধারণা ? আল্লাহ্ তো মানুষকে অনুগ্ৰহ করেন, কিন্তু ওদের বেশিরভাগই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না। — ১০ সুরা ইউনুস : ৬০

যদি আমি মানুষকে আমার অনুগ্ৰহের আস্বাদন করাই ও পরে তার থেকে তাকে বষ্টিত করি তখন সে অবশ্যই হতাশ ও অক্তজ্ঞ হয়। দৃঢ়ব্যদৈন্য স্পৰ্শ করার পর যদি আমি তাকে অনুগ্ৰহ আস্বাদন করাই তখন সে বলে, ‘আমার বিপদ কেটে গিয়েছে’, আর সে উল্লাসে ফেটে পড়ে ও অহংকার করে। কিন্তু যারা ধৈর্য ধরে ও সংকর্ম করে তাদেরই জন্য আছে ক্ষমা ও মহাপূৰ্বস্কার। — ১১ সুরা হুদ : ৯-১১

আর তোমার পূর্বেও বহু জাতির নিকট আমি রসূল প্রেরণ করেছি, তারপর তাদের অর্থসংকট ও দৃঢ়খন্দৈন্য দিয়ে শাস্তি করেছি, যাতে তারা বিনীত হয়। আমার শাস্তি যখন তাদের ওপর পড়ল তখন তারা কেন বিনীত হল না? বরং তাদের হৃদয় কঠিন হয়ে গিয়েছিল এবং তারা যা করছিল শয়তান তাকে তাদের দ্রষ্টিতে শোভন করেছিল।

— ৬ সুরা আনামঃ ৪২-৪৩

বলো, ‘কে তোমাদেরকে উদ্ধার করে যখন তোমরা স্থলের বা সমুদ্রের অঙ্ককার থেকে কাতরভাবে ও গোপনে তাঁর নিকট অনুনয় কর : ‘আমাদেরকে এর থেকে উদ্ধার করলে আমরা অবশ্যই কৃতজ্ঞদের শামিল হব।’ বলো, ‘আল্লাহই তোমাদেরকে তার থেকে এবং সমস্ত দৃঢ়খকষ্ট থেকে উদ্ধার করেন। এ-সত্ত্বেও তোমরা তাঁর শরিক কর।’

— ৬ সুরা আনামঃ ৬৩-৬৪

তুমি কি লক্ষ কর না যে, আল্লাহর অনুগ্রহে জলধানগুলি সমুদ্রে বিচরণ করে যাতে করে তিনি তোমাদেরকে তাঁর কিছু নির্দর্শন দেখাতে পারেন? প্রত্যেক ধৈর্যশীল কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য এতে অবশ্যই নির্দর্শন রয়েছে। যখন চেউ চাঁদোয়ার মতো তাদেরকে ঢেকে ফেলে, তারা আল্লাহকে ডাকতে থাকে, (তাদের) ধর্মকে তাঁর জন্য বিশুদ্ধ করে; কিন্তু যখন তিনি তাদেরকে কুলে ভিড়িয়ে উদ্ধার করেন তখন ওদের কেউ-কেউ মাঝপথ দিয়ে চলতে থাকে। আর বিশ্বাসঘাতক, অকৃতজ্ঞ ছাড়া কেউ তো তাঁর নির্দর্শনাবলি অস্থীকার করে না। — ৩১ সুরা লুকমানঃ ৩১-৩২

... আমি অকৃতজ্ঞ ছাড়া আর কাউকে শাস্তি দিই না। — ৩৪ সুরা সাবাঃ ১৭

তোমরা অকৃতজ্ঞ হলে, জেনে রাখো আল্লাহ তোমাদের মুখাপেক্ষী নন। তিনি তাঁর দাসদের অকৃতজ্ঞতা পছন্দ করেন না। — ৩৯ সুরা জুমারঃ ১

মানুষকে যখন দৃঢ়খন্দৈন্য স্পর্শ করে তখন সে একনিষ্ঠভাবে তার প্রতিপালককে ডাকে। পরে যখন তিনি অনুগ্রহ করেন তখন সে তাঁকে ভুলে যায় যাঁকে সে-আগে ডেকেছিল; আর তখন সে আল্লাহর পথ থেকে অন্যকে বিদ্রোহ করার জন্য তাঁর শরিক দাঁড় করায়। বলো, ‘অকৃতজ্ঞ অবস্থায় তুমি কিছুকাল জীবন উপভোগ করে নাও, তুমি তো জাহানামবাসী হবে।’

— ৩৯ সুরা জুমারঃ ৮

মানুষকে দৃঢ়খন্দৈন্য স্পর্শ করলে সে আমাকে ডাকে, তারপর যখন আমি তাকে অনুগ্রহ করি তখন সে বলে, ‘আমি তো এ জ্ঞান দিয়ে লাভ করেছি।’

এ এক পরীক্ষা, কিন্তু এদের অনেকেই তা বোঝে না। এদের আগে যারা এসেছিল তারাও এই-ই বলতো, কিন্তু ওদের কাজকর্ম ওদের কোনো কাজে আসে নি। ওরা ওদের কর্মের মন্দফল ভোগ করেছে, এদের মধ্যে যারা সীমালজ্বন করে তারাও তাদের কর্মের মন্দফল ভোগ করবে, আর আল্লাহর শাস্তিকে বাধা দিতে পারবে না। — ৩৯ সুরা জুমারঃ ১৯-২১

মানুষ ধনসম্পদ প্রার্থনায় কোনো ক্লান্তি বোধ করে না, কিন্তু যখন দৃঢ়খন্দৈন্য তাকে স্পর্শ করে তখন সে সম্পূর্ণ নিরাশ হয়ে পড়ে। দৃঢ়খন্দৈন্য স্পর্শ করার পর যদি আমি তাকে অনুগ্রহের আশ্বাদ দিই তখন সে তো বলেই থাকে, ‘এ আমার প্রাপ্য। আমি তো মনে করি না কিয়ামত ঘটবে। আর আমাকে যদি আমার প্রতিপালকের নিকট ফিরিয়ে নেওয়াও হয়, তবু

আমার জন্য তার নিকট মঙ্গলই থাকবে।' আমি অবিশ্বাসীদেরকে তাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে ভালো করেই জানাব ও ওদেরকে স্বাদ নেওয়ার কঠিন শাস্তি। মানুষের প্রতি অনুগ্রহ করলে সে মুখ ফিরিয়ে নেয় ও অহংকারে দূরে স'রে যায়। আর যখন তাকে মন্দ স্পর্শ করে সে তখন দীর্ঘ প্রার্থনায় রত হয়। — ৪১ সুরা হা-মিম-সিজ্দা : ৪৯-৫১

... আমি মানুষকে যখন অনুগ্রহ আশাদন করাই তখন সে তাতে উৎফুল্ল হয়। আর যখন তার কৃতকর্মের জন্য তার মন্দ ঘটে তখন মানুষ হয়ে পড়ে অকৃতজ্ঞ। — ৪২ সুরা শুরা : ৪৮

ওরা তাঁর (আল্লাহর) দাসদের মধ্য থেকে কাউকে-কাউকে তাঁর (সত্তার) অংশ গণ্য করে। মানুষ তো স্পষ্টই অকৃতজ্ঞ। — ৪৩ সুরা জুখরুফ : ১৫

তোমরা যেসব অনুগ্রহ ভোগ কর সে তো আল্লাহরই কাছ থেকে। আবার, দুঃখদৈন্য যখন তোমাদের স্পর্শ করে তখন তোমরা তাঁকেই নম্র হয়ে ডাক। আবার, আল্লাহ যখন তোমাদের দুঃখদৈন্য দূর করেন তখন তোমাদের এক দল তাদের প্রতিপালকের শরিক করে, ওদের আমি যা দিয়েছি তা অঙ্গীকার করার জন্য। তাই ভোগ করে নাও, শীত্বাই জানতে পারবে। — ১৬ সুরা নাহল : ৫৩-৫৫

স্মরণ করো, যখন 'তোমাদের প্রতিপালক ঘোষণা করলেন, 'তোমরা কৃতজ্ঞ হলে তোমাদেরকে অবশ্যই আরও দেব, আর অকৃতজ্ঞ হলে অবশ্যই আমার শাস্তি হবে কঠিন।' — ১৪ সুরা ইব্রাহিম : ৭

আর তোমাদের যা প্রয়োজন তিনি তা তোমাদেরকে দিয়েছেন। তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ গণনা করলে তার সংখ্যা নির্ণয় করতে পারবে না। অকৃতজ্ঞ মানুষ তো অতিমাত্রায় সীমালঞ্চনকারী। — ১৪ সুরা ইব্রাহিম : ৩৪

তিনিই তোমাদেরকে কর্ণ, চক্ষু ও হৃদয় দিয়েছেন ; তোমরা অল্পই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ক'রে থাকো। — ২৩ সুরা মুমিনুন : ৭৮

... তোমরা খুব কমই (এর জন্য) কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। — ৩২ সুরা সিজ্দা : ৯

বলো, 'তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন আর তোমাদের দিয়েছেন দেখার ও শোনার শক্তি ও অস্তকরণ।' অথচ তোমরা অল্পই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। — ৬৭ সুরা মূলক : ২৩

মানুষকে যখন দুঃখদৈন্য স্পর্শ করে তখন ওরা বিশুদ্ধিতে ওদের প্রতিপালককে ডাকে। তারপর তিনি যখন ওদের ওপর অনুগ্রহ করেন তখন ওদের একদল ওদের প্রতিপালকের শরিক করে থাকে, ওদেরকে আমি যা দিয়েছি তা অঙ্গীকার করার জন্য। ভোগ করে নাও তোমরা। শীত্বাই (এর পরিণতি) জানতে পারবে। — ৩০ সুরা রাম : ৩৩-৩৪

ওরা যখন জলযানে আরোহণ করে তখন ওরা পবিত্র মনে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহকে ডাকে। তারপর তিনি যখন ওদের ডাঙ্গায় নামিয়ে বিপদযুক্ত করেন তখন ওরা তাঁর সঙ্গে শরিক করে। এভাবে ওরা ওদের প্রতি আমার দান অঙ্গীকার করে ও ভোগবিলাসে বিপন্ন মন্ত্র থাকে। শীত্বাই (এর ফল) ওরা জানতে পারবে। — ২৯ সুরা আনকাবুত : ৬৫-৬৬

তুমি কি তাদেরকে দেখনি, যারা মতৃভয়ে হাজারে হাজারে নিজের ঘরবাড়ি ছেড়ে গিয়েছিল ? তারপর আল্লাহ, তাদেরকে বলেছিলেন, 'তোমাদের মতৃ হোক !' পরে তিনি

তাদেরকে জীবিত করলেন। আল্লাহ তো মানুষকে অনুগ্রহ করেন ; কিন্তু অনেক মানুষই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না। — ২ সুরা বাকারা : ২৪৩

আমি তাকে পথের নির্দেশ দিয়েছি ; হয় সে কৃতজ্ঞ হবে, না হয় সে অকৃতজ্ঞ হবে। আমি অকৃতজ্ঞদের জন্য প্রস্তুত রেখেছি শেকল-বেড়ি ও লেনিহান আগুন। — ৭৬ সুরা দাহর : ৩

আল্লাহ বিশ্বাসীদেরকে রক্ষা করেন। তিনি কোনো বিশ্বাসযাতক অকৃতজ্ঞকে ভালোবাসেন না। — ২২ সুরা হজ : ৩৮

আর তিনি তো তোমাদেরকে জীবন দান করেছেন। তারপর তিনিই তোমাদের মতু ঘটাবেন। আবার তিনিই তোমাদেরকে জীবিত করবেন। মানুষ তো অতি অকৃতজ্ঞ ! — ২২ সুরা হজ : ৬৬

মানুষের দৌরাত্য : তারপর তিনি যখনই তাদের বিপশ্চুক্ত করেন তখনই তারা পৃথিবীতে অন্যান্যভাবে দৌরাত্যে লিপ্ত হয়। হে মানুষ ! তোমাদের দৌরাত্যে তো তোমাদের নিজেদের ওপরই। পার্থিব জীবনের সুখভোগ করে নাও, পরে আমারই কাছে তোমরা ফিরে আসবে। তখন আমি তোমাদেরকে জীৱন্যে দেব তোমরা যা করতে। — ১০ সুরা ইউনুস : ২৩

মানুষের দৌর্বল্য : আল্লাহ তোমাদেরকে দুর্বলরূপে সৃষ্টি করেন, দুর্বলতার পর তিনি শক্তি দেন, শক্তির পর আবার দেন দুর্বলতা ও পক্ষকেশ (বার্ধক্য)। তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন, আর তিনিই তো সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান। — ৩০ সুরা রাম : ৫৪

আল্লাহ তোমাদের তার হালকা করতে চান। মানুষ সৃষ্টিগতভাবেই দুর্বল। — ৪ সুরা নিসা : ২৮

মানুষের পরীক্ষা : মানুষ এমন যে, তার প্রতিপালক যখন তাকে সম্মান ও অনুগ্রহ দিয়ে পরীক্ষা করেন তখন সে বলে, ‘আমার প্রতিপালক আমাকে সম্মানিত করেছেন।’

আর যখন তিনি তাকে পরীক্ষা করেন জীবনের উপকরণ কমিয়ে তখন সে বলে, ‘আমার প্রতিপালক আমাকে ছেট করে দিলেন।’ না, আসলে তোমরা পিতৃহীনকে সম্মান কর না, তোমরা অভাবগুরুত্বের অন্দরানে পরম্পরাকে উৎসাহিত কর না, আর তোমরা উত্তরাধিকারীদের জন্য রেখে-যাওয়া ধনসম্পদ পুরো খেয়ে ফেল, আর তোমরা ধনসম্পদ বড়বেশি ভালোবাস। — ৮৯ সুরা ফাজর : ১৫-২০

আর মানুষ তাই পায় যা সে করে। তার কাজের পরীক্ষা হবে, তারপর তাকে পুরো প্রতিদান দেওয়া হবে। — ৫৩ সুরা নাজর : ৩৯-৪১

শপথ সূর্যের ও তার কিরণের ! শপথ চন্দ্রের যখন তা সূর্যের পর দেখা দেয় ! শপথ দিনের যখন সে তাকে (সূর্যকে) প্রকাশ করে। শপথ রজনীর যখন সে তাকে চেকে ফেলে ! শপথ আকাশের আর তাঁর যিনি তাকে তৈরি করেছেন ! শপথ পৃথিবীর আর তাঁর যিনি তাকে বিস্তৃত করেছেন ! শপথ মানুষের ও তাঁর যিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন, যিনি তাকে তার মন কাজ ও তার ভালো কাজের জ্ঞান দিয়েছেন। যে নিজেকে পবিত্র করবে সে-ই সফল হবে, আর যে নিজেকে কল্যাণিত করবে সে-ই ব্যর্থ হবে। — ৯১ সুরা শাম্স : ১-১০

মানুষ কি মনে করে যে, তাকে এমনি ছেড়ে দেওয়া হবে ? সে কি স্থলিত শুক্রবিন্দু ছিল না ? তারপর সে কি রক্তপিণ্ডে পরিণত হয় নি ? তারপর আল্লাহ তাকে কি আকার দান

করেন নি ও সৃষ্টি করেন নি ? তারপর তিনি কি তার থেকে সৃষ্টি করেন নি যুগল নর ও নারী ? তাঁর কি মৃতকে জীবিত করার শক্তি নেই ? — ৭৫ সুরা কিয়ামাৎ ৩৬-৪০

শপথ এ-নগরের, যখন তুমি এ-নগরের অধিবাসী ! শপথ জনকের ও তার জাতকের ! আমি মানুষকে শুমনির্ভর করেই সৃষ্টি করেছি। সে কি মনে করে যে কেউ কখনো তাকে কাবু করতে পারবে না ? সে বলে, ‘আমি প্রচুর ধনসম্পদ ব্যয় করেছি।’ সে কি মনে করে যে তাকে কেউ দেখে নি ? আমি তাকে কি দুটো চোখ, জিহ্বা আর ঠোট দিই নি ? আর দুটো পথই কি আমি তাকে দেখাই নি ? সে তো কষ্টসাধ্য পথ অবলম্বন করে নি। — ৯০ সুরা বালাদ ১-১১

পৃথিবীতে আমি তাদের (বনি-ইসরাইল)–কে বিছিন্ন করে দিয়েছি বিভিন্ন সমাজে, তাদের কিছু ছিল সৎকর্মপ্রায়ণ আবার কিছু অন্যরকম। আর ভালো ও মন্দ দিয়ে আমি তাদেরকে পরীক্ষা করি যাতে তারা (সংপথে) ফিরে আসে। — ৭ সুরা আরাফ ১৬৮

... আমি তো তোমাদের মধ্যে এককে অপরের জন্য পরীক্ষাস্থানপ করেছি। তোমরা কি ধৈর্য ধরবে ? তোমার প্রতিপালক তো সবই দেখেন। — ২৫ সুরা ফুরকান ২০

স্মরণ করো, আমি তোমাকে বলেছিলাম যে, তোমার প্রতিপালক মানুষকে ঘিরে রয়েছেন। আমি যে-দৃশ্য তোমাকে (মিরাজে) দেখিয়েছি তা এবং কোরানে উল্লেখিত অভিশপ্ত বৃক্ষ কেবল মানুষের পরীক্ষার জন্য। আমি তাদেরকে ভয় দেখাই, কিন্তু তা তাদের উগ্র অবাধ্যতাই বৃক্ষ করে। — ১৭ সুরা বনি-ইসরাইল ৬০

তোমাদের পূর্বে বহু মানবগোষ্ঠীকে আমি তো ধ্বংস করেছিলাম যখন তারা সীমালভ্যন করেছিল। স্পষ্ট নির্দশন নিয়ে তাদের কাছে তাদের রসূল এসেছিল, কিন্তু তারা বিশ্বাস করার জন্য প্রস্তুত ছিল না। এভাবে আমি অপরাধী সম্প্রদায়কে প্রতিফল দিয়ে থাকি। তারপর, তোমরা কী কর তা দেখার জন্য, আমি তাদের পরে পৃথিবীতে তোমাদেরকে প্রতিনিধি করেছি। — ১০ সুরা ইউনুস ১৩-১৪

যখন তাঁর আরশ পানির ওপর ছিল তখন তিনিই আকাশ ও পৃথিবী ছয়দিনে সৃষ্টি করেন তোমাদের মধ্যে কে আচরণে ভালো তা পরীক্ষা করার জন্য। ‘মৃত্যুর পর তোমাদের আবার ওঠানো হবে,’ তুমি এ বলনেই অবিশ্বাসীরা তো বলবে, ‘এ স্পষ্ট অলীক কল্পনা।’ — ১১ সুরা হৃদ ৭

আমি অবিশ্বাসীদের কাউকে-কাউকে তাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য, পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য হিসাবে ভোগবিলাসের যে-উপকরণ দিয়েছি তার দিকে তুমি কখনও লক্ষ কোরো না। তোমার প্রতিপালকের দেওয়া জীবনের উপকরণ আরও ভালো, ও বেশি স্থায়ী। — ২০ সুরা তাহা ১৩১

আর এভাবে আমি তাদের এক দলকে অন্য দল দিয়ে পরীক্ষা করেছি যেন তারা বলে, ‘আমাদের মধ্যে কি এদেরকেই আল্লাহ অনুগ্রহ করলেন ?’ আল্লাহ কি কৃতজ্ঞ লোকদের স্মরক্ষে ভালো করে জানেন না ? — ৬ সুরা আনআম ৫৩

তিনিই তোমাদেরকে পৃথিবীতে খলিফা (প্রতিনিধি) করেছেন। আর তিনি তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তা দিয়ে পরীক্ষা করার জন্য তোমাদের কাউকে অন্যের ওপর ঝর্ণাদায় বড়

করেছেন। তোমার প্রতিপালকের শাস্তি দিতে সময় লাগে না। আবার তিনি তো ক্ষমা করেন, করণা করেন। — ৬ সুরা আনআম : ১৬৫

মানুষকে দৃঢ়খণ্ডেন্য স্পর্শ করলে সে আমাকে ডাকে। তারপর যখন আমি তাকে অনুগ্রহ করি তখন সে বলে, ‘আমি তো এ আমার জ্ঞান দিয়ে লাভ করেছি।’ এ এক পরীক্ষা, কিন্তু ওদের অনেকেই তা বোঝে না। এদের আগে যারা এসেছিল তারাও এই বলত, কিন্তু ওদের কাজকর্ম ওদের কোনো কাজে আসে নি। — ৩৯ জুমা : ৪৯-৫০

পৃথিবীর ওপর যা—কিছু আছে আমি সেগুলোকে তার শোভা করেছি মানুষকে এই পরীক্ষা করার জন্য যে, ওদের মধ্যে কে কর্মে ভালো। তার ওপর যা—কিছু আছে তাকে আমি বিরান্ত ভূমিতে পরিণত করব। — ১৮ সুরা কাহাফ : ৭-৮

... আমি তোমাদেরকে মন্দ ও ভালো দিয়ে বিশেষভাবে পরীক্ষা করে থাকি। — ২১ সুরা আস্তির্যাঃ : ৩৫

মহামহিময় তিনি যিনি সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী, তিনি সববিষয়ে সর্বশক্তিমান। যিনি মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করেছেন তোমাদের পরীক্ষার জন্য, কে তোমাদের মধ্যে কর্মে উত্তম? তিনি পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল। — ৬৭ সুরা মূলক : ১-২

আলিফ—লাম—মিম। মানুষ কি মনে করে যে, ‘আমরা বিশ্বাস করি’ এ কথা বলে বলেই ওদের পরীক্ষা না করে অব্যাহতি দেওয়া হবে? অবশ্যই এদের পূর্ববর্তীদের পরীক্ষা করা হয়েছিল। আল্লাহ্ অবশ্যই প্রকাশ করে দেবেন কারা সত্যবাদী ও কারা মিথ্যবাদী। যারা মন্দ কাজ করে তারা কি মনে করে যে, তারা আমার আয়ত্তের বাইরে থেকে যাবে? তাদের ধারণা কত খারাপ! — ২৯ সুরা আনকাবুত : ১-৪

নিশ্চয় আমি তোমাদের (কাউকে) ভয় ও ক্ষুধা দিয়ে, আর (কাউকে) ধনেপ্রাপ্তে বা ফলফসলের ক্ষয়ক্ষতি দিয়ে পরীক্ষা করবো। আর যারা ধৈর্য ধরে তুমি তাদের সুখবর দাও। — ২ সুরা বাকারা : ১৫৫

তোমরা কি মনে কর তোমরা জানাতে প্রবেশ করবে, যদিও এখনও তোমাদের পূর্বে যারা চলে গেছে তাদের অবস্থায় পড় নি? অর্থসংকট ও দৃঢ়খন্দারিদ্য তাদেরকে স্পর্শ করেছিল, আর তারা এমনই বিচলিত হয়ে পড়েছিল, যে রসূল ও তার ওপর যারা বিশ্বাস করেছিল তারাও বলে উঠেছিল, ‘আল্লাহ্ সাহায্য কখন আসবে?’ জেনে রেখো, আল্লাহ্ সাহায্য তো কাছেই। — ২ সুরা বাকারা : ২১৪

আর জেনে রাখো যে, তোমাদের ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততি তো এক পরীক্ষা; আর আল্লাহ্ কাছেই রয়েছে বড় পুরুষ্কার। — ৮ সুরা আনফাল : ২৮

আর তোমার সাহস হারিয়ো না ও দৃঢ়খ কোরো না। তোমরাই হবে শ্রেষ্ঠ, যদি তোমরা বিশ্বাসী হও। তোমাদের যদি কোনো আঘাত লেগে থাকে তবে অনুরূপ আঘাত তাদেরও তো লেগেছে। আর মানুষের মধ্যে এ (সংকটময়) দিমগুলোর পর্যায়ক্রমে আমি অদলবদল করে থাকি, যাতে আল্লাহ্ বিশ্বাসীদেরকে জ্ঞানতে পারেন ও তোমাদের মধ্য থেকে কিছুকে সাক্ষী করে রাখতে পারেন, আর আল্লাহ্ সীমালজ্ঞনকারীদের ভালোবাসেন না, আর যাতে আল্লাহ্ বিশ্বাসীদেরকে শোধরাতে পারেন ও অবিশ্বাসীদের নিশ্চিহ্ন করতে পারেন।

তোমরা কি মনে কর যে তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে, যতক্ষণ না আল্লাহ্ জানেন তোমাদের মধ্যে কে জিহাদ করেছে ও কে ধৈর্য ধরেছে। আর তোমরা তো মৃত্যু কামনা করতে মৃত্যুর সম্মুখীন হওয়ার পূর্বে। এখন তোমরা তো তা চোখে দেখছ? — ৩ সুরা আল-ই-ইমরান : ১৩৯-১৪৩

তোমাদের তো ধনসম্পদ ও জীবন সম্বন্ধে পরীক্ষা করা হবে। তোমাদের পূর্বে যাদের কিতাব দেওয়া হয়েছিল তাদের ও অংশীবাদীদের কাছ থেকে তোমরা অনেক পীড়িদায়ক কথা শুনবে। যদি তোমরা ধৈর্য ধর ও সাবধান হয়ে চল তবে তা হবে কর্মের (প্রকৃত) প্রস্তুতি। — ৩ সুরা আল-ই-ইমরান : ১৮৬

আমি অবশ্যই তোমাদের পরীক্ষা করব যতক্ষণ না প্রকাশ হয় কে তোমাদের মধ্যে জিহাদ করে আর কে ধৈর্য ধরে। আর আমি তোমাদের ঘবর পরীক্ষা করে দেখব। — ৪৭ সুরা মুহাম্মদ : ৩১

আমি তো মানুষকে সৃষ্টি করেছি যিনিত শুক্রবিন্দু থেকে তাকে পরীক্ষা করার জন্য। এজন্য আমি তাকে শোনার ও দেখার শক্তি দিয়েছি। আমি তাকে পথের নির্দেশ দিয়েছি হয় সে কৃতস্ত হবে, নাহয় সে অক্রতস্ত হবে। — ৭৬ সুরা দাহর : ২-৩

তোমাদের ধনসম্পদ ও সত্তানসম্ভূতি তো তোমাদের জন্য পরীক্ষা, তোমাদের জন্য আল্লাহরই কাছে বড় পুরস্কার। — ৬৪ সুরা তাগাবুন : ১৫

হে বিশ্বাসিগণ! তোমাদের হাত ও বর্ণ দিয়ে যা শিকার করা যায় সে—বিষয়ে আল্লাহ্ তোমাদের পরীক্ষা করবেন যাতে আল্লাহ্ জানতে পারেন কে তাঁকে না দেখেও ত্য করে। — ৫ সুরা মাযিদা : ৯৪

তোমরা কি মনে কর যে, আল্লাহ্ তোমাদের এমনি ছেড়ে দেবেন, এ না জেনে কে তোমাদের মধ্যে জিহাদ করেছে, কে আল্লাহ্, তাঁর রসূল ও বিশ্বাসীদেরকে ছাড়া অন্য কাউকেই অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করে নি? তোমরা যা কর সে—সম্বন্ধে আল্লাহ্ ভালো করেই জানেন। — ৯ সুরা তওবা : ১৬

মানুষের মতবৈধতা : মতভেদে ও মীমৎসা দ্র।

মানুষের সীমালজ্ঞন : বস্তুত মানুষ তো সীমালজ্ঞন করেই থাকে, কারণ সে নিজেকে অভাবমুক্ত মনে করে। — ১৬ সুরা আলাক : ৬-৭

তিনি শুক্র থেকে মানুষ সৃষ্টি করেছেন, অথচ দেখো, সে প্রকাশ্যে তর্ক করে। — ১৬ সুরা নাহল : ৮

নিশ্চয়ই আমি আকাশ, পৃথিবী ও পর্বতমালার কাছে এ—আমানত দিতে চেয়েছিলাম। ওরা ভয়ে তা বইতে অঙ্গীকার করল, কিন্তু মানুষ তা বইল। মানুষ তো নিজের ওপর বড় জ্ঞান করে থাকে, আর সে বড়ই অঙ্গ। শেষে আল্লাহ্ মুনাফিক নরনারী ও অংশীবাদী নরনারীকে শাস্তি দেবেন, আর বিশ্বাসী নরনারীকে ক্ষমা করবেন। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। — ৩৩ সুরা আহ্জার : ৭২-৭৩

মান্না ও সালওয়া : [মান্না এক সুস্বাদু খাদ্য যা গাছের পাতায় ও মাঠের ঘাসে শিশিরের মত জমে থাকে। সালওয়া পাথির মাংস]

...ଆର ଆମି ତାଦେର ଓପର ମେଘର ଛାୟା ବିସ୍ତାର କ'ରେ ଦିଯେଛିଲାମ ଏବଂ ତାଦେର ଜନ୍ୟ ପାଠିଯେଛିଲାମ ମାନ୍ନା ଓ ସାଲାଓୟା । ଆର (ବଲେଛିଲାମ), ‘ତୋମାଦେର ଯେ ଜୀବନେର ଉପକରଣ ଦିଯେଛି ତାର ଥେକେ ଭାଲେ ଭାଲେ ଜିନିସ ଥାଏ ।’ ତାରା ଆମାର ଓପର କୋନୋ ଜୁଲୁମ କରେନି, ବରେ ତାରା ନିଜେଦେଇ ଓପର ଜୁଲୁମ କରେଛିଲ । — ୭ ସୁରା ଆରାଫ ॥ ୧୬୦

ହେ ବନ୍ଦି-ଇସରାଇଲ ! ଆମି ତୋ ତୋମାଦେରକେ ଶତ୍ରୁର କବଳ ଥେକେ ଉଦ୍ଧାର କରେଛିଲାମ ଓ ତୁର ପାହାଡ଼େର ଡାନ ଦିକ ଥେକେ ତୋମାଦେର (ତୁରାତ ଦେଓୟାର) ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଯେଛିଲାମ । ଆର ତୋମାଦେର କାହେ ମାନ୍ନା ଓ ସାଲାଓୟା ପାଠିଯେଛିଲାମ । (ଆର ବଲେଛିଲାମ), ‘ତୋମାଦେର ଜନ୍ୟ ଜୀବନେର ଯେ ଉପକରଣ ଦିଯେଛି ତାର ଥେକେ ତୋମରା ଭାଲେ ଭାଲେ ଜିନିସ ଥାଏ ।’ ତାରା ଆମାର ଓପର କୋନୋ ଜୁଲୁମ କରେ ନି, ବରେ ତାରା ନିଜେଦେଇ ଓପର ଜୁଲୁମ କରେଛିଲ । — ୨୦ ସୁରା ତାହା ॥ ୮୦

ଆମି ତୋମାଦେର ଓପର ମେଘର ଛାୟା ବିସ୍ତାର କରେ ଦିଯେଛିଲାମ ଏବଂ ତୋମାଦେର କାହେ ମାନ୍ନା ଓ ସାଲାଓୟା ପାଠିଯେଛିଲାମ । (ଆର ବଲେଛିଲାମ), ‘ତୋମାଦେର ଜନ୍ୟ ଜୀବନେର ଯେ ଉପକରଣ ଦିଯେଛି ତାର ଥେକେ ତୋମରା ଭାଲେ ଭାଲେ ଜିନିସ ଥାଏ ।’ ତାରା ଆମାର ଓପର କୋନୋ ଜୁଲୁମ କରେ ନି, ବରେ ତାରା ନିଜେଦେଇ ଓପର ଜୁଲୁମ କରେଛିଲ । — ୨ ସୁରା ବାକାରା ॥ ୫୭

ମାରାଓୟା ॥ ହଜ୍ ଦ୍ୱ.

ହାରାତ ଓ ହାରାତ ॥ ସୋଲାଯମାନ ଦ୍ୱ.

ମାସ ॥ ପବିତ୍ର ମାସେର ବଦଳେ ପବିତ୍ର ମାସ । ଆର ସକଳ ପବିତ୍ର ଜିନିସେର ଜନ୍ୟେ ଏମନ ବିନିମୟ । ସୁତରାଏ ଯେ ତୋମାଦେରକେ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ ତୋମରାଓ ତାକେ ଅନୁକୂଳ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ । ଆର ତୋମରା ଆଲ୍ଲାହକେ ଭଯ କରୋ ଓ ଜେନେ ରାଖୋ ଯେ, ଆଲ୍ଲାହ ସାବଧାନିଦେର ସାଥେ ଥାକେନ । — ୨ ସୁରା ବାକାରା ॥ ୧୯୪

ପବିତ୍ର ମାସେ ଯୁଦ୍ଧ କରା ସମ୍ପର୍କେ ଲୋକେ ତୋମାକେ ଜିଜ୍ଞାସା କରେ । ବଲୋ, ‘ସେଇ ସମୟ ଯୁଦ୍ଧ କରା ଭୀଷଣ ଅନ୍ୟାୟ । କିନ୍ତୁ ଆଲ୍ଲାହର କାହେ ତାର ଚୟେଓ ବଡ଼ ଅନ୍ୟାୟ ଆଲ୍ଲାହର ପଥେ ବାଧା ଦେଓୟା, ଆଲ୍ଲାହକେ ଅସ୍ଵିକାର କରା, କାବାଶରିଫେ (ଉପାସନାୟ) ବାଧା ଦେଓୟା ଓ ମେଖାନକାର ଅଧିବାସୀଦୀରକେ ମେଖାନ ଥେକେ ତାଢ଼ିଯେ ଦେଓୟା । ଆର ଫିନୋ ହତ୍ୟାର ଚୟେ ଆରଙ୍ଗ ଭୀଷଣତର ଅନ୍ୟାୟ ।’ ପାରଲେ, ତାରା ସବ ସମୟ ତୋମାଦେର ବିରକ୍ତେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ ଯେ-ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନା ତାରା ତୋମାଦେର ଧର୍ମ ଥେକେ ତୋମାଦେରକେ ଫିରିଯେ ଦେୟ । — ୨ ସୁରା ବାକାରା ॥ ୨୧୭

ହେ ବିଶ୍ୱାସିଗଣ ! ଅବୟାନନା କରିବେ ନା ଆଲ୍ଲାହର ନିର୍ଦ୍ଦର୍ଶନେର, ପବିତ୍ର ମାସେର, କୋରବାନିର ଜନ୍ୟ କାବାୟ ପାଠାନୋ ପଶୁର, ଗଲାୟ ମାର୍କିମାରା ମାଲାପରାନୋ ପଶୁର ଆର ତାଦେର ଯାରା ପବିତ୍ର ଘରେ ଆସେ ତାଦେର ପ୍ରତିପାଲକେର ଅନୁଗ୍ରହ ଓ ସମ୍ମୁଦ୍ରି ଲାଭେର ଆଶାୟ । ସଥନ ତୋମରା ଏହ୍ରାମ ମୁକ୍ତ ହବେ ତଥନ ଶିକାର କରିବେ ପାର । — ୫ ସୁରା ମାଯିଦା ॥ ୨

ଆଲ୍ଲାହ ପବିତ୍ର କାବାଗ୍ର୍ହ, ପବିତ୍ର ମାସ, କୋରବାନିର ଜନ୍ୟ କାବାୟ ପାଠାନୋ ପଶୁ ଓ ଗଲାୟ ମାର୍କିମାରା ମାଲାପରାନୋ ପଶୁ ମାନୁଷେର କଲ୍ୟାନେର ଜନ୍ୟ ନିର୍ଧାରତ କରିବେହେନ । ଏ ଏଜନ୍ୟ ଯେ, ତୋମରା ଯେନ ଜାନତେ ପାର ଯା କିଛୁ ଆକାଶେ ଓ ପୃଥିବୀତେ ଆହେ ତା ଆଲ୍ଲାହ ଜାନେନ, ଆର ଆଲ୍ଲାହ ସବବିଷୟେ ସର୍ବଜ୍ଞ । — ୫ ସୁରା ମାଯିଦା ॥ ୧୯୧

ଆକାଶ ଓ ପୃଥିବୀର ସୁଟିର ଦିନ ଥେକେଇ ଆଲ୍ଲାହର ବିଧାନେ ଆଲ୍ଲାହର କାହେ ମାସଗଣନାୟ ମାସ ବାରଟି, ତାର ମଧ୍ୟେ ଚାରଟି ମାସ (ମହରମ, ରଜ୍ବର, ଜିଲକଦ ଓ ଜିଲହଜ) ହାରାମ । ଏ-ଇ ସୁପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବିଧାନ । ସୁତରାଏ ଏର ମଧ୍ୟେ ତୋମରା ନିଜେଦେଇ ଓପର ଜୁଲୁମ କୋରୋ ନା, ଆର ତୋମରା ଅଂଶୀବାଦୀଦେର ବିରକ୍ତେ ସମବେତଭାବେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ ଯେମନ ତାରା ତୋମାଦେର ବିରକ୍ତେ ସମବେତଭାବେ ଯୁଦ୍ଧ କରେ ଥାକେ । ଆର ଜେନେ ରାଖୋ ଯେ ଆଲ୍ଲାହ ସାବଧାନିଦେର ସଙ୍ଗେ ଆଛେ ।

এই মাস অন্য মাসে পিছিয়ে দিলে তাতে কেবল অবিশ্বাসের মাত্রা বৃদ্ধি করবে, যার ফলে যারা অবিশ্বাস করে তারা ওকে কোনো বছর হালাল করবে, আবার কোনো বছর হারাম করবে যাতে তারা আল্লাহ্ যেগুলোকে হারাম করছেন তা হালাল করতে পারে। তাদের মদ কাজগুলো তাদের জন্য শোভনীয় করা হয়েছে। আল্লাহ্ অবিশ্বাসী সম্প্রদায়কে সংপথ দেখান না। — ৯ সুরা তওবা : ৩৬-৩৭

মিকাইল : যারা আল্লাহ্, তাঁর ফেরেশ্তাদের, রসূলদের, জিবাইল ও মিকাইলের শক্র, (তারা জেনে রাখুক), নিচ্ছয়ই আল্লাহ্ অবিশ্বাসীদের শক্র। — ২ সুরা বাকারা : ৯৮

মিতব্যয় : ব্যয় ও মিতব্যয় দ্র.।

মিরাজ : মুহাম্মদ ও মিরাজ দ্র.।

মুসা, বনি-ইসরাইল ও ফেরাউন : আমি তোমাদের কাছে পাঠিয়েছি এক রসূল তোমাদের সাক্ষীরাপে যেমন রসূল পাঠিয়েছিলাম ফেরাউনের কাছে, কিন্তু ফেরাউন সেই রসূলকে অমান্য করেছিল, তার জন্য আমি তাকে কঠিন শাস্তি দিয়েছিলাম। — ৭৩ সুরা মুজাহিল : ১৫-১৬

তবু তোমরা পার্থিব জীবনকে প্রাধান্য দাও, যদিও পরবর্তী জীবন আরও ভালো ও আরও স্থায়ী। এ তো (লেখা) আছে পূর্বের গ্রন্থে — ইব্রাহিম ও মুসার গ্রন্থে। — ৮৭ সুরা আলা : ১৬-১৯

তোমার কাছে কি ফেরাউন ও সামুদ্রের সৈন্যবাহিনীর (কথা) পৌছেছে? তারপরও অবিশ্বাসীরা যিথ্যা আরোপ করে। আর আল্লাহ্ পেছন থেকে ওদেরকে ঘিরে রাখেন। — ৮৫ সুরা বুরুজ : ১৭-১৯

ফেরাউন-সম্প্রদায়ের কাছেও এসেছিল সতর্ককারী, কিন্তু ওরা আমার সকল নির্দর্শন প্রত্যাখ্যান করেছিল। পরাক্রমশালী ও সর্বশক্তিমান আমি ওদেরকে কঠিন শাস্তি দিয়েছিলাম। — ৫৪ সুরা কামার : ৪১-৪২

তাদের পর মুসাকে আমার নির্দর্শনাবলী দিয়ে ফেরাউন ও তার পরিষদ্দের কাছে পাঠাই, কিন্তু তারা তাকে অগ্রহ্য করে। লক্ষ করো বিপর্যয়সংক্ষিকারীদের কি পরিণাম হয়েছিল!

মুসা বলল, ‘হে ফেরাউন! আমি বিশ্বজগতের প্রতিপালকের প্রেরিত রসূল। আল্লাহ্ সম্পর্কে সত্য বলা ছাড়া আমার কোনো অধিকার নেই। আমি তোমাদের কাছে এনেছি তোমাদের প্রতিপালকের স্পষ্ট প্রমাণ। সুতোঁ বনি-ইসরাইল সম্প্রদায়কে আমার সাথে যেতে দাও।’

ফেরাউন বলল, ‘যদি তুমি কোনো নির্দর্শন এনে থাক, সত্যবাদী হলে তা হাজির কর।’

তারপর মুসা তার লাঠি ছুড়ে ফেলল আর সাথে সাথে সেটি এক সাক্ষাৎ অজগর সাপ হয়ে গেল, আর যখন সে তার হাত বের করল তা তৎক্ষণাত দর্শকদের সামনে উজ্জ্বল শুভ মনে হল। — ৭ সুরা আরাফ : ১০৩-১০৮

ফেরাউন সম্প্রদায়ের প্রধানগণ বলল, ‘এ-তো একজন ওস্তাদ জাদুকর! এ তোমাদেরকে তোমাদের দেশ থেকে তাড়িয়ে দিতে চায়। এখন তোমরা কী বুদ্ধিপরামর্শ দাও?’

তারা বলল, ‘তাকে ও তার ভাইকে কিছু সময় দাও। আর শহরে শহরে যোগানদার-দেরকে পাঠাও। তারা তোমার সামনে সকল ওস্তাদ জাদুকরকে হাজির করুক।’

জাদুকরেরা ফেরাউনের কাছে এসে বলল, ‘আমরা যদি জিতি, আমাদেরকে পুরস্কার দিবেন তো ?’

সে বলল, ‘হ্যা, তোমরা হবে আমার খুব কাছের লোক !’

তারা বলল, ‘হে মুসা ! তুমি ছুড়বে, না আমরা ছুড়ব !’

সে বলল, ‘তোমরাই ছোড়ো !’

যখন তারা ছুড়ল তখন তারা লোকের চোখে ডেলকি লাগাল, তারা ত্য পেয়ে গেল যেন তারা ভোজভাজি দেখছে !

মুসার প্রতি আমি ছক্ষু করলাম, ‘তুমিও তোমার লাঠি ছোড়ো !’

হঠাৎ লাটিটা ওদের ভূয়া সৃষ্টি গ্রাস করে ফেলতে লাগল ; ফলে সত্য প্রতিষ্ঠা পেল আর তারা যা করেছিল তা মিথ্যা প্রমাণিত হল। সেখানে তারা হার মানল ও অপদস্থ হল। আর জাদুকররা সিজদা করল। তারা বলল, ‘আমরা বিশ্বাস করলাম বিশ্বজগতের প্রতিপালকের ওপরে, যিনি মুসা ও হারানেরও প্রতিপালক !’

ফেরাউন বলল, ‘কী ! আমি তোমাদেরকে অনুমতি দেবার আগেই তোমরা ওর ওপর বিশ্বাস করলে ? তোমরা শহরের লোকদের এখান থেকে বের করে দেওয়ার জন্য ঘড়্যন্ত করেছ। এ তো একটা যত্নযন্ত্র ! আচ্ছা, তোমরা শীঘ্রই জানতে পারবে। আমি তোমাদের হাত-পা উলটো দিক থেকে কাটব, তারপর তোমাদের সকলকে শুলে চড়াব !’

তারা বলল, ‘আমরা আমাদের প্রতিপালকের কাছে ফিরে যাব। আমাদের প্রতিপালকের নির্দশন আমাদের কাছে যখন এসেছে তখন আমরা তাতে বিশ্বাস করবই। তুমি এর জন্মে আমাদের ওপর শুধুশুধু দোষারোপ করছ। হে আমাদের প্রতিপালক ! আমাদেরকে ধৈর্য দান করো এবং মুসলমান হিসাবে আমাদের মতৃ ঘটাও !’ — ৭ সুরা আরাফঃ ১০৯-১২৬

ফেরাউন সম্প্রদায়ের প্রধানরা বলল, ‘আপনি কি মুসা ও তাঁর দলবলকে রাজ্য অনাস্তিষ্ঠ করতে দেবেন, না আপনাকে ও আপনাদের দেবতাদেরকে বর্জন করতে দেবেন ?’

সে বলল, ‘তাদের চেয়ে আমাদের জ্ঞান অনেক বেশি, আমরা ওদের ছেলেদেরকে খুন করব আর ওদের মেয়েদের বাঁচিয়ে রাখব !’

মুসা তার সম্প্রদায়কে বলল, ‘আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করো আর ধৈর্য ধরো, দুনিয়া তো আল্লাহরই ! তিনি তাঁর দাসদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তার উত্তরাধিকারী করেন, আর সাবধানিদের জন্যই তো রয়েছে শুভ পরিণাম !’

তারা বলল, ‘আমাদের কাছে তোমার আসার আগেও, আবার, আসার পরেও আমরা কেবল নির্যাতিত হচ্ছি !’ সে বলল, ‘শীঘ্রই তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের শত্রুকে ধ্বংস করবেন ও দেশে তোমাদেরকে তাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন। তারপর তিনি লক্ষ করবেন তোমরা কী কর !’ — ৭ সুরা আরাফঃ ১২৭-১২৯

আমি তো ফেরাউন-সমর্থকদের দুর্ভিক্ষ ও খাদ্যাভাব দিয়ে আঘাত করেছি যাতে তারা বুঝতে পারে। যখন তাদের কোনো ভালো হতো তারা বলত এ তো আমাদের প্রাপ্য। আর যখন কোনো খারাপ হতো তখন তা মুসা ও তার সঙ্গীদের ওপর তারা আরোপ করত।

শোনো, তাদের ভালোমদ্দ আল্লাহ'রই হাতে, কিন্তু তাদের অনেকেরই তা জানা নেই। তারা বলল, 'আমাদের জাদু করার জন্য তুমি যে কোনো নির্দেশন আমাদের কাছে হাজির কর না কেন, আমরা তোমাকে বিশ্বাস করব না।'

তারপর আমি তাদের বন্যা, পশ্চপাল, উকুন, ব্যাঙ ও রক্ত দিয়ে কষ্ট দিই। এগুলো পরিষ্কার নির্দেশন, কিন্তু তাদের হামবড়া ভাব রয়ে গেল। আর তারা তো ছিল এক অপরাধী সম্প্রদায়।

আর যখন তাদের ওপর শাস্তি আসত তখন তারা বলত, 'হে মুসা! তুমি তোমার প্রতিপালকের কাছে আমাদের জন্য প্রার্থনা করো। তোমার সঙ্গে তার যে কথা আছে সেইভাবে যদি তুমি আমাদের শাস্তি দূর কর, আমরা তো তোমার ওপর বিশ্বাস করবই, আর বনি-ইসরাইলদেরকেও তোমার সাথে যেতে দেব।'

যখন তাদের ওপর সেই শাস্তি যা নির্ধারিত ছিল নির্দিষ্টকালের জন্য দূর করা হয়, তখন তারা তাদের কথার বরখেলাপ করে। সেজন্য আমি তাদের ওপর প্রতিশোধ নিয়েছি, আর তাদের অতল সাগরে ডুবিয়েছি, কারণ তারা আমার নির্দেশনগুলোকে অঙ্গীকার করেছে আর তারা এ-ব্যাপারে ছিল অমনোযোগী।

আর যে-সম্প্রদায়কে দুর্বল মনে করা হতো তাদেরকে আমি আমার আশীর্বাদপূর্ণ রাজ্যের পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তের উত্তরাধিকারী করি। আর যেহেতু তারা ধৈর্য ধরেছিল বনি-ইসরাইল সম্বর্জনে তোমার প্রতিপালকের শুভবাণী সত্ত্বে পরিণত হল! আর ফেরাউন ও তার সম্প্রদায়ের তৈরি শিল্পকর্ম ও প্রাসাদসমূহ আমি ধ্বংস করে দিলাম।'

আর বনি-ইসরাইলকে আমি সাগর পার করিয়ে দিই। তারপর তারা এক জাতির সংস্পর্শে এল যারা মৃত্তি পূজা করত। তারা বলল, 'হে মুসা! ওদের দেবতাদের মতো আমাদের অন্যও এক দেবতা গড়ে দাও।'

সে বলল, 'তোমরা তো এক আহম্মদকের জাত। এসব কাজ যা লোকে করছে তা তো ধ্বংস করা হবে, আর তারা যা করছে তাও ভিত্তিহীন।'

সে আরও বলল, 'কী! আল্লাহকে ছেড়ে তোমাদের জন্য আমি অন্য উপাস্য খুঁজে বেড়াব যখন তিনি তোমাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন বিশ্বজগতের ওপর? আর ফেরাউনের যে-লোকেরা তোমাদেরকে কঠিন শাস্তি দিত তাদের হাত থেকে আমি তোমাদের উদ্ধার করেছি! তারা তোমাদের ছেলেদেরকে হত্যা করত আর মেয়েদেরকে বাঁচিয়ে রাখত। আর এর মধ্যে ছিল তোমাদের জন্য তোমাদের প্রতিপালকের এক কঠিন পরীক্ষা।'

— ৭ সুরা আরাফ় ১৩০-১৪১

আর আমি মুসাকে (প্রথমে) প্রতিশুতি দিয়েছিলাম ত্রিশ রাত্রির এবৎ (পরে) তার সঙ্গে যোগ দিয়ে পূর্ণ করি আরও দশ রাত্রি। এভাবে তার প্রতিপালকের নির্ধারিত সময় চল্লিশ রাত্রি পুরো হয়। আর মুসা তার ভাই হারুনকে বলল, '(এই চল্লিশ দিন) আমার সম্প্রদায়ের মধ্যে তুমি আমার প্রতিনিধিত্ব করবে, ভালো ব্যবহার করবে আর যারা ফ্যাশাদ করে তাদের অনুসরণ করবে না।'

আর মুসা যখন আমার নির্ধারিত স্থানে হাজির হল ও তার প্রতিপালক তার সাথে কথা বলল তখন সে বলল, ‘হে আমার প্রতিপালক ! আমাকে দেখা দাও, যেন আমি তোমাকে দেখতে পারি ।’

তিনি বললেন, ‘তুমি আমাকে কখনোই দেখতে পাবে না, বরং তুমি পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে থাক, যদি তা নিজের জায়গায় স্থির থাকে তবে তুমি আমাকে দেখতে পারবে ।’

যখন তার প্রতিপালক পাহাড়ে ভ্রেতানি হলেন তখন সেই পাহাড় চূণবিচূর্ণ হয়ে গেল আর মুসা সংজ্ঞানী হয়ে পড়ে গেল । জ্ঞান ফিরে আসার পর সে বলল, ‘প্রশংস্মা তোমার, আমি অনুত্পন্ন হয়ে তোমার কাছে ফিরে এলাম, আর আমিই প্রথম বিশ্বাস স্থাপন করছি ।’

তিনি বললেন, ‘হে মুসা ! আমি তোমাকে বাণী দিয়ে ও তোমার সাথে কথা বলে মানুষের মধ্যে তোমাকে প্রাধান্য দিয়েছি । সুতোং আমি যা দিলাম তা গ্রহণ কর ও ধন্য হও । আর আমি তোমার জন্য ফলকে নিখে দিলাম প্রত্যেক বিষয়ের উপদেশ ও প্রত্যেক বিষয়ের স্পষ্ট ব্যাখ্যা । সুতোং এগুলো শক্ত করে ধরো আর এদের মধ্যে যা ভালো তা তোমার সম্প্রদায়কে গ্রহণ করতে নির্দেশ দাও । আমি শীঘ্ৰই সত্যত্যাগীৰ বাসস্থান তোমাদেরকে দেখাবো ।’

পৃথিবীতে যারা অন্যায়ভাবে অহংকার করে বেড়ায় তাদের দৃষ্টিকে আমার নির্দশন থেকে ফিরিয়ে দেব । তারপর তারা আমার প্রত্যেকটি নির্দশন দেখলেও ওরা ওতে বিশ্বাস করবে না । তারা সৎপথ দেখলেও তাকে পথ বলে গ্রহণ করবে না, কিন্তু আস্ত পথ দেখলেই সেই পথ অনুসরণ করবে । এ এজন্য যে, তারা আমার নির্দশনগুলো প্রত্যাখ্যান করেছে ও এ—সম্বক্ষে ওরা অমনোযোগী । তাদের কর্ম নিষ্কল হবে যারা আমার নির্দশনসমূহ ও পরিকালের সাক্ষাৎকে মিথ্যা বলে । তারা যা করে সেই মতো কি তাদের প্রতিফল দেওয়া হবে না ? — ৭ সুরা আরাফ় ১৪২-১৪৭

আর মুসার সম্প্রদায় তার অনুপস্থিতিতে নিজেদের অলংকার দিয়ে একটা গোবৎস্যের মূর্তি গড়ল, যার মধ্য থেকে গোরুর শব্দ বের হত । তারা কি দেখে নি যে ওটা তাদের সাথে কথা বলে না, আর কোনো পথও দেখায় না । তারা ওটার অর্চনা শুরু করলো এবং তারা ছিল সীমালঙ্ঘনকারী ।

তারা যখন অনুত্পন্ন হল ও দেখলো যে তারা পথভূষ্ঠ হয়েছে তখন তারা বলল, ‘আমাদের প্রতিপালক যদি আমাদেরকে দয়া না করেন বা ক্ষমা না করেন তবে তো আমাদের সর্বনাশ !’

আর মুসা তার সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে এসে রাগে ও দুঃখে বলল, ‘আমার অবর্তমানে তোমরা আমার হয়ে কত খারাপ কাজই—না করেছ ! তোমাদের প্রতিপালকের আদেশকে এগিয়ে নিয়ে আসার জন্য কেন তাড়াছড়ো করলে ?’

আর তারপর সে ফলকগুলো নামিয়ে রাখল । আর সে তার ভাইয়ের চুল ধরে নিজের দিকে টানতে লাগল । হারুন বলল, ‘হে আমার সহোদর ভাই ! লোকেরা তো দুর্বল মনে ক’রে আমাকে প্রায় খুন করে ফেলেছিল আর কি ! তুমি আমার সাথে এমন কোরো না যাতে শত্রু আনন্দিত হয়, আর আমাকে সীমালঙ্ঘনকারীদের অস্তর্ভুক্ত কোরো না ।’

মুসা বলল, ‘হে আমার প্রতিপালক ! তুমি আমাকে ও আমার ভাইকে ক্ষমা কর। তুমি তোমার অনুগ্রহে আমাদের আশ্রয় দাও, আর তুমিই তো শ্রেষ্ঠ দয়ালু।’ — ৭
সূরা আরাফ় ১৪৮-১৫১

নিচ্য যারা গোবৎস্যকে (উপাস্যরাপে) গ্রহণ করেছিল পার্থিব জীবনে তাদের ওপর তাদের প্রতিপালকের গজব ও জিল্লতি আসবে। আর যারা মিথ্যা বানায় তাদেরকে আমি এভাবে প্রতিফল দিয়ে থাকি। যারা অসৎ কাজ করে তারা পরে তওবা করলে ও বিশ্বাস করলে তোমার প্রতিপালক তো তারপর তাদেরকে ক্ষমা ও দয়া করবেন।

মুসার রাগ যখন কমলো তখন সে ফলকগুলো তুলে নিল। যারা তাদের প্রতিপালককে ত্যয় করে চলে তাদের জন্য ওতে লেখা ছিল পথের নির্দেশ ও করুণা। মুসা তার সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে সন্তরজন লোককে আমার নির্ধারিত স্থানে সমবেত হওয়ার জন্য নির্বাচন করল। তারপর ভূমিকম্প যখন তাদের আঘাত হানল তখন মুসা বলল, ‘হে আমার প্রতিপালক ! ইচ্ছা করলে এর আগেই তুমি এদেরকে ও আমাকে ধ্বংস করতে পারতে। আমাদের মধ্যে যারা নির্বোধ তারা যা করেছে তার জন্য কি তুমি আমাদের ধ্বংস করবে ? এ-তো শুধু তোমার পর্যাক্ষা যা দিয়ে তুমি যাকে ইচ্ছা বিপথগামী কর আর যাকে ইচ্ছা সংপৰ্য্যে পরিচালিত কর। তুমিই তো আমাদের অভিভাবক। সুতরাং তুমি আমাদেরকে ক্ষমা করো ও আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করো। আর তুমিই সবশ্রেষ্ঠ ক্ষমাকারী। আর আমাদের জন্য লিখে দাও (নিশ্চিত করো) ইহকাল ও পরকালের কল্যাণ। আমরা তোমার কাছে ফিরে আসব।’

তিনি বললেন, ‘আমি শাস্তি যাকে ইচ্ছা দিয়ে থাকি। আর আমার অনুগ্রহ সে তো প্রত্যেক জিনিসে ছড়িয়ে আছে। তাই আমি তা লিখে দিই তাদের জন্য যারা সংহয় পালন করে জাকাত দেয় ও আমার নির্দর্শনগুলোয় বিশ্বাস করে।’ — ৭ সূরা আরাফ় ১৫২-১৫৬

মুসার সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন একদল মানুষ আছে যারা অন্যদের সত্ত্যের পথ দেখায় ও ন্যায়বিচার করে। আর তাদেরকে আমি বারো গোত্রে বিভক্ত করেছিলাম। মুসার সম্প্রদায় যখন তার কাছে পানি চাইল তখন আমি তার প্রতি প্রত্যাদেশ পাঠালাম, ‘তোমার লাঠি দিয়ে পাথরে বাড়ি মার [তুমি পাহাড়ে পাহাড়ে অনুসন্ধান ক’রে দেখ]। তারপর যখন সেখান থেকে বারোটি ঝরনা বের হল, প্রত্যেক গোত্র নিজের নিজের পানির জায়গা চিনে নিল।

আর আমি তাদের ওপর মেঘের ছায়া বিস্তার করে দিয়েছিলাম এবং তাদের জন্য পাঠিয়েছিলাম মাঙ্গা ও সালওয়া। আর (বলেছিলাম), ‘তোমাদের যে-জীবিকা দিয়েছি তার থেকে ভালো ভালো জিনিস খাও।’ তারা আমার ওপর কোনো জুলুম করে নি, বরং তারা নিজেদেরই ওপর জুলুম করেছিল।

আর তাদেরকে যখন বলা হল, ‘এই জনপদে বাস করতে থাক, যা ইচ্ছা খাও আর বলো, ‘ক্ষমা চাই’, আর তোমরা এর দরজা পার হবে মাথা নত ক’রে, আমি তো তোমাদের পাপ ক্ষমা করে দেব এবং আমি সংকর্মপরায়নদের জন্য আমার দান বৃক্ষি করে দেব। তখন তাদের মধ্যে যারা সীমালঙ্ঘনকারী ছিল তারা তাদের যা বলা হয়েছিল তার পরিবর্তে অন্য কথা বলল। যেহেতু তারা সীমালঙ্ঘন করেছিল সেজন্য আমি আকাশ থেকে তাদের ওপর শাস্তি পাঠালাম।’ — ৭ সূরা আরাফ় ১৫৯-১৬২

তাদেরকে সমুদ্র তীরবর্তী অধিবাসীদের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করো, তারা শনিবারে সীমালজ্যন করতো। শনিবার পালনের দিনে তাদের কাছে পানির ওপরে মাছ ভেসে আসতো, কিন্তু যেদিন তারা শনিবার পালন করত না সেদিন ওরা তাদের কাছে আসত না। যারা সত্য ত্যগ করেছিল তাদেরকে আমি এইভাবে পরীক্ষা করেছিলাম।

আর যখন তাদের একদল বলেছিল, ‘আল্লাহ্ যাদের ধ্বংস করবেন বা কঠোর শাস্তি দিবেন, কেন তোমরা তাদের (অনৰ্থক) উপদেশ দিচ্ছ?’ তারা বলেছিল, ‘তোমাদের প্রতিপালকের প্রতি কর্তব্য পালনের জন্য, আর হয়ত তারা তাঁকে ভয় পেলেও পেতে পারে।’ তাদেরকে খে-উপদেশ দেওয়া হয়েছিল তারা যখন তা ভুলে গেল, তখন যারা খারাপ কাজ থেকে নিজেদের দূরে রেখেছিল তাদের আমি উদ্ধার করেছিলাম। আর যারা সীমালজ্যন করে সত্যত্যাগ করেছিল তাদেরকে আমি কঠোর শাস্তি দিয়েছিলাম। তারা যখন নিষিদ্ধ কাজে বাড়াবাড়ি করতে লাগল তখন আমি তাদেরকে বললাম, ‘যৃষিত বানর হও।’

আর স্মরণ করো, তোমার প্রতিপালক ঘোষণা করে দিলেন যে, তিনি কিয়ামত পর্যন্ত এমন লোককে তাদের চেয়ে শক্তিশালী করতে থাকবেনই যারা তাদের কঠিন শাস্তি দিতে থাকবে। আর নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক শাস্তিদানে তৎপর। আর আমি তো ক্ষমাশীল, প্রমদ্যালুণ্ঠ।

পৃথিবীতে আমি তাদের (বনি-ইসরাইল)-কে বিছির করে দিয়েছিলাম বিভিন্ন সমাজে, তাদের কিছু ছিল সংকর্মপ্রায়ণ আবার কিছু অন্যরকম। আর ভালো ও মন্দ দিয়ে আমি তাদেরকে পরীক্ষা করি যাতে তারা (সংপথে) ফিরে আসে। তারপর একের পর এক (অযোগ্য) উত্তরপূর্ণেরা তাদের স্থলাভিষিক্ত হয়। তারা কিতাবেরও উত্তরাধিকারী হয়। এই তুচ্ছ পৃথিবীর জিনিস গৃহণ করে তারা বলত, ‘আমাদের (এ সবের জন্য) মাফ ক'রে দেওয়া হবে।’ কিন্তু আবার ঐ ধরনের জিনিস তাদের কাছে আসলে তা তারা গ্রহণ করে নিত। কিতাবের অঙ্কীকার কি তাদের থেকে নেয়া হয় নি যে, তারা আল্লাহ্ সম্বন্ধে সত্য ছাড় (অন্যকিছু) বলবে না? আর তারা ওতে যা আছে তা তারা ভালো করেই পড়েছে। যারা সাবধান হয় তাদের জন্য পরকালের আবাসই ভালো। তোমরা কি এ বোঝ না? আর যারা কিতাবকে দৃঢ়ভাবে ধৰে থাকে ও যথারীতি নামাজ পড়ে আমি তো তাদের মতো সংকর্মপ্রায়ণদের শ্রমফল নষ্ট করি না।

আর তাদের ওপর যে-পাহাড় ছিল সামিয়ানার মতো তাকে ঝাঁকিয়ে দিলাম। তারা ভাবল ওটা তাদের ওপরে এসে পড়বে। (আমি তাদেরকে তখন বললাম) আমি যা দিলাম তা শক্ত করে ধরো, যাতে তোমরা সাবধান হতে পার তার জন্যে ওতে যা আছে তা স্মরণ করো।’ — ৭ সুরা আরাফ় ১৬৩-১৭১

আমি অবশ্য মুসাকেও কিতাব দিয়েছিলাম আর তার ভাই হারুনকে করেছিলাম তার মন্ত্রী। তারপর বলছিলাম, ‘তোমরা সে-সম্প্রদায়ের কাছে যাও যারা আমার নিদর্শনগুলোকে প্রত্যাখ্যান করেছে।’ তারপর আমি সেই সম্প্রদায়কে সম্পর্ককাপে ধ্বংস করেছিলাম। — ২৫ সুরা ফুরকান ৩৫-৩৬

এই কিতাবে উল্লিখিত মুসার কথার বর্ণনা করো। সে ছিল শুক্রচিত্ত, আর সে ছিল রসূল-নবি। তাকে আমি তুর পাহাড়ের ডান দিক থেকে ডেকেছিলাম এবং গৃহতত্ত্ব জানাবার জন্য

আমি তাকে কাছে এনেছিলাম। আমি নিজ অনুগ্রহে তাকে তার ভাই হারুনকে দিলাম নবিরূপে। — ১৯ সুরা মরিয়ম : ৫১-৫৩

মুসার বৃত্তান্ত কি তোমার কাছে পৌছেছে? সে যখন আগুন দেখল তখন তার পরিবারবর্গকে বলল, ‘তোমরা এখানে থাকো, আমি আগুন দেখেছি, সন্তুষ্ট আমি তোমাদের জন্য সেখান থেকে আগুন আনতে পারব বা আগুন থেকে কোনো দিশা পাব।’

তারপর যখন সে আগুনের কাছে এল, তখন তাকে ডেকে বলা হল, ‘হে মুসা! নিশ্চয় আমি তোমার প্রতিপালক, অতএব তুমি তোমার জুতো খুলে ফেল, কারণ তুমি এখন পবিত্র তোমার উপত্যকায় রয়েছো। আর আমি তোমাকে মনোনীত করেছি, অতএব যা প্রত্যাদেশ করা হচ্ছে তা তুমি ঘন দিয়ে শোনো। আমিই আল্লাহ, আমি ছাড়া অন্য কোনো উপাস্য নেই। অতএব তুমি আমার উপসনা কর ও আমাকে স্মরণ করে নামাজ কায়েম করো। সময় (কিয়ামত) ঠিকই আসবে, আমি এর কথা গোপন রাখতে চাই, যাতে প্রত্যেকই নিজ নিজ কর্ম অনুযায়ী ফল লাভ করে। সুতরাং যে-ব্যক্তি (সেই) সময়ে বিশ্বাস করে না, বরং নিজ প্রবৃত্তি অনুসরণ করে সে যেন তোমাকে সেই (বিশ্বাস) থেকে ফিরিয়ে না দেয়, দিলে তুমি ধৰ্মস হয়ে যাবে। হে মুসা! তোমার ডান হাতে এটা কী?’

সে বলল, ‘এটা আমার লাঠি, আমি এর ওপর ভর দি, আর এ দিয়ে ভেড়ার পাতা পাড়ি, আর এছাড়া এর আরো অনেক কাজ আছে।’

আল্লাহ বললেন, ‘হে মুসা, তুমি এটা ছেড়ো তো।

তারপর সে এটা ছুড়ল, সঙ্গে সঙ্গে তা সাপের মতো ছুটোছুটি করতে লাগল। তিনি বললেন, ‘তুমি এটাকে ধর, ভয় কোরো না, আমি এটাকে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে দেব। আর তোমার হাত বগলে রাখ, তা পরিষ্কার সাদা হয়ে বেরিয়ে আসবে, আর-এক নির্দেশনরূপে। এইভাবে আমি তোমাকে আমার মহানির্দেশনগুলো কিছু দেখাব। তুমি ফেরাউনের কাছে যাও, সে সীমালক্ষণ করেছে। — ২০ সুরা তাহা : ৯-২৪

মুসা বলল, ‘হে আমার প্রতিপালক! আমার বক্ষ প্রশস্ত করে দাও আর আমার কাজ সহজ করে দাও। আমার জিহ্বার জড়তা দূর করে দাও যাতে ওরা আমার কথা বুঝতে পারে। আমার আত্মীয়দের মধ্য হতে আমার জন্য একজন সাহায্যকারী দাও। আমার ভাই হারুনকে, তাকে দিয়ে আমার শক্তি বৃদ্ধি কর। আর সে যেন আমার কাজের শরিক হয় যাতে করে আমরা বেশি করে তোমার পবিত্রতা ও মহিমা প্রচার করতে পারি, আর তোমাকে স্মরণ করতে পারি বেশি করে। তুমি তো আমাদের এ সবই দেখ।’

তিনি বললেন, ‘হে মুসা! তুমি যা চেয়েছ তা তোমাকে দেওয়া হল। আর আমি তো তোমার ওপর আরও একবার অনুগ্রহ করেছিলাম যখন আমি তোমার মায়ের মনে প্রত্যাদেশ দিয়েছিলাম এইভাবে, ‘তুমি তাকে (শিশু মুসাকে) সিন্দুরের মধ্যে রেখে সমুদ্রে ভাসিয়ে দাও যাতে সমুদ্র ওকে তীরে ঠেলে নিয়ে যায় — ওকে আমার শত্রু ও ওর শত্রুর কাছে নিয়ে যায়।’ আর আমি নিজ অনুগ্রহে তোমাকে প্রয়ার্দশন করেছিলাম যে, এই অবস্থায় তুমি আমার চোখের সামনে লালিতপালিত হবে। যখন তোমার বোন এসে বলল, ‘আমি কি তোমাদেরকে বলে দেব কে একে লালিতপালন করবে?’ তখন আমি তোমাকে তোমার মায়ের কোলে ফিরিয়ে দিলাম

যেন তোমার মায়ের চোখ জ্বুড়ায় আর তুমিও কোনো দুঃখ না পাও। আর (এরপর) তুমি একটি লোককে খুন করেছিলে; তারপর আমি তোমাকে মানসিক কষ্ট থেকে মুক্তি দিই। আমি তো তোমাকে পরীক্ষার পর পরীক্ষা করেছি। তারপর তুমি কয়েক বছর মাদিয়ানবাসীদের মধ্যে বাস করেছিলে।

‘হে মুসা! এরপর তুমি এসেছ নির্ধারিত সময়ে। আর আমি তোমাকে আমার কাজের জন্য তৈরি করেছি। তুমি ও তোমার ভাই আমার নিদর্শন নিয়ে যাও আর আমাকে স্মরণ করতে আলস্য কোরো না; তোমরা দুজনে ফেরাউনের কাছে যাও, সে তো সীমালঙ্ঘন করে চলছে। তোমরা তার সাথে নম্রভাবে কথা বলবে, হয়তো—বা সে উপদেশ গ্রহণ করবে, বা ত্যও পেতে পারে।’

তারা বলল, ‘হে আমার প্রতিপালক! আমাদের আশঙ্কা হয় সে আমাদের যাওয়া-মাত্রই আমাদের শাস্তি দেবে বা অন্যায় ব্যবহার করে সীমালঙ্ঘন করবে।’

তিনি বললেন, ‘তোমরা ভয় কোরো না, আমি তো তোমাদের সঙ্গেই রয়েছি। আমি সবই শুনি, আমি সবই দেখি। অতএব তোমরা তার কাছে যাও ও বলো, ‘আমরা দুজন তোমার প্রতিপালকের রসূল, সুতরাং আমাদের সাথে বনি-ইসরাইলদের যেতে দাও আর তাদের কষ্ট দিয়ো না। আমরা তো তোমার প্রতিপালকের কাছ থেকে নিদর্শন এনেছি, আর যারা সৎপুরু অনুসরণ করবে তাদের জন্য শাস্তি। নিশ্চয় আমাদের প্রতি প্রত্যাদেশ প্রেরণ করা হচ্ছে। যে-ব্যক্তি মিথ্যা আরোপ করবে বা মুখ ফিরিয়ে নেবে তার জন্য তো রয়েছে শাস্তি।’

ফেরাউন বলল, ‘হে মুসা! কে তোমাদের প্রতিপালক?’

মুসা বলল, ‘আমাদের প্রতিপালক তিনি যিনি প্রত্যেক বস্তুকে তার যথাযোগ্য আকৃতি ও প্রকৃতি দান করেছেন এবং পথ প্রদর্শন করেছেন।’

ফেরাউন বলল, ‘তা হলে আগের আমলের লোকের কি হাল হবে?’

মুসা বলল, ‘এর জ্ঞান আমার প্রতিপালকের কাছে এক কিতাবে রয়েছে। আমার প্রতিপালক ভুল করেন না বা তিনি ভুলেও যান না, যিনি তোমাদের জন্য প্রসারিত করেছেন পৃথিবীকে আর ওতে তোমাদের জন্য করে দিয়েছেন চলার পথ। তিনি আকাশ থেকে বৃষ্টি নামান আর তা দিয়ে জোড়া জোড়া উদ্ভিদ উৎপন্ন করেন যার একটার সাথে আর-একটার যিল নেই। তোমরা খাও, আর তোমাদের পশুদের চরাও; নিশ্চয় এসবের মধ্যে নিদর্শন রয়েছে বিবেকসম্পন্নদের জন্য।’ — ২০ সুরা তা’হা ৪: ২৫-৫৪

আমি (মাটি) থেকে তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি, ওর মাঝে তোমাদেরকে ফিরিয়ে দেব, আবার ওর মধ্য হতে তোমাদেরকে বের করব। আমি অবশ্যই ফেরাউনকে আমার সমস্ত নিদর্শন দেখিয়েছিলাম, কিন্তু সে মিথ্যা আরোপ করেছে ও অঙ্গীকার করেছে। সে বলল, ‘হে মুসা তুমি কি জানুবলে আমাদেরকে দেশ থেকে বের করে দেওয়ার জন্য আমাদের কাছে এসেছ? বেশ, তোমার জানুব মতোই আমরা ব্যবস্থা নিছি। সুতরাং আমাদের ও তোমাদের ঘণ্যে মোকাবিলার জন্য স্থানকাল ঠিক করো, আমরা কেউ তার খেলাফ করতে পারব না, আর তুমিও করবে না।’

মুসা বলল, ‘তোমার নির্ধারিত দিন উৎসবের দিন, আর সেদিন লোকজন জমায়েত হবে বেলা এক প্রহরের সময়।’

তারপর ফেরাউন চলে গেল, পরে সে তার জাদুকরদের একত্র ক'রে হাজির হল।

মুসা ওদের বলল, ‘দুর্ভোগ তোমাদের! তোমরা আল্লাহ'র প্রতি মিথ্যা আরোপ কোরো না। করলে, তিনি তোমাদের সম্মুল্লব্ধিস্থ করবেন। যে মিথ্যা বানায় সে ব্যর্থ হয়।’

ওরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করল ও গোপনে পরামর্শ করল। ওরা বলল ‘এরা দুজন নিষ্ঠ্য জাদুকর, তারা জাদুলে তোমাদের দেশ থেকে তাড়াতে চায়। আর তোমাদের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে একেবারে নস্যাত করতে চায়। অতএব তোমাদের জাদুর তোড়জোড় ঠিকঠাক কর, তারপর সারি বেঁধে দাঁড়াও। আর যে জিতবে সে-ই হবে সফলকাম।’

ওরা বলল, ‘হে মুসা! প্রথমে তুমি ছুড়বে, না আমরা ছুড়ব?’

মুসা বলল, ‘বরং তোমরাই ছোড়ো।’

ওদের জাদুর ফলে মনে হল ওদের দড়াদড়ি ও লাঠিসেঁটাগুলো যেন ছোটাছুটি করছে। তখন মুসার ঘনেও একটু ভয় করতে লাগল।

আমি বললাম, ‘ভয় কোরো না, তুমই (হবে) প্রবল। তোমার ডান হাতে যা আছে তা ছোড়ো, ওরা যা করেছে তা এ গিলে ফেলবে, ওরা যা করছে তা কেবল জাদুকরের খেল। জাদুকর যেখানেই আসুক, সফল হবে না।’

তারপর জাদুকররা সিজদা করল ও বলল, ‘আমরা হবুন ও মুসার প্রতিপালকের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করলাম।’

ফেরাউন বলল, ‘কি? আমি তোমাদের অনুমতি দেওয়ার পূর্বে তোমরা ওর ওপর বিশ্বাস করলে? নিষ্ঠ্য এ তোমাদের নেতা যে তোমাদের জাদু শিক্ষা দিয়েছে। সুতরাং আমি তোমাদের হাত-পা উলটো দিক থেকে কাটবই আর খেজুর গাছের ওপরে তোমাদেরকে শূলে ঢাব; আর তোমরা অবশ্যই জানতে পারবে আমাদের মধ্যে কার শান্তি কত কঠিন আর কতক্ষণ স্থায়ী?’

(জাদুকররা) বলল, ‘আমাদের কাছে যে স্পষ্ট যুক্তিপ্রমাণ এসেছে তার ওপরে আর যিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন তাঁর ওপরে তোমাকে আমরা প্রাধান্য দেব না। সুতরাং তুমি যা হকুম করতে চাও করো। তুমি তো হকুম চালাতে পার এই পার্থিব জীবনটুকুর ওপর। আমরা আমাদের প্রতিপালকের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করেছি। আমাদের অপরাধ, আর তোমার জবরদস্তির জন্য আমরা যে জাদু করেছি, তা যেন তিনি ক্ষমা করবেন। আল্লাহ তো যঙ্গলময় ও চিরস্থায়ী।’ — ২০ সূরা তা'হা : ৫৫-৭৩

আমি অবশ্যই মুসার ওপর এই মর্মে প্রত্যাদেশ পাঠিয়েছিলাম, ‘আমার দাসদের নিয়ে এই রাতেই বের হয়ে পড়, আর ওদের জন্য সাগরের মাঝখানে কেনো শুকনো পথ অবলম্বন করো। ভয় পেও না যে, কেউ পিছন থেকে এসে তোমাকে ধরে ফেলবে, ঘাবড়ে যেয়ো না।’

তারপর ফেরাউন তার লোকলক্ষ্যক নিয়ে তাদেরকে তাড়া করল, কিন্তু সম্মুদ্র ওদেরকে সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করে ফেলল। আর ফেরাউন তো তার সম্প্রদায়কে ভুল পথে পরিচালিত করেছিল, ঠিক পথ দেখায় নি।

হে বনি-ইসরাইল! আমি তো তোমাদের শত্রুর কবল থেকে উদ্ধার করেছিলাম ও তুর পাহাড়ের ডান দিক থেকে তোমাদেরকে প্রতিক্রিতি দিয়েছিলাম। আর তোমাদের কাছে সালওয়া

ও মান্বা পাঠিয়েছিলাম। আর (বলেছিলাম) তোমাদের যে-জীবনের উপকরণ দিলাম তার থেকে ভালো ভালো জিনিস থাও। আর এ বিষয়ে সীমান্তগ্রন্থ কোরো না। করলে, তোমাদের উপর নিচয় গজব পড়বে, আর যার ওপর আমার গজব অবধারিত হয় সে তো হালাক হয়ে যাবে। আর আমি অবশ্যই তার জন্য ক্ষমাশীল যে অনুত্পাদ করে, বিশ্বাস করে, সৎকর্ম করে ও সংপত্তি অবিচলিত থাকে। কিন্তু হে মুসা ! নিজের সম্প্রদায়কে পেছনে ফেলে তুমি তাড়াহুড়ে করে কেন আগেই হাজির হলে ?'

সে বলল, 'ওরা ঐ তো আমার পেছনে আসছে, আর হে আমার প্রতিপালক ! আমি তাড়াতাড়ি তোমার কাছে এলাম তুমি সতুর্ষ হবে বলে !'

তিনি বললেন, 'তোমার চলে আসার পর তোমার সম্প্রদায়কে আমি পরীক্ষা করেছি, আর সামেরি তাদেরকে ভুল পথে নিয়ে গেছে !'

তারপর রাগে ও দৃঢ়ত্বে মুসা ফিরে গেল তার সম্প্রদায়ের কাছে। সে বলল, 'হে আমার সম্প্রদায় ! তোমাদের প্রতিপালক কি তোমাদেরকে এক উন্নত প্রতিশ্রুতি দেন নি ? তবে প্রতিশ্রুতির কাল কি বিলম্বিত হয়েছে, না তোমরা চেয়েছ তোমাদের ওপর আল্লাহর গজব পড়ুক, আর সেজন্যই কি আল্লাহর অঙ্গীকার তঙ্গ করলে ?'

ওরা বলল, 'আমরা তোমাকে দেওয়া অঙ্গীকার স্বেচ্ছায় খেলাফ করি নি, তবে আমাদের ওপর লোকের অলংকারের বোৰা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল, আর আমরা তা (আগুনে) ছুড়ে ফেলে দিই, এইভাবে সামৰিণি ফেলে দেয়। তারপর সে ওদের জন্য একটা গোবৎস্য গড়ল, যা গোরুর মতো শব্দ করতে থাকে। ওরা বলল, 'এ তোমাদের উপাস্য আর মুসারও উপাস্য, কিন্তু মুসা ভুলে গেছে !'

তবে কি ওরা ভেবে দেখে না যে ওটা তাদের কথায় সাড়া দেয় না, আর তাদের কোনো খারাপ বা ভালো করার ক্ষমতাও রাখে না ?

হাবুন ওদেরকে পূবেই বলেছিল, 'হে আমার সম্প্রদায় ! এ দিয়ে তো তোমাদেরকে কেবল পরীক্ষা করা হচ্ছে। তোমাদের প্রতিপালক করণাময়, সুতরাং তোমরা আমাকে অনুসরণ কর ও আমার আদেশ মেনে চল !'

ওরা বলেছিল, 'আমাদের কাছে মুসা ফিরে না আসা পর্যন্ত আমরা এর পৃষ্ঠা-অর্চনা থেকে কিছুতেই বিরত হব না !'

মুসা বলল, 'তুমি যখন দেখলে ওরা ভুল পথে যাচ্ছে তখন কিসে তোমাকে নিয়ন্ত্রণ করল, আমাকে অনুসরণ করতে ? তবে কি আমার হকুম তুমি মান নি ?'

হাবুন বলল, 'হে আমার আপন ভাই ! আমার দাঢ়ি ও চুল ধরে টেনো না ; আমি এই আশঙ্কা করেছিলাম যে, 'তুমি বলবে তুমি বনি-ইসরাইলের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছ আর তুমি আমার কথার মর্যাদা দাও নি ?'

মুসা বলল, 'হে সামেরি ! তোমার ব্যাপার কী ?'

সে বলল, 'আমি যা দেখেছিলাম তা ওরা দেখে নি। তারপর আমি রসুলের (জিবরাইলের) পায়ের চিহ্ন থেকে এক মুঠো (ধূলো) নিয়েছিলাম ও তা ফেলে দিয়েছিলাম, আর আমার আত্মা আমাকে প্রৱোচিত করেছিল এইভাবে !'

মুসা বলল, ‘দূর হয়ে যাও ! আর তোমার জন্য এ সাব্যস্ত হল যে তুমি সারা জীবন সকলকে বলে বেড়াবে, ‘আমাকে স্পর্শ কোরো না ।’ আর তুমি এর খেলাফ করবে না — এই তোমার ওপর নির্দেশ । আর তুমি তোমার উপাস্যকে দেখে যাও যার পৃজ্ঞায় তুমি ব্যস্ত ছিলে, আমরা ওকে পুড়িয়ে ছারখার করে দেব, তারপর সাগরে ছড়িয়ে দেব ওর (ছাই) ।’

একমাত্র আল্লাহই তো তোমাদের উপাস্য, তিনি ছাড়া তোমাদের অন্য কোনো উপাস্য নেই, সকল বিষয়ই তার জ্ঞানায়ত । পূর্বে যা ঘটেছে তার সৎবাদ তোমাকে আমি এভাবে বয়ান করি । আর আমি আমার কাছ থেকে তোমাকে উপদেশ (কোরান) দান করেছি । — ২০ সুরা তাহ ১: ৭৭-৯৯

আর যখন তোমার প্রতিপালক মুসাকে ডেকে বললেন, ‘তুমি সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়ের কাছে যাও, ফেরাউনের সম্প্রদায়ের কাছে ? তাদের কি ত্য নেই?’

তখন সে বলেছিল, ‘হে আমার প্রতিপালক ! আমি আশত্কা করি, ওরা আমাকে মিথ্যাবাদী বলবে, আর আমার মন দমে যাবে, আমার জিজ্ঞা হবে জড়তাত্ত্বস্ত । সুতরাঙ তুমি হাবুনের কাছেও প্রত্যাদেশ পাঠাও । আমার বিরুদ্ধে তো ওদের একটা অপরাধের অভিযোগ আছে, আমি আশত্কা করি ওরা আমাকে খুন করতে পারে ।’

আল্লাহ বললেন, ‘না তারা তা কিছুতেই পারবে না ! বরং তোমরা দূজনেই আমার নির্দেশন নিয়ে যাও । আমি তো তোমাদের সাথেই থাকব আর তোমাদের কথাও শুনব । তোমরা ফেরাউনের কাছে গিয়ে বল, ‘আমরা রাববুল আলামিন [বিশ্বজগতের প্রতিপালক]-এর রসূল । সুতরাঙ আমাদের সাথে বনি-ইসরাইলদেরকে যেতে দাও ।’

ফেরাউন বলল, ‘যখন তুমি ছোট ছিলে আমি কি তোমাকে আমাদের মধ্যে (রেখে) লালনপালন করি নি ? তুমি কি তোমার জীবনের বহু বছর আমাদের মধ্যে কাটাও নি ? আর তোমার সেই কাজটা যা তুমি করেছিলে ! তুমি তো অক্রত্তজ্জ ।’

মুসা বলল, ‘যখন আমি পথভৰ্ত ছিলাম তখন আমি ঐ কাজটা করেছিলাম । তারপর যখন তোমাদের ভয়ে ভীত হলাম, তখন তোমাদের কাছ থেকে পালিয়ে গেলাম । তারপর আমার প্রতিপালক আমাকে জ্ঞান দান করেছেন আর আমাকে রসূলদের মধ্যে অস্ত্রভূক্ত করেছেন । এই তো তোমার সেই অনুগ্রহ যে, বনি-ইসরাইলকে তুমি দাসে পরিণত করেছ ।

ফেরাউন বলল, ‘রাববুল আলামিন [বিশ্বজগতের প্রতিপালক] ? সে আবার কি ?’

মুসা বলল, ‘তিনি আকাশ ও পৃথিবী এবং উভয়ের মধ্যকার সব কিছুর প্রতিপালক, যদি তোমরা নিশ্চিত বিশ্বাস করতে পার ।’ ফেরাউন তার পার্শ্বচরদেরকে লক্ষ্য করে বলল, ‘তোমরা শুনছ তো ।’

মুসা বলল, “তিনি তোমাদের প্রতিপালক, আর তোমাদের পূর্বপুরুষদেরও প্রতিপালক ।” ফেরাউন বলল, ‘তোমাদের কাছে এই যে রসূল পাঠানো হয়েছে, এ তো এক বুক পাগল ।’

মুসা বলল, ‘তিনি পূর্ব ও পশ্চিম ও দুয়োর মধ্যকার সব কিছুর প্রতিপালক, যদি তোমরা বুঝতে !’

ফেরাউন বলল, ‘তুমি যদি আমার পরিবর্তে অন্য কাউকে উপাস্যরূপে গ্রহণ কর আমি অবশ্যই তোমাকে কারাগারে আটকে রাখব ।’

মুসা বলল, ‘আমি তোমার কাছে স্পষ্ট নির্দর্শন আনলেও?’ ফেরাউন বলল, ‘তুমি যদি সত্যবাদী হও, তবে তা হাজির কর।’

তারপর মুসা তার লাঠি ছুড়ে ফেলল আর সাথে সাথে তা হল এক সাক্ষাৎ সাপ ! আর নিজের হাত বের করল, আর দেখো, দর্শকদের চেথে তা মনে হল নির্মল শুভ ! — ২৬ সুরা শোয়ারা : ১০-৩০

ফেরাউন তার পুর্ণস্তু প্রধানদেরকে বলল, ‘এতো এক জবরদস্ত জাদুকর। তার জাদুবলে এ তোমাদের দেশ থেকে তোমাদের তাড়িয়ে দিতে চায় ! এখন তোমরা কি করবে বলো?’

তারা বলল, ‘ওকে, ও তার ভাইকে এখনকার মতো ছেড়ে দেন আর শহরে-শহরে যোগানদারকে পাঠিয়ে দেন প্রত্যেকটি অভিজ্ঞ জাদুকরকে যেন আপনার কাছে হাজির করে।’

এইভাবে জাদুকরদের জড় করা হল, আর জনসাধারণকে বলা হল, ‘তোমরাও জড় হও, জাদুকররা জিতলে যেন আমরা ওদের সমর্থন করতে পারি?’

জাদুকররা ফেরাউনের কাছে এসে বলল, ‘আমরা যদি জিতি, আমাদের জন্য পূর্ম্মকার থাকবে তো?’

ফেরাউন বলল, ‘হ্যাঁ, তখন তোমরা আমার খুব কাছের লোক হবে।’

মুসা তাদের বলল, ‘তোমাদের যা ছোড়বার ছোড়। তারপর ওরা ওদের দড়িদড়া লাঠি-সোটা ছুড়ল ও বলল, ‘ফেরাউনের ইঙ্গতের শপথ ! আমরা নিশ্চয় বিজয়ী হব।’

তারপর মুসা তার লাঠি ছুড়ল, আর অমনি তা ওদের খুটো স্টিগুলোকে গিলে ফেলতে লাগল। তখন জাদুকররা সব সিজদা করল আর বলল, ‘আমরা বিশ্বাস স্থাপন করলাম বিশ্বজগতের প্রতিপালকের ওপর যিনি মুসা ও হারুনেরও প্রতিপালক !’

ফেরাউন বলল, ‘কী ! আমি তোমাদের অনুমতি দেওয়ার পূর্বে তোমরা ওর ওপর বিশ্বাস আনলে ? নিশ্চয় এ তোমাদের নেতা, এ-ই তোমাদের জাদু শিক্ষা দিয়েছে। শীঘ্ৰই তোমরা এর ফল পাবে। আমি অবশ্যই তোমাদের হাত-পা উলটো দিক থেকে কাটব আর তোমাদের সকলকে শূলে ঢ়াব।’

ওরা বলল, ‘কেনে ক্ষতি নেই, আমরা আমাদের প্রভুর কাছে ফিরে যাব। আমরা আশা করি, আমাদের প্রভু আমাদের ভুলগুটি মাফ করবেন — সেদিক থেকে আমরা হয়তো বিশ্বসীদের মধ্যে অগ্রণী হব।’ — ২৬ সুরা শোয়ারা : ৩৪-৫১

আমি মুসার কাছে প্রত্যাদেশ পাঠালাম ‘তুমি আমার দাসদের নিয়ে রাত্রির মধ্যে বেরিয়ে যাও, নিশ্চয় তোমাদের পিছু নেয়া হচ্ছে।’

তারপর ফেরাউন শহরে-শহরে লোক যোগাড় করতে পাঠাল এই বলে যে, ‘বনি-ইসরাইল তো একটা খুদে দল অথচ এরা আমাদের উত্ত্যক্ত ক'রে আসছে, আমরা তো (সংখ্যায়) অনেক বেশি, আর যথেষ্ট হাঁশিয়ার।’

তারপর তাদেরকে (ফেরাউন সম্প্রদায়কে) আমি উচ্ছেদ করলাম বাগান, ঝর্ণা, ধনভাণ্ডার এবং সম্মানের স্থান থেকে। এ-ই হয়েছিল। আর আমি বনি-ইসরাইলকে সব

কিছুর উত্তরাধিকারী করেছিলাম। ওরা সূর্যোদয়ের সময় তাদের পিছু নিল। তারপর যখন দুদল পরম্পরাকে দেখতে পেলো তখন তাদের সঙ্গীরা বলে উঠলো, ‘আমরা তো ধরা পড়ে গেলাম।’

মুসা বলল, ‘কিছুতেই না, আমার সঙ্গে আছেন আমার প্রতিপালক, তিনিই আমাদের পথ দেখাবেন।’

তারপর মুসার কাছে প্রত্যাদেশ পাঠালাম, ‘তোমার লাঠি দিয়ে সমৃদ্ধে আঘাত করো।’

তখন তা বিভক্ত হয়ে প্রত্যেক ভাগ বড় পাহাড়ের মত হয়ে গেল। আর আমি সেখানে একটি দলকে পৌছে দিলাম এবং মুসা ও তার সঙ্গীদের উদ্ধার করলাম। তারপর অপর দলটিকে আমি ডুবিয়ে দিলাম। নিশ্চয় এর মধ্যে নির্দর্শন রয়েছে, কিন্তু ওদের বেশির ভাগই বিশ্বাস করে না। তোমার প্রতিপালক তো পরাক্রমশালী ও পরম দয়ালু। — ২৬ সুরা শোআরা ১৫২-১৬৮

নিশ্চয় এর (কোরানের) উল্লেখ আছে পূর্ববর্তীদের জুবুরে (কিতাবগুলোয়) ! একি ওদের জন্য নির্দর্শন নয় যা বনি ইসরাইলি পণ্ডিতরা জানত ? — ২৬ সুরা শোআরা ১৯৬-১৯৭

মুসা যখন তার পরিবারবর্গকে বলেছিল, ‘আমি আগুন দেখেছি, সম্ভবত আমি সেখান থেকে তোমাদের জন্য কোনো খবর আনতে পারব, বা তোমাদের জন্য একখণ্ড ঝুলন্ত কাঠ আনতে পারলে তোমরা আগুন পোহাতে পারবে।’

তারপর যখন সে আগুনের কাছে এল তখন তাকে উদ্দেশ করে বলা হল, ‘যারা আগুনের আলোর জায়গায় ও তার চারপাশে আছে তারই ধন্য। বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহ পবিত্র, মহিমান্বিত। হে মুসা ! আমিই তো আল্লাহ, প্রবলপরাক্রম্য ও প্রজ্ঞাময়। তুমি তোমার লাঠি ছোড়ো।’

তারপর যখন সে ওকে সাপের মত ছুটোছুটি করতে দেখল তখন পেছন দিকে না তাকিয়ে উলটো দিকে ছুটতে লাগল। (বলা হলো), ‘হে মুসা ! ভয় পেয়ো না, আমার সামনে রসূলদের ভয় করার কোনো কারণ নেই, তবে যারা সীমালভ্যন করার পর মন্দ কর্মের পরিবর্তে সৎকর্ম করে তাদের প্রতি আমি তো ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু, আর তোমার হাত বগলে রাখ, তা শুন্দি ও নির্মল হয়ে বেরিয়ে আসবে। এ ফেরাউন ও তার সম্প্রদায়ের জন্য নয়টি নির্দর্শনের একটি। ওরা তো সত্যাগ্রী সম্প্রদায়।’

তারপর যখন ওদের কাছে আমার স্পষ্ট নির্দর্শনগুলো এল ওরা বলল, ‘এ তো স্পষ্টই জানু।’ ওদের অন্তর সেগুলোকে স্থীকার করলেও, অন্যায় অহংকারে ওরা সেগুলোকে প্রত্যাখ্যান করল। দেখো, বিপর্যয়-সৃষ্টিকারীদের কী পরিণাম হয়েছিল ? — ২৭ সুরা নমল ১৫-১৮

যে-সব বিষয়ে বনি-ইসরাইল মতভেদ করে তার বেশির ভাগ ব্যাপার তো এই কোরান তাদের কাছে বয়ান করে। — ২৭ সুরা নমল ১৫-১৮

তোমার কাছে মুসা ও ফেরাউনের ব্রহ্মাণ্ড যথাযথভাবে বয়ান করছি সেই সম্প্রদায়ের জন্য যারা বিশ্বাস করে। দেশে ফেরাউন ফেঁপে উঠেছিল অহংকারে ; সে সেখানকার লোকদেরকে বিভিন্ন শ্ৰেণীতে ভাগ করেছিল। সে এক শ্ৰেণীকে নিপীড়ন করেছিল তাদের ছেলেদেরকে হত্যা করে ও মেয়েদের বাঁচিয়ে রেখে। নিঃসন্দেহে, সে ছিল বিপর্যয়সৃষ্টিকারীদের একজন।

সে দেশে যারা নিপীড়িত হয়েছিল আমি চাইলাম তাদেরকে অনুগ্রহ করতে, তাদেরকে নেতৃত্ব দিয়ে সে-দেশের উন্নতাধিকারী করতে। আমি চাইলাম তাদেরকে দেশে প্রতিষ্ঠিত করতে এবং ফেরাউন, হামান ও তাদের সৈন্যদলকে দেখিয়ে দিতে তারা যা সেই শ্রেণীর কাছ থেকে যা আশংকা করত।

সেই মতে আমি মুসার মায়ের কাছে প্রত্যাদেশ পাঠালাম ‘ছেলেটিকে বুকের দুধ দাও। যখন তুমি এর জন্য দুর্ভাবনা করবে তখন একে সাগরে ফেলে দিতে ভয় করো না, দুঃখও করো না। আমি তাকে তোমার কাছে ফিরিয়ে দেব আর তাকে রসূলদের মধ্যে একজন করব।’

তারপর ফেরাউনের লোকজন উঠিয়ে নিল মুসাকে, যে অবশ্যে হবে তাদের শত্রু আর দুঃখের কারণ। ফেরাউন, হামান ও তাদের সৈন্যদল ছিল অপরাধী।

ফেরাউনের স্ত্রী বলল, ‘এ তো আমার ও তোমার নয়ন জ্বুড়াচ্ছে, একে হত্যা কোরো না। সে আমাদের উপকারে আসতে পারে বা আমরা তাকে সন্তান হিসাবেও নিতে পারি।’ ওরা আসলে কিছুই বুঝতে পারে নি।

আর মুসার মায়ের বুক খালি হয়ে গেল ! যাতে সে বিশ্বাস রাখতে পারে তার জন্য আমি তার বুকে শক্তি দিলাম, তা না হলে, সে তো তার পরিচয় প্রকাশ করেই ফেলত। সে মুসার বোনকে বলল, ‘এর পেছনে পেছনে যাও।’

ওরা যাতে বুঝতে না পারে তার জন্য দূর থেকে সে লক্ষ করতে লাগল। আর আমি আগে থেকেই ঠিক করে রেখেছিলাম মুসা যেন বুকের দুধ না খায় যতক্ষণ না (তার বোন এসে) বলে, ‘তোমাদের কি এমন এক পরিবারের লোকদের দেখাবো যারা একে লালনপালন করবে, একে বড় করবে তোমাদের হয়ে ; আর এর ওপর মায়া করবে।’

তারপর আমি তাকে তার মায়ের কাছে ফিরিয়ে দিলাম যাতে তার চোখ জ্বুড়ায়, সে যেন দুঃখ না করে, আর বুঝতে পারে যে আল্লাহর প্রতিক্রিতি সত্য ; কিন্তু বিশির ভাগ লোক তো এ বোঝে না। — ২৮ সুরা কাসাসঃ ৩-১৩

যখন মুসা সাবালক হল ও প্রতিষ্ঠিত হল তখন আমি তাকে হিকমত ও জ্ঞান দান করলাম। এভাবে আমি সংকরণপরায়ণদেরকে পূর্মূল্য করে থাকি।

এমন সময় সে শহরে প্রবেশ করল যখন তার বাসিন্দারা ছিল অসতর্ক। সেখানে সে যে দুটো লোককে মারামারি করতে দেখল — তাদের একজন তার দলের, আর একজন শত্রু পক্ষের। মুসার দলের লোকটি শত্রুর বিরুদ্ধে তার সাহায্য চাইল। মুসা ওকে ঘুসি যারলে সে শেষ হয়ে গেল। মুসা বলল, ‘শয়তানের বুদ্ধিতে এ ঘটল। সে তো প্রকাশ্য শত্রু ও বিভ্রান্তকারী।’ সে বলল, ‘হে আমার প্রতিপালক ! আমি তো আমার নিজের ওপর জুনুম করেছি, সুতৰাং তুমি আমাকে ক্ষমা কর !’

তারপর তিনি তাকে ক্ষমা করলেন। নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাশীল পরম দয়ালু। সে আরও বলল, ‘হে আমার প্রতিপালক ! তুমি আমার ওপর যে-অনুগ্রহ করেছ তার শপথ ! আমি কখনও অপরাধীকে সাহায্য করব না।’

তারপর তয়ে চারধারে দেখতে দেখতে সে-শহরে তার সকাল হয়ে গেল। (সে শুনতে পেল) আগের দিন যে লোকটি তার সাহায্য চেয়েছিল সে তার সাহায্যের জন্য টিংকার করছে। মুসা তাকে বলল, ‘তুমি তো স্পষ্টই একজন ঝগড়াটে লোক!’

তারপর মুসা যখন তাদের দুঃজনের শ্বেতে মারতে উদ্যত হল তখন সে লোকটি বলে উঠল, ‘হে মুসা! গতকাল তুমি যেভাবে একটা লোককে খুন করেছ সেভাবে আমাকেও কি খুন করতে চাও? তুমি তো পৃথিবীতে স্বেচ্ছাচারী হতে চলেছ, তুমি কি একজন সংশোধনকারী হতে চাও না?’

শহরের দূরপ্রান্ত থেকে ছুটে এসে একটি লোক বলল, ‘হে মুসা! (ফেরাউনের) পারিষদবর্গ তোমাকে হত্যা করবার জন্য ষড়যন্ত্র করছে। সুতরাং তুমি বাইরে চলে যাও। আর আমি তোমাকে ভালো কথাই বলছি।’

ভীতচকিত অবস্থায় সে সেখান থেকে বের হয়ে গেল আর বলল, ‘হে আমার প্রতিপালক! সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়ের হাত থেকে তুমি আমাকে রক্ষা করো।’

যখন মুসা মাদইয়ানের দিকে (যাওয়ার) জন্য মুখ ফেরাল তখন সে বলল, ‘আশা করি, আমার প্রতিপালক আমাকে পথ দেখাবেন।’ যখন সে মাদইয়ানের পানির (জ্বরগায়) পৌছল, সে দেখল একদল লোক তাদের জানোয়ারদেরকে পানি খাওয়াচ্ছে আর তাদের পেছনে দুজন যেয়ে তাদের জানোয়ারদেরকে আগলাচ্ছে। মুসা বলল, ‘তোমাদের ব্যাপার কি?’

ওরা বলল, ‘রাখালেরা তাদের জানোয়ারদের না সরালে আমরা আমাদের জানোয়ারদেরকে পানি খাওয়াতে পারছি না। আমাদের আববার বেশ বয়স হয়েছে।’

মুসা তখন ওদের জানোয়ারদেরকে পানি খাওয়াল। তারপর সে ছায়ার নীচে আশ্রয় নিয়ে বলল, ‘হে আমার প্রতিপালক! যে-অনুগ্রহই তুমি আমার করবে আমি তা-ই চাই।’

তখন দুই যেয়েদের মধ্যে একজন লজ্জায় জড়সড় পায়ে তার কাছে এগিয়ে এসে বলল, ‘তুমি আমাদের জানোয়ারদেরকে পানি খাইয়েছো বলে আমার আববা তোমাকে প্রতিদান দেওয়ার জন্য তোমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।’

তারপর মুসা তার কাছে গিয়ে সব ঘটনা বলার পর সে বলল, ‘ভয় করো না, তুমি সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়ের হাত থেকে বেঁচে গেছ।’

ওদের একজন বলল, ‘আববা, তুমি একে কাজের লোক হিসাবে নাও, সে শক্তিশালী ও বিশৃঙ্খল। তোমার কাজের লোক হিসাবে সে ভালোই হবে।

ওদের আববা মুসাকে বলল, ‘আমি আমার দুই যেয়ের মধ্যে একজনকে তোমার সঙ্গে বিয়ে দিতে চাই এই শর্তে যে, তুমি আট বছর আমার কাজ করবে। যদি দশ বছর পুরো করতে চাও তা-ও করতে পার। আমি তোমাকে কষ্ট দিতে চাই না। আল্লাহর ইচ্ছায় তুমি আমাকে একজন ভালো লোকই পাবে।’

মুসা বলল, ‘আপনার ও আমার মধ্যে এই চুক্তিই রইল। এ-দুই যেয়াদের কোনো একটি আমি পুরো করলে আমার বিরুদ্ধে আর কোনো আপত্তি চলবে না। আমরা যা বললাম আল্লাহ তার সাক্ষী রইলেন।’ — ২৮-সুরা কাসাস ১৪-২৮

মুসা যখন মেয়াদ শেষ করে সপরিবারে যাত্রা শুরু করল তখন সে তুর পাহাড়ের দিকে আগুন দেখতে পেল। সে তার পরিবারের লোকদেরকে বলল, ‘তোমরা অপেক্ষা কর, আমি আগুন দেখছি, সভ্বত আমি সেখান থেকে তোমাদের জন্য কোনো খবর আনতে পারব, বা একথণ জ্বলন্ত কাঠ আনতে পারব যাতে তোমরা আগুন পোহাতে পারবে।’

যখন মুসা আগুনের কাছে পৌছল তখন উপত্যকার ডান পাশের পবিত্র জায়গায় এক গাছ থেকে তাকে ডেকে বলা হল, ‘মুসা, আমিই আঙ্গাহ, বিশ্বজগতের প্রতিপালক।’

আরও বলা হল, ‘তুমি তোমার লাঠি ছুড়ে ফেলো।’

তারপর যখন স্টো সাপের মত ছুটোছুটি করতে লাগল সে পেছনের দিকে না তাকিয়ে উলটো দিকে দৌড়াতে থাকল। তাকে বলা হল, ‘মুসা, ফিরে এসো, ভয় করো না। তুমি তো নিরাপদে আছ। তোমার হাত তোমার বগলে রাখো, স্টো নির্মল উজ্জ্বল হয়ে বের হয়ে আসবে। (এবার) তোমার হাত দুটো বুকের উপর চেপে ধরে ভয় দূর করো। এ-দুটি তোমার প্রতিপালকের দেওয়া প্রমাণ, ফেরাউন ও তার প্রধানদের জন্য। ওরা অবশ্যই সত্যত্যাগী সম্প্রদায়।’

মুসা বলল, ‘হে আমার প্রতিপালক ! আমি তো ওদের একজনকে খুন করেছি, তাই আমার ভয় হয় ওরা আমাকে খুন করবে। আমার ভাই আমার চেয়ে ভালো কথা বলতে পারে, সুতরাং তাকে আমাকে সাহায্য করার জন্য পাঠাও, সে আমাকে সমর্থন করবে। আমি অবশ্য আশঙ্কা করছি, ওরা আমাকে মিথ্যাবাদী বলবে।’

তিনি বললেন, ‘আমি তোমার ভাইকে দিয়ে তোমার হাত শক্ত করব আর তোমাদের দুজনকে প্রাধান্য দেব। ওরা তোমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। আমার নির্দশনের বদৌলতে তোমরা ও তোমাদেরকে যারা অনুসরণ করবে তারা জয়ী হবে।’

মুসা যখন ওদের সামনে আমার সুস্পষ্ট নির্দশনগুলো নিয়ে গেল তখন ওরা বলল, ‘এ তো অলীক জাদু ছাড়া কিছুই নয়। আমাদের পূর্বপুরুষের সময়ে কখনও এমন ঘটেছে বলে শুনি নি।’

মুসা বলল, ‘আমার প্রতিপালক ভালোভাবেই জানেন কে তাঁর কাছ থেকে পথের নির্দেশ এনেছে আর কার পরিণাম ভালো হবে। যারা সীমালভ্যন করে তারা কখনই সফল হয় না।’

ফেরাউন বলল, ‘হে পারিষদবর্গ ! আমি ছাড়া তোমাদের অন্য কোনো উপাস্য আছে বলে জানি না ! হামান, তুমি আমার জন্য ইট পোড়াও আর এক মন্ত্র উচ্চ প্রাসাদ বানাও যাতে সেখান থেকে আমি মুসার উপাস্যকে দেখতে পাই। তবে, আমি তো মনে করি সে মিথ্যা বলছে।’

ফেরাউন ও তাঁর সাঙ্গেপাসরা অকারণে পৃথিবীতে অহংকার করেছিল। আর ওরা মনে করেছিল যে, ওরা আমার কাছে ফিরে আসবে না। সেজন্য আমি তাকে ও তার দলবলকে সমুদ্রে ফেলে দিয়েছিলাম। দেখো, সীমালভ্যনকারীদের কী পরিণাম হয়ে থাকে। ওদের আমি নেতৃত্ব দিয়েছিলাম। (কিন্তু) ওরা লোককে জাহাঙ্গামের দিকে ডাকত ; কিয়ামতের দিন ওরা কোনো সাহায্য পাবে না। এ পৃথিবীতে ওদের আমি অভিশপ্ত করেছি এবং কিয়ামতের দিনে ওরা হবে ঘৃণিত। — ২৮ সুরা কাসাস ৪ ২৯-৪২

নিশ্চয় আমি পূর্বের বছ মানবগোষ্ঠীকে ধ্বংস করার পর মুসাকে কিতাব দিয়েছিলাম মানবজাতির জন্য আলোকবর্তিকা, পথনির্দেশ ও দয়াস্বরূপ যাতে ওরা উপদেশ নেয়। — ২৮ সুরা কাসাস : ৪৩

আমি মুসাকে কিতাব দিয়েছিলাম ও বনি-ইসরাইলের জন্য পথপ্রদর্শক করেছিলাম। (আমি আদেশ করেছিলাম) তোমরা আমাকে ছাড়া আর-কাউকে কর্মবিধায়করণে গ্রহণ করো না। নুহের সাথে যাদেরকে আমি (নৌকায়) আরোহণ করিয়েছিলাম তোমরা তো তাদেরই বশেধর। সে তো ছিল পরম কৃতজ্ঞ দাস।'

আমি কিতাবে বনি-ইসরাইলদেরকে জানিয়েছিলাম, 'নিশ্চয় পৃথিবীতে তোমরা দুই-দুইবার বিপর্যয় সৃষ্টি করবে আর তোমরা বড় অঙ্গকারী হবে।' তারপর এই দুইয়ের প্রথম প্রতিশ্রুতিকাল যখন উপস্থিত হল তখন তোমাদের বিরুদ্ধে আমার শক্তিমান দাসদেরকে পাঠিয়েছিলাম। ওরা ঘরে ঘরে ঢুকে সব ধ্বংস করে দিয়েছিল। (শাস্তির) প্রতিশ্রুতি ভালোভাবেই পালন করা হয়েছিল।

তারপর আমি আবার তোমাদেরকে প্রতিষ্ঠিত করলাম, তোমাদের ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দিয়ে সাহায্য করলাম আর জনসংখ্যায় সংখ্যাগরিষ্ঠ করলাম। তোমরা ভালোকাজ করলে তা নিজেদেরই জন্য করবে, আর মন্দ কাজ করলে তাও করবে নিজেদের জন্য। তারপর পরবর্তী প্রতিশ্রুতিকাল উপস্থিত হলে, তোমাদের মুখে কালিমা লেপনের জন্য (আমি আমার অন্য দাসদের পাঠালাম), যেন তোমাদের উপাসনালয়ে প্রথমবার তারা যেমনভাবে ঢুকেছিল সেভাবে দেকে এবং তারা যা দখল করে যেন তা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে।

স্বত্বত তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের ওপর দয়া করবেন, কিন্তু তোমরা যদি তোমাদের পূর্ব আচরণের পুনরাবৃত্তি কর তবে তিনিও তাঁর আচরণের পুনরাবৃত্তি করবেন। জাহানামকে আমি অবিশ্বাসীদের জন্য কারাগার করেছি। — ১৭ সুরা বনি-ইসরাইল : ২৮

তুমি বনি-ইসরাইলকে জিজ্ঞাসা কর, আমি মুসাকে নয়টি স্পষ্ট নির্দশন দিয়েছিলাম। যখন সে তাদের কাছে এসেছিল তখন ফেরাউন তাকে বলেছিল 'মুসা, আমি তো মনে করি তুমি জানুগুস্ত !'

মুসা বলেছিল, 'তুমি নিশ্চয় জ্ঞান যে, আকাশ ও পৃথিবীর প্রতিপালকই এসব পরিষ্কার নির্দশন প্রত্যক্ষ প্রমাণ হিসাবে পাঠিয়েছেন। ফেরাউন, আমি দেবছি, তুমি তো ধ্বংস হয়ে যাবে।'

তারপর ফেরাউন দেশ থেকে তাদেরকে উচ্ছেদ করার সংকল্প নিল। তখন আমি ফেরাউন ও তার সঙ্গীদের সকলকে ডুবিয়ে দিলাম। এরপর আমি বনি-ইসরাইলকে বললাম, 'তোমরা এ দেশে বসবাস কর, আর যখন কিয়ামতের কথা ফলবে তখন তোমাদের সকলকে আমি একত্র করে উপস্থিত করব।' — ১৭ সুরা বনি-ইসরাইল : ১০১-১০৮

পরে আমার নির্দশন নিয়ে মুসা ও হাবুনকে আমি ফেরাউন ও তার পারিষদবর্গের কাছে পাঠিয়েছিলাম; কিন্তু তারা ছিল এক অঙ্গকারী ও অপরাধী সম্প্রদায়। তারপর যখন ওদের কাছে সত্য এল তখন ওরা বলল, 'এতো পরিষ্কার জাদু।'

মুসা বলল, 'সত্য যখন তোমাদের কাছে এসেছে তখন সে সম্পর্কে তোমরা কেন এমন বলছ? একি জাদু? জাদুকররা তো সফল হয় না।'

ওরা বলল, ‘আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদের যে-মতে পেয়েছি তুমি কি তার থেকে সরিয়ে নেওয়ার জন্যে আমাদের কাছে এসেছ? এবং যাতে দেশে তোমাদের দুজনের প্রতিপত্তি হয়, সেজন্য? তোমাদের দুজনকে আমরা বিশ্বাস করি না।’

ফেরাউন বলল, ‘তোমরা আমার কাছে ঝানু জাদুকরদেরকে নিয়ে এসো।’

তারপর যখন জাদুকররা এল তখন মুসা ওদেরকে বলল, ‘তোমাদের যা ছোড়ার আছে ছুড়ে ফেল।’

যখন তারা ছুড়ল তখন মুসা বলল, ‘তোমরা যা এনেছ তা জাদু আল্লাহ্ তাকে অসার প্রতিপন্থ করবেন। আল্লাহ্ তো ফ্যাশাদ-সৃষ্টিকারীদের সার্থক করেন না। আল্লাহ্ তার বাণী অনুযায়ী সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করবেন, অপরাধীরা তা অপছন্দ করলেও।’ — ১০ সুরা ইউনস : ৭৫-৮২

ফেরাউন ও তার পারিষদবর্গের নির্যাতনের ভয়ে তার সম্প্রদায়ের একদল ছাড়া আর কেউ তাদের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করল না; নিশ্চয়ই ফেরাউন দেশে স্বেচ্ছাচারী ও উচ্ছ্বস্থল ছিল। মুসা বলেছিল, ‘হে আমার সম্প্রদায়! যদি তোমরা আল্লাহয় বিশ্বাস ক’রে থাক, যদি তোমরা মুসলমান [আত্মসমর্পণকারী] হও তবে তোমরা তাঁরই ওপর নির্ভর করো।’

তারপর তারা বলল, ‘আমরা আল্লাহয় ওপর নির্ভর করলাম। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে অত্যাচারী সম্প্রদায়ের উৎপীড়নের পাত্র কোরো না। আর তোমার অনুগ্রহে আমাদের অবিশ্বাসী সম্প্রদায়ের হাত থেকে রক্ষা করো।’

আমি মুসা ও তার ভাইকে প্রত্যাদেশ পাঠালাম, ‘মিশরে তোমাদের সম্প্রদায়ের জন্য বাড়ি বানাও, আর তোমাদের বাড়িগুলোকে কিবলা কর, নামাজ পড় ও বিশ্বাসীদের সুস্থিতি দাও।’ মুসা বলল, ‘হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি ফেরাউন ও তার পারিষদবর্গকে পার্থিব জীবনে যে-শানশওকত ও ধনদৌলত দান করেছ তা দিয়ে, হে আমাদের প্রতিপালক, ওরা (মানুষকে) তোমার পথ থেকে বিপথে চালিত করে। হে আমাদের প্রতিপালক! ওদের ধনসম্পদ নষ্ট করে দাও, ওদের হস্তয়ে মোহর করে দাও; ওরা তো কঠিন শাস্তি না দেখা পর্যন্ত বিশ্বাস করবে না।’

তিনি বললেন, ‘তোমাদের দুজনের প্রার্থনা গ্রহণ করা হল, সুতরাং তোমরা শক্ত হও, আর যারা জানে না তোমরা কখনও তাদের পথ অনুসরণ করবে না।’

আমি বনি-ইসরাইলকে সাগর পার করালাম। আর ফেরাউন ও তার সৈন্যবাহিনী শক্ততা করে ও ন্যায়ের সীমালঙ্ঘন করে তাদের পিছে ধাওয়া করল। অবশ্যে পানিতে যখন সে ডুবে যাচ্ছে তখন সে বলল, ‘আমি বিশ্বাস করলাম যে, বনি-ইসরাইল ধাঁর উপর বিশ্বাস করে তিনি ছাড়া অন্য কোনো উপাস্য নেই, আর তাঁর কাছে যারা আত্মসমর্পণ করে আমি তাদের একজন।’

আল্লাহ্ বললেন, ‘এখন! এর আগে তুমি তো অমান্য করেছ আর তুমি ছিলে এক ফ্যাশাদ-সৃষ্টিকারী! আজ আমি তোমার দেহকে সংবর্কণ করব যাতে তুমি তোমার পরবর্তীদের নির্দশন হয়ে থাক। অবশ্য মানুষের মধ্যে অনেকেই আমার নির্দশন সম্বন্ধে খেয়াল করে না।’

আমি বনি-ইসরাইলকে উৎকষ্ট বাসভূমিতে বসবাস করালাম, আর ওদের উত্তম জীবনের উপকরণ দান করলাম তারপর ওদের কাছে জ্ঞান এলে ওরা বিভেদে সৃষ্টি করল। ওরা যে-বিষয়ে বিভেদে সৃষ্টি করেছিল তোমার প্রতিপালক কিয়ামতের দিনে তার বিচার করে দেবেন। — ১০ সুরা ইউনুস : ৮৩-৯৩

আমি মুসাকে আমার নির্দশন ও সুস্পষ্ট প্রমাণ দিয়ে পাঠিয়েছিলাম, ফেরাউন ও তার প্রধানদের কাছে। কিন্তু ওরা ফেরাউনের কাজকর্মের অনুসূরণ করত। আর ফেরাউনের কাজকর্ম তো ঠিক ছিল না। সে কিয়ামতের দিনে তার সম্প্রদায়ের পুরোভাগে খাকবে আর ওদেরকে নিয়ে আগুনে প্রবেশ করবে। যেখানে তারা প্রবেশ করবে সে কী জর্জন্য জায়গা ! তাদেরকে অনুসূরণ করবে এক অভিশাপ, আর কিয়ামতের দিনে কী খারাপ পুরস্কারই-না তারা পাবে !

এ জনপদগুলোর কিছু ব্যতাক্ত আমি তোমার কাছে বয়ান করলাম, ওদের মধ্যে কিছু এখনও বর্তমান আছে আর কিছু নির্মূল হয়ে গেছে। আমি ওদের ওপর জুনুম করি নি ; বরং ওরাই নিজেদের ওপর জুনুম করছিল। যখন তোমাদের প্রতিপালকের বিধান এল তখন ওদের উপাস্যরা, আল্লাহ ছাড়া যাদের ওরা উপাসনা করত, তারা তাদের কোনো কাজে লাগল না। ধৰ্মস ছাড়া ওদের অন্য কোনো উন্নতি হল না।

এমনি তোমার প্রতিপালকের মার ! তিনি আঘাত করেন জনপদসমূহকে যখন তারা সীমালঙ্ঘন করে। মারাত্মক কঠিন তাঁর মার। — ১১ সুরা হুদ : ১৬-১০২

আমি অবশ্যই মুসাকে কিতাব দিয়েছিলাম, তারপর তা নিয়ে মতভেদ ঘটেছিল। তোমার প্রতিপালকের পূর্বঘোষণা না থাকলে ওদের মীমাংসা হয়ে যেত। ওরা এ (কিতাব) সম্বন্ধে বিভাস্তিকর সন্দেহে ছিল। — ১১ সুরা হুদ : ১১০ = ৪১ সুরা হ-মিম-সিজদা : ৪৫

আর আমি মুসাকে কিতাব দিয়েছিলাম যা সংকর্মপরায়ণের জন্য সম্পূর্ণ — যা সব কিছুর প্রাঞ্জল বিবরণ, পথনির্দেশ ও দয়াশ্বরূপ — যাতে তারা তাদের প্রতিপালকের সাক্ষাত সম্বন্ধে বিশ্বাস করে। — ৬ সুরা আনআম : ১৫৪

আমি অনুগ্রহ করেছিলাম মুসা ও হারুনকে এবং তাদেরকে ও তাদের সম্প্রদায়কে আমি মহাসংকট থেকে উক্তাব করেছিলাম। আমি তাদেরকে সাহায্য করেছিলাম, তাই তারা বিজয়ী হয়েছিল। আর আমি তাদের বিশদ কিতাব দিয়েছিলাম আর তাদেরকে সরল পথে পরিচালিত করেছিলাম। পরবর্তীদের কাছে আমি তাদেরকে (স্মারণীয় ক'রে) রেখেছি : ‘মুসা ও হারুনের ওপর শাস্তি বর্ষিত হোক !’ এভাবে আমি সংকর্মপরায়ণেরকে পুরস্কার দিয়ে থাকি। এরা দুজনই ছিল আমার বিশ্বাসী দাস। — ৩৭ সুরা সাফ্ফাত : ১১৪-১২২

আমি আমার নির্দশন ও স্পষ্ট প্রমাণ দিয়ে মুসাকে পাঠিয়েছিলাম ফেরাউন, হামান ও কারুনের কাছে, কিন্তু ওরা বলেছিল ‘এ তো এক ভগ্ন জাদুকর !’

তারপর মুসা যখন আমার কাছ থেকে সত্য নিয়ে জনসাধারণের সামনে গেল তখন ওরা বলল, ‘মুসাসহেতু যারা বিশ্বাস করেছে তাদের ছেলেদের হত্যা করো, আর তাদের মেয়েদের বাঁচিয়ে রাখো !’ কিন্তু অবিশ্বাসীদের ঘড়্যবন্ধ ব্যর্থ হবেই।

ফেরাউন বলল, ‘আমাকে অনুমতি দাও আমি মুসাকে খুন করি, আর সে তার প্রতিপালকের আশ্রয় প্রার্থনা করবে। আমার আশঙ্কা হয়, সে তোমাদের ধর্মকে পালটে দেবে বা পৃথিবীতে ফ্যাশান সৃষ্টি করবে।’

মুসা বলল, ‘যারা হিসাবের দিনে বিশ্বাস করে না সেসব উদ্কৃত ব্যক্তিদের থেকে আমি আমার ও তোমাদের প্রতিপালকের আশ্রয় প্রার্থনা করছি।’ — ৪০ সুরা মুমিনঃ ২৩-২৭

ফেরাউন-সম্প্রদায়ের একজন যে বিশ্বাস করেছিল ও নিজের বিশ্বাস গোপন রেখেছিল সে বলল, ‘তোমরা একটা লোককে কি এই জন্যই খুন করবে যে, সে বলছে, ‘আল্লাহ্ আমার প্রতিপালক,’ যদিও সে তোমাদের প্রতিপালকের স্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে এসেছে তোমাদের কাছে? সে যদি যিন্থে বলে তবে সে তার যিন্থে কথা বলার জন্য দায়ী হবে, আর সে যদি সত্য বলে থাকে তবে সে তোমাদেরকে যে শাস্তির কথা বলে তার কিছু তো তোমাদের ওপর পড়বেই। আল্লাহ্ তো সীমালভ্যনকারী ও যিন্থ্যবাদীকে সংপত্তি পরিচালিত করেন না। হে আমার সম্প্রদায়! আজ তোমাদের দেশে তোমরাই রাজত্ব করছ, কিন্তু আমাদের ওপর আল্লাহ্’র শাস্তি এসে পড়লে কে আমাদের সাহায্য করবে?’

ফেরাউন বলল, ‘আমি যা বুঝি, আমি তোমাদের তা-ই বলছি। আমি তোমাদের তো সংৎপত্তি দেবিয়ে থাকি।’

বিশ্বাসী লোকটি বলল, ‘হে আমার সম্প্রদায়! আমি তোমাদের জন্য ডয় পাছি, সেই দুর্ভাগ্যের যা ঘটেছিল বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে — নৃহ, আদ, সামুদ ও তাদের পরে যারা এসেছিল তাদের ক্ষেত্রে। আল্লাহ্ দাসদের ওপর কোনো জুলুম করতে চান না। হে আমার সম্প্রদায়! আমি তোমাদের জন্য ডয় করি কিয়ামতের দিনের যেদিন তোমরা পেছনে পালাতে চাইবে আর আল্লাহ্’র শাস্তি থেকে তোমাদের কেউ রক্ষা করার থাকবে না। আল্লাহ্ যাকে প্রস্তুত করেন তার জন্য কোনো পথপ্রদর্শক নেই।

‘পৰ্বেও তোমাদের কাছে স্পষ্ট নির্দেশন নিয়ে ইউসুফ এসেছিল। কিন্তু সে যা নিয়ে এসেছিল তাতে তোমরা সন্দেহ করতে। অবশেষে যখন ইউসুফের মৃত্যু হল তখন তোমরা বলেছিলে, ‘ইউসুফের পর আল্লাহ্ আর কাউকেও রসূল করে পাঠাবেন না।’ এভাবে আল্লাহ্ সীমালভ্যনকারী ও শংশ্যবাদীদেরকে বিভ্রান্ত করেন। যারা নিজেদের কাছে কোনো দলিলপ্রমাণ না থাকলেও আল্লাহ্’র নির্দেশন সম্পর্কে তর্কে লিপ্ত হয় তাদের এই কাজ আল্লাহ্ ও বিশ্বাসীদের দ্বাটিতে অত্যন্ত ঘণ্ট্য। আল্লাহ্ প্রত্যেক অহংকারী ও বৈরাচারী ব্যক্তির হানয়ে মোহর করে দেন।’ — ৪০ সুরা মুমিনঃ ২৮-৩৫

ফেরাউন বলল, ‘হামান! আমার জন্য তুমি খুব উচু প্রাসাদ বানাও যাতে আমি পথ দেখতে পাই, আকাশের পথ আর মুসার উপাস্যকে দেখতে পাই। আর আমি তো তাকে যিন্থ্যবাদীই মনে করি।’

এভাবেই ফেরাউনের চোখে তার খারাপ কাঙ্গুলোকে শোভন করা হয়েছিল ও সরল পথ হতে তাকে নিবৃত্ত করা হয়েছিল। আর ফেরাউনের বড়ত্ব তো তাকে ধৰ্মসের দিকে নিয়ে নিয়েছিল। — ৪০ সুরা মুমিনঃ ৩৬-৩৭

বিশ্বাসী লোকটা বলল, ‘হে আমার সম্প্রদায়! আমাকে অনুসরণ কর, আমি তোমাদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করব। হে আমার সম্প্রদায়! এ পৃথিবীর জীবন তো

অস্থায়ী ব্যাপার আর পরকালই তো চিরস্থায়ী আবাস। কেউ মন্দ কাজ করলে সে কেবল তার কাজের অনুপাতে শান্তি পাবে, আর নারী ও পুরুষের মধ্যে যারা বিশ্বাসী হয়ে সংকাজ করে তারা প্রবেশ করবে জান্মাতে সেখানে তাদের জন্য থাকবে অপরিমতি জীবনোপকরণ।

‘হে আমার সম্প্রদায় ! কী আশ্র্য ! আমি তোমাদেরকে ডাকছি মুক্তির দিকে, আর তোমরা আমাকে ডাকছ আগন্তুর দিকে। তোমরা আমাকে বলছ আল্লাহকে অঙ্গীকার করতে, আর যার সম্বন্ধে আমার জ্ঞান নেই তাকে তাঁর সমান করতে ; আর আমি তো তোমাদেরকে আহ্বান করছি তাঁর দিকে যে পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল ; নিশ্চয়ই তোমরা আমাকে এমন একজনের দিকে ডাকছ যার ইহলোক বা পরলোকে কোনো আহ্বান করার অধিকার নেই। আমরা তো ফিরে যাব আল্লাহর কাছে। আর সীমান্তঘনকারীরা তো আগুনে বাস করবে। আমি তোমাদের যা বলছি তোমরা অচিরেই তা স্মরণ করবে, আর আমি আমার সব কিছু আল্লাহয় সমর্পণ করছি। আল্লাহ তার দাসদের ওপর বিশেষ নজর রাখেন।’

তারপর আল্লাহ তাকে ওদের যত্ত্বযন্ত্রের পরিণাম থেকে রক্ষা করলেন। আর কঠিন শান্তি চারধার থেকে ফেরাউনকে ঘিরে ফেলল। সকাল—সন্ধ্যায় ওদের আগন্তুর সামনে হাজির করা হবে ও যেদিন কিয়ামত ঘটবে সেদিন ফেরেশ্তাদের বলা হবে, ‘ফেরাউন—সম্প্রদায়কে কঠিন শান্তিতে ফেলে দাও !’ — ৪০ সুরা মুমিন : ৩৮-৪৬

আমি মুসাকে অবশ্যই পথের দিশা দিয়েছিলাম ; আর বনি-ইসরাইলদেরকে উত্তরাধিকার হিসাবে দিয়েছিলাম কিতাব, বোধশক্তিসম্পন্নদের জন্য যা পথনির্দেশ ও উপদেশস্বরূপ। — ৪০
সুরা মুমিন : ৫৩-৫৪

আমি তোমাদের জন্য নির্ধারিত করেছি (সেই) ধর্ম যার নির্দেশ দিয়েছিলাম নুহকে, — যা আমি প্রত্যাদেশ করেছি তোমাকে, — যার নির্দেশ দিয়েছিলাম ইব্রাহিম, মুসা ও ইসাকে, এই বলে যে, তোমরা ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত কর ও তার মধ্যে মতভেদ এনো না। — ৪২ সুরা শূরা : ১৩

মুসাকে তো আমি নির্দেশন দিয়ে ফেরাউন ও তার প্রধানদের কাছে পাঠিয়েছিলাম। সে বলেছিল, ‘আমাকে বিশ্বজগতের প্রতিপালক পাঠিয়েছেন !’

আমার নির্দেশনগুলো নিয়ে তাদের কাছে যাওয়া মাত্র ওরা তা নিয়ে হাসিঠাট্টা করতে লাগল। আমি ওদের যে নির্দেশন দেখিয়েছি তার প্রত্যেকটি পূর্বের নির্দেশনের চেয়ে উৎকৃষ্ট ছিল। আমি ওদের শান্তি দিয়েছিলাম যাতে ওরা (ঠিক পথে) ফিরে আসে।

ওরা বলেছিল, ‘ওহে জাদুকর ! তোমার প্রতিপালক তোমাকে যে-অঙ্গীকার করেছেন তুমি তাঁর কাছে আমাদের জন্য তা প্রার্থনা কর ; (অঙ্গীকার পূর্ণ করলে) আমরা অবশ্যই সংপথে চলব !’

তারপর আমি যখন ওদের শান্তি দূর করলাম তখনই ওরা অঙ্গীকার ভেঙে বসল। ফেরাউন তার সম্প্রদায়কে ডেকে বলল, ‘হে আমার সম্প্রদায় ! মিশ্র রাজ্য কি আমার নয় ? এই নদীগুলো যে, আমার পায়ের নীচে দিয়ে বয়ে যাচ্ছে, তোমরা কি দেখছ না ? এই হতচাড়া যে কিনা পরিষ্কার করে কথা বলতে পারে না তার চেয়ে আমি ভালো না ? তাকে কেন সোনার বালা দেওয়া হল না, বা কেনই-বা ফেরেশ্তারা তার সঙ্গে আসে না !’

এই ভাবে সে তার সম্প্রদায়কে বোকা বানালো। ফলে ওরা তার কথা মেনে নিল। ওরা তে ছিল এক সত্যত্যাগী সম্প্রদায়। যখন ওরা আমাকে বিরক্ত করল, আমি ওদেরকে শাস্তি দিলাম ও ওদের সকলকে ডুবিয়ে দিলাম। আর যারা পরে আসবে তাদের জন্য ওদেরকে করলাম অতীতের ইতিহাস ও এক দ্রষ্টব্য ক'রে রাখলাম। — ৪৩ সুরা জুখুরুফ : ৪৬-৫৬

এদের পূর্বে আমি তো ফেরাউন সম্প্রদায়কে পরীক্ষা করেছিলাম আর ওদের কাছে এসেছিল এক মহান রসূল। সে বলত, ‘আল্লাহ'র দাসদেরকে আমার কাছে ফিরিয়ে দাও। আমি তোমাদের জন্য এক বিশৃঙ্খল রসূল। আর তোমরা আল্লাহ'র বিরুদ্ধে বড়ই কোরো না, আমি তোমাদের সামনে স্পষ্ট প্রমাণ হাজির করেছি। তোমরা যাতে আমাকে পাখর মেরে খুন করতে না পার তার জন্য আমি আমার প্রতিপালক ও তোমাদের প্রতিপালককে শরণ নিচ্ছি। যদি তোমরা আমার কথায় বিশ্বাস না করো তবে আমার কাজে হাত দিয়ো না।’

তারপর মুসা তার প্রতিপালকের কাছে নিবেদন করল, ‘এরা এক অপরাধী সম্প্রদায়।’

(আমি বলেছিলাম), ‘তুমি আমার দাসদের নিয়ে রাত্রে বের হয়ে পড়ো। তোমাদের পিছু নেওয়া হবে। সমুদ্র যেমন শান্ত আছে তাকে তেমনি থাকতে দাও, ওরা এমন এক দল যারা ডুবে যাবে।’

ওরা পেছনে রেখে গেছে কত বাগান, ঝরনা, কত শস্যক্ষেত্র, সুন্দর দালানকোঠা, কত বিলাস-উপকরণ যা ওদেরকে আনন্দ দিত। এমনই হয়। আর আমি এই সবের উত্তরাধিকারী করেছিলাম অন্য সম্প্রদায়কে। আকাশ ও পথিকী কেউই ওদের জন্য অশ্রুপাত করে নি, আর ওদেরকে অবকাশও দেওয়া হয় নি। — ৪৪ সুরা দুখান : ১৭-২৯

আমি উক্তার করেছিলাম বনি-ইসরাইলকে, ফেরাউনের অপমানকর শাস্তি হতে। ফেরাউন ছিল সীমালঙ্ঘনকারীদের মধ্যে প্রবল পরাক্রান্ত। আমি জেনেশুনেই ওদের বিশ্বে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছিলাম, আর দিয়েছিলাম নির্দশনসমূহ যাদের মধ্যে ছিল এক স্পষ্ট পরীক্ষা। — ৪৪ সুরা দুখান : ৩০-৩৩

আমি তো বনি-ইসরাইলকে কিতাব, কর্তৃত ও নবুয়ত দান করেছিলাম আর ওদের দিয়েছিলাম উত্তম জীবনোপকরণ ও বিশুজ্জগতের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব। আর ওদেরকে আমি সুস্পষ্ট বিধান দিয়েছিলাম। জ্ঞানপ্রাপ্তির পর নিজেরাই একে অপরের ওপর ঈর্ষ্যা করে ওরা বিরোধিতায় লিপ্ত হয়। ওরা যে-বিষয়ে মতভেদতা করত, তোমার প্রতিপালক কিয়ামতের দিন ওদের মধ্যে সে-বিষয়ের ঘীরাম্বা করে দেবেন। — ৪৫ সুরা জাসিয়া : ১৬-১৭

আর নির্দশন রয়েছে মুসার ব্রতান্তে। যখন আমি তাকে স্পষ্ট প্রমাণসহ ফেরাউনের কাছে পাঠিয়েছিলাম। তখন ফেরাউন ক্ষমতায় মন্ত হয়ে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল আর বলেছিল, ‘এ লোকটি হয় জাদুকর, না হয় পাগল।’ তাই আমি তাকে ও তার দলবলকে পাকড়াও করলাম এবং ওদেরকে সমুদ্রে ফেলে দিলাম; শাস্তি ছিল তার প্রাপ্য। — ৫১ সুরা জারিয়াত : ৩৮-৪০

আর স্মরণ করো সেই সময়ের কথা যখন মুসা তার সঙ্গীকে বলেছিল, ‘দুই সমুদ্রের মধ্যে না পৌছে আমি থামব না — আমি বছরের পর বছর চলতে থাকব।’

ওরা যখন দুইয়ের সঙ্গমস্থলে পৌছুন তখন ওরা ভুলে গেল (সেই) মাছের কথা যে সুড়ঙ্গের মতো পথ ক'রে সমুদ্রের মধ্যে নেমে গেল। ওরা যখন আরো দূরে গেল তখন মুসা

তাঁর সঙ্গীকে বলল, ‘আমাদের সকলের খাবার আনো। আমাদের এ-যাত্রায় আমরা তো কাহিল হয়ে পড়েছি।’

সে বলল, ‘তুমি কি লক্ষ করেছিলে, আমি যখন এক পাথরের ওপর বিশ্রাম করেছিলাম তখন আমি মাছের কথা ভুলে গিয়েছিলাম? শয়তানই ওর কথা বলতে আমাকে ভুলিয়ে দিয়েছিল। মাছটা আশ্চর্য রকমভাবে সমৃদ্ধে নিজের পথ করে নিল।’

মুসা বলল, ‘আমরা তো এ-জ্যাগারই খোঁজ করছিলাম।’ তারপর তারা নিজেদের পায়ের চিহ্ন ধরে ফিরে চলল। তারপর ওদের দেখা হল আমার অন্যতম দাসের সঙ্গে যাকে আমি আমার অনেক অনুগ্রহ দান করেছিলাম ও যাকে আমি নিজে থেকে জ্ঞান দান করেছিলাম। মুসা তাকে বলল, ‘সত্য পথের যে-জ্ঞান তোমাকে দেওয়া হয়েছে, তার থেকে আমাকে শিক্ষা দেবেন, এই শর্তে কি আমি তোমাকে অনুসরণ করব?’

সে বলল, ‘তুমি কিছুতেই আমার সঙ্গে ধৈর্য রাখতে পারবে না। যে-বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই সে-বিষয়ে তুমি কেমন করে ধৈর্য ধরবে?’ মুসা বলল, ‘আঞ্চাহ চাইলে তুমি আমাকে ধৈর্য ধরতে দেখবে আর তোমার কোনো আদেশ আমি অমান্য করব না।’

সে বলল, ‘আচ্ছা, তুমি যদি আমাকে অনুসরণ করই তবে আমাকে কোনো বিষয়ে প্রশ্ন কোরো না, যতক্ষণ না আমি সেই সম্বন্ধে তোমাকে কিছু বলি।’ — ১৮ সুরা কাহাফঃ ৬০-৭০

তারপর ওরা চলতে লাগল, যখন ওরা নৌকায় উঠল তখন সে তাতে ফুটো করে দিল। মুসা বলল, ‘তুমি সওয়ারিদেরকে ডোবানোর জন্য ওর মধ্যে ফুটো করলে।’

সে বলল, ‘আমি বলি নি যে তুমি আমার সঙ্গে কিছুতেই ধৈর্য রাখতে পারবে না?’

মুসা বলল, ‘আমার ভুলের জন্য তুমি দোষ ধরবেন না, আর আমার ওপর আর বেশি কঠোর হবে না।’

তারপর ওরা চলতে লাগল। চলতে চলতে ওদের সাথে এক ছেলের দেখা হল। সে ওকে খুন করল।’ তখন মুসা বলল, ‘তুমি এক নিষ্পাপ লোককে খুন করলে যে কাউকে খুন করে নি। তুমি তো এক গুরুতর অন্যায় কাজ করলে।’ — ১৮ সুরা কাহাফঃ ৭১-৭৮

সে বলল, ‘আমি কি বলি নি তুমি কিছুতেই আমার সঙ্গে ধৈর্য রাখতে পারবে না।’

মুসা বলল, ‘এর পর যদি আমি তোমাকে কোনো বিষয়ে প্রশ্ন করি তবে তুমি আর আমাকে সাথে রাখবে না। আমার ওজর-আপত্তি শেষ হয়েছে।’

তারপর ওরা চলতে লাগল। যখন ওরা এক জনপদের বাসিন্দাদের কাছে পৌছুল তখন তারা তাদের কাছে কিছু খাবার চাইল; কিন্তু তারা ওদের আতিথেয়তা করতে রাজি হল না। তারপর সেখানে ওরা একটা পড়স্ত দেওয়াল দেখতে পেল, কিন্তু মুসার সঙ্গী ওটাকে শক্ত করে দিল।

মুসা বলল, ‘তুমি ইচ্ছা করলে অবশ্যই এর জন্য তোমার পারিশ্রমিক নিতে পারতে।’

মুসার সঙ্গী বলল, ‘এখানেই তোমার ও আমার সম্পর্ক ছেদ হল। যে-বিষয়ে তুমি ধৈর্য রাখতে পার নি আমি তার অর্থ বলে দিচ্ছি। নৌকার ব্যাপার — সেটা ছিল কয়েকজন গরিব লোকের, ওরা সাগরে তাদের জীবিকা অন্তেষ্ণ করতো। আমি ইচ্ছা করে নৌকাটায় ত্রুটি

চুকিয়ে দিলাম, কারণ ওদের সামনে ছিল এক রাজা যে জোর করে সব নৌকা ছিনিয়ে নিত। আর ছেলেটির বাবা-মা ছিল বিশ্বাসী। আমার আশঙ্কা হয়েছিল তার অবাধ্যতা ও অবিশ্বাস তাদেরকে বিব্রত করবে। তারপর আমি চাইলাম যেন তার পরিবর্তে ওদের প্রতিপালক ওদেরকে এক সন্তান দেন যে পবিত্রিতায় হবে আরও বড় ও ভক্তি ভালোবাসায় হবে আরও অস্তরঙ্গ। আর এ-দেওয়ানটি ছিল শহরের দুই এতিমের। তার নিচে ছিল গুপ্তধন। আর ওদের পিতা ছিল এক সৎকর্মপরায়ণ লোক। সেজন্য তোমার প্রতিপালক ইচ্ছা করলেন যে, ওরা যেন সাবালক হয় ও তারপর ওরা ওদের ধন উদ্ধার করে; আমি নিজ থেকে কিছু করি নি। তুমি যে-বিষয়ে ধৈর্য রাখতে পার নি এটাই তার ব্যাখ্যা।' — ১৪ সূরা কাহাফঃ ৭৫-৮২

আমি মুসাকে আমার নির্দশনগুলো দিয়ে পাঠিয়েছিলাম (ও বলেছিলাম) 'তোমার সম্প্রদায়কে অঙ্ককার হতে আলোয় আনো আর ওদের অতীতের কথা স্মরণ করিয়ে দাও।' পরম ধৈর্যশীল ও পরম কৃতজ্ঞ ব্যক্তিদের জন্য নিশ্চয় এতে নির্দশন রয়েছে।

মুসা তার সম্প্রদায়কে বলেছিল 'তোমরা আঢ়াহুর অনুগ্রহের কথা স্মরণ কর যখন তিনি তোমাদেরকে ফেরাউন-সম্প্রদায়ের হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন — যারা তোমাদেরকে কঠিন শাস্তি দিত, তোমাদের ছেলেদেরকে হত্যা করত আর তোমাদের ঘেয়েদেরকে বাঁচিয়ে রাখত; আর এ-তো ছিল তোমার প্রতিপালকের দিক থেকে এক মহাপৌরীকা।'

স্মরণ করো, তোমার প্রতিপালক যখন ঘোষণা করলেন, 'তোমরা কৃতজ্ঞ হলে তোমাদের অবশ্যই আরও দিব, আর অকৃতজ্ঞ হলে অবশ্যই আমার শাস্তি হবে কঠিন।'

মুসা বলেছিল, 'তোমরা এ-পৃথিবীর সকলেই যদি অকৃতজ্ঞ হও, তবু আঢ়াহ (রইবেন) অভাবমুক্ত প্রশংসার্হ।' — ১৪ সূরা ইস্রাইল : ৫-৮

আমি অবশ্যই মুসা ও হারানকে দিয়েছিলাম ফুরকান (ন্যায় ও অন্যায়ের মীমাংসা) — আলো ও উপদেশ সাবধানিদের জন্য, যারা না দেখেও তোমাদের প্রতিপালকে ভয় করে ও কিয়ামত সম্পর্কে ভীতসন্ত্রস্ত! — ২১ সূরা আল্মিদ্রাহ : ৪৮-৪৯

তারপর আমার নির্দশন ও স্পষ্ট প্রমাণ দিয়ে আমি মুসা ও তার ভাই হারুনকে পাঠালাম ফেরাউন ও তার পারিষদবর্গের কাছে, কিন্তু ওরা ছিল অহংকারী, ওরা ছিল উক্ত সম্প্রদায়। ওরা বলল, 'আমাদেরই মত যারা, এমন দুর্জনের ওপর আমরা কেমন করে বিশ্বাস করব? আর বিশেষ করে যাদের সম্প্রদায় আমাদের দাসত্ব করে?'

তারপর ওরা তাদেরকে মিথ্যবাদী বলল এবং ওরা ধ্বংস হয়ে গেল। আমি মুসাকে কিতাব দিয়েছিলাম যাতে ওরা সংপত্তি পায়। — ২৩ সূরা মুমিনুন : ৪৫-৪৯

আমি তো মুসাকে কিতাব দিয়েছিলাম, অতএব তুমি তার কিতাব পাওয়ার ব্যাপারকে সন্দেহ করো না। আমি একে বনি-ইসরাইলের জন্য পথনির্দেশক করেছিলাম। ওরা যেহেতু ধৈর্য ধরতে পারত বলে আমি ওদের মধ্য থেকে সেই নেতাদের মনোনীত করেছিলাম যারা আমার নির্দেশ অনুসারে মানুষকে পথপ্রদর্শন করত। আমার নির্দশন সম্পর্কে ওদের দৃঢ় প্রত্যয় ছিল। ওদের নিজেদের মধ্যে যে-বিষয়ে মতবিভোধ রয়েছে তোমার প্রতিপালক তা কিয়ামতের দিন বিচার করবেন। আমি তো এদের পূর্বে কত মানবগোষ্ঠীকে ধ্বংস করেছি যাদের বাসভূমিতে এরা বিচরণ করে; এর মধ্যে তো নির্দশন রয়েছে। তবু কি তারা শুনবে না? — ৩২ সূরা সিজদা : ২৩-২৬

পাপে লিপ্ত ছিল ফেরাউন ও তার পূর্বে যারা এসেছিল, আর নৃত সম্প্রদায়। ওরা ওদের প্রতিপালকের রসুলদের অমান্য করেছিল ; তার ফলে তিনি ওদেরকে কঠোর শাস্তি দিয়েছিলেন। — ৬৯ সুরা হাক্কা : ৯-১০

মুসার কথা তোমার কাছে পৌছেছে কি ? তার প্রতিপালক তাকে পবিত্র তোয়া উপত্যকায় তাকে আস্থান করে বলেছিলেন, ‘ফেরাউনের কাছে যাও, সে সীমালঙ্ঘন করেছে। আর ওকে বলো, ‘তোমার কি পবিত্র হওয়ার কোনো ইচ্ছা আছে ? আর আমি তো তোমাকে তোমার প্রতিপালকের পথে পরিচালিত করতে চাই যাতে তুমি তাঁকে ভয় কর !’

তারপর মুসা তাকে মহানিদর্শন দেখাল, কিন্তু সে তা অঙ্গীকার করল ও বিদ্রোহ করল। তারপর সে তড়াতড়ি ফিরে গিয়ে সকলকে ডাক দিয়ে সমবেত করে ঘোষণা করল, ‘আমিই তোমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিপালক !’ তারপর আল্লাহ ওকে ইহলোকে ও পরলোকে কঠিন শাস্তি দেন। যে ভয় করে তার জন্য অবশ্যই এতে শেখার রয়েছে। — ৭৯ সুরা নাজিয়াত : ১৫-২৬

আর কারুন, ফেরাউন ও হামান ! মুসা ওদের কাছে সুস্পষ্ট নির্দর্শন নিয়ে এসেছিল, তবু তারা পৃথিবীতে অহংকার করে বেড়াত ; কিন্তু তারা আমাকে এড়িয়ে যেতে পারে নি। — ২৯ সুরা আনকাবুত : ৩৯

হে বনি-ইসরাইল ! আমার সেই অনুগ্রহ স্মরণ করো যা দিয়ে আমি তোমাদেরকে অনুগ্রহীত করেছিলোম এবং আমার সঙ্গে তোমাদের অঙ্গীকার পূর্ণ করো। আমিও তোমাদের সাথে আমার অঙ্গীকার পূর্ণ করব। আর তোমরা শুধু আমাকেই ভয় করো। তোমাদের কাছে যা আছে তার সমর্থক হিসাবে আমি যা অবর্তীণ করেছি তা বিশ্বাস করো। আর তোমরাই একে প্রথমে প্রত্যাখ্যান কোরো না আর আমার আয়াতের বদলে স্বল্প মূল্য গ্রহণ কোরো না। তোমরা শুধু আমাকেই ভয় কোরো। তোমরা সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশিও না, আর জেনেশুনে সত্য গোপন কোরো না। তোমরা নামাজ কায়েম কর ও জ্ঞানাত দাও, আর যারা রুকু দেয় তাদের সঙ্গে রুকু দাও। তোমরা মানুষকে সৎকাজের নির্দেশ দাও অথচ নিজেরা তা পালন করতে ভুলে যাও, আবার কিতাবও পড় ? তোমরা কি বুবাবে না ?

তোমরা ধৈর্য ধরো ও নামাজের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করো। আর বিনীতরা ছাড়া আর সকলের কাছে এ তো কঠিন। (তারাই বিনীত) যারা বিশ্বাস করে যে, তাদের প্রতিপালকের সাথে নিশ্চয় দেখা হবে আর তাঁরই দিকে তারা ফিরে যাবে। — ২ সুরা বাকারা : ৪০-৪৬

হে বনি-ইসরাইল ! আমার সেই অনুগ্রহ স্মরণ কর যা দিয়ে আমি তোমাদেরকে অনুগ্রহীত করেছিলাম আর বিশ্বে সবার ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছিলাম। তোমরা সেই দিনকে ভয় করো যেদিন কেউ কারও কোনো কাজে আসবে না, কারও সুপারিশ স্বীকৃত হবে না বা কারও কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ গ্রহীত হবে না, আর কেউ কোনো—রকম সাহায্য পাবে না।

(আর সুরণ করো), যখন আমি ফেরাউন সম্প্রদায়ের হাত থেকে তোমাদেরকে রেহাই দিয়েছিলাম, যারা তোমাদের ছেলেদেরকে খুন করত, আর তোমাদের মেয়েদেরকে বাঁচিয়ে রেখে তোমাদের মারাত্মক যন্ত্রণা দিত। আর সে তো তোমাদের প্রতিপালকের দিক থেকে ছিল এক বড় পরীক্ষা। যখন তোমাদের জন্য সাগরকে বিখ্যাবিভুত করেছিলাম ও তোমাদের উদ্ধার করেছিলাম এবং ফেরাউন সম্প্রদায়কে ডুবিয়েছিলাম, (তখন) তোমরা তো তা দেখেছিলে। যখন আমি মুসার জন্য চলিশ রাত নির্ধারিত করেছিলাম, তারপর সে চলে

যাওয়ার পর তোমরা গোবৎস্যকে উপাস্য হিসাবে গ্রহণ করেছিলে। এভাবে তখন তোমরা সীমালঙ্ঘন করেছিলে। এরপর আমি তোমাদের ক্ষমা করেছি যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পার।

(আর সূরণ করো), যখন আমি মুসাকে কিতাব ও ফুরকান দিয়েছিলাম যাতে তোমরা সংপথে পরিচালিত হও। আর মুসা যখন তার নিজের সম্প্রদায়কে বলল, ‘হে আমার সম্প্রদায়! গোবৎস্যকে উপাস্যরূপে গ্রহণ ক’রে তোমরা নিজেদের ওপর যোর অত্যচার করেছ। সুতরাং তোমরা সৃষ্টিকর্তার দিকে ফিরে যাও আর তোমাদের আত্মাকে সংহার কর, (নিজেদেরকে সংঘত কর), তোমার সৃষ্টিকর্তার কাছে এ-ই হবে কল্যাণকর। তিনি তোমাদের প্রতি ক্ষমাপ্রবশ হবেন, তিনি তো ক্ষমাপ্রবশ, পরম দয়ালু।’

আর যখন তোমরা বলেছিলে, ‘হে মুসা! আল্লাহকে প্রত্যক্ষভাবে না দেখা পর্যন্ত তোমাকে কখনও বিশ্বাস করবো না।’ তখন তোমরা বজ্রাহত হয়েছিলে, আর তোমরা তো তাকিয়ে দেখেছিলে। তারপর ম্ত্যুর পরে তোমাদের পুনর্জীবিত করলাম যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

আমি তোমাদের ওপর মেঘের ছায়া বিস্তার করে দিয়েছিলাম এবং তোমাদের কাছে মান্না ও সালওয়া পাঠিয়েছিলাম। (আর বলেছিলাম) ‘তোমাদের জন্য জীবনের যে উপকরণ দিয়েছি তার থেকে তোমরা ভালো ভালো জিনিস খাও।’ তারা আমার ওপর কোনো জুলুম করে নি, বরং তারা নিজেদেরই ওপর অত্যচার করেছিল।

যখন আমি বললাম, ‘এ-জনপদে প্রবেশ কর এবং যেখান থেকে ইচ্ছা ও যা ইচ্ছা খাও; মাথা নীচু করে প্রবেশ করো আর বলো, ‘ক্ষমা চাই।’ আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করব আর যারা সৎকর্ম করে তাদের জন্য আমার দান বাড়িয়ে দেব। কিন্তু যারা সীমালঙ্ঘন করেছিল তারা তাদেরকে যা বলা হয়েছিল তার বদলে অন্য কথা বলল। সেজন্য সীমালঙ্ঘনকারীদের ওপর আমি আকাশ থেকে শাস্তি পাঠালাম, কারণ তারা ছিল সত্যত্যাগী। — ২ সুরা বাকারা : ৪৭-৫৯

আর যখন মুসা তার সম্প্রদায়ের জন্য পানি চাইল, আমি বললাম, ‘তোমার লাঠি দিয়ে পাথরে বাড়ি মারো।’ তারপর সেখান থেকে বারোটি ঝরনা বহিতে লাগলো। প্রত্যেক গোত্র নিজ নিজ পানি পান করার স্থান টিনে নিল। আমি (বললাম) ‘আল্লাহর দেওয়া জীবিকা হতে তোমরা পানাহর কর আর পৃথিবীতে ফ্যাশান করে বেড়িয়ো না।’

আর তোমরা যখন বলেছিলে, ‘হে মুসা! একই রকম খাবারে আমরা কখনও ধৈর্য রাখতে পারব না, সুতরাং তুমি তোমার প্রতিপালকের কাছে আমাদের জন্য প্রার্থনা করো, তিনি যেন শাকসবজি, কাঁকুড়, গম, রসুন, ডাল ও পেঁয়াজ আমাদের জন্য মাটিতে উৎপন্ন করেন।’

মুসা বলল, ‘তোমরা কি ভালো জিনিসকে খারাপ জিনিসের সাথে বদল করতে চাও? তবে যে কোনো শহরে যাও। তোমরা যা চাও তা সেখানে পাবে।’ আর তারা হল অপদৃষ্ট ও অন্টনগ্রস্ত। আর আল্লাহর গজব পড়লো তাদের ওপর। এ এজন্য যে, তারা আল্লাহর নির্দর্শনকে অমান্য করেছিল ও নবিদেরকে অন্যায়ভাবে হত্যা করেছিল। এ এজন্য যে, তারা আদেশ অমান্য করেছিল ও সীমা লঙ্ঘন করেছিল। — ২ সুরা বাকারা : ৬০-৬১

যখন আমি তোমাদের অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলাম ও তোমাদের ওপরে তুর পাহড়কে তুলে ধরেছিলাম (এই বলে), ‘আমি যা দিলাম তা শক্ত করে ধরো আর তার মধ্যে যা আছে তা মনে রেখো, যাতে তোমরা সাবধান হয়ে চলতে পার’। এর পরও তোমরা মুখ ফিরিয়ে নিলে ! তোমাদের ওপর আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে তোমরা তো ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যেতে ।

তোমাদের মধ্যে যারা শনিবারে সীমালভ্যন করেছিল তাদের তোমরা ভালো করেই জন। আমি তাদেরকে বলেছিলাম, ‘তোমরা ঘণ্টি বানর হও !’ আমি এ-ঘটনাকে তাদের সমসাময়িক ও পরবর্তীদের শিক্ষা গ্রহণের জন্য এক দৃষ্টান্ত ও সাবধানিদের জন্য এক উপদেশস্বরূপ করেছি ।

আর যখন মুসা তার নিজের সম্প্রদায়কে বলেছিল, ‘আল্লাহ তোমাদের একটা গোরু জবাইয়ের হকুম দিয়েছেন !’ তারা বলেছিল, ‘তুমি কি আমাদের সাথে ঠাণ্ডা করছ ?’

মুসা বলেছিল, ‘আমি আল্লাহর আশ্রয় চাচ্ছি, আমি যেন জাহেলদের [অজ্ঞদের] দলে না পড়ি ।’

তারা বলল, ‘তোমার প্রতিপালককে আমাদের স্পষ্ট করে জানিয়ে দিতে বল ঐ গোরুটি কেমন হবে ?’ মুসা বলল, ‘আল্লাহ বলেছেন এ এমন একটা গোরু যা বুড়োও না, অল্পবয়সীও না — মাঝবয়সী, অতএব তোমরা যে-আদেশ পেয়েছ তা পালন করো ।’

তারা বলল, ‘তোমার প্রতিপালককে আমাদের স্পষ্ট করে জানিয়ে দিতে বল ওর রং কী হবে ?’ মুসা বলল, ‘আল্লাহ বলেছেন সেটা হবে হলুদ রঙের বাছুর, তার উজ্জ্বল গাঢ় রং যারাই দেখবে তারাই খুশি হবে ।’

তারা বলল, ‘তোমার প্রতিপালককে আমাদেরকে স্পষ্ট করে জানিয়ে দিতে বল গোরুটা কি ধরনের ? আমাদের কাছে গোরু তো একই রকম । আর আল্লাহর ইচ্ছায় আমরা পথ পাব !’ মুসা বলল, ‘এ এমন এক গোবৎস্য যাকে জয়িচাষে বা ক্ষেতে পানিসেচের কাজে লাগানো হয় নি, সম্পূর্ণ নির্বৃত্ত ।’

তারা বলল, ‘এখন তুমি ঠিক বর্ণনা এনেছ !’ যদিও তারা জবাই করতে প্রস্তুত ছিল না, তবুও তারা সেটাকে জবাই করল । — ২ সুরা বাকারা : ৬৩-৭১

যখন তোমরা একটা লোককে খুন করে ও একে অনের ওপর দোষ চাপাচ্ছিলে, আল্লাহ তা প্রকাশ করতে চাইলেন তোমরা যা গোপন করেছিলে । তারপর আমি বললাম, ‘এর (বাছুরটির) কোনো অংশ দিয়ে (মৃত লোকটাকে) বাড়ি মার !’

এভাবে আল্লাহ মৃতকে জীবিত করেন আর তোমাদেরকে তাঁর নির্দশন দেখিয়ে থাকেন যাতে তোমরা বুঝতে পার । এর পরও তোমাদের হাদয় কঠিন হল, পাষাণ বা পাষাণের চেয়েও কঠিন । কোনো কোনো পাষাণ থেকে নদী বের হয়ে আসে, আবার কিছু আছে যা ফেটে গেলে তার থেকে পানি বের হয়ে আসে, আর কিছু আছে যা আল্লাহর তয়ে ধসে পড়ে । তোমরা যা কর আল্লাহর তা তো অজ্ঞান নয় । তোমরা কি এখনও আশা কর যে তারা তোমাদের বিশ্বাস করবে, যখন এক দল আল্লাহর বাণী শুনে ও বুঝবার পরও জেনে শুনে তা বিকৃত করে ?

আর যখন তারা বিশ্বাসীদের সংস্পর্শে আসে তখন তারা বলে, ‘আমরা বিশ্বাস করি।’ আবার যখন তারা নিজেদের মধ্যে নিভতে একত্র হয় তখন তারা বলে, ‘আল্লাহ্ তোমাদের কাছে যা বলেছেন তোমরা কেন তা বিশ্বাসীদেরকে বলে ফেল? এ দিয়ে তারা তোমাদের প্রতিপালকের সামনে তোমাদের বিরুদ্ধে প্রমাণ খাড়া করবে, তোমরা কি তা বুঝতে পার না?’

তারা কি জানে না যে, তারা যা গোপন রাখে বা প্রকাশ করে নিশ্চিতভাবে আল্লাহ্ তা জানেন? তাদের মধ্যে এমন কিছু নিরক্ষর লোক আছে যারা নিজেদের সংস্কার ছাড়া কিতাব স্মরক্ষে কোনো জ্ঞান রাখে না, তারা শুধু মনগড়া কথা বলে বেড়ায়। সুতরাং দুর্ভোগ তাদের জন্য যারা নিজ হাতে কিতাব রচনা করে আর সামান্য মূল্য পাবার জন্য বলে, ‘এটা আল্লাহ্’র কাছ থেকে এসেছে’ তাদের হাত যা রচনা করেছে তার জন্য তাদের শাস্তি, আর যা তারা উপার্জন করেছে তার জন্যেও তাদের শাস্তি।

আর তারা বলে, ‘কয়েকটা গণাগাংথা দিন ছাড়া আগুন কখনও আমাদের স্পর্শ করবে না।’

বলো, ‘তোমরা কি আল্লাহ্’র কাছ থেকে কোনো অঙ্গীকার নিয়েছ, কারণ আল্লাহ্ তো তাঁর অঙ্গীকার কখনও ভঙ্গ করেন না? না, তোমরা আল্লাহ্’র স্মরক্ষে এমন কথা বলছ যা তোমরা জান না?’

হ্যা, যারা পাপ করে আর যাদের পাপ তাদেরকে ঘিরে রাখে তারাই আগুনে বাস করবে — তারা সেখানে থাকবে চিরকাল। কিন্তু যারা বিশ্বাস ও সৎকাজ করে তারাই বাস করবে জান্মাতে, সেখানে তারা থাকবে চিরকাল। — ২ সুরা বাকারা : ৭২-৮২

আর যখন বনি-ইসরাইলের কাছ থেকে আমি অঙ্গীকার নিয়েছিলাম যে তোমরা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারও উপাসনা করবে না, মাতাপিতা, আত্মীয়-স্বজন, পিতৃহীন ও দরিদ্রের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করবে, আর লোকের সাথে ভালোভাবে কথা বলবে; আর নামাজ কায়েম করবে ও জাকাত দিবে, (তখন) কিন্তু অল্প সংখ্যক লোক ছাড়া তোমরা সকলে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলে।

স্মরণ করো যখন তোমাদের কাছ থেকে আমি এই অঙ্গীকার নিয়েছিলাম যে তোমরা কেউ কারও বন্তপাত করবে না ও নিজেদের লোকজনকে দেশ থেকে তাড়িয়ে দেবে না, তারপর তোমরা তোমাদের দোষ স্বীকার করেছিলে। আর এ—বিষয়ে তোমরাই তার সাক্ষী। তারপর তোমরা একে অন্যকে ঘূন করছ আর তোমাদের এক দলকে তাদের ঘর থেকে বের করে দিচ্ছ ও অন্যান্যভাবে সীমালঙ্ঘন করে তাদের বিরুদ্ধে সাহায্য করছ, আর তারা যখন বন্দি হয়ে তোমাদের সামনে হাজির হয় তখন তোমরা মুক্তিপণ চাও। তাদের তাড়িয়ে দেওয়াই তো তোমাদের অন্যায় হয়েছিল। তবে কি তোমরা কিতাবের কিছু অংশে বিশ্বাস কর আর কিছু অংশ অবিশ্বাস কর? সুতরাং তোমাদের মধ্যে যারা এমন কাজ করে পার্বিব জীবনে তাদের শাস্তি লাঙ্গনা ছাড়া আর কী হতে পারে? আর কিয়ামতের দিনে তাদেরকে আরও কঠোর শাস্তির দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। তারা যা করে আল্লাহ্ তা জানেন না তা নয়। তারাই পরকালের বদলে ইহকালের জীবন কেনে, সেজন্য তাদের শাস্তি কমানো হবে না, আর তারা কোনো সাহায্যও পাবে না। — ২ সুরা বাকারা : ৮৩-৮৬

আর আমি মুসাকে তো কিতাব দিয়েছিলাম ও তারপর একের পর এক রসূল পাঠিয়েছি। — ২ সুরা বাকারা : ৮৭

আর নিশ্চয় মুসা তোমাদের কাছে স্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে এসেছিল, তবু তোমরা তার পরে গোবৎস্যকে (উপাস্য হিসাবে) বেছে নিলে, আর তোমরা তো জুলুমকারী।'

স্মরণ করো, যখন আমি তোমাদের অঙ্গীকার নিয়েছিলাম, আর তুর পাহাড়কে তোমাদের ওপরে স্থাপন করেছিলাম (আর বলেছিলাম), 'আমি যা দিলাম তা শক্ত করে ধরো ও শুবগ করো।'

তারা বলেছিল, 'আমরা শূনলাম, কিন্তু মানলাম না!' অবিশ্বাসের জন্য তাদের মনে গোবৎস্যের প্রতি দুর্বলতা সৃষ্টি হয়েছিল। — ২ সুরা বাকারা : ৯২-৯৩

হে বনি-ইসরাইল, আমার সেই অনুগ্রহ স্মরণ করো যা দিয়ে আমি তোমাদেরকে অনুগ্রহীত করেছি ও বিশ্বে সকলের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি। আর তোমরা সেই দিনকে ভয় করো যেদিন কেউ কারও উপকারে আসবে না, আর কারও কাছ থেকে কোনো ক্ষতিপূরণও গঢ়ীত হবে না ও কোনো সুপুরিশে কারও কোনো লাভ হবে না, আর কেউ কোনো সাহায্যও পাবে না। — ২ সুরা বাকারা : ১২২-১২৩

তুমি বনি-ইসরাইলকে জিজ্ঞাসা কর আমি তাদেরকে কত স্পষ্ট নির্দেশন দিয়েছিলাম। আল্লাহর অনুগ্রহ আসার পর কেউ তার পরিবর্তন করলে, আল্লাহ্ তো দণ্ডানে বড়ই কঠোর। — ২ সুরা বাকারা : ২১১

তুমি কি মুসার পরবর্তী বনি-ইসরাইল প্রধানদেরকে দেখ নি? যখন তারা নিজেদের নবিকে বলেছিল, 'আমাদের জন্য একজন রাজা ঠিক করো যাতে আমরা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করতে পারি,' সে বলল, 'যদি তোমাদেরকে যুদ্ধের আদেশ দেওয়া হয় তবে তোমরা কি মনে কর, তোমরা যুদ্ধ করবে না?'

তারা বলল, 'যখন নিজেদের ঘরবাড়ি ও সন্তানসন্তি থেকে দূরে পড়ে আছি তখন কেন আমরা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করবো না?' তারপর যখন তাদের ওপর যুদ্ধের বিধান দেওয়া হল, তখন তাদের মুষ্টিমেয় কয়েকজন ছাড়া বেশির ভাগই পৃষ্ঠপৰ্দেশন করল। আর আল্লাহ্ সীমালজ্যনকারীদেরকে ভালো করেই জানেন।

তাদের নবি তাদেরকে বলেছিল, 'আল্লাহ্ তালুতকে তোমাদের রাজা নিযুক্ত করেছেন।' তারা বলল, 'আমরা যখন কর্তৃত করার জন্য বেশি যোগ্য তখন সে কেমন করে আমাদের ওপর কর্তৃত করবে, আর প্রচুর ধনসম্পদও তো তাকে দেওয়া হয় নি!'

সে (নবি) বলল, 'আল্লাহই তাকে মনোনীত করেছেন আর তিনি তাকে দেহে ও মনে সমৃদ্ধ করেছেন। অবশ্যই আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা তাঁর কর্তৃত দান করেন। আল্লাহ্ প্রাচুর্যময় তত্ত্বজ্ঞানী। তাঁর কর্তৃত্বের লক্ষণ এই যে, তোমাদের কাছে একটা তাবুত [সিদ্ধুক] আসবে যাতে তোমাদের জন্য থাকবে তোমাদের প্রতিপালকের কাছ থেকে প্রশান্তি ও কিছু জিনিস যা মুসা ও হারুনের বংশধররা রেখে গিয়েছে, ফেরেশতারা সেটা বয়ে নিয়ে আসবে। নিশ্চয় এতে তোমাদের জন্য নির্দেশন রয়েছে যদি তোমরা বিশ্বাস কর!' — ২ সুরা বাকারা : ২৪৬-২৪৮

তারপর তালুত যখন সমৈন্যে অভিযানে বের হল তখন সে বলল, 'আল্লাহ্ একটা নদী দিয়ে তোমাদেরকে পরীক্ষা করবেন। তাই যে-কেউ সেই নদী থেকে পানি পান করবে সে আমার দলে থাকবে না, আর যে ঐ পানি পান করবে না সে আমার দলে থাকবে। এছাড়া যে-

কেউ তার হাত দিয়ে এক আঁজলা পানি নেবে সে-ও !’ কিন্তু (যখন তারা নদীর কাছে গেল) তাদের অল্প কয়েকজন ছাড়া বেশির ভাগ লোকই তার থেকে পানি পান করল। যখন সে (তালুত) ও তার সাথে যারা বিশ্বাস করেছিল তারা তা পার হল তখন তারা বলল, ‘আমাদের (এমন) শক্তি ও সাধ্য নেই যে, আজ জালুত ও তার সৈন্যের সাথে ঘুঁক করি !’

কিন্তু যারা আল্লাহ'র সাক্ষাৎকারে বিশ্বাস করেছিল তারা বলল, ‘আল্লাহ'র অনুমতিক্রমে কত ছেট দল কত বড় দলকে পরাস্ত করেছে !’ আর আল্লাহ'র ধৈর্যেলদের সাথে রয়েছেন।

তারা যখন জালুত ও তার সৈন্যবাহিনীর সম্মুখীন হল তখন তারা বলল, ‘হে আমাদের প্রতিপালক ! আমাদের দৈর্ঘ্য দাও, আমাদের পা অবিচলিত রাখ ও অবিশ্বাসী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্য কর !’ সুতরাং তখন তারা আল্লাহ'র অনুমতিক্রমে তাদেরকে পরাজিত করল। দাউদ জালুতকে বধ করল ও আল্লাহ'র তাকে কর্তৃত্ব ও হিকমত দান করলেন এবং যা তিনি ইচ্ছা করলেন তা তাকে শিক্ষা দিলেন।

আল্লাহ' যদি মানবজাতির এক দলকে অন্য দল দিয়ে দমন না করতেন, তবে নিশ্চয় পথিকী ফ্যাশানে পূর্ণ হয়ে যেত। কিন্তু আল্লাহ' বিশ্বজগতের প্রতি মঙ্গলময়। এ সবই আল্লাহ'র নির্দর্শন যা আমি সঠিকভাবে তোমার কাছে আবৃত্তি করছি আর তুমি তো রসূলদের একজন।
— ২ সুরা বাকারা : ২৪৯-২৫২

ফেরাউনের বংশধররাও তাদের পূর্ববর্তীদের মতো আমার আয়াতকে মিথ্যা মনে করে অবীকার করেছিল। তাই আল্লাহ' তাদের পাপের জন্য তাদেরকে শাস্তি দিয়েছিলেন। আল্লাহ' তো দণ্ডনানে অত্যন্ত কঠোর। — ৩ সুরা আল-ই-ইমরান : ১১

তওরাত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে ইসরাইল নিজের জন্য যা হারাম করেছিল তা ছাড়া বনি-ইসরাইলদের জন্য সকল খাদাই হালাল ছিল। বলো, ‘যদি তোমরা সত্য কথা বলো তবে তওরাত এনে পড়ো !’ এরপর যারা আল্লাহ'কে মিথ্যা দোষারোপ করে, তারাই সীমালভ্যনকারী।
— ৩ সুরা আল-ই-ইমরান : ৯৩-৯৪

হে বিশ্বসিগণ ! মুসাকে যারা কষ্ট দিয়েছিল তোমরা তাদের মত হয়ে না, ওরা যা রাচিয়েছিল তার থেকে আল্লাহ' তাকে নির্দোষ প্রমাণ করেন এবং আল্লাহ'র দৃষ্টিতে সে মর্যাদাবান। — ৩৩ সুরা আহ্জাব : ৬৯

কিতাবিরা তোমাকে তাদের জন্য আকাশ থেকে কিতাব অবতীর্ণ করতে বলে, কিন্তু মুসার কাছে তারা এর চেয়েও বড় দাবি করেছিল। তারা বলেছিল, ‘আমাদেরকে আল্লাহ'কে সাক্ষাৎ দেখাও !’ তাদের সীমালভ্যনের জন্য তারা বস্ত্রাহত হয়েছিল। তারপর স্পষ্ট প্রমাণ তাদের কাছে প্রকাশ হওয়ার পরও তারা গোবৎস্যকে উপাস্য হিসাবে গ্রহণ করেছিল। আমি এও ক্ষমা করেছিলাম। আর আমি মুসাকে স্পষ্ট প্রমাণ দান করেছিলাম।

আর তাদের অঙ্গীকার নেবার সময় ত্বর পাহাড়কে তাদের ওপরে উঁচু করে ধরেছিলাম আর তাদেরকে বলেছিলাম, ‘মাথা নিচু করে ফটকে প্রবেশ করো !’

আর তাদেরকে বলেছিলাম, ‘শনিবারে সীমালভ্যন কোরো না’ আর তাদের কাছ থেকে দৃঢ় অঙ্গীকার নিয়েছিলাম। আর তারা (অভিশপ্ত হয়েছিল) তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গ করার জন্য আর আল্লাহ'র আয়াত অবিশ্বাস করার জন্য, নবিদের অন্যায়ভাবে হত্যা করার জন্য ও

‘আমাদের হাদয় তো আচ্ছাদিত !’ — তাদের এই কথার জন্য ; না, তাদের অবিশ্বাসের জন্যই আল্লাহ তাদের হাদয়ে মোহর করে দিয়েছেন। তাই তাদের অল্প কয়েকজনই বিশ্বাস করে।

আর তাদের অবিশ্বাস ও মরিয়মের বিরুদ্ধে ভঘন্য অপবাদ ! আর তারা বলেছিল, ‘আমরা আল্লাহর রসূল মরিয়মপুত্র দ্বিসা মসিহকে হত্যা করেছি !’ তারা তাকে হত্যা করে নি বা ক্রুশবিদ্ধও করে নি, কিন্তু তাদের এমন মনে হয়েছিল। তার সম্বন্ধে যাদের সন্দেহ ছিল তাদের এ-সম্পর্কে অনুমান করা ছাড়া কোনো জ্ঞানই ছিল না। এ নিষিদ্ধ যে তারা তাকে হত্যা করে নি। আল্লাহ তাকে তাঁর কাছে তুলে নিয়েছেন, আর আল্লাহ শক্তিমান, তরঙ্গজনী।

— ৪ সুরা নিসা : ১৫৩-১৫৮

ভালো ভালো জিনিস যা ইহুদিদের জন্য হালাল ছিল তা আমি তাদের জন্য হারাম করেছি তাদের সীমালঙ্ঘনের জন্য এবং আল্লাহর পথে অনেককে বাধা দেওয়ার জন্য, এবং তাদের সুদগ্রহণের জন্য, যদিও তা তাদের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়েছিল এবং অন্যান্যভাবে লোকের ধনসম্পদ গ্রাস করার জন্য। তাদের মধ্যে যারা অবিশ্বাসী তাদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি প্রস্তুত কর্তব্য রেখেছি।

কিন্তু তাদের মধ্যে যারা স্থিতপ্রস্তর তারা ও বিশ্বাসীরা তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে ও তোমার পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছিল তাতেও বিশ্বাস করে এবং যারা নামাজ কার্যেম করে, জ্ঞাকাত দেয় এবং আল্লাহ ও পরিকল্পন বিশ্বাস করে তাদেরকে আমি বড় পূর্বস্কার দেব। — ৪ সুরা নিসা : ১৬০-১৬২

স্মরণ কর, মুসা তার সম্প্রদায়কে বলেছিল, ‘হে আমার সম্প্রদায় ! তোমরা কেন আমাকে কষ্ট দিচ্ছ যখন তোমরা জানো যে, আল্লাহ আমাকে তোমাদের কাছে পাঠিয়েছেন।’ তারপর ওরা যখন বাঁকাপথ ধূল, তখন আল্লাহ ওদের হাদয় বাঁকিয়ে দিলেন। আল্লাহ সত্যত্যাগী সম্প্রদায়কে পথ দেখান না। — ৬১ সুরা আস্মাফ : ৫

আল্লাহ তো বনি-ইসরাইলের অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলেন ও তাদের মধ্য থেকে বারো জন নেতৃ নিযুক্ত করেছিলেন, এবং বলেছিলেন, ‘আমি তোমাদের সঙ্গে আছি, তোমরা যদি নামাজ পড়, জ্ঞাকাত দাও, আমার রসূলদের বিশ্বাস কর ও তাদের সম্মান কর এবং আল্লাহকে কর্জে হাসানা [উত্তম ঝণ] দাও তবে তোমাদের দোষ অবশ্যই আমি মোচন করব আর তোমাদের জান্মাতে প্রবেশ করতে দেব যার নিচে নদী বইবে।’ এর পরও যে অবিশ্বাস করবে সে তো সরল পথ থেকে বিচ্যুত হবে। তারা অঙ্গীকার ভঙ্গ করায় আমি তাদেরকে অভিশাপ দিয়েছি ও তাদের হাদয় কঠিন করে দিয়েছি। তারা কথাগুলোর আসল অর্থ বিকৃত করে আর তাদেরকে যা উপর্যুক্ত দেওয়া হয়েছিল তার এক অশ তুলে গেছে। তুমি ওদের অল্প কয়েকজন ছাড়া সকলকেই সব সময় বিশ্বাসঘাতকতা করতে দেখবে। সুতরাং ওদের ক্ষমা করো ও উপেক্ষা করো; আল্লাহ সংকর্মপরায়ণদের ভালোবাসেন। — ৫ সুরা মায়দা : ১২-১৩

মুসা তার সম্প্রদায়কে বলেছিল, ‘হে আমার সম্প্রদায়। তোমরা স্মরণ করো আল্লাহর অনুগ্রহ ; তিনি তোমাদের মধ্য থেকে নবি করেছিলেন, তোমাদেরকে রাজ্যের অধিপতি করেছিলেন ও বিশ্বে যা কাউকেই দেন নি তা তোমাদের দিয়েছিলেন। হে আমার সম্প্রদায় !

আল্লাহ তোমাদের যে-পবিত্র ভূমি নির্দিষ্ট করেছেন সেখানে প্রবেশ কর আর পিছু হোটো না। ইটলে, তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়বে।'

তারা বলল, 'হে মুসা ! সেখানে এক দুর্দান্ত সম্প্রদায় রয়েছে আর তারা সেখান থেকে বের না হওয়া পর্যন্ত আমরা সেখানে প্রবেশই করব না। তারা সেখান থেকে বের হয়ে গেলে আমরা প্রবেশ করব।'

যারা ভয় করেছিল, তাদের মধ্যে দুজন যাদের ওপর আল্লাহ অনুগ্রহ করেছিলেন, তারা বলল, 'তোমরা প্রবেশাদ্বারে তাদের যোকাবিলা করো। প্রবেশ করতে পারলেই তোমাদের জয় হবে। আর তোমরা বিশ্বাসী হয়ে আল্লাহর ওপরই নির্ভর করো।'

তারা বলল, 'হে মুসা ! তারা যতদিন সেখানে থাকবে ততদিন আমরা সেখানে প্রবেশ করবই না। সুতরাং তুমি ও তোমার প্রতিপালক যাও ও গিয়ে যুদ্ধ করো, আমরা এখানেই বসে থাকব।'

সে বলল, 'হে আমার প্রতিপালক ! আমার ও আমার ভাই ছাড়া অন্য কারও ওপর আমার কর্তৃত্ব নেই; সুতরাং তুমি আমাদের ও সত্যত্যাগী সম্প্রদায়ের মধ্যে ফয়সালা ক'রে দাও।'

আল্লাহ বললেন, 'তবে এ চল্লিশ বছর তাদের জন্য নিষিদ্ধ রইল, তারা পৃথিবীতে উদ্ভাস্তের মতো ঘুরে বেড়াবে। সুতরাং তুমি সত্যত্যাগী সম্প্রদায়ের জন্য দুঃখ কোরো না।' — ৫ সুরা মায়দা : ২০-২৬

বনি-ইসরাইলদের কাছ থেকে আমি অঙ্গীকার নিয়েছিলাম ও তাদের কাছে রসূল পাঠিয়েছিলাম। যখনই কোনো রসূল তাদের কাছে এমন কিছু নিয়ে আসে যা তাদের মনের মতো হয় না তখনই তারা কাউকে মিথ্যাবাদী বলে বা কাউকে হত্যা করে। আর তারা মনে করেছিল যে তাদের কোনো শাস্তি হবে না, ফলে তারা অক্ষ ও বধির হয়ে গিয়েছিল। তারপর আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করেছিলেন। তারপরও তাদের অনেকেই অক্ষ ও বধির রয়ে গিয়েছিল; আর তারা যা করে আল্লাহ তো তা দেখেন। — ৫ সুরা মায়দা : ৭০-৭১

বনি-ইসরাইলদের যারা অবিশ্঵াস করেছিল তারা দাউদ ও মরিয়মপুত্র ঈসা কর্তৃক অভিশপ্ত হয়েছিল; কারণ, তারা ছিল অবাধ্য ও সীমালজ্বনকারী। তাঁরা যেসব অন্যায় কাজ করত তা হতে তারা পরম্পরাকে নিষেধ করত না। তারা যা করত তা নিষ্কয় খুব খারাপ। তাদের অনেককে তুমি অবিশ্বাসীদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে দেখিবে। তাদের কাজকর্ম অত্যন্ত খারাপ, যার জন্য আল্লাহর রোগ তাদের ওপর। আর তারা তো শাস্তিভোগ করবে তিরিকাল। যদি তারা কেবল আল্লাহয়, নবিকে ও তার (মুহাম্মদের) ওপর যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে বিশ্বাস করত তা হলে তারা ওদেরকে (অবিশ্বাসীদেরকে) বন্ধুত্বাবে গ্রহণ করত না, কারণ তাদের অনেকেই সত্যত্যাগী। — ৫ সুরা মায়দা : ৭৮-৮১

মুহাম্মদ আল্লাহর রসূল : আব্স্তি করো তোমার প্রতিপালকের নামে যিনি সংষ্ঠি করেছেন, সংষ্ঠি করেছেন মানুষকে রক্তপিণ্ড থেকে। আব্স্তি করো, তোমার প্রতিপালক মহাহিমাবিত, যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন, শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানত না। বন্ধুত্ব মানুষ তো সীমালজ্বন ক'রেই থাকে, কারণ সে নিজেকে অভাবমুক্ত মনে করে। প্রত্যাবর্তন তো তোমার প্রতিপালকের কাছেই।

তুমি কি তাকে দেখেছ যে নিষেধ করে বাস্তকে (মানুষকে) যখন সে নামাজ আদায় করে? তুমি কি লক্ষ করেছ সে সংপথে আছে ও সংয়ী হতে বলে, না সে যিথ্যা আরোপ করে ও মুখ ফিরিয়ে নেয়? সে কি জানে না যে, আল্লাহ দেখেন?

না, সে যদি বিরত না হয় তবে আমি তার মাথার সামনের চুল ধরে তাকে টান দেব — যিথ্যাচারী জ্ঞানপাপীর চুল ধরে। অঙ্গের সে তার দোসরদেরকে ডাক দিক! আমিও তাকব জাহানামের প্রহরীদেরকে। ওর আচরণ ভালো নয়। তুমি ওকে অনুসরণ কোরো না। তুমি সিজদা করো, আর আমার কাছে এসো। — ৯৬ সুরা আলাক : ১-১৯

নুন! শপথ কলমের ও শপথ ওরা (ফেরেশতারা) যা লেখে তার! তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহে তুমি পাগল নও। তোমার জন্য অবশ্যই রয়েছে অশেষ পুরস্কার। তুমি অবশ্যই সুমহান চরিত্রের সর্বোচ্চ স্থানে রয়েছ। শীঘ্রই তুমি দেখবে, আর ওরাও দেখবে, তোমাদের মধ্যে কে পাগল। তোমার প্রতিপালক তো ভালোই জানেন তাঁর পথ হতে কে বিচুত এবং কে সংপথপ্রাপ্ত। সুতরাং তুমি যিথ্যাচারীদেরকে অনুসরণ কোরো না। ওরা চায় যে, তুমি নমনীয় হও, তা হলে ওরাও নমনীয় হবে।

আর তুমি অনুসরণ কোরো না তাকে যে কথায়—কথায় শপথ করে, যে অপদস্থ, যে পেছনে নিন্দা করে, যে একের কথা অপরের কাছে লাগায়, যে ভালো কাজে বাধা দেয়, যে অত্যচারী, পাপী, বদমেজাজী ও তার ওপর অজ্ঞাতকুলশীল। সে ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততিতে ধনী বলেই তার অনুসরণ কোরো না। তার কাছে আমার আয়ত আব্দ্বি করলে সে বলে, ‘এ তো সেকালের উপকথা মাত্র।’ আমি ওর নাকে দাগ দিয়ে দেব।

আমি ওদেরকে পরীক্ষা করব, যেভাবে পরীক্ষা করেছিলাম সেই বাগানের মালিকদেরকে, যখন ওরা শপথ করে বলেছিল যে ওরা সকালে বাগানের ফল পেড়ে আনবেই, কোনো বাস্তিক্রম না করে (ইনশাআল্লাহ্ না বলে)। তাই যখন ওরা ঘুমিয়েছিল তখন তোমার প্রতিপালকের কাছ থেকে এক বিপর্যয় সেই বাগানে হানা দিল; ফলে তা পুড়ে গিয়ে রাতের আধারের মতো কালো হয়ে গেলে। — ৬৮ সুরা কলম : ১-২০

সকালে ওরা একে অপরকে ডেকে বলল, ‘তোমরা যদি ফল তুলতে চাও তবে সকাল—সকাল বাগানে চলো।’ তারপর ওরা ফিসফিসিয়ে বলতে বলতে চলল, ‘আজ যেন তোমাদের কাছে কোনো মিস্কিন বাগানে ভিড়তে না পারে।’

ওরা তাদেরকে ঠেকাতে পারবে এই বিশ্বাসে সকালে বাগানের দিকে গেল। তারপর ওরা যখন বাগানের চেহারা দেখল ওরা বলল, ‘আমরা তো দিশা হারিয়েছি! না, আমরাই তো ঠেকে গেছি।’ ওদের মধ্যে সবচেয়ে ভালো লোকটা বলল, ‘আমি কি তোমাদের আল্লাহর পবিত্র মহিমা ঘোষণা করতে বলি নি?’

তখন ওরা বলল, ‘আমরা আমাদের প্রতিপালকের পবিত্র মহিমা ঘোষণা করছি, আমরা নিঃসন্দেহে সীমালঙ্ঘন করেছিলাম।’ তারপর ওরা পৰম্পরারের প্রতি দোষারোপ করতে লাগল। ওরা বলল, ‘হায়, দুর্ভোগ আমাদের! আমরা তো সীমালঙ্ঘন করেছিলাম। আমরা আশা করি, আমাদের প্রতিপালক এর পরিবর্তে আমাদের আরও ভালো বাগান দেবেন, আমরা আমাদের প্রতিপালকের দিকে মুখ ফেরালাম।’ শাস্তি এভাবেই আসে, আর পরকালের শাস্তি আরও কঠিন, যদি ওরা জানত! — ৬৮ সুরা কলম : ২১-৩৩

হে রসূল ! তুমি ওদেরকে জিজ্ঞাসা কর ওদের মধ্যে এ-দাবির প্রতিষ্ঠাতা কে ? ওদের কি কোনো দেবদেবী আছে ? থাকলে, যদি ওরা সত্যি কথা বলে ওরা ওদের দেবদেবীদের হাজির করুক।

সেই দারুণ সংকটের দিন যেদিনকে ওদেরকে সিজদা করার জন্য ডাকা হবে, (সেদিন) কিন্তু ওরা তা করতে পারবে না, অপমানে নিচের দিকে তাকিয়ে থাকবে, অথচ ওরা যখন নিরাপদ ছিল তখন তো ওদেরকে সিজদা করতে ডাকা হয়েছিল।

যারা এই বাণী প্রত্যাখ্যান করে তাদেরকে আমার হাতে ছেড়ে দাও, আমি ধীরে ধীরে ওদেরকে কোন দিকে নিয়ে যাব ওরা তা জানে না। আমি ওদের সময় দিয়ে থাকি। আমার কোশল অত্যন্ত শক্ত। তুমি কি ওদের কাছ থেকে পারিশুমির চাচ্ছ যে, ওরা একে এক দুর্বহ দণ্ড মনে করবে ? বা অদ্যের জ্ঞান কি তাদের আছে যে তারা তা নিখে রাখবে ? অতএব তুমি তোমার প্রতিপালকের নির্দেশের অপেক্ষায় ধৈর্য ধর। তুমি (ইউনুসের) ন্যায় অধৈর্য হয়ে না, সে প্রার্থনা করার সময় দৃষ্টিত্ব করত। — ৬৮ সুরা কলম : ৪০-৪৮

অবিশ্বাসীয়া যখন এই উপদেশবাণী শোনে তখন ওরা তোমার দিকে এমনভাবে তাকায় যেন ওরা তোমাকে আছড়ে মেরে ফেলবে, আর বলে, ‘এ তো এক পাগল !’ এতো বিশ্বজগতের জন্য এক উপদেশবাণী ছাড়া কিছুই নয় ! — ৬৮ সুরা কলম : ৫১-৫২

‘ওহে, তুমি তো নিজেকে চাদরে জড়িয়ে রেখেছ ! রাত্রে দাঁড়াও প্রার্থনার জন্য, রাত্রের কিছু অংশ বাদ দিয়ে, অর্ধেক অর্থবা তার কিছু কম বা বেশি। তুমি, কোরান আবৃত্তি কর ধীরে ধীরে, স্পষ্ট ও সুন্দরভাবে, আমি তোমার কাছে এক গুরুত্বপূর্ণ বাণী অবর্তীর্ণ করতে যাচ্ছি। রাত্রিতে উঠে উপাসনা, মনোনিবেশ ও হাদয়ংগম করার জন্য উপযুক্ত। দিনে নিশ্চয়ই তোমার জন্য কর্মব্যস্ততা রয়েছে।’ সুতরাং তুমি তোমার প্রতিপালকের নাম স্মরণ করো আর একনিষ্ঠভাবে তাঁর কাছে আত্মনিবেদন করো। তিনি উদয়াচল ও অস্তাচলের প্রতিপালক, তিনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, অতএব তুমি তাকেই কর্মবিধায়করূপে গ্রহণ কর। লোকে যা বলে তাতে তুমি ধৈর্য ধরো, আর সৌজন্য সহকারে ওদেরকে এড়িয়ে চল। বিলাসবস্তুর অধিকারী অবিশ্বাসীদেরকে আমার হাতে ছেড়ে দাও। — ৭৩ সুরা মুজাফিল : ১-১১

আমি তোমাদের কাছে পাঠিয়েছি এক রসূল তোমাদের সাক্ষীরপে যেমন রসূল পাঠিয়েছিলাম ফেরাউনের কাছে, কিন্তু ফেরাউন সেই রসূলকে অমান্য করেছিল, তার জন্য আমি তাকে কঠিন শাস্তি দিয়েছিলাম। — ৭৩ সুরা মুজাফিল : ১৫-১৬

তোমার প্রতিপালক তো জানেন তুমি কখনও রাত্রির প্রায় তিনের দুই ভাগ, কখনও অর্ধেক, আবার কখনও তিনের এক ভাগ জেগে থাক। আর তোমার সঙ্গীদের একটি দলও জেগে থাকে। আল্লাহই দিন ও রাত্রির সঠিক হিসাব রাখেন। তিনি জানেন যে, তোমরা এর সঠিক হিসাব রাখতে পারবে না। সেজন্য, আল্লাহ তোমাদের প্রতি ক্ষমাপরবশ। তাই কোরানের যতটুকু আবৃত্তি করা তোমাদের পক্ষে সহজ তোমরা ততটুকু আবৃত্তি করো। আল্লাহ তো জানেন তোমাদের মধ্যে কেউ-কেউ অসুস্থ হয় পড়বে, কেউ আল্লাহর অনুগ্রহের সক্ষমে সফরে যাবে, আর কেউ আল্লাহর পথে সংগ্রামে ব্যস্ত থাকবে ; কাজেই কোরান থেকে যতটুকু আবৃত্তি করা তোমাদের জন্য সহজ তোমরা ততটুকুই আবৃত্তি করো। তোমরা নামাজ কায়েম করো, জাকাত দাও আর আল্লাহকে দাও উন্নম ঝণ। তোমাদের আত্মার মঙ্গলের জন্য

তোমরা যা-কিছু ভালো আগে পাঠাবে, তোমরা তার চেয়ে আরও ভালো ও বড় পুরস্কার পাবে আল্লাহর কাছে। আর তোমরা ক্ষমা প্রার্থনা করো আল্লাহর কাছে। আল্লাহ তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। — ৭৩ সুরা মুজ্জামিল : ২০

ওহে, তুমি যে কিনা নিজেকে কাপড়ে ঢেকে রেখেছ। এঠো, সাবধানবাণী প্রচার করো ও তোমার প্রতিপালকের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করো। তোমার কাপড় পবিত্র করো। অপবিত্রতা থেকে দূরে থাকো। বেশি পাওয়ার আশায় অপরকে কিছু দেবে না। আর তুমি তোমার প্রতিপালকের জন্য ধৈর্য ধরো। — ৭৪ সুরা মুদ্দাসির : ১-৭

শপথ (সেই গৃহ-নক্ষত্রে) যারা লুকোচুরি খেলে, ছুটোচুটি করে আর অস্ত যায়! শপথ রাত্রির শেষের ও উষার নিশ্চাসের! সত্যই এ কথা এক সম্মানিত বার্তাবাহকের, যে শক্তিশালী আরশের অধিপতির নিকট মর্যাদাসম্পন্ন, যার আজ্ঞা সেখানে ঘান্য করা হয় এবং যে বিশ্বাসভাজন।

আর (হে মক্কাবাসী !) তোমাদের সঙ্গী তো পাগল নয়। সে তো ওকে (ফেরেশতাকে) স্বচ্ছ দিগন্তে দেখেছে। সে অদৃশ্য প্রকাশ করতে কার্পণ্য করে না। আর এতো অভিশপ্ত শয়তানের কথা নয়! সুতরাং তোমরা কোন পথে চলেছ? এ তো শুধু বিশ্বজগতের জন্য উপদেশ। তোমাদের মধ্যে যে সরল পথে চলতে চায় তার জন্য। বিশ্বজগতের প্রতিপালকের অনুমতি না হলে তোমাদের মতি হয় না। — ৮১ সুরা তাকভির : ১৫-২৯

তুমি তোমার মহান প্রতিপালকের নামের পবিত্র মহিমা ঘোষণা করো, যিনি সৃষ্টি করেন ও সুবিন্যস্ত করেন, যিনি বিকাশসাধনের জন্য নির্দিষ্ট মাত্রা অনুষ্ঠায়ী গঠন করেন, তারপর পথের হাইস দেন, আর যারা চরে যায় তাদের জন্য তৃণ উৎপন্ন করেন, পরে তাকে ধূসর আবর্জনায় পরিণত করেন।

আমি তোমাকে আবৃত্তি করাব যাতে তুমি ভুলে না যাও, আল্লাহ্ যা ইচ্ছা করেন তা ছড়া। নিশ্চয় তিনি জানেন যা প্রকাশ করা হয়েছে ও যা প্রকাশ করা হয় নি।

আর আমি তোমার পথ সহজতম করে দিয়েছি। সুতরাং তুমি উপদেশ দাও যদি সে উপদেশ কাজে লাগে। যে ভয় করে সে উপদেশ গ্রহণ করবে। যে নিতান্তই হতভাগ্য সে তা উপেক্ষা করবে। সে মহাআগুনে প্রবেশ করবে। তারপর সেখানে সে মরবেও না, বেঁচেও থাকবে না।

নিশ্চয় সাফল্য লাভ করবে সে যে পবিত্র আর যে তার প্রতিপালকের নাম স্মরণ করে ও নামাজ পড়ে। তবু তোমরা পার্থিব জীবনকে প্রাধান্য দাও, যদিও পরবর্তী জীবন আরও ভালো ও স্থায়ী। এ তো (লেখা আছে) আছে পূর্বের গ্রন্থে, ইরাহিম ও মুসার গ্রন্থে। — ৮৭ সুরা আলালা : ১-১৯

শপথ দিনের প্রথম প্রহরের! শপথ রাত্রির যখন তা আচ্ছন্ন করে! তোমার প্রতিপালক তোমাকে ছেড়ে যান নি ও তোমার ওপর তিনি অস্বৃষ্টি ও নন। তোমার জন্য পরকাল ইহকালের চেয়ে ভালো। তোমার প্রতিপালক তো তোমাকে অনুগ্রহ করবেনই, আর তুমি ও সতুর্ষ হবে।

তিনি কি তোমাকে পিতৃহীন অবস্থায় পান নি, আর তোমাকে আশ্রয় দেন নি?

তিনি কি তোমাকে ভুল পথে পেয়ে পথের হদিস দেন নি ?

তিনি তোমাকে কি অভাবী দেখে অভাবমুক্ত করেন নি ?

সুতরাং তুমি পিতৃহীনদের ওপর কঠোর হয়ো না, আর যে সাহায্য চায় তাকে ভৎসনা কোরো না, আর তুমি তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহের কথা বর্ণনা করো। — ১৩ সুরা দোহা : ১-১১

আমি কি তোমার বুক উন্মুক্ত করি নি ?

আমি হালকা করেছি তোমার ভাব যা ছিল তোমার জন্য খুব কষ্টকর, আর আমি তোমার স্মরণকে উচ্চর্ম্যাদা দান করেছি। — ১৪ সুরা ইনশিরাহ : ১-৪

আমি তোমাকে ক/টসার [ইহকাল ও পরকালের কল্যাণ] দান করেছি। সুতরাং তুমি তোমার প্রতিপালকের জন্য নামাজ পড় ও কোরবানি দাও। যে তোমার দুশ্মন সে-ই তো নির্বল্প। — ১০৮ সুরা কাওসার : ১-৩

তুমি কি দেখেছে তাকে যে বিচার (দিবস)-কে অঙ্গীকার করে, যে এতিমকে ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দেয় ও অভাবগুণকে অন্ধানে উৎসাহিত করে না ? — ১০৭ সুরা মাউন : ১-৩

বলো, ‘হে অবিশ্বাসীরা ! আমি তার উপাসনা করি না যার উপাসনা তোমরা কর, আর তোমরাও তাঁর উপাসনাকারী নও যাঁর উপাসনা আমি করি !’ আর আমি উপাসনাকারী হব না তার যার উপাসনা তোমরা করে আসছ ; আর তোমরাও উপাসনাকারী হবে না তাঁর যাঁর উপাসনা আমি করি। তোমাদের ধর্ম তোমাদের, আমার ধর্ম আমার।’ — ১০৯ সুরা কাফিরুন : ১-৬

শপথ অস্ত্রিমিত নক্ষত্রের, তোমাদের সঙ্গী বিভ্রান্ত নয়, পথব্রহ্মে নয়, আর সে নিজের ইচ্ছামতো কেনো কপা বলে না। এ প্রত্যাদেশ, যা (তার ওপর) অবর্তীর্ণ হয়। তাকে শিক্ষা দেয় এক মহাশক্তিধর। বুদ্ধিধর (জিবরাইল) আবির্ভূত হল, উর্দ্ধ দিগন্তে। তারপর সে তার কাছে এল, খুব কাছে ; যার ফলে তাদের দুজনের মধ্যে দুই ধনুকের ব্যবধান রাইল। তখন তিনি তার দাসের প্রতি যা প্রত্যাদেশ করার সেই প্রত্যাদেশ করলেন। সে যা দেখেছিল তার হান্দয় তা অঙ্গীকার করে নি। সে যা দেখেছিল তোমরা কি সে-সম্বন্ধে তর্ক করবে ? নিশ্চয়ই সে তাকে আরেকবার দেখেছিল শেষ সীমান্তে অবস্থিত সিদরা গাছের নিকট, যার কাছেই ছিল ভাঙ্গাতুল মাওয়া [আশুয়া-উদ্যান]। তখন সিদরা গাছটা ছেয়েছিল যা দিয়ে ছেয়ে থাকে। তার দৃষ্টিবিভ্রম হয় নি বা দৃষ্টি লক্ষ্যচ্যুতও হয় নি। সে তার মহান প্রতিপালকের নির্দর্শনগুলো নিশ্চয় দেখেছিল। — ৫৩ সুরা নজ্ম : ১-১৮

তা হলে তুমি তোমার প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহ সম্পর্কে সন্দেহ করবে ? অতীতের সতর্ককারীর মতো এ-ও এক সতর্ককারী। — ৫৩ সুরা নজ্ম : ৫৫-৫৬

সে (মুহাম্মদ) খু কুঁচকে মুখ ফিরিয়ে নিলে, কারণ তার কাছে এক অক্ষ এসেছিল। তুমি ওর সম্বন্ধে কী জান ? সে হয়ত পরিশুন্দ হতো বা উপদেশ নিত ও উপদেশ থেকে উপকার পেত ?

যে নিজেকে বড় ভাবে বরং তার প্রতি তোমার মনোযোগ ! যদি সে নিজেকে পরিশুন্দ না করে, তবে তাতে তোমার কোনো দোষ হতো না। অথচ যে কিনা তোমার কাছে ছুটে এল,

আর এল ভয়ে-ভয়ে, তাকে তুমি অবজ্ঞা করলে ? কক্ষনো (তুমি এমন করবে) না, এ এক উপদেশ বাণী, যার ইচ্ছা এ গৃহণ করবে। এ আছে মহান উচ্চমর্যাদাশীল, পবিত্র কিতাবে (যা) এমন লিপিকারের হাতে (লেখা) যে সম্মানিত ও পুত্তচরিত। — ৮০ সুরা আবাসা : ১-১৬

এ (প্রত্যাদেশ) তাড়াতাড়ি (আয়ত) করার জন্য তুমি এর সঙ্গে তোমার জিব নেড়ে না। এ সংরক্ষণ ও আবস্তি করানোর (ভার) আমারই। সুতরাং যখন আমি পড়ি তুমি সেই পাঠের অনুসরণ করো। তারপর এর বিশদ ব্যাখ্যার (দায়িত্ব) আমারই। — ৭৫ সুরা কিয়ামা : ১৬-১৯

কাফ ! সম্মানিত কোরানের শপথ ! কিন্তু অবিশ্বাসীরা ওদের মধ্য থেকে একজন সতর্ককারীকে আবির্ভূত হতে দেখে অবাক হয় ও বলে, ‘এ তো এক আজ্জব ব্যাপার !’ — ৫০ সুরা কাফ : ১-২

অতএব ওরা যা বলে তাতে তুমি ধৈর্য ধরো এবং তোমার প্রতিপালকের পবিত্র মহিমা প্রশংসাভরে ঘোষণা করো সুর্যোদয় ও সূর্যাস্তের পূর্বে, তাঁর পবিত্র মহিমা ঘোষণা করো রাত্রির একাংশে ও সিজদার পরেও। — ৫০ সুরা কাফ : ৩৯-৪০

ওরা যা বলে আমি তা ভালোভাবেই জানি। তোমাকে ওদের ওপর জবরদস্তি করার জন্য পাঠানো হয় নি। সুতরাং যে আমার শাস্তিকে ভয় করে তাকে কোরানের সাহায্যে উপদেশ দাও। — ৫০ সুরা কাফ : ৪৫

আর শপথ আকাশের যা বৃষ্টিকে ধারণ করে ! আর শপথ পৃথিবীর যা বিদীর্ঘ হয় ! এ (কোরান) তো (সত্য ও মিথ্যার) মীমাংসা, আর এ প্রহসন নয়। — ৮৬ সুরা তারিক : ১১-১৪

কিয়ামত আসন্ন, আর চন্দ্র বিদীর্ঘ হয়েছে ! ওরা কোনো নির্দেশন দেখলে মুখ ফিরিয়ে নেয় আর বলে, ‘এ তো চিরাচারিত যাদু !’ ওরা অবিশ্বাস করে ও নিজ খেয়ালখুশির অনুসরণ করে। প্রত্যেক ঘটনার গতি তার নির্ধারিত পরিণতির দিকে। ওদের কাছে খবর এসেছে যাতে আছে সাবধানবাণী। এ পরিপূর্ণ জ্ঞান, তবে এ-সতর্কবাণী তাদের কোনো উপকারে আসে না। অতএব তুমি ওদেরকে উপেক্ষা করো। — ৫৪ সুরা কমর : ১-৬

সাদ ! উপদেশপূর্ণ কোরানের শপথ ! কিন্তু অবিশ্বাসীরা ঔদ্ধত্যে ও বিরোধিতায় ডুবে আছে। তাদের পূর্বে আমি কত জনপদ ধ্রংস করেছি। তখন তারা চিংকার করে ডেকেছিল, কিন্তু তাদের বাঁচার কোনো উপায় ছিল না। ওদের কাছে ওদের মধ্য থেকেই একজন সতর্ককারী এসেছে। এতে ওরা আশ্চর্য হচ্ছে আর অবিশ্বাসীরা বলছে, ‘এ তো এক জানুকুর, মিথ্যাবাদী ! সে কি সব উপাস্যের পরিবর্তে এক উপাস্য তৈরি করেছে ! এ তো এক আজ্জব ব্যাপার !’

ওদের প্রধানেরা এই বলে সরে পড়ে, ‘তোমরা চলে যাও আর তোমাদের দেবতাদের পূজায় তোমরা অবিচলিত থাক। এ নিশ্চয় অন্য কোনো উদ্দেশ্যে বলা হচ্ছে। আমরা তো আগের কালের লোকের কাছে এমন কথা শুনি নি। এ তো এক মনগড়া কথা। আমরা এত লোক থাকতে, ওর ওপর উপদেশবাণী (কোরান) অবরৌণ হল ?’ ওরা আসলে আমার উপদেশবাণীকে সন্দেহ করে, ওরা তো আমার শাস্তির স্বাদ পায় নি। ওদের কাছে কি তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহের ভাঙ্গার রয়েছে, যিনি পরাক্রমশালী মহাদাতা ?

ওদের কি সার্বভৌমত্ব রয়েছে, আকাশ ও পৃথিবী আর তাদের মধ্যে যা—কিছু আছে তার ওপর? যদি থাকে ওরা আকাশে আরোহণের ব্যবস্থা করুক! বহু বাহিনীর মতো এ—বাহিনীও এখানে অবশ্যই পরাজয় বরণ করবে। — ৩৮ সুরা সাদ : ১-১

ওরা এক মহাগর্জনের অপেক্ষা করছে, যাতে দম ফেলার ফুরসত থাকবে না। ওরা বলে, ‘হে আমাদের প্রতিপালক! বিচারদিনের পূর্বেই আমাদের পাওনা মিটিয়ে দাও—না!’

ওরা যা বলে তাতে তুমি ধৈর্য ধর! আর স্মরণ কর আমার শক্তিমান দাস দাউদের কথা। সে সব সময় আমার ওপর নির্ভর করত। — ৩৮ সুরা সাদ : ১৫-১৭

আমি এ—কল্যাণকর কিতাব তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছি যাতে মানুষ এর আয়তগুলো বোঝার চেষ্টা করে, আর বোধশক্তিসম্পন্নরা (এ থেকে) উপদেশ গ্রহণ করে। — ৩৮ সুরা সাদ : ২৯

বলো, ‘আমি তো একজন সতর্ককারী মাত্র, আর মহাপ্রতাপশালী, এক আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। যিনি আকাশ ও পৃথিবী এবং উভয়ের মধ্যকার সব কিছুর প্রতিপালক, যিনি পরাক্রমশালী, মহাক্ষমশালী।’

বলো, ‘এ এক মহাস্বর্দাদ যার থেকে তোমরা মুখ ফিরিয়ে নিছ। উর্ধ্বলোকের বাদানুবাদ সম্পর্কে আমার কোনো জ্ঞান নেই। আমার কাছে শুধু এই প্রত্যাদেশ এসেছে যে আমি একজন স্পষ্ট সতর্ককারী।’ ৩৮ সুরা সাদ : ৬৫-৭০

বলো, ‘আমি (উপদেশের জন্য) তোমাদের কাছে কোনো প্রতিদান চাই না, আর যার যিথ্যা দাবি করে আমি তো তাদের মধ্যে নেই। এ তো বিশ্বজগতের জন্য উপদেশ মাত্র। এ খবরের সত্যতা তো তোমরা কিছুকাল পরে জানতেই পারবে।’ — ৩৮ সুরা সাদ : ৮৬-৮৮

আলিফ—লাম—মিম—সাদ। তোমার কাছে কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে যাতে তুমি এ দিয়ে সতর্ক কর, আর বিশ্বাসীদের জন্য এ তো উপদেশ। তারপর তোমার মনে যেন এ—সম্পর্কে কোনো দ্বিধা না থাকে। — ৭ সুরা আরাফ : ১-২

বলো, ‘আমার প্রতিপালক নিষিদ্ধ করেছেন প্রকাশ্য ও গোপন অশীলতাকে, আর পাপাচার ও অসংগত বিরোধিতাকে, আর কোনো কিছুকে আল্লাহর শরিক করা যার কোনো দলিল তিনি পাঠান নি, আর আল্লাহর সম্বন্ধে এমন কিছু বলা যে—স্মরণে তোমাদের কোনো জ্ঞান নেই।’ — ৭ সুরা আরাফ : ৩৩

এই জনপদের কিছু বৃত্তান্ত আমি তোমার কাছে বয়ান করছি। তাদের রসূলরা তো তাদের কাছে স্পষ্ট প্রামাণ নিয়ে এসেছিল, কিন্তু তারা তা পূর্বেই প্রত্যাখ্যান করেছিল বলে তারা আর বিশ্বাস করতে পারল না। এভাবে আল্লাহ অবিশ্বাসীদের হাদয়ে মোহর করে দেন। — ৭ সুরা আরাফ : ১০১

... তিনি বললেন, আমার শাস্তি যাকে ইচ্ছা দিয়ে থাকি। আর আমার অনুগ্রহ সে তো প্রত্যেক জিনিসে ছড়িয়ে আছে। তাই আমি তাদের জন্য তা লিখে দিই যারা সংযম পালন করে, জাকাত দেয় ও আমার নির্দেশনগুলোয় বিশ্বাস করে — যারা বার্তাবাহক নিরক্ষর রসূলের অনুসরণ করে, যার উল্লেখ তাদের জন্য তওরাত ও ইঞ্জিলে লেখা আছে, যে তাদেরকে ভালো কাজের নির্দেশ দেয় ও খারাপ কাজ নিষেধ করে, যে তাদের জন্যে পবিত্র বস্তু হলাল

করে ও অপবিত্র বস্তু হারাম করে আর যে তাদের ওপরের ভার ও বন্ধন থেকে তাদেরকে মুক্তি দেয়। সুতরাং যারা তার ওপর বিশ্বাস করে, তাকে সম্মান করে, তাকে সাহায্য করে, আর যে—আলো তার সাথে নেমে এসেছে তার অনুসরণ করে তারাই সফলতা লাভ করবে।’

বলো, ‘হে মানবসমাজ ! আমি তোমাদের সকলের জন্য আল্লাহর রসূল। আকাশ ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব যাঁর তিনি ছাড়া অন্য কোনো উপাস্য নেই। তিনিই বাঁচান, তিনিই মারেন। সুতরাং আল্লাহর ওপর ও তাঁর বার্তাবাহক নিরক্ষর রসূলের ওপর বিশ্বাস করো। যে আল্লাহ ও তাঁর বাণীতে বিশ্বাস করে তাকে অনুসরণ করো, যাতে তোমরা পথ পাও।’ — ৭ সুরা আ'রাফ : ১৫৬-১৫৮

তারা কি ভোবে দেখে না, তাদের সঙ্গীটি পাগল নয় ; সে তো এক স্পষ্ট সতর্ককারী। তারা কি লক্ষ করে না আকাশ ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্বের, আর তিনি আর যা—কিছু সৃষ্টি করেছেন তার প্রতি ? আর এর প্রতিও যে, তাদের সময় হয়ত শেষ হয়ে আসছে ? এর পর কোন কথায় তারা বিশ্বাস করবে ? আল্লাহ যাদেরকে পথ দেখান না তাদের কেউ পথ দেখাবার নেই, আর তিনি তাদেরকে বেয়াড়া পাগলের মত ঘুরে বেড়াতে দেন।

তারা তোমাকে জিজ্ঞাসা করে, ‘সেই সময় (কিয়ামত) কখন আসবে ?’

বলো, ‘এ—সম্বন্ধে কেবল আমার প্রতিপালকই জানেন। কেবল তিনিই যথাসময়ে তা প্রকাশ করবেন। সে হবে আকাশ ও পৃথিবীতে এক ভয়ঙ্কর ঘটনা ; হঠাতে তা এসে পড়বে তোমাদের ওপর।’

তুমি এ—বিষয়ে ভালোভাবে জান এই ভোবে তারা তোমাকে প্রশ্ন করে।

বলো, ‘এ—সম্বন্ধে আমার প্রতিপালক জানেন।’ কিন্তু বেশির ভাগ লোক তা জানে না।

বলো, ‘আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া আমার নিজের ভালো মন্দের ওপরও আমার কোনো অধিকার নেই। আমি যদি অদ্যশ্যের খবর জানতাম তবে তো আমার অনেক ভালো হতো আর কোনো কিছু মন্দ আমাকে স্পর্শ করত না, বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য আমি তো একজন সতর্ককারী ও সুসংবোদ্ধদাতা।’ — ৭ সুরা আ'রাফ : ১৮৪-১৮৮

তুমি যদি তাদেরকে সংপথে ডাকো তবে তারা শুনবে না। আর তুমি দেখতে পাবে যে তারা তোমার দিকে তাকিয়ে আছে, কিন্তু তারা দেখে না। তুমি ক্ষমার অভ্যাস করো, সংক্রান্তের নির্দেশ দাও আর মূর্খদেরকে উপেক্ষা কর। আর যদি শয়তানের কুমুদ্রণ তোমাকে প্রয়োচিত করে তবে আল্লাহর শরণ নেবে, নিশ্চয় তিনি সব শোনেন, সব জানেন। — ৭ সুরা আ'রাফ : ১৯৮-২০০

আর তুমি যখন তাদের কাছে কোনো আয়াত উপস্থিত কর না, তখন তারা বলে, ‘তুমি নিজেই একটা—কিছু উত্তাবন কর না কেন ?’

বলো, ‘আমার প্রতিপালকের কাছ থেকে আমি যে—বিষয়ে প্রত্যাদেশ পাই আমি তো শুধু তা—ই অনুসরণ করি। বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য তোমাদের প্রতিপালকের কাছ থেকে এ এক নির্দেশন, পথনির্দেশ ও দয়া।’ — ৭ সুরা আ'রাফ : ২০৩

বলো, ‘আমি প্রত্যাদেশের মাধ্যমে জ্ঞেনেছি যে জিনদের একটা দল (কোরান) শুনেছে ও তাদের সম্প্রদায়ের কাছে গিয়ে বলেছে, ‘আমরা তো এক বিস্ময়কর কোরান শুনেছি যা সঠিক

পথনির্দেশ দেয়। তাই আমরা এতে বিশ্বাস করেছি। আমরা কখনও আমাদের প্রতিপালকের কোনো শরিক করব না ...। — ৭২ সুরা জিন : ১-২

আর সিজদার স্থান তো আল্লাহর জন্য। সুতৰাং আল্লাহর সঙ্গে তোমরা অন্য কাউকে ডেকে না। যখন আল্লাহর দাস (মুহাম্মদ) তাঁকে ডাকার জন্য দাঁড়ায় তখন তারা (নিজেরা) তার চারদিকে ভিড় জমায়।

বলো, ‘আমি আমার প্রতিপালককেই ডাকি আর তাঁর সঙ্গে কাউকে শরিক করি না।’

বলো, ‘আমি তোমাদের ভালোমন্দের মালিক নই।’ বলো, ‘আল্লাহর শাস্তি থেকে আমাকে কেউই রক্ষা করতে পারবে না, আর তাঁকে ছাড়া আমার কোন আশ্রয়ও নেই। কেবল আল্লাহর বাণী পৌছে দিয়ে আর তাঁর অদেশ প্রচার করেই আমি রক্ষা পাব।’ যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে অমান্য করে তাদের জন্যে রয়েছে জাহানামের আগুন, সেখানে তারা থাকবে চিরকাল। — ৭২ সুরা জিন : ১৮-২৩

বলো, ‘আমি জানি না ম্যে-বিষয়ে তোমাদের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে তা কি আসন্ন, না আমার প্রতিপালক এর জন্য কোনো দীর্ঘ মেয়াদ স্থির করেছেন।’

তিনিই অদ্যশ্যের পরিভ্রান্তা ; আর তাঁর অদ্যশ্যের জ্ঞান কাবও কাছে তিনি প্রকাশ করেন না তাঁর মনোনীত রসূল ছাড়া ; আর তখন তিনি রসূলের সামনে ও পেছনে প্রহরী রাখেন যাতে তিনি জানতে পারেন, রসূলগন তাদের প্রতিপালকের বাণী পৌছে দিয়েছে কিনা। তাদের সবকিছুকে তিনি ঘিরে রাখেন এবং প্রত্যেক জিনিসের হিসাব রাখেন। — ৭২ সুরা জিন : ২৫-২৮

ইয়াসিন : জ্ঞানময় কোরানের শপথ ! তুমি অবশ্যই প্রেরিতদের মধ্যে একজন। তুমি সরল পথে প্রতিষ্ঠিত। এ পরাক্রমশালী পরম দয়াময়ের নিকট হতে অবর্তীর্ণ, যেন তুমি সতর্ক করতে পার এমন এক জাতিকে যাদের পিতৃপুরুষদেরকে সতর্ক করা হয় নি, যার জন্যে ওরা অনবধান। ওদের অধিকাংশের জন্যই শাস্তি অবধারিত, তাই ওরা বিশ্বাস করবে না। আমি ওদের গলদেশে চিবুক পর্যন্ত বেড়ি পরিয়েছি, তাও ওরা উৎর্ধৰ্মুয়ী হয়ে আছে।

আমি ওদের সামনে ও পেছনে প্রাচীর খাড়া করেছি ও তাদেরকে ঢেকে দিয়েছি, তাই ওরা দেখতে পায় না। তুমি ওদেরকে সতর্ক কর বা না কর, ওদের পক্ষে দুই-ই সমান ওরা বিশ্বাস করবে না। তুমি কেবল সতর্ক করতে পার তাদেরকে যারা উপদেশ মেনে চলে আর করণাময়কে না দেখে ভয় করে। অতএব তুমি তাদেরকে সুখবর দাও ক্ষমা ও যথাপুরস্কারের। — ৩৬ সুরা ইয়াসিন : ১-১১

আমি রসূলকে কাব্য রচনা করতে শেখাইনি, এ তার পক্ষে শোভনীয়ও নয়। — ৩৬ সুরা ইয়াসিন : ৬৯

কত মহান তিনি যিনি তাঁর দাসের ওপর ফুরুকান [ন্যায়-অন্যায়ের মীমাংসা] অবর্তীর্ণ করেছেন যাতে সে বিশ্বজগতের জন্য সতর্ককারী হতে পারে। — ২৫ সুরা ফুরুকান : ১

অবিশ্বাসীরা বলে এ মিথ্যা ছাড়া কিছুই নয়। সে (মুহাম্মদ) এ বানিয়েছে ও অন্য সম্প্রদায়ের লোক তাকে এ-ব্যাপারে সাহায্য করেছে।

ওরা তো সীমালভ্যন করে এবং ওরা মিথ্যা বলে। ওরা বলে, ‘এগুলো তো সেকালের উপকথা যা সে লিখিয়ে নিয়েছে। এগুলো সকাল-সঙ্ক্ষয় তার কাছে পাঠ করা হয়।’

বলো, ‘এ তিনিই অবতীর্ণ করেছেন যিনি আকাশ ও পৃথিবীর সব রহস্য জানেন। তিনি তো ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।’

ওরা বলে, ‘এ কেমন রসূল যে খাবার খায় ও হাটে-বাজারে চলাফেরা করে! তার কাছে কেন ফেরেশ্তা পাঠানো হয় না যে তার সঙ্গে খাকবে ও ভয় দেখাবে, বা তাকে ধনভাণ্ডার দেওয়া হয় না কেন, বা তার একটা বাগানও নেই কেন যেখান থেকে সে তার খাবার যোগাড় করতে পারবে?’ সীমালভ্যনকারীরা আরো বলে ‘তোমরা তো এক যাদুগ্রন্থ লোকের অনুসরণ করছ?’

দেখো, কীরকম যুক্তি ওরা তোমার সামনে পেশ করছে! ওরা পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং ওরা কেনো পথ পাবে না। কত মহান তিনি যিনি ইচ্ছা করলে তোমাকে এর চেয়ে অনেক ভালো জিনিস দিতে পারেন, একাদিক বাগবাণিগা, যার নিচে নদীনালা প্রবাহিত, আরও দিতে পারেন এক বিরাট প্রাসাদ!’ — ২৫ সুরা ফুরুকানঃ ৪-১০

তোমার পূর্বে আমি যে সব রসূল পাঠিয়েছি, তারা সকলেই তো খাওয়াদাওয়া করত হাটে-বাজারে চলাফেরা করত। (হে মানুষ!) আমি তো তোমাদের মধ্যে এককে অপরের জন্য পরীক্ষাস্বরূপ করেছি। তোমরা কি ধৈর্য ধরবে? তোমার প্রতিপালক তো সবই দেখেন। — ২৫ সুরা ফুরুকানঃ ২০

আর রসূল বলল, ‘হে আমার প্রতিপালক! আমার সম্প্রদায় তো এ-কোরানকে পরিত্যাজ্য মনে করে।’

(আল্লাহ বললেন) ‘এভাবেই আমি দুর্কৃতিকারীদেরকে প্রত্যেক নবির শত্রু করেছিলাম। পথপ্রদর্শক ও সাহায্যকারী হিসাবে তোমার প্রতিপালকই তোমার জন্য যথেষ্ট।’

অবিশ্বাসীরা বলে, ‘সমগ্র কোরান তার কাছে এক সাথে অবতীর্ণ করা হল না কেন?’

এ আমি তোমার কাছে এইভাবে অবতীর্ণ করেছি, আর আবশ্যিক করেছি যেমে যেমে যাতে তোমার হৃদয় মজুবুত হয়। ওরা তোমার কাছে কেনো সমস্যা নিয়ে এলে আমি তোমাকে তার সঠিক উত্তর ও সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়ে থাকি। — ২৫ সুরা ফুরুকানঃ ৩০-৩৩

ওরা যখন তোমাকে দেখে তখন তোমাকে নিয়ে উপহাস করে — ‘এ-ই কি সে যাকে আল্লাহ রসূল করে পাঠিয়েছেন! সে আমাদের দেবতাদের কাছ থেকে দূরে সরিয়েই দিত, যদি-না তাদের প্রতি আমাদের আনন্দগত্য দৃঢ় হতো।’ যখন ওরা শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে তখন ওরা বুঝবে কে সবচেয়ে পথভ্রষ্ট! তুমি কি দেখ না তাকে যে তার নিজের কামনা-বাসনার উপাসনা করে? তুমি কি তার জন্য ওকালতি করবে? তুমি কি মনে কর ওদের বেশির ভাগ শোনে বা বোঝে? ওরা তো পশুর মতো এবং তাদের চেয়েও পথভ্রষ্ট। — ২৫ সুরা ফুরুকানঃ ৪১-৪৪

আমি ইচ্ছা করলে প্রতিটি জনপদে একজন সতর্ককারী পাঠাতে পারতাম। অতএব তুমি অবিশ্বাসীদের অনুসরণ কোরো না এবং তুমি কোরানের সাহায্যে ওদের সঙ্গে কঠোর সংগ্রাম চালিয়ে যাও। — ২৫ সুরা ফুরুকানঃ ৫১-৫২

আমি তো তোমাকে কেবল সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরাপেই পাঠিয়েছি। বলো, ‘আমি এর জন্যে তোমাদের কাছ থেকে কোনো প্রতিদান চাই না, কেবল এ-ই চাই যেন প্রত্যেকে নিজের ইচ্ছায় তার প্রতিপালকের পথ অবলম্বন করে।’ তুমি তাঁর ওপর নির্ভর কর যিনি চিরগ্নীব, যিনি মৃত্যুহীন; আর তুমি তাঁর পবিত্র মহিমা ঘোষণা কর। তিনি তাঁর দাসদের পাপ সম্বন্ধে ভালো করেই জানেন। — ২৫ সুরা ফুরুকানঃ ৫৬-৫৮

বলো, ‘তোমরা আমার প্রতিপালককে না ডাকলে তাঁর কিছু আসে যায় না। তোমরা ধর্মকে অঙ্গীকার করেছ; সুতরাং সত্ত্বর যা অনিবার্য তাই আসবে।’ — ২৫ সুরা ফুরুকানঃ ৭৭

এরা যদি তোমাকে মিথ্যাবাদী বলে তবে তোমার পূর্ববর্তী রসূলদেরকেও এরা মিথ্যাবাদী বলেছিল। আল্লাহর কাছে সব কিছু ফিরিয়ে আনা হবে। — ৩৫ সুরা ফাতিরঃ ৪

কাউকে যদি তার মন্দ কাজ শোভন করে দেখানো হয় ও সে যদি তা উত্তম মনে করে সে কি তার সমান (যে ভালো কাজ করে) ? আল্লাহ যাকে বিভ্রান্ত করেন ও যাকে ইচ্ছা সংপথে পরিচালিত করেন। তাই তুমি ওদের জন্য আক্ষেপ করে নিজেকে শেষ কোরো না। ওরা যা করে আল্লাহ নিশ্চয়ই তা জানেন। — ৩৫ সুরা ফাতিরঃ ৮

কেউ কারও ভার বহুবে না ; কারও পাপের বোঝা ভারি হলে সে যদি অন্যকে বইতে ডাকে তবে কেউ তা বহুবে না, নিকটআত্মীয় হলেও না।

তুমি কেবল তাদেরকে সতর্ক করতে পার যারা তাদের প্রতিপালককে না দেখেও ভয় করে ও নামাজ পড়ে। যে-কেউ নিজেকে পবিত্র করে, সে তা করে নিজেরই ভালোর জন্য। প্রত্যাবর্তন আল্লাহরই কাছে।

সমান নয় অঙ্গ ও চক্ষুজ্ঞান, অঙ্কুশাগ্র ও আলো, ছায়া ও রৌদ্র, আর সমান নয় জীবিত ও মৃত। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা শোনাতে পারেন। যারা কবরে রয়েছে তাদেরকে তো তুমি শোনাতে পারবে না। তুমি তো একজন সতর্ককারী মাত্র। আমি তোমাকে সত্যসহ সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরাপে পাঠিয়েছি। এমন কোনো সম্প্রদায় নেই যার কাছে আমি সতর্ককারী পাঠাই নি। এরা যদি তোমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করে তবে এদের পূর্বে যে সব রসূল স্পষ্ট নির্দশন জ্বর [অবতীর্ণ কিতাব] ও দীপ্তিময় কিতাব নিয়ে এসেছিল তাদের প্রতিও তো তারা মিথ্যা আরোপ করেছিল। তারপর আমি অবিশ্বাসীদের পাকড়াও করেছিলাম। আর কিতাবে তারা পরিত্যক্ত হয়েছিল। — ৩৫ সুরা ফাতিরঃ ১৮-২৬

তারা আল্লাহর নামে কড়া শপথ করে বলত, তাদের কাছে কোনো সতর্ককারী যদি আসত তবে তারা অন্য সকল সম্প্রদায়ের চেয়ে অনেকে বেশি আনুগত্যের সঙ্গে সংপথ অনুসরণ করত। কিন্তু তাদের নিকট যখন সতর্ককারী এল তখন তাকে ছেড়ে পালিয়ে যাওয়াই তাদের কাছে বড় হল। তারা পৃথিবীতে উদ্ভৃত ও কৃট ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল। যারা ষড়যন্ত্র করে, ষড়যন্ত্র তাদেরকেই ঘিরে ফেলে। এদের পূর্ববর্তীদের যা ঘটেছিল এরা কি তারই অপেক্ষা করছে? কিন্তু তুমি আল্লাহর বিধানের কোনো পরিবর্তন পাবে না এবং তুমি আল্লাহর বিধানের কোনো ব্যতিক্রমও দেখবে না। — ৩৫ সুরা ফাতিরঃ ৪২-৪৩

তুমি কি লক্ষ কর না যে, আমি অবিশ্বাসীদের কাছে তাদের মন্দ কাজে বিশেষভাবে উৎসাহ দেওয়ার জন্য শয়তান পাঠিয়েছি। সুতরাং তুমি তাদের ব্যাপারে তাড়াতাড়ি কোরো না,

আমি তো ওদের নির্ধারিত কাল গণনা করছি, যেদিন সাবধানিদেরকে করণাময়ের কাছে সম্মানিত অভিথি হিসাবে সমবেত করব ও অপরাধীদেরকে তাড়িয়ে নিয়ে যাব ত্বক্ষার্ত অবস্থায় জাহানামের দিকে। — ১৯ সুরা মরিয়ম : ৮৩-৮৪

আমি তোমার ভায়ায় এ (কোরান) সহজ করে দিয়েছি যাতে তুমি তার দ্বারা সাবধানিদেরকে সুসংবাদ দিতে পার ও তক্ষিয় সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পার। — ১৯ সুরা মরিয়ম : ৯৭

তা-হা। তোমাকে কষ্ট দেওয়ার জন্য আমি তোমার ওপর কোরান অবতীর্ণ করিনি। এ কেবল তাদের উপদেশের জন্য যারা ভয় করে ...। — ২০ সুরা তা-হা : ১-৩

পূর্বে যা ঘটেছে তার সংবাদ তোমাকে আমি এভাবে বয়ান করি। আর আমি আমার কাছ থেকে তোমাকে উপদেশ (কোরান) দান করেছি। — ২০ সুরা তা-হা : ৯৯

ওপরে আল্লাহ মালিক সত্য। তোমার ওপর আল্লাহর প্রত্যাদেশ সম্পূর্ণ ইওয়ার পূর্বে কোরান পড়তে তুমি তাড়াতড়ি কোরো না আর বলো, ‘হে আমার প্রতিপালক ! আমার জ্ঞান বাড়িয়ে দাও।’ — ২০ সুরা তা-হা : ১১৪

তোমার প্রতিপালকের পূর্ব ঘোষণা না থাকলে ও কাল নির্ধারিত না থাকলে শাস্তি তো এসেই যেত। সুতরাং ওরা যা বলে সে-বিষয়ে তুমি ধৈর্য ধর আর সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের পূর্বে তোমার প্রতিপালকের পরিত্র মহিমা ঘোষণা করো, আর পরিত্র মহিমা ঘোষণা করো রাত্রে ও দিনে যাতে তুমি সন্তুষ্ট হতে পার।

আমি অবিশ্বাসীদের কাউকে-কাউকে তাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য হিসাবে ভোগবিলাসের যে উপকরণ দিয়েছি তার দিকে তুমি কখনও লক্ষ কোরো না। তোমার প্রতিপালকের দেওয়া জীবনের উপকরণ আরও ভালো ও আরও স্থায়ী। তুমি তোমার পরিবারবর্গকে নামাজের আদেশ দাও ও সে-ব্যাপারে অবিচলিত থাক। আমি তোমার কাছে কোনো জীবিকা চাই না, আমিই তোমাকে জীবনের উপকরণ দিই। আর সাবধানিদের পরিণাম তো শুভ।

ওরা বলে, ‘সে তার প্রতিপালকের কাছ থেকে আমাদের জন্য কোনো নির্দর্শন আনে না কেন ?’ আগের কিতাবগুলোতে কি ওদের জন্য সুস্পষ্ট প্রমাণ দেওয়া হয় নি ?

যদি তার (আসার) আগে তাদের শাস্তি দিয়ে আমি ধ্বংস করতাম তবে তারা বলত, ‘হে আমাদের প্রতিপালক ! তুমি আমাদের কাছে একজন রসূল পাঠালে না কেন ? পাঠালে, আমরা লাঙ্গিত ও অপমানিত হওয়ার পূর্বে তোমার নির্দর্শন মেনে চলতাম।’ বলো, ‘প্রত্যেকেই প্রতীক্ষা করছ, সুতরাং তোমরাও প্রতীক্ষা কর। তারপর তোমরা জানতে পারবে কারা সরল পথে আছে ও কারা সংপথ অবলম্বন করছে।’ — ২০ সুরা তা-হা : ১২৯-১৩৫

... ওরা বিশ্বাস করে না বলে তুমি হয়ত মনের দৃঢ়থে নিজেকে ধ্বংস ক'রে ফেলবে। — ২৬ সুরা শোয়ারা : ৩

অতএব তুমি অন্য কোনো উপাস্যকে আল্লাহর শরিক কোরো না, করলে তুমি শাস্তি পাবে। তুমি তোমার আত্মাস্বজনকে সতর্ক করে দাও। আর যারা তোমার অনুসরণ করে সেই সব বিশ্বাসীদের সাথে সদয় হও। ওরা যদি তোমার অবাধ্য হয় তুমি বলবে, ‘তোমরা যা কর আমি তার জন্যে দায়ী নই।’ তুমি পরাক্রমশালী পরম দয়াময়ের ওপর ভরসা কর ; যিনি

তোমাকে দেখেন যখন তুমি (একা) দাঢ়াও (নামাজে) বা ওঠা বসা করো তাদের সঙ্গে যারা সিজদা করে। তিনি তো সবই শোনেন, সবই জানেন।

তোমাকে কি আমি জানাব কার কাছে শয়তানরা আসে? ওরা তো আসে প্রতেকটি ঘোর-মিথ্যাবাদী ও পাপীর কাছে। ওরা কান কথা শোনে আর ওদের বেশির ভাগই মিথ্যাবাদী। আর যারা বিভ্রান্ত তারা কবিদের অনুসরণ করে। তুমি কি দেখ না ওরা সকল উপত্যকায় (লক্ষ্যহীনভাবে) ঘুরে বেড়ায়, আর যা বলে তা করে না? (তারা বিভ্রান্ত নয়) যারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে, আল্লাহকে বারবার স্মরণ করে, এবং জুনুম হলে প্রতিশোধ নেয়। আর যারা জুনুম করে তারা শীঘ্ৰই জানবে তাদের যাবার জ্ঞানগা কোথায়? — ২৬ সুরা শোআরা ১১৩-২২৭

তোমাকে তো তত্ত্বজ্ঞানী সর্বজ্ঞ আল্লাহর কাছ থেকে কোরান দেওয়া হয়েছে। — ২৭
সুরা নমল ১৬

ওদের আচরণে তুমি দৃঢ় কোরো না ও ওদের যত্নযন্ত্রে মন-খারাপ কোরো না।

ওরা বলে, ‘তোমরা যদি সত্যকথা বলো তবে বলো, এ শাস্তি কবে ঘটবে?’

বলো, ‘তোমরা যে-বিষয়ে তাড়াতাড়ি করছ, তা হয়ত তার কিছু আগেই তোমাদের ওপর এসে পড়বে।’

তোমার প্রতিপালক মানুষের প্রতি অনুগ্রহশীল, কিন্তু ওদের অধিকাংশই অকৃতজ্ঞ। ওরা ওদের অন্তরে যা গোপন করে আর ওরা যা প্রকাশ করে তা তোমার প্রতিপালক জানেন। আকাশ ও পথিবীতে এমন কোনো রহস্য নেই যা স্পষ্ট কিভাবে লেখা নেই। যেসব বিষয়ে বনি-ইসরাইল মতভেদ করে তার বেশির ভাগ ব্যাপারে তো এই কোরান তাদের কাছে বয়ান করে। আর বিশ্বাসীদের জন্য এতো পথনির্দেশ ও দয়া। তোমার প্রতিপালক তো তাঁর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তাদের যথে যীবাংসা করে দেবেন। তিনি পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ। অক্ষেত্র আল্লাহর ওপর নির্ভর কর। তুমি তো স্পষ্ট সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত। — ২৭ সুরা নমল ১৭০-১৯

তুমি তো মতকে তোমার কথা শোনাতে পারবে না, বধিরকেও না। ওরা যখন তোমার ডাক শোনে, তখন ওরা মুখ ফিরিয়ে নেয়। তুমি অঙ্কদেরকে ওদের ভুল পথ থেকে পথে আনতে পারবে না। যারা আমার নির্দশনে বিশ্বাস করে শুধু তারাই তোমার কথা শুনবে, কারণ তারা তো মুসলমান [আত্মসমর্পণকারী] — ২৭ সুরা বুম ১৮০-১৮১ = ৩০ সুরা নমল ১৫২-৫৩

(বলো), ‘আমাকে আদেশ করা হয়েছে এই নগরের প্রতিপালকের উপাসনা করার জন্য, যিনি একে সম্মানিত করেছেন। সব কিছু তো তাঁরই। আরও আদেশ করা হয়েছে আমি যেন আত্মসমর্পণকারীদের একজন হই, আমি যেন কোরান আব্দ্বিত্তি করি। সুতরাং যে-ব্যক্তি সৎপথ অনুসরণ করে সে তো তা তার ভালোর জন্যই তা করে, আর কেউ ভ্রান্ত পথ অবলম্বন করলে তুমি বলো, ‘আমি তো একজন সতর্ককারী মাত্র।’ বলো, ‘প্রশংসা আল্লাহরই, তিনি তোমাদের তাঁর নির্দশন দেখাবেন। তখন তোমরা তা বুঝতে পারবে তোমরা যা কর তা তোমার প্রতিপালকের অজ্ঞান নয়।’ — ২৭ সুরা নমল ১৯১-১৯৩

মুসাকে যখন আমি বিধান দিই তখন তুমি তো পাহাড়ের পক্ষিম পার্শ্বে উপস্থিত ছিলে না, আর তুমি তার সাক্ষীও ছিলে না। আসলে মুসার পর বহু যুগ পার হয়ে গেছে।

তুমি তো মাদিয়ানবাসীর মাঝে উপস্থিত ছিলে না (যখন) ওদের কাছে আমার আয়ত আবৃত্তি করা হয়েছিল। অথচ রসূলদেরকে তো আমিই পাঠিয়েছিলাম। মুসাকে যখন আমি ডাক দিয়েছিলাম তখন তুমি তুর পাহাড়ের পাশে ছিলে না। আসলে এ তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ, যাতে তুমি সেই সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পার যাদের কাছে তোমার আগে কোনো সতর্ককারী আসে নি, যেন তারা উপদেশ গ্রহণ করে।

রসূল না পাঠালে এদের কৃতকর্মের জন্য ওদের কোনো বিপদ হলে ওরা বলত, ‘হে আমাদের প্রতিপালক, তুমি আমাদের কাছে কোনো রসূল পাঠালে না কেন? পাঠালে, আমরা তোমার নির্দশন মেনে চলতাম আর আমরা বিশ্বাসীদের অস্তর্ভুক্ত হতাম।’

তারপর যখন আমার কাছ থেকে ওদের কাছে সত্য এল ওরা বলতে লাগল, ‘মুসাকে যেরূপ দেওয়া হয়েছিল তাকে (মুহাম্মদকে) সেরাপ দেওয়া হল না কেন?’

কিন্তু মুসাকে আগে যা দেওয়া হয়েছিল তা কি ওরা অঙ্গীকার করে নি? ওরা বলেছিল, ‘দুই-ই জাদু একটা অপরটার মতো! আর ওরা বলেছিল, ‘আমরা একটিকেও মানি না।’

বলো, ‘তোমরা যদি সত্যবাদী হও, তবে আল্লাহর কাছ থেকে এক কিতাব আন যা পথপ্রদর্শনে এই দুই-এর চেয়ে ভালো; আমি সেই কিতাব মেনে চলব।’

তারপর ওরা যদি তোমার ডাকে সাড়া না দেয়, তা হলে জানবে ওরা কেবল নিজেদের খেয়ালখুশির অনুসরণ করে। আল্লাহর পথনির্দেশ অমান্য করে যে-ব্যক্তি নিজের খেয়ালখুশির অনুসরণ করে তার চেয়ে বড় বিভ্রান্ত আর কে? নিশ্চয় আল্লাহ সীমালজ্ঞনকারী সম্প্রদায়কে পথ দেখান না। — ২৮ সুরা কাসাস ৪৪-৫০

কাউকে প্রিয় মনে করলে তুমি তাকে সৎ পথে আনতে পারবেনা; তবে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সংপথে আনেন ও তিনিই ভালো জানেন কারা সংপথ অনুসরণ করে। তারা বলে, ‘আমরা যদি তোমার পথ ধরি তবে আমাদের দেশ থেকে উৎখাত করা হবে।’ আমি কি তাদের জন্য এক নিরাপদ পথিকৃ স্থান দিই নি যেখানে আমার পক্ষ থেকে সবরকম ফলমূল জীবনের উপকরণ হিসাবে বরাদ্দ করা হয়? কিন্তু তাদের অনেকেই তা জানে না। — ২৮ সুরা কাসাস ৫৬-৫৭

আল্লাহ তোমাকে যা দিয়েছেন তা দিয়ে পরলোকের কল্যাণ অনুসন্ধান কর। ইহলোকে তোমার বৈধ সম্মোগকে তুমি উপেক্ষা কোরো না। তুমি সদয় হও, যেমন আল্লাহ তোমার ওপর সদয়। — ২৮ সুরা কাসাস ৭১

যিনি তোমার জন্য কোরানকে বিধান করেছেন তিনি অবশ্যই তোমাকে স্বদেশে ফিরিয়ে আনবেন। বলো, ‘আমার প্রতিপালক ভালোই জানেন কে সংপথের নির্দেশ এনেছে আর কে পরিক্ষার বিভ্রান্তি আছে।’

তুমি তো আশা কর নি, তোমার কাছে কিতাব অবতীর্ণ হবে। এ তো কেবল তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ। সুতরাং তুমি অবিশ্বাসীদেরকে সাহায্য কোরো না। তোমার ওপর আল্লাহর আয়ত অবতীর্ণ হওয়ার পর যেন ওরা তোমাকে কিছুতেই তার থেকে বিমুখ না করে। তুমি ডাক দাও তোমার প্রতিপালকের দিকে, আর কিছুতেই অংশীবাদীদের শামিল হয়ো না। তুমি আল্লাহর সঙ্গে অন্য উপাস্যকে ডেকো না, তিনি ছাড়া অন্য কোনো উপাস্য নেই।

আল্লাহর সত্তা ছাড়া সব কিছুই ধ্বংস হবে। হকুম তাঁরই, আর তাঁর কাছেই তোমাদেরকে ফিরিয়ে আনা হবে। — ২৮ সুরা কাসাস ৪ ৮৫-৮৮

যে-বিষয়ে তোমার জ্ঞান নাই তা অনুসরণ কোরো না। কান, চোখ, মন — প্রত্যেকের কৈফিয়ত তলব করা হবে। তুমি মাটিতে দেমাক করে পা ফেলো না। তুমি মাটিও ফাটাতে পারবেনা ও পাহাড়ের সমান উচুও হতে পারবে না। এসবের মধ্যে যেগুলো মন্দ সেগুলো তোমার প্রতিপালক ঘণ্টা করেন। — ১৭ সুরা বনি-ইসরাইল ৩ ৩৬-৩৮

তোমার প্রতিপালক প্রত্যাদেশের মাধ্যমে যে-হিকমত দান করেছেন এগুলো তার অস্তর্ভুক্ত। তুমি আল্লাহর সাথে কোনো উপাস্য গ্রহণ কোরো না। করলে তুমি নিন্দিত হবে ও আল্লাহর অনুগ্রহ থেকে বিতাড়িত হয়ে জাহানামে নিষ্কিপ্ত হবে। — ১৭ সুরা বনি-ইসরাইল ৩ ৩৯

তুমি যখন কোরান পাঠ কর তখন তোমার ও যারা পরকালে বিশ্বাস করে না তাদের মধ্যে আমি এক প্রচন্ড পরদা রেখে দিই। আমি ওদের অস্তরের ওপর আবরণ দিয়েছি যেন ওরা তা বুঝতে না পারে, আর আমি ওদেরকে বধির করেছি। ‘তোমার প্রতিপালক এক’ — এ যখন তুমি কোরান থেকে আবৃত্তি কর তখন ওরা সবে পড়ে। যখন ওরা কান পেতে তোমার কথা শোনে, তখন ওরা কেন কান পেতে তা শোনে তা আমি ভালোভাবেই জানি, আর আমি এও জানি গোপন পরামর্শ করার সময় সীমালজ্বনকারীরা বলে, ‘তোমরা তো এক জাদুগুষ্ট ব্যক্তির অনুসরণ করছ’! দেখো, ওরা তোমার জন্য কী উপমা বের করেছে। ওরা তো পথভর্ট, আর ওরা তো পথ পাবে না। — ১৭ সুরা বনি-ইসরাইল ৪ ৪৫-৪৮

তুমি আমার দাসদেরকে যা ভালো তা বলতে বল, শয়তান ওদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উসকানি দেয়, শয়তান তো মানুষের প্রকাশ্য শক্তি। তোমাদের প্রতিপালক তোমাদেরকে ভালো করেই জানেন। তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদেরকে দয়া করেন ও ইচ্ছা করলে তিনি তোমাদেরকে শাস্তি দেন। আমি তোমাকে ওদের অভিভাবক করে পাঠাই নি। — ১৭ সুরা বনি-ইসরাইল ৫ ৩-৫৪

স্মরণ করো, আমি তোমাকে বলেছিলাম যে, তোমার প্রতিপালক মানুষকে ধিরে রয়েছেন। আমি যে-দশ্য তোমাকে (মিরাজে) দেখিয়েছি তা এবং কোরানে উল্লেখিত অভিশপ্ত বৃক্ষ কেবল মানুষের পরীক্ষার জন্য। আমি তাদেরকে ত্য দেখাই, কিন্তু তা তাদের উগ্র অবাধ্যতাই বৃক্ষ করে। — ১৭ সুরা বনি-ইসরাইল ৪ ৬০

আমি তোমার কাছে যে-প্রত্যাদেশ পাঠিয়েছি তার থেকে তোমার বিচুতি ঘটানোর জন্য ওরা চেষ্টা করবে যাতে তুমি আমার সম্বন্ধে কিছু মিথ্যা কথা বানাও, তা হলে, ওরা অবশ্যই বন্ধু হিসাবে তোমাকে গ্রহণ করবে। আমি তোমাকে অবিচলিত না রাখলে তুমি ওদের দিকে প্রায় কিছুটা ঝুঁকেই পড়তে। তুমি ঝুঁকে পড়লে অবশ্যই আমি তোমাকে ইহজীবনে ও পরজীবনে দ্বিগুণ শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করাতাম, তখন আমার বিপক্ষে তোমাকে কেউ সাহায্য করত না।

ওরা তোমাকে দেশ থেকে উৎখাত করার চূড়ান্ত চেষ্টা করেছিল, সেখান থেকে তোমাকে বের করে দেওয়ার জন্য। তা হলে তোমার পরে ওরাও সেখানে বেশিক্ষণ টিকে থাকতে পারত না। আমার রসূলদের মধ্যে তোমার আগে যাদেরকে পাঠিয়েছিলাম তাদের বেলায়ও

এমনি নিয়ম ছিল। আর আমার নিয়মের তুমি কোনো পরিবর্তন পাবে না। — ১৭ সুরা বনি-ইসরাইল : ৭৩-৭৭

সূর্য হলে পড়ার পর রাতের ঘন অন্ধকার পর্যন্ত তুমি নামাজ কায়েম করবে আর কোরান পড়বে ফজরে। দেখো, ফজরের পড়া লক্ষ করা হয়। আর রাতের কিছু অংশে তুমি তাহজ্জুদ [রাতের শেষার্ধে ঘূম থেকে উঠে যে নামাজ পড়া হয়] নামাজ পড়বে। তোমার জন্য এ অতিরিক্ত কর্তব্য। আশা করা যায় তোমার প্রতিপালক তোমাকে প্রশংসনীয় স্থানে উন্নীত করবেন।

বলো, ‘হে আমার প্রতিপালক ! তুমি আমাকে যেখানেই নিয়ে যাবে সেখানে সংভাবে নিয়ে যাও আর যেখান থেকেই বের কর তুমি আমাকে সংভাবে বার করো, আর তোমার কাছ থেকে আমাকে এমন কর্তৃত দাও যা আমার সাহায্যে আসে।’

বলো, ‘সত্য এসেছে আর মিথ্যা অস্তর্ধান করেছে। মিথ্যাকে অস্তর্ধান করতেই হবে।’ — ১৭ সুরা বনি-ইসরাইল : ৮৮-৮১

তোমাকে ওরা বুহ সম্পর্কে প্রশ্ন করে। বলো, ‘বুহ আমার প্রতিপালকের আজ্ঞাধীন।’

এ-বিষয়ে তোমাদেরকে সামান্যই জ্ঞান দেওয়া হয়েছে। ইচ্ছা করলে আমি তোমার ওপর যা প্রত্যাদেশ করেছি তা প্রত্যাহার করতে পারতাম, তা হলে এ-বিষয়ে তুমি আমার বিরুদ্ধে কোনো কর্মবিধায়ক পেতে না। এ প্রত্যাহার না করা তোমার প্রতিপালকের দয়া। নিচ্য তোমার ওপর তাঁর বড় অনুগ্রহ রয়েছে। — ১৭ সুরা বনি-ইসরাইল : ৮৫-৮৭

আর ওরা বলে, ‘আমরা তোমাকে বিশ্বাস করব না যতক্ষণ না তুমি মাটি ফাটিয়ে একটি ঝরনা ফোটাবে, বা তোমার খেজুরের বা আঙুরের বাগান হবে যার ফাঁকে ফাঁকে অজস্র নদীনালা বইবে, বা তুমি যেমন বলো, আকাশকে টুকরো টুকরো করে ডেঙে ফেলবে আমাদের ওপর, বা আল্লাহ ও ফেরেশ্তাদেরকে নিয়ে আসবে আমাদের সামনে, বা তোমার জন্য একটা সোনার বাঢ়ি হবে, বা তুমি আকাশে আরোহণ করবে ; কিন্তু তোমার আকাশে আরোহণ আমরা কখনও বিশ্বাস করব না যতক্ষণ না আমাদের পড়ার জন্য তুমি আমাদের ওপর এক কিতাব অবতীর্ণ করবে।’ বলো, ‘আমার প্রতিপালকের পবিত্র মহিমা ! আমি এক সুসংবাদদাতা রসূল ছাড়া আর কী ?’ — ১৭ সুরা বনি-ইসরাইল : ৯০-৯৩

‘আল্লাহ কি মানুষকে রসূল করে পাঠিয়েছেন ?’ — ওদের এই কথাই লোকদেরকে বিশ্বাস করতে বাধা দেয় যখন ওদের কাছে আসে পথের নির্দেশ।

বলো, ‘ফেরেশ্তারা যদি নিশ্চিন্ত হয়ে পথবীতে যোরাফেরা করতে পারত তবে আমি আকাশ থেকে এক ফেরেশ্তাকেই ওদের কাছে রসূল করে পাঠাতাম।’

বলো, ‘আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট। তিনি তাঁর দাসদের ভালো করেই জানেন ও দেখেন।’

আল্লাহ যাদেরকে পথনির্দেশ করেন তারা তো পথপ্রাপ্ত। আর যাদেরকে তিনি পথভ্রষ্ট করেন তাদের অভিভাবক হিসাবে তুমি কখনই তাঁকে ছাড়া অন্য কাউকে পাবে না। কিয়ামতের দিনে আমি ওদেরকে সমবেত করব মুখে ভর দিয়ে চলা অবস্থায় — অঙ্গ, বোরা

ও বধির। ওদের বাসস্থান হবে জাহানাম। যখন তার তেজ কর্মে আসবে তখন ওদের জন্য আমি আগুন বাড়িয়ে দেব। — ১৭ সুরা বনি-ইসরাইল : ৯৪-৯৭

আমি সত্যসহ তা অবতীর্ণ করেছি, আর তা সত্য নিয়েই অবতীর্ণ হয়েছে। আমি তো কেবল তোমাকে সুস্মাদদাতা ও সর্তককারী হিসাবে প্রেরণ করেছি। আমি খণ্ড খণ্ড ভাবে কোরান অবতীর্ণ করেছি যাতে তুমি মানুষের কাছে ক্রমে ক্রমে পাঠ করতে পার, আর আমি এ অবতীর্ণ করেছি যেমন করে অবতীর্ণ করানো হয়।

বলো, ‘তোমরা এতে বিশ্বাস কর বা না—কর, যাদেরকে এর পূর্বে জ্ঞান দেওয়া হয়েছে তাদের কাছে যখন এ পাঠ করা হয় তখনই তারা সিজদায় লুটিয়ে পড়ে, ও বলে, ‘আমাদের প্রতিপালক তো পবিত্র মহান। আমাদের প্রতিপালকের প্রতিক্রিতি কার্যকরী হয়েই থাকে, আর তারা কাঁদতে কাঁদতে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে, আর এ ওদের বিনয় বৃদ্ধি করে।’ — ১৭ সুরা বনি-ইসরাইল : ১০৫-১০৯

আলিফ-লাম-রা। এগুলো জ্ঞানময় কিতাবের আয়াত। মানুষের জন্য এক আশ্চর্য বিষয় যে, আমি তাদেরই একজনের কাছে প্রত্যাদেশ পাঠিয়েছি এই মর্মে যে, তুমি মানুষকে সতর্ক করবে ও বিশ্বাসীদেরকে সুস্মাদ দেবে : তাদের প্রতিপালকের কাছে রয়েছে তাদের জন্য বড় মর্যাদা। অবিশ্বাসীরা বলে, ‘এ তো এক স্পষ্ট যাদুকর!’ — ১০ সুরা ইউনুস : ১-২

যখন আমার স্পষ্ট আয়াত তাদের কাছে পড়া হয় তখন যারা আমার সাক্ষাতের ভয় করে না তারা বলে, ‘এ ছাড়া অন্য এক কোরান আনো বা একে বদলে দাও।’ বলো, ‘নিজে থেকে এ পরিবর্তন করা আমার কাজ নয়। আমার ওপর যা প্রত্যাদেশ হয় আমি তারই অনুসরণ করি। আমি আমার প্রতিপালকের অবাধ্যতা করলে ভয় হয় মহাদিনের শাস্তির।’

বলো, ‘আল্লাহর তেমন ইচ্ছা থাকলে আমি তোমাদের কাছে এ পড়তাম না, আর তিনি তোমাদেরকে এ—বিষয়ে জানাতেন না। আমি তো এর আগে তোমাদের মধ্যে দীর্ঘকাল কাটিয়ে দিলাম, তবুও কি তোমরা বুঝবে না?’ — ১০ সুরা ইউনুস : ১৫-১৬

ওরা বলে, ‘তার কাছে প্রতিপালকের কোনো নির্দেশন অবতীর্ণ হয় না কেন?’

বলো, ‘অদ্যের জ্ঞান তো কেবলই আল্লাহরই। অতএব তোমরা প্রতীক্ষা কর, আমি তোমাদের সঙ্গে প্রতীক্ষা করছি।’ — ১০ সুরা ইউনুস : ২০

তারা কি বলে, ‘সে (মুহাম্মদ) এ রচনা করেছে?’

বলো, ‘তোমরা এর মতো এক সুরা আনো আর যদি তোমরা সত্যকথা বলো তবে আল্লাহ ছাড়া অন্য যাকে পার ডাকো।’ না, ওরা যে—বিষয়ের জ্ঞান আয়ত্ত করতে পারে না তারা তা অস্বীকার করে। আর এখনও এর ব্যাখ্যা ওদের বোধগম্য হয় নি। এভাবে ওদের পূর্ববর্তীরাও যিথ্যা অভিযোগ করেছিল। সুতরাঙ দেখো, সীমান্তস্থনকারীদের কী পরিণাম হয়েছিল। — ১০ সুরা ইউনুস : ৩৮-৩৯

আর তারা যদি তোমাকে যিথ্যাবাদী বলে তবে তুমি বলো, ‘আমার কাজের দায়িত্ব আমার, আর তোমাদের কাজের দায়িত্ব তোমাদের। আমি যা করি সে—বিষয়ে তোমরা দায়ী নও, আর তোমরা যা কর আমি ও সে—বিষয়ে দায়ী নই।’

ওদের মধ্যে কেউ-কেউ তোমার দিকে কান পেতে রাখে। তারা কিছু না বুঝলেও তুমি কি বধিরদেরকে শোনাবে ? ওদের মধ্যে কেউ-কেউ তোমার দিকে তাকিয়ে থাকে। তুমি কি অক্ষকে পথ দেখাবে, তারা না দেখলেও ? আল্লাহ্ তো মানুষের প্রতি কোনো জুনুম করেন না, আসলে মানুষ নিজেরাই নিজেদের ওপর জুনুম করে থাকে। — ১০ সুরা ইউনুস : ৪১-৪৪

আমি ওদের যে-ভয় দেখিয়েছি তার কিছু তোমাকে দেখিয়েই দিই, বা তোমার মতু ঘটাই, ওদেরকে তো আমারই কাছে ফিরতে হবে। আর ওরা যা করে আল্লাহ্ তো তার সাক্ষী। — ১০ সুরা ইউনুস : ৪৬

ওদের কথা তোমাকে যেন দৃঢ় না দেয়। সম্মান তো আল্লাহর। তিনি সব শোনেন, সব জানেন। — ১০ সুরা ইউনুস : ৬৫

আমি তোমার কাছে যা অবতীর্ণ করেছি তাতে যদি সন্দেহ হয় তবে তোমার আগের কিতাব যারা পড়ে তাদের জিজ্ঞাসা করো। তোমার প্রতিপালকের নিকট থেকে তোমার কাছে সত্য এসেছে। তুমি কখনও সন্দিহানদের শামিল হয়ো না। আর যারা আল্লাহর নির্দশন প্রত্যাখ্যান করেছে তুমি তাদের অস্তর্ভুক্ত হয়ো না ; হলে, তুমি ক্ষতিগ্রস্তদের একজন হবে। নিচয় তারা বিশ্বাস করবে না যাদের বিরুদ্ধে তোমার প্রতিপালকের কথা সত্য হয়েছে, এমনকি ওদের কাছে প্রত্যেকটি নির্দশন আসলেও, যতক্ষণ না তারা কঠিন শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে। — ১০ সুরা ইউনুস : ৯৪-৯৭

তোমার প্রতিপালক ইচ্ছা করলে পৃথিবীতে যারা আছে সকলেই বিশ্বাস করত। তাহলে কি তুমি বিশ্বাসী হওয়ার জন্য মানুষের ওপর জবরদস্তি করবে ? আল্লাহর অনুমতি ছাড়া বিশ্বাস করা কারও সাধ্য নেই। আর যারা বোঝে না আল্লাহ্ তাদেরকে কল্যাণলিপ্ত করবেন।

বলো, ‘আকাশ ও পৃথিবীতে যা-কিছু আছে তার দিকে লক্ষ কর !’

যে-সম্প্রদায় বিশ্বাস করে না তাদের জন্য নির্দশন বা সতর্কীকরণ কী উপকারে আসবে ? তাদের পূর্বে যা ঘটেছে সেরকম ঘটনার জন্য তারা প্রতীক্ষা করে !

বলো, ‘তোমরা প্রতীক্ষা কর, আমিও তোমাদের সঙ্গে প্রতীক্ষা করছি !’

অবশ্যে আমি আমার রসূলদেরকে উদ্ধার করব। আর এভাবেই আমি বিশ্বাসীদেরকে উদ্ধার করি। বিশ্বাসীদেরকে উদ্ধার করা আমার দায়িত্ব।

বলো, ‘হে মানবসমাজ ! তোমরা যদি আমার ধর্মকে সন্দেহ কর, তবে (জেনে রাখো) তোমরা আল্লাহ্ ছাড়া যার উপাসনা কর আমি তার উপাসনা করিন না, বরং আমি উপাসনা করি আল্লাহ্ যিনি তোমাদের মতু ঘটান। আর আমাকে আদেশ করা হয়েছে বিশ্বাসীদের শামিল হওয়ার জন্য।’

আর তিনি বলেন, ‘তুমি একনিষ্ঠভাবে ধর্মে প্রতিষ্ঠিত হও ও কখনই অংশীবাদীদের শামিল হয়ো না। আর আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকে ডাকবে না, যা তোমার উপকারণ করে না, অপকারণ না, এ করলে তখন তুমি সীমালজ্বনকারীদের শামিল হবে।’ আল্লাহ্ তোমাকে কষ্ট দিলে তিনি ছাড়া কেউ তা দূর করতে পারবে না। আর আল্লাহ্ যদি তোমার ভালো চান তবে তা কেউ রদ করতে পারবে না। তাঁর দাসদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তিনি মঙ্গল দান করেন। তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।’

বলো, ‘হে মানুষ ! তোমাদের প্রতিপালকের কাছ থেকে তোমাদের কাছে সত্য এসেছে। সুতরাং যারা সংপথ অবলম্বন করবে তারা তো নিজেদেরই মঙ্গলের জন্য সংপথ অবলম্বন করবে। আর যারা পথভ্রষ্ট হবে তারা তো পথভ্রষ্ট হবে নিজেদেরই ধৰ্মসের জন্য। আর আমি তোমাদের কর্মবিধায়ক নই।’ তোমার ওপর যা প্রত্যাদেশ হয়েছে তুমি তার অনুসরণ করো। আর তুমি ধৈর্য ধারণ কর যে পর্যন্ত না আল্লাহর হৃকুম আসে। আর আল্লাহই সবচেয়ে ভালো বিচারক। — ১০ সুরা ইউনুস : ৯৯-১০৯

আলিফ-লাম-রা। যিনি তত্ত্বজ্ঞানী ও সর্বজ্ঞ তাঁর কাছ থেকে এ-কিতাব (এসেছে)। এর আয়াতগুলো সুস্পষ্ট ও সুবিন্যস্ত করে পরে বিশদভাবে বলা হয়েছে যে, তোমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও উপাসনা করবে না, তাঁর পক্ষ হতে আমি তোমাদের জন্য সতর্ককারী ও সুস্বাদবাহক। — ১১ সুরা হুদ : ১-২

… ‘মৃত্যুর পর তোমাদের আবার ওঠানো হবে’ — তুমি এ বললেই অবিশ্বাসীরা বলে, ‘এতো স্পষ্ট অলীক কল্পনা !’

আমি নিদিষ্ট কালের জন্য যদি ওদের শাস্তি স্থগিত রাখি, তবে ওরা বলে, ‘কে এতে বাধা দিচ্ছে ?’ সাবধান ! যেদিন ওদের কাছে এ আসবে সেদিন তা ওদের কাছ থেকে ফিরে যাবে না, আর যা নিয়ে ওরা ঠাট্টাতামাশা করে তা ওদেরকেই ঘিরে রাখবে। — ১১ সুরা হুদ : ৭-৮

ওরা যখন বলে, ‘তার কাছে ধনভাণ্ডার পাঠানো হয় না কেন, বা তার সাথে ফেরেশ্তারা আসে না কেন ?’ তখন তুমি যেন তোমার ওপর যা অবতীর্ণ হয়েছে তার কিছু বর্জন না কর এবং এর জন্য তোমার হাদয় যেন দয়ে না যায়। তুমি তো কেবল সতর্ককারী, আর আল্লাহ সকল বিষয়ের কর্মবিধায়ক। তারা কি বলে, ‘সে (মুহাম্মদ) এ বানিয়েছে ?’ বলো, ‘তোমরা যদি সত্য কথা বলো তবে তোমরা এ-ধরনের দশটি সুরা আনো আর আল্লাহ ছাড়া অন্য যাকে পার ডেকে আনো !’

যদি তারা তোমার ডাকে সাড়া না দেয় তবে জেনে রাখ এ আল্লাহর জ্ঞানে অবতীর্ণ হয়েছে আর তিনি ছাড়া কেউ উপাস্য নেই। তবে কি তোমরা মুসলমান হবে না (আত্মসমর্পণ করবে না) ? — ১১ সুরা হুদ : ১২-১৪

(ওরা কি তাদের সমান) যারা তাদের প্রতিপালক-প্রেরিত স্পষ্ট নির্দর্শনে প্রতিষ্ঠিত, আর যা তাঁর এক সাক্ষী তা আবৃত্তি করে, যার পূর্বে এসেছে মুসার কিতাব, আদর্শ ও অনুগ্রহস্বরূপ ? ওরা এতে (কোরানে) বিশ্বাস করে। অন্যান্য দলের যারা অবিশ্বাস করে তাদের জন্য অগ্নিই প্রতিশূল স্থান। সুতরাং এই বিষয়ে তুমি সন্দিহান হয়ো না। নিশ্চয় এই সত্য তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে (সমাগত), কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তো বিশ্বাস করে না। — ১১ সুরা হুদ : ১৭

তারা কি বলে, ‘সে (মুহাম্মদ) এটি বানিয়েছে ?’ বলো, ‘আমি যদি এ বানিয়ে থাকি তবে আমিই আমার অপরাধের জন্য দায়ী হব। তোমরা যে অপরাধ করছ তার জন্য আমি দায়ী নই।’ — ১১ সুরা হুদ : ৩৫

আমি মুসাকে আমার নির্দর্শন ও সুস্পষ্ট প্রমাণ দিয়ে পাঠিয়েছিলাম ফেরাউন ও তার প্রধানদের কাছে। কিন্তু ওরা ফেরাউনের কাজকর্মের অনুসরণ করত। আর ফেরাউনের কাজকর্ম তো ঠিক ছিল না। — ১১ সুরা হুদ : ৯৬-৯৭

এ জনপদগুলোর কিছু ব্রতান্ত আমি তোমার কাছে বয়ান করলাম, ওদের মধ্যে কিছু এখনও বর্তমান আছে আর কিছু নির্মূল হয়ে গেছে। আমি ওদের ওপর জুলুম করিনি; বরং ওরাই নিজেদের ওপর জুলুম করেছিল। যখন তোমাদের প্রতিপালকের বিধান এল তখন ওদের উপাস্যরা, আল্লাহ্ ছাড়া যাদেরকে ওরা উপাসনা করত, তারা তাদের কোনো কাজে লাগল না। ধৰ্মস ছাড়া ওদের অন্য কিছু উন্নতি হল না। এমনই তোমার প্রতিপালকের মার। তিনি আবাত করেন জনপদসমূহকে যখন তারা সীমালভ্যন করে। মারাত্মক কঠিন তাঁর মার! — ১১ সুরা হুদ : ১০০-১০২

সুতরাং ওরা যাদের উপাসনা করে তাদের সম্বন্ধে তুমি সংশয়যুক্ত হয়ে না। পূর্বে তাদের পূর্বপুরুষরা যাদের উপাসনা করত ওরা তাদের উপাসনা করে। আর আমি অবশ্যই ওদেরকে ওদের প্রাপ্য পুরোপুরি দেব, কিছুমাত্র কম করব না। — ১১ সুরা হুদ : ১০৩

আর নিচয় যখন সময় আসবে তোমার প্রতিপালক ওদের প্রত্যেককে তার কর্মফল পুরোপুরি দেবেন, তারা যা করে তার খবর রায়েছে তাঁর কাছে। সুতরাং তুমি ও তোমার সাথে যারা বিশ্বাস করে, তোমরা শক্ত থাক যেমন তোমাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়, আর সীমালভ্যন কোরো না। তোমরা যা কর নিচয় তা তিনি দেখেন।

যারা সীমালভ্যন করেছে তাদের দিকে তুমি ঝুঁকে পোড়ো না; পড়লে, আগুন তোমাকে স্পর্শ করবে, আর এ অবস্থায় আল্লাহ্ ছাড়া তোমাদের কোনো অভিভাবক থাকবে না, তখন তোমাদের সাহায্য করা হবে না। তুমি নামাজ কায়েম করবে দিনের দুই প্রাত্ম ভাগে ও রাতের প্রথম অংশে। সংকর্ম তো অসংকর্মকে দূর করে দেয়। যারা উপদেশ গ্রহণ করে তাদের জন্য এ এক উপদেশ। তুমি ধৈর্য ধর, নিচয় আল্লাহ্ পরোপকারীদের শ্রমফল নষ্ট করেন না।

তোমাদের পূর্বুগে আমি যাদের ত্রাণ করেছিলাম তাদের মধ্যে অল্পকর্তক ছাড়া শুভবুদ্ধিসম্পন্ন এমন লোক কি ছিল না যারা পৃথিবীতে বিপর্যয় ঘটাতে নিষেধ করত? সীমালভ্যনকারীয়া তারই অনুসরণ করেছিল যাতে ওরা সুখ-সুবিধা পেত, আর ওরা ছিল অপরাধী। অন্যান্যভাবে কোনো জনপদকে তোমার প্রতিপালক ধৰ্মস করেন না যখন তার অধিবাসীয়া নিজেদেরকে সংশোধন করে নেয়। — ১১ সুরা হুদ : ১১১-১১৭

আমি তোমার কাছে রসূলদের সকল কাহিনী বর্ণনা করেছি; এ দিয়ে আমি তোমার হাদয় মজবুত করেছি। এ থেকে তোমার কাছে এসেছে সত্য, আর বিশ্বাসীদের জন্য এসেছে উপদেশ ও সাবধানবাণী। আর যারা বিশ্বাস করে না তারা বলে, ‘তোমাদের জ্ঞানগায় তোমরা কাজ কর, আর আমরাও আমাদের কাজ করি; আর তোমরাও প্রতীক্ষা কর, আমরাও প্রতীক্ষা করছি।’

আকাশ ও পৃথিবীর অদ্যায় বিষয়ের (জ্ঞান) আল্লাহরই। আর তাঁর কাছে সব কিছুই ফিরিয়ে আনা হবে। তাই তাঁরই উপাসনা করো ও তাঁর ওপর নির্ভর করো। তোমরা যা কর সে-সম্বন্ধে তোমাদের প্রতিপালক খবর রাখেন না তা নয়। — ১১ সুরা হুদ : ১২০-১২৩

(হে মুহাম্মদ !) এ-কাহিনী অদ্যালোকের খবর যা আমি তোমাকে প্রত্যেকদেশের মাধ্যমে জানিয়েছি। তুমি তো উপস্থিত ছিলে না যখন ওরা (ইউসুফের ভাইয়েরা) এক জ্বেট হয়ে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল। তুমি যতই চাও-না কেন বেশির ভাগ লোকই বিশ্বাস করার নয় অথচ তুমি তাদের কাছে কোনো পারিশুমির দাবি করছ না। এ-তো বিশুজ্জগতের জন্য উপদেশ ছাড়া

কিছুই নয়। আকাশ ও পৃথিবীতে অনেক নির্দশন রয়েছে, তারা এ সব দেখে, কিন্তু এ সবের প্রতি তারা উদাসীন। — ১২ সুরা ইউসুফ : ১০২-১০৫

বলো, ‘এ-ই আমার পথ ; আমি আল্লাহর দিকে মানুষকে ডাকি, আমি ও আমার অনুসারীরা সজ্ঞানে বিশ্বাস করি, আল্লাহ মহিমময়, আর যারা আল্লাহর শরিক করে আমি তাদের অস্তর্ভুক্ত নই।’

তোমার পূর্বেও আমি জনপদবাসীদের মধ্যে কেবল পুরুষদের প্রত্যাদেশ দিয়ে পাঠিয়েছিলাম। অবিশ্বাসীরা কি পৃথিবীতে সফর করে না, ও দেখে না তাদের পূর্ববর্তীদের কি পরিণতি হয়েছিল ? যারা সাবধানি তাদের জন্য পরলোকই শ্রেষ্ঠ, তোমরা কি বোঝ না। — ১২ সুরা ইউসুফ : ১০৮-১০৯

তারা বলে, ‘ওহে, যার ওপর এই উপদেশবাণী অবতীর্ণ হয়েছে ! তুমি তো পাগল। তুমি সত্যবাদী হলে আমাদের সামনে ফেরেশ্তাদের নিয়ে আসছ না কেন ?’

আমি ফেরেশ্তাদেরকে শুধু সত্যের জন্য পাঠিয়ে থাকি। তারা হাজির হলে ওরা ফুরসত পাবে না। নিশ্চয় আমি এই উপদেশবাণী অবতীর্ণ করেছি আর আমিই এর রক্ষণাবেক্ষণ করব। তোমার পূর্বে অতীতে বহু সম্প্রদায়ের কাছে আমি রসূল পাঠিয়েছিলাম। তাদের কাছে এমন কোনো রসূল আসে নি যাকে ওরা ঠাট্টাবিদ্যুপ না করত। — ১৫ সুরা হিজর : ৬-১১

আকাশ ও পৃথিবী এবং ওদের মাঝে কোনো কিছুই আমি অথা সংষ্টি করি নি। আর কিয়ামত আসবেই, সুতরাং তুমি পরম ঔদাসীন্যে ওদেরকে উপেক্ষা করো। তোমার প্রতিপালক তো মহাসূষ্ঠা মহাজ্ঞানী। আমি অবশ্যই তোমাকে (সুরা ফাতিহার) সাত আয়াত দিয়েছি যা বার বার আবৃত্তি করা হয়, এবং দিয়েছি মহা কোরান। আমি তাদের (অবিশ্বাসীদের) কতকক্ষে ভোগবিলাসের যে-উপকরণ দিয়েছি তার দিকে তুমি কখনও চোখ দিয়ো না। আর (ওরা বিশ্বাসী না হওয়ার জন্য) তুমি দৃঢ়ত্ব কোরো না। তুমি বিশ্বাসীদের প্রতি বিনয়ী হও। — ১৫ সুরা হিজর : ৮৫-৮৮

বলো, ‘আমি তো এক স্পষ্ট সতর্ককারী।’ — এইভাবে আমি অবতীর্ণ করেছিলাম (উপদেশবাণী) বিভক্তকারীদের ওপর যারা কোরানকে খণ্ডিত করে। সুতরাং তোমার প্রতিপালকের শপথ, নিশ্চয় আমি তাদেরকে সে-বিষয়ে প্রশ্ন করব ওরা যা করে।

অতএব তোমাকে যে-বিষয়ে আদেশ করা হয়েছে তা প্রকাশ্যে প্রচার কর আর অংশীবাদীদেরকে উপেক্ষা করো। যারা বিদ্যুপ করে তাদের বিরুদ্ধে তোমার জন্য আমিই যথেষ্ট। যারা আল্লাহর সাথে অন্য উপাস্য গ্রহণ করে তারা শীঘ্ৰই তার পরিণাম জানতে পারবে। আমি তো জানি ওরা যা বলে তাতে তোমার মন ছেট হয়ে যায়। তুমি তোমার প্রতিপালকের প্রশংসা করে তাঁর মহিমা কীর্তন করো আর সিজদাকারীদের শামিল হও। তোমার কাছে নিশ্চিত বিশ্বাস (মত্য) আসা পর্যন্ত তুমি তোমার প্রতিপালকের উপাসনা করো। — ১৫ সুরা হিজর : ৮৯-৯১

যদি তোমার কাছে কাগজে লেখা কিতাবও পাঠাতাম, আর তারা যদি হাত দিয়ে তা স্পর্শ করত তবু অবিশ্বাসীরা বলত, ‘এ স্পষ্ট জাদু ছাড়া আর কিছুই নয়।’

আর তারা বলে, ‘তার কাছে কোনো ফেরেশ্তা পাঠানো হয় না কেন ?’

যদি আমি ফেরেশ্তা পাঠাতাম তা হলে তা তাদের কাজকর্মের শেষবিচার হয়ে যেত, আর তাদেরকে কোনো অবকাশ দেওয়া হতো না। তাকে যদি ফেরেশ্তা করতাম তবে তাকে মানুষের আকতিতেই পাঠাতাম আর তাদেরকে তেমনি সন্দেহে ফেলতাম যেমন সন্দেহে তারা এখন আছে। তোমার পূর্বেও অনেক রসূলকে ঠাট্টাবিদ্রূপ করা হয়েছে। অবশেষে তারা যা নিয়ে ঠাট্টাবিদ্রূপ করেছিল তাই ঘিরে ফেলেছিল তাদেরকে যারা বিদ্রূপ করেছিল। — ৬ সুরা আনআম ১৭-১০

বলো, ‘আমি কি আকাশ ও পৃথিবীর সুষ্ঠা ছাড়া অন্য কাউকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করব? তিনিই জীবিকা দেন কিন্তু তাঁকে কেউ জীবিকা দেয় না।’ আর বলো, ‘আমাকে আদেশ করা হয়েছে যেন আমি মুসলমানদের [আত্মসমর্পণকারীদের] মধ্যে অগ্রণী হই।’ আমাকে আদেশ করা হয়েছে ‘তুমি অংশীবাদীদের অস্তর্ভুক্ত হয়ো না।’ — ৬ সুরা আনআম ১৪

বলো, ‘সাক্ষী হিসাবে কে সর্বশ্রেষ্ঠ?’

বলো, ‘তোমাদের ও আমার মধ্যে আল্লাহই (শ্রেষ্ঠ) সাক্ষী। আর এই কোরান আমার কাছে পাঠানো হয়েছে যেন আমি তোমাদেরকে আর যার কাছে এ সৌচর্যে তাদেরকে এ দিয়ে সতর্ক করি। তোমরা কি এ—সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহর সঙ্গে অন্য কোনো উপাস্যও আছে?’

বলো, ‘আমি সে—সাক্ষ্য দিই না।’ বলো, ‘তিনি একমাত্র উপাস্য আর তোমরা যে (তাঁর) শরিক কর আমি তাতে নেই।’ — ৬ সুরা আনআম ১৯

দেখো, তারা নিজেরাই নিজেদের কেমন মিথ্যাবাদী প্রতিপন্থ করে এবং তারা যে মিথ্যা বানায় তা কীভাবে তাদের জন্য নিষ্কল হয়ে যায়।

আর তাদের মধ্যে কিছু লোক তোমার দিকে কান পেতে থাকে, কিন্তু আমি তাদের অস্তরের ওপর আবরণ দিয়েছি যেন তারা তা বুঝতে না পারে। আমি তাদেরকে বধির করেছি। আর তারা সমস্ত নির্দর্শন প্রত্যক্ষ করলেও তারা তাতে বিশ্঵াস করবে না, এমন কি তারা যখন তোমার কাছে উপস্থিত হয়ে তর্ক শুন্ন করে তখন অবিশ্বাসীরা বলে, ‘এ তো সেকালের উপকথা ছাড়া আর কিছুই নয়।’ আর তারা অন্যকে তা শুনতে বাধা দেয় ও নিজেরাও তা থেকে দূরে থাকে। আর তারা শুধু নিজেদেরই ক্ষতি করে, যদিও তারা তা বোঝে না।

তুমি যদি দেখতে পেতে যখন তাদেরকে আগুনের পাশে দাঁড় করানো হবে ও তারা বলবে ‘হায়! যদি আমরা ফিরে যেতে পারতাম তবে, আমরা আমাদের প্রতিপালকের নির্দর্শনকে মিথ্যা বলতাম না ও আমরা বিশ্বাসীদের অস্তর্ভুক্ত হতাম।’ না, পূর্বে তারা যা গোপন করত তা এখন তাদের কাছে প্রকাশ পেয়েছে আর তাদেরকে ফিরিয়ে নিয়ে গেলেও, যা করতে তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছিল আবার তারা তাই করত, আর তারাই মিথ্যাবাদী।

আর তারা বলে, ‘আমাদের পার্থিব জীবনই একমাত্র জীবন এবং আমাদেরকে আবার গুঠানো হবে না।’ তুমি যদি তাদেরকে দেখতে পেতে, যখন তাদের প্রতিপালকের সামনে দাঁড় করানো হবে ও তিনি বলবেন, ‘এই কি প্রকৃত সত্য নয়?’

তারা বলবে, ‘আমাদের প্রতিপালকের শপথ, নিশ্চয়ই সত্য।’ তিনি বলবেন, ‘তোমরা যে অবিশ্বাস করতে তার জন্য তোমরা এখন শাস্তি ভোগ করো।’ — ৬ সুরা আনআম ২৪-৩০

আমি জানি এরা যে-কথাবার্তা বলে তা নিশ্চয় তোমাকে কষ্ট দেয়, কিন্তু তারা কেবল তোমাকেই মিথ্যাবাদী বলে না, এই অত্যচারীরা আল্লাহর আয়াতকেও অঙ্গীকার করে। তোমার পূর্বেও অনেক রসূলকে মিথ্যাবাদী বলা হয়েছিল, কিন্তু তাদেরকে মিথ্যাবাদী বলা ও কষ্ট দেওয়া সঙ্গেও যে-পর্যন্ত না আমার সাহায্য তাদের কাছে পৌছেছিল তারা ধৈর্য ধরেছিল। আর আল্লাহর বাণী কেউ পরিবর্তন করতে পারবে না। রসূলদের কিছু খবর তো তোমার কাছে এসেছে। তাদের (কাফেরদের) মুখ ফিরিয়ে নেওয়াই যদি তোমার কাছে বড় মনে হয়, পারলে মাত্রির নিচে সুড়ঙ্গ ঝুঁড়ে বা আকাশে সিড়ি লাগিয়ে তাদের জন্য নির্দর্শন নিয়ে এসো। আল্লাহ ইচ্ছা করলে নিশ্চয় সকলকে এক সঙ্গে সৎপথে আনতেন। সুতরাং তুমি মূর্দের মতো হয়ো না। — ৬ সুরা আনআম : ৩৩-৩৫

তারা বলে, ‘তার প্রতিপালকের নিকট হতে তার কাছে কোনো নির্দর্শন অবরীণ হয়না কেন?’ বলো, ‘নির্দর্শন অবতারণ করতে নিশ্চয় আল্লাহ সক্ষম।’ কিন্তু তাদের অনেকেই (এ) জানে না। — ৬ সুরা আনআম : ৩৭

আমি তোমার পূর্বেও বহু জাতির কাছে রসূল পাঠিয়েছি, তারপর তাদের অর্থসংক্ষিট ও দৃঢ়খণ্ডন্য দিয়ে পীড়িত করেছি, যাতে তারা বিনোদ হয়। — ৬ সুরা আনআম : ৪২

বলো, ‘আমি তোমাদেরকে বলি না যে আমার কাছে আল্লাহর ধনভাণ্ডার আছে। অদশ্য সম্পর্কেও আমি জানি না। তোমাদের এ-ও বলি না যে, আমি ফেরেশ্তা। আমার প্রতি যা প্রত্যাদেশ হয় আমি শুধু তাই অনুসরণ করি।’

বলো, ‘অঙ্গ ও চক্ষুরান কি সমান? তোমরা কি চিঞ্চোভাবনা করো না?’

যারা ভয় করে যে তাদের প্রতিপালকের কাছে এমন অবস্থায় সমবেত করা হবে যে তিনি ছাড়া তাদের কোনো অভিভাবক বা সুপারিশকারী থাকবে না, (তাদেরকে) তুমি এ (কোরান) দিয়ে সতর্ক কর ; হয়তো তারা সাবধান হবে।

যারা তাদের প্রতিপালককে সকালে ও সন্ধ্যায় তাঁর সন্তুষ্টি লাভের জন্য ডাকে তাদেরকে তুমি তাড়িয়ে দিও না। তাদের কর্মের জ্বাবদিহির দায়িত্ব তোমার নয়, আর তোমার কোনো কর্মের জ্বাবদিহির দায়িত্ব তাদের নয় যে তুমি তাদের তাড়িয়ে দেবে, তাড়িয়ে দিলে তুমি সীমালঙ্ঘনকারীদের শামিল হবে। — ৬ সুরা আনআম : ৫০-৫২

যারা আমার নির্দর্শনে বিশ্বাস করে তারা যখন তোমার কাছে আসে তখন তাদেরকে তুমি বলো, ‘তোমাদের ওপর ‘শাস্তি বর্ষিত হোক।’ তোমাদের প্রতিপালক দয়া করাকে তাঁর কর্তব্য বলে স্থির করেছেন। তোমাদের মধ্যে কেউ অজ্ঞানতাবশত যদি খারাপ কাজ করে, তারপর তওবা করে ও নিজেকে সংশোধন করে তবে আল্লাহ তো ক্ষমাশীল পরম দয়ালু। — ৬ সুরা আনআম : ৫৪

বলো, ‘তোমরা আল্লাহ ছাড়া যাদের ডাকে তাদের উপাসনা করতে আমাকে নিষেধ করা হয়েছে।’ বলো, ‘আমি তোমাদের খেয়ালখুশির অনুসরণ করি না ; করলে, আমি বিপর্যগামী হব ও যারা সৎপথ পেয়েছে তাদের একজন হতে পারব না।’

বলো, ‘আমি আমার প্রতিপালকের স্পষ্ট প্রমাণের ওপর নির্ভর করি, অথচ তোমরা তা প্রত্যয্যন করেছ। তোমরা যা সত্ত্ব চাচ্ছ তা আমার কাছে নেই। কর্তৃত্ব তো আল্লাহরই। তিনি সত্য বয়ন করেন। আর তিনিই শ্রেষ্ঠ মীমাংসাকারী।’

বলো, ‘তোমরা যা সত্তর চাছ তা যদি আমার কাছে থাকত তবে আমার ও তোমাদের মধ্যকার বিরোধের তো মীমাংসা হয়ে যেত। আর আল্লাহ তো সীমালজ্ঞনকারীদের স্মরণে ভালো ক'রেই জানেন। তাঁরই কাছে রয়েছে অদ্শ্যের চাবি; তিনি ছাড়া আর কেউ তা জানে না। জলে-স্থলে যা-কিছু আছে তা তিনিই জানেন। তাঁর অজ্ঞাতসারে একটা পাতাও পড়ে না। মাটির অঙ্ককারে এমন কোনো শস্যকণা অঙ্কুরিত হয় না বা এমন কোনো রসাল ও শুক্র জিনিস যা কিতাবে সুস্পষ্টভাবে নেই।’ — ৬ সুরা আনআম : ৫৬-৫৯

তুমি যখন দেখ তারা আমার নির্দেশন নিয়ে নির্বাক আলোচনায় মেতে আছে তখন তুমি দূরে সরে যাবে যে-পর্যন্ত না তারা অন্য প্রসঙ্গে যোগ দেয়। আর শয়তান যদি তোমাকে ভুল করায় তবে যেয়াল ইওয়ার পরে সীমালজ্ঞনকারী সম্প্রদায়ের সঙ্গে বসবে না। ওদের কর্মের জ্ববাদিহির দায়িত্ব তাদের নয় যারা সাবধানতা অবলম্বন করে; তবে উপদেশ দেওয়া কর্তব্য যাতে ওরাও সাবধান হয়। যারা তাদের ধর্মকে ক্রীড়াকোতুকরূপে গ্রহণ করে আর পার্থিব জীবন যাদের প্রতারিত করে তুমি তাদের সঙ্গ বর্জন করো, আর এ (কোরান) দিয়ে তাদের উপদেশ দাও, যাতে কেউ নিজ কৃতকর্মের জন্য ধ্বংস না হয়, যখন আল্লাহ ছাড়া তার কোনো অভিভাবক ও সুপারিশকারী থাকবে না আর বিনিয়য়ে সব কিছু দিলেও তা নেওয়া হবে না। এরাই কৃতকর্মের জন্য ধ্বংস হবে, অবিশ্বাস করায় এদের জন্য রয়েছে অত্যন্ত গরম পানীয় ও নিদারণ শাস্তি। — ৬ সুরা আনআম : ৬৮-৭০

বলো, ‘আল্লাহ ছাড়া আমরা কি এমন কিছুকে ডাকব যা আমাদের কোনো উপকার যা অপকার করতে পারে না? আল্লাহ আমাদের সৎপথ প্রদর্শনের পর আমরা কি সেই ব্যক্তির মতো আগের অবস্থায় ফিরে যাব যাকে শয়তান পৃথিবীতে পথ ভুলিয়ে হয়রান করেছে, যদিও তার সহচরণ তাকে পথের দিকে ডাক দিয়ে বলে, ‘আমাদের কাছে এসো।’ বলো, ‘আল্লাহর পথই পথ। আর আমাদেরকে বিশুজ্জগতের প্রতিপালকের কাছে আত্মসমর্পণ করতে আদেশ করা হয়েছে। আর তোমরা নামাজ পড়ো ও তাঁকে ভয় করো। আর তাঁরই কাছে তোমাদেরকে সমবেত করা হবে।’ — ৬ সুরা আনআম : ৭১-৭২

এদেরকেই (রসূল ও নবিদেরকে) আল্লাহ সংপথে পরিচালিত করেছিলেন, সুতরাং তুমি তাদের পথ অনুসরণ কর। বলো, ‘এর জন্য আমি তোমাদের কাছে পারিশুমির্ক চাই না, এ তো শুধু বিশুজ্জগতের জন্য উপদেশ।’ — ৬ সুরা আনআম : ৯০

আর আমি এভাবে নির্দেশনগুলো বিভিন্ন প্রকারে বয়ান করি। ফলে, অবিশ্বাসীরা বলে, ‘তুমি এর পূর্ববর্তী কিতাব প’ড়ে বলছ।’ কিন্তু আমি তো জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য স্পষ্টভাবে বয়ান করি। তোমার প্রতিপালকের কাছ থেকে তোমার ওপর যা প্রত্যাদেশ হয় তুমি তারই অনুসরণ কর, তিনি ছাড়া অন্য কোনো উপাস্য নেই। আর অংশীবাদীদের থেকে দূরে থাকো। আর যদি আল্লাহ ইচ্ছা করতেন তবে তারা শরিক করত না। আর তাদের জন্য আমি তোমাকে রক্ষক নিযুক্ত করি নি, আর তুমি তাদের অভিভাবক নও। — ৬ সুরা আনআম : ১০৫-১০৭

(বলো,) ‘তবে কি আমি আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে সালিশ মানব? যখন তোমাদের জন্য তিনি সুস্পষ্ট কিতাব অবর্তীণ করেছেন?’ যাদেরকে কিতাব দিয়েছি তারা জানে এ তোমার প্রতিপালকের কাছ থেকে সত্যসহ অবর্তীণ হয়েছে। তাই যারা সন্দেহ করে তুমি

বলো, ‘তোমরা ভেবে দেখেছ কি, যদি এ আল্লাহর কাছ থেকে অবর্তীর হয়ে থাকে আর তোমরা এতে অবিশ্বাস করছ আর বনি-ইসরাইলের একজন সাক্ষী এর সত্যতা সম্পর্কে সাক্ষ্য দিয়ে বিশ্বাস স্থাপন করে আর তোমরা অহংকার করে যাও (তাহলে তোমাদের কী পরিণাম হবে) ? আল্লাহ তো সীমালভ্যনকারীদেরকে সৎপথে পরিচালনা করেন না।’ — ৪৬ সুরা আহকাফ : ৭-১০

অতএব তুমি ধৈর্য ধরো, যেমন ধৈর্য ধরেছিল দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রসূলগণ। ওদের বিষয়ে অধৈর্য হয়ে না। ওদের যে-বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে তা যেদিন ওরা প্রত্যক্ষ করবে সেদিন ওদের মনে হবে ওরা যেন এক দণ্ডেরও বেশি পৃথিবীতে থাকে নি। এ এক ঘোষণা, সত্যত্যাগী সম্প্রদায় ছাড়া কাউকে ধ্বংস করা হবে না। — ৪৬ সুরা আহকাফ : ৩৫

তোমরা আল্লাহর শরণাপন্ন হও। তাঁর পক্ষ থেকে আমি তোমাদের জন্য এক সতর্ককারী। তোমরা আল্লাহর সাথে কোনো উপাস্য স্থির কোরো না ; তাঁর পক্ষ থেকে আমি তোমাদের জন্য এক স্পষ্ট সতর্ককারী।

এভাবে এদের পূর্ববর্তীদের কাছে এমন কোনো রসূল আসে নি যাদেরকে না তারা বলেছিল, ‘তুমি হয় জাদুকর, নয় এক পাগল।’ তারা কি পরম্পরের কাছ থেকে এই উত্তরাধিকার পেয়ে আসেছে ? না, তারা এক দুবিনীত সম্প্রদায়। অতএব তুমি ওদেরকে উপেক্ষা করো, এর জন্য তোমার কোনো অপরাধ নেওয়া হবে না। তুমি স্মরণ করিয়ে দাও, কারণ স্মরণ করালে বিশ্বাসীদের উপকার হয়। — ৫১ সুরা জারিয়াত : ৫০-৫৫

অতএব তুমি উপদেশ দাও ; তুমি তো শুধু একজন উপদেষ্টা, ওদের কর্মের নিয়ন্তা নও। কেউ মুখ ফিরিয়ে নিলে ও অবিশ্বাস করলে আল্লাহ ওদেরকে মহাশান্তি দেবেন। ওদের প্রত্যাবর্তন আমারই কাছে। তারপর ওদের হিসাবনিকাশ আমারই কাজ। — ৮৮ সুরা গাশিয়া : ২১-২৬

প্রশংসা আল্লাহরই যিনি তাঁর দাসের প্রতি এ কিতাব অবর্তীর করেছেন ও এর মধ্যে তিনি কোনো অসংগতি রাখেন নি। তাঁর কঠিন শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করার জন্য একে সুপ্তিষ্ঠিত করেছেন, আর বিশ্বাসিগণ যারা সৎকর্ম করে তাদেরকে সুসংবাদ দেবার জন্য যে তাদের জন্য বড় ভালো পুরস্কার রয়েছে, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। আর তাদেরকে সতর্ক করার জন্য যারা বলে যে, আল্লাহ সন্তান গৃহণ করেছেন, এ-বিষয়ে তাদের কোনো জ্ঞান নেই ও তাদের পিত্তপুরুষদেরও ছিল না। উল্টট কথাই তাদের মুখ থেকে বের হয়, তারা কেবল মিথ্যাই বলে। তারা এই বাণীতে বিশ্বাস না করলে তাদের পেছনে ঘূরে ঘূরে হয়তো তুমি দুঃখে নিজেকে শেষ করে ফেলবে। — ১৮ সুরা কাহাফ : ১-৬

তুমি তোমার কাছে তোমার প্রতিপালক যে কিতাব পাঠিয়েছেন তার থেকে আবৃত্তি করো। তাঁর বাণী পরিবর্তন করার কেউ নেই। তুমি কখনোই তাঁকে ছাড়া অন্য কোনো আশ্বয় পাবে না। তুমি তাদের সঙ্গে থাকবে যারা সকাল-সন্ধ্যায় তাদের প্রতিপালককে ডাকে তাঁর সম্মুষ্টিলাভের আশায়, আর তাদের ওপর থেকে তুমি চোখ ফিরিয়ে নিয়ো না পার্থিব জীবনের শোভা কামনা ক’রে। আর যার হৃদয়কে আমি অমনোযোগী করেছি আমাকে স্মরণ করার ব্যাপারে, যে তার খেয়ালখুশির অনুসরণ করে আর যার কাজকর্ম সীমা ছাড়িয়ে যায় তাকে তুমি অনুসরণ কোরো না। বলো, ‘সত্য তোমাদের প্রতিপালকের

কাছ থেকে ; যার ইচ্ছা সে বিশ্বাস করুক আর যার ইচ্ছা সে অবিশ্বাস করুক। — ১৮ সুরা কাহাফ় : ২৭-২৯

... আমি ওদের অন্তরের ওপর আবরণ দিয়েছি যেন ওরা এ (কোরান) বুঝতে না পারে ও ওদেরকে বধির করেছি। তুমি ওদের সৎপথে ডাকলেও ওরা কখনও সৎপথে আসবে না। — ১৮ সুরা কাহাফ় : ৫৭

বলো, ‘আমার প্রতিপালকের কথা (লেখার জন্য) যদি সমুদ্র কালি হয়, তবে আমার প্রতিপালকের কথা শেষে হওয়ার পূর্বেই সমুদ্র নিঃশেষ হয়ে যাবে, এর সাহায্যার্থে এর মতো (আর একটি সমুদ্র) আনলেও।’

বলো, ‘আমি তোমাদের মতই একজন মানুষ ; আমার ওপর প্রত্যাদেশ হয় যে তোমাদের উপাস্যই একমাত্র আল্লাহ। সুতরাং যে তার প্রতিপালকের সাক্ষাৎ কামনা করে সে যেন সৎকর্ম করে ও তার প্রতিপালকের উপাসনায় কাউকেই শরিক না করে।’ — ১৮ সুরা কাহাফ় : ১০৯-১১০

তুমি ওদেরকে পথ প্রদর্শন করতে আগ্রহী হলেও আল্লাহ যাকে বিভাস্ত করেছেন তাকে তিনি সৎপথে পরিচালিত করবেন না ও ওদেরকে কেউই সাহায্য করবে না। — ১৬ সুরা নাহল : ৩৭

তোমার পূর্বে আমি প্রত্যাদেশসহ মানুষই পাঠিয়েছিলাম, তোমরা যদিনা জান তবে উপদেশপ্রাপ্ত সম্প্রদায়দেরকে (কিতাবিদেরকে) জিজ্ঞাসা করো। — ১৬ সুরা নাহল : ৪৩

যারা এ-বিষয়ে মতভেদ করে তাদেরকে স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেবার জন্য এবং বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য পথনির্দেশ ও দয়াস্বরূপ আমি তো তোমার ওপর কিতাব অবতীর্ণ করেছি। — ১৬ সুরা নাহল : ৬৪

তারপর ওরা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে তোমার কর্তব্য তো কেবল সুস্পষ্ট বাণী পৌছে দেওয়া। — ১৬ সুরা নাহল : ৮২

সেদিন আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য তাদেরই মধ্য থেকে তাদের বিষয়ে এক একজন সাক্ষী ওঠাব ও এদের বিষয়ে আমি তোমাকে সাক্ষী হিসাবে আনব। মুসলমানদের জন্য প্রত্যেক বিষয়ে স্পষ্ট ব্যাখ্যা হিসাবে পথের নির্দেশ, দয়া ও সুখবর হিসাবে তোমার ওপর আমি আজ কিতাব অবতীর্ণ করলাম। — ১৬ সুরা নাহল : ৮৯

আমি যখন এক আয়তের জ্যাগায় অন্য এক আয়ত উপস্থিত করি, তখন তারা বলে, ‘তুমি তো কেবল যিথ্যা বানাও।’ কিন্তু ওদের অনেকেই (তা) জানে না।

বলো, ‘তোমার প্রতিপালকের কাছ থেকে পবিত্র আত্মা [জিবরাইল] সত্যসহ এ নিয়ে এসেছে বিশ্বাসীদের শক্ত করার জন্য এবং মুসলমানদের জন্য পথনির্দেশ ও সুখবররূপে।’

আমি অবশ্যই জানি যে ওরা বলে, ‘তাকে (মুহাম্মদকে) শিক্ষা দেয় এক মানুষ।’ ওরা যার প্রতি ইঙ্গিত করে তার ভাষা তো অ-আরবি, কিন্তু এ তো পরিষ্কার আরবি ভাষা। — ১৬ সুরা নাহল : ১০১-১০৩

এখন আমি তোমার ওপর প্রত্যাদেশ করলাম, তুমি একনিষ্ঠ ইব্রাহিমের সমাজ অনুসরণ কর। ইব্রাহিম অংশীবাদীর মধ্যে ছিল না। — ১৬ সুরা নাহল : ১২৩

তুমি মানুষকে হিকমত ও সৎ উপদেশ দিয়ে তোমার প্রতিপালকের পথে ডাক দাও এ ওদের সাথে ভালোভাবে আলোচনা করো। তাঁর পথ ছেড়ে যে বিপথে যায় তার সম্বন্ধে তোমার প্রতিপালক ভালো করেই জানেন। আর যে সৎপথে আছে তাও তিনি ভালো করে জানেন।

যদি তোমরা শাস্তি দাও, তবে যতখানি অন্যায় তোমাদের প্রতি করা হয় ঠিক ততখানি শাস্তি দেবে ; অবশ্য ধৈর্য ধরাই ধৈর্যশীলদের জন্য ভাল। ধৈর্য ধর, তোমার ধৈর্য হবে আল্লাহরই সাহায্যে। ওদের আচরণে তুমি দুঃখ কোরো না আর ওদের ষড়যন্ত্রে তুমি মন-খারাপ কোরো না। কারণ, যারা সাবধানতা অবলম্বন করে ও যারা সৎকর্মপরায়ণ আল্লাহ অবশ্যই তাদের সঙ্গে আছেন। — ১৬ সুরা নাহল : ১২৫-১২৮

আলিফ-লাম-রা। এ কিতাব, আমি এ তোমার ওপর অবর্তীর্ণ করেছি যাতে তুমি মানবজাতিকে অন্ধকার থেকে আলোয় বের করে আনতে পার, তাদের প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে তাঁর পথে, যিনি শক্তিমান প্রশংসন্ত। — ১৪ সুরা ইব্রাহিম : ১

তুমি কখনও মনে কোরো না যে, সীমালভ্যনকারীরা যা করে সে-বিষয়ে আল্লাহ সচেতন নন, তবে তিনি ওদেরকে সেই দিন পর্যন্ত অবকাশ দেবেন যেদিন তাদের চক্ষ স্থির হবে। তারা গলা বাড়িয়ে ও মাথা সোজা করে ছুটাছুটি করবে ; নিজেদের দিকে ওদের দাঁচ থাকবে না আর ওদের হাদয় থালি হয়ে যাবে। যেদিন তাদের শাস্তি আসবে সেদিনের সম্বন্ধে তুমি মানুষকে সতর্ক কর।

তখন সীমালভ্যনকারীরা বলবে, ‘হে আমাদের প্রতিপালক ! আমাদেরকে কিছুকালের জন্য অবকাশ দাও, আমরা তোমার ডাকে সাড়া দেব ও রসূলদের অনুসরণ করব !’

তোমরা কি পূর্বে শপথ করে বলতে না যে, তোমাদের কোনো পরজীবন নেই ? যদিও তোমরা বাস করতে তাদের বাসভূমিতে যারা নিজেদের ওপর জুলুম করেছিল ও তাদের ওপর আমি কী করেছিলাম তাও তোমাদের ভালো করেই জানা ছিল ; আর তোমাদের কাছে আমি ওদের দৃষ্টান্তও উপস্থিত করেছিলাম। ওরা ভীষণ ষড়যন্ত্র করেছিল কিন্তু আল্লাহর কাছে ওদের চক্রান্ত জানা আছে, যদিও ওদের ষড়যন্ত্র এমন যে, পর্বতও যেন টলে যায়। তুমি কখনও মনে কোরো না, আল্লাহ তাঁর রসূলদেরকে দেওয়া প্রতিশ্রূতি ভঙ্গ করবেন। আল্লাহ তো পরাক্রমশালী ও দণ্ডবিধাতা। — ১৪ সুরা ইব্রাহিম : ৪৮-৪৭

মানুষের হিসাবনিকাশের সময় আসল, কিন্তু ওরা উদাসীনতায় মুখ ফিরিয়ে রয়েছে। যখনই ওদের কাছে ওদের প্রতিপালকের কোনো নতুন উপদেশ আসে ওরা তো হাসিঠাট্টা করতে করতে শোনে, তাদের ঘন সাড়া দেয় না। সীমালভ্যনকারীরা গোপনে পরামর্শ করে, ‘এতো তোমাদেরই মত একজন মানুষ, তবুও কি তোমরা দেখেশুনে জাদুর খঞ্জে পড়বে ?’

(রসূল) বলল, ‘আকাশ ও পৃথিবীর সমস্ত কথাই আমার প্রতিপালক জানেন, আর তিনি তো সবই জানেন।’ ওরা বলে, ‘অলীক স্বপ্ন ! না, সে এ বানিয়েছে। না, সে তো এক কবি। সুতরাং সে আমাদের কাছে এক নির্দশন আনুক যেমন নির্দশন দিয়ে পূর্বসূরীদের পাঠানো হয়েছিল।’ এদের পূর্বে যেসব জনপদ আমি ধ্বংস করেছি ওর অধিবাসীরা বিশ্বাস করত না ; তবে কি এরা বিশ্বাস করবে ? — ২১ সুরা আল্বিয়া : ১-৬

তোমার পূর্বে আমি প্রত্যাদেশ দিয়ে মানুষই পাঠিয়েছিলাম ; তোমরা যদি না জান তবে উপদেশপ্রাপ্ত সম্প্রদায়দেরকে জিজ্ঞাসা করো । আর আমি তাদের এমন দেহবিশ্লেষণ করি নি যে তাদের খাবার থেতে হতো না ; তারা চিরস্থায়ীও ছিল না । তারপর আমি তাদেরকে দেওয়া আমার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করলাম, আমি ওদেরকে ও যাদেরকে ইচ্ছা রক্ষা করেছিলাম এবং সীমালঞ্চনকারীদেরকে ধ্বংস করেছিলাম । আমি তোমাদের ওপর কিতাব অবর্তীর্ণ করেছি যার মধ্যে তোমাদের জন্য উপদেশ আছে, তবুও কি তোমরা বুঝবে না ? — ২১ সুরা আম্বিয়া : ৭-১০

‘আমি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, তাই আমার উপাসনা করো’ — এই প্রত্যাদেশ ছাড়া আমি তোমাদের পূর্বে কোনো রসূল পাঠাই নি । — ২১ সুরা আম্বিয়া : ২৫

আমি তোমার পূর্বেও কোনো মানুষকে অমরত্ব দান করি নি । সুতরাং তোমার মত্ত্য হলে ওরা কি চিরকাল বেঁচে থাকবে ? — ২১ সুরা আম্বিয়া : ৩৪

অবিশ্বাসীরা যখন তোমাকে দেখে তখন ওরা তোমাকে কেবল বিজ্ঞপ্তের পাত্ররূপেই গ্রহণ করে । ওরা বলে, ‘এ কি সে যে তোমাদের দেবদেবীদের সমালোচনা করে ?’ ওরাই তো করুণাময়ের কোনো উল্লেখ করলে বিরোধিতা করে । — ২১ সুরা আম্বিয়া : ৩৬

তোমার পূর্বেও বহু রসূলকে ঠাট্টাবিজ্ঞপ্ত করা হয়েছিল । শেষে তারা যা নিয়ে ঠাট্টাবিজ্ঞপ্ত করেছিল তা বিজ্ঞপ্তকারীদেরকেই ঘিরে ফেলেছিল । — ২১ সুরা আম্বিয়া : ৪১

বলো, “বাতিতে যা দিনে রহমান (করুণাময়) থেকে কে তোমাদেরকে রক্ষা করবে ?” তবুও ওরা ওদের প্রতিপালকের স্মৃতি হতে মুখ ফিরিয়ে নেয় । তবে কি আমি ছাড়া ওদের এমন দেবদেবী রয়েছে যারা ওদের রক্ষা করবে ? তারা তো নিজেদেরকেই সাহায্য করতে পারে না এবং আমার বিরুদ্ধে তাদেরকে কেউই সাহায্য করবে না । বরং আমি ওদেরকে ও ওদের পিতৃপুরুষদেরকে ভোগসম্ভাব দিয়েছিলাম এবং ওদের আয়ুক্ষালও হয়েছিল দীর্ঘ । ওরা কি দেখছেন যে আমি ওদের পৃথিবীকে চারদিক থেকে ছেট করে আনছি । তবুও কি ওরা বিজয়ী হবে ? — ২১ সুরা আম্বিয়া : ৪২-৪৪

বলো, ‘আমি তো কেবল প্রত্যাদেশ দিয়েই তোমাদেরকে সতর্ক করি !’ কিন্তু যারা বধির তাদের যখন সতর্ক করা হয় তারা সতর্কবাণী শোনে না ।

তোমার প্রতিপালকের শাস্তির লেশমাত্র তাদেরকে স্পর্শ করলে তারা বলে উঠবে, ‘হায় দুর্ভোগ আমাদের ! আমরা তো ছিলাম সীমালঞ্চনকারী !’ — ২১ সুরা আম্বিয়া : ৪৫-৪৬

আমি তোমাকে বিশ্বের জন্য আশীর্বাদ হিসাবে পাঠিয়েছি । বলো, ‘আমার ওপর প্রত্যাদেশ হয় যে তোমাদের উপাস্য একমাত্র আল্লাহ । সুতরাং তোমরা কি মুসলমান হবে [আত্মসমর্পণ করবে] ?’

যদি ওরা মুখ ফিরিয়ে নেয় তুমি বলো, ‘আমি তোমাদের সকলের কাছে এমনিভাবে ঘোষণা করছি, যদিও আমি জানি না, তোমাদের যে-প্রতিশ্রুতি হয়েছে তা আসন্ন না দূরে । তিনি তো জানেন তোমরা মুখে যা বলো ও যা লুকিয়ে রাখ । আমি জানি না, হয়তো এ তোমাদের জন্য এক পরীক্ষা, আর জীবনের উপভোগ তো কিছু কালের জন্য ।’

(রসূল) বলল, ‘হে আমার প্রতিপালক, তুমি ন্যায়ভাবে বিচার ক’রে দাও। আমাদের প্রতিপালক তো করুণাময়। তোমরা যেকথা বলছ, তাঁর জন্য তাঁরই সাহায্য নিতে হবে।’ — ২১ সূরা আল্বিয়া : ১০৭-১১২

তুমি অবশ্যই ওদের সরল পথে ডেকেছ। নিশ্চয় যারা পরলোকে বিশ্বাস করে না তারা সরল পথ থেকে স’বে গেছে। আমি ওদের দয়া করলেও আর ওদের দুঃখদৈন্য দূর করলেও ওরা অবাধ্যতায় বিভাস্তের ন্যায় ঘূরতে থাকবে। — ২৩ সূরা মুমিনুন : ৭৩-৭৫

বলো, ‘হে আমার প্রতিপালক ! তাদেরকে যে-প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে তা যদি তুমি আমাকে দেখাতে চাও, তবে আমাকে, হে আমার প্রতিপালক, সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়ের শামিল কোরো না।’

আমি তো তোমাকে তা নিশ্চয় দেখাতে পারি যার প্রতিশ্রুতি তাদেরকে হয়েছে। যা ভালো তা দিয়ে তুমি মন্দ কথার জবাব দাও, ওরা যা বলে সে সম্বন্ধে আমি ভালো করেই জানি।

বলো, ‘হে আমার প্রতিপালক ! আমি শয়তানের প্ররোচনা থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করি।’ বলো, ‘হে আমার প্রতিপালক, আমি ওদের উপস্থিতি থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করি।’ — ২৩ সূরা মুমিনুন : ১৩-১৮

আলিফ-লাম-মিম। বিশুজ্ঞতের প্রতিপালকের কাছ থেকে এ-কিতাব অবতীর্ণ এতে কোনো সন্দেহ নাই, কিন্তু ওরা বলে, ‘এ তো তার নিজের বানানো।’

না, এ-সত্য তোমার প্রতিপালকের কাছ থেকে এসেছে যাতে তুমি এমন এক সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পার যাদের কাছে তোমার পূর্বে কোনো সতর্ককারী আসে নি। হয়তো ওরা সংপথে চলবে। — ৩২ সূরা সিজদা : ১-৩

আমি তো মুসাকে কিতাব দিয়েছিলাম, অতএব তুমি তার কিতাব পাওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ কোরো না। আমি একে বনি-ইসরাইলের জন্য পথনির্দেশক করেছিলাম। — ৩২ সূরা সিজদা : ২৩

ওরা বলে, ‘তোমরা যদি সত্য বলো, তবে বলো এ মীমাংসা কবে হবে?’

বলো, ‘মীমাংসার দিনে অবিশ্বাসীদের বিশ্বাস তাদের কোনো কাজে আসবে না, আর তাদের অবকাশ দেওয়া হবে না।’ সুতরাং তুমি তাদের উপেক্ষা করো আর প্রতীক্ষা কর, তারাও প্রতীক্ষা করছে। — ৩২ সূরা সিজদা : ২৮-৩০

অতএব তুমি উপদেশ দিতে থাকো, তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহে তুমি ভবিষ্যদ্বন্দ্বা বা পাগল নও। ওরা কি বলে, ‘সে এক কবি, যার জন্য আমরা অনিচ্ছিত দৈবের (ম্যুর) প্রতীক্ষা করছি?’ বলো, ‘তোমরা প্রতীক্ষা কর, আমিও তোমাদের সঙ্গে প্রতীক্ষা করছি।’

তবে কি তাদের বুদ্ধি এ-ই করতে উস্কানি দেয়? না, তারা এক দুষ্ট সম্প্রদায়? ওরা কি বলে, ‘এ (কোরান) তার নিজের রচনা?’ না, তারা বিশ্বাস করে না। তারা যদি সত্যবাদী হয়, এর মতো কোনো রচনা নিয়ে আসুক-না।

তারা কি স্বষ্টাইন স্টি? না, তারা নিজেরাই স্বষ্টা? নাকি, তারা কি আকাশ ও পৃথিবী স্বষ্টি করেছে? তারা কি তোমার প্রতিপালকের ভাণ্ডারের অধিকারী বা তার সব কিছুর

নিয়ন্তা ? নাকি তাদের কি কোনো সিডি আছে যেখানে চড়ে তারা কান পেতে থাকে ? থাকলে, তাদের মধ্যকার যে-কোনো শ্রোতা নিয়ে আসুক সুস্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে আসুক ? তোমরা কি মনে করে তাঁর জন্যে কন্যা-সন্তান ও তাদের জন্য পুত্রসন্তান ?

তুমি কি তাদের কাছে কোনো পারিশৰ্মিক চাষ যে, তারা একে দুর্বই বোধা মনে করছে ?

অদৃশ্য কি তাদের অধিকারে যে তারা এ-সম্পর্কে লিখে রাখবে ?

নাকি তারা কোনো ষড়যন্ত্র করতে চায় ? অবিশ্বাসীরাই সেই ষড়যন্ত্রে জড়িয়ে পড়বে ।

আল্লাহ ছাড়া ওদের কোনো উপাস্য আছে কি ? যাকে তারা শরিক করে আল্লাহর মহিমা তো তার উর্ধ্বরে । আকাশের কোনো অংশে ভেঙে পড়তে দেখলে তারা বলবে, ‘এ তো এক পুঞ্জীভূত মেষ !’

ওদের উপেক্ষা করে চল সেই দিন পর্যন্ত যেদিন ওরা বজ্রাহত হবে । সেদিন কোনো ষড়যন্ত্রই কাজে আসবে না, আর ওদেরকে কেউ সাহায্যও করবে না । এ ছাড়া আরও শাস্তি রয়েছে সীমালংঘনকারীদের জন্য । কিন্তু তাদের অধিকাংশই তা জানে না ।

তোমার প্রতিপালকের নির্দেশের অপেক্ষায় ধৈর্য ধর । তুমি আমার চোখের সামনেই রয়েছ । তুমি যখন ঘূম থেকে উঠবে তখন তুমি তোমার প্রতিপালকের পবিত্র মহিমা ঘোষণা করবে । আর তার পবিত্রতা ঘোষণা করো রাত্রির কিছু অংশে, আর (রাত্রিশেষে) যখন তারারা পালিয়ে যায় ।’ — ৫২ সুরা তুর : ২৯-৪৯

ওরা তোমাকে জিজ্ঞাসা করে, ‘কিয়ামত কখন ঘটবে ?’ তোমার কী বলার আছে এ-ব্যাপারে ? এর চূড়ান্ত (সিদ্ধান্ত) তোমার প্রতিপালকের কাছে । তুমি তো একজন সতর্ককারী — তার জন্য যে একে ভয় করে । যেদিন ওরা এ প্রত্যক্ষ করবে (সেদিন তাদের মনে হবে) যেন তারা (পৃথিবীতে) কাটিয়েছিল মাত্র এক সন্দ্যা বা এক সকাল । — ৭৯ সুরা নাজিআত : ৪২-৪৬

না, আমি শপথ করি তার যা তোমরা দেখতে পাও, এবং তার যা তোমরা দেখতে পাও না । এ তো এক সম্মানিত বার্তাবাহকের মাধ্যমে পাঠ্যনো হয়েছে । এ কোনো কবির রচনা নয় । যদিও তোমরা অল্পই তা বিশ্বাস কর । এ কোনো জাদুকরের কথা নয় । যদিও তোমরা অল্পই সে-উপদেশ নাও । এ বিশুজ্জগতের প্রতিপালকের কাছ থেকে অবতীর্ণ ।

সে যদি কিছু বানিয়ে আমার নামে চালাতে চেষ্টা করত, আমি তাকে ডান হাতে পাকড়াও করতাম ও তার কঢ়শিরা কেটে দিতাম ; তোমাদের কেউই তাকে রঞ্চা করতে পারতে না । সাবধানিদের জন্য এ অবশ্যই এক উপদেশ । আর আমি জানি তোমাদের মধ্যে কেউ-কেউ মিথ্যা কথা বলে । নিশ্চয় তা দুঃখের কারণ হবে অবিশ্বাসীদের জন্য । এ তো সন্দেহাতীত সত্য । অতএব তুমি তোমার মহান প্রতিপালকের পবিত্র মহিমা ঘোষণা কর । — ৬৯ সুরা হাক্কা : ৩৮-৫৫

তুমি একনিষ্ঠভাবে নিজেকে ধর্মে প্রতিষ্ঠিত কর । তুমি আল্লাহর প্রকৃতির অনুসরণ কর, যে-প্রকৃতি অনুযায়ী তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন । আল্লাহর প্রকৃতির কোনো পরিবর্তন নেই । এ-ই সরল ধর্ম ; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না ।

বিশুদ্ধ চিত্তে তাঁর দিকে মুখ ফিরাও, তাঁকে ভয় করো, নামাজ কায়েম করো এবং অঙ্গীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না, যারা ধর্ম সম্বন্ধে নানা মতের সৃষ্টি করেছে ও বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়েছে। প্রত্যেক দলই তাদের নিজ নিজ মতবাদ নিয়ে সন্তুষ্ট। — ৩০ সুরা রাম ৪: ৩০-৩২

আমি তোমার পূর্বে অন্যান্য রসূলকে পাঠিয়েছিলাম তাদের নিজ নিজ সম্প্রদায়ের কাছে। তারা তাদের জন্য সুস্পষ্ট নির্দশন এনেছিল। তারপর আমি অপরাধীদেরকে শান্তি দিয়েছিলাম। আর বিশ্বাসীদেরকে সাহায্য করা আমার দায়িত্ব। — ৩০ সুরা রাম ৪: ৪৭

... তুমি যদি ওদের কাছে কোনো নির্দশনও হাজির কর অবিশ্বাসীরা অবশ্যই বলবে ; ‘তোমরা মিথ্যার আশ্রয় নিছ! ’ যদের জ্ঞান নেই আল্লাহ্ তাদের হাদয় এভাবে ঘোহর ক’রে দেন। অতএব, ধৈর্য ধর, আল্লাহ’র প্রতিক্রিতি সত্য। যারা দৃঢ় বিশ্বাসী নয় তারা যেন তোমাকে বিচলিত করতে না পারে। — ৩০ সুরা রাম ৪: ৫৮-৬০

তোমার প্রতি প্রত্যাদিষ্ট কিতাব থেকে তুমি আব্স্তি কর ও নামাজ কায়েম কর। অবশ্যই নামাজ অশ্লীল ও অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে। আল্লাহ’র স্মরণই সব চেয়ে বড়। তোমরা যা কর, আল্লাহ্ তা জানেন।

তোমরা কিতাবিদের সঙ্গে তকবিতক করবে, কিন্তু সৌজন্যের সাথে, তবে যারা ওদের মধ্যে সীমালঙ্ঘন করে তাদের সাথে নয়। আর বলো, ‘আমাদের ওপর ও তোমাদের ওপর যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে আমরা বিশ্বাস করি। আর আমাদের উপাস্য ও তোমাদের উপাস্য তো একই, আর তাঁরই কাছে আমরা আত্মসম্পর্ণ করি। ’

আর এ ভাবেই আমি তোমার ওপর কিতাব অবতীর্ণ করেছি। আর যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছিলাম তারা এতে বিশ্বাস করে, আর এদেরও (আরবদেরও) কেউ-কেউ এতে বিশ্বাস করে। কেবল অবিশ্বাসীরাই আমার নির্দশনগুলোকে অঙ্গীকার করে না।

তুমি এর পূর্বে কোনো কিতাব পড় নি বা নিজহাতে কোনো কিতাব লেখ নি যে, মিথ্যাবাদীরা সন্দেহ করবে। না, যদের জ্ঞান দেওয়া হয়েছে তাদের অন্তরে এ স্পষ্ট নির্দশন। সীমালঙ্ঘনকারী ছাড়া কেউ আমার নির্দশনকে অঙ্গীকার করে না।

ওরা বলো, ‘তার প্রতিপালকের কাছে হতে তার কাছে নির্দশন পাঠানো হয় না কেন?’ বলো, ‘নির্দশন আল্লাহ’র নিয়ন্ত্রণে, আর আমি তো এক স্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র। ’

এ কি তাদের জন্য যথেষ্ট নয় যে-কিতাব তাদের কাছে আব্স্তি করা হয় আমিই তা পাঠিয়েছি তোমার কাছে? এতে অবশ্যই বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য অনুগ্রহ ও উপদেশ রয়েছে।

বলো, ‘আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী হিসাবে আল্লাহ’ই যথেষ্ট। আকাশ ও পৃথিবীতে যা-কিছু আছে তিনি জানেন। আর তারাই ক্ষতিগ্রস্ত যারা অসত্যে বিশ্বাস করে ও আল্লাহ’কে অঙ্গীকার করে। ’

আর তারা তোমাকে শান্তি এগিয়ে আনতে বলে। শান্তির সময় নির্ধারিত না থাকলে কখন ওদের ওপর শান্তি এসে পড়ত! শীঘ্ৰই তা এসে পড়বে তাদের ওপর, তারা বুঝতেই পারবে না। ওরা তোমাকে শান্তি এগিয়ে আনতে বলে। জাহানাম তো অবিশ্বাসীদেরকে ঘিরে ফিলবেই।

সেদিন শাস্তি ওদের গ্রাস করবে ওপর ও নিচ থেকে, আর তিনি (আল্লাহ) বলবেন, ‘তোমরা যা করতে তার স্বাদ নাও।’ — ২৯ সুরা আনকাবুতঃ ৪৫-৫৫

ওরা তোমার যে-জনপদ থেকে তোমাকে তাড়িয়ে দিয়েছে তার চেয়ে শক্তিশালী জনপদ আমি ধ্রংস করেছিলাম আর তখন ওদেরকে সাহায্য করার কেউ ছিল না। — ৪৭ সুরা মুহাম্মদঃ ১৩

যারা অবিশ্বাস করেছে তুমি তাদের সতর্ক কর বা না-কর তাদের পক্ষে উভয়ই সমান, তারা বিশ্বাস করবে না। — ২ সুরা বাকারাঃ ৬

আমি আমার দাসের প্রতি যা অবতীর্ণ করেছি তাতে তোমাদের কোনো সন্দেহ থাকলে তোমরা তার মতো কোনো সুরা আন। আর তোমরা যদি সত্য বল, আল্লাহ্ ছাড়া তোমাদের সব সাক্ষীকে ডাক। যদি না কর, আর তা কখনও করতে পারবে না, তবে সেই আগনুকে ত্য কর যার ইন্দ্রন হবে মানুষ ও পাথর, অবিশ্বাসীদের জন্য যা প্রস্তুত রয়েছে। — ২ সুরা বাকারাঃ ২৩-২৪

... তবে কি যখনই কোনো রসূল এমন কিছু এনেছে যা তোমাদের মনের মতো হয় নি তখনই তোমরা অহংকার করেছ, আর কাউকে মিথ্যাবাদী বলেছ ও কাউকে হত্যা করেছ।

তারা বলেছিল, ‘আমাদের হাদয় তো আচ্ছাদিত।’ না, অবিশ্বাসের জন্য আল্লাহ্ তাদের অভিশাপ দিয়েছেন; তাই তারা অল্পই বিশ্বাস করে।

তাদের কাছে যা আছে তার সমর্থনে আল্লাহর কাছ হতে কিতাব এল। যদিও পূর্বে এর সাহায্যে তারা অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে বিজয় প্রার্থনা করত তবুও তারা যা জানতো তা যখন তাদের কাছে এল তখন তা তারা অবিশ্বাস করল। তাই অবিশ্বাসীদের ওপর আল্লাহর অভিশাপ। তা কি খারাপ যার বিনিময়ে তারা তাদের আত্মাকে বিক্রি করে? তা এই যে, আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন তাকে তারা প্রত্যাখ্যান করে শুধু এই সৈর্বায় যে, আল্লাহ্ তাঁর দাসদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা অনুগ্রহ করেন। এইভাবে তারা অর্জন করল গজবের ওপর গজব। অবিশ্বাসীদের ওপর রয়েছে অপমানকর শাস্তি।

আর যখন তাদের বলা হয়, ‘আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন, তাতে বিশ্বাস করো’, তারা বলে, ‘আমাদের ওপর যা অবতীর্ণ হয়েছে আমরা তাতে বিশ্বাস করি।’ তা ছাড়া সবকিছুই তারা প্রত্যাখ্যান করে, যদিও তা সত্য ও যা তাদের কাছে আছে তা তার সমর্থক।

বলো, ‘তোমরা যদি বিশ্বাসীই হবে তবে কেন অতীতে নবিদেরকে খুন করেছিলে? ২ সুরা বাকারাঃ ৮৭-৯১

... বলো, ‘যদি তোমরা বিশ্বাসী হও তবে তোমাদের বিশ্বাস যা নির্দেশ দেয় তা কত খারাপ!'

বলো, ‘যদি আল্লাহর কাছে পরকালের বাসস্থান অন্যদেরকে বাদ দিয়ে শুধু তোমাদের জন্যই হয়, তবে যদি সত্য কথা বলো, তোমাদের মত্যু কামনা করা উচিত।’ কিন্তু তারা তাদের কৃতকর্মের জন্য কখনও তা চাইবে না। আর আল্লাহ্ তো সীমালভ্যনকারীদেরকে জানেনই। সব মানুষের চেয়ে, এমন কি যারা শরিক করে তাদের চেয়েও, তোমরা দেখবে, জীবনের ওপর তাদের লোভ বেশি। তারা প্রত্যেকে হাজার বছর বেঁচে থাকতে চায়, কিন্তু দীর্ঘ

তাদের শামিল হয়ে না। আর সত্য ও ন্যায়ের ক্ষেত্রে তোমার প্রতিপালকের বাণী সম্পূর্ণ ও তাঁর কথা পরিবর্তন করার কেউ নেই। তিনি সব শোনেন সব জানেন।

আর যদি তুমি পৃথিবীর অধিকাংশ লোকের কথামতো চল তবে তারা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্ছুত করবে। তারা তো কেবল অনুমানের অনুসরণ করে। আর তারা মিথ্যাই বলে। কে তাঁর পথ ছেড়ে বিপথে যায় তা তোমার প্রতিপালক ভালো করেই জানেন। আর কে সংপথে আছে তাও তিনি ভালো করে জানেন। — ৬ সুরা আনআম : ১১৪-১১৭

... অনেকে অজ্ঞানতাবশত নিজেদের খেয়ালখুশির দ্বারা অন্যকে বিপথগামী করে। তোমার প্রতিপালক সীমালভ্যনকারীদের সম্বন্ধে ভালো করেই জানেন। — ৬ সুরা আনআম : ১১৯

তোমাদের নিকট যা ঘোষণা করা হচ্ছে তা বাস্তবায়িত হবেই। তোমরা তা ব্যর্থ করতে পারবে না। বলো, ‘হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা যা করছ তা করতে থাক, আমিও আমার কাজ করছি। তোমরা শীত্রই জনতে পারবে, কার পরিগাম ভালো। আর সীমালভ্যনকারীরা কখনও সফল হবে না।’ — ৬ সুরা আনআম : ১৩৪-১৩৫

তারপর যদি তারা তোমাকে মিথ্যাবাদী বলে প্রত্যাখ্যান করে তবে বলো, ‘তোমাদের প্রতিপালক অসীম দয়ার অধিকারী, আর তাঁর শাস্তি অপরাধী সম্প্রদায়ের ওপর হতে রদ করা হয়না।’ — ৬ সুরা আনআম : ১৪৭

বলো, ‘চূড়ান্ত প্রমাণ তো আল্লাহরই। তিনি যদি ইচ্ছা করতেন তোমাদের সকলকে তিনি সংপথে পরিচালিত করতেন।’ — ৬ সুরা আনআম : ১৪৯

অবশ্য যারা ধর্ম সম্বন্ধে নানা মতের সৃষ্টি করেছে ও বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়েছে তাদের কোনো কাজের দায়িত্ব তোমার নেই, তাদের বিষয় আল্লাহর এখতিয়ারে। আল্লাহ তাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে তাদেরকে জানিয়ে দেবেন। — ৬ সুরা আনআম : ১৫৯

বলো, ‘নিশ্চয় আমার প্রতিপালক আমাকে পরিচালিত করেছেন সরল পথে, সুপ্রতিষ্ঠিত ধর্মে — একনিষ্ঠ ইব্রাহিমের সমাজে। আর সে তো অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।’

বলো, ‘আমার নামাজ, আমার উপাসনা, আমার জীবন ও আমার মৃত্যু বিশ্বের প্রতিপালক আল্লাহরই উদ্দেশে। তাঁর কোনো শরিক নেই, আর আমাকে এ ব্যাপারেই তো আদেশ করা হয়েছে যেন মুসলমানদের [আত্মসমর্পণকারীদের] মধ্যে আমি অগ্রণী হই।’

বলো, ‘আমি কি আল্লাহকে ছেড়ে অন্য কোনো প্রতিপালক খুঁজব, যখন তিনি সব কিছুর প্রতিপালক? প্রত্যেকেই নিজের কাজের জন্য দায়ী, আর কেউ অন্য কারণে ভার বইবে না। তারপর তোমাদের প্রতিপালকের কাছেই তোমাদের প্রত্যাবর্তন। তারপর যে-বিষয়ে তোমরা মতভেদ ঘটিয়েছিলে তা তিনি তোমাদের জানিয়ে দেবেন।’

তিনিই তোমাদের পৃথিবীতে খলিফা [প্রতিনিধি] করেছেন। আর তিনি তোমাদের যা দিয়েছেন তা দিয়ে পরীক্ষা করার জন্য তোমাদের কাউকে অন্যের ওপর র্যাদায় বড় করেছেন। তোমার প্রতিপালকের শাস্তি দিতে সময় লাগে না। আবার তিনি তো ক্ষমা করেন, করুণা করেন। — ৬ সুরা আনআম : ১৬১-১৬৫

ওদের কাছে ‘আল্লাহ্ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই’ বলা হলে ওরা অহংকারে তা অগ্রাহ্য করত। আর বলত, ‘আমরা কি এক পাগল কবির কথায় আমাদের উপাস্যদেরকে বাদ দেব?’ না, সে (মুহাম্মদ) তো সত্য নিয়ে এসেছিল আর সব রসূলকে সত্য বলে স্বীকার করেছিল। তোমরা অবশ্যই মারাত্মক শাস্তি ভোগ করবে, আর তারই শাস্তি ভোগ করবে তোমরা যা করতে, তবে যারা আল্লাহর বিশুদ্ধচিত্ত দাস তারা নয়। — ৩৭ সুরা সাফ্ফাত : ৩৫-৪০

অবিশ্বাসীরা বলত, ‘পূর্ববর্তীদের কিতাবের মতো যদি আমাদের কোনো কিতাব থাকতো, আমরা তো আল্লাহর একনিষ্ঠ দাস হতাম।’ অথচ ওরা কোরানকে প্রত্যাখ্যান করল; আর শীত্রই ওরা এর পরিগাম জানতে পারবে।

আমার প্রেরিত দাসদের সম্পর্কে আমার এ প্রতিশ্রূতি সত্য হয়েছে যে, তাদেরকে সাহায্য করা হবে, আর আমার বাহিনীই বিজয়ী হবে। অতএব কিছুকালের জন্য তুমি ওদেরকে উপেক্ষা কর। তুমি ওদেরকে লক্ষ কর, শীত্রই ওরা অবিশ্বাসের পরিগাম প্রত্যক্ষ করবে।

ওরা কি তবে আমার শাস্তি এগিয়ে আনতে চায়? যাদেরকে সতর্ক করা হয়েছিল তাদের আভিনায় যখন শাস্তি নেবে আসবে তখন ওদের জন্য কী খারাপ সকাল হবে সেটা!

অতএব কিছুকালের জন্য তুমি ওদেরকে উপেক্ষা করো আর ওদেরকে লক্ষ করো, শীত্রই ওরা অবিশ্বাসের পরিগাম প্রত্যক্ষ করবে। ওরা যা আরোপ করে তার থেকে তোমার প্রতিপালক পবিত্র ও মহান, যিনি সকল ক্ষমতার অধিকারী।

আর রসূলদের ওপর শাস্তি বর্ষিত হোক! আর প্রশংসা বিশুজ্জগতের প্রতিপালক আল্লাহর প্রাপ্য। — ৩৭ সুরা সাফ্ফাত : ১৬৭-১৮২

কেউ অবিশ্বাস করলে তা যেন তোমাকে কষ্ট না দেয়। আমারই কাছে ওরা ফিরবে। তারপর, ওরা যা করত আমি ওদেরকে (তা) জানাব। (ওদের) অন্তরে যা রয়েছে সে—সম্বন্ধে আল্লাহ ভালোভাবেই জানেন। আমি অল্পকালের জন্য ওদেরকে জীবনের উপকরণ ভোগ করতে দেব। তারপর ওদেরকে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে বাধ্য করব।

তুমি যদি ওদেরকে জিজ্ঞাসা করো, ‘আকাশ ও পৃথিবী কে সৃষ্টি করেছেন?’

ওরা নিশ্চয় বলবে, ‘আল্লাহ্।’

বলো, ‘প্রশংসা আল্লাহরই!’ কিন্তু ওদের অধিকাংশই তা জানে না। — ৩১ সুরা লুক্মান : ২৩-২৫

বলো, ‘আল্লাহর পরিবর্তে তোমরা যাদেরকে উপাস্য মনে করতে, তোমরা তাদেরকে ডাকো। ওরা আকাশ ও পৃথিবীতে অনুপরিমাণও কিছুর মালিক নয়, এবং এতে ওদের কোনো অংশও নেই, আর ওরা আল্লাহর কাজে সাহায্যও করে না।’

যাকে অনুমতি দেওয়া হয় সে ছাড়া আল্লাহর কাছে কারও সুপারিশ ফল দেবে না। যখন ওদের অন্তর থেকে ভয় দূর হবে তখন ওরা পরম্পরাকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে, ‘তোমাদের প্রতিপালক কী হৃকুম করেছেন?’

তার উত্তরে তারা বলবে, ‘যা সত্য তিনি তা—ই বলেছেন। তিনি সুউচ্চ মহান।’

বলো, ‘আকাশ ও পৃথিবী থেকে কে তোমাদেরকে জীবিকা সরবরাহ করে?’

বলো, 'আল্লাহ! হয় আমরা সৎপথে আছি আর তোমরা স্পষ্ট বিপথে আছ, না হয় তোমরা সৎপথে আছ আর আমরা স্পষ্ট বিপথে আছি।'

বলো, 'আমাদের অপরাধের জন্য তোমাদের জবাবদিহি করতে হবে না, আর তোমরা যা কর সে সম্পর্কে আমাদেরও জবাবদিহি করতে হবে না।'

বলো, 'আমাদের প্রতিপালক আমাদের সকলকে একত্র করবেন, তারপর তিনি আমাদের মধ্যে সঠিক ঘীমাংসা করে দেবেন; তিনিই শ্রেষ্ঠ বিচারক, সর্বজ্ঞ।'

বলো, 'তোমরা যাকে আল্লাহর শরিক ঠিক করেছ, তাদেরকে আমাকে দেখাও।' বরং তাঁর কোনো শরিক নেই, আল্লাহ তো শক্তিমান, তত্ত্বজ্ঞানী। — ৩৪ সূরা সাবা : ২২-২৭

(হে মুহাম্মদ!) আমি তো তোমাকে সমগ্র মানবজাতির জন্য সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী করে পাঠিয়েছি, কিন্তু বেশির ভাগ মনুষ তা বোঝে না। তারা জিজ্ঞাসা করে, 'তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে এই প্রতিশ্রুতি কখন পালন করা হবে?'

বলো, 'তোমাদের জন্য আছে এক নির্ধারিত সময় যা তোমরা এক মুহূর্তও পিছিয়ে দিতে পারবে না; এগিয়েও আনতে পারবে না।' — ৩৪ সূরা সাবা : ২৮-৩০

এদের কাছে যখন আমার স্পষ্ট আয়ত আব্দ্বি করা হয় তখন এরা বলে, 'এ—লোকই তো তোমাদের পূর্বপুরুষ যার উপাসনা করত তার উপাসনায় তোমাদেরকে বাধা দিতে চায়।' ওরা আরও বলে, 'এ তো মিথ্যা বানানো ছাড়া কিছু নয়।' অবিশ্বাসীদের কাছে যখন সত্য আসে তখন ওরা বলে, 'এ তো স্পষ্ট জানু।'

আমি আগে এদেরকে কোনো কিতাব দিইনি যা এরা পড়তে পারে আর তোমার পূর্বে এদের কাছে কোনো সতর্ককারীও পাঠাই নি। এদের পূর্ববর্তীরাও মিথ্যা আরোপ করেছিল। ওদেরকে আমি যা দিয়েছিলাম এরা (মুক্তবাসীরা) তার দশ তাগের এক তাগও পায় নি, তবুও ওরা আমার রসূলদেরকে মিথ্যবাদী বলেছিল। তাই আমার শাস্তি বড় ভয়ৎকর হয়েছিল। — ৩৪ সূরা সাবা : ৪৩-৪৫

বলো, 'আমি তোমাদেরকে শুধু একটি বিষয়ে উপদেশ দিই, তোমরা আল্লাহর সামনে দুঃজন করে বা একা একা দাঁড়াও আর ভেবে দেখো, তোমাদের সঙ্গী তো পাগল নয়। সে আসন্ন কঠিন শাস্তি সম্পর্কে তোমাদের জন্য এক সতর্ককারী মাত্র।'

বলো, 'আমি তোমাদের কাছে যে—পুরস্কার চাই সে তোমাদের জন্য। আমার পুরস্কার রয়েছে আল্লাহর কাছেই আর তিনি সব বিষয়েরই সাক্ষী।'

বলো, 'আমার প্রতিপালক সত্য নিক্ষেপ করেন (অসত্যের বিরুদ্ধে)। তিনি অদ্যের পরিষ্কার।'

বলো, 'সত্য এসেছে আর অসত্য (নতুন) কিছুই সৃষ্টি করে না বা (পুরাতন) কিছু ফিরিয়েও আনে না।'

বলো, 'আমি যদি বিভ্রান্ত হই, তবে বিভ্রান্তির পরিণাম আমারই। আর যদি আমি সৎপথে থাকি তবে তা এজন্য যে, আমার প্রতিপালক আমার কাছে প্রত্যাদেশ পাঠিয়েছেন। তিনি সব শোনেন, আর তিনি কাছেই আছেন।'

তুমি যদি ওদের দেখতে, যখন ওরা ভয়ে বিস্তুল হয়ে পড়বে, পালাবার পথ পাবে না আর নিকটবর্তী স্থানেই ধরা পড়বে ! তখন ওরা বলবে, ‘আমরা এখন (সত্তে) বিশ্বাস করি।’ কিন্তু এত দূর থেকে কেমন করে তা পারবে, যখন ওরা এর আগে তা অবিশ্বাস করেছিল ও দূর হতে অদৃশ্য লক্ষ্য করে ছুঁতো (নানা বাক্যবাণ)। ওদের ও ওদের কামনা-বাসনার মধ্যে তেমনি ব্যবধান রয়েছে যেমন ছিল ওদের পূর্ববর্তীদের বেলায়। ওরা ছিল বিভ্রান্তিকর সন্দেহের মধ্যে। — ৩৪ সুরা : ৪৬-৫৪

বলো, ‘হে বিশ্বাসী দাসগণ ! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় করো। যারা এ পৃথিবীতে ভালো কাজ করে তাদের জন্য রয়েছে কল্যাণ। আল্লাহর পৃথিবী প্রশংসন। হৈফলদেরকে তো অশেষ পুরস্কার দেওয়া হবে।’

বলো, ‘আমি আমাকে আদেশ করা হয়েছে আল্লাহর আনুগত্যে একনিষ্ঠ হয়ে তাঁর দাসত্ব করতে। আদেশ করা হয়েছে আমি যেন আত্মসমর্পণকারীদের মধ্যে অগ্রণী হই।’

বলো, ‘আমি আমার প্রতিপালকের অবাধ্য হলে আমি ভয় করি মহাদিনের শাস্তির।’

বলো, ‘আমি আল্লাহর আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্তে তাঁরই দাসত্ব করি। অতএব তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যার ইচ্ছা দাসত্ব কর।’

বলো, ‘কিয়ামতের দিন তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে যারা নিজেদের ও নিজেদের পরিজনবর্গের ক্ষতি সাধন করে। জেনে রাখো, এ-ই স্পষ্ট ক্ষতি।’ — ৩৯ সুরা জুমার : ১০-১৫

যার ওপর দণ্ডাদেশ অবধারিত হয়েছে, তুমি কি যে আগুন আছে তাকে রক্ষা করতে পারবে ? — ৩৯ সুরা জুমার : ১৯

তোমার মতৃ হবে, এবং তাদেরও। তারপর কিয়ামতের দিনে তোমরা নিজেদের মধ্যে, তোমাদের প্রতিপালকের সামনে, তর্কাত্তর্কি করবে। — ৩৯ সুরা জুমার : ৩০-৩১

আল্লাহ কি তাঁর দাসের জন্য যথেষ্ট নয় ? অথচ তারা তোমাকে আল্লাহর পরিবর্তে অপরের ভয় দেখায়। আল্লাহ যাকে বিভ্রান্ত করেন তার জন্যে কোনো পথপ্রদর্শক নেই। আর যাকে আল্লাহ পথ নির্দেশ করেন তাকে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারবে না। আল্লাহ কি শক্তিমান, শাস্তিদাতা নন ?

তুমি যদি ওদেরকে জিজ্ঞাস কর, ‘কে আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছে ?’, ওরা নিচ্য বলবে, ‘আল্লাহ।’

বলো, ‘তোমরা কি ভেবে দেখেছ, আল্লাহ আমার মন্দ করলে তোমরা তাঁর পরিবর্তে যাদেরকে ডাকো তারা কি সে-মন্দ দূর করতে পারবে ? বা তিনি আমার ওপর অনুগ্রহ করতে চাইলে তারা সে-অনুগ্রহকে বাধা দিতে পারবে ?’ বলো, ‘আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। যারা নির্ভর করতে চায় তারা আল্লাহরই ওপর নির্ভর করুক।’ বলো, ‘হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা যা করছো করো, আমিও আমার কাজ করি। শীঘ্ৰই জানতে পারবে কার ওপর আসবে অপমানকর শাস্তি আর কার ওপর আসবে স্থায়ী শাস্তি।’ আমি তোমার কাছে সত্যসহ কিতাব পাঠিয়েছি মানুষের জন্য। তারপর যে সংপত্তি চলবে সে তো নিজের ভালোর জন্যই তা করবে, আর যে বিপথে যাবে সে তো বিপথগামী হবে নিজেরই ধৰ্মসহের জন্য। আর তুমি তো ওদের তত্ত্বাবধায়ক নও !’ — ৩৯ সুরা জুমার : ৩৬-৪১

তবে কি ওরা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকে সুপারিশ করার জন্য ধরেছে? বলো, ‘ওদের কোনো ক্ষমতা না থাকলেও, আর ওরা না বুঝলেও?’ বলো, ‘সব সুপারিশ আল্লাহরই এখতিয়ারে। আকাশ ও পথিবীর সার্বভৌমত্ব আল্লাহরই। তারপর তাঁরই কাছে তোমাদেরকে ফিরিয়ে আনা হবে।’ — ৩৯ সূরা জুমাৰ : ৪৩-৪৪

বলো, ‘হে মূর্খেরা! তোমরা কি আল্লাহ্ ভিন্ন অন্যের দাসত্ব করতে বলছ?’ তোমার প্রতি ও তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি অবশ্যই প্রত্যাদেশ এসেছে, ‘আল্লাহ্ র শরিক করলে তোমার কর্ম হবে নিষ্কল ও তুমি হবে ক্ষতিগ্রস্তদের একজন। অতএব তুমি আল্লাহ্ র দাসত্ব কর ও কৃতজ্ঞদের অস্তর্ভুক্ত হও।’ — ৩৯ সূরা জুমাৰ : ৬৪-৬৬

ওরা বলে, ‘তুমি যার দিকে আমাদেরকে ডাকছ সে—সম্পর্কে আমাদের হাদয় আবৃত, কর্ণ বন্ধ আর তোমার ও আমাদের মধ্যে এক পরদা রয়েছে। সুতরাং তুমি তোমার কাজ করো এবং আমরা আমাদের কাজ করি।’

বলো, ‘আমি তো তোমাদের মতই একজন মানুষ। আমার ওপর প্রত্যাদেশ হয়েছে যে তোমাদের উপাস্য একমাত্র আল্লাহ্। তাই তাঁরই পথ অবলম্বন করো তাঁরই কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো।’ দুর্ভেগ অংশীবাদীদের জন্য যারা জাকাত দেয় না ও পরকালে বিশ্বাস করে না। — ৪১ সূরা হা�-মিম-সিজ্দা : ৫-৭

তোমার সম্বন্ধে তা-ই বলা হয় যা বলা হত তোমার পূর্বসূরী রসূলদের সম্বন্ধে। তোমার প্রতিপালক নিক্ষয় ক্ষমাশীল, আবার কঠিন শাস্তিদাতাও। — ৪১ সূরা হা�-মিম-সিজ্দা : ৪৩

কেবল অবিশ্বাসীয়ারাই আল্লাহ্ র নির্দর্শন সম্বন্ধে তর্ক করে, তাই দেশে—দেশে তাদের অবাধ বিচরণ মেন তোমাকে বিভ্রান্ত না করে। — ৪০ সূরা মুমিন : ৪

অতএব তুমি ধৈর্য ধরো, আল্লাহ্ র প্রতিশ্রুতি সত্য। তুমি তোমার পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা ও সকাল—সন্ধ্যায় তোমার প্রতিপালকের পরিত্র মহিমা ঘোষণা করো। — ৪০ সূরা মুমিন : ৫৫

বলো, ‘আমার প্রতিপালকের কাছ থেকে আমার কাছে স্পষ্ট নির্দর্শন আসার পর তোমরা আল্লাহ্ ছাড়া যাকে ডাকো তার উপাসনা করতে আমাকে নিষেধ করা হয়েছে। আর আমাকে আদেশ করা হয়েছে বিশ্বপ্রতিপালকের কাছে আত্মসমর্পণ করতে।’ — ৪০ সূরা মুমিন : ৬৬

সুতরাং তুমি ধৈর্য ধরো, আল্লাহ্ র প্রতিশ্রুতি সত্য। আমি ওদেরকে যে—শাস্তির কথা বলেছি তার কিছু যদি তোমাকে দেখিয়ে দিই অথবা তার পূর্বে তোমার মৃত্যু ঘটাই, ওদেরকে তো আমারই কাছে ফিরে আসতে হবে। আমি তো তোমার পূর্বে অনেক রসূল পাঠিয়েছিলাম, তাদের কারও কথা তোমার কাছে বয়ান করেছি, আবার কারও কথা তোমার কাছে বয়ান করি নি। আল্লাহ্ র অনুমতি ছাড়া কোনো নির্দর্শন নিয়ে আসা কোনো রসূলের কাজ নয়। আল্লাহ্ র আদেশ এল ন্যায়সংগতভাবে ফয়সালা হয়ে যাবে, তখন মিথ্যাশুয়ীরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। — ৪০ সূরা মুমিন : ৭৭-৭৮

হা-মিম-আয়িন-সিন-কাফ্। শক্তিমান, তত্ত্বজ্ঞানী আল্লাহ্ এভাবে তোমার ওপর প্রত্যাদেশ করেছেন ও এভাবেই তিনি তোমার পূর্ববর্তীদের ওপরও প্রত্যাদেশ করেছিলেন। আকাশ ও পথিবীতে যা—কিছু আছে তা তাঁরই। তিনি সমুলত, মহান। আকাশ তো ওপর

থেকে ভেঙে পড়তে পারে, আর (তাই) ফেরেশ্তাগণ তাদের প্রতিপালকের পবিত্র মহিমাকীর্তন করে ও যারা পৃথিবীতে আছে তাদের জন্য ক্ষমা প্রাৰ্থনা করে। জেনে রাখো, আল্লাহু ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। যারা আল্লাহুর পরিবর্তে অপরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে আল্লাহু তাদের কার্যকলাপের প্রতি দৃষ্টি রাখেন, তুমি তাদের কর্মবিধায়ক নও। এইভাবে আমি তোমার কাছে আরবি ভাষায় কোরান অবতীর্ণ করেছি যাতে তুমি সতর্ক করতে পার নগরমাতার [মুক্তির] অধিবাসীদের ও ওর আশেপাশে যারা বাস করে তাদেরকে আর সতর্ক করতে পার সমবেত হওয়ার দিন সম্পর্কে যার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। — ৪২ সুরা শুরা : ১-৭

তোমরা যে-বিষয়েই মতভেদ কর-না কেন তার মীমাংসা তো আল্লাহরই কাছে। বলো, ‘ইনিই আল্লাহু আমার প্রতিপালক; আমি তার ওপর নির্ভর করি ও আমি তাঁরই দিকে মুখ ফিরিয়েছি।’ — ৪২ সুরা শুরা : ১০

আমি তোমাদের জন্য নির্ধারিত করেছি (সেই) ধর্ম যার নির্দেশ নৃত্বকে দিয়েছিলাম,— যা আমি প্রত্যাদেশ করেছি তোমাকে,— যার নির্দেশ দিয়েছিলাম ইব্রাহিম, মুসা ও ইসাকে এই বলে যে, ‘তোমরা ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করো আর তার মধ্যে মতভেদ এনো না।’ তুমি অংশীবাদীদেরকে যার কাছে ডাকছ তা তাদের কাছে বড় কঠিন বলে মনে হয়। আল্লাহু থেকে ইচ্ছা ধর্মের দিকে টানেন, আর যে তাঁর দিকে মুখ ফেরায় তাকে ধর্মের পথে পরিচালিত করেন।

ওদের কাছে জ্ঞান আসার পরও শুধু পরম্পরারের প্রতি বিদ্বেষবশত ওরা নিজেদের মধ্যে মতভেদ ঘটায়। এক নির্ধারিত কাল পর্যন্ত অব্যাহতি সম্পর্কে তোমার প্রতিপালকের পূর্বৰোষণ না থাকলে ওদের বিষয়ে ফয়সালা হয়ে যেত। ওদের পর যারা কিতাবের উত্তরাধিকারী হয়েছে তারা কোরান সম্পর্কে বিআস্তিকর সন্দেহে রয়েছে।

সুতোরং তুমি ডাক দাও এ (ধর্মের) দিকে ও তোমাকে যেমন নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তেমন শক্ত হয়ে দাঢ়াও, আর ওদের খেয়াল-খুশির অনুসূরণ কোরো না। বলো, ‘আল্লাহু যে কিতাব অবতীর্ণ করেছেন আমি তাতে বিশ্বাস করি, আর আমার ওপর আদেশ হয়েছে তোমাদের মধ্যে ন্যায়বিচার করার। আল্লাহু আমার প্রতিপালক ও তোমাদেরও প্রতিপালক। আমাদের কর্ম আমাদের কাছে আর তোমাদের কর্ম তোমাদের কাছে (প্রিয়)। আমাদের ও তোমাদের মধ্যে কোনো বিবাদ নেই। আল্লাহই আমাদের একত্রিত করেন, আর প্রত্যাবর্তন তাঁরই কাছেই।’

আল্লাহর আস্থান শোনার পর যারা তাঁকে নিয়ে তর্ক করে, আল্লাহর দৃষ্টিতে তাদের তর্ক নির্থক। আর তাঁর গজব তাদের ওপর। আর কঠিন শাস্তি রয়েছে তাদের জন্য। — ৪২ সুরা শুরা : ১৩-১৬

তুমি সীমালঞ্চনকারীদেরকে দেখবে তারা যা অর্জন করেছে (তাদের কৃতকর্ম), সে সম্বন্ধে তব পাছে; আর এর শাস্তি ওদের ওপরে পড়বেই। যারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে তারা জান্মাতের মনোরম হানে প্রবেশ করবে। তারা যা-কিছু চাইবে তাদের প্রতিপালকের কাছ হতে তা-ই পাবে। এ-ই মহা অনুগ্রহ। আল্লাহু এ খবরই দেন তাঁর দাসদেরকে যারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে। বলো, ‘এর জন্য আমি তোমাদের কাছ থেকে আত্মীয়ের ভালোবাসা ছাড়া কোনো পুরস্কার চাই না।’ যে ভালো কাজ করে তার জন্য আমি তার কল্যাণ বৃদ্ধি করি।

আল্লাহ তো ক্ষমাশীল ও গুণগ্রাহী। ওরা কি বলতে চায়, সে (মুহাম্মদ) আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা বানিয়েছে? আল্লাহ ইচ্ছা করলে, (হে মুহাম্মদ!) তিনি তোমার হাদয় মোহর করে দিতেন। আল্লাহ মিথ্যাকে মুছে ফেলেন ও তাঁর বাণী দিয়ে সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি তো জানেন অস্তরে যা আছে। — ৪২ সুরা শুরা : ২২-২৪

ওরা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয়, তোমাকে তো আমি এদের রক্ষক ক'রে পাঠাই নি। তোমার কাজ তো কেবল প্রচার করে যাওয়া। আমি মানুষকে যখন অনুগ্রহ আস্বাদন করাই তখন সে তাতে উৎফুল্ল হয়। আর যখন তার কৃতকর্মের জন্য তার মন্দ ঘটে তখন মানুষ হয়ে পড়ে অকৃতজ্ঞ। — ৪২ সুরা শুরা : ৪৮

এভাবে আমি আমার আদেশক্রমে তোমার কাছে এক আত্মা প্রেরণ করেছি যখন তুমি তো জানতে না কিভাব কী, বিশ্বাস কী? কিন্তু আমি একে করেছি আলো যা দিয়ে আমার দাসদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা আমি পথনির্দেশ করি; তুমি তো কেবল সরল পথই প্রদর্শন কর — আল্লাহর পথ। আকাশ ও পথিবীতে যা—কিছু আছে তা তাঁরই। জেনে রাখো, সব ব্যাপারেরই পরিণতি আল্লাহর দিকে। — ৪২ সুরা শুরা : ৫২-৫৩

আসলে আমি তো ওদেরকে ও ওদের পূর্বপুরুষদেরকে ভোগের সুযোগ দিয়েছিলাম, যতক্ষণ না ওদের কাছে সত্য ও স্পষ্ট প্রচারের জন্য রসূল আসে। যখন ওদের কাছে সত্য এল ওরা বলল, ‘এ তো জাদু, আর আমরা এ প্রত্যাখ্যান করিম’ আর এরা বলে, ‘কোরান কেন অবর্তীর্ণ হল না দুই জনপদের (মক্কা ও তায়েফের) কোনো বড়লোকের ওপর। এরা কি তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ বন্টন করে?’ — ৪৩ সুরা জুবুরুফ : ২৯-৩২

তুমি কি বধিরকে শোনাতে পারবে? কিংবা যে অঙ্ক আর যে পরিস্কার ভুল পথে আছে তাকে কি তুমি সৎপথে পরিচালিত করতে পারবে? আমি তোমাকে সরিয়ে নিলেও, আমি ওদের ওপর প্রতিশোধ নেব। কিংবা তোমাকে দেখা যা আমি তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম। ওদের ওপর আমার পূর্ণ ক্ষমতা থাকবেই।

সুতরাং তোমার কাছে যে-প্রত্যাদেশ করা হচ্ছে তা শক্ত করে ধরো। তুমি সরল পথেই রয়েছো। আর এ তো তোমার ও তোমার সম্প্রদায়ের জন্য এক সম্মানের বিষয়। তোমাদেরকে শীঘ্ৰই এ-বিষয়ে পশ্চু করা হবে। তোমার পূর্বে আমি যেসব রসূল পাঠিয়েছিলাম তাদেরকে জিজ্ঞাসা করো, করুণাময় (আল্লাহ) ছাড়া অন্য কোনো উপাস্য কি আমি ওদের উপাসনার জন্য ঠিক করেছিলাম? — ৪৩ সুরা জুবুরুফ : ৪০-৪৫

বলো, ‘করুণাময়ের কোনো সন্তান থাকলে আমি সবার আগে তার উপাসনা করতাম।’ — ৪৩ সুরা জুবুরুফ : ৮১

আল্লাহর পরিবর্তে ওরা যাদেরকে ডাকে তাদের সুপারিশ করার ক্ষমতা নেই, তবে যারা সত্য উপলব্ধি ক'রে তার সাক্ষ্য দেয় উভয়ের কথা স্বতন্ত্র। যদি তুমি ওদেরকে জিজ্ঞাস কর কে ওদেরকে সৃষ্টি করেছে, ওরা অবশ্যই বলবে, ‘আল্লাহ।’ এরপরও তারা বিভ্রান্ত কেন?

তার (রসূলের) কথার শপথ, ‘হে আমার প্রতিপালক! এ-সম্প্রদায় তো বিশ্বাস করার নয়।’ — অতএব তুমি ওদেরকে উপেক্ষা করো আর বলো, ‘সালাম।’ তারপর তারা শীঘ্ৰই বুঝতে পারবে। — ৪৩ সুরা জুবুরুফ : ৮৬-৮৯

আদেশ তো আমারই। আমি নিশ্চয় রসূল পাঠিয়ে থাকি, এ তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ। তিনি সব শোনেন, সব জানেন। — ৪৪ সুরা দুখান : ৫-৬

তিনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। তিনি জীবন দান করে ও তিনিই মৃত্যু ঘটান। তিনি তোমাদের প্রতিপালক ও তোমাদের পূর্বপুরুষদেরও প্রতিপালক। তবু ওরা সদ্বেহ ও হাসিঠাট্টা করে। অতএব তুমি অপেক্ষা কর সেদিনের যেদিন আকাশ থেকে ঝোয়া নেমে এসে মানবজাতিকে গ্রাস করে ফেলবে। এ হবে এক কঠিন শাস্তি! (তারা তখন বলবে), ‘হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের এই শাস্তি থেকে রেহাই দাও, আমরা নিশ্চয় বিশ্বাস করব।’ তারা কেমন করে উপদেশ গ্রহণ করবে যখন তাদের কাছে এক সুস্পষ্ট রসূল এসেছিল অথচ তারা তার দিকে পিঠ ফিরিয়ে বলেছিল, ‘এ তো শেখানো কথা বলছে, ও তো এক পাগল।’

আমি তোমাদের শাস্তি একটু কমালেই তোমরা (তোমাদের পূর্বাবস্থায়) ফিরে যাও। যেদিন আমি তোমাদের ঠিকভাবে পাকড়াও করব সেদিন নিশ্চয় আমি তোমাদের ওপর প্রতিশোধ নেব। — ৪৪ সুরা দুখান : ৮-১৬

আমি তোমার ভাষায় কোরানকে সহজ করে দিয়েছি, যাতে মানুষ উপদেশ গ্রহণ করে। সুতরাং তুমি প্রতীক্ষা কর, ওরাও তো প্রতীক্ষা করছে। — ৪৪ সুরা দুখান : ৫৮-৫৯

আর ওদেরকে (বনি-ইসরাইলকে) আমি সুস্পষ্ট বিধান দিয়েছিলাম। জ্ঞানপ্রাপ্তির পর নিজেরাই সীর্যা ক'রে একে অপরের বিরোধিতায় লিপ্ত হয়। ওরা যে-বিষয়ে মতবিদ্ধতা করত, তোমার প্রতিপালক কিয়ামতের দিন সে-বিষয়ের মীমাংসা করে দেবেন। এরপর আমি তোমাকে শরিয়তের বিধানে প্রতিষ্ঠিত করেছি। সুতরাং তুমি তা অনুসরণ কর, অঙ্গদের খেয়ালখুশির অনুসরণ কোরো না। আল্লাহর সামনে ওরা তোমার কোনো উপকার করতে পারবে না। সীমালজ্ঞনকারীরা একে অপরের বন্ধু। কিন্তু আল্লাহ তো সাবধানিদের অভিভাবক। এ (কোরান) মানবজাতির জন্য সুস্পষ্ট দলিল এবং নিশ্চিতবিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য পথনির্দেশ ও অনুগ্রহ। — ৪৫ সুরা জাসিয়া : ১৭-২০

তুমি কি লক্ষ করেছ তাকে যে তার খেয়ালখুশিকে নিজের উপাস্য করে নিয়েছে? আল্লাহ জেনেশনেই তাকে বিভ্রান্ত করেছেন, তার কান ও হাতয়কে মোহর করে দিয়েছেন এবং তার চোখের ওপর আবরণ রেখেছেন। তাই আল্লাহ মানুষকে বিভ্রান্ত করার পর কে তাকে পথের নির্দেশ দেবে? তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না? — ৪৫ সুরা জাসিয়া : ২৩

যখন ওদের কাছে আমার স্পষ্ট আয়াত আব্দ্বিতি করা হয় ও ওদের কাছে সত্য উপস্থিত হয় তখন অবিশ্বাসীরা বলে, ‘এ তো স্পষ্ট জাদু।’

ওরা কি তবে বলে যে, ‘সে (মুহাম্মদ) এ বানিয়েছে।’

বলো, ‘আমি যদি তা বানিয়েও থাকি, তোমরা আল্লাহর বিরুদ্ধে আমাকে কোনো সাহায্য করতে পারবে না। তোমরা এ-বিষয়ে যা কথাবার্তা বল আল্লাহ তা ভালো করেই জানেন। আমার আর তোমাদের মধ্যে সাক্ষী হিসাবে তিনিই যথেষ্ট। আর তিনি ক্ষমাশীল, দয়ায়ী।’

বলো, ‘আমি তো রসূলদের মধ্যে এমন কিছু নতুন নই। আর আমাকে ও তোমাদেরকে নিয়ে কী করা হবে আমি তা জানি না। আমার প্রতি যা প্রত্যাদেশ হয় আমি তা-ই অনুসরণ করি। আমি এক স্পষ্ট সর্তর্ককারী মাত্র।’

আয়ু তাদেরকে শাস্তিকে দূরে রাখতে পারবে না। তারা যা করে আল্লাহ তো তা দেখেন। — ২ সুরা বাকারা : ১৩-১৬

বলো, ‘যে জিবরাইলের শত্রু সে জেনে রাখুক সে তো আল্লাহর নির্দেশে তোমার হাদয়ে এ পৌছে দেয় যা এর পূর্ববর্তী (কিতাবের) সমর্থক আর বিশ্বাসীদের জন্য যা পথপ্রদর্শক ও শুভসংবাদ।’

যারা আল্লাহর, তাঁর ফেরেশ্তাদের, রসূলদের জিবরাইল ও মিকাইলের শত্রু, (তারা জেনে রাখুক) নিশ্চয়ই আল্লাহ অবিশ্বাসীদের শত্রু। আর আমি তোমার প্রতি স্পষ্ট নির্দশন অবতীর্ণ করেছি। আর সত্যত্যাগী ছাড়া কেউই এগুলো অমান্য করবে না। তবে কি যখনই তারা অঙ্গীকার করেছে তখনই তাদের কোনো এক দল সে-অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছে? না, তাদের অধিকার্থই বিশ্বাস করে না। — ২ সুরা বাকারা : ১৭-১০০

আর যারা কিছু জানে না তারা বলে, ‘আল্লাহ আমাদের সঙ্গে কথা বলেন না কেন? বা কোনো নির্দশন আমাদের কাছে আসে না কেন?’

তাদের পূর্ববর্তীরাও এইভাবে তাদের মতো বলত। তাদের অন্তর একই রকম। দ্বিতীয়বিশ্বাসীদের জন্য আমি নির্দশনসমূহ স্পষ্টভাবে বয়ান করেছি। আমি তোমাকে সত্যসহ সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে পাঠিয়েছি। যারা জাহান্নাম বাস করবে তাদের সম্বন্ধে তোমাকে কোনো প্রশ্ন করা হবে না।

ইহুদি ও খ্রিস্টানরা তোমার প্রতি কখনও সন্তুষ্ট হবে না, যতক্ষণ না তুমি তাদের ধর্মাদর্শ অনুসরণ কর। বলো, ‘আল্লাহর পথনির্দেশই প্রকৃত পথনির্দেশ।’ জ্ঞানপ্রাপ্তির পর তুমি যদি তাদের খেয়ালখুশির অনুসরণ কর তবে আল্লাহর বিপক্ষে তোমার কোনো অভিভাবক থাকবে না, আর কেউ সাহায্যও করবে না।

যাদের কিতাব দিয়েছি তাদের মধ্যে যারা যথাযথভাবে তা পড়ে তারাই তাতে বিশ্বাস করে এবং যারা এ অমান্য করে তারা তো ক্ষতিগ্রস্ত। — ২ সুরা বাকারা : ১১৮-১২১

বলো, ‘আমাদের সঙ্গে আল্লাহ সম্বন্ধে তোমরা কি তর্ক করতে চাও? আর তিনি তো আমাদের প্রতিপালক ও তোমাদেরও প্রতিপালক! আমাদের কাজ আমাদের, আর তোমাদের কাজ তোমাদের জন্য, আর আমরা ভক্তিভরে তাঁরই সেবা করি।’

তোমরা কি বলো যে ঈস্টাহিম, ইসমাইল, ইসহাক, ইয়াকুব ও তাঁর বংশধররা ইহুদি বা খ্রিস্টান ছিল? বলো, ‘তোমরা কি বেশি জান, না আল্লাহ?’ তার চেয়ে বড় জুনুমকারী কে যে আল্লাহর কাছ থেকে পাওয়া প্রমাণ গোপন করে? আর আল্লাহ তো জানেন তোমরা যা কর। — ২ সুরা বাকারা : ১৩৯-১৪০

আমি লক্ষ করি তুমি আকাশের দিকে বারবার তাকাও। তাই তোমাকে এমন এক কিবলার দিকে ঘুরিয়ে দিচ্ছি যা তুমি পছন্দ করবে। সুতরাং তুমি মসজিদ-উল-হারামের দিকে মুখ ফেরাও। তোমরা যেখানেই থাক না কেন কাবার দিকে মুখ ফেরাও।

আর যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে তারা নিশ্চিতভাবে জানে যে, এ তাদের প্রতিপালক-প্রেরিত সত্য। তারা যা করে তা আল্লাহর অজ্ঞান নেই। যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে তুমি যদি তাদের কাছে সব প্রমাণ পেশ কর, তবুও তারা তোমার কিবলার অনুসরণ

করবে না, আর তুমি তাদের কিবলার অনুসরণ করবে না ! তারাও কেউ কারও কিবলা অনুসরণ করে না । তোমার কাছে জ্ঞান আসার পর যদি তুমি তাদের খেয়ালখুশির অনুসরণ করে তবে তুমি তো সীমান্তব্যন করবে । আমি যাদের কিতাব দিয়েছি তারা তাকে (মুহাম্মদকে) তেমনি চেনে যেমন তারা চেনে নিজেদের ছেলেদেরকে ; তবুও তাদের একদল সত্য গোপন করে, আর তা জেনেশুনে । সত্য তোমার প্রতিপালকের কাছ থেকে । সুতরাঙ যারা সন্দেহ করে তুমি তাদের শামিল হয়ে না । — ২ সুরা বাকারা : ১৪৪-১৪৭

আর যেখান থেকেই তুমি বের হও না কেন মসজিদ-উল-হারামের দিকে মুখ ফিরাও । নিশ্চয় এ তোমার প্রতিপালকের কাছ থেকে প্রেরিত সত্য । তোমরা যা কর তা আল্লাহর অগোচর নয় । আর তুমি যেখান থেকেই বের হও না কেন মসজিদ-উল-হারামের দিকে মুখ ফেরাও, আর যেখানেই থাক না কেন (তার) দিকে মুখ ফেরাবে ; যাতে যারা সীমান্তব্যন করে তারা ছাড়া অন্য কেউ তোমাদের সঙ্গে যেন তর্ক করতে না পারে । তাই তাদেরকে ডয় কোরো না, একমাত্র আমাকেই ভয় করো যাতে আমি আমার সম্পদ তোমাদেরকে পুরোপুরি দিতে পারি, আর যাতে তোমরা সংপথে পরিচালিত হতে পার ।

আমি তোমাদেরই একজনকে রসূল করে পাঠিয়েছি যে আমার আয়াতগুলো তোমাদের কাছে আবৃত্তি করে ; তোমাদেরকে পবিত্র করে, তোমাদেরকে শিক্ষা দেয় কিতাব ও তত্ত্বজ্ঞান, আর শিক্ষা দেয় যা তোমরা জানতে না । সুতরাঙ তোমরা আমাকে স্মরণ করো আর আমিও তোমাদের স্মরণ করব, আমার কাছে তোমরা কৃতস্ত্র হও, আর কৃতমূল হয়ে না । — ২ সুরা বাকারা : ১৪৯-১৫২

আর আমার দাসরা যখন আমার স্মরণে তোমাকে প্রশ্ন করে তখন (তুমি বলো) আমি তো কাছেই আছি । যখন কোনো প্রার্থনাকারী আমাকে ডাকে আমি তার ডাকে সাড়া দিই । অতএব তারাও আমার ডাকে সাড়া দিক ও আমার ওপর বিশ্বাস করুক যাতে তারা ঠিক পথে চলতে পারে । — ২ সুরা বাকারা : ১৮৬

এই সবই আল্লাহর নির্দশন যা আমি সঠিকভাবে তোমার কাছে আবৃত্তি করছি আর তুমি তো রসূলদের একজন । — ২ সুরা বাকারা : ২৫২

তাদের সংপথ গ্রহণের দায় তোমার নয়, বরং আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সংপথে পরিচালিত করেন । — ২ সুরা বাকারা : ২৭২

তার প্রতিপালকের কাছ থেকে যা অবর্তীর্ণ হয়েছে রসূল তার ওপর বিশ্বাস করেছে, আর বিশ্বাসীরাও । — ২ সুরা বাকারা : ২৮৫

(বদর যুদ্ধে) তোমরা তাদেরকে হত্যা কর নি, আল্লাহই তাদেরকে মেরেছিলেন । আর তুমি যখন (কাকর) ছুড়েছিলে তখন তুমি ছোড় নি, আল্লাহই ছুড়েছিলেন ; আর তা ছিল বিশ্বাসীদেরকে ভালো পুরস্কার দেওয়ার জন্য । নিশ্চয় আল্লাহ সব শোনেন, সব জানেন । এভাবে আল্লাহ অবিশ্বাসীদের স্বত্যন্ত্র দুর্বল করেন । — ৮ সুরা আনফাল : ১৭-১৮

হে বিশ্বসিগণ ! রসূল যখন তোমাদেরকে এমন কিছুর দিকে ডাকে যা তোমাদেরকে উদ্দীপ্ত করে তখন আল্লাহ ও রসূলের ডাকে সাড়া দেবে, আর জেনে রাখো যে মানুষ ও তার হাদয়ের মাঝখানে আল্লাহ অবস্থান করেন ও তাঁরই কাছে তোমাদেরকে একত্র করা হবে ।

তোমরা এমন ফিনাকে ভয় কর যা বিশেষ করে তোমাদের মধ্যে যারা সীমালঞ্চনকারী কেবল তাদেরকেই কষ্ট দেবে না। আর জেনে রাখো যে, আল্লাহ্ শাস্তিদানে কঠোর। স্মরণ করো, তোমরা ছিলে সংখ্যায় অল্প, পৃথিবীতে তোমরা দুর্বল বলে পরিগণিত হতে ও তোমরা আশংকা করতে যে (অন্য) লোকেরা তোমাদেরকে হঠাতে করে পাকড়াও করে নিয়ে যাবে। তারপর তিনি তোমাদের কে আশ্রয় দেন, নিজ সাহায্যে তোমাদের শক্তিশালী করেন ও তোমাদেরকে তালো ভালো জিনিস দেন যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হও। — ৮ সুরা আনফাল : ২৪-২৬

স্মরণ করো, অবিশ্বাসীরা তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছিল তোমাকে বন্দি বা হত্যা করার জন্য বা নির্বাসনে পাঠানোর জন্য। আর তারা ষড়যন্ত্র করে, আর আল্লাহ্ পরিকল্পনা করেন। আর পরিকল্পনাকারীদের মধ্যে আল্লাহই শ্রেষ্ঠ।

আর যখন তাদের কাছে আমার আয়াত আব্বস্তি করা হয় তখন তারা বলে, ‘আমরা তো শুনলাম, ইচ্ছা করলে আমরাও এরকম বলতে পারি। এ-তো শুধু সেকালের উপকথা।’

আরও স্মরণ করো, তারা বলেছিল, ‘হে আল্লাহ্ ! এ তোমার তরফ থেকে সত্য হয় তবে তুমি আমাদের ওপর আকাশ থেকে পাথর ফেলো বা আমাদের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দাও।’

আর আল্লাহ্ তো এমন নন যে, তুমি তাদের মধ্যে থাকবে তবু তিনি তাদেরকে শাস্তি দেবেন, আর তিনি এমন নন যে তারা ক্ষমা চাইবে তবু তিনি তাদেরকে শাস্তি দেবেন। আর তাদের কৈই-বা বলার আছে যার জন্য, আল্লাহ্ তাদের শাস্তি দেবেন না, যখন তারা লোকদেরকে মসজিদ-উল-হারাম থেকে নিবৃত্ত করে, যদিও তারা তার তত্ত্বাবধায়ক নয়, সাবধানিরাই তার তত্ত্বাবধায়ক। কিন্তু তাদের অনেকেই এ জানে না। — ৮ সুরা আনফাল : ৩০-৩৪

হে নবি ! তোমার জন্য ও তোমার অনুসারী বিশ্বাসীদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। হে নবি ! বিশ্বাসীদের সংগ্রামে উদ্বৃদ্ধ কর। তোমাদের মধ্যে কুড়িজন ধৈর্যশীল থাকলে তারা দুশো জনের ওপর বিজয়ী হবে, আর যদি থাকে একশো জন তবে এক হাজার অবিশ্বাসীর ওপর বিজয়ী হবে, কারণ, তারা এমন এক সম্প্রদায় যারা অবোধ।

আল্লাহ্ এখন তোমাদের ভার হালকা করবেন। তিনি তো জানেন তোমাদের মধ্যে দুর্বলতা আছে। সুতরাং তোমাদের মধ্যে একশো জন ধৈর্যশীল থাকলে তারা দুশো জনের ওপর বিজয়ী হবে। আর তোমাদের মধ্যে এক হাজার থাকলে আল্লাহ্ আদেশে তারা দুহাজারের ওপর বিজয়ী হবে। আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের সাথেই আছেন। — ৮ সুরা আনফাল : ৬৪-৬৬

হে নবি ! তোমাদের হাতে ধৃত বন্দিদেরকে বলো, ‘আল্লাহ্ যদি তোমাদের হাদয়ে ভালো কিছু দেখেন, তবে তোমাদের কাছ থেকে যা নেওয়া হয়েছে তার চেয়ে ভালো কিছু তিনি তোমাদেরকে দেবেন ও তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। আল্লাহ্ ক্ষমশীল পরম দয়ালু।’

তারা যদি তোমার সাথে বিশ্বাস ভঙ্গ করতে চায়, (তুমি জান) তারা তো পূর্বেও আল্লাহর সাথে বিশ্বাস ভঙ্গ করেছিল, তা হলে তিনি তোমাদেরকে তাদের ওপর শক্তিশালী করবেন, আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ তত্ত্বজ্ঞানী। — ৮ সুরা আনফাল : ৭০-৭১

তিনি সত্যসহ তোমার কাছে কিতাব অবতীর্ণ করেছেন, যা এর পূর্বের কিতাবের সমর্থক। — ৩ সুরা আল-ই-ইমরান : ৩

তিনিই তোমার প্রতি এই কিতাব অবর্তীণ করেছেন, যার মধ্যে মজবুত আয়াতগুলো উল্লম্বুল কিতাবের মূল অংশ], অন্যগুলো রূপক। যদের মনে বিকৃতি তারা ফির্না [বিরোধ] সৃষ্টি ও কদর্ঘের উদ্দেশ্যে যা রূপক তা অনুসরণ করে। আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ এর ব্যাখ্যা জানে না। আর যারা জ্ঞানী তারা বলে, ‘আমরা এতে বিশ্বাস করি। সবই আমাদের প্রতিপালকের কাছ থেকে এসেছে আর বোধশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিরা ছাড়া আর কেউ উপদেশ গ্রহণ করে না।’ — ও সুরা আল-ই-ইমরান ১৭

তারপর যদি তারা তোমার সাথে তর্ক করে তবে তুমি বলো, ‘আমি ও আমার অনুসারীরা আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করেছি।’ আর যদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে তুমি তাদেরকে ও নিবক্ষরদেরকে বলো, ‘তোমরা কি আত্মসমর্পণ করেছ? যদি তারা আত্মসমর্পণ করে তবে নিশ্চয় তারা পথ পাবে। আর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে তোমার কাজ তো কেবল প্রচার করা। আল্লাহ তাঁর দাসদেরকে দেখেন।’ — ও সুরা আল-ই-ইমরান ২০

যারা আল্লাহর নিদর্শনগুলো অবিশ্বাস করে, নবিদের অথথা হত্যা করে ও যেসব লোক ন্যায়সংগত আদেশ দেয় তাদেরকে বধ করে তুমি তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির স্বাক্ষর দাও। এইসব লোকের ইহকাল ও পরকালের কার্যাবলী নিষ্কল হবে ও তাদেরকে কেউ সাহায্য করবে না।

তুমি কি তাদেরকে দেখনি যদেরকে কিতাবের কিছু অংশ দেওয়া হয়েছিল? আল্লাহ তাদেরকে কিতাবের দিকে ডাক দিয়েছিলেন যাতে তা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেয়; কিন্তু তাদের এক দল ফিরে যায়, বেঁকে দাঁড়ায়। কারণ, তারা বলে, ‘নিনিষ্ট কিছুদিন ছাড়া আগুন আমাদেরকে ছুঁতে পারবে না।’ আর তাদের বানানো মিথ্যা তাদেরকে বিভ্রান্ত করেছে তাদের ধর্মে।

কিন্তু সেদিন কী হবে যেদিনের ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই, যখন তাদেরকে একত্র করা হবে, প্রত্যেককে তার অর্জিত কাজের পুরো প্রতিদান দেওয়া হবে আর তাদের ওপর কোনো অন্যায় করা হবেনা।’ — ও সুরা আল-ই-ইমরান ১১-২৫

বলো, ‘তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাসো তবে আমাকে অনুসরণ কর, আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন ও তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করবেন। আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।’ বলো, ‘আল্লাহ ও রসূলের অনুগত হও।’ কিন্তু তারা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে জ্ঞেন রাখ আল্লাহ অবিশ্বাসীদেরকে ভালোবাসেন না। — ও সুরা আল-ই-ইমরান ৩১-৩২

এ অদ্যশ্লোকের সংবাদ যা আমি তোমাকে প্রত্যাদেশের মাধ্যমে জানাচ্ছি। তুমি তাদের কাছে ছিলে না যখন তারা তাদের কলম (বা তীর) ছুড়েছিল কে তাদের মধ্যে মরিয়মের দেখাশোনা করবে তা ঠিক করার জন্য। আর যখন তারা বাদানুবাদ করেছিল তখনও তুমি তাদের কাছে ছিলে না। — ও সুরা আল-ই-ইমরান ৪৪

এ-সত্য তোমার প্রতিপালকের কাছ থেকে, সুতরাং যারা সন্দেহ করে তুমি তাদের শামিল হয়ে না। তোমার কাছে জ্ঞান আসার পর কেউ এ নিয়ে তোমার সাথে তর্ক করলে তাকে বলো, ‘এসো, আমরা ডাকি আমাদের পুত্রদেরকে, তোমাদের পুত্রদেরকে, আমাদের স্ত্রীদেরকে, তোমাদের স্ত্রীদেরকে, আমাদের নিজেদেরকে, তোমাদের নিজেদেরকে — তারপর

আমরা বিনীতভাবে প্রার্থনা করি, যারা মিথ্যা কথা বলে আল্লাহর অভিশাপ যেন তাদের ওপর পড়ে।'

নিচয়ই এ সত্য কাহিনী আর আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো উপাস্য নেই, আর নিচয় আল্লাহ সর্বশক্তিমান সর্বজ্ঞানী। আর তারা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে ফ্যাশাদকারীদের সম্বন্ধে আল্লাহর নিচয় জানা আছে। — ৩ সুরা আল-ই-ইমরান : ৬০-৬৩

বলো, 'হে কিতাবিরা ! এসো সেই কথায় যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে অভিন্ন। আমরা আল্লাহ ছাড়া কারও উপাসনা করি না, কোনো কিছুতেই তাঁর অংশী করি না, আর আমাদের কেউ আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে প্রতিপালক হিসাবে গ্রহণ করে না।'

যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে, বলো, 'আমরা মুসলমান, তোমরা সাক্ষী থাকো।' — ৩ সুরা আল-ই-ইমরান : ৬৪

কিতাবিদের এক দল বলল, 'যারা বিশ্বাস করেছে তাদের ওপর যা অবতীর্ণ হয়েছে, দিনের প্রথম দিকে তার ওপর বিশ্বাস করো, আর দিনের শেষ ভাগে তা অঙ্গীকার করো ; হয়তো তারা ফিরতে পারে। আর যারা তোমার ধর্ম অনুসরণ করে তাদের ছাড়া আর কাউকেও বিশ্বাস কোরো না।'

বলো, 'নিচয় আল্লাহর নির্দেশিত পথই পথ, (ভাবছ) তোমাদেরকে যা দেওয়া হয়েছে অনুরূপ অন্য কাউকেও দেওয়া হবে বা তোমাদের প্রতিপালকের সামনে তারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুক্তি দেখাবে ?' বলো, 'অনুগ্রহ আল্লাহরই হাতে ; তিনি যাকে ইচ্ছা তা দেন। আল্লাহ মহানুভব সর্বজ্ঞ। যাকে ইচ্ছা তিনি নিজের অনুগ্রহের জন্য বিশেষ করে বেছে নেন। আর আল্লাহ মহা অনুগ্রহশীল।' — ৩ সুরা আল-ই-ইমরান : ৭২-৭৪

আর যখন আল্লাহ নবিদের অঙ্গীকার গ্রহণ করলেন তখন তিনি বললেন — 'আমি তোমাদেরকে কিতাব ও হিকমত দিছি, তোমাদের কাছে যা আছে তার সমর্থকরাপে যখন একজন রসূল আসবে তখন নিচয়ই তোমরা তাকে বিশ্বাস করবে ও অবশ্যই তাকে সাহায্য করবে। তোমরা কি স্বীকার করলে ? আর আমার অঙ্গীকার কি তোমরা গ্রহণ করলে ?' তারা বলল, 'আমরা স্বীকার করলাম।' তিনি বললেন, 'তবে তোমরা সাক্ষী থাক, আর আমিও তোমাদের সাক্ষী রইলাম।' অতএব এর পর যারা মুখ ফিরিয়ে নেবে তারা তো সত্যত্যাগী। — ৩ সুরা আল-ই-ইমরান : ৮১-৮২

বলো, 'আমরা আল্লাহর ও আমাদের পর যা অবতীর্ণ হয়েছে, আর ইব্রাহিম, ইসমাইল, ইসহাক, ইয়াকুব ও তাঁর বংশধরগণের ওপর যা অবতীর্ণ হয়েছিল, আর যা মুসা, দ্বিসা ও অন্যান্য নবিদের তাদের প্রতিপালকের কাছ থেকে পাঠানো হয়েছে, তাতে বিশ্বাস করি, আমরা তাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য করি না ও আমরা তাঁরই কাছে আত্মসমর্পণকারী। আর কেউ ইসলাম ছাড়া অন্য ধর্ম চাইলে তা কখনও গ্রহণ করা হবে না ; আর সে হবে পরলোকে ক্ষতিগ্রস্তদের দলভূক্ত।' — ৩ সুরা আল-ই-ইমরান : ৮৪-৮৫

বলো, 'আল্লাহ সত্য বলেছেন। সুতরাং তোমরা একনিষ্ঠ ইব্রাহিমের সমাজকে অনুসরণ করো, সে অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।' — ৩ সুরা আল-ই-ইমরান : ৯৫

আর কেমন করে তোমরা অবিশ্বাস করবে যখন আল্লাহর আয়াত তোমাদের কাছে পড়া হয় আর তোমাদের মধ্যেই তাঁর রসূল রয়েছে? আর আল্লাহকে যে অবলম্বন করে সে তো সরল পথ পাবে। — ৩ সুরা আল-ই-ইমরান : ১০১

আর যখন সেই সকালে বিশ্বাসীদেরকে যুদ্ধের স্থান ঠিক করে দেওয়ার জন্য তুমি তোমার পরিজনদের কাছ থেকে বের হয়েছিলে, আল্লাহ সব শোনেন, সব জানেন। যখন তোমাদের মধ্যে দুই দলের সাহস হারাবার উপক্রম হয়েছিল তখন আল্লাহই ছিলেন উভয়ের সহায়ক। আর বিশ্বাসীদের উচিত আল্লাহর ওপর নির্ভর করা। আর নিশ্চয় বদরের যুক্তে আল্লাহ তোমাদেরকে সাহায্য করেছিলেন, তখন তোমরা ছিলে হীনবল। সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পার।

যখন তুমি বিশ্বাসীদেরকে বলেছিলে, ‘যদি তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের তিন হাজার ফেরেশ্তা পাঠিয়ে তোমাদের সাহায্য করেন, তবে কি তা তোমাদের জন্য যথেষ্ট হবে না?’

হা, নিশ্চয়, যদি তোমরা ধৈর্য ধর আর সাবধান হয়ে চল, তবে হঠাত করে আক্রান্ত হলে তোমাদের প্রতিপালক তোমাদেরকে সাহায্য করবেন পাঁচ হাজার চিহ্নিত ফেরেশ্তা দিয়ে।

আর আল্লাহ তোমাদের জন্য এ সুসংবাদ দিয়েছেন যাতে তোমাদের মন আশস্ত হয়। আর শক্তিমান তত্ত্বজ্ঞানী আল্লাহর কাছ ছাড় কোনো সাহায্য নেই। তিনি অবিশ্বাসীদের এক অংশকে ছেঁটে ফেলতে চান যেন তারা নিরাশ হয়ে ফিরে যায়। তিনি তাদের ক্ষমা করবেন, না শাস্তি দেবেন, সে-ব্যাপারে তোমার কিছু করার নেই। কারণ, তারা তো সীমালজ্যনকারী। — ৩ সুরা আল-ই-ইমরান : ১২১-১২৮

আর তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের অনুসরণ করো যাতে তোমরা করুণা লাভ করতে পার। — ৩ সুরা আল-ই-ইমরান : ১৩২

মুহাম্মদ রসূল ছাড়া আর কিছুই নয়, তার পূর্বে বহু রসূল গত হয়েছে। সুতরাং সে যদি মারা যায় বা নিহত হয় তবে কি তোমরা পিঠ ফিরিয়ে পিছু হটবে? আর যে পিঠ ফিরে সরে পড়ে সে কখনও আল্লাহর ক্ষতি করতে পারবে না। আর আল্লাহ শীতুরই কৃতজ্ঞদেরকে পূর্বস্কৃত করবেন। — ৩ সুরা আল-ই-ইমরান : ১৪৪

আল্লাহর দয়ায় তুমি তাদের ওপর নরম হয়েছিলে, যদি তুমি রাঢ় ও কঠোর হতে তবে তারা তোমার আশপাশ হতে সরে পড়ত। সুতরাং তুমি তাদেরকে ক্ষমা করো ও তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো, আর কাজেকর্মে তাদের সঙ্গে পরামর্শ করো। আর তুমি কোনো সংকল্প করলে আল্লাহর প্রতি নির্ভর করবে। আল্লাহ তো নির্ভরশীলদেরকে ভালোবাসেন! — ৩ সুরা আল-ই-ইমরান : ১৫৯

আল্লাহ তাদের মধ্য থেকে রসূল পাঠিয়ে অবশ্যই বিশ্বাসীদেরকে অনুগ্রহ করেছেন। সে তাঁর আয়াতগুলো তাদের কাছে আবৃত্তি করে, তাদেরকে পরিশোধন করে আর কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দিয়ে; আর তারা তো পূর্বে স্পষ্ট বিপ্রাণিতে ছিল। — ৩ সুরা আল-ই-ইমরান : ১৬৪

আর যারা তাড়াতাড়ি অবিশ্বাস করে তাদের আচরণ যেন তোমাকে দৃঢ় না দেয়। তারা নিশ্চয় আল্লাহর কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। — ৩ সুরা আল-ই-ইমরান : ১৭৬

যারা বলে ‘আল্লাহ আমাদেরকে আদেশ দিয়েছেন যে, আমরা যেন কোনো রসূলের ওপর বিশ্বাস না করি, যতক্ষণ পর্যন্ত সে (এমন) কোরবানি না করবে যা আগুন গ্রাস করে ফেলবে।’ তাদেরকে বলো, ‘আমার আগে অনেক রসূল স্পষ্ট নির্দেশন ও তোমরা যা বলছ তা নিয়ে তোমাদের কাছে এসেছিল ; যদি তোমরা সত্য বলো তবে তোমরা কেন তাদের হত্যা করেছিলে ?’

তারা যদি তোমার ওপর মিথ্যা আরোপ করে, তোমার পূর্বে যেসব রসূল স্পষ্ট নির্দেশন, অবতীর্ণ কিতাব ও দীপ্তিমান কিতাব নিয়ে এসেছিল তাদেরও ওপর তো মিথ্যা আরোপ করা হয়েছিল। — ৩ সুরা আল-ই-ইমরান ১৮৩-১৮৪

যারা অবিশ্বাস করে দেশেবিদেশে অবাধে ঘুরে বেড়ায় তারা যেন তোমাকে বিভ্রান্ত না করে। এ তো সামান্য উপভোগ। তারপর জাহানামে তারা বাস করবে। — ৩ সুরা আল-ই-ইমরান ১৯৬-১৯৭

হে নবি ! তুমি আল্লাহকে ডয় কর। এবং তুমি অবিশ্বাসী ও মুনাফেকদের আনুগত্য কোরো না। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ তত্ত্বজ্ঞানী। তোমার প্রতিপালকের কাছ থেকে তোমার ওপর যা অবতীর্ণ হয়েছে তার অনুসরণ করো ; আল্লাহ ভালো করেই জানেন তোমরা যা কর। তুমি আল্লাহর ওপর নির্ভর কর ; কর্মবিধানে আল্লাহই যথেষ্ট। — ৩৩ সুরা আহ্জাব ১-৩

নবি বিশ্বাসীদের কাছে তাদের নিজেদের চেয়েও কাছের, আর তার স্ত্রীরা তাদের মায়ের মতো। — ৩৩ সুরা আহ্জাব ৬

(মুহাম্মদ !) আমি নবিদের কাছ থেকে, তোমার কাছ থেকে এবং নুহ, ইব্রাহিম, মুসা, মরিয়মপুত্র ঈসার কাছ হতে অঙ্গীকার নিয়েছিলাম। আমি তো তাদের কাছ থেকে এক দৃঢ় অঙ্গীকার নিয়েছিলাম, সত্যবাদীদের সততা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য। আর তিনি অবিশ্বাসীদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন এক যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। — ৩৩ সুরা আহ্জাব ৭-৮

তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও প্ররকালকে ডয় করে ও আল্লাহকে বেশি করে স্মরণ করে তাদের জন্য আল্লাহর রসূলের মধ্যে এক উত্তম আদর্শ হয়েছে। বিশ্বাসীরা যখন শত্রু বাহিনীকে দেখল তখন ওরা বলে উঠল, ‘আল্লাহ ও তাঁর রসূল তো এর কথাই তো বলেছিলেন। আর আল্লাহ ও তাঁর রসূল সত্যই বলেছিলেন।’ আর এতে তাদের বিশ্বাস ও আনুগত্য বৃক্ষি পেল। বিশ্বাসীদের মধ্যে কেউ আল্লাহর সঙ্গে তাদের অঙ্গীকার পূরো করেছে, কেউ শহীদ হয়েছে ও কেউ প্রতীক্ষায় আছে। ওরা তাদের লক্ষ্য পরিবর্তন করে নি। কারণ, আল্লাহ তো সত্যবাদিতার জন্য পুরস্কার দেন, আর তাঁর ইচ্ছা হলে তিনি মুনাফেকদের শাস্তি দেন বা ক্ষমা করেন। আল্লাহ তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। — ৩৩ সুরা আহ্জাব ২১-২৪

আল্লাহ ও তাঁর রসূল কোনো বিষয়ে নির্দেশ দিলে কোনো বিশ্বাসী পুরুষ বা নারীর সে-বিষয়ে ভিন্ন সিদ্ধান্তের অধিকার থাকবে না। কেউ আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে অমান্য করলে সে স্পষ্টই পথচার হবে। — ৩৩ সুরা আহ্জাব ৩৬

মুহাম্মদ তোমাদের মধ্যে কোনো পুরুষের পিতা নয়, বরং সে আল্লাহর রসূল ও শেষ নবি। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ। — ৩৩ সুরা আহ্জাব ৪০

হে নবি ! আমি তোমাকে পাঠিয়েছি সাক্ষীরপে আর সুস্থিতদাতা ও সতর্ককারীরপে, আর তাঁর অনুমতিক্রমে আল্লাহর দিকে আহ্বানকারী ও উজ্জ্বল প্রদীপরাপে। তুমি বিশ্বাসীদেরকে সুখবর দাও, আল্লাহর কাছে মহা অনুগ্রহ রয়েছে। আর তুমি অবিশ্বাসী ও মুনাফেকদের কথা শুনো না, ওদের নিপীড়ন উপক্ষা করো ও আল্লাহর ওপর নির্ভর করো। কর্মবিধায়ক হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট। — ৩৩ সুরা আহ্জাব : ৪৫-৪৮

আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতারাও নবির জন্য দেওয়া করেন। হে বিশ্বাসিগণ ! তোমরাও নবির জন্য দেওয়া কর ও পূর্ণ শান্তি কামনা কর।

যারা আল্লাহ সম্বক্ষে মন্দ বলে ও রসূলকে কষ্ট দেয় আল্লাহ তো তাদের ইহলোকে ও পরলোকে অভিশপ্ত করেন। আর তিনি তাদের জন্য অপমানকর শান্তি প্রস্তুত রেখেছেন। — ৩৩ সুরা আহ্জাব : ৫৬-৫৭

... তুমি কখনও আল্লাহর বিধানে কোনো ব্যতিক্রম পাবে না। লোকে তোমাকে সময় [কিয়ামত] সম্বক্ষে জিজ্ঞাসা করে। বলো, ‘এর জ্ঞান কেবল আল্লাহরই আছে।’ তুমি এ কী করে জানবে ! হয়তো সময় শীত্বার এসে যেতে পারে ! — ৩৩ সুরা আহ্জাব : ৬২-৬৩

... যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করে তারা অবশ্যই মহাসাফল্য অর্জন করবে। — ৩৩ সুরা আহ্জাব : ৭১

হে নবি ! বিশ্বাসী নারীরা যখন তোমার কাছে আনুগত্যের শপথ করতে এসে বলে তারা আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না, নিজেদের সন্তানদের হত্যা করবে না, তাদের দুই হাত ও দুই পায়ের মধ্যে বানানো মিত্যা অপবাদ নিয়ে আসবে না (অর্থাৎ অপরের সন্তানকে স্বামীর ওরসে আপন গর্ভজাত সন্তান বলে দাবি করবে না) ও সৎকাজে তোমাকে অমান্য করবে না, তখন তুমি তাদের আনুগত্য গ্রহণ কোরো আর তাদের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো। আল্লাহ তো ক্ষমাশীল পরম দয়ালু। — ৬০ সুরা মুমতাহিনা : ১২

যাদেরকে কিংতব্বের এক অংশ দেওয়া হয়েছে তাদেরকে কি তুমি ভুলের বেসাতি করতে দেখ নি ? আর তারা তো চায় তোমরাও পথভৃত হও। আল্লাহ তোমাদের শক্তদেরকে ভালো ভাবে জানেন। আর অভিভাবক হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট, সাহায্যকারী হিসাবেও আল্লাহই যথেষ্ট। — ৪ সুরা নিসা : ৪৪-৪৫

তুমি কি তাদেরকে দেখ নি যারা দাবি করে যে তোমার ওপর যা অবতীর্ণ হয়েছে ও তোমার পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছিল তার ওপর তারা বিশ্বাস করে অথচ তারা তাগুত [অসত্য দেবতার]—এর কাছে বিচার চায় যদিও তা প্রত্যাখ্যান করার জন্য তাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আর শয়তান তাদের পথভৃত করে নিয়ে যায় সংপথ হতে বহুদূরে।

যখন তাদেরকে বলা হয়, ‘আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তার দিকে ও রসূলের দিকে এসো।’ তখন তুমি মুনাফেকদেরকে দেখবে তোমার কাছ থেকে একেবারে মুখ ফিরিয়ে নিছে। তাদের কী অবস্থা হয় যখন তাদের কাজকর্মের জন্য তাদের ওপর বিপদ এসে পড়বে ? তখন তারা তোমার কাছে আল্লাহর শপথ করে বলবে, ‘আমরা মঙ্গল ও সম্প্রীতি ছাড়া আর কিছুই চাই নি !’ তাদের অন্তরে কি আছে আল্লাহ তা জানেন। তাই তুমি তাদের উপক্ষা করো, তাদের সৎ উপদেশ দাও আর তাদের এমন কথা বলো যা তাদের দর্শক করে।

আমি এ-উদ্দেশ্যে রসূল প্রেরণ করেছি যে, আল্লাহ'র নির্দেশক্রমে তাকে অনুসরণ করা হবে। যখন তারা নিজেদের ওপর অত্যাচার করেছিল, তখন তারা তোমার কাছে এলে, আল্লাহ'র ক্ষমা চাইলে আর রসূল তাদের জন্য ক্ষমা চাইলে নিশ্চয় তারা আল্লাহ'কে প্রেত ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালুরূপে। কিন্তু না, তোমার প্রতিপালকের শপথ, যতক্ষণ পর্যন্ত না তাদের মধ্যকার বিরোধ নিষ্পত্ত করার ভার তোমার ওপর না দেবে আর তোমার সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে তাদের মনে কোনো দ্বিধা না থাকবে ও সর্বান্তকরণে তা মনে না দেবে তখন পর্যন্ত তারা বিশ্বাস করবে না।

আর আমি যদি তাদেরকে নির্দেশ দিতাম, ‘তোমরা নিজেদের প্রাণ উৎসর্গ করো বা নিজ গ্রহ ত্যাগ করো’, তবে তারা অল্প কয়েকজন ছাড়া তা মানতো না। আর তাদেরকে যা করতে উপদেশ দেওয়া হয়েছিল তারা তা করলে তাদের জন্য নিশ্চয়ই ভালো হতো ও অন্তরের স্তৈর্যে তারা আরও দৃঢ় হতো। আর তখন আমি তাদেরকে আমার কাছ থেকে বড় পুরস্কার দিতাম। আর আমি তাদেরকে সরল পথে পরিচালিত করতাম।

আর যে-কেউ আল্লাহ' ও রসূলের অনুসরণ্য করবে সে তাদের সঙ্গী হবে যাদের আল্লাহ' অনুগ্রহ করেছেন — যেমন, নবি, সত্যবাদী, শহীদ ও সংকর্মপরায়ণ ব্যক্তি। এবং তারা কত উন্নত সঙ্গী ! এ আল্লাহ'র অনুগ্রহ ! জ্ঞানে আল্লাহ'ই যথেষ্ট। — ৪ সুরা নিসা : ৬০-৭০

তুমি কি তাদের দেখ নি যাদের বলা হয়েছিল, ‘তোমাদের হাতকে সংযত করো, নামাজ কায়েম কর ও জাকাত দাও?’ তারপর যখন তাদের যুদ্ধের বিধান দেওয়া হল তখন তাদের এক দল আল্লাহ'কে ভয় করার মতো বা তার চেয়েও বেশি মানুষকে ভয় করেছিল। আর তারা বলেছিল, ‘হে আমাদের প্রতিপালক ! আমাদের জন্য কেন যুদ্ধের বিধান দিলে ? আমাদের কিছু সময়ের জন্য অবকাশ দাও-না ?’

বলো, ‘পার্থিব ভোগ সমান্য ! আর যে সংযমী তার জন্য পরকালই ভালো। আর তোমাদের ওপর সামান্য পরিমাণও অত্যাচার করা হবে না। তোমরা যেখানেই থাক —না কেন মৃত্যু তোমাদের নাগাল পাবেই, সুউচ্চ সুদৃঢ় দুর্গে থাকলেও !’

আর তাদের ভালো হলে তারা বলে, ‘এ আল্লাহ'র কাছ থেকে !’ আর তাদের কোনো মদ হলে তারা বলে, ‘এ তোমার জন্য !’ বলো, ‘সবই আল্লাহ'র কাছ থেকে !’ এ সম্প্রদায়ের কি হয়েছে যে এরা একেবারেই কোনো কথা বোঝে না !

তোমার যা ভালো হয় তা আল্লাহ'র কাছ থেকে আর যা খারাপ হয় তা তোমার নিজের জন্য। আর আমি তোমাকে মানুষের জন্য রসূল হিসাবে পাঠিয়েছি। আল্লাহ'র সাক্ষ্যই যথেষ্ট।

যে রসূলের অনুগত্য করে সে আল্লাহ'রই আনুগত্য করল। আর যে মুখ ফিরিয়ে নেয় তাদের ওপর আমি তোমাকে পাহারা দিতে পাঠাই নি। — ৪ সুরা নিসা : ৭৭-৮০

অতএব আল্লাহ'র পথে সংগ্রাম কর। তোমাকে শুধু তোমার নিজের জন্য দায়ী করা হবে। আর তুম বিশ্বাসীদেরকে উদ্বৃক্ষ কর। হয়তো আল্লাহ' অবিশ্বাসীদের শক্তি রোধ করবেন। আল্লাহ' শক্তিতে প্রবলতর ও শাস্তিদানে কঠোরতর। — ৪ সুরা নিসা : ৮৪

... আসলে আল্লাহ' যাকে পথভৰ্ত করেন তুমি তার জন্য কখনও কোনো পথ পাবে না। — ৪ সুরা নিসা : ৮৮

আমি তোমার প্রতি সত্যসহ কিতাব অবতীর্ণ করেছি যাতে তুমি মানুষের মধ্যে সেইমতো বিচার করতে পার আল্লাহ্ যেমন তোমাকে জানিয়েছেন। আর তুমি বিশ্বাসযাতকদের জন্য তর্ক করো না। আর তুমি আল্লাহ্ কাছে ক্ষমা চাও, নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমাশীল ও দয়ালু। আর তুমি তাদের পক্ষে কথা বোলো না যারা নিজেদের বিরুদ্ধে বিশ্বাসযাতকতা করে। আল্লাহ্ তো বিশ্বাসযাতক পাপিষ্ঠকে ভালোবাসেন না। — ৪ সুরা নিসা : ১০৫-৭

আর তোমার ওপর যদি আল্লাহ্ অনুগ্রহ ও দয়া না থাকত তবে তাদের একদল তো তোমাকে পথভট্ট করতে চাইতই, কিন্তু তারা নিজেদেরকে ছাড়া আর কাউকেই পথভট্ট করে নি ও তোমার কোনোই ক্ষতি করতে পারে নি। আল্লাহ্ তোমার কাছে কিতাব ও হিকমত অবতীর্ণ করেছেন, আর তুমি যা জানতে না তা তিনি তোমাকে শিক্ষা দিয়েছেন, আর তোমার ওপর আল্লাহ্ মহা অনুগ্রহ রয়েছে। — ৪ সুরা নিসা : ১১৩

আর যদি কারও কাছে সৎপথ প্রকাশ হওয়ার পর সে রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে ও বিশ্বাসীদের পথ ছাড়া অন্য পথ অনুসরণ করে তবে সে যদিকে ফিরে যায় আমি সেদিকেই তাকে ফিরিয়ে দেব ও জাহানামেই তাকে পোড়াব ; আর বাসস্থান হিসেবে তা কতই-না জগন্য ! — ৪ সুরা নিসা : ১১৫

কিতাবিরা তোমাকে তাদের জন্য আকাশ থেকে কিতাব অবতীর্ণ করতে বলে ; কিন্তু মুসার কাছে তারা এর চেয়েও বড় দাবি করেছিল। তারা বলেছিল, ‘আমাদেরকে আল্লাহকে সাক্ষাৎ দেখাও !’ তাদের সীমালজ্ঞনের জন্য তারা বজ্রাহত হয়েছিল। — ৪ সুরা নিসা : ১৫৩

কিন্তু তাদের (কিতাবিদের) মধ্যে যারা হিত্তপ্রজ্ঞ তারা ও বিশ্বাসীরা তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে ও তোমার পূর্বে যা অবতীর্ণ করা হয়েছিল তাতেও বিশ্বাস করে এবং যারা নামাজ কায়েম করে, জাকাত দেয় এবং আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাস করে আমি তাদেরকে বড় পুরস্কার দেব। — ৪ সুরা নিসা : ১৬২

তোমার কাছে আমি প্রত্যাদেশ পাঠিয়েছি যেমন পাঠিয়েছিলাম নৃহ ও তার পরবর্তী নবিদের কাছে ; আর আমি প্রত্যাদেশ পাঠিয়েছিলাম ইস্রাইল, ইসমাইল, ইসহাক, ইয়াকুব ও তার বংশধরগণ, ঈসা, আইয়ুব, ইউনুস, হারুন ও সুলায়মানের কাছে। আর আমি দাউদকে দিয়েছিলাম জবুর। আমি অনেক রসূল (পাঠিয়েছি) যাদের কথা তোমাকে পূর্বে বলেছি আর অনেক রসূল যাদের কথা তোমাকে বলি নি। আর মুসার সাথে আল্লাহ্ সাক্ষাতে কথা বলেছিলেন। আমি সুস্থিতাদাতা ও সতর্ককারীরপে রসূল পাঠিয়েছি যাতে রসূল (আসার পর) আল্লাহ্ বিরুদ্ধে মানুষের কোনো অভিযোগ না থাকে। আর আল্লাহ্ তো শক্তিমান, তত্ত্বজ্ঞানী।

আল্লাহ্ যা তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছেন তা তিনি জেনেশুনে করেছেন। আল্লাহ্ সাক্ষী, আর ফেরেশ্তারাও সাক্ষী। আর আল্লাহ্ সাক্ষীই যথেষ্ট। যারা অবিশ্বাস করে ও আল্লাহ্ পথে বাধা দেয় তারা দারুণ পথভট্ট। যারা অবিশ্বাস করেছে ও অত্যাচার করেছে আল্লাহ্ তাদের কখনও ক্ষমা করবেন না, আর তাদের কোনো পথেও দেখাবেন না, জাহানামের পথ ছাড়। সেখানে তারা থাকবে চিরকাল। আর এ তো আল্লাহ্ পক্ষে সহজ।

হে মানুষ ! রসূল তোমাদের প্রতিপালকের কাছ থেকে সত্য এনেছে, অতএব তোমরা বিশ্বাস করো, এ তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আর তোমরা অবিশ্বাস করলেও আকাশে ও পৃথিবীতে যা আছে সব আল্লাহরই, আর আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ তত্ত্বজ্ঞানী। — ৪ সুরা নিসা : ১৬৩-১৭০

আল্লাহ ও তাঁর রসূলের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করো ও আল্লাহ তোমাদেরকে যে-ধনসংপদের অধিকারী করেছেন তার থেকে ব্যয় করো।

যখন রসূল তোমাদেরকে প্রতিপালকের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করতে বলছে, আর আল্লাহ তোমাদের কাছ থেকে পুরৈই যে-অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন তাতে তোমরা যদি বিশ্বাস কর, তবে আল্লাহর ওপর বিশ্বাস করতে কিসে তোমাদের বাধা দেয়? তিনি তাঁর দাসের প্রতি স্পষ্ট আয়াত অবতীর্ণ করেছেন তোমাদের অঙ্গকার হতে আলোয় আনার জন্য, আল্লাহ তো তোমাদের জন্য মহানুভব, পরম দয়ালু। — ৫৭ সুরা হাদিদ : ৭-৯

যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলে বিশ্বাস করে তারাই তাদের প্রতিপালকের দৃষ্টিতে সিদ্ধিক [সিত্যনিষ্ঠ] ও শহীদের মতো। — ৫৭ সুরা হাদিদ : ১৯

যারা বিশ্বাস করে, সৎকর্ম করে আর মুহাম্মদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা তাদের প্রতিপালক হতে প্রেরিত সত্য বলে বিশ্বাস করে তিনি তাদের মদ কাঙ্গলো ক্ষমা করবেন ও তাদের অবস্থা ভালো করবেন। — ৪৭ সুরা মুহাম্মদ : ২

এরা তোমার যে-জনপদ থেকে তোমাকে তাড়িয়ে দিয়েছে তার চেয়ে শক্তিশালী জনপদ আমি ধৰংস করেছি আর তখন ওদের সাহায্য করার কেউ ছিল না। — ৪৭ সুরা মুহাম্মদ : ১৩

ওদের মধ্যে কিছু লোক তোমার কথা শোনে, কিন্তু তোমার কাছ থেকে বের হয়েই যারা শিক্ষিত তাদেরকে বলে, ‘এই মাত্র সে কি না বলল?’ আল্লাহ এদের অস্তর মোহর করে দিয়েছেন। এরা নিজেদের খেয়ালখুশিই অনুসরণ করে। — ৪৭ সুরা মুহাম্মদ : ১৬

যাদের অস্তরে ব্যাধি আছে তারা কি মনে করে যে, আল্লাহ ওদের ভিতরের বিদ্বেষভাব প্রকাশ করে দেবেন না? আমি ইচ্ছা করলে তোমাকে ওদের পরিচয় দিতাম। তখন তুমি ওদের চেহারা দেখে ওদেরকে চিনতে পারতে। এখনও তুমি অবশ্যই ওদের কথার ভঙ্গিতে ওদেরকে চিনতে পারবে। তোমরা যা কর আল্লাহ তা ভালো করেই জানেন। — ৪৭ সুরা মুহাম্মদ : ২৯-৩০

হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর, রসূলের আনুগত্য কর এবং তোমাদের কর্ম ব্যর্থ কোরো না। — ৪৭ সুরা মুহাম্মদ : ৩৩

যারা অবিশ্বাস করেছে তারা বলে, ‘(মুহাম্মদের) প্রতিপালকের কাছ থেকে তার কাছে কোনো নির্দর্শন অবতীর্ণ হয় না কেন?’

তুমি তো কেবল সতর্ককারী, আর প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য তো পথপ্রদর্শক আছে। — ১৩ সুরা রাদ : ৭

তোমার প্রতিপালকের কাছ থেকে তোমার ওপর যা অবতীর্ণ হয়েছে তাকে যে সত্য বলে জানে সে আর যে (জ্ঞেন্ত্র) অঙ্গ সে কি সমান? বোধশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিরাই শুধু উপদেশ গ্রহণ করে। — ১৩ সুরা রাদ : ১৯

যারা অবিশ্বাস করেছে তারা বলে, ‘তার প্রতিপালকের কাছ থেকে তার কাছে কোনো নির্দর্শন অবতীর্ণ হয় না কেন?’

বলো, ‘আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বিভাস্ত করেন। আর তিনি তাঁর পথ দেখান তাদেরকে যারা তাঁর দিকে মুখ ফেরায়, যারা বিশ্বাস করে ও আল্লাহর স্মরণে যাদের চিন্ত প্রশাস্ত হয়। জেনে রাখো, আল্লাহর স্মরণে চিন্ত প্রশাস্ত হয়। যারা বিশ্বাস করে ও সংকাজ করে কল্যাণ ও শুভ পরিগাম তাদেরই।’ এইভাবে আমি তোমাকে পাঠিয়েছি এক জাতির কাছে যার আগে বহু জাতি গত হয়ে গেছে, যাতে তুমি তাদের কাছে আবৃত্তি করতে পার যা আমি তোমার কাছে প্রত্যাদেশ করেছি; তবু তারা করণাময়কে অঙ্গীকার করে। বলো, ‘তিনিই আমার প্রতিপালক, তিনি ছাড়া অন্য কোনো উপাস্য নেই। তাঁরই ওপর আমি নির্ভর করি ও তাঁরই কাছে আমার প্রত্যাবর্তন।’ — ১৩ সুরা রাদঃ ২৭-৩০

তোমার পূর্বেও অনেক রসূলকে ঠাট্টাবিন্দুপ করা হয়েছিল। আর যারা অবিশ্বাস করেছিল আমি তাদেরকে কিছু অবকাশ দিয়েছিলাম, তারপর তাদের শাস্তি দিয়েছিলাম। তখন কীরুপ ভয়ানক হয়েছিল আমার শাস্তি। — ১৩ সুরা রাদঃ ৩২

আমি যাদেরকে কিতাব দিয়েছি তারা যা তোমার পর অবরুদ্ধ হয়েছে তাতে আনন্দ পায়। কিন্তু কোনো কোনো দল ওর কিছু অংশ অঙ্গীকার করে। বলো, ‘আমাকে আদেশ করা হয়েছে আল্লাহর উপাসনা করতে ও তাঁর কোনো শরিক না করতে। আমি তাঁরই দিকে সকলকে আহ্বান করি ও তাঁরই কাছে আমার প্রত্যাবর্তন।’ এভাবে আমি আরবি ভাষায় অবরুদ্ধ করেছি এক নির্দেশ। জ্ঞানপ্রাপ্তির পরও তুমি যদি তাদের খেয়ালখুশির অনুসরণ কর তবে আল্লাহর বিরুদ্ধে তোমার কোনো অভিভাবক ও রক্ষক থাকবে না। — ১৩ সুরা রাদঃ ৩৬-৩৭

তোমার পূর্বেও অনেক রসূল পাঠিয়েছিলাম ও তাদেরকে শ্রী সন্তানসন্ততি দিয়েছিলাম। আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কোনো আয়াত উপস্থিত করা কোনো রসূলের কাজ নয়। প্রত্যেক নির্ধারিত কালের জন্য এক কিতাব থাকে। আল্লাহ যা ইচ্ছা তা বাতিল করেন ও যা ইচ্ছা তা বহাল রাখেন। আর তাঁরই কাছে কিতাবের মূল।

ওদেরকে যে-প্রতিশ্রুতির কথা বলি তার যদি কিছু আমি তোমাকে দেখাই বা (তার আগে) তোমার মত্যু ঘটাই, তোমার কর্তব্য তো কেবল প্রচার করা, আর হিসাবনিকাশ তো আমার কাজ।

ওরা কি দেখে না কেমন করে আমি দেশটাকে চারদিক হতে কমিয়ে দিচ্ছি? আল্লাহ হকুম করেন, তাঁর হকুমকে কেউ প্রতিহত করতে পারে না, আর তিনি হিসাব গ্রহণে তৎপর।

ওদের পূর্বে যারা গত হয়েছে তারাও চক্রাস্ত করেছিল, কিন্তু সব চক্রাস্তই আল্লাহর অধীন। প্রত্যেকে কী অর্জন করে তা তিনি জানেন। আর কাদের শেষ ভালো তা অবিশ্বাসীরা শীঘ্ৰই জানবে। যারা অবিশ্বাস করেছে তারা বলে, ‘তুমি তো প্রেরিত পুরুষ নও।’ বলো, ‘আল্লাহ ও যাদের কাছে কিতাবের জ্ঞান আছে তারা আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী হিসাবে যথেষ্ট।’ — ১৩ সুরা রাদঃ ৩৮-৪৩

আমি পর্যায়ক্রমে তোমার ওপর কোরান অবরুদ্ধ করেছি। অতএব তুমি ধৈর্যের সাথে তোমার প্রতিপালকের নির্দেশের অপেক্ষা করো এবং ওদের মধ্যে যে পাপিষ্ঠ বা অবিশ্বাসী তার আনুগত্য কেরো না। আর তুমি সকাল-সন্ধ্যায় তোমার প্রতিপালকের নাম স্মরণ কর।

রাতে তাঁর কাছে সিজদায় মাথা নত করো ও রাতের বেশির ভাগ সময় তাঁর পবিত্র মহিমা ঘোষণা করো।

ওরা সহজলভ্য পার্থিব জীবনকে ভালোবাসে এবং তাদের পরবর্তী কঠিন দিনকে উপেক্ষা করে চলে। আমি তাদেরকে সৃষ্টি করেছি ও তাদের গঠন মজবুত করেছি এবং যখন ইচ্ছা করব তখন তাদের স্থলে তাদের অনুরূপ অন্য জাতিকে প্রতিষ্ঠিত করব।

এ এক উপদেশ, অতএব যার ইচ্ছা সে তার প্রতিপালকের পথ অবলম্বন করুক। আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া তোমাদের ইচ্ছা কার্য্যকর হবে না। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, তত্ত্বজ্ঞানী।

তিনি যাকে ইচ্ছা তার অনুগ্রহের অন্তর্ভুক্ত করেন; কিন্তু সীমালজ্যনকারীদের জন্য তিনি প্রস্তুত রেখেছেন ভয়ানক শাস্তি। — ৭৬ সুরা দাহুর : ২৩-৩১

... অতএব হে বিশ্বাসী বোধসম্পন্ন ব্যক্তিগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, তিনি তোমাদের কাছে এক উপদেশবাণী অবতীর্ণ করেছেন, প্রেরণ করেছেন এক রসূল যে তোমাদের কাছে আল্লাহর স্পষ্ট আয়াত আবৃত্তি করে, যারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে তাদেরকে অঙ্গকার হতে আলোয় আনার জন্য। যে-কেউ আল্লাহয় বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে তিনি তাকে প্রবেশ করাবেন ভাল্লাতে যার নিচে নদী বইবে, সেখানে সে থাকবে চিরকাল। আল্লাহ তাকে দেবেন উন্নত জীবনের উপকরণ। — ৬৫ সুরা তালাক : ১০-১১

কিতাবি ও অংশীবাদীদের মধ্যে যারা অবিশ্বাস করেছিল তারা নিজ নিজ মতে অবিচল ছিল যতক্ষণ না তাদের কাছে এল এক স্পষ্ট প্রমাণ — আল্লাহর কাছ থেকে এক রসূল যে আবৃত্তি করে এক পবিত্র কিতাব যাতে আছে সরল বিধান। — ১৮ সুরা বাইয়িনা : ১-৩

আল্লাহ এ জনপদবাসীদের ((বানু-নাজিরদের) কাছ থেকে তাঁর রসূলকে যা—কিছু দিয়েছেন তা আল্লাহর, তাঁর রসূলের, আত্মীয়স্বজ্ঞনের, এতিমদের, অভিব্রগ্ন ও মুসাফিরদের, যাতে তোমাদের মধ্যে যারা বিস্তুবান কেবল তাদের মধ্যেই ধনসম্পদ যেন আবর্তন না করে। রসূল যার অনুমতি দেয় তা গ্রহণ করো আর যা নিষেধ করে তা থেকে বিরত থেকো। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা। — ৫৯ সুরা হাশর : ৭

যে-কেউ মনে করে আল্লাহ তাকে (রসূলকে) ইহলোকে ও পরলোকে সাহায্য করবে না, সে ঘরের ছাদে রশি ঝুলিয়ে নিজকে ঘাটি থেকে বিছিন্ন করুক। তারপর সে দেখুক তার কৌশল তার আক্রমণের কারণ দূর করে কি না। এভাবেই আমি সুস্পষ্ট নির্দেশন হিসাবে এ অবতীর্ণ করেছি। আর স্মরণ রেখো, আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সৎকর্ম প্রদর্শন করেন। — ২২ সুরা হজ : ১৫-১৬

আর মোকে যদি তোমাকে মিথ্যাবাদী বলে তবে ওদের পূর্বে নুহ, আদ ও সামুদের সম্প্রদায়, ইস্রাইল ও লুতের সম্প্রদায় এবং মাদিয়ানবাসীরা মিথ্যাবাদী বলেছিল নবিদেরকে এবং মিথ্যাবাদী বলা হয়েছিল মুসাকেও। আমি অবিশ্বাসীদের অবকাশ দিয়েছিলাম ও পরে তাদেরকে পাকড়াও করেছিলাম। কী ভয়ানক ছিল আমার শাস্তি! — ২২ সুরা হজ : ৪২-৪৪

তারা (তোমাকে) শাস্তি তাড়াতাড়ি এগিয়ে আনতে বলে, যদিও আল্লাহ তাঁর প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেন না। — ২২ সুরা হজ : ৪৭

বলো, ‘হে মানবসমাজ ! আমি তো তোমাদের জন্য এক স্পষ্ট সতর্ককারী। সুতরাং যারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকা। আর যারা প্রবল হওয়ার উদ্দেশ্যে আমার আয়াতকে নস্যাং করার চেষ্টা করে তারাই জাহানামে বাস করবে।’

আমি তোমার পূর্বে যেসব নবি ও রসূল পাঠিয়েছিলাম তারা যখনই কিছু আবৃত্তি করত তখনই শয়তান তাদের আবৃত্তিতে বাইরে থেকে কিছু ছুড়ে ফেলত। কিন্তু শয়তান যা বাইরে থেকে ছুড়ে ফেলে আল্লাহ তা দূর করে দেন। তারপর আল্লাহ তার আয়াতগুলোকে সুস্থবদ্ধ করেন। আর আল্লাহ তো সর্বজ্ঞ তত্ত্বজ্ঞানী। এ এজন্য যে, শয়তান যা বাইরে থেকে ছুড়ে ফেলে তা দিয়ে তিনি পরীক্ষা করেন তাদেরকে যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে, এবং যারা পাষাণহাদয়। সীমালভ্যনকারীরা অশ্রেষ মতভেদে রয়েছে। আর এ জন্যও যে যাদেরকে জ্ঞান দেওয়া হয়েছে তারা যেন জানতে পারে যে, এ তোমার প্রতিপালকের কাছ থেকে প্রেরিত সত্য, তারা যেন ওতে বিশ্বাস করে আর তাদের অন্তর যেন ওর অনুগত হয়। যারা বিশ্বাসী তাদের অবশ্যই আল্লাহ সরল পথে পরিচালিত করেন। — ২২ সুরা হজঃ ৪৯-৫৪

আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য নিয়মকানুন নির্ধারিত করে দিয়েছি যা ওরা পালন করে। সুতরাং ওরা যেন তোমার সঙ্গে এ-ব্যাপারে বিতর্ক না করে। তুমি ওদেরকে তোমার প্রতিপালকের দিকে ডাক দাও। তুমি তো সরল পথেই আছ। ওরা যদি তোমার সঙ্গে তর্ক করে তবে বলো, ‘তোমরা যা কর সে-সম্বন্ধে আল্লাহ ভালো করেই জানেন। তোমরা যে-বিষয়ে মতভেদ করছ আল্লাহ কিয়ামতের দিন সে-বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেবেন।’ তুমি কি জান না যে, আকাশ ও পৃথিবীতে যা-কিছু রয়েছে আল্লাহ তা জানেন ? এ সবই লেখা আছে এক কিতাবে। এ আল্লাহর কাছে সহজ। — ২২ সুরা হজঃ ৬৭-৭০

যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে তাদেরকে, তাদের পূর্ববর্তীদের মতোই অপদস্থ করা হবে। আমি সুস্পষ্ট আয়াত অবতীর্ণ করেছি। অবিশ্বাসীদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি। — ৫৮ সুরা মুজাদালা : ৫

তুমি কি বোঝ না, আকাশ ও পৃথিবীতে যা-কিছু আছে আল্লাহ তা জানেন ? তিনি জনের মধ্যে এমন কোনো গোপন পরামর্শ হয় না, যাদের মধ্যে চতুর্থজন হিসাবে তিনি হাজির না থাকেন, পাঁচ জনের মধ্যেও না, যেখানে তিনি ষষ্ঠজন হিসাবে না থাকেন। সংখ্যায় ওরা এর চেয়ে কম বা বেশি হোক ওরা যেখানেই থাক না কেন আল্লাহ তাদের সঙ্গে আছেন। ওরা যা-ই করে কিয়ামতের দিন ওদেরকে তা জানিয়ে দেওয়া হবে। আল্লাহর তো সব বিষয়ই ভালো করে জানেন।

তুমি কি তাদেরকে লক্ষ কর নি যাদেরকে গোপনে পরামর্শ করতে নিষেধ করা হয়েছিল, তারপর যা নিষেধ করা হয়েছিল তারা তারই পুনরাবৃত্তি করে, আর নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে পাপ ও শ্রুত্যায় এবং রসূলের বিরুদ্ধাচরণে। ওরা যখন তোমার কাছে আসে তখন এমন কথা বলে তোমাকে অভিবাদন করে যা বলে আল্লাহ তোমাকে অভিবাদন করেন নি। তারা মনেমনে বলে, ‘আমরা যা বলি তার জন্য আল্লাহ আমাদের শাস্তি দেয় না কেন ?’ জাহানামই ওদের জন্য উপযুক্ত শাস্তি। কত-ই না খারাপ সে-বাসস্থান যেখানে তারা প্রবেশ করবে। — ৫৮ সুরা মুজাদালা : ৭-৮

যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে তারা চরম অপমানিতের অন্তর্ভুক্ত হবে। আল্লাহ লিখে রেখেছেন, ‘আমি হব বিজয়ী, আমি ও আমার রসূল।’ নিচয় আল্লাহ সর্বশক্তিমান, পরাক্রমশালী। তুমি এমন কোনো সম্প্রদায়কে পাবে না যারা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে অথচ ভালোবাসে তাদেরকে যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিবেদিতা করে, হোক—না তারা তাদের পিতা, পুত্র, ভাতা বা জ্ঞাতি—গোত্র। — ৫৮ সুরা মুজাদালা ৪ ২০-২২

তোমরা জেনে রাখো, তোমাদের মধ্যে আল্লাহর রসূল আছেন। তিনি বেশির ভাগ ব্যাপারে তোমাদের কথা শুনলে তোমরাই অসুবিধায় পড়তে; কিন্তু আল্লাহ তোমাদের কাছে ধর্মবিশ্বাসকে প্রিয় করেছেন এবং তাকে তোমাদের জন্য মনঃপুত করেছেন। আর তিনি তোমাদের কাছে অপ্রিয় করেছেন অবিশ্বাস, সত্যত্যাগ ও অবাধ্যতাকে। এরাই সংৎপথে পরিচালিত। এ আল্লাহর দান ও অনুগ্রহ। আল্লাহ তো সর্বজ্ঞ, তত্ত্বজ্ঞানী। — ৪৯ সুরা হজুরাত ৪ ৭-৮

ওরা মনে করে ওরা আত্মসমর্পণ করে তোমাকে ধন্য করেছে। বলো, ‘তোমাদের আত্মসমর্পণ আমাকে ধন্য করেছে মনে কোরো না, বরং বিশ্বাসের দিকে পরিচালিত করে আল্লাহই তোমাদেরকে ধন্য করেছেন, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।’ — ৪৯ সুরা হজুরাত ৪ ১৭

হে নবি! অবিশ্বাসী ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করো ও তাদের প্রতি কঠোর হও। তাদের আশুম্বস্থন জাহানাম, আর ফিরে যাওয়ার জন্য সে তো বড়ই খারাপ জায়গা। — ৬৬ সুরা তাহরিম ৯

তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো ও রসূলের আনুগত্য করো। যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, জেনে রাখো, আমার রসূলের দায়িত্ব কেবল স্পষ্টভাবে প্রচার করা। — ৬৪ সুরা তাগাবুন ১২

স্মরণ করো, মরিয়মপুত্র ঈসা বলেছিল, ‘হে বনি—ইসরাইল! আল্লাহ আমাকে তোমাদের কাছে পাঠিয়েছেন আর আমার আগে থেকে তোমাদের কাছে যে—তওরাত আছে আমি তার সমর্থক। আর পরে আহমদ নামে যে—রসূল আসবে আমি তার সুসংবাদদাতা।’

পরে সে যখন নির্দর্শন নিয়ে তাদের কাছে এল তখন তারা বলতে লাগল, ‘এতো এক স্পষ্ট জাদু।’

যে ইসলামের দিকে আহত হয়েও আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে তার চেয়ে বড় সীমালংঘনকারী আর কে? আল্লাহ সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়কে সংৎপথে পরিচালিত করেন না।

ওরা আল্লাহর জ্যোতি ফুঁকারে নিভাতে চায়; কিন্তু আল্লাহ তাঁর জ্যোতি পূর্ণরূপে উন্নিসিত করবেন যদিও অবিশ্বাসীদের তা অপছন্দ। পথনির্দেশ ও সত্যধর্ম দিয়ে তিনিই তাঁর রসূলকে পাঠিয়েছেন, যাতে সে—সব ধর্মের ওপর এর শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করে, যদিও অশ্লীলাদীরা তা পছন্দ করে না। — ৬১ সুরা সাফুফ ৯ ৬-৯

আকাশ ও পথবীতে যা—কিছু আছে সবই আল্লাহর প্রশংসা ও মহিমা ঘোষণা করে— যিনি মালিক, পবিত্র, পরাক্রমশালী তত্ত্বজ্ঞানী।

তিনিই নিরঙ্কুরদের মধ্য থেকে একজনকে রসূল করে পাঠিয়েছেন, যে তাঁর আয়াত আবণ্ণি করে তাদের কাছে, তাদেরকে উন্নত করে এবং কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেয়। এর

আগে ওরা ছিল ঘোর বিভাস্তিতে। যারা এখনও তাদের দলভুক্ত হয় নি তাদের জন্যও তাকে পাঠানো হয়েছে। আল্লাহ তো পরাক্রমশালী, তত্ত্বজ্ঞানী। এ আল্লাহর অনুগ্রহ, যাকে ইচ্ছা তিনি দান করেন। আল্লাহ তো মহা অনুগ্রহশীল। — ৬২ সুরা জুমআ : ১-৪

ব্যবসায়ের সুযোগ বা তামাশা দেখলে তোমাকে দাঢ় করিয়ে ওরা সেদিকে ছুটে যায়। বলো, ‘আল্লাহর কাছে যা আছে তা তামাশা ও ব্যবসার চেয়ে আরও ভালো।’ আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ জীবিকাদাতা। — ৬২ সুরা জুমআ : ১১

আল্লাহ তোমার জন্য সুষ্টিষ্ঠ বিজয় অবধারিত করেছেন। এ এজন্যে যে, তিনি তোমার অতীত ও ভবিষ্যতের ত্রুটিগুলো মাফ করবেন, তোমার প্রতি তাঁর অনুগ্রহ পূর্ণ করবেন, এবং তোমাকে সরল পথে পরিচালিত করবেন, আর তিনি তোমাকে জোর সাহায্য করবেন। — ৪৮ সুরা ফাত্হ : ১-৩

আমি তোমাকে পাঠিয়েছি সাক্ষীরূপে, সুসংবাদদাতা ও সর্তর্কারীরূপে যাতে তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের ওপর বিশ্বাস রাখ, রসূলকে সাহায্য কর ও সম্মান কর এবং সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর প্রশংসা ও মহিমা ঘোষণা কর।

যারা তোমার কাছে আনুগত্যের শপথ নেয় তারা তো আল্লাহর আনুগত্যের শপথ নেয়। আল্লাহ ওদের শপথের সাক্ষী। সুতরাং যে তা ভাঙে ভাঙার প্রতিফল তারই; আর যে আল্লাহর সাথে অঙ্গীকার পূরো করে আল্লাহ তাকে বড় পুরস্কার দেন।

যে-সকল মরুবাসী আরব জিহাদে যোগ না দিয়ে ঘরে রয়ে গেছে তারা তোমাকে বলবে, ‘আমরা আমাদের ধনসম্পদ ও পরিবার-পরিজনদের রক্ষণাবেক্ষণে ব্যস্ত ছিলাম। অতএব আমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন।’ ওরা মুখে যা বলে তা ওদের অন্তরে নেই।

ওদেরকে বলো, ‘আল্লাহ তোমাদের কারও ক্ষতি বা মঙ্গল করার ইচ্ছা করলে কে তাঁকে ঠেকাতে পারে? তোমরা যা কর সে-বিষয়ে আল্লাহ তো ভালো করেই জানেন।’

না, তোমরা ভেবেছিলে রসূল ও বিশ্বাসীরা তাদের পরিবার-পরিজনদের কাছে কিছুতেই ফিরে আসতে পারবে না। এই ভেবে তোমরা আনন্দে ছিলে। তোমরা ভুল ধারণা করেছিলে। তোমরা তো এক ধরংসোন্মুখ সম্প্রদায়।

যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলে বিশ্বাস করে না আমি সেসব অবিশ্বাসীদের জন্য ঝলস্ত আগুন প্রস্তুত রেখেছি। আকাশ ও পথিবীর সার্বভৌমত আল্লাহরই; তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন ও যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন। — ৪৮ সুরা ফাত্হ : ৮-১৪

বিশ্বাসীরা যখন গাছের নিচে তোমার কাছে তোমার আনুগত্যের শপথ নিল তখন আল্লাহ তাদের ওপর সন্তুষ্ট হলেন। তাদের অন্তরে যা ছিল তিনি তা জানতেন। তাদের তিনি প্রশাস্তি দেন। আর তাদের জন্য ছিল করলেন আসন্ন বিজয়; যুদ্ধে (তারা) লাভ করবে বিপুল সম্পদ। আল্লাহ তো শক্তিমান, তত্ত্বজ্ঞানী। — ৪৮ সুরা ফাত্হ : ১৮-১৯

যখন অবিশ্বাসীরা তাদের অন্তরে জাহেলিয়া [প্রাগ-ইসলামি]—যুগের ঔদ্ধত্য পোষণ করছিল তখন আল্লাহ তাঁর রসূল ও বিশ্বাসীদেরকে প্রশাস্তি দান করলেন এবং তাদের সংহত করলেন আত্মসংযমের নীতিতে। আর তার জন্য তারা ছিল অনেক বেশি যোগ্য ও উপযুক্ত ব্যক্তি। আল্লাহ সব বিষয়ই ভালো করে জানেন। আল্লাহ তাঁর রসূলের স্বপ্ন পূর্ণ করেছেন।

আল্লাহর ইচ্ছায় তোমরা অবশ্যই মসজিদ-উল-হারামে নিরাপদে প্রবেশ করবে কেউ-কেউ মুণ্ডিত মাথায়, কেউ-কেউ চুল কেটে। তোমাদের কোনো তয় থাকবে না। আল্লাহ জানেন তোমরা যা জান না। এ ছাড়ও তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন এক আসন্ন বিজয়।

তিনি তাঁর রসূলকে পথের নির্দেশ ও সত্যধর্ম দিয়ে পাঠিয়েছেন, অন্য সব ধর্মের ওপর একে জয়যুক্ত করার জন্য। সাক্ষী হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট।

মুহাম্মদ আল্লাহর রসূল। তাঁর সহচরগণ অবিশ্বাসীদের প্রতি কঠোর আর নিজেরা পরম্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল। আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় তুমি তাদেরকে রুক্ত ও সিজদায় নমিত দেখবে। তাদের মুখের ওপর সিজদার চিহ্ন থাকবে। তাদের সম্বন্ধে এরূপ বর্ণনা রয়েছে তত্ত্বাতে, আর ইঞ্জিলেও ...। — ৪৮ সুরা ফাত্হ : ২৬-২৯

... তুমি ওদের (বনি-ইসরাইলের) অল্প কয়েকজন ছাড়া সকলকেই সব সময় বিশ্বাসঘাতকতা করতে দেখবে। সুতরাং ওদের ক্ষমা করো ও উপেক্ষা করো, আল্লাহ সংকের্মপরায়ণদের ভালোবাসেন। — ৫ সুরা মায়দা : ৩

হে কিতাবিরা ! আমার রসূল তোমাদের কাছে এসেছে, তোমরা কিতাবের যা গোপন করতে সে তাঁর অনেক অংশ তোমাদের কাছে প্রকাশ করে ও অনেক কিছু উপেক্ষা করে থাকে। আল্লাহর কাছ থেকে এক জ্যোতি ও স্পষ্ট কিতাব তো তোমাদের কাছে এসেছে। যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে এ (কোরান) দিয়ে তিনি তাদের শাস্তির পথে পরিচালিত করেন, আর নিজের ইচ্ছায় অঙ্ককার হতে বের করে আলোর দিকে নিয়ে যান, আর ওদেরকে সরল পথে পরিচালিত করেন। — ৫ সুরা মায়দা : ১৫-১৬

হে কিতাবিরা ! রসূলদের আবির্ভাবে ছেদ পড়ার পর তোমাদের কাছে আমার রসূল এসেছে। সে তোমাদের কাছে স্পষ্ট ব্যাখ্যা করছে যাতে তোমরা বলতে না পার, ‘কোনো সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী আমাদের কাছে আসে নি।’ এখন তো তোমাদের কাছে এক সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী এসেছে। আল্লাহ তো সববিষয়ে সর্বশক্তিমান। — ৫ সুরা মায়দা : ১৯

যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে ও পৃথিবীতে ধ্বংসাত্মক কাজ করে তাদের শাস্তি এই যে, তাদের হত্যা করা হবে বা ক্রুশবিদ্ধ করা হবে বা উলটো দিক থেকে তাদের হাত ও পা কেটে ফেলা হবে বা তাদের দেশ থেকে নির্বাসিত করা হবে। পৃথিবীতে এই তাদের লাঞ্ছনা, আর পরকালে তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি। তবে, তোমাদের আয়তে আসার পূর্বে যারা তওবা করবে তাদের জন্য (এ-শাস্তি) নয়। সুতরাং জ্ঞেন রেখো যে, আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। — ৫ সুরা মায়দা : ৩৩-৩৪

হে রসূল ! যারা মুখে বলে, ‘বিশ্বাস করেছি; কিন্তু অন্তরে বিশ্বাস করে না ও যারা ইছদি তাদের মধ্যে যারা অবিশ্বাস করতে পাঠু তাদের আচরণ যেন তোমাকে দুঃখ না দেয়। ওদের মিথ্যা শুনতে বড়ই আগ্রহ। যে-সম্প্রদায় তোমার কাছে আসে নি ওরা তাদের জন্য কান পেতে থাকে। তারা ‘কালেমার’ [বিগীর] যথাস্থান পরিবর্তন করে দেয়। তারা বলে, ‘তোমাদের এ দিলে নাও, আর না দিলে সাবধান হও।’ আর আল্লাহ যার পথচারুতি চান তার জন্য আল্লাহর কাছে তোমার কিছুই করার নেই। এ সব লোকের হস্তযুক্তে আল্লাহ শুন্দ করতে চান না, তাদের জন্য আছে পৃথিবীতে অপমান এবং পরকালে মহাশাস্তি।

তারা মিথ্যা শব্দে বড়ই আগ্রহী ও অবৈধ ভক্ষণে বড়ই আসজ্ঞ। তারা যদি তোমার কাছে আসে তবে তাদের বিচার করো অথবা তাদের উপেক্ষা করো। তুমি যদি তাদের উপেক্ষা করো তবে তারা তোমার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। আর তুমি যদি বিচার করো তবে ন্যায়বিচার করো। আল্লাহ তো ন্যায়পরায়ণদেরকে ভালোবাসেন। আর তারা তোমার ওপর কেমন করে বিচার ন্যাস্ত করবে যখন তাদের কাছে রয়েছে তওরাত যাতে আছে আল্লাহর আদেশ? এর পরও তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় আর কখনও বিশ্বাস করে না। — ৫ সুরা মায়দা : ৪১-৪৩

আর এর পূর্বে অবতীর্ণ কিতাবের সমর্থক ও সংরক্ষকরাপে আমি তোমার ওপর সত্যসহ কিতাব অবতীর্ণ করেছি। সুতরাং আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন সেই অনুসারে তুমি তাদের মধ্যে বিচার করো ও যে-স্ত্য তোমার কাছে এসেছে তা ছেড়ে দিয়ে তাদের খেয়ালখুশির অনুসরণ করো না।

আমি তোমাদের প্রত্যেকের জন্য শরিআত [আইন] ও স্পষ্ট পথ নির্ধারণ করেছি। ইচ্ছা করলে আল্লাহ তোমাদেরকে একজাতি করতে পারতেন, কিন্তু তিনি তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তা দিয়ে তোমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য (তা করেন নি)। তাই সংকর্মে তোমরা প্রতিযোগিতা করো। আল্লাহর দিকেই তোমরা সকলেই ফিরে যাবে। তারপর তোমরা যে বিষয়ে মতভেদ করেছিলে সে-সম্বন্ধে তিনি তোমাদের জানিয়ে দেবেন।

সুতরাং আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তুমি সেই অনুসারে তাদের মধ্যে বিচার কর। সুতরাং তাদের খেয়ালখুশির অনুসরণ করো না। আর এ-সম্বন্ধে সতর্ক থাকো যাতে আল্লাহ যা তোমার ওপর অবতীর্ণ করেছেন, ওরা তার কিছু থেকে তোমাকে বিচুত করতে না পারে। যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে জেনে রাখো যে, তাদের কোনো কোনো পাপের জন্য আল্লাহ তাদেরকে শাস্তি দিতে চান। আর মানুষের মধ্যে অনেকেই তো সত্যত্যাগী।

তবে কি তারা জাহেলিয়া [প্রাগ্হিসলামি] যুগের বিচারব্যবস্থা পেতে চায়? নিশ্চিত বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য বিচারের ব্যাপারে আল্লাহর চেয়ে ভালো আর কে? — ৫ সুরা মায়দা : ৪৮-৫০

বলো, ‘হে কিতাবিয়া! আমরা আল্লাহ ও আমাদের ওপর যা অবতীর্ণ হয়েছি তাতে বিশ্বাস করিঃ; এ ছাড়া অন্য কারণে তোমরা আমাদের ওপর বিরুদ্ধতাত্ত্বাপন্ন নও, আর তোমাদের অধিকাংশই সত্যত্যাগী। — ৫ সুরা মায়দা : ৫৯

হে রসূল! তোমার প্রতিপালকের কাছ থেকে তোমার ওপর যা অবতীর্ণ হয়েছে তা প্রচার করো, যদি না কর তবে তো তুমি তাঁর বার্তা প্রচার করলে না। আল্লাহ তোমাকে মানুষ থেকে রক্ষা করবেন। আল্লাহ অবিশ্বাসী সম্প্রদায়কে সংপত্তি পরিচালিত করেন না।

বলো, ‘হে কিতাবিগণ! তওরাত, ইঞ্জিল ও যা তোমার প্রতিপালকের কাছ থেকে তোমাদের ওপর অবতীর্ণ হয়েছে তোমরা তা প্রতিষ্ঠিত না করা পর্যন্ত তোমাদের কোনো পথ নেই।’ তোমার প্রতিপালকের কাছ থেকে তোমার কাছে যা অবতীর্ণ হয়েছে তা তাদের অনেকের ধর্মদ্রোহিতা ও অবিশ্বাসই বৃদ্ধি করবে। তাই তুমি অবিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য দুঃখ করো না। — ৫ সুরা মায়দা : ৬৭-৬৮

অবশ্য বিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে শত্রুতায় মানুষের মধ্যে ইহুদি ও অংশীবাদীদেরকে তুমি সবচেয়ে উগ্র দেখবে। আর যারা বলে, ‘আমরা খ্রিস্টান (মানুষের মধ্যে) তাদেরকেই তুমি বিশ্বাসীদের নিকটতর বক্ষু হিসাবে দেখবে, কারণ তাদের মধ্যে অনেকে পণ্ডিত ও সৎসারবিরাগী সন্ন্যাসী রয়েছে, আর তারা অহংকারও করে না। — ৫ সুরা মাযিদা : ৮২

আর যখন তারা রসূলের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা শোনে তখন তারা যে—সত্য উপলব্ধি করে তার জন্য তুমি তাদের চক্ষু অক্ষুবিগ্নিত দেখবে। — ৫ সুরা মাযিদা : ৮৩

আর যখন তাদেরকে বলা হয়, ‘আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন তার দিকে ও রসূলের দিকে এসো’, তারা বলে, আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে যে (ধর্ম) পেয়েছি তা—ই আমাদের জন্য যথেষ্ট! যদিও তাদের পূর্বপুরুষেরা কিছুই জ্ঞানত না ও সংপথ পায় নি, তবুও? — ৫ সুরা মাযিদা : ১০৪

... অবিশ্বাসীরা অপ্রীতিকর মনে করলেও আল্লাহ্ তাঁর জ্যোতির পূর্ণ উজ্জাসন ছাড়া অন্য কিছু চান না ; অংশীবাদীরা অপ্রীতিকর মনে করলেও আপর সমস্ত ধর্মের ওপর জয়যুক্ত করার জন্য তিনিই পথনির্দেশ ও সত্যধর্মসহ রসূল প্রেরণ করেছেন। — ৯ সুরা তওবা : ৩২-৩৩

যদি তোমরা তাকে (রসূলকে) সাহায্য না কর (তবে সুরণ করো) আল্লাহ্ তাকে সাহায্য করবেন যেমন তিনি তাকে সাহায্য করেছিলেন যখন অবিশ্বাসীরা তাকে তাড়িয়ে দিয়েছিল। সে ছিল দু'জনের মধ্যে একজন (অপরজন আবুবকর) ! যখন তারা গুহার মধ্যে ছিল সে তখন তার সঙ্গীকে বলেছিল, ‘মন-খারাপ কোরো না। নিশ্চয় আল্লাহ্ আমাদের সাথেই আছেন! ’ তারপর আল্লাহ্ তার ওপর তাঁর প্রশান্তি বর্ষণ করলেন আর তাকে এমন এক সৈন্যবাহিনী দিয়ে শক্তিশালী করলেন যা তোমরা দেখনি আর তিনি অবিশ্বাসীদের কথা তুচ্ছ করলেন। আল্লাহ্ কথাই সবার ওপরে। আর আল্লাহ্ তো শক্তিমান তত্ত্বজ্ঞানী। — ৯ সুরা তওবা : ৪০

আল্লাহ্ তোমাকে ক্ষমা করুন ! কারা সত্যবাদী তা তোমার কাছে স্পষ্ট না হওয়া পর্যন্ত ও কারা ঝিথ্যবাদী তা না জানা পর্যন্ত তুমি কেন তাদের অব্যাহতি দিলে ?

যারা আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাস করে তারা নিজ সম্পদ ও জীবন দ্বারা সংগ্রামে অব্যাহতি পাবার প্রার্থনা তোমার কাছে করে না। আল্লাহ্ সাবধানিদের সম্বলে ভালোই জানেন। তোমার কাছে অব্যাহতি প্রার্থনা করে কেবল ওরাই যারা আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাস করে না এবং যাদের চিন্ত সংশয়যুক্ত। ওরা তো নিজেদের সংশয়ে দ্বিধাগ্রস্ত।

ওরা বের হতে চাইলে ওরা নিশ্চয়ই এর জন্য প্রস্তুতির ব্যবস্থা করত, কিন্তু ওরা চলে যাক এ আল্লাহর মনঃপুত ছিল না ; তাই তিনি ওদের বিরত রাখেন আর ওদের বলা হয় ‘যারা বসে আছে তাদের সাথে বসে থাকো !’

ওরা তোমাদের সাথে বের হলে তোমাদের বিভ্রান্তিই বৃক্ষি করত ও তোমাদের মধ্যে অশান্তি সৃষ্টির উদ্দেশ্যে তোমাদের মধ্যে ছুটোছুটি করত। তোমাদের মধ্যে ওদের কথায় কান দেওয়ার লোক আছে। যারা সীমালজন করে আল্লাহ্ তাদের ভালো করেই জানেন। পূর্বেও ওরা বিশ্বত্বখন সৃষ্টি করতে চেয়েছিল ও ওরা তোমার কর্ম পদ্ধ করার জন্য গন্ডগোল সৃষ্টি করেছিল যতক্ষণ না ওদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সত্য অবতীর্ণ হল ও আল্লাহর আদেশ জারি হল।

আর ওদের মধ্যে এমন লোক আছে যে বলে ‘আমাকে অব্যাহতি দাও আর আমাকে বিশ্বরূপায় ফেলো না।’ সাবধান ! ওরাই বিশ্বরূপায় পড়ে আছে। আর জাহান্নাম তো অবিশ্বাসীদের ঘিরে রাখবে।

তোমার মঙ্গল হলে তা ওদেরকে পীড়া দেয় আর তোমার বিপদ ঘটলে ওরা বলে, ‘আমরা তো আগেই আমাদের ব্যাপারে সতর্ক হয়েছিলাম।’ আর ওরা উৎফুল্ল মনে সরে পড়ে।

বলো, ‘আমাদের জন্য আল্লাহ্ যা নির্দিষ্ট করেছেন তা ছাড়া আমাদের অন্য কিছু হবে না। তিনিই আশ্রমের কর্মবিধায়ক।’ আর আল্লাহ্ ওপরেই বিশ্বাসীদের নির্ভর কর উচিত।

বলো, ‘তোমরা কি আমাদের দুটো কল্যাণ [বিজয় বা শাহাদত]-এর একটির জন্য প্রতীক্ষা করছ আর আমরা তোমাদের জন্য অপেক্ষা করছি যে, আল্লাহ্ নিজে থেকে বা আমাদের হাত দিয়ে তোমাদের বিপজ্জনক শাস্তির ব্যবস্থা করবেন। অতএব তোমরা প্রতীক্ষা কর, আর আমরাও তোমাদের সঙ্গে প্রতীক্ষা করছি।’ — ৯ সুরা তওবা : ৪৩-৫২

বলো, ‘ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক তোমাদের অর্থসাহায্য তোমাদের কাছ থেকে গ্রহণ করা হবে না। তোমরা তো সত্যত্যাগী সম্প্রদায়।’ ওরা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলকে অহীকার করে, নামাজে শৈথিলের সঙ্গে উপস্থিত হয় ও অনিচ্ছায় অর্থসাহায্য করে বলেই ওদের অর্থসাহায্য গ্রহণ করা নিষেধ করা হয়েছে। সুতরাং ওদের ধনসম্পদ ও সত্তানদসন্তি তোমাকে যেন যুগ্ম না করে। আল্লাহ্ তো ত্রি দিয়েই ওদের পার্থিব জীবনে শাস্তি দিতে চান। ওরা অবিশ্বাসীই রয়ে যাবে (যখন) আত্মা ওদের দেহ ত্যাগ করবে। ওরা আল্লাহ্ নামে শপথ করে যে ওরা তোমাদেরই সাথে, কিন্তু ওরা তো তোমাদের সাথে নয়। আসলে ওরা তো এক কাপুরুষ সম্প্রদায়। ওরা কোনো আশ্রম, কোনো গুহা বা কোনো ঢোকার জায়গা পেলেই সেখানে দৌড়ে পালাবে। ওদের মধ্যে এমন লোক আছে যারা সাদকা সম্পর্কে তোমাকে দেৱারোপ করে, তারপর তার কিছু দেওয়া হলে ওরা তুষ্ট হয় ও তার কিছু না দেওয়া হলে ওরা অসন্তুষ্ট হয়। আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল ওদেরকে যা দিয়েছেন তাতে যদি ওরা তুষ্ট হতো তাহলে ভালো হতো আর যদি বলত, ‘আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট। আল্লাহ্ অবশ্যই শৈথিল নিজের অনুগ্রহ থেকে আমাদেরকে দান করবেন ও তাঁর রসূলও (দান করবেন)। আমরা আল্লাহহই ভক্ত।’ — ৯ সুরা তওবা : ৫৩-৫৯

আর ওদের মধ্যে এমন লোক আছে যারা নবিকে কষ্ট দেয় ও বলে, ‘সে যা শোনে তা-ই বিশ্বাস করে।’

বলো, ‘তোমাদের জন্য যা মঙ্গল তার কান তা-ই শোনে। সে আল্লাহ্ বিশ্বাস করে এবং বিশ্বাসীদের বিশ্বাস করে, আর সে তাদের জন্য আশীর্বাদ যারা তোমাদের মধ্যে বিশ্বাস করে। আর যারা আল্লাহ্ রসূলকে কষ্ট দেয় তাদের জন্য রয়েছে নিদারূপ শাস্তি।’ — ৯ সুরা তওবা : ৬১

হে নবি ! অবিশ্বাসী ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম কর ও ওদের প্রতি কঠোর হও। ওদের বাসস্থান জাহান্নাম। আর কী সে মন পরিগাম ! — ৯ সুরা তওবা : ৭৩

আল্লাহ্ যদি তোমাকে ওদের কোনো দলের কাছে ফেরত আনেন, আর ওরা অভিযানে বের হওয়ার জন্য তোমার অনুমতি চায় তখন তুমি বলবে, ‘তোমরা তো আমার সাথে কখনও

বের হবে না ও তোমরা আমার সঙ্গী হয়ে কখনও শত্রুর সাথে যুদ্ধ করবে না, তোমরা তো প্রথমবার বসে থাকাই পছন্দ করেছিলে, তাই যারা পেছনে থাকে তাদের সাথে বসে থাকো।

ওদের মধ্যে কারও মতু হলে তুমি কখনও ওর জানাজার নামাজ পড়ার জন্য ওর কবরের পাশে দাঁড়াবে না। ওরা তো আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলকে অস্বীকার করেছিল, আর সত্যত্যাগী অবস্থায় ওদের মতু হয়েছে। সুতরাং ওদের সম্পদ ও সন্তানসন্তি তোমাকে যেন মুগ্ধ না করে। আল্লাহ্ তো ওদেরকে পার্থিব জীবনে শাস্তি দিতে চান। ওরা অবিশ্বাসী থাকা অবস্থায় ওদের আত্মা দেহত্যাগ করবে। — ৯ সুরা তওবা : ৮৩-৮৫

(মুনাফিকদের মধ্যে) যারা ক্ষতিসাধন, সত্যপ্রত্যাখ্যান, বিশ্বাসীদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে একটি মসজিদ নির্মাণ করেছিল তার (আবু আমিরের) জন্য যে পূর্বে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের বিরক্তে সংগ্রাম করেছিল। তারা হলফ করে বলবে, ‘আমরা সৎ উদ্দেশ্যেই এটা করেছি’ আল্লাহ্ সাক্ষী, নিশ্চয় ওরা মিথ্যাবাদী। তুমি নামাজের জন্য এর মধ্যে কখনও দাঁড়াবে না।

যে-মসজিদের ভিত্তি প্রথম দিন থেকেই ধর্মকর্মের জন্য স্থাপিত হয়েছে ওখানেই নামাজের জন্য তোমার দাঁড়ানো উচিত। ওখানে পবিত্র হতে চায় এমন লোক পাবে, আর যারা পবিত্র হয় আল্লাহ্ তাদেরকে পছন্দ করেন। — ৯ সুরা তওবা : ১০৭-১০৮

আল্লাহ্ রসূলের সহগায়ী না হয়ে পেছনে রয়ে যাওয়া আর তার (মুহাম্মদের) জীবনের চেয়ে নিছেদের জীবনকে প্রিয় জ্ঞান করা মদিনাবাসী ও তাদের পার্শ্ববর্তী আরব মরুবাসীদের জন্য সংগত নয়। কারণ, তারা তো আল্লাহ্ পথে তৃষ্ণায়, ক্লাস্তিতে, ক্ষুধায় এমন কোনো কষ্ট পায় না বা অবিশ্বাসীদের ক্রোধ উদ্বেক করে এমন কোনো স্থানে পদক্ষেপ নেয় না, বা শত্রুদের কাছ থেকে এমন কোনো আঘাত পায় না, যা তাদের সৎকর্ম হিসাবে লেখা না হয়। নিশ্চয় আল্লাহ্ সৎকর্মপ্রায়ণদের শুরুফল নষ্ট হতে দেন না। — ৯ সুরা তওবা : ১২০

তোমাদের মধ্যে থেকেই তোমাদের কাছে এক রসূল এসেছে। তোমাদের দুর্ভোগ তার কাছে দৃঃস্থ। সে তোমাদের জন্য চিন্তা করে, বিশ্বাসীদের জন্য তার অনুকূল্য ও দয়া।

তারপর ওরা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে তুমি বলো, ‘আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট, তিনি ছাড়া অন্য কোনো উপাস্য নেই। আমি তাঁরই ওপর নির্ভর করি আর তিনি মহা আরশের অধিপতি।’ — ৯ সুরা তওবা : ১২৪-১২৯

যখন আসবে আল্লাহ্ সাহায্য ও বিজয় আর তুমি মানুষকে দলে দলে আল্লাহ্ র ধর্ম গ্রহণ করতে দেখবে, তখন তুমি তোমার প্রতিপালকের প্রশংসায় তাঁর পবিত্র মহিমা ঘোষণা করো ও তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো। তিনি তো ক্ষমাপ্রবণ। — ১১০ সুরা নসর : ১-৩

মুহাম্মদ ও মিরাজ : পবিত্র ও মহিমাময় তিনি যিনি তাঁর দাসকে তাঁর নির্দশন দেখাবার জন্য রাতে সফর করিয়েছিলেন মসজিদ-উল-হারাম থেকে মসজিদ-উল-আকসায়, যেখানকার পরিবেশ তাঁরই আশীর্বাদপূর্ণ। তিনি তো সব শোনেন, সব দেখেন। — ১৭ সুরা বনি-ইসরাইল : ১

স্মরণ করো, আমি তোমাকে বলেছিলাম যে, তোমার প্রতিপালক মানুষকে ঘিরে রায়েছেন। আমি যে-দৃশ্য তোমাকে (মিরাজে) দেখিয়েছি তা এবং কোরানে উল্লেখিত অভিশপ্ত

বৃক্ষ কেবল মানুষের পরীক্ষার জন্য। আমি তাদেরকে তায় দেখাই, কিন্তু তা তাদের উপ্র অবাধ্যতা বৃদ্ধি করে। — ১৭ সুরা বনি-ইসরাইল : ৬০

মুহাম্মদ ও মুনাফিক : মানুষের মধ্যে কিছু লোক বলে, ‘আমরা আল্লাহকে বিশ্বাস করি, কিন্তু আল্লাহর পথে যখন ওরা কষ্ট পায় তখন ওরা মানুষের অত্যাচারকে আল্লাহর শাস্তির মতো গণ্য করে এবং তোমার প্রতিপালকের কাছ থেকে কোনো সাহায্য এলে ওরা বলতে থাকে ‘আমরা তাদের সঙ্গেই ছিলাম’ মানুষের অস্ত্রকরণে যা আছে আল্লাহ কি তা ভালো করেই জানেন না? আল্লাহ তো প্রকাশ করে দেবেন কারা বিশ্বাসী ও কারা মুনাফিক। — ২৯ সুরা আনকাবুত : ১০-১১

মানুষের মধ্যে এমন লোক রয়েছে যারা বলে, ‘আমরা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী’, কিন্তু তারা বিশ্বাসী নয়। আল্লাহ ও বিশ্বাসীদেরকে তারা ঠকাতে চায়, অথচ তারা যে নিজেদের ছাড়া কাউকে ঠকাতে পারে না এ তারা বুঝতে পারে না। তাদের অস্ত্রে ব্যাধি রয়েছে। তারপর আল্লাহ তাদের ব্যাধি বাড়িয়েছেন ও তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি, কারণ তারা মিথ্যাচারী।

তাদেরকে যখন বলা হয়, ‘পৃথিবীতে ফ্যাশান্স সৃষ্টি করো না, তারা বলে, ‘আমরাই তো শাস্তি বজায় রাখি।’ সাবধান! এরাই ফ্যাশান্স সৃষ্টি করে, কিন্তু এরা তা বুঝতে পারে না। এবং যখন তাদেরকে বলা হয়, ‘অন্যদের মত তোমরাও বিশ্বাস কর’, তারা বলে, ‘বোকারা যেমন বিশ্বাস করেছে আমরাও কি তেমন বিশ্বাস করব?’ সাবধান! এরাই বোকা, কিন্তু এরা তা বুঝতে পারে না।

যখন তারা বিশ্বাসীদের সংস্পর্শে আসে তখন বলে, ‘আমরা বিশ্বাস করেছি’; আর যখন তারা নিভৃতে তাদের শয়তানদের (দলপতিদের) সঙ্গে যোগ দেয় তখন বলে, ‘আমরা তো তোমাদের সঙ্গে রয়েছি, আমরা শুধু তাদের সাথে ঠাণ্ডাতামাশা করে থাকি।’ আল্লাহ তাদের সাথে তামাশা করেন, আর তাদের অবাধ্যতায় তাদেরকে বিভ্রান্তের ন্যায় ঘূরে বেড়াবার অবকাশ দেন।

এরাই সংপথের বিনিময়ে ভ্রান্তপথ কিনেছে। সুতরাং তাদের ব্যাবসা লাভজনক হয় নি। তারা সংপথেও পরিচালিত নয়। তাদের উপরা এমন এক ব্যক্তি যে আগুন ছেলে চারিদিক আলো করে, তারপর আল্লাহ সেই আলো সরিয়ে নেন ও তাদের ঘোর অঙ্ককারে ফেলে দেন, আর তারা কিছুই দেখতে পায় না। তারা বধির, বোবা, অঙ্ক ; সুতরাং তারা ফিরবে না। অথবা যেমন আকাশ থেকে মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে, রয়েছে ঘোর অঙ্ককার, বজ্রের গর্জন ও বিদ্যুতের ঝলকানি। বজ্রধ্বনি হলে মৃত্যুর ভয়ে তারা কানে আঙুল দেয়। আল্লাহ অবিশ্বাসীদেরকে ঘিরে রেখেছেন। বিদ্যুতের ঝলকানি তাদের দৃষ্টিশক্তিকে প্রায় কেড়ে নেয়। যখনই বিদ্যুতের আলো তাদের সম্মুখে উজ্জ্বলিত হয় তারা তখনই পথ চলতে থাকে, আর যখন অঙ্ককার ছেয়ে ফেলে তখন তারা থমকে দাঁড়ায়। আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাদের শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি নিয়ে নিতে পারেন। আল্লাহ তো সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। — ২ সুরা বাকারা : ৮-২০

আব মানুষের মধ্যে এমন লোক আছে যার পার্থিব জীবনের কথাবার্তা তোমাকে মুগ্ধ করে ও তার অস্ত্রে যা আছে সে-সম্বন্ধে সে আল্লাহকে সাক্ষী রাখে, কিন্তু আসলে সে তোমার

ঘোর বিরোধী। আর যখন সে চলে যায় তখন সে পৃথিবীতে ফ্যাশাদ সৃষ্টি করে আর শস্যক্ষেত্র ও জীবজ্ঞন্তুর বৎশ ধ্বংস করার চেষ্টা করে। আল্লাহ্ কিন্তু ফ্যাশাদ ভালোবাসেন না।

আর যখন তাকে বলা হয়, ‘তুমি আল্লাহ্‌কে ভয় করো, তখন তার অহংকার তাকে পাপ কাজে লিপ্ত করে। তাই তার উপযুক্ত স্থান জাহান্নাম; আর সে তো খুব খারাপ জায়গা।’
— ২ সুরা বাকারা : ২০৪-২০৬

শ্মরণ করো, মুনাফিক ও যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে তারা বলে, ‘এদের ধর্ম এদেরকে প্রত্যারিত করেছে’। আর কেউ আল্লাহ্‌র ওপর নির্ভর করলে আল্লাহ্ তো শক্তিমান তত্ত্বজ্ঞানী।

তুমি দেখতে পেলে দেখতে ফেরেশ্তারা অবিশ্বাসীদের মুখে ও পিঠে আঘাত করে তাদের প্রাণ কেড়ে নিছে আর বলছে, ‘তোমরা দহনযন্ত্রণা ভোগ কর!’ এ তাদের কর্মফল, আর আল্লাহ্ তাঁর দাসদের ওপর জুনুম করেন না।

ফেরাউনের স্বজনদের ও তাদের পূর্ববর্তীদের মতো এরা আল্লাহ্‌র নির্দর্শনগুলোকে প্রত্যাখ্যান করে। তাই আল্লাহ্ এদের পাপের জন্য এদেরকে শাস্তি দেন। আল্লাহ্ তো শক্তিমান, কঠোর শাস্তিদাতা।

এ এজন্য যে, যদি কোনো সম্প্রদায় নিজের অবস্থার পরিবর্তন না করে তবে আল্লাহ্ এমন নন যে, তিনি তাদেরকে যে-ধনসম্পদ দান করেছেন তা তিনি পরিবর্তন করবেন; আর আল্লাহ্ তো সব শোনেন, সব জানেন।

ফেরাউনের স্বজনদের ও তাদের পূর্ববর্তীদের মতো এরা এদের প্রতিপালকের নির্দর্শন-সমূহকে অবিশ্বাস করে। তাদের পাপের জন্য আমি তাদেরকে ধ্বংস করেছি; আর ফেরাউনের স্বজনদেরকে ডুবিয়ে দিয়েছি; আর তারা সকলেই ছিল সীমালঙ্ঘনকারী।
— ৮ সুরা আনফাল : ৪৯-৫৪

যেদিন দুল পরম্পরের সম্মুখীন হয়েছিল, সেদিন তোমাদের যে-বিপর্যয় ঘটেছিল তা আল্লাহ্‌র অনুমতিক্রমেই ঘটেছিল, যাতে তিনি বিশ্বাসীদেরকে জানতে পারেন আর মুনাফিকদেরকেও জানতে পারেন। আর তাদেরকে বলা হয়েছিল, ‘এসো তোমরা আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ কর বা রুখে দাঁড়াও।’

তারা বলেছিল, ‘যদি আমরা যুদ্ধ করতে জানতাম তবে তো নিশ্চয় তোমাদেরকে অনুসরণ করতাম।’ সেদিন তারা বিশ্বাসের চেয়ে অবিশ্বাসের বেশি কাছে ছিল। যা তাদের অন্তরে নেই তা তারা মুখে বলে; তারা যা গোপন রাখে আল্লাহ্ তা ভালো করেই জানে। যারা (ঘরে) বসে বসে তাদের সম্বন্ধে বলত যে তারা তাদের কথা মতো চললে নিহত হতো না তাদের বলো, ‘যদি তোমরা সত্য কথা বলো তবে নিজেদেরকে মৃত্যু থেকে বাঁচাও।’ যারা আল্লাহ্‌র পথে নিহত হয়েছে তাদেরকে কখনোই মৃত মনে করো না। বরং তারা তাদের প্রতিপালকের দৃষ্টিতে জীবিত ও তারা জীবিকাপ্রাপ্ত। — ৩ সুরা আল-ই-ইমরান : ১৬৬-১৬৯

হে নবি! তুমি আল্লাহ্‌কে ভয় কর। এবং তুমি অবিশ্বাসী ও মুনাফিকদের আনুগত্য কোরো না। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, তত্ত্বজ্ঞানী। — ৩৩ সুরা আহজ্ঞাব : ১

হে বিশ্বাসিগণ! তোমাদের ওপর আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের কথা তোমরা স্মরণ করো, যখন শত্রুবাহিনী তোমাদেরকে আক্রমণ করেছিল ও আমি তাদের বিরুদ্ধে এক ঘূর্ণীঝড় ও অদৃশ্য বাহিনী পাঠিয়েছিলাম। তোমরা যা কর আল্লাহ্ তা দেখেন।

যখন ওরা ওপর-নিচ থেকে আক্রমণ করেছিল, তোমাদের চোখ বাপসা হয়ে গিয়েছিল ও তোমাদের প্রাপ্ত হয়েছিল কঠোগত আর তোমরা আল্লাহ্ সম্পর্কে সন্দেহে দোদুল্যমান ফুলে, তখন বিশ্বাসীরা এক পরীক্ষায় পড়েছিল ও ভয়ংকর আতঙ্কগুরু হয়ে পড়েছিল। — ৩৩ সুরা আহ্জাব ১৯-১১

আর মুনাফিকরা এবং যাদের অন্তরে ব্যাধি ছিল, তারা বলেছিল, ‘আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের প্রতিশ্রুতি প্রতারণা ছাড়া আর কিছুই নয়।’ আর ওদের একদল বলেছিল, ‘হে ইয়াসরিব [মিনিনা]-বাসীরা ! এখানে তোমাদের স্থান নেই, তোমরা ফিরে যাও।’ আর একদল নবির কাছে অব্যাহতি প্রার্থনা করে বলেছিল, ‘আমাদের বাড়ি-ঘর অরক্ষিত রয়েছে।’ যদিও সেগুলো অরক্ষিত ছিল না। আসলে, পালিয়ে যাওয়াই ওদের উদ্দেশ্য ছিল।

যদি শত্রু চারধার থেকে নগরে ঢুকে ওদের সাথে মিলিত হতো আর ওদেরকে বিদ্রোহের জন্য উসকানি দিত, ওরা তো বিদ্রোহ করে বসত ; ওরা এ ব্যাপারে দেরি করত না। অথচ ওরাই তো আগে আল্লাহ্ সাথে অঙ্গীকার করেছিল যে, ওরা পালিয়ে যাবে না। আল্লাহ্ সাথে এ-অঙ্গীকার সম্বন্ধে তো তাদের জিজ্ঞাসা করা হবে।

বলো, ‘তোমরা যদি মৃত্যুর বা নিহত হওয়ার ভয়ে পালাও তাহলে তোমাদের কোনো লাভ নেই আর তোমরা পালাতে পারলেও তোমাদের সামান্যই (জীবন) ভোগ করতে দেওয়া হবে।’

বলো, ‘আল্লাহ্ যদি তোমাদের অমঙ্গল ইচ্ছা করেন কে তোমাদেরকে রক্ষা করবে, আর তিনি যদি তোমাদেরকে অনুগ্রহ করতে ইচ্ছা করেন কে তোমাদেরকে বঞ্চিত করবে ?’ ওরা আল্লাহ্ ছাড়া নিজেদের জন্য কোনো অভিভাবক ও সাহায্যকারী পাবে না।

আল্লাহ্ তো জানেন, তোমাদের মধ্যে কারা তোমাদেরকে যুদ্ধে অংশ গ্রহণে বাধা দেয়, আর তাদের ভাই-বেরাদরদেরকে বলে ‘আমাদের সঙ্গে এসো’, কিন্তু নিজেরা তারা অল্প কয়েকজন ছাড়া তারা যুদ্ধ করতে আসে না ! ওরা তোমাদেরকে হিংসা করে। যখন ওরা ভয় পায় তখন তুমি দেখবে, ওরা যার ওপর মৃত্যুর ছায়া পড়ে তার মতো চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তোমাদের দিকে তাকাচ্ছে, কিন্তু যখন বিপদ চলে যায় তখন দেখবে (যুদ্ধের লুটের) মালের লোভে তোমাদের সাথে কথবার্তায় ওদের জিহ্বার কী ধার ! ওরা বিশ্বাস করে না, তাই আল্লাহ্ ওদের কাজকর্ম পড়ে ক'রে দিয়েছেন ; আর আল্লাহ্ জন্য এ তো সহজ।

ওরা মনে করে শক্রবাহিনী চলে যায় নি। যদি আবার শক্রবাহিনী এসে পড়ে তখন ওরা এমন ভাব করবে যে, (আবার) মরুবাসীদের সাথে থেকে তোমাদের খবরাখবর নিচ্ছে। ওরা তোমাদের সাথে থাকলেও কমই যুদ্ধ করত। — ৩৩ সুরা আহ্জাব ১২-২০

কারণ, আল্লাহ্ তো সত্যবাদীদের সত্যবাদিতার জন্য পুরস্কার দেন ; আর তাঁর ইচ্ছা হলে তিনি মুনাফিকদেরকে শাস্তি দেন বা ক্ষমা করেন। আল্লাহ্ তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

আল্লাহ্ অবিশ্বাসীদেরকে তাদের রাগবাল নিয়ে ফিরে যেতে বাধ্য করলেন, তাদের কোনো লাভ হল না। বিশ্বাসীদের জন্য যুক্তে আল্লাহহ যথেষ্ট ছিলেন। আল্লাহ্ তো শক্তিধর, পরাক্রমশালী।

কিতাবিদের মধ্যে যারা (ইহুদি বানু কুরাইজারা) ওদেরকে সাহায্য করেছিল তাদেরকে তিনি দুর্গ থেকে নামতে বাধ্য করলেন ; তোমরা ওদের কিছু খতম করেছিলে ও কিছু বন্দি করেছিলে।

আর তিনি তোমাদেরকে ওদের জমিজায়গা, ঘরবাড়ি ও ধনসম্পদের উত্তরাধিকারী করলেন ; আর এমন এক দেশের যেখানে তোমরা এখনও পা দাও নি। আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। — ৩৩ সুরা আহজাব ৪২-২৭

আর তুমি অবিশ্বাসী ও মুনাফিকদের কথা শুনো না, ওদের নিপীড়ন উপেক্ষা করো ও আল্লাহ্‌র ওপর নির্ভর করো। কর্মবিধায়ক হিসাবে আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট। — ৩৩ সুরা আহজাব ৪৮

মুনাফিকরা ও যাদের অস্তরে ব্যাধি আছে আর যারা শহরে গুজব রঞ্জিয়ে বেড়ায় তারা বিরত না হলে, আমি নিশ্চয় তাদের বিরুদ্ধে তোমাকে প্রবল করব। এরপর এ-শহরে তারা অচ্ছসংখ্যকই থাকবে প্রতিবেশীরাপে, অভিশপ্ত হয়ে ; ওদের যেখানেই পাওয়া যাবে সেখানেই পাকড়াও ও নির্মমভাবে হত্যা করা হবে।

যারা পূর্বে গত হয়েছে তাদের জন্য এ-ই ছিল আল্লাহ্‌র বিধান। তুমি কখনও আল্লাহ্‌র বিধানে কোনো ব্যতিক্রম পাবে না। — ৩৩ সুরা আহজাব ৪৬০-৬২

শেষে আল্লাহ্ মুনাফিক নরনারী ও অংশীবাদী নরনারীকে শাস্তি দেবেন, আর বিশ্বাসী নরনারীকে ক্ষমা করবেন। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল পরম দয়ালু। — ৩৩ সুরা আহজাব ৪৭৩

তুমি কি তাদেরকে দেখ নি যারা দাবি করে যে তোমার ওপর যা অবতীর্ণ হয়েছে আর তোমার পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছিল তার ওপর তারা বিশ্বাস করে, অথচ তারা তাগুত [অসত্য দেবতা]—এর কাছে বিচার চায় — যদিও তা প্রত্যাখ্যান করার জন্য তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আর শয়তান তাদেরকে পথভ্রষ্ট করে নিয়ে যায় সৎপথ হতে বহুদূরে।

যখন তাদেরকে বলা হয় ‘আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন তার দিকে ও রসূলের দিকে এসো’, তখন তুমি মুনাফিকদের দেখবে তোমার কাছ থেকে একেবারে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। তাদের কী অবস্থা হবে যখন তাদের কাজকর্মের জন্য তাদের ওপর কোনো বিপদ এস পড়বে ? তখন তারা তোমার কাছে আল্লাহ্‌র শপথ করে বলবে, ‘আমরা মঙ্গল ও সম্প্রীতি ছাড়া আর কিছুই চাই নি।’ তাদের অন্তরে কী আছে আল্লাহ্ তা জানেন। তাই তুমি তাদেরকে উপেক্ষা কর, তাদেরকে সং উপদেশ দাও, আব তাদেরকে এমন কথা বলো যা তাদের মর্ম স্পর্শ করে। — ৪ সুরা নিসা ৪৬০-৬৩

হে বিশ্বসিগণ ! তোমরা সতর্কতা অবলম্বন কর, তারপর হয় দলেদলে বিভক্ত হয়ে অগ্রসর হও বা একত্রে অগ্রসর হও। আর তোমাদের মধ্যে এমন লোকও আছে যে গড়িমসি করবেই। তোমাদের কোনো বিপদ হলে সে বলবে, ‘আল্লাহ্ আমার ওপর বড় দয়া করেছেন যে, আমি তাদের সঙ্গে ছিলাম না।’ যদি তোমাদের ওপর আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ হয়, তবে তোমাদের ও তাদের মধ্যে কোনো সম্বন্ধই ছিল না এমন ভাব করে বলে, ‘হায় ! আমি যদি তাদের সাথে থাকতাম তবে আমিও বিরাট সাফল্য লাভ করতাম।’ — ৪ সুরা নিসা ৭১-৭৩

আর তারা বলে, ‘আনুগত্য (আমাদের তোমার প্রতি),’ তারপর যখন তারা তোমার কাছ থেকে চলে যাব তখন রাত্রে একদল তারা যা বলে তার বিপরীত পরামর্শ করে, তারা রাতে যা পরামর্শ করে আল্লাহ্ তা লিখে রাখেন ; তাই তুমি তাদেরকে উপেক্ষা কর ও আল্লাহ্‌র ওপর ভরসা কর ; কর্মবিধানে আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট। — ৪ সুরা নিসা ৮১

আর যখন শাস্তি বা ভয়ের কোনো স্থবাদ তাদের কাছে আসে তখন তারা তা রটনা করে। যদি তারা তা রসূল বা তাদের কর্তৃপক্ষের গোচরে আনতো, তবে তাদের মধ্যে যারা খোজখবর নেয় তারা তার যথার্থতা নির্ণয় করতে পারতো। তোমাদের প্রতি যদি আল্লাহ'র অনুগ্রহ ও দয়া না থাকতো, তবে তোমাদের কিছু লোক ছাড়া সকলে শয়তানের অনুসরণ করতো। — ৪ সুরা নিসা : ৮৩

তোমাদের কী হয়েছে যে, তোমরা (ওহু যুক্তের ব্যাপার নিয়ে) মুনাফিকদের সম্বন্ধে দুঃখে বিবক্ত হয়ে গেলে ? যখন আল্লাহ'র তাদের কৃতকলের জন্য তাদেরকে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে দিয়েছেন, আল্লাহ'র যাকে পথভ্রষ্ট করেন তোমরা তাবে সৎখে পরিচালিত করতে চাও : আসলে আল্লাহ'র যাকে পথভ্রষ্ট করেন তুমি তার জন্য কখনও কেনে পথ পাবে না।

তারা চায় তারা যেমন অবিশ্বাস করেছে তোমরাও তেমন অবিশ্বাস কর যাতে তোমরা তাদের সমান হয়ে যাও। তাই আল্লাহ'র পথে হিজরত না করা পর্যন্ত তাদের মধ্য থেকে কাউকে তোমরা বক্সু হিসাবে গ্রহণ করবে না। যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে তাদের যেখানে পাবে পাকড়াও করবে ও হত্যা করবে। তাদের মধ্য থেকে কাউকে বক্সু ও সাহায্যকারী হিসাবে তোমরা গ্রহণ করবে না। — ৪ সুরা নিসা : ৮৮-৮৯

মুনাফিকদের সুখবর দাও যে তাদের জন্য রয়েছে নিদারূণ শাস্তি ! — ৪ সুরা নিসা : ১৩৮

কিতাবের মাধ্যমে তোমাদের প্রতি তিনি (এই) প্রত্যাদেশ করেছেন যে, যখন তোমরা শুনবে আল্লাহ'র কোনো আয়াতকে অস্বীকার করা হচ্ছে এবং তাকে বিদ্রূপ করা হচ্ছে, তখন যে পর্যন্ত তারা অন্য প্রসঙ্গে লিপ্ত না হয় তোমরা তাদের সঙ্গে বসবেন না, অন্যথায় তোমরাও তাদের মতো হয়ে যাবে। মুনাফিক ও অবিশ্বাসিদের সকলকেই আল্লাহ'র জাহানামে একত্র করবেন।

যারা তোমাদের ভালোমন্দের প্রতীক্ষায় থাকে তারা আল্লাহ'র অনুগ্রহে তোমাদের জয় হলে বলে, ‘আমরা কি তোমাদের সঙ্গে ছিলাম না?’ আর ভাগ্য যদি অবিশ্বাসীদের অনুকূল হয়, তারা বলে, ‘আমরা কি তোমাদের দেখাশোনা করি না আর আমরা কি তোমাদেরকে বিশ্বাসীদের হাত থেকে রক্ষা করি নি?’

আল্লাহ' কিয়ামতের দিন তোমাদের মধ্যে বিচার করে দেবেন, আর আল্লাহ' কখনই বিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে অবিশ্বাসীদের জন্য কোনো পথ রাখবেন না।

মুনাফিকরা আল্লাহ'কে ধোকা দিতে চায়। আসলে তিনিই (আল্লাহই) তাদের ধোকা দিয়ে থাকেন। আর যখন তারা নামাজে দাঁড়ায় তখন ঢিলেচালাভাবে কেবল লোক-দেখাশোনের জন্য দাঁড়ায়, এবং আল্লাহকে তারা অল্পই স্মরণ করে। এতেও বিধাগ্রস্ত, না এদিকে না ওদিকে ! আর আল্লাহ'র যাকে পথভ্রষ্ট করেন তুমি তার জন্য কখনও কোনো পথ পাবে না। — ৪ সুরা নিসা : ১৪০-১৪৩

মুনাফিকগণ তো আগন্তের সবচেয়ে নিচের স্তরে থাকবে, আর তাদের জন্য তুমি কখনও কোনো সাহায্যকারী পাবে না। — ৪ সুরা নিসা : ১৪৫

সেদিন মুনাফিক পুরুষ ও নারী বিশ্বাসীদেরকে বলবে, ‘তোমরা আমাদের জন্য একটু থাম, যাতে আমরা তোমাদের জ্যোতির কিছুটা পাই’ (তাদের) বলা হবে, ‘তোমরা তোমাদের

পেছনে ফিরে যাও ও আলোর ঘোঁজ কর !' তারপর দুয়ের মাঝে এক প্রাচীর খাড়া করা হবে যাতে একটি দরজা থাকবে, যার ভেতরে থাকবে আশীর্বাদ ও বাইরে থাকবে শাস্তি।

মুনাফিকরা বিশ্বাসীদের ডেকে জিজ্ঞাসা করবে, 'আমরা কি তোমাদের সঙ্গে ছিলাম না ?'

তারা বলবে, 'ছিলে তো, কিন্তু তোমরা নিজেরাই নিজেদেরকে বিপদে ফেলেছ, তোমরা (আমাদের অঙ্গলের) অপেক্ষা করেছিলে ও সন্দেহ করেছিলে। তোমাদের কামনা-বাসনা আল্লাহর হৃকুম হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তোমাদের ধোঁকা দিয়েছিল। আল্লাহর সম্বন্ধে ধোঁকাবাজ তোমাদেরকে ধোঁকা দিয়েছিল। আজ তোমাদের কাছ থেকে কোনো মুক্তিপণ নেওয়া হবে না; আর যারা অবিশ্বাস করেছিল তাদের কাছ থেকেও না। জাহানামই তোমাদের বাসের জায়গা, এ-ই তোমাদের যোগ্যস্থান, কত মন্দ পরিণাম এ !'

যারা বিশ্বাস করে তাদের জন্য কি এখনও সময় আসে নি যে, আল্লাহর স্মরণে এবং যে-সত্য অবতীর্ণ হয়েছে তাতে তাদের হস্তয় বিগলিত হবে ? পূর্বে যাদের কিতাব দেওয়া হয়েছিল ওরা যেন তাদের মতো না হয় — বহুকাল অতিক্রান্ত হওয়ার পর যাদের অন্তঃকরণ কঠিন হয়ে পড়েছিল। ওদের অধিকাংশই সত্যত্যাগী ! — ৫৭ সুরা হাদিদ : ১৩-১৬

বিশ্বাসীরা বলে, 'একটা সুরা অবতীর্ণ হয় না কেন ?'

তারপর দ্যুর্ঘাতীন কোনো সুরা অবতীর্ণ হলে ও তার মধ্যে জিহাদের কোনো নির্দেশ থাকলে যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে, তুমি দেখবে, তারা মৃত্যুভয়ে বিহুল ঘানুষের মতো তোমার দিকে তাকিয়ে আছে। শোচনীয় পরিণাম ওদের, ওদের আনুগত্যের ও ওদের মিষ্টি কথার। — ৪৭ সুরা মুহাম্মদ : ২০-২১

যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে তারা কি মনে করে যে, আল্লাহ ওদের বিদ্বেষভাব প্রকাশ করে দেবেন না ? — ৪৭ সুরা মুহাম্মদ : ২৯

তুমি কি দেখনি সেই মুনাফিকদেরকে, কিতাবিদের মধ্যে যারা অবিশ্বাসী, তাদের সেই সব ভাই-বেরাদরদেরকে বলে, 'তোমাদের যদি তাড়িয়ে দেয় আমরা অবশ্যই তোমাদের সঙ্গে দেশত্যাগ করব এবং আমরা তোমাদের ব্যাপারে কখনও কারও কথা মানব না ; আর যদি তোমরা আক্রান্ত হও আমরা অবশ্যই তোমাদেরকে সাহায্য করব !'

কিন্তু আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন, ওরা তো তো মিথ্যাবাদী ! আসলে ওদের তাড়িয়ে দিলে মুনাফিকরা তাদের সাথে দেশত্যাগ করবে না, আর ওরা আক্রান্ত হলে এরা তাদেরকে সাহায্য করবে না, সাহায্য করতে এলেও পিঠাটান দেবে ; অবিশ্বাসীরা কোনো সাহায্যই পাবে না।

(মুসলমানগণ !) আসলে তাদের অন্তরে আল্লাহর চেয়ে তোমরাই বেশি ভয়ের কারণ, কেননা তারা এক নির্বোধ সম্প্রদায়, ফলে আল্লাহকে ভয় না করে তোমাদেরকে বেশি ভয় করে।

এরা সকলে একযোগে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারবে না। এরা যুদ্ধ করবে কেবল সুরক্ষিত শহরের অভ্যন্তরে বা দুর্গপ্রাচীরের অন্তরালে থেকে। তবে, এরা নিজেদের মধ্যে যখন যুদ্ধ করে তখন সে-যুদ্ধ হয় প্রচল্দ। তুমি মনে কর ওরা ঐক্যবন্ধ ; কিন্তু ওদের মনের মিল নেই ; এর কারণ এই যে, ওরা এক নির্বোধ সম্প্রদায়।

এদের ঠিক আগে যারা নিজেদের কার্যকলাপের শাস্তির স্বাদ নিয়েছে তারাই এদের একমাত্র তুলনা। এদের জন্য রয়েছে নিরাপৎ শাস্তি। এদের তুলনা (সেই) শয়তান যে মানুষকে বলে, ‘অবিশ্বাস কর! তারপর যখন সে অবিশ্বাস করে শয়তান তখন বলে, ‘তোমার সাথে তো আমার কোনো সম্পর্ক নেই, আমি বিশ্বপ্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করি।’ শেষে অবিশ্বাসী ও মুনাফিক উভয়ের পরিণাম হবে জাহানারাম। সেখানে এরা চিরকাল থাকবে। আর এই সীমালঙ্ঘনকারীদের কর্মফল। — ৫৯ সুরা হাশের ১১-১৭

ওরা বলে, ‘আমরা আল্লাহ ও রসূলে বিশ্বাস করি ও মান্য করি।’ কিন্তু তারপর ওদের একদল মুখ ফিরিয়ে নেয়, আসলে ওরা বিশ্বাস করে না। ওদের মধ্যে ফয়সালা করে দেবার জন্য ওদেরকে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের দিকে আস্থান করলে ওদের একদল মুখ ফিরিয়ে নেয়। রায় ওদের পক্ষে হবে মনে করলে ওরা বিনীতভাবে রসূলের কাছে ছুটে আসে। ওদের অস্তরে কি ব্যাখি আছে, ন ওরা সন্দেহ করে? নাকি ওরা কি ভয় করে আল্লাহ ও তাঁর রসূল তাদের ওপর ঝুলুম করবেন? ওরাই তো সীমালঙ্ঘনকারী। — ২৪ সুরা নূর ৪৭-৫০

যখন মুনাফিকগণ তোমার কাছে আসে তারা বলে, ‘আমরা সাক্ষী দিচ্ছি যে, তুমি নিশ্চয় আল্লাহর রসূল! আল্লাহ জানেন যে, তুমি নিশ্চয়ই তাঁর রসূল আর আল্লাহ সাক্ষী দিচ্ছেন যে, মুনাফিকগণ অবশ্যই যিথ্যাবাদী। ওরা ওদের শপথকে ঢালুকাপে ব্যবহার করে; এভাবে ওরা আল্লাহর পথ থেকে মানুষকে নিব্রত করে। ওরা যা করছে তা কত খারাপ! এ এজন্যে যে, ওরা বিশ্বাস করার পর পুনরায় অবিশ্বাসী হয়েছে, ওদের হাদয় মোহর করে দেওয়া হয়েছে; তাই ওরা বুঝবে না।

তুমি যখন ওদের দিকে তাকাও, ওদের চেহারা তোমার কাছে প্রীতিকর মনে হয়, আর ওরা যখন কথা বলে, তুমি সাগ্রহে ওদের কথা শোন; যদিও ওরা দেওয়ালে ঠেকানো কাঠের থামের মতো। যে-কোনো শোরগোল শুনলে ওরা মনে করে তা ওদেরই বিরুদ্ধে। ওরাই শত্রু, অতএব ওদের সম্পর্কে সতর্ক হও। আল্লাহ ওদের ধর্মস করুন। ওরা ভুল করে কোথায় চলেছে?

যখন ওদেরকে বলা হয়, ‘তোমরা এসো, আল্লাহর রসূল তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবেন।’ তখন ওরা মুখ ফিরিয়ে নেয়, আর তুমি দেখতে পাও ওরা দেমাক ক'রে ফিরে যাচ্ছে।

তুমি ওদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর বা না-কর, দুই-ই ওদের জন্য সমান। আল্লাহ সত্যত্যাগী সম্প্রদায়কে সংপথে পরিচালিত করেন না।

ওরাই বলে, ‘আল্লাহর রসূলদের সঙ্গীদের জন্য খরচ কোরো না, তাহলে ওরা এমনিতেই স'রে পড়বে।’

আকাশ ও পথিবীর ধনভাণ্ডার তো আল্লাহরই; কিন্তু মুনাফিকরা তা বোঝে না।

ওরা বলে, ‘আমরা মদিনায় ফিরে গেলে সেখান থেকে প্রবল (মুনাফিকরা) অবশ্যই দুর্বলকে (মুসলমানদেরকে) বের করে দেবেই।’ কিন্তু শক্তি তো আল্লাহর, তাঁর রসূল ও বিশ্বসীদেরই; যদিও মুনাফিকরা তা জানে না। — ৬৩ সুরা মুনাফিকুন ১-৮

তুমি কি তাদেরকে লক্ষ কর নি, যে-সম্প্রদায়ের ওপর আল্লাহর গঞ্জ ব তাদের সঙ্গে যারা বক্সুত্ত করে? তারা তোমাদের মধ্যে নেই, তাদের মধ্যেও নেই; আর তারা জেনেশুনে

মিথ্যা শপথ করে। আল্লাহ্ ওদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন কঠিন শাস্তি। ওরা যা করে, তা কর্ত মন্দ !

ওরা ওদের শপথকে ঢাল হিসাবে ব্যবহার করে, এভাবে ওরা আল্লাহ্ পথ হতে মানুষকে নিখুণ্ট করে; ওদের জন্য রয়েছে অপমানকর শাস্তি।

আল্লাহ্ শাস্তির মোকাবেলায় ওদের ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততি ওদের কোনো কাজে আসবে না, ওরাই জাহানামের অধিষ্ঠাতাৰী, সেখানে ওরা চিরকাল থাকবে।

এক দিন আল্লাহ্ ওদের সকলকে আবার ওঠাবেন। তখন ওরা তোমাদের কাছে যেমন শপথ করে আল্লাহ্ কাছেও তেমনি শপথ করবে, আর ওরা মনে করবে এতে ওদের উপকার হবে। সাবধান ! ওরা তো মিথ্যাবাদী। শয়তান ওদের ওপর প্রভূত্ব বিস্তার করেছে আর আল্লাহ্ স্মরণ থেকে ওদেরকে ভুলিয়ে দিয়েছে। ওরা শয়তানেরই দল ! সাবধান ! শয়তানের দল অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত। — ৫৮ সুরা মুজাদালা : ১৪-১৯

হে নবি ! অবিশ্বাসী ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করো ও তাদের প্রতি কঠোর হও। তাদের আশৃয়স্থান জাহানাম। আর ফিরে যাওয়ার জন্য সে তো বড়ই খারাপ জায়গা। — ৬৬ সুরা তাহরিম : ৯

আর মুনাফিক নরনারী, অংশীবাদী নরনারী যারা আল্লাহ্ সম্পর্কে ভাস্ত ধারণা পোষণ করে তাদেরকে তিনি শাস্তি দেবেন। ওদের জন্য রয়েছে মন্দ পরিণাম, আল্লাহ্ তাদের প্রতি রুষ্ট রয়েছেন ও ওদেরকে অভিশপ্ত করেছেন; আর তিনি ওদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন জাহানাম। কী নিকৃষ্ট নিবাশ সে ! — ৪৮ সুরা ফাতাহ : ৬

আর যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে তাদেরকে তুমি শীঘ্রই দেখবে তারা দৌড়ে যাচ্ছে (ইহুদি ও খ্রিস্টানদের) কাছে এই বলে, ‘আমাদের আশংকা হয় আমাদের ভাগ্যবিপর্যয় ঘটবে।’ হয়তো আল্লাহ্ জয়লাভ করবেন বা তাঁর কাছ থেকে কোনো নির্দেশ দেবেন। তারপর যে— চিন্তা তারা তাদের মনে গোপনে পুষে রেখেছিল তার জন্য তারা অনুশোচনা করবে। আর বিশ্বাসীরা বলবে, ‘এরাই কি তারা যারা আল্লাহ্ নামে দৃঢ়ভাবে শপথ করেছিল যে, তারা তোমার সঙ্গেই আছে?’ নিশ্চয় তাদের কাজ পিণ্ড হয়েছে, ফলে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। — ৫ সুরা মায়দা : ৫২-৫৩

ওরা তোমাদেরকে সন্তুষ্ট করার জন্য তোমাদের কাছে আল্লাহ্ শপথ করে। অথচ আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলকে সন্তুষ্ট করাই তাদের অবশ্য কর্তব্য, যদি তারা বিশ্বাস করে। ওরা কি জানে না যে, যে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের বিরোধিতা করে, তার জন্য আছে জাহানামের আগুন, সেখানে সে চিরকাল থাকবে? এ-ই তো চৰম অপমান।

মুনাফিকরা ভয় করে, এমন এক সুরা অবতীর্ণ না হয় যা ওদের অন্তরের কথা বলে দেবে! বলো, ‘ঠাট্টা করো, তোমরা যা ভয় কর আল্লাহ্ তা প্রকাশ করে দেবেন।’

আর তুমি ওদেরকে প্রশ্ন করলে ওরা নিশ্চয় বলবে, ‘আমরা তো আলাপ-আলোচনা ও ক্রীড়াকৌতুক করছিলাম।’ বলো, ‘তোমরা কি আল্লাহ্, তাঁর নির্দেশন ও তাঁর রসূলকে ঠাট্টা করেছিলে? তোমরা দোষ ঢাকার চেষ্টা কোরো না। তোমরা বিশ্বাস করার পর অবিশ্বাস করেছ। তোমাদের মধ্যে কাউকে আমি ক্ষমা করলেও অন্যদের শাস্তি দেব, কারণ তারা অপরাধ করেছে।

মুনাফিক নর ও নারী একে অন্যের মতো, ওরা অসৎ কাজের নির্দেশ দেয় ও সৎকাজ নিষেধ করে। ওরা খরচ করতে চায় না। ওরা আল্লাহ'কে ভুলে গিয়েছে, ফলে তিনিও ওদের ভুলে গিয়েছেন। মুনাফিকরা তো সত্যত্যাগী।

আল্লাহ মুনাফিক নরনারী ও অবিশ্বাসীদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন জাহানামের আগনের যেখানে ওরা থাকবে চিরকাল। এ-ই ওদের জন্য হিসাব, ওদের ওপরে রয়েছে আল্লাহ'র অভিশাপ, আর ওদের জন্য রয়েছে স্থায়ী শাস্তি।

তাদেরই মতো যারা তোমাদের পূর্বে এসে ছিল, যারা শক্তিতে তোমাদের চেয়ে প্রবল ছিল এবং ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততিতে তোমাদের চেয়ে প্রাচুর্যশালী ছিল। তাই ওরা ওদের ভাগ্যে যা ছিল তা ভোগ করেছে। তোমাদের ভাগ্যে যা ছিল তোমরাও তা ভোগ করলে যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীরা তাদের ভাগ্যে যা ছিল তাই ভোগ করেছিল। ওরা যেমন অনর্থক আলাপ-আলোচনা করেছিল তোমরাও তেমনি আলাপ-আলোচনা করেছ। ওরাই তো তারা যাদের কাজ ইহলোকে ব্যর্থ, পরলোকে ব্যর্থ, আর ওরাই তো ক্ষতিগ্রস্ত।

ওদের পূর্বের নৃহ, আদ ও সামুদ্রের সম্প্রদায়, ইব্রাহিমের সম্প্রদায় এবং মাদিয়ান ও বিধ্বস্ত নগরের অধিবাসীদের সংবাদ কি ওদের কাছে আসে নি? ওদের কাছে স্পষ্ট নির্দশন নিয়ে ওদের রসূলরা এসেছিল। আল্লাহ তো তাদের ওপর জুলুম করেন নি এবং ওরা নিজেদের ওপর জুলুম করেছিল। — ৯ সুরা তওবা : ৬২-৭০

হে নবি! অবিশ্বাসী ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম কর ও ওদের প্রতি কঠোর হও। জাহানাম ওদের বাসস্থান। আর কী সে মন্দ পরিণাম!

ওরা আল্লাহ'র শপথ করে যে ওরা কিছু বলে নি, কিন্তু ওরা তো অবিশ্বাসের কথাই বলেছে ও ইসলাম গ্রহণের পর ওরা তা প্রত্যাখ্যন করেছে। ওরা যা করতে চেয়েছিল তা পারে নি। আল্লাহ ও তাঁর রসূল তাঁর দাক্ষিণ্যে ওদের অভাবমুক্ত করেছিলেন বলেই ওরা দোষ দিচ্ছিল। ওরা তওবা করলে ওদের জন্য ভালো হবে; কিন্তু ওরা মুখ ফিরিয়ে নিলে আল্লাহ ইহলোকে ও পরলোকে ওদেরকে নিদারণ শাস্তি দেবেন। পৃথিবীতে ওদের কোনো অভিভাবক বা সাহ্যযোগী নেই।

ওদের মধ্যে কেউ-কেউ আল্লাহ'র কাছে অঙ্গীকার করেছিল, 'আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে আমাদেরকে দান করলে আমরা নিশ্চয়ই সাদকা দেব ও ভালো হব!' তারপর যখন তিনি নিজ কৃপায় ওদের দান করলেন তখন ওরা এ-বিষয়ে কৃপণতা করল ও মুখ ফিরিয়ে সরে পড়ল। শেষ পর্যন্ত ওদের অস্তরে কপটতা রাইলো আল্লাহ'র সঙ্গে ওদের সাক্ষাতের দিন পর্যন্ত; কারণ, ওরা আল্লাহ'র কাছে যে-অঙ্গীকার করেছিল তা ভঙ্গ করেছিল; আর ওরা ছিল মিথ্যাচারী।

ওরা কি জানত না যে ওদের অস্তরের গোপন কথা ও ওদের গোপন পরামর্শ আল্লাহ' জানেন; আর যা অদ্য তা তিনি ভালো করেই জানেন? বিশ্বাসীদের মধ্যে যারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাদকা দেয় আর যারা নিজের শ্রম ছাড়া কিছুই পায় না তাদের যারা দোষারোপ করে ও বিদ্রূপ করে আল্লাহ ওদেরকে বিদ্রূপ করেন, ওদের জন্য আছে নিদারণ শাস্তি। তুমি ওদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর বা না-কর, একই কথা, তুমি স্তরবার ওদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলেও আল্লাহ ওদেরকে কথোনই ক্ষমা করবেন না। এ এজন্য যে,

ওরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে অস্তীকার করেছে। আল্লাহ সত্যত্যাগী সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেন না।

যারা (তাবুক অভিযানে) পেছনে রয়ে গেল তারা আল্লাহর রসূলের বিরুদ্ধাচারণ করে বসে থাকতেই আনন্দ পেল ও তাদের ধনসম্পদ ও জীবন দিয়ে আল্লাহর পথে সংগ্রাম করা পছন্দ করল না। আর তারা বলল, ‘গরমের মধ্যে অভিযানে বের হয়ো না।’

বলো, ‘জাহানামের আগনী সবচেয়ে প্রচণ্ড গরম।’

তাই তারা হসবে কম ও তাদের কৃতকর্মের জন্য কাঁদবে বেশি। আল্লাহ যদি তোমাকে ওদের কোনো দলের কাছে ফেরত আনেন, আর ওরা অভিযানে বের হওয়ার জন্য তোমার অনুমতি চায় তখন তুমি বলবে, ‘তোমরা তো আমার সাথে কখনও বের হবে না ; আর তোমরা আমার সঙ্গী হয়ে কখনও শত্রুর সাথে যুদ্ধ করবে না ; তোমরা তো প্রথমবার বসে থাকাই পছন্দ করেছিলে, তাই যারা পেছনে থাকে তাদের সাথে বসে থাকো।’

ওদের মধ্যে কারও মতৃ হল তুমি কখনও ওর জানাজার নামাজ পড়ার জন্য ওর কবরের পাশে দাঁড়াবে না। ওরা তো আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে অস্তীকার করেছিল, আর সত্যত্যাগী অবস্থায় ওদের মতৃ হয়েছে।

সুতরাং ওদের ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততি তোমাকে যেন মুগ্ধ না করে। আল্লাহ তো ওদের পার্থিব জীবনে শাস্তি দিতে চান। ওরা অবিশ্বাসী থাকা অবস্থায় ওদের আত্মা দেহত্যাগ করবে।

‘আল্লাহয় বিশ্বাস কর ও রসূলের সঙ্গী হয়ে জিহাদ কর, এই ষর্মে যখন কোনো সুরা অবতীর্ণ হয় তখন ওদের মধ্যে যাদের শক্তিসামর্থ্য আছে তারা তোমার কাছে অব্যাহতি চায় আর বলে, ‘তুমি আমাদেরকে রেহাই দাও, যারা বসে থাকে আমরা তাদের সঙ্গেই থাকব।’

ওরা অস্তঃপূরবাসিনীদের সঙ্গে থাকতেই পছন্দ করে, ওদের অস্তর মোহর করা হয়েছে, ফলে ওরা বুঝতে পারে না। কিন্তু রসূল আর যারা তার সঙ্গে বিশ্বাস করেছিল তারা নিজ সম্পদ ও জীবন দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে। ওদের জন্যই কল্যাণ, আর ওরাই সফলকাম। আল্লাহ ওদের জন্য প্রস্তুত করেছেন জান্নাত যার নিচে বিহৈ নদী। সেখানে তারা থাকবে চিরকাল। এই মহাসাফল্য। — ৯ সুরা তত্ত্বা : ৭৩-৮৯

মরুবাসী আববদের মধ্যে কিছু লোক অজুহত উপস্থিতি করে অব্যাহতি প্রার্থনার জন্য এল আর যারা আল্লাহকে ও তাঁর রসূলকে মিথ্যা কথা বলেছিল তারা বসে রইল। ওদের মধ্যে যারা অবিশ্বাস করেছে তাদের মারাত্মক শাস্তি হবে। যারা পীড়িত আর যারা ব্যয়ভার বহনে অসমর্থ তাদের কোনো অপরাধ নেই যখন তারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি অনুরক্ত। যারা সংকর্মপ্রায়ণ, তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগের কোনো হেতু নেই ; আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ওদের বিরুদ্ধেও অভিযোগের কোনো কারণ নেই, যারা তোমার কাছে বাহনের জন্য এলে তুমি বলেছিলে, ‘তোমাদের জন্য তো আমি না কোনো বাহন দিতে পারছি।’ ওরা কোনো অর্থব্যয় করতে না পেরে দুঃখে অশুভেজ চেষ্টে ফিরে গেল। যারা অভায়ুক্ত হয়েও অব্যাহতি প্রার্থনা করেছে অবশ্যই ওদের বিরুদ্ধে অভিযোগের কারণ আছে। ওরা অস্তঃপূরবাসিনীদের সাথে থাকাই পছন্দ

করেছিল, আল্লাহ ওদের অন্তর মোহর করে দিয়েছেন, তাই তো তারা জানতে পারে না। — ৯ সুরা তওবা : ১০-১৩

তোমরা ওদের কাছে ফিরে এলে ওরা তোমাদের কাছে অজুহাত উপস্থিত করবে। বলো, ‘অজুহাত পেশ কোরো না, আমরা তোমাদেরকে কখনও বিশ্বাস করব না। আল্লাহ তোমাদের সৎবাদ আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন। আর আল্লাহ ও তাঁর রসূল তোমাদের কার্যকলাপ লক্ষ করবেন। তারপর যিনি অদৃশ্য ও দণ্ডের পরিজ্ঞাতা তার কাছে তোমাদেরকে ফেরানো হবে। আর তিনি তোমরা যা করতে তা তোমাদেরকে জানিয়ে দেবেন।’

তোমরা ওদের কাছে ফিরে এলে যাতে তোমরা ওদেরকে উপক্ষে কর সেজন্যে ওরা আল্লাহর শপথ করবে। তাই তোমরা ওদেরকে উপেক্ষা করবে, ওরা তো ঘৃণার পাত্র। আর ওদের কৃতকর্মের ফল হিসাবে ওদের বাসস্থান তো জাহানাম

ওরা তোমাদের কাছে শপথ করবে যাতে তোমরা ওদের ওপর খুশি হও, তোমরা ওদের ওপর খুশি হলেও আল্লাহ সত্যত্যাগী সম্প্রদায়ের ওপর খুশি হবেন না।

অবিশ্বাস ও কপটতায় মরুবাসী আরবরা বড় বেশি পোক্ত। আর আল্লাহ তাঁর রসূলের ওপর যা অবতীর্ণ করেছেন তার (ন্যায়নীতির) সীমারেখার না শেখার করার যোগ্যতা এদের বেশি। আল্লাহ সর্বজ্ঞ তত্ত্বজ্ঞানী। — ৯ সুরা তওবা : ১৪-১৭

আরব মরুবাসীদের মধ্যে যারা তোমাদের আশেপাশে আছে তাদের কেউ-কেউ এবং মদিনাবাসীদের কেউ-কেউ মুনাফিক। ওরা কপটতায় পাকা। তুমি ওদেরকে জান না। আমি ওদেরকে জানি। আমি ওদেরকে দুবার শাস্তি দেব এবং পরে ওদেরকে মহাশাস্তির দিকে ফেরানো হবে।

আর কিছু লোক নিজেদের অপরাধ স্বীকার করেছে, ওরা এক ভালো কাজের সাথে আর এক খারাপ কাজ যিশিয়ে ফেলেছে। আল্লাহ হয়ত ওদের ক্ষমা করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। তুমি ওদের ধনসম্পদ থেকে সাদকা গ্রহণ করবে। এ দিয়ে তুমি ওদেরকে পবিত্র ও পরিশোধিত করবে। তুমি ওদেরকে আশীর্বাদ করো। তোমার আশীর্বাদ তো ওদের মনের জন্য স্বষ্টিকর। আল্লাহ তো সব শোনেন, সব জানেন।

ওরা কি জানে না যে, আল্লাহ তাঁর দাসদের তওবা গ্রহণ করেন? আর তিনি সাদকা গ্রহণ করেন? আল্লাহ তো ক্ষমাপূরণ পরম দয়ালু।

আর বলো, ‘তোমরা কাজ করো। আল্লাহ তো তোমাদের কাজকর্ম লক্ষ করবেন, আর তাঁর রসূল ও বিশ্বাসীরাও। আর যিনি অদৃশ্য ও দণ্ডের পরিজ্ঞাতা তাঁর কাছে তোমাদেরকে ফেরানো হবে। তারপর তিনি তোমাদের জানিয়ে দেবেন তোমরা যা করতে।’ আর অন্য একদল সম্পর্কে সিদ্ধান্ত স্থগিত রইল, আল্লাহ ওদের শাস্তি দেবেন, না ক্ষমা করবেন তাঁর এই আদেশের প্রতীক্ষায়। আল্লাহ সর্বজ্ঞ তত্ত্বজ্ঞানী। — ৯ সুরা তওবা : ১০১-১০৬

(মুনাফিকদের মধ্যে) যারা ক্ষতিসাধন, সত্যত্যাখ্যান ও বিশ্বাসীদের মধ্যে বিভেদসৃষ্টির উদ্দেশ্যে একটি মসজিদ নির্মাণ করেছিল তার (আবু আমিরের) জন্য যে পূর্বে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিল তারা হলফ করে বলবে, ‘আমরা সৎ উদ্দেশ্যেই এটা করেছি।’ আল্লাহ সাক্ষী, নিশ্চয় ওরা যিথ্যাবাদী। — ৯ সুরা তওবা : ১০৭

আল্লাহ অবশ্যই অনুগ্রহ করলেন নবির ওপর, আর মুহাজির ও আনসারদের ওপর যারা সংকটের সময় তার (মুহাম্মদের) সাথে গিয়েছিল, এমন কি যখন এক দলের মনের বিকার হওয়ার উপক্রম হয়েছিল তখনও। পরে আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করলেন। তিনি তো ওদের ব্যাপারে ছিলেন দয়াপরবশ, পরম দয়ালু। আর তিনি অপর তিনজন (কাঁআব ইবনে মালিক, হিলাল ইবনে উমাইয়া ও মুরারা ইবনে রুবাই)-কেও ক্ষমা করলেন যাদের পেছনে ফেলে আসা হয়েছিল। পৃথিবী প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও তাদের জন্য তা ছেট হয়ে আসছিল ও তাদের জীবন তাদের জন্য দৃঢ়সহ হয়ে উঠেছিল। তারা বুঝতে পেরেছিল যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো আশ্রয় নেই। পরে আল্লাহ তাদের অনুগ্রহ করলেন যাতে তারা অনুত্পন্ন হয়। আল্লাহ তো ক্ষমাপরবশ, পরম দয়ালু। — ১ সুরা তওবা ১১৭-১১৮

মুহাম্মদ, জায়েদ ও জয়নাব : ... আর পোষ্যপুত্র যাদেরকে তোমরা পুত্র বলো আল্লাহ তাদেরকে তোমাদের পুত্র করেন নি ; এগুলো তোমাদের মুখের কথা। সত্য কথা আল্লাহই বলেন আর তিনিই সরল পথনির্দেশ করেন। — ৩৩ সুরা আহজাব : ৪

স্মরণ করো, আল্লাহ যাকে অনুগ্রহ করেছেন ও তুমিও যাকে অনুগ্রহ করেছ তুমি তাকে বলেছিলে, ‘তুমি তোমার শ্রীকে তোমার কাছে রাখ, আল্লাহকে ভয় করো।’

তুমি তোমার অস্তরে যা গোপন করেছিলে আল্লাহ তা প্রকাশ করে দিচ্ছেন। তুমি লোকভয় করছিলে, অথচ আল্লাহকেই ভয় করা তোমার পক্ষে অধিকতর সংগত ছিল।

তারপর জায়েদ যখন (জয়নাবের সাথে) বিবাহ সম্পর্ক ছিল করল তখন আমি তাকে তোমার সাথে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করলাম যাতে বিশ্বাসীদের পোষ্যপুত্ররা নিজ স্ত্রীর সাথে বিবাহসূত্র ছিল করলে সে সব রমণীদের বিয়ে করতে বিশ্বাসীদের কোনো বাধা না হয়। আল্লাহর আদেশ কার্যকর হয়েই থাকে। আল্লাহ নবির জন্য যা বিধিসম্মত করেছেন তা করতে তার জন্য কোনো বাধা নেই। পূর্বে যে—সব নবি অতীত হয়ে গিয়েছে তাদের ক্ষেত্রেও এ-ই ছিল আল্লাহর বিধান। আল্লাহর বিধান সুনির্ধারিত। ওরা আল্লাহর বাণী প্রচার করত, ওরা আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে ভয় করত না। হিসাব গৃহণে আল্লাহই যথেষ্ট।

মুহাম্মদ তোমাদের মধ্যে কোনো পুরুষের পিতা নয়, বরং সে আল্লাহর রসূল ও শেষ নবি। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ। — ৩৩ সুরা আহজাব : ৩৭-৪০

মুহাম্মদ-পরিবার : হে নবি ! আল্লাহ তোমার জন্য যা বৈধ করেছেন কেন তুমি তা নিষিদ্ধ করছ তোমাদের শ্রীদেরকে খুশি করার জন্য ? আর আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

আল্লাহ তোমাদের শপথ থেকে মুক্তির ব্যবস্থা করে দিয়েছেন, আল্লাহ তোমাদের সহায়। আর তিনি সর্বজ্ঞ, তত্ত্বজ্ঞানী।

(স্মরণ করো,) নবি তার শ্রীদের একজনকে গোপনে কিছু বলেছিল। তারপর সেই শ্রী তা অন্যকে বলে দেয়, আর আল্লাহ নবিকে তা জানিয়ে দেন। এ বিষয়ে নবি সেই শ্রীকে কিছু বলল ও কিছু বলল না। নবি যখন তাকে বলল তখন সে বলল, ‘কে আপনাকে এ কথা জানালো ?’ নবি বলল, ‘আমাকে জানিয়েছেন তিনি সর্বজ্ঞ, ধাঁর সব জানা।’

তোমাদের হৃদয় যা কামনা করেছিল তার জন্য তোমরা দু'জনে অনুত্পন্ন হয়ে আল্লাহর দিকে ফিরে যাও। তোমরা যদি তার (নবির) বিরক্তে একে অপরকে সাহায্য কর, তবে জেনে

রাখো আল্লাহ্ তাঁর অভিভাবক ; জিবরাইল ও সৎকর্মপরায়ণ বিশ্বাসীরা, আর তার ওপর ফেরেশতারাও, তাকে সাহায্য করবে ।

নবি যদি তোমাদের সকলকে তালাক দেয় তবে তার প্রতিপালক তোমাদের পরিবর্তে হ্যত তোমাদের চেয়ে আরও ভালো স্ত্রী তাকে দিবেন, যারা মুসলমান, বিশ্বাসী, তওবা করে, এবাদাত করে রোজা রাখে, অকুমারী ও কুমারী । — ৬৬ সুরা তাহরিম : ১-৫

নবি বিশ্বাসীদের কাছে তাদের নিজেদের চেয়েও কাছের, আর তার স্ত্রীরা তাদের মায়ের মতো । — ৩৩ সুরা আহজাব : ৬

হে নবি ! তুমি তোমার স্ত্রীদেরকে বলো, ‘তোমরা যদি পার্থিব জীবনের ভোগ ও তার বিলাসিতা কামনা কর, তবে এসো, আমি তোমাদের ভোগবিলাসের ব্যবস্থা করে দিই আর তোমাদেরকে ভদ্রতার সাথে বিদায় দিই । তোমরা যদি আল্লাহ্, তাঁর রসূল ও পরকাল চাও, তবে তোমাদের মধ্যে যারা সৎকর্ম করে আল্লাহ্ তাদের জন্য মহা প্রতিদান প্রস্তুত রেখেছেন ।’ — ৩৩ সুরা আহজাব : ২৮-২৯

হে নবিপত্নীগণ ! যে-কাজ স্পষ্টত অশ্লীল তোমাদের মধ্যে কেউ তা করলে তাকে দ্বিগুণ শাস্তি দেওয়া হবে । আর এ আল্লাহর জন্য সহজ । তোমাদের মধ্যে যে-কেউ আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের অনুগত হবে ও সৎকাজ করবে তাকে আমি দুবার পূর্ম্মকার দেব আর তার জন্য আমি সম্মানজনক জীবিকা রেখেছি ।

হে নবিপত্নীগণ ! তোমরা তো অন্য নারীদের মতো নও । যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় কর তবে পরপুরুষের সঙ্গে কোম্বল কঠে এমনভাবে কথা বলবে না যাতে অন্তরে যার ব্যাধি আছে সে প্রলুক্ষ হয় । আর তোমরা ভালোভাবে কথাবার্তা বলবে । আর তোমরা ঘরে থাকবে, আর জাহেলিয়া [প্রাগইসলামি] যুগের মতো নিজেদেরকে দেখিয়ে বেড়িও না । তোমরা নামাজ কায়েম করবে ও জাকাত দিবে এবং আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের অনুগত হবে । আল্লাহ্ তো কেবল তোমাদের মধ্য থেকে অপিত্রিতা দূর করতে চান ও তোমাদেরকে সম্পূর্ণ পিত্রিত রাখতে চান । আল্লাহর আয়াত ও হিকমতের কথা তোমাদের ঘরে যা পড়া হয় তা তোমরা স্মরণ রাখবে । আল্লাহ্ তো সুন্নদশী, তিনি সব খবর রাখেন । — ৩৩ সুরা আহজাব : ৩০-৩৪

হে নবি ! আমি তোমার জন্য তোমার স্ত্রীদের বৈধ করেছি যাদের তুমি দেনমোহর দিয়েছ, ও বৈধ করেছি তোমার ডান হাতের অধিকারভুক্ত দাসীদেরকে যাদেরকে আমি দান করেছি এবং বিয়ের জন্য বৈধ করেছি তোমার চাচাতো, ফুফাতো, মামাতো ও খালাতো বৌনদের যারা তোমাদের সঙ্গে দেশত্যাগ করেছে ; আর কোনো বিশ্বাসী নারী নবির কাছে নিজেকে নিবেদন করলে আর নবি তাকে বিয়ে করে বৈধ করতে চাইলে সে-ও বৈধ । এ বিশেষ করে তোমারই জন্য, অন্য বিশ্বাসীদের জন্য নয়, যাতে তোমার কোনো অসুবিধা না হয় । বিশ্বাসীদের স্ত্রী ও তাদের দাসীদের সম্বন্ধে যা নির্ধারিত করেছি তা আমি জানি । আল্লাহ্ ক্ষমাশীল পরম দয়ালু ।

তুমি ওদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তোমার কাছ থেকে দূরে রাখতে পার আর যাকে ইচ্ছা প্রহণ করতে পার, আর তুমি যাকে দূরে রেখে তাকে কামনা করলে তোমার কোনো দোষ নেই । এ বিধান এ জন্য যে, এতে ওদের খুশি করা সহজ হবে আর ওরা দুঃখ পাবে না, এবং ওদের তুমি যা দেবে তাতে ওরা প্রত্যেকেই খুশি থাকবে ।

(বিশ্বাসীরা !) তোমাদের অন্তরে যা আছে আল্লাহ্ তা জানেন। আল্লাহ্ সব জানেন, সহ করেন।

(মুহাম্মদ !) এরপর তোমার জন্য কোনো নারী বৈধ নয় আর তোমার স্ত্রীদের পরিবর্তে অন্য স্ত্রী গ্রহণও বৈধ নয়, যদি ওদের সৌন্দর্য তোমাকে মুগ্ধ করে, তবে তোমার ডান হাতের অধিকারভূক্ত দাসীদের ব্যাপারে এ-বিধান প্রযোজ্য নয়। আল্লাহ্ সমস্ত কিছুর ওপর কড়া নজর রাখেন। — ৩৩ সুরা আহজাব : ৫০-৫২

... তোমরা তার (মুহাম্মদের) স্ত্রীদের কাছ থেকে কিছু চাইলে পরদার আড়াল থেকে চাইবে। এ-বিধান তোমাদের ও তাদের হস্তয়ের জন্য পবিত্রতর।

তোমাদের কারও পক্ষে আল্লাহ্ র রসূলকে কষ্ট দেওয়া বা তার মত্তুর পর তাদের স্ত্রীদেরকে বিবাহ করা সংগত হবে না। আল্লাহ্ কাছে এ গুরুতর অপরাধ। তোমরা কোনো বিষয় প্রকাশই কর বা গোপন কর, আল্লাহ্ তো সবই জানেন।

(নবির স্ত্রীদের জন্য) তাদের পিতা, ছেলে, ভাই, ভায়ের ছেলে, বোনের ছেলে, পরিচারিকা ও তাদের অধিকারভূক্ত দাসদাসীদের ক্ষেত্রে এ (পরদা) না মানলে কোনো দোষ নেই। আল্লাহ্ কে ভয় কর, আল্লাহ্ তো সবই দেখেন।

আল্লাহ্ ও তাঁর ফেরেশ্তারাও নবির জন্য দোয়া করেন। হে বিশ্বাসিগণ ! তোমরাও নবির জন্য দোয়া কর ও পূর্ণ শান্তি কামনা করো। — ৩৩ সুরা আহজাব : ৫৩-৫৬

হে নবি ! তুমি তোমাদের স্ত্রীদের, কন্যাদের ও বিশ্বাসী নারীদের বলো তারা যেন তাদের চাদরের কিছু অংশ নিজেদের মুখের ওপর টেনে দেয়। এতে তাদের চেনা সহজতর হবে, ফলে তাদেরকে কেউ উত্যক্ত করবে না। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। — ৩৩ সুরা আহজাব : ৫৯

মত্তু অবশ্যস্তাবী : মত্তুয়স্ত্রণা অবশ্যই আসবে ; এর থেকেই তোমরা অব্যাহতি চেয়ে আসছ। — ৫০ সুরা কাফ : ১৯

আমি তোমাদের মত্তুকাল নির্ধারণ করেছি ...। — ৫৬ সুরা ওয়াকিয়া : ৬০

তাঁর দাসদের ওপর তিনি অপ্রতিহত আর তিনিই তোমাদের হেফাজতের জন্য (রক্ষণাবেক্ষণকারী) প্রেরণ করেন। অবশ্যে তোমাদের কারও মত্তু ঘনিয়ে এলে আমার প্রেরিতরা তার মত্তু ঘটায়, আর তারা কোনো কসুর করে না। তারপর তাদের প্রক্ত প্রতিপালকের কাছে তাদেরকে আনা হয়। মনে রেখো, ভকুম তো তাঁরই, আর হিসাব গ্রহণে তিনি সবচেয়ে তৎপর। — ৬ সুরা আনআম : ৬১-৬২

তোমার তো মত্তু হবে, এবং তাদেরও। তারপর কিয়ামতের দিনে তোমরা নিজেদের মধ্যে তোমাদের প্রতিপালকের সামনে, তর্কাতর্কি করবে। — ৩৯ সুরা জুমার : ৩০-৩১

মত্তু এলে আল্লাহ্ প্রাণহরণ করেন। আর যারা জীবিত তাদেরও তিনি চেতনাহরণ করেন ওরা যখন নিন্দিত থাকে। তারপর যার জন্য মত্তু অবধারিত করেছেন তিনি তার প্রাণ রেখে দেন আর অন্যজনকে এক নির্দিষ্ট সময়ের জন্য চেতনা ফিরিয়ে দেন। এর মধ্যে তো চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য নির্দেশন রয়েছে। — ৩৯ সুরা জুমার : ৪২

... তোমাদের মধ্যে কারও কারও পূর্বেও মৃত্যু ঘটে, আর এ জন্য যে তোমরা যাতে নির্ধারিত কালপ্রাপ্ত হও ও যাতে অনুধাবন করতে পার। তিনিই জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান। — ৪০ সুরা মুমিন : ৬৭-৬৮

আল্লাহই তোমাদের সৃষ্টি করেছেন, তারপর তিনি তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন আর কেউ-কেউ বয়সের শেষে গিয়ে পৌছিবে, সব কিছু জ্ঞানের পরও তাদের আর কেনো জ্ঞান থাকবে না। আল্লাহই তো সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান। — ১৬ সুরা নাহল : ৭০

প্রত্যেক প্রাণকেই মরণের স্বাদ নিতে হবে। আমি তোমাদেরকে মন্দ ও ভালো দিয়ে বিশেষভাবে পরীক্ষা করে থাকি। আর আমারই কাছে তোমাদের ফিরিয়ে আনা হবে। — ২১ সুরা আম্বিয়া : ৩৫

এরপর তোমাদের মৃত্যু হবে, তারপর কিয়ামতের দিন তোমাদের আবার ওঠানো হবে। — ২৩ সুরা মুমিনুন : ১৫-১৬

প্রত্যেক প্রাণকেই মরণের স্বাদ নিতে হবে। তারপর আমারই কাছে তোমাদের ফিরিয়ে আনা হবে। — ২৯ সুরা আনকাবুত : ৫৭

মহিমহিমাময় তিনি যিনি সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান যিনি মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করেছেন, তোমাদেরকে পরীক্ষার জন্য কে তোমাদের মধ্যে কর্মে উন্নত? তিনি পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল। — ৬৭ সুরা মূলক : ১-২

তোমরা কেমন করে আল্লাহকে অস্থীকার কর, (যখন) তোমাদের প্রাণ ছিল না তিনিই তোমাদের প্রাণ দিয়েছেন, পরে তিনিই তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন, তারপর আবার জীবিত করবেন, আর তাঁরই কাছে তোমাদেরকে ফিরে যেতে হবে? — ২ সুরা বাকারা : ২৮

প্রত্যেক প্রাণকেই মরণের স্বাদ নিতে হবে। কিয়ামতের দিন তোমাদের কর্মফল পুরো ক'রে দেওয়া হবে। যাকে আগুন থেকে দূরে রাখা হবে আর জান্মাতে যেতে দেওয়া হবে সে-ই সফলকাম। আর পার্থিব জীবন তো ছলনাময় ভোগ ছাড়া আর কিছুই নয়। — ৩ সুরা আল-ই-ইমরান : ১৮৫

তোমরা যেখানেই থাক-না কেন মৃত্যু তোমাদের নাগাল পাবেই, এমন কি সুউচ্চ সুদৃঢ় দুর্গে থাকলেও। — ৪ সুরা নিসা : ৭৮

বলো, ‘তোমরা যে-মৃত্যু হতে পালাতে চাও তোমাদেরকে সে-মৃত্যুর সামনা-সামনি হতেই হবে। তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেওয়া হবে অদৃশ্য ও দশ্যের পরিজ্ঞাতা আল্লাহর কাছে আর তোমাদেরকে জানিয়ে দেওয়া হবে যা তোমরা করতে। — ৬২ সুরা জুম্মা : ৮

... তিনি জীবন দান করেন। আর তিনিই মৃত্যু ঘটান। — ৯ সুরা তত্ত্বা : ১১৬

মৃত্যু আল্লাহর ইচ্ছায় : আর আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কারও মৃত্যু হবে না, কেননা তার যেযাদ অবধারিত। — ৩ সুরা আল-ই-ইমরান : ১৪৫

মৃত্যুদশ্য : যখন কারও প্রাণ কঠাগত হয়, আর তোমরা অসহায় ভাবে তাকিয়ে থাকো, তখন আমি তোমাদের সবার চেয়ে তার কাছে থাকলেও, তোমরা দেখতে পাও না। তোমরা যদি কারও অধীনই না হও ও সত্যবাদী হও তোমরা তাকে ফিরিয়ে আন না কেন? — ৫৬ সুরা ওয়াকিয়া : ৮৩-৮৭

মৃত্যু, বিশ্বাসীর ও অবিশ্বাসীর ! ... আর যদি তুমি দেখতে পেতে তখন সীমালঙ্ঘন—কারীরা মৃত্যু যন্ত্রণায় থাকবে আর ফেরেশ্তারা হাত বাড়িয়ে বলবে, ‘তোমাদের প্রাণ বের করো, তোমরা আল্লাহ্ সম্বন্ধে অন্যায় বলতে ও তাঁর নির্দশন সম্বন্ধে অহংকার করতে, সেজন্য আজ তোমাদেরকে অপমানকর শাস্তি দেওয়া হবে’ ! — ৬ সুরা আনআম : ৯৩

পরে কিয়ামতের দিন তিনি ওদেরকে অপদস্থ করবেন ও বলবেন, ‘কোথায় আমার সেসব শরিক যাদের নিয়ে তর্কাতর্কি করতে ?’ যাদেরকে জ্ঞান দেওয়া হয়েছিল তারা বলবে, ‘আজ অবিশ্বাসীদের অপমান ও অমঙ্গল’, যাদের মৃত্যু ঘটায় ফেরেশ্তারা যখন তারা নিজেদের ওপর জুলুম করতে থাকা অবস্থায়। তারপর ওরা আত্মসমর্পণ ক’রে বলবে, ‘আমরা তো কোনো খারাপ কাজ করি নি !’ হ্যাঁ, তোমরা যা করেছিলে তা আল্লাহ্ ভালো করেই জানেন। সুতরাং তোমরা জাহানামের দরজায় ঢোকো সেখানে চিরকাল থাকার জন্য। দেখো অহংকারীদের আবাসস্থল কী খারাপ !

আর যারা সাবধানি ছিল তাদেরকে বলা হবে, ‘তোমাদের প্রতিপালক কি অবরীণ করেছিলেন ?’ তারা বলবে, ‘মহাকল্যাণ !’

যারা সৎকর্ম করে তাদের জন্য এ—পথিকীতে রয়েছে কল্যাণ ও পরলোকে আরও উত্তম বাস, আর সাবধানিদের বাসের জায়গা কী ভালো ! যাতে তারা প্রবেশ করবে তা স্থায়ী জান্মাতে, তার নিচে নদী বইবে, তারা যা—কিছু চাইবে সেখানে তাদের জন্য তা—ই থাকবে। এভাবেই আল্লাহ্ পুরস্কৃত করেন সাবধানীদেরকে যাদের মৃত্যু ঘটায় ফেরেশ্তারা ওরা পবিত্র থাকা অবস্থায়। (তাদেরকে) ফেরেশ্তারা বলবে, ‘তোমাদের ওপর শাস্তি ! তোমরা যা করতে তার জন্য তোমরা জান্মাতে প্রবেশ কর !’ — ১৬ সুরা নাহল : ২৭-৩২

শপথ তাদের যারা দুবে (বা জোরে টানে) (দুর্জনের প্রাণ) ! শপথ তাদের যারা (সজ্জনের প্রাপ্তে) গেরো খোলে ধীরে ! — ৭৯ সুরা নাজিয়াত : ১-২

নিশ্চয়ই যারা অবিশ্বাস করে ও অবিশ্বাসী থাকা অবস্থায় মারা যায়, তাদের ওপর আল্লাহ্ ফেরেশতা ও সকল মানুষেরই অভিশাপ। — ২ সুরা বাকারা : ১৬১

... তোমাদের মধ্যে যে—কেউ নিজের ধর্ম থেকে ফিরে যাবে এবং অবিশ্বাসী হয়ে মারা যাবে তাদের ইহকাল ও পরকালের কর্ম নিষ্ক্রিয় হয়ে যাবে। আর এরাই আগনুনে বাস করবে, সেখানে তারা থাকবে চিরকাল। — ২ সুরা বাকারা : ২১৭

আর যারা (আজীবন) মন্দকাজ করে তাদের জন্য তওবা নয়। আর তাদের কারও মৃত্যু উপস্থিতি হলে সে বলে, ‘আমি এখন তওবা করছি !’ আর যাদের অবিশ্বাসী অবস্থায় মৃত্যু হয় তাদের জন্যও তওবা নয়। এরাই তারা যাদের জন্য আমি নিরাকৃত শাস্তির ব্যবস্থা করেছি। — ৮ সুরা নিয়া : ১৮

মৃত্যু শেষ নয় : কিয়ামত দ্র.

মৃত্যুর শেষ : ‘... আমাদের তো আর মৃত্যু হবে না প্রথম মৃত্যুর পর, আর আমাদেরকে শাস্তি ও দেওয়া হবে না !’ — ৩৭ সুরা সাফ্ফাত : ৫৮-৫৯

প্রথম মৃত্যুর পর সেখানে (জান্মাতে) তাদেরকে আর মৃত্যুর স্বাদ নিতে হবে না। তোমার প্রতিপালক তাদেরকে জাহানামের শাস্তি থেকে রক্ষা করবেন, নিজ অনুগ্রহে। এ—ই তো যথাসাফল্য। — ৪৪ সুরা দুখান : ৫৬-৫৭

মুহাজির ও আনসার : ... আর আল্লাহ'র বিধানে বিশ্বাসী ও মুহাজিরদের [আশুয়-প্রায়ীদের] মধ্যে যারা রক্তের সম্পর্কে আবক্ষ তারা পরম্পরের অনেক বেশি নিকটতর। তবে তোমরা তোমাদের বক্তুব্বাকবদের ওপর দাক্ষিণ্য দেখাতে চাইলে তা করতে পার। এ-ই কিভাবে লেখা আছে। — ৩৩ সুরা আহজাব : ৬

এ-সম্পদ অভাবগ্রস্ত মুহাজিরদের জন্য যারা আল্লাহ'র অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি-কামনায় আল্লাহ' ও তাঁর রসূলের সাহায্যে এগিয়ে এসে নিজেদের ঘরবাড়ি ও সম্পত্তি থেকে উৎখাত হয়েছে। ওরাই তো সত্যাশ্রয়ী।

মুহাজিরদের আসার আগে এ-শহরের যেসব অধিবাসী বিশ্বাস করেছিল তারা মুহাজিরদের ভালোবাসে ও মুহাজিরদের যা দেওয়া হয়েছে তার জন্য তারা (তাদেরকে) মনেমনে দীর্ঘ করে না, নিজের অভাবগ্রস্ত হলেও তারা মুহাজিরদের নিজেদের ওপরে জায়গা দেয়। যারা কার্পণ্য থেকে নিজেদেরকে মুক্ত করেছে তারাই সফলকাম। যারা ওদের পরে এসেছে তারা বলে, 'হে আমাদের প্রতিপালক ! আমাদের ও যারা বিশ্বাসে এগিয়ে এসেছিল আমাদের সেই ভাইদের ক্ষমা কর, আর বিশ্বাসীদের বিবুদ্ধে আমাদের অন্তরে হিস্তা বিদ্বেষ রেখো না। হে আমাদের প্রতিপালক ! তুম তো দয়াপ্রবণ, পরম দয়ালু।' — ৫৯ : ৮-১০

মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে যারা প্রথমে এগিয়ে যায়, আর যারা তাদেরকে ভালোভাবে অনুসরণ করেছিল আল্লাহ' তাদের ওপর সন্তুষ্ট ; তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট। আর তিনি তাদের জন্য জান্মাত প্রস্তুত করেছেন যার নিচে নদী বইবে, সেখানে তারা থাকবে চিরকাল। এ মহাসাফল্য। — ৯ সুরা তওবা : ১০০

আল্লাহ' অবশ্যই অনুগ্রহ করলেন নবির ওপর, আর মুহাজির ও আনসারদের ওপর যারা সংকটের সময় তার (মুহাম্মদের) সাথে গিয়েছিল, এমন কি যখন তাদের এক দলের মনে বিকার হওয়ার উপক্রম হয়েছিল তখনও। পরে আল্লাহ' তাদেরকে ক্ষমা করলেন। তিনি তো ওদের ব্যাপারে ছিলেন দয়াপ্রবণ, পরম দয়ালু। — ৯ সুরা তওবা : ১১৭

মৌরাছি : তোমার প্রতিপালক মৌমাছির অন্তরে ইন্দিত দিয়ে নির্দেশ করেছেন, 'পাহাড়ে, গাছে আর মানুষ যে-ঘর বানায় সেখানে ঘর বাঁধো। এরপর প্রত্যেক ফল থেকে কিছু-কিছু খাও। তারপর তোমার প্রতিপালক (তোমার জন্য) যে পদ্ধতি সহজ করেছেন তা অনুসরণ কর।' এর পেট থেকে বের হয় নানা বর্ণের পানীয়। এতে মানুষের জন্যে রয়েছে ব্যাধির প্রতিকার। এর মধ্যে তো বোধশক্তিসম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন রয়েছে। — ১৬ সুরা নাহল : ৬৮-৬৯

যুগল সৃষ্টি : তিনিই সৃষ্টি করেন যুগল পুরুষ ও নারী স্থলিত শুক্রবিন্দু হতে। — ৫৩ সুরা নাজর : ৪৫-৪৬

পবিত্র-মহান তিনি যিনি উদ্ধিদ, মানুষ এবং ওরা যাদের জানে না তাদের প্রত্যেককে জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন। — ৩৬ সুরা ইয়াসিন : ৩৬

তিনি বিনা থামে আকাশ তৈরি করেছেন, তোমরা দেখছ। তিনি পৃথিবীতে পাহাড় বসিয়েছেন যাতে এ তোমাদেরকে নিয়ে ঢলে না পড়ে আর এর মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছেন, নানারকম জীবজন্ম। তিনিই আকাশ থেকে বারিবর্ষণ করেন। আর তাতে সবরকম সুন্দর জোড়া

(জিনিস) উৎপাদন করেন। এ আল্লাহ'র সৃষ্টি ! তিনি ছাড়া অন্যেরা কি সৃষ্টি করেছে আমাকে দেখো ? না, সীমালঙ্ঘনকারীয়া তো স্পষ্ট বিভাসিতে রয়েছে। — ৩১ সুরা লুকমান : ১০-১১

তিনি আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা। তিনি তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের জোড়া সৃষ্টি করেছেন ও আনআম (গবাদিপশু)–র মধ্য থেকে সৃষ্টি করেছেন আনআম–এর জোড়া। এভাবে তিনি তোমাদের বৎস বিস্তার করেন। কোনো কিছুই তাঁর মতো নয়। তিনি সব শোনেন, সব দেখেন। — ৪২ সুরা শূরা : ১১

তিনি সব কিছুই যুগল সৃষ্টি করেন আর তিনি তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন জলযান ও পশু যার ওপর তোমরা চড়তে পার। — ৪৩ সুরা জুখরফ : ১২

আমি প্রত্যেক বস্তু সৃষ্টি করেছি জোড়ায় জোড়ায়, যাতে তোমরা বুঝতে পার। — ৫১ সুরা জারিয়াত : ৪৯

আর আল্লাহ' তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের জোড়া সৃষ্টি করেছেন ও তোমাদের যুগল থেকে তোমাদের জন্য পুত্র–পৌত্রাদি সৃষ্টি করেছেন আর তোমাদেরকে জীবনের ভালো উপকরণ দিয়েছেন ! তবুও কি ওরা মিথ্যাতে বিশ্঵াস করবে ও ওরা কি আল্লাহ'র অনুগ্রহ অঙ্গীকার করবে ? — ১৬ সুরা নাহল : ৭২

আমি তোমাদেরকে জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছি। — ৭৮ সুরা নাবা : ৮

তিনিই পৃথিবীকে বিস্তৃত করেছেন এবং তাঁর মধ্যে পর্বত ও নদী সৃষ্টি করেছেন, আর সৃষ্টি করেছেন প্রত্যেক ফল দুই–দুই প্রকারের। — ১৩ সুরা রাদ : ৩

যুদ্ধ : আর যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তোমরাও আল্লাহ'র পথে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো ; তবে সীমালঙ্ঘন কোরো না। আল্লাহ' তো সীমা অতিক্রমকারীদেরকে ভালোবাসেন না।

আর যেখানে পাবে তাদেরকে তোমরা হত্যা করবে, আর যেখান থেকে তারা তোমাদেরকে বের করে দিয়েছে, তোমরাও সেখান থেকে তাদেরকে বার করে দেবে। ফিন্না হত্যার চেয়ে মারাত্মক। আর মসজিদ–উল–হারামের কাছে তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করো না, যতক্ষণ না তারা সেখানে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে। যদি তারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তবে তোমরা তাদেরকে হত্যা করবে, এই তো অবিশ্বাসীদের পরিণাম। কিন্তু যদি তারা বিরত হয়, তবে তো আল্লাহ' ক্ষমা করবেন, দয়া করবেন।

তোমরা তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে থাকো যতক্ষণ না ফিন্না দূর হয় ও আল্লাহ'র ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু যদি তারা বিরত হয়, তবে জুলুমকারীদের ছাড়া (কারও ওপর) হস্তক্ষেপ করা চলবে না।

পবিত্র মাসের বদলে পবিত্র মাস। আর সকল পবিত্র জিনিসের জন্যে এমন বিনিময়। সুতরাং যে তোমাদেরকে আক্রমণ করবে তোমরাও তাকে অনুরূপ আক্রমণ করবে। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় করো ও জেনে রাখো যে আল্লাহ' সাবধানিদের সাথে থাকেন। — ২ সুরা বাকারা : ১৯০-১৯৪

তোমাদের জন্য যুদ্ধের বিধান দেওয়া হল, যদিও এ তোমাদের কাছে পচন্দ নয়। কিন্তু তোমরা যা পচন্দ কর না সম্ভবত তা তোমাদের জন্য ভালো। আর তোমরা যা পচন্দ কর

সম্ভবত তা তোমাদের জন্য মন্দ। আল্লাহ্ জানেন, তোমরা তো জাননা। পরিত্র মাসে যুদ্ধ করা সম্পর্কে লোকে তোমাকে জিজ্ঞাসা করে, বলো, ‘সেই সময় যুদ্ধ করা ভীষণ অন্যায়। কিন্তু আল্লাহ্ কাছে তার চেয়েও বড় অন্যায় আল্লাহ্ পথে বাধা দেওয়া, আল্লাহকে অস্তীকার করা, কাবা শরিফে (উপাসনায়) বাধা দেওয়া ও সেখানকার অধিবাসীদেরকে সেখান থেকে তাড়িয়ে দেওয়া। আর ফিৎনা হত্যার চেয়ে আরও ভীষণতর অন্যায়।’

পারলে, তারা সব সময় তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকবে যে—পর্যন্ত তারা তোমাদের ধর্ম থেকে তোমাদেরকে ফিরিয়ে না দেয়। — ২ সুরা বাকারা : ২১৬-২১৭

হে বিশ্বাসিণ ! তোমরা যখন অবিশ্বাসীদের সম্মুখীন হবে তখন তোমরা প্লিয়ে যাবে না। সেদিন কৌশলের জন্য বা নিজের দলের জায়গা নেওয়ার জন্য ছাড়া কেউ পালিয়ে গেলে সে তো আল্লাহ্ বিরাগভাজন হবে ও তার আশ্রয় হবে জাহান্নাম, আর সে কত খারাপ জায়গা ! — ৮ সুরা আনফাল : ১৫-১৬

আর তোমরা তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে থাকবে যতক্ষণ না ফিৎনা দূর হয় ও আল্লাহ্ র ধর্ম সামগ্রিকবৃপ্তে প্রতিষ্ঠিত হয়। আর যদি তারা বিরত হয়, তবে তারা যা করে আল্লাহ্ তো ভালো করেই দেখেন। — ৮ সুরা আনফাল : ৩৯

আর অবিশ্বাসীরা যেন কখনও মনে না করে যে তারা পরিত্রাগ পেয়েছে। (বিশ্বাসীদেরকে) তারা পরিশৃঙ্খল করতে পারবে না। আর তোমরা তাদেরকে মোকাবিলার জন্য সাধ্যমত শক্তি ও ঘোড়া প্রস্তুত রাখবে। এ দিয়ে তোমরা সন্তুষ্ট করবে আল্লাহ্ শক্রকে, তোমাদের শত্রুকে আর অন্যদেরকে যাদেরকেও আল্লাহ্ জানেন তোমরা জান না। আর আল্লাহ্ পথে তোমরা যা-কিছু ব্যয় করবে তার পুরো প্রতিদান দেওয়া হবে এবং তোমাদের ওপর জুলুম করা হবে না। — ৮ সুরা আনফাল : ৫৯-৬০

ধর্মের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে নি তাদের ওপর মহানুভবতা প্রদর্শন ও ন্যায়বিচার করতে আল্লাহ্ তোমাদেরকে নিষেধ করেন না। আল্লাহ্ তো ন্যায়পরায়ণদেরকে ভালোবাসেন। আল্লাহ্ কেবল তাদের সাথে বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করেন, যারা ধর্মের ব্যাপারে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করেছে, তোমাদেরকে স্বদেশ থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে ও তোমাদেরকে তাড়িয়ে দেওয়ার ব্যাপারে সাহায্য করেছে। ওদের সাথে যারা বন্ধুত্ব করে তারা তো সীমালঙ্ঘনকারী। — ৬০ সুরা মুম্তাহনা : ৮-৯

হে বিশ্বাসিগণ ! তোমরা সতর্কতা অবলম্বন করো, তারপর হয় দলেদলে বিভক্ত হয়ে অগ্রসর হও বা একত্রে অগ্রসর হও। — ৪ সুরা মিসা : ৭১

অতএব যারা পরকালের বিনিময়ে পার্থিব জীবন বিক্রি করে তারা আল্লাহ্ পথে সংগ্রাম করুক এবং সে নিহত হোক বা বিজয়ী হোক তাকে আমি শীঘ্ৰই মহাপুরস্কার দেব। তোমাদের কী হয়েছে যে তোমরা আল্লাহ্ পথে ও অসহায় নরনারী এবং শিশুদের জন্য সংগ্রাম করবে না যারা বলছে, ‘হে আমাদের প্রতিপালক ! এ অত্যাচারী শাসকের দেশ থেকে আমাদের অন্যত্র নিয়ে যাও, তোমার কাছ থেকে কাউকে আমাদের অভিভাবক কর এবং তোমার কাছ থেকে কাউকে আমাদের সহায় করো।’

যারা বিশ্বাসী তারা আল্লাহর পথে সংগ্রাম করে ও যারা অবিশ্বাসী তারা তাগুত [অসত্য দেবতা]-এর পথে সংগ্রাম করে। সুতরাং তোমরা শয়তানের বন্দুদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করো। শয়তানের কৌশল তো দুর্বল।

তুমি কি তাদের দেখ নি যাদের বলা হয়েছিল, ‘তোমরা তোমাদের হাত সংযত করো আর নামাজ কায়েম কর ও জাকাত দাও?’ তারপর যখন তাদেরকে যুদ্ধের বিধান দেওয়া হল তখন তাদের একদল আল্লাহকে ভয় করার মতো বা তার চেয়েও বেশি মানুষকে ভয় করছিল। আর তারা বলেছিল, ‘হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের জন্য কেন যুদ্ধের বিধান দিলে? আমাদের কিছু সময়ের জন্য অবকাশ দাও-না?’

বলো, ‘পার্থিব ভোগ সামান্য! আর যে সংযমী তার জন্য পরকালই ভালো। তোমাদের ওপর সামান্য পরিমাণও অত্যাচার করা হবে না।’ — ৪ সুরা নিসা : ৭৪-৭৭

তারা চায় তারা যেমন অবিশ্বাস করেছে তোমরাও তেমন অবিশ্বাস কর যাতে তোমরা তাদের সমান হবে যাও। তাই আল্লাহর পথে হিজরত না করা পর্যন্ত তাদের মধ্যে কাউকে তোমরা বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করবে না। যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে তাদেরকে যেখানে পাবে পাকড়াও করবে ও হত্যা করবে। তাদের মধ্য থেকে কাউকে বন্ধু ও সাহায্যকারী হিসাবে তোমরা গ্রহণ করবে না। অবশ্য তাদেরকে নয় যারা এমন এক সম্প্রদায়ের সাথে মিলিত হয় যাদের সাথে তোমরা কুস্তিবদ্ধ, বা যারা তোমাদের কাছে এমন অবস্থায় আসে যখন তাদের মন তোমাদের সাথে বা তাদের সম্প্রদায়ের সাথে যুদ্ধ করতে চায় না। আল্লাহ যদি ইচ্ছা করতেন তবে তাদেরকে তোমাদের ওপর ক্ষমতা দিতেন ও নিশ্চয় তারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করত।

সুতরাং তারা যদি তোমাদের কাছ থেকে চলে যায়, তোমাদের সাথে যুদ্ধ না করে ও তোমাদের কাছে শান্তি প্রস্তাব করে তবে আল্লাহ তোমাদের জন্য তাদের বিরুদ্ধে কেনেৰ ব্যবস্থা নেওয়ার পথ রাখেন না। অবশ্য তোমরা কিছু লোক পাবে যারা তোমাদের সাথে ও তাদের সম্প্রদায়ের সাথে শান্তি চায়। যখনই তাদেরকে ফির্নার দিকে ফেরানো হয়, তখনই এ ব্যাপারে তারা আগের অবস্থায় ফিরে যায়! যদি তারা তোমাদের কাছ থেকে চলে না যায়, তোমাদের কাছে শান্তি প্রস্তাব না করে এবং তাদের হাত না সামলায় তবে তাদেরকে যেখানেই পাবে পাকড়াও করবে ও হত্যা করবে। আর আমি এদের বিরুদ্ধে তোমাদেরকে স্পষ্ট অনুমতি দিয়েছি। — ৪ সুরা নিসা : ১৯-১১

আর (শক্র) সম্প্রদায়ের সন্ধানে তোমরা শৈথিল্য প্রদর্শন কোরো না। যদি তোমরা কষ্ট পাও তাহলে তোমরা যেমন কষ্ট পাও তারাও তেমনি কষ্ট পায়; কিন্তু তোমরা আল্লাহর কাছে যে আশা কর তারা সে-আশা করতে পারে না; আর আল্লাহ তো সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময়। — ৪ সুরা নিসা : ১০৮

অতএব যখন তোমরা অবিশ্বাসীদের সাথে যুদ্ধে মোকাবিলা কর তখন তাদের ঘাড়ে-গর্দানে আঘাত করো। শেষে যখন তোমরা ওদেরকে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করবে তখন ওদেরকে শক্ত করে বাঁধবে। তারপর তোমরা ইচ্ছা করলে ওদেরকে মুক্ত করে দিতে পার বা মুক্তিপণ নিয়েও ছেড়ে দিতে পার। যতক্ষণ না ওরা অস্ত্র সংহরণ করবে তোমরা যুদ্ধ চালিয়ে যাবে। এ-ই বিধান। এ এজন্য যে, আল্লাহ ইচ্ছা করলে ওদেরকে শান্তি

দিতে পারতেন। কিন্তু তিনি চান তোমাদের এককে অপরকে দিয়ে পরীক্ষা করতে। যারা আল্লাহর পথে নিহত হয় তিনি কখনই তাদের কাজ নষ্ট হতে দেন না। — ৪৭
সুরা মুহাম্মদ ৪:৪

যারা আক্রম্য হয়েছে তাদের যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হল, কারণ তাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে। আল্লাহ তাদেরকে সাহায্য করতে অবশ্যই সক্ষম। — ২২ সুরা হজ ৪:৩৯

তবে অংশীবাদিদের মধ্যে যাদের সাথে তোমরা চুক্তিতে আবদ্ধ ও পরে যারা তোমাদের চুক্তিরক্ষায় কোনো ক্রটি করে নি ও তোমাদের বিরুদ্ধে কাউকে সাহায্য করে নি, তাদের সাথে নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত চুক্তি পালন করবে। নিশ্চয় আল্লাহ সাবধানিদেরকে ভালোবাসেন। তারপর নিষিদ্ধ মাস অতিবাহিত হলে তোমরা অংশীবাদিদের যেখানে পাবে বধ করবে; তাদেরকে বন্দি করবে, অবরোধ করবে ও তাদের জন্য প্রত্যেক ধাঁচিতে ওত পেতে থাকবে। কিন্তু যদি তারা তওবা করে, নামাজ কার্যেম করে ও জাকাত দেয় তবে তাদের পথ ছেড়ে দেবে। আল্লাহ তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। — ৯ সুরা তওবা ৪:৪-৫

* আর তারা যদি তাদের চুক্তির পর তাদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে ও তোমাদের ধর্ম সম্পর্কে বিদ্রোপ করে, তবে অবিশ্বাসীদের প্রধানদের সাথে যুদ্ধ করবে। এরা এমন লোক যাদের প্রতিশ্রুতি প্রতিশ্রুতিই নয়। হয়তো তারা নিরস্ত হতে পারে।

তোমরা কি সে—সম্প্রদায়ের সাথে যুদ্ধ করবে না, যারা নিজেদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছে এবং রসূলকে বহিক্ষার করার সংকল্প করেছে? ওরাই প্রথম তোমাদের বিরুদ্ধাচারণ করেছে! তোমরা কি তাদেরকে ভয় কর? বিশ্বাসী হলে তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, এ—ই আল্লাহর কাছে শোভনীয়।

তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করো। তোমাদের হাতে আল্লাহ ওদের শাস্তি দেবেন, ওদেরকে অপদষ্ট করবেন, ওদের বিরুদ্ধে তোমাদের জয়ী করবেন ও বিশ্বাসীদের চিন্ত প্রশাস্ত করবেন; আর তাদের মনের দৃঢ় দূর করবেন। আল্লাহ যার প্রতি ইচ্ছা তার ওপর ক্ষমাপরবশ হন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ তত্ত্বজ্ঞানী।

তোমরা কি মনে কর যে, আল্লাহ তোমাদেরকে এমনি ছেড়ে দেবেন, এ না জেনে কে তোমাদের মধ্যে জিহাদ করেছে, কে আল্লাহ তাঁর রসূল ও বিশ্বাসীরা ছাড়া অন্য কাউকেই অস্তরঙ্গ বন্ধুরাপে গ্রহণ করে নি? তোমরা যা কর সে—সম্বন্ধে আল্লাহ ভালো করেই জানেন। — ৯ সুরা তওবা ৪:১২-১৬

যাদের ওপর কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে তাদের মধ্যে যারা আল্লাহয় বিশ্বাস করে না ও পরকালেও না এবং আল্লাহ ও তার রসূল যা নিষিদ্ধ করেছেন তা নিষিদ্ধ করে না ও সত্যধর্ম অনুসরণ করে না তাদের সাথে যুদ্ধ করবে যে—পর্যন্ত না তারা বশ্যতা স্থীকার করে আনুগত্যের নির্দর্শন স্বরূপ স্বেচ্ছায় জিজিয়া দেয়। — ৯ সুরা তওবা ৪:২৯

আকাশ ও পথিবীর সৃষ্টির দিন থেকেই আল্লাহর বিধানে আল্লাহর কাছে মাসগণনায় মাস বারোটি; তার মধ্যে চারটি মাস (মহররম, রাজব, জিলকদ ও জিলহজ) হারাম। এ—ই সুপ্রতিষ্ঠিত বিধান। সুতোৱাং এর মধ্যে তোমরা নিজেদের ওপর ঝুলুম কোরো না, আর তোমরা অংশীবাদিদের বিরুদ্ধে সমবেতভাবে যুদ্ধ করবে যেমন তারা তোমাদের

বিরুক্তে সমবেতভাবে যুদ্ধ করে থাকে। আর জেনে রাখো যে আল্লাহ্ সাবধানিদের সঙ্গে আছেন। — ৯ সুরা তওবা : ৩৬

তোমরা অভিযানে বের হয়ে পড়ো যুদ্ধসামগ্রী নিয়ে, তা হালকা হোক বা ভারি হোক আর তোমরা ধনপ্রাপ দিয়ে আল্লাহ্ পথে সংগ্রাম করো। এ-ই তোমাদের জন্য মঙ্গল, যদি তোমরা বুঝতে পার। — ৯ সুরা তওবা : ৪১

আল্লাহ্ রসূলের সহগামী না হয়ে পেছনে রয়ে যাওয়া ও তার (মুহাম্মদের) জীবনের চেয়ে নিজেদের জীবনকে প্রিয় জ্ঞান করা মদিনাবাসী ও তাদের পার্শ্ববর্তী আরব ঘরুবাসীদের জন্য সংগত নয়। কারণ, আল্লাহ্ পথে তৃষ্ণায় ক্লাস্তিতে বা ক্ষুধায় তারা এমন কোনো কষ্ট পায় না, বা অবিশ্বাসীদের ক্ষেত্র উদ্বেক করে এমন কোনো স্থানে পদক্ষেপ নেয় না, বা শত্রুদের কাছ থেকে এমন কোনো আঘাত পায় না, যা তাদের সংকর্ম হিসাবে লেখা না হয়। নিচ্য আল্লাহ্ সংকর্মপরায়ণদের শুমফুল নষ্ট হতে দেন না। — ৯ সুরা তওবা : ১২০

আর বিশ্বাসীদের সকলের অভিযানে বের হওয়া সংগত নয়। তাদের প্রত্যেক দলের এক অংশ বাইরে যাক ; (অন্য অংশ) ধর্ম স্মৰকে জ্ঞানচার্চা করুক আর তাদের সম্প্রদায়ের যারা ফিরে আসবে তারা যাতে নিজেদের রক্ষা করতে পারে সে জন্য তাদের সতর্ক করুক।

হে বিশ্বাসিগণ ! অবিশ্বাসীদের মধ্যে যারা তোমাদের নিকটবর্তী তাদের সাথে যুদ্ধ করো। আর তারা তোমাদের মধ্যে কঠোরতা দেখুক। আর জেনে রাখো যে, আল্লাহ্ সাবধানিদের সঙ্গে আছেন। — ৯ সুরা তওবা : ১২২-১২৩

যুদ্ধ ও সক্ষি : আর যদি তারা সক্ষির দিকে ঝুঁকে পড়ে তবে তুমি ও সক্ষির দিকে ঝুঁকবে ও আল্লাহ্ ওপর নির্ভর করবে। নিচ্যই তিনি সব দেখেন, সব জানেন। আর যদি তারা তোমাকে ঠেকাতে চায়, তবে তোমার জন্য আল্লাহ্ যথেষ্ট — তিনি তোমাকে তাঁর সাহায্যে ও বিশ্বাসীদের দিয়ে শক্তিশালী করেছেন। আর তিনি তাদের পরম্পরের হাদয়ের মধ্যে সম্প্রীতির সঞ্চার করেন। পৃথিবীর যাবতীয় সম্পদ ব্যয় করলেও তুমি তাদের হাদয়ে সম্প্রীতির সঞ্চার করতে পারবে না, কিন্তু আল্লাহ্ তাদের মধ্যে প্রীতিসংশ্লাপ করেছেন। নিচ্যই তিনি শক্তিমান তত্ত্বজ্ঞানী। হে নবি ! তোমার জন্য ও তোমার অনুসারী বিশ্বাসীদের জন্য আল্লাহ্ যথেষ্ট। — ৮ সুরা আনফাল : ৬১-৬৪

সুতরাং তোমরা অলস হয়ো না এবং সক্ষির প্রস্তাব কোরো না, তোমরাই প্রবল ; আল্লাহ্ তোমাদের সঙ্গে আছেন, তিনি তোমাদের কর্মফল ক্ষণ করবেন না। — ৪৭
সুরা মুহাম্মদ : ৩৫

যুদ্ধবন্দি : দেশে সম্পূর্ণভাবে শক্র নিপাত না করা পর্যন্ত বন্দি রাখা কোনো নবির পক্ষে সমীচীন নয়। তোমরা চাও পার্থিব সম্পদ আর আল্লাহ্ চান পরলোকের কল্যাণ। আল্লাহ্ তো শক্তিমান তত্ত্বজ্ঞানী। আল্লাহ্ পূর্ববিধান না থাকলে তোমরা যা গ্রহণ করেছ তার জন্য তোমাদের ওপর মহাশাস্তি পতিত হত। — ৮ সুরা আনফাল : ৬৭-৬৮

হে নবি ! তোমাদের হাতে যুদ্ধবন্দিদেরকে বলো, ‘আল্লাহ্ যদি তোমাদের হাদয়ে তালো কিছু দেখেন, তবে তোমাদের কাছ থেকে যা নেওয়া হয়েছে তার চেয়ে ভালো কিছু তিনি তোমাদেরকে দেবেন ও তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল পরম দয়ালুঁ’

তারা যদি তোমার সাথে বিশ্বাস ভঙ্গ করতে চায়, (তুমি জান) তারা তো পূর্বেও আল্লাহ'র সাথে বিশ্বাস ভঙ্গ করেছিল, তাহলে তিনি তোমাদেরকে তাদের ওপর শক্তিশালী করবেন। আল্লাহ' সর্বজ্ঞ তত্ত্বজ্ঞানী। — ৮ সুরা আনফাল : ৭০-৭১

অতএব যখন তোমরা অবিশ্বাসীদের সাথে যুদ্ধে মোকাবিলা কর তখন তাদেরকে ঘাড়ে-গর্দানে আঘাত করো। শেষে যখন তোমরা ওদেরকে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করবে তখন ওদেরকে শক্ত করে বাঁধবে। তারপর তোমরা ইচ্ছা করলে ওদেরকে মুক্ত করে দিতে পার বা মুক্তিপণ নিয়েও ছেড়ে দিতে পার ...। — ৪৭ সুরা মুহাম্মদ : ৪

যুদ্ধলব্ধ সম্পদ : লোকে তোমাকে 'আনফাল' [যুদ্ধলব্ধ সম্পদ] সম্বন্ধে প্রশ্ন করে, বলো, 'যুদ্ধলব্ধ সম্পদ আল্লাহ' ও রসূলের। সুতরাং আল্লাহ'কে ভয় করো ও নিজেদের মধ্যে সন্তুষ্ট রক্ষা করো। যদি তোমরা বিশ্বাসী হও তবে আল্লাহ' ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করো।' — ৮ সুরা আনফাল : ১

আরও জেনে রাখো যে, তোমাদের 'গানিমান' [যুদ্ধে যা লাভ করা হয় তার এক-পক্ষমাংশ] আল্লাহ'র, রসূলের, রসূলের স্বজন, পিতৃহীন দরিদ্র ও পথচারীদের জন্য, যদি তোমরা আল্লাহ'র বিশ্বাস কর ও তার ওপর যা ফুরকানের দিন (বদরের যুদ্ধের দিন) আমি আমার দাসের ওপর অবতীর্ণ করেছিলাম, যখন দুই দল পরম্পরের মোকাবিলা করছিল। আর আল্লাহ' তো সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। — ৮ সুরা আনফাল : ৪১

যুদ্ধে তোমরা যা লাভ করেছ তা বৈধ ও উত্তম ভেবে উপভোগ করো। আর ভয় কর আল্লাহ'কে। আল্লাহ' তো ক্ষমাশীল পরম দয়ালু। — ৮ সুরা আনফাল : ৬৯

আল্লাহ' তাদের (নির্বাসিত ইহুদিদের) কাছ থেকে তাঁর রসূলকে যা দিয়েছেন তার জন্য তোমরা যোড়ায় বা উটে চড়ে যুদ্ধ কর নি। আল্লাহ' তো যার ওপর ইচ্ছা তাঁর রসূলদের কর্তৃত দেন। আল্লাহ' সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

আল্লাহ' এ-জনপদবাসীদের কাছ থেকে তাঁর রসূলকে যা-কিছু দিয়েছেন তা আল্লাহ'র, রসূলের, রসূলের স্বজনের, এতিমদের, অভাবগুণ্ঠ ও মুসাফিরদের, যাতে তোমাদের মধ্যে যারা বিস্তবান কেবল তাদের মধ্যেই ধন সম্পদ যেন আবর্তন না করে। রসূল যার অনুমতি দেয় তা তোমরা গ্রহণ করো ও যা নিষেধ করে তা থেকে বিরত থেকো। আর তোমরা আল্লাহ'কে ভয় করো। আল্লাহ' কঠোর শাস্তিদাতা।

এ-সম্পদ অভাবগুণ্ঠ মুহাজিরদের জন্য যারা আল্লাহ'র অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় আল্লাহ' ও তাঁর রসূলের সাহায্যে এগিয়ে এসে নিজেদের ঘরবাড়ি ও সম্পত্তি থেকে উৎখাত হয়েছে। ওরাই তো সত্যশারী। — ৫৯ সুরা হাশর : ৬-৮

তোমরা যখন যুদ্ধলব্ধ ধনসম্পদ সংগ্রহের জন্য যাবে তখন যারা ঘরে থেকো গিয়েছিল তারা বলবে, 'আমাদেরকেও তোমাদের সঙ্গে যেতে দাও।'

ওরা আল্লাহ'র প্রতিশৃঙ্খলি পরিবর্তন করতে চায়। বলো, 'তোমরা কিছুতেই আমাদের সাথে আসতে পারবে না। আল্লাহ' পূর্বেই এমন বলেছেন।' ওরা বলবে, 'তোমরা তো আমাদের হিংসা করছ।' তারা যে কত কর বোঝে। — ৪৮ সুরা ফাতাহ : ১৫

আল্লাহ তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তোমরা যুদ্ধে লভ্য বিপুল সম্পদের অধিকারী হবে। তিনি তোমাদের জন্য এ হৃষি করবেন। তিনি তোমাদেরকে শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করেছেন যেন এ বিশ্বাসীদের জন্য এ হয় এক নির্দর্শন আর যেন আল্লাহ তোমাদেরকে এ দিয়ে সরল পথে পরিচালিত করেন।

আর আল্লাহ তোমাদের জন্য আরও (বহু ধনসম্পদ) নির্ধারিত করে রেখেছেন যা এখনও তোমাদের অধিকারে আসে নি, যা আল্লাহর কাছে রাখা আছে। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। — ৪৮ সুরা ফতাহ : ২০-২১

রজঃপণ : নরহত্যা দ্র।

রজঃস্মাব : লোকে তোমাকে রজঃস্মাব সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে। তুমি বলো, ‘তা অশুচি।’ তাই রজঃস্মাবকালে স্ত্রীসঙ্গ বর্জন করবে; আর যত দিন না তারা পবিত্র হয় তাদের কাছে (সহবাসের জন্য) যেয়ো না। তারপর যখন তারা পরিশুদ্ধ হবে তখন তাদের কাছে ঠিক সেইভাবে যাবে যেভাবে আল্লাহ তোমাদেরকে আদেশ দিয়েছেন। যারা তওবা করে ও যারা পবিত্র থাকে তাদেরকে আল্লাহ ভালোবাসেন। — ২ সুরা বাকারা : ২২২

তালাকপ্রাণী নারীগণ তিনি রজঃস্মাবকাল প্রতীক্ষায় থাকবে। — ২ সুরা বাকারা : ২২৪

রমজান মাস : রোজা দ্র।

রববানি : কোনো মানুষের পক্ষে এ হতে পারে না যে, আল্লাহ তাকে কিতাব, ইকমত ও নবুত দান করেন, তারপর সে লোকদের বলবে, ‘তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে আমার দাস হয়ে যাও।’ না সে বলবে, ‘তোমরা রববানি [এক উপাস্যের সাধক] হয়ে যাও, যেহেতু তোমরা কিতাব শিক্ষা দাও ও যেহেতু তোমরা লেখাপড়া করেছ।’ আর সে তোমাদেরকে ফেরেশ্তা বা নবিদেরকে প্রতিপালকরূপে গৃহণ করতে নির্দেশ দেবে না। তোমাদের মুসলমান হওয়ার পর সে কি তোমাদেরকে কাফের হতে বলবে? — ৩ সুরা আল-ই-ইমরান : ৭৯-৮০

নিশ্চয় আমি তওরাত অবতীর্ণ করেছিলাম, ওতে ছিল পথনির্দেশ ও আলো। নবিরা যারা আল্লাহর অনুগত ছিল তারা ইহুদিদেরকে সেই অনুসূরে বিধান দিত, রববানি ও পণ্ডিতরাও বিধান দিত, কারণ, তাদেরকে আল্লাহর কিতাবের রক্ষক করা হয়েছিল ও তারা ছিল ওর সাক্ষী। সুতরাং মানুষকে ভয় কোরো না, আমাকেই ভয় করো আর আমার আয়ত নগণ্য মূল্যে বিক্রি কোরো না। আর আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন সেই অনুসূরে যারা বিধান দেয় না, তারাই অবিশ্বাসী। — ৫ সুরা মায়দা : ৪৪

রববানি ও পণ্ডিতরা কেন তাদেরকে পাপ কথা বলতে ও অবৈধ ভক্ষণে নিষেধ করে না? ওরা যা করে তাও তো খারাপ! — ৫ সুরা মায়দা : ৬৩

রসবাসী : ওদের পূর্বেও অবিশ্বাস করেছিল নুহের সম্প্রদায়, রসবাসী ও সামুদ সম্প্রদায় ...। — ৫০ সুরা কাফ : ১২

আমি আ'দ, সামুদ, রসবাসী ও ওদের মধ্যবর্তীকালের বহু সম্প্রদায়কেও ধ্বংস করেছি। — ২৫ সুরা ফ্রকান : ৩৮

রসূল ও নবি : ওদের পূর্বেও মিথ্যা বলেছিল নুহের সম্প্রদায়, রসবাসী ও সামুদ সম্প্রদায়, আ'দ, ফেরাউন ও লুত-সম্প্রদায় এবং আইকাবাসীরা [শোয়াইব-সম্প্রদায়] ও

তুবা-সম্প্রদায়। ওরা সকলেই রসূলদেরকে মিথ্যাবাদি বলেছিল। তাই ওদের ব্যাপারে আমার ভীতি-প্রদর্শন সত্য হয়েছিল। — ৫০ সুরা কাফঃ ১২-১৪

ওদের পূর্বেও রসূলদেরকে মিথ্যাবাদি বলেছিল নুহ, আগ্দ ও বহু শিবিরের অধিপতি ফেরাউন সম্প্রদায়, সামুদ, নুত ও শোয়াইব-সম্প্রদায়। তারা ছিল এক-একটি সম্মিলিত বাহিনী। তাদের প্রত্যেকেই রসূলদেরকে মিথ্যাবাদি বলেছিল। তাই তাদের ক্ষেত্রে আমার শাস্তি সত্য হয়েছিল। — ৩৮ সুরা সাদঃ ১২-১৪

তারপর যাদের কাছে (রসূল) পাঠানো হয়েছিল তাদেরকে আমি অবশ্যই জিজ্ঞাসা করব ও রসূলদেরকেও জিজ্ঞাসা করব। তারপর জানামতে আমি (তাদের কার্যাবলী) তাদের কাছে বিবৃত করবই। আর আমি তো অনুপস্থিত ছিলাম না। — ৭ সুরা আরাফঃ ৬-৭

হে আদমসন্তান ! যদি তোমাদের মধ্য থেকে কোনো রসূল তোমাদের কাছে এসে আমার নির্দর্শনগুলো বয়ান করে, তখন যারা সাবধান হবে ও নিজেদের সংশোধন করবে তাদের কোনো ভয় থাকবে না এবং তারা দৃঢ়খণ্ডও হবে না। — ৭ সুরা আরাফঃ ৩৫

আমি কোনো জনপদে নবি পাঠালে তার অধিবাসীদেরকে দুঃখ ও কষ্ট দিই, যাতে তারা নতি স্থীকার করে। তারপর আমি অকল্যাণকে কল্যাণে পরিবর্তিত করি, অবশেষে তারা প্রাচুর্যের অধিকারী হয় ও বলে, ‘আমাদের পূর্বপুরুষরাও তো আনন্দ-বেদনা ভোগ করেছে।’ তাই আমি তাদেরকে এমনভাবে হঠাতে আক্রমণ করি যে তারা টের পর্যন্ত পায় না।

আর যদি জনপদবাসীরা বিশ্বাস করত ও সাবধান হত তবে তাদের জন্য আকাশ ও পৃথিবীর সৌভাগ্য উন্মুক্ত করে দিতাম ; কিন্তু তারা তো অবিশ্বাস করেছিল ; তাই তাদের কাজের জন্য তাদের শাস্তি দিয়েছি। তবে কি জনপদবাসীরা ভয় করে না যে, আমার শাস্তি তাদের ওপর এসে পড়বে রাতের বেলায় যখন তারা ঘুমিয়ে থাকবে, কিংবা জনপদবাসীরা কি ভয় করে না যে আমার শাস্তি তাদের ওপর এসে পড়বে দিনের বেলায় যখন তারা খেলায় মেতে থাকবে ? তারা কি আল্লাহর পরিকল্পনাকে ভয় করে না ? আর ক্ষতিগ্রস্ত সম্প্রদায় ছাড়া কেউ আল্লাহর পরিকল্পনা থেকে নিঃশক্ত বোধ করে না। — ৭ সুরা আরাফঃ ৯৪-৯৯

এই জনপদের কিছু ব্যাপ্তি আমি তোমার কাছে বয়ান করছি। তাদের রসূলরা তো তাদের কাছে স্পষ্ট প্রাণ নিয়ে এসেছিল, কিন্তু তারা তা পূর্বেই প্রত্যাখ্যান করেছিল বলে তারা আর বিশ্বাস করতে পারল না। এভাবে আল্লাহ অবিশ্বাসীদের হৃদয় মোহর করে দেন। — ৭ সুরা আরাফঃ ১০১

তিনি অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা ; আর তাঁর অদৃশ্যের জ্ঞান কারও কাছে তিনি প্রকাশ করেন না, তাঁর মনোনীত রসূল ছাড়া। আর তখন রসূলের সামনে ও পেছনে প্রহরী রাখেন যাতে তিনি জানতে পারেন রসূলগণ তাদের প্রতিপালকের বাণী পৌছে দিয়েছে কি না। তাদের সবকিছুকে তিনি ধিরে রাখেন এবং প্রত্যেক জিনিসের তিনি হিসাব রাখেন। — ৭২ সুরা জিনঃ ২৬-২৮

ওদের কাছে এক জনপদের অধিবাসীদের দষ্টান্ত উপস্থিত করো যাদের কাছে রসূল এসেছিল। আমি ওদের কাছে দুজন রসূল পাঠিয়েছিলাম, কিন্তু তারা তাদের মিথ্যাবাদি বলল।

তখন আমি তাদের তৃতীয়কে একজন দিয়ে শক্তিশালী করেছিলাম। আর তারা বলেছিল, ‘আমরা তো তোমাদের কাছে প্রেরিত হয়েছি।’ ওরা বলল, ‘তোমরা তো আমাদেরই মতো মানুষ। করণাময় আল্লাহ্ কিছুই অবশ্যই করেন নি। তোমরা কেবল মিথ্যাই বলছ।’

তারা বলল, ‘আমাদের প্রতিপালকের শপথ, আমরা অবশ্যই তোমাদের কাছে প্রেরিত হয়েছি, স্পষ্টভাবে প্রচার করাই আমাদের দায়িত্ব।’

ওরা বলল, ‘আমরা তোমাদেরকে অমঙ্গলের কারণ মনে করি। যদি তোমরা বিরত ন হও তোমাদের অবশ্যই আমরা পাথর মেরে হত্যা করব ও নিদর্শণ শাস্তি দেব।’

তারা বলল, ‘এ কি এজন্য যে, আমরা তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছি? তোমাদের অমঙ্গল তোমাদেরই, আসলে তোমরা এক সীমালঞ্চনকারী সম্প্রদায়।’

শহরের একপ্রান্ত থেকে একজন ছুটে এসে বলল, ‘হে আমার সম্প্রদায়! রসূলের অনুসরণ করো, অনুসরণ করো তাদের যারা তোমাদের কাছে কোনো প্রতিদান চায় না আর যারা সংপথ পেয়েছে। যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন ও যাঁর কাছে তোমরা ফিরে যাবে আমি তাঁর উপাসনা করব না কেন? আমি কি তাঁর পরিবর্তে অন্য উপাস্য গৃহণ করব? করণাময় আল্লাহ্ আমাকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে চাইলে ওদের সুপারিশ আমার কোনো কাজে আসবে না, আর ওরা আমাকে উদ্ধৃত করতেও পারবে না। এমন করলে আমি অবশ্যই স্পষ্ট বিভাস্তিতে পড়ব। আমি তোমাদের প্রতিপালকের ওপর বিশ্঵াস রাখি, তাই আমার কথা শোনো।’

(শহীদ হওয়ার পরে) তাকে বলা হয়, ‘জানাতে প্রবেশ করো।’ সে বলে উঠল, ‘হায়, আমার সম্প্রদায় যদি জানতে পারত কি কারণে আমার প্রতিপালক আমাকে ক্ষমা করেছেন ও আমাকে সম্মানিত করেছেন।’

আমি তার (মতুর) পর তার সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আকাশ থেকে কোনো বাহিনী প্রেরণ করি নি, আর তার প্রয়োজনও ছিল না। কেবল এক মহাগর্জন হল। ফলে ওরা নিষ্কাশন, নিষ্কর্ষ হয়ে গেল।

আমার দাসদের জন্য দুঃখ হয়, ওদের কাছে যখন কোনো রসূল এসেছে তখন ওরা তাকে ঠাট্টাবিদ্রূপ করেছে। ওরা কি লক্ষ করে না, ওদের পূর্বে কত মানবগোষ্ঠীকে আমি ধ্বনিস করেছি যারা ওদের মধ্যে ফিরে আসবে না। আর ওদের সকলকে তো আমার কাছে একত্র করা হবে। — ৩৬ সুরা ইয়াসিন ১৩-৩২

ওরা বলে, ‘এ কেমন রসূল যে বাবার খায় ও হাটে-বাজারে চলাফেরা করে। তাঁর কাছে কেন ফেরেশ্তা পাঠানো হয় না যে তার সঙ্গে খাকরে ও ভয় দেখাবে, বা তাকে ধনভাণ্ডার দেওয়া হয় না কেন, বা তার একটা বাগানও নেই কেন যেখান থেকে সে তার খাবার যোগাড় করতে পারবে?’ সীমালঞ্চনকারীরা আরো বলে, ‘তোমরা তো এক জাদুগ্রস্ত লোকের অনুসরণ করছ! দেখো, কী রকম যুক্তি ওরা তোমার সামনে পেশ করছে। ওরা পথভঙ্গ হয়েছে এবং ওরা কোনো পথ পাবে না।’ — ২৫ সুরা ফুরকান ৭-৯

তোমার পূর্বে আমি যেসব রসূল পাঠিয়েছি তারা সকলেই তো খাওয়াদাওয়া করত ও হাটে-বাজারে চলাফেরা করত। — ২৫ সুরা ফুরকান ২০

(আল্লাহু বললেন), এভাবেই আমি দুর্ভিকারীদেরকে প্রত্যেক নবির শত্রু করেছিলাম। তোমার জন্য পথপ্রদর্শক ও সাহায্যকারী হিসাবে তোমার প্রতিপালকই তোমার জন্য যথেষ্ট। — ২৫ সুরা ফুরুকান ৪-৩১

আর নুহের সম্প্রদায় যখন রসূলদের ওপর মিথ্যা আরোপ করল তখন আমি ওদেরকে ড্রুবিয়ে দিলাম ও ওদেরকে মানবজাতির জন্য নির্দশন করে রাখলাম। সীমালঙ্ঘনকারীদের জন্য আমি নির্দারণ শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি। — ২৫ সুরা ফুরুকান ৪-৩৭

আমি ইচ্ছা করলে প্রতিটি জনপদে একজন সতর্ককারী পাঠাতে পারতাম। — ২৫ সুরা ফুরুকান ৪-১

তুমি তো একজন সতর্ককারী মাত্র। আমি তোমাকে সত্যসহ সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরপে পাঠিয়েছি। এমন কোনো সম্প্রদায় নেই যার কাছে আমি সতর্ককারী পাঠাই নি। এরা যদি তোমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করে তবে এদের পূর্বে যে—সব রসূল স্পষ্ট নির্দশন জৰুর [অবর্তীর্ণ কিতাব] ও দীপ্তিময় কিতাব নিয়ে এসেছিল তাদের প্রতিও তো তারা মিথ্যা আরোপ করেছিল। — ৩৫ সুরা ফাতির ৪-২৩-২৫

তারপর সে (মরিয়ম) তার (স্নিসার) দিকে ইদ্বিত করল। ওরা বলল, ‘যে কোলের শিশু তার সঙ্গে আমরা কেমন করে কথা বলব?’ সে বলল, ‘আমি তো আল্লাহর দাস। তিনি আমাকে কিতাব দিয়েছেন, আমাকে নবি করেছেন ...’ — ১৯ সুরা মরিয়ম ৪-২৯-৩০

বর্ণনা কর এ-কিতাবে উল্লিখিত ইব্রাহিমের কথা; সে ছিল সত্যবাদি ও নবি। — ১৯ সুরা মরিয়ম ৪-১

এই কিতাবে উল্লিখিত মুসার কথা বর্ণনা করো। সে ছিল শুন্দিনি, আর সে ছিল রসূলনবি। আমি তাকে তুর পাহাড়ের ডান দিক থেকে ডেকেছিলাম আর গৃহতত্ত্ব জানাবার জন্য তাকে আমি কাছে এনেছিলাম। আমি নিজ অনুগ্রহে তাকে তার ভাই হারুনকে দিলাম, নবিরপে। এই কিতাবে উল্লিখিত ইসমাইলের কথা বর্ণনা করো, সে প্রতিশৃঙ্খল পালন করত আর সে ছিল রসূলনবি। সে তার পরিজনবর্গকে নামাজ ও জাকাত আদায়ের নির্দেশ দিত আর সে ছিল তার প্রতিপালকের প্রিয়পাত্র।

এই কিতাবে উল্লিখিত ইদ্রিসের কথা বর্ণনা কর, সে ছিল সত্যবাদী, নবি; আর আমি তাকে উচ্চ মর্যাদা দান করেছিলাম। নবিদের মধ্যে যাদের আল্লাহ পুরন্মৃত করেছেন এরাই তারা ৪ আদমের বংশধর ও যাদের আমি নুহের সাথে নৌকায় চড়িয়েছিলাম তাদের বংশধর, ইব্রাহিম ও ইসরাইলের বংশধর যাদের আমি পথের হদিস দিয়েছিলাম ও মনোনীত করেছিলাম। তাদের কাছে করণাময়ের আয়াত আবস্তি করা হলে তারা সিজদায় লুটিয়ে পড়ত ও অশুরবিসর্জন করত।

তারপর তাদের পরে যারা এল তারা অপদার্থ। তারা নামাজ নষ্ট করল ও কুপ্রবন্তির অনুসৰী হল। সুতরাং তারা অটোরেই পথপ্রট্টাতার (শাস্তি) প্রত্যক্ষ করবে, — কিন্তু তারা ছাড়া যারা তওবা করেছে, বিশ্বাস করেছে ও সৎকর্ম করেছে তারা জাগ্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের ওপর কোনো জুলুম করা হবে না। — ১৯ সুরা মরিয়ম ৪-৫১-৬০

ওরা বলে, ‘সে তার প্রতিপালকের কাছ থেকে আমাদের কাছে কোনো নির্দশন আনে না কেন?’ আগের কিতাবগুলোতে কি ওদের জন্য সুস্পষ্ট প্রমাণ দেওয়া হয় নি? যদি তার

(আসার) আগে তাদেরকে শাস্তি দিয়ে আমি ধ্বংস করতাম তবে তারা বলত, ‘হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদের কাছে একজন রসূল পাঠালে না কেন। পাঠালে, আমরা লাঞ্ছিত ও অপমানিত হওয়ার পূর্বে তোমার নির্দর্শন মেনে চলতাম!’ — ২০ সুরা তাহা ১৩৩-১৩৪

লুতের সম্প্রদায় রসূলদের ওপর মিথ্যা আরোপ করেছিল। যখন ওদের ভাই লুত ওদেরকে বলল, ‘তোমরা কি সাবধান হবে না? আমি তো তোমাদের জন্য এক বিশৃঙ্খল রসূল। সুতৰাঙ তোমরা আঞ্চাহকে ভয় করো ও আমার আনুগত্য করো ...’ — ২৬ সুরা শোআরা ১৬০-১৬৩

তোমার প্রতিপালক কোনো জনপদ ধ্বংস করেন না, তার কেন্দ্রস্থলে তাঁর আয়ত আবস্তি করার জন্য রসূল প্রেরণ না করে। আর, আমি কোনো জনপদকে ক্ষণণ্ড ধ্বংস করি না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তার অধিবাসীরা সীমালঙ্ঘন করে। — ২৮ সুরা কাসাস ৫৯

... আমি রসূল না পাঠানো পর্যন্ত কাউকে শাস্তি দিই না। — ১৭ সুরা বনি-ইসরাইল ১৫

... আমি তো নবিদের কাউকে-কাউকে কারও ওপর মর্যাদা দিয়েছি, দাউদকে আমি জবুর দিয়েছি। — ১৭ সুরা বনি-ইসরাইল ৫৫

‘আঞ্চাহ কি মানুষকে রসূল করে পাঠিয়েছেন?’ ওদের এই কথাই লোকদেরকে বিশ্বাস করতে বাধা দেয় যখন ওদের কাছে আসে পথের নির্দেশ। বলো, ‘ফেরেশ্তারা যদি নিশ্চিন্ত হয়ে পৃথিবীতে ঘোরাফেরা করতে পারত তবে আমি আকাশ থেকে ফেরেশ্তাকেই ওদের কাছে রসূল করে পাঠাতাম।’ — ১৭ সুরা বনি-ইসরাইল ১৯৪-১৯৫

প্রত্যেক জাতির জন্য আছে একজন রসূল, আর যখন ওদের রসূল এসেছে তখন ন্যায়বিচারের সাথে ওদের মীমাংসা হয়েছে, আর ওদের ওপর জুনুম করা হয় নি। — ১০ সুরা ইউনুস ৪৭

আমি তোমার কাছে রসূলদের সকল কাহিনী বর্ণনা করেছি; এ দিয়ে আমি তোমার হাদয় মুক্তুত করেছি। এ থেকে তোমার কাছে এসেছে সত্য, আর বিশ্বাসীদের জন্য এসেছে উপদেশ ও সাবধানবাণী। — ১১ সুরা হুদ ১২০

তোমার পূর্বে আমি পূর্বের বহু সম্প্রদায়ের কাছে রসূল পাঠিয়েছিলাম। তাদের কাছে এমন কোনো রসূল আসে নি যাকে ওরা ঠাট্টাবিদ্রূপ না করত। এভাবে আমি অপরাধীদের অস্তরে (বিজ্ঞপ্তিবন্তা) সংঘার করি। — ১৫ সুরা হিজর ১০-১২

তোমাদের পূর্বেও অনেক রসূলকে ঠাট্টাবিদ্রূপ করা হয়েছে। অবশ্যে তারা যা নিয়ে ঠাট্টাবিদ্রূপ করেছিল তা-ই ঘিরে ফেলেছিল তাদেরকে যারা বিদ্রূপ করেছিল। — ৬ সুরা আনআম ১০

তোমার পূর্বেও অনেক রসূলকে মিথ্যাবাদি বলা হয়েছিল, কিন্তু তাদেরকে মিথ্যাবাদি বলা ও কষ্ট দেওয়া সঙ্গেও যে-পর্যন্ত না আমার সাহায্য তাদের কাছে পৌছেছি তারা ধৈর্য ধরেছিল। আর আঞ্চাহর বাণী কেউ পরিবর্তন করতে পারে না! রসূলদের কিছু খবর তো তোমার কাছে এসেছে। — ৬ সুরা আনআম ৩৮

আর তোমার পূর্বেও বহুজাতির কাছে রসূল প্রেরণ করেছি, তারপর তাদের অর্থসংকট ও দুর্ঘটনায় দিয়ে পীড়িত করেছি, যাতে তারা বিনোদ হয়। — ৬ সুরা আনআম ৪২

আমি তো রসূলদেরকে তো সুস্থিতিবাহী ও সতর্ককারী হিসাবেই পাঠাই। কেউ বিশ্বাস করলে ও নিজেকে সংশোধন করলে তার কোনো ভয় নেই আর সে দুঃখিতও হবে না। — ৬ সুরা আনআম ৪৮

আর আমি আমার এই যুক্তি ইব্রাহিমকে দিয়েছিলাম তার সম্প্রদায়ের সাথে মোকাবিলা করতে। আমি যাকে ইচ্ছা মর্যাদায় উন্নীত করি। তোমার প্রতিপালক প্রজ্ঞাময় তত্ত্বজ্ঞানী। আর আমি তাকে দান করেছিলাম ইসহাক ও ইয়াকুব, আর তাদের প্রত্যেককে সংপথে পরিচালিত করেছিলাম। পূর্বে আমি নুহকেও সংপথে পরিচালিত করেছিলাম ও তার বংশধর দাউদ, সুলায়মান, আইউব, ইউসুফ, মুসা ও হারুনকেও, আর এভাবেই সৎকর্মপরায়ণদেরকে আমি পূর্বস্মৃত করি। আর আমি জাকারিয়া, ইয়াহুয়া, ইসা ও ইলিয়াসকেও সংপথে পরিচালিত করেছিলাম। এরা সকলে সজ্জনদের অন্তর্ভুক্ত। আরও সংপথে পরিচালিত করেছিলাম ইসমাইল, আল-ইয়াসামা, ইউনুস ও লুতকে আর তাদের প্রত্যেককে বিশুজ্জগতের (সবকিছুর) ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছিলাম, আর তাদের পিতৃপুরুষ, বংশধর ও ভাতৃবৃন্দের কতককে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেছিলাম, তাদেরকে মনেন্নীত করেছিলাম ও সরল পথে পরিচালিত করেছিলাম।

এ আল্লাহর পথ। নিজের দাসদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তিনি এ-পথে পরিচালিত করেন। তারা যদি শরিক করত, তবে তাদের কৃতকর্ম নিষ্কল হত।

এদেরকেই কিতাব, কর্তৃত্ব ও নবুয়ত প্রদান করেছি, তারপর যদি এরা এগুলো প্রত্যাখ্যানও করে তবে আমি তো এমন এক সম্প্রদায়ের ওপর এগুলোর ভার দেব যারা এগুলো প্রত্যাখ্যান করবে না। এদেরকেই আল্লাহ সংপথে পরিচালিত করেছেন, সুতরাং তুমি তাদের পথ অনুসরণ করো। বলো, ‘‘এর জন্য আমি তোমাদের কাছে পারিশুমির চাই না, এ তো শুধু বিশুজ্জগতের জন্য উপদেশ’’ — ৬ সুরা আনআম ৩ ৮৩-৯০

আর এভাবে আমি মানুষ ও জিনের মধ্যে শয়তানকে প্রত্যেক নবির শক্তি করেছি, ধোকা দেওয়ার জন্য তারা একে অন্যকে চমকপ্রদ কথা দিয়ে উসকানি দেয়। — ৬ ৩ ১১২

(আমি বলব) ‘‘হে জিন ও মানব-সম্প্রদায় ! তোমাদের মধ্য থেকে কি রসূলুরা তোমাদের কাছে আসে নি যারা আমার নির্দশন তোমাদের কাছে বয়ান করত ও তোমাদেরকে এদিনের মোকাবিলার ব্যাপারে সতর্ক করত?’’ ওরা বলবে, ‘‘আমরা আমাদের অপরাধ স্বীকার করলাম।’’ — ৬ সুরা আনআম ৩ ১৩০

ওদের কাছে ‘‘আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই’’ বলা হলে ওরা অহংকারে তা অগ্রহ্য করত। আর বলত, ‘‘আমরা কি এক পাগল কবির কথায় আমাদের উপাস্যদেরকে বাদ দেব?’’

না, সে (মুহাম্মদ) তো সত্য নিয়ে এসেছিল আর সব রসূলকে সত্য বলে স্বীকার করেছিল। — ৩৭ সুরা সাফ্ফাত ৩ ৩৫-৩৭

লুতও ছিল রসূলদের একজন। — ৩৭ সুরা সাফ্ফাত ৩ ১৩৩

শাস্তি বর্ষিত হোক রসূলদের ওপর ! আর প্রশংসা বিশুজ্জগতের প্রতিপালক আল্লাহর প্রাপ্য। — ৩৭ সুরা সাফ্ফাত ৩ ১৮১-১৮২

যখনই ଆମି କୋଣେ ଜନପଦେ ସତର୍କକାରୀ ପ୍ରେରଣ କରେଛି ମେଥାନକାର ବିଶ୍ୱାସୀ ଅଧିବାସୀରା ବଲେଛେ, ‘ତୁମି ଯା ନିୟେ ପ୍ରେରିତ ହୁଯେଛ ଆମରା ତା ଅବିଶ୍ୱାସ କରି’ ଆର ଓରା ଆରଓ ବଲତ, ‘ଆମଦେର ଧନସଂପଦ ଓ ସନ୍ତାନସଂତତି ବେଶ, ସୁତରାଂ ଆମଦେରକେ ଶାନ୍ତି ଦେଓଯା ହବେ ନା’ — ୩୪ ସୁରା ସାବା ୫ ୩୪-୩୫

ଅବିଶ୍ୱାସୀଦେରକେ ଜାହାନାମେର ଦିକେ ଦଲେ ଦଲେ ତାଡ଼ିଯେ ନିୟେ ଯାଓଯା ହବେ । ଯଥନ ଓରା ଜାହାନାମେର କାହେ ଉପର୍ଚିତ ହବେ ତଥନ ତାର ଫଟକ ଖୁଲେ ଦେଓଯା ହବେ ଆର ଜାହାନାମେର ରଙ୍ଗିରା ଓଦେରକେ ବଲବେ, ‘ତୋମାଦେର କାହେ କି ତୋମାଦେର ମଧ୍ୟ ଥେକେ ରସୁଲ ଆସେ ନି ଯାରା ତୋମାଦେର କାହେ ପ୍ରତିପାଳକେର ଆୟାତ ଆବୃତ୍ତି କରତ ଓ ଏ-ଦିନଟିର ସାକ୍ଷାତ ସମ୍ବନ୍ଧେ ତୋମାଦେର ସତର୍କ କରତ ?’

ଓରା ବଲବେ, ‘ଅବଶ୍ୟଇ ଏସେଛିଲ !’ କିନ୍ତୁ ଅବିଶ୍ୱାସୀଦେର ବ୍ୟାପାରେ ଶାନ୍ତିର ଆଦେଶଟି ବାସ୍ତବାୟିତ ହବେ । — ୩୯ ସୁରା ଜ୍ଞମାର ୫ ୭୧

... ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ତଦ୍ୟ ନିଜ ନିଜ ରସୁଲକେ ନିରସ୍ତ କରାର ଅଭିସନ୍ଧି କରେଛିଲ ଆର ଓରା ସତ୍ୟକେ ବ୍ୟର୍ତ୍ତ କରେ ଦେଓଯାର ଜନ୍ୟ ଅସାର ଯୁକ୍ତିତର୍କେ ମତ ଛିଲ । ତାଇ ଆମି ଓଦେର ଓପର ଶାନ୍ତିର ଆୟାତ ହାନିଲାମ । ଆର କତ କଠୋର ଛିଲ ଆମାର ଶାନ୍ତି ! — ୪୦ ସୁରା ମୁମିନ ୫ ୫

ତାରା ବଲବେ, ‘ତୋମାଦେର କାହେ କି ସ୍ପଷ୍ଟ ନିର୍ଦର୍ଶନ ନିୟେ ରସୁଲରା ଆସେ ନି ?’

ଯାରା ଜାହାନାମେ ଥାକବେ ତାରା ବଲବେ, ‘ଏସେଛିଲ ତୋ !’ ପ୍ରହରୀରା ବଲବେ, ‘ତବେ ତୋମରା ତାଦେରକେ ଡାକୋ । ଅବିଶ୍ୱାସୀଦେର ଡାକ ଅବଶ୍ୟ ବ୍ୟର୍ତ୍ତ ହୁଯା !’ ନିଶ୍ୟ ଆମି ରସୁଲଦେରକେ ଓ ବିଶ୍ୱାସୀଦେରକେ ପାର୍ଥିବ ଜୀବନେ ଓ କିଯାଇତର ଦିନେ ସାହାଯ୍ୟ କରବ । — ୪୦ ସୁରା ମୁମିନ ୫ ୫୦-୫୧

ଆମି ତୋ ତୋମାର ପୂର୍ବେ ଅନେକ ରସୁଲ ପାଠିଯେଛିଲାମ, ତାଦେର କାରାଓ କାରାଓ କଥା ତୋମାର କାହେ ବୟାନ କରେଛି, ଆବାର କାରାଓ କାରାଓ କଥା ତୋମାର କାହେ ବୟାନ କରି ନି । ଆଜ୍ଞାହର ଅନୁମତି ଛାଡ଼ା କୋଣେ ନିର୍ଦର୍ଶନ ନିୟେ ଆସା କୋଣେ ରସୁଲେର କାଜ ନଥ । ଆଜ୍ଞାହର ଆଦେଶ ଏଲେ ନ୍ୟାୟସଂଗତଭାବେ ଫୟସାଲା ହୁୟେ ଯାବେ, ତଥନ ମିଥ୍ୟାଶ୍ୱୟାରା କ୍ଷତିଗ୍ରହଣ ହବେ । — ୪୦ ସୁରା ମୁମିନ ୫ ୭୮

ତାଦେର କାହେ ଯଥନ ସ୍ପଷ୍ଟ ନିର୍ଦର୍ଶନ ନିୟେ ତାଦେର ରସୁଲରା ଏସେଛିଲ ତଥନ ତାରା ନିଜେଦେର ଜ୍ଞାନେର ଦେମାକ ଦେଖିଯେଛିଲ । ତାରା ଯା ନିୟେ ଠାଟ୍ଟାବିଜ୍ଞାପ କରେଛିଲ ତା-ଇ ତାଦେରକେ ଘିରେ ଫେଲିଲ । ତାରପର ତାରା ଯଥନ ଆମରା ଶାନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରଲ ତଥନ ବଲଲ, ‘ଆମରା ଏକ ଆଜ୍ଞାହତେଇ ବିଶ୍ୱାସ କରିଲାମ, ଆର ଆମରା ତାର ସଙ୍ଗେ ଯାଦେରକେ ଶରିକ କରତାମ ତାଦେର ପ୍ରତ୍ୟଖ୍ୟାନ କରିଲାମ !’

ତାରା ଯଥନ ଆମରା ଶାନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରଲ ତଥନ ଆର ବିଶ୍ୱାସ ତାଦେର କୋଣେ ଉପକାରେ ଏଲ ନା । ଆଜ୍ଞାହରେ ଏ-ବିଧାନଇ ତାର ଦାସଦେର ମଧ୍ୟେ ଅନୁସ୍ତ ହୁୟେ ଆସଛେ, ଆର ଏମନାବିଶ୍ୱାସ ଅବିଶ୍ୱାସୀରା କ୍ଷତିଗ୍ରହଣ ହିଁ । — ୪୦ ସୁରା ମୁମିନ ୫ ୮୩-୮୫

ପୂର୍ବବତୀଦେର କାହେ ଆମି ବହୁ ନବି ପାଠିଯେଛିଲାମ । ଆର ଯଥନଇ ଓଦେର କାହେ କୋଣେ ନବି ଏସେଛେ ଓରା ତାକେ ଠାଟ୍ଟାବିଜ୍ଞାପ କରେଛେ । ଓଦେର ମଧ୍ୟେ ଯାରା ଏଦେର ଚେଷ୍ଟେ ଶକ୍ତିତେ ପ୍ରବଳ ଛିଲ ତାଦେରକେ ଆମି ଧରିବ କରେଛି ; ଏ ରକମ ଘଟନା ପୂର୍ବବତୀଦେର କ୍ଷେତ୍ରେ ଘଟେଛେ । — ୪୩ ସୁରା ଜୁଖରକୁଫ ୫ ୬-୮

আসলে আমি তো ওদেরকে ও ওদের পূর্বপুরুষদেরকে ভোগের সুযোগ দিয়েছিলাম, যতক্ষণ না ওদের কাছে সত্য ও স্পষ্ট প্রচারের জন্য রসূল আসে। — ৪৩ সুরা জুখরুফ : ২৯

তোমার পূর্বে আমি যে-সব রসূল পাঠিয়েছিলাম তাদেরকে জিজ্ঞাসা করো, করুণাময় (আল্লাহ) ছাড়া অন্য কোনো উপাস্য কি আমি ওদের উপাসনার জন্য ঠিক করেছিলাম? — ৪৩ সুরা জুখরুফ : ৪৫

আদেশ তো আমারই। আমিই রসূল পাঠিয়ে থাকি, এ তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ। তিনি তো সব শোনেন, সব জানেন। — ৪৪ সুরা দুখান : ৫-৬

আমি তো বনি-ইসরাইলকে কিতাব, কর্তৃত ও নবৃত্ত দান করেছিলাম আর ওদেরকে দিয়েছিলাম উত্তম জীবনোপকরণ ও বিশুজ্জগতের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব। — ৪৫ সুরা জাসিয়া : ১৬

এভাবে ওদের পূর্ববর্তীদের কাছে এমন কোনো রসূল আসে নি যাদেরকে না তারা বলেছিল, ‘তুমি হয় এক জাতুকুর, নয় এক পাগল! ’ — ৫১ সুরা জারিয়াত : ৫২

আমি রসূলদেরকে পাঠিয়েছিলাম কেবল সুসংবাদদাতা ও সর্তর্কর্কারী হিসাবে, কিন্তু অবিশ্বাসীরা মিথ্যা তর্ক করে সত্যকে ব্যর্থ করার জন্য। আর আমার নির্দশন ও যা দিয়ে ওদের সতর্ক করা হয় সে-সবকে তারা হাসিস্টার্টার ব্য্যাপার ভাবে। — ১৮ সুরা কাহাফ : ৫৬

... রসূলদের কর্তব্য তো কেবল স্পষ্ট বাণী প্রচার করা। আল্লাহর উপাসনা করার ও মন্দকে পরিহার করার নির্দেশ দেবার জন্য আমি তো প্রত্যেক জাতির মাঝে রসূল পাঠিয়েছি। তারপর ওদের কতকক্ষে আল্লাহ সংপথে পরিচালিত করেন ও ওদের কতকের জন্য পথভ্রষ্টতাই সাব্যস্ত হয়। সুতরাং পৃথিবীতে সফর করো ও দেখো যারা সত্যকে মিথ্যা বলেছে তাদের পরিণাম কী হয়েছিল? — ১৬ সুরা নাহল : ৩৫-৩৬

তোমার পূর্বে আমি প্রত্যাদেশসহ মানুষই পাঠিয়েছিলাম, তোমরা যদি না জান তবে উপদেশপ্রাপ্ত সম্প্রদায়দের (কিতাবিদের)-কে জিজ্ঞাসা কর।

(আমি পাঠিয়েছিলাম) স্পষ্ট নির্দশন ও জুবুর (অবতীর্ণ গ্রন্থসমূহ)। আর তোমার ওপর উপদেশবাণী অবতীর্ণ করেছি মানুষের কাছে যা অবতীর্ণ করা হয়েছিল তা তাদেরকে পরিষ্কার করে বোঝাবার জন্য যাতে ওরা চিন্তাভাবনা করে। — ১৬ সুরা নাহল : ৪৩-৪৪

শপথ আল্লাহর, আমি তোমার পূর্বেও বহু জাতির কাছে রসূল পাঠিয়েছি, কিন্তু শয়তান ও সব জাতির কার্যকলাপ ওদের দৃষ্টিতে শোভন করেছিল, তাই শয়তান আজ ওদের অভিভাবক। আর ওদের জন্য আছে নিরামণ শাস্তি। — ১৬ সুরা নাহল : ৬৩

তাদের কাছে তো তাদেরই মধ্য থেকে এক রসূল এসেছিল, কিন্তু তারা তার ওপর মিথ্যা আরোপ করেছিল। তাই সীমালঞ্চন করা অবস্থায় শাস্তি তাদের পাকড়াও করল। — ১৬ সুরা নাহল : ১১৩

আমি প্রত্যেক রসূলকেই তার স্বজ্ঞাতির ভাষাভাষী ক'রে পাঠিয়েছি, তাদের কাছে পরিক্ষারভাবে ব্যাখ্যা করার জন্য। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বিভ্রান্ত করেন ও যাকে ইচ্ছা সংপথে পরিচালিত করেন; আর তিনি শক্তিমান তত্ত্বজ্ঞানী। — ১৪ সুরা ইব্রাহিম : ৪

তোমাদের আগে যারা এসেছিল তাদের খবর কি তোমাদের কাছে আসে নি — নুহের সম্প্রদায়, আদ ও সামুদ্রদের, আর তাদের পরে যারা এসেছে তাদের? ওদের বিষয় আল্লাহ

ଛାଡ଼ା କେଉ ଜାନେ ନା । ଓଦେର କାହେ ଓଦେର ରସୁଲ ଏସେଛିଲ ସ୍ପଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦର୍ଶନ ନିଯେ, ଓରା ତାଦେରକେ କଥା ବଲତେ ବାଧା ଦିତ ଓ ବଳତ, ‘ତୋମାଦେର ସାଥେ ଯା ପାଠାନେ ହୁଯାହେ ତା ଆମରା ଅବିଶ୍ୱାସ କରି । ଯାର ଦିକେ ତୋମରା ଆମାଦେର ଆଶ୍ଵାନ କରଇ ମେ-ବ୍ୟାପାରେ ଆମାଦେର ଘୋର ସନ୍ଦେହ ରହେଛେ ।’

ଓଦେର ରସୁଲରା ବଲେଛିଲ, ‘ଆଜ୍ଞାହ ସମ୍ବନ୍ଧେ କି କୋନୋ ସନ୍ଦେହ ଆଛେ ? — ଯିନି ଆକାଶ ଓ ପୃଥିବୀର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ! ଯିନି ତାର ଦିକେ ତୋମାଦେରକେ ଆଶ୍ଵାନ କରେନ ତୋମାଦେର ପାପମୋଚନ କରାର ଜନ୍ୟ, ଆର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୋମାଦେରକେ ଅବକାଶ ଦେବାର ଜନ୍ୟ ।’

ଓରା ବଲତ, ‘ତୋମରା ତୋ ଆମାଦେରଇ ମତ ମାନୁସ । ଆମାଦେର ପିତୃପୁରୁଷରା ଯାଦେର ଉପାସନା କରତ ତୋମରା ତାଦେର ଉପାସନା ଥେକେ ଆମାଦେର ବିରତ ରାଖିତେ ଚାଓ । ଅତ୍ରେବ ତୋମରା ଆମାଦେର କାହେ କୋନୋ ପ୍ରାମାଣ ଉପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କର ।’

ଓଦେର ରସୁଲରା ଓଦେରକେ ବଲତ, ‘ସତ୍ୟଇ, ଆମରା ତୋମାଦେର ମତୋ ମାନୁସ, କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞାହ ତାର ଦାସଦେର ମଧ୍ୟ ଯାକେ ଇଚ୍ଛା ଅନୁଗ୍ରହ କରେନ । ଆଜ୍ଞାହର ଅନୁମତି ଛାଡ଼ା ତୋମାଦେର କାହେ ପ୍ରମାଣ ଉପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରା ଆମାଦେର କାଜ ନଥ । ବିଶ୍ୱାସୀଦେର ଆଜ୍ଞାହରଇ ଓପର ନିର୍ଭର କରା ଉଚିତ । ଆମରା ଆଜ୍ଞାହର ଓପର ନିର୍ଭର କରବ ନା କେନ ? ତିନିହି ତୋ ଆମାଦେରକେ ପଥ ଦେଖିଯେଛେନ । ତୋମରା ଆମାଦେରକେ ସେ କଟେ ଦିଛୁ ଆମରା ତା ତୋ ଦୈର୍ଘ୍ୟର ସାଥେ ସହ୍ୟ କରବ । ଆର ଯାରା ଆଜ୍ଞାହର ଓପର ନିର୍ଭର କରତେ ଚାଯ ତାରା ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ।’ — ୧୪ ସୂରା ଇତ୍ରାହିମ : ୯-୧୨

ତୋମାର ପୂର୍ବେ ଆମି ପ୍ରତ୍ୟାଦେଶ ଦିଯେ ମାନୁସଙ୍କ ପାଠିଯେଛିଲାମ, ତୋମରା ଯଦି ନା ଜାନ ତବେ ଉପଦେଶପ୍ରାପ୍ତ ସମ୍ପଦାୟଦେରକେ ଜିଜ୍ଞାସା କରୋ । ଆର ଆମି ତାଦେରକେ ଏମନ ଦେହବିଶ୍ଵିଷ୍ଟ କରି ନି ଯେ ତାଦେର ଖାବାର ଖେତେ ହତୋ ନା ; ତାରା ଚିରହୃଦୀଶ ଛିଲନା । — ୨୧ ସୂରା ଆର୍ଦ୍ରିଯା : ୨-୮

‘ଆମି ଛାଡ଼ା କୋନୋ ଉପାସ୍ୟ ନେଇ, ତାଇ ଆମାରଇ ଉପାସନା କରୋ ।’ — ଏହି ପ୍ରତ୍ୟାଦେଶ ଛାଡ଼ା ଆମି ତୋମାର ପୂର୍ବେ କୋନୋ ରସୁଲ ପାଠାଇ ନି । — ୨୧ ସୂରା ଆର୍ଦ୍ରିଯା : ୨୫

ତୋମାର ପୂର୍ବେ ବହୁ ରସୁଲକେ ଠାଟ୍ଟାବିଦ୍ରିପ କରା ହେଁଲିଲ । ଶେଷେ ତାରା ଯା ନିଯେ ଠାଟ୍ଟାବିଦ୍ରିପ କରେଛିଲ ତା ବିଦ୍ରିପକାରୀଦେରକେଇ ଯିରେ ଫେଲେଛିଲ । — ୨୧ ସୂରା ଆର୍ଦ୍ରିଯା : ୪୧

କୋନୋ ଜାତିହି ତାର ନିର୍ଧାରିତ କାଳକେ ତାଡ଼ାତାଡ଼ି ଏଗିଯେ ଆନତେ ପାରେ ନା, ଦେଇଓ କରତେ ପାରେ ନା । ତାରପର ଆମି ଏକେର ପର ଏକ ରସୁଲ ପାଠିଯେଛି । ସଥନଇ କୋନୋ ଜାତିର କାହେ ରସୁଲ ଏସେହେ ତଥନଇ ଓରା ତାକେ ମିଥ୍ୟାବାଦି ବଲେଛେ । ତାରପର ଆମି ଓଦେର ଏକେର ପର ଏକକେ ଧ୍ୱନି କରଲାମ । ଆମି ଓଦେରକେ କାହିଁନିର ବିଷୟ କରେଛି । ସୁତରାଂ ଅବିଶ୍ୱାସୀରା ଧ୍ୱନି ହୋକ ! — ୨୩ ସୂରା ମୁମ୍ବିନ : ୪୩-୪୪

(ଆମି ବଲେଛିଲାମ,) ‘ହେ ରସୁଲଗଣ ! ତୋମରା ପବିତ୍ର ବସ୍ତ୍ର ଆହାର କରୋ ଓ ସଂକାଜ କରୋ ; ତୋମରା ଯା କର ତା ଆମାର ଭାଲୋ କରେଇ ଜାନା । ଆର ତୋମାଦେର ଏହି ସେ ଜାତି ଏ ତୋ ଏକଇ ଜାତି, ଆର ଆମିହି ତୋମାଦେର ପ୍ରତିପାଲକ ! ତାଇ ଆମାକେ ଭୟ କରୋ !’

କିନ୍ତୁ ମାନୁସ ନିଜେଦେର ବ୍ୟାପାରକେ (ଧର୍ମକେ) ବହୁଭାଗେ ବିଭିନ୍ନ କରେଛେ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଲଇ ନିଜ ନିଜ ମତବାଦ ନିଯେ ସମ୍ମୁଦ୍ର । ତାଇ ଓଦେରକେ କିଛୁକାଳେର ଜନ୍ୟ ବିଭାଗିତେ ଥାକତେ ଦାଓ । — ୨୩ ସୂରା ମୁମ୍ବିନ : ୫୧-୫୪

ଆମି ତୋମାର ପୂର୍ବେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରସୁଲକେ ପାଠିଯେଛିଲାମ ତାଦେର ନିଜ ନିଜ ସମ୍ପଦାୟର କାହେ । ତାରା ତାଦେର ଜନ୍ୟ ସୁମ୍ପଟ ନିର୍ଦ୍ଦର୍ଶନ ଏନେଛିଲ । ତାରପର ଆମି ଅପରାଧୀଦେରକେ ଶାସ୍ତି ଦିଯେଛିଲାମ । ଆର ବିଶ୍ୱାସୀଦେରକେ ସାହାଯ୍ୟ କରା ଆମାର ଏକ ଦାୟିତ୍ୱ । — ୩୦ ସୂରା ରାମ : ୪୭

আমি ইব্রাহিমকে দান করলাম ইসহাক ও ইয়াকুব এবং তার বৎসরদের মধ্যে প্রবর্তন করলাম নবৃত্ত ও কিতাব। আর পঞ্চবিংশতি তাকে আমি পুরস্কৃত করেছিলাম; পরকালেও সে নিশ্চয়ই সংকরণপরায়ণদের একজন হবে। — ২৯ সুরা আনকাবুত : ২৭

আর আমি তো মুসাকে কিতাব দিয়েছিলাম। আর তারপর একের পর এক রসূল পাঠিয়েছি। আমি মরিয়মপুত্র ঈসাকে স্পষ্ট প্রমাণ দিয়েছি, ও পবিত্র আত্মা [জিবরাইল] তার শক্তি বৃদ্ধি করেছি। তবে কি যখনই কোনো রসূল এমন কিছু এনেছে যা তোমাদের মনের মতো হয় নি তখনই তোমরা অহংকার করেছ, আর কাউকে মিথ্যাবাদি বলেছ কাউকে হত্যা করেছ? — ২ সুরা বাকারা : ৮৭

যখন আল্লাহর কাছ থেকে কোনো রসূল আসে তাদের কাছে যা রয়েছে তার সমর্থক হিসাবে, তখন যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছিল তাদের একদল কিতাবটিকে পেছনের দিকে ফেলে দেয় যেন তারা কিছুই জানে না। — ২ সুরা বাকারা : ১০১

তোমরা বলো, ‘আমরা আল্লাহতে বিশ্বাস করি ও যা আমাদের প্রতি এবং ইব্রাহিম, ইসমাইল, ইয়াকুব ও তার বৎসরগণের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এবং যা তাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে ঈসা, মুসা ও অন্যান্য নবিকে দেওয়া হয়েছে। আমরা তাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য করি না এবং আমরা তাঁর কাছে আতুর্সমর্পণ করি।’ — ২ সুরা বাকারা : ১৩৬

আমি তোমাদেরই একজনকে রসূল করে পাঠিয়েছি যে আমার আয়াতগুলো তোমাদের কাছে আবৃত্তি করে, তোমাদেরকে পবিত্র করে, তোমাদেরকে শিক্ষা দেয় কিতাব ও তত্ত্বজ্ঞান, আর শিক্ষা দেয় যা তোমরা জানতে না। — ২ সুরা বাকারা : ১৫১

মানুষ ছিল এক জাতি। তারপর আল্লাহ নবিদেরকে সুসংবাদদাতা ও সর্তর্কর্কারী হিসাবে পাঠান। আর মানুষের মধ্যে যে-বিষয়ে মতভেদ সৃষ্টি হয়েছিল তার মীমাংসার জন্য তিনি সত্যসহ কিতাব অবতীর্ণ করেন। আর যাদেরকে তা দেওয়া হয়েছিল তাদের কাছে স্পষ্ট নির্দর্শন আসার পর তারা শুধু পরম্পর বিদ্যেষবশত মতভেদ করত। তারপর তারা যে-ভিন্নমত পোষণ করত আল্লাহ সে-বিষয়ে নিজ অনুগ্রহে সত্য পথে যারা বিশ্বাস করে তাদেরকে পরিচালিত করেন। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সরল পথে পরিচালিত করেন। — ২ সুরা বাকারা : ২১৩

এই রসূলদের মধ্যেও কাউকে কারও ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি। তাদের মধ্যে কারও সাথে আল্লাহ কথা বলেছেন, আর কাউকে উচ্চ মর্যাদায় উন্নীত করেছেন। মরিয়মপুত্র ঈসাকে আমি স্পষ্ট প্রমাণ প্রদান করেছি ও তাঁকে পবিত্র আত্মাৰ মাধ্যমে শক্তিশালী করেছি।

আর যদি আল্লাহ ইচ্ছা করতেন, তবে তাদের কাছে স্পষ্ট প্রমাণ আসার পরে, তারা নিজেদের মধ্যে ঝগড়াবিবাদ করত না। কিন্তু তাদের মধ্যে মতভেদ ঘটল, ফলে তাদের কিছু বিশ্বাস করল আর কিছু অবিশ্বাস করল। আল্লাহ ইচ্ছা করলে তারা যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হতো না, কিন্তু আল্লাহ যা ইচ্ছা তা করেন। — ২ সুরা বাকারা : ২৫৩

তার প্রতিপালকের কাছ থেকে যা অবতীর্ণ হয়েছে রসূল তার ওপর বিশ্বাস করে আর বিশ্বাসীরাও। তারা সকলেই বিশ্বাস করে আল্লাহয়, তাঁর ফেরেশতগণে, তাঁর কিতাবগুলোয় ও তাঁর রসূলদের ওপর (এবং তারা বলে) ‘আমরা তাঁর রসূলদের মধ্যে কোনো পার্থক্য করি না।’

আর তারা বলে, ‘আমরা শুনি ও মানি। হে আমাদের প্রতিপালক, আমরা তোমার নিকট
ক্ষমা চাই, আর তোমার কাছেই আমরা ফিরে যাব।’ — ২ সুরা বাকারা : ২৮৫

দেশে সম্পূর্ণভাবে শত্রু নিপাত না করা পর্যন্ত বদি রাখা কোনো নবির পক্ষে সমীচীন নয়।
— ৮ সুরা আনফাল : ৬৭

বলো, ‘আল্লাহ ও রসূলের অনুগত হও।’ কিন্তু তারা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে
জেনে রাখ আল্লাহ অবিশ্বাসীদেরকে ভালোবাসেন না। আল্লাহ তো আদম, নুহ ও
ইব্রাহিমের বংশধর এবং ইমরানের বংশধরকে বিশ্বজগতে মনোনীত করেছেন। — ৩ সুরা আল-
ই-ইমরান : ৩২-৩৩

যখন সে (জাকারিয়া) নামাজে ব্যস্ত ছিল তখন ফেরেশ্তারা তাকে সম্মোধন করে
বলল, ‘আল্লাহ তোমাকে ইয়াহুইয়ার সুসংবাদ দিচ্ছেন, সে হবে আল্লাহর বাণীর সমর্থক,
নেতা, জিতেন্দ্রিয় ও পুণ্যবানদের মধ্যে একজন নবি।’ — ৩ সুরা আল-ই-ইমরান : ৩৯

কোনো মানুষের পক্ষে এ হতে পারে না যে, আল্লাহ তাকে কিতাব, হিকমত ও নবৃয়ত
দান করেন, তারপর সে লোকদের বলবে, ‘তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে আমার দাস হয়ে যাও।’
না, সে বলবে, ‘তোমরা রববানি [এক উপাস্যের সাধক] হয়ে যাও, যেহেতু তোমরা কিতাব
শিক্ষা দাও ও যেহেতু তোমরা লেখাপড়া করেছ।’ আর সে তোমাদেরকে ফেরেশ্তাদের বা
নবিদেরকে প্রতিপালক হিসাবে গৃহণ করতে নির্দেশ দেবে না। তোমাদের মুসলমান হওয়ার পর
সে কি তোমাদেরকে কাফের হতে বলবে ?

আর যখন আল্লাহ নবিদের অঙ্গীকার করলেন তখন তিনি বললেন, ‘আমি তোমাদের
কিতাব ও হিকমত দিচ্ছি, তোমাদের কাছে যা আছে তার সমর্থকরাপে যখন একজন রসূল
আসবে তখন নিশ্চয় তোমরা তাকে বিশ্বাস করবে ও অবশ্যই তাকে সাহায্য করবে। তোমরা
কি স্থীকার করলে ? আর আমার অঙ্গীকার কি তোমরা গ্রহণ করলে ?’

তারা বলল, ‘আমরা স্থীকার করলাম।’

তিনি বললেন, ‘তবে তোমরা সাক্ষী থাক, আর আমি তোমাদের সাক্ষী রইলাম।’
অতএব এরপর যারা মুখ ফিরিয় নেবে তারা তো সত্যত্যাগী ! — ৩ সুরা আল-ই-
ইমরান : ৭৯-৮২

আর কেমন করে তোমরা অবিশ্বাস করবে যখন আল্লাহর আয়াত তোমাদের কাছে পড়া
হয় আর তোমাদের মধ্যেই তাঁর রসূল রয়েছে ? — ৩ সুরা আল-ই-ইমরান : ১০১

মুহাম্মদ রসূল ছাড়া আর কিছুই নয়, তার পূর্বে বহু রসূল গত হয়েছে। — ৩ সুরা
আল-ই-ইমরান : ১৪৪

নবি অন্যায়ভাবে কোনো বস্তু গোপন করবে, এ অসম্ভব !

আর যে অন্যায়ভাবে কিছু গোপন করবে, যা সে গোপন করেছিল কিয়ামতের দিন তা
নিয়ে উপস্থিত হবে। তারপর প্রত্যেকে যে যা অর্জন করেছে তা পূর্ণ মাত্রায় দেওয়া হবে।
তাদের প্রতি কোনো জুলুম করা হবে না। — ৩ সুরা আল-ই-ইমরান : ১৬১

আল্লাহ তাদের নিজেদের মধ্য থেকে রসূল পাঠিয়ে, অবশ্যই বিশ্বাসীদের ওপর অনুগ্রহ
করেছেন। সে তাঁর আয়াতগুলো তাদের কাছে আবৃত্তি করে, তাদের পরিশোধন করে আর

কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেয় ; আর তারা তো পূর্বে স্পষ্ট বিভাস্তিতে ছিল। — ৩
সুরা আল-ই-ইমরান ১৬৪

যারা বলে, ‘আল্লাহ্ আমাদেরকে আদেশ দিয়েছেন যে, আমরা যেন কোনো রসূলের ওপর বিশ্বাস না করি যতক্ষণ পর্যন্ত সে (এমন) কোরবানি না করবে যা আগুন গ্রাস করে ফেলবে’, তাদেরকে বলো, ‘তোমাদের আগে অনেক রসূল স্পষ্ট নির্দেশন ও তোমরা যা বলছ তা নিয়ে তোমাদের কাছে এসেছিল ; যদি তোমরা সত্য বলো তবে তোমরা কেন তাদেরকে হত্যা করেছিলে ?’

তারা যদি তোমার ওপর মিথ্যা আরোপ করে, তোমার পূর্বে যে—সব রসূল স্পষ্ট নির্দেশন, অবতীর্ণ কিতাব ও দীপ্তিশীল কিতাব নিয়ে এসেছিল তাদের ওপরও তো মিথ্যা আরোপ করা হয়েছিল। — ৩ সুরা আল-ই-ইমরান ১৮৩—১৮৪

(মুহাম্মদ !) আমি নবিদের কাছ থেকে, তোমার কাছ থেকে এবং নুহ, ইব্রাহিম, মুসা, মরিয়মপুত্র জ্ঞানের কাছ হতে অঙ্গীকার নিয়েছিলাম। আমি তো তাদের কাছ থেকে এক দৃঢ় অঙ্গীকার নিয়েছিলাম, সত্যবাদিদের সত্যতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য। — ৩৩ সুরা আহজাব ৭—৮

মুহাম্মদ তোমাদের মধ্যে কোনো পুরুষের পিতা নয়, বরং সে আল্লাহর রসূল ও শেষ নবি। আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ। — ৩৩ সুরা আহজাব ৪০

যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলদেরকে অবিশ্বাস করে আর ইচ্ছা করে আল্লাহ্ ও রসূলদের মধ্যে পার্থক্য করে আর বলে, ‘আমরা কতকক্ষে বিশ্বাস করি ও কতকক্ষে অবিশ্বাস করি’, আর এদের মাঝের এক পথ অবলম্বন করতে চায়, প্রকৃত পক্ষে এরাই অবিশ্বাসী, আর অবিশ্বাসীদের জন্য আমি অপমানকর শাস্তি প্রস্তুত রেখেছি। আর যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলদেরকে বিশ্বাস করে ও তাদের একের সাথে অপরের পার্থক্য করে না তাদেরকেই তিনি পূর্ম্মকার দেবেন। আর আল্লাহ্ তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। — ৪ সুরা নিসা ১৫০—১৫২

তোমার কাছে আমি প্রত্যাদেশ পাঠিয়েছি যেমন পাঠিয়েছিলাম নুহ ও তার পরবর্তী নবিদের কাছে ; আর আমি প্রত্যাদেশ পাঠিয়েছিলাম ইব্রাহিম, ইসমাইল, ইসহাক, ইয়াকুব ও তার বংশধর, জ্ঞান, আইউব, ইউনুস ও হারুন ও সুলায়মানের কাছে। আর আমি দাউদকে দিয়েছিলাম জবুর। আমি অনেক রসূল (পাঠিয়েছি) যাদের কথা পূর্বে তোমাকে বলেছি আর অনেক রসূল যাদের কথা তোমাকে বলি নি। আর মুসার সাথে আল্লাহ্ সাক্ষাতে কথা বলেছিলেন। আমি সুসংবাদাতা ও সতর্ককারীরূপে রসূল পাঠিয়েছি যাতে রসূল (আসার পর) আল্লাহর বিবুক্তে মানুষের কেন্দ্রে অভিযোগ না থাকে। আর আল্লাহ্ তো শক্তিশাল, তত্ত্বজ্ঞানী। — ৪ সুরা নিসা ১৬৩—১৬৫

হে মানুষ ! রসূল তোমাদের প্রতিপালকের কাছে থেকে সত্য এনেছে, সুতরাং তোমরা বিশ্বাস করো, এ তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আর তোমরা অবিশ্বাস করলেও আকাশ ও পথবীতে যা আছে সব আল্লাহরই, আর আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ তত্ত্বজ্ঞানী। — ৪ সুরা নিসা ১৭০

আমি স্পষ্ট প্রমাণ দিয়ে আমার রসূলদেরকে পাঠিয়েছি ও তাদের সঙ্গে দিয়েছি কিতাব ও মানদণ্ড, যাতে মানুষ ন্যায়বিচারে প্রতিষ্ঠিত হয়। আর আমি দিয়েছি লোহাও যার মধ্যে রয়েছে

প্রচণ্ড শক্তি ও মানুষের জন্য নানা উপকার ; আর এ এজন্য যে, আল্লাহ্ জানতে পারেন কে না—দেখে তাঁকে ও তাঁর রসূলদেরকে সাহায্য করে। আল্লাহ্ তো শক্তিধর, পরাক্রমশালী। — ৫৭ সুরা হাদিদ : ২৫

আমি নুহ ও ইব্রাহিমকে রসূল হিসাবে পাঠিয়েছিলাম এবং আমি তাদের বৎশধরদের জন্য ছির করেছিলাম নবুয়ত ও কিতাব। কিন্তু ওদের মধ্যে (অল্প কজনই) সৎপুর্খ অবলম্বন করেছিল, আর অধিকাংশই ছিল সত্যত্যাগী। তারপর আমি তাদের অনুগামী করেছিলাম রসূলদেরকে ও মরিয়মপুত্র স্টিসাকে। আর তাকে (স্টিসাকে) দিয়েছিলাম ইঞ্জিল ও তার অনুসারীদের অন্তরে দিয়েছিলাম করণ্ণা ও দয়া। — ৫৭ সুরা হাদিদ : ২৬-২৭

তোমার পূর্বেও অনেক রসূলকে ঠাট্টাবিদ্যুপ করা হয়েছিল। আর যারা অবিশ্বাস করেছিল আমি তাদেরকে কিছু অবকাশ দিয়েছিলাম, তারপর তাদেরকে শাস্তি দিয়েছিলাম। তখন কীরূপ ভয়ানক হয়েছিল আমার শাস্তি ! — ১৩ সুরা রাদ : ৩২

তোমার পূর্বেও অনেক রসূল পাঠিয়েছিলাম এবং তাদেরকে স্ত্রী ও সন্তানসন্তি দিয়েছিলাম। আল্লাহ্ অনুমতি ছাড়া কোনো আয়াত উপস্থিত করা কোনো রসূলের কাজ নয়। প্রত্যেক নির্ধারিত কালের জন্য এক কিতাব থাকে। — ১৩ সুরা রাদ : ৩৮

কত জনপদের বাসিন্দারা তাদের প্রতিপালক ও রসূলদের নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ করেছিল। ফলে আমি তাদের কাছ থেকে কড়া হিসাব নিয়েছিলাম আর তাদেরকে দিয়েছিলাম কঠিন শাস্তি। তারপর তারা তাদের কর্মের শাস্তি ভোগ করল, ক্ষতিই ছিল তাদের কর্মের ফল। আল্লাহ্ ওদের জন্য কঠিন শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন। — ৬৫ সুরা তালাক : ৮-১০

... আল্লাহ্ তো যার ওপর ইচ্ছা তাঁর রসূলদের কর্তৃত্ব দেন। — ৫৯ সুরা হাশর : ৬

আল্লাহ্ ফেরেশ্তা ও মানুষের মধ্য থেকে বাণীবাহক মনোনীত করেন। আল্লাহ্ সব শোনেন, সব দেখেন। — ২২ সুরা হজ : ৭৫

আমি তোমাকে পাঠিয়েছি সাক্ষী, সুস্বাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে, যাতে তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের ওপর বিশ্বাস রাখ, রসূলকে সাহায্য কর ও সম্মান কর এবং সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহ্ প্রশংসা ও মহিমা ঘোষণা কর। — ৪৮ সুরা ফাতাহ : ৮-৯

যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে ও পথবীতে ধ্বংসাত্মক কাজ করে তাদের শাস্তি এই যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে বা ক্রুশবিদ্ধ করা হবে বা উলটো দিক থেকে তাদের হাত ও পা কেটে ফেলা হবে বা তাদেরকে দেশ থেকে নির্বাসিত করা হবে। পথবীতে এ-ই তাদের লাঙ্ঘনা, আর পরকালে তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি। তবে, তোমাদের আয়তে আসার পূর্বে যারা তওবা করবে তাদের জন্য (এ শাস্তি) নয়। সুতরাং জ্ঞেন রেখো যে, আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। — ৫ সুরা মায়দা : ৩৩-৩৪

নিশ্চয় আমি তওরাত অবতীর্ণ করেছিলাম ; ওতে ছিল পথনির্দেশ ও আলো। নবিরা যারা আল্লাহ্ অনুগত ছিল তারা ইহুদিদের সেই অনুসারে বিধান দিত ; বক্বানিরা ও পশ্চিতরাও বিধান দিত। কারণ, তাদেরকে আল্লাহ্ কিতাবের রক্ষক করা হয়েছিল আর তারা ছিল ওর সাক্ষী। — ৫ সুরা মায়দা : ৪৪

প্রচার ছাড়া রসূলের আর কোনো কর্তব্য নেই। — ৫ সুরা মায়দা : ৯৯

একদিন আল্লাহ্ রসূলদেরকে একত্র করবেন ও জিজ্ঞাসা করবেন, ‘তোমরা কি সাড় পেয়েছিলে?’

তারা বলবে, ‘আমরা জানি না। অদৃশ্য সম্বন্ধে তুমিই জান।’ — ৫ সূরা মায়দা : ১০৯

ওদের পূর্বের নুহ, আ’দ ও সামুদ্রের সম্প্রদায়, ইত্তাহিমের সম্প্রদায় এবং মাদিয়ান ও ধৰ্মস্থাপ্ত নগরের অধিবাসীদের খবর কি ওদের কাছে আসে নি? ওদের কাছে স্পষ্ট নির্দশন নিয়ে ওদের রসূলরা এসেছিল। আল্লাহ্ তো তাদের ওপর জুনুম করেনি বরং ওরা নিজেরাই নিজেদের ওপর জুনুম করেছিল। — ৯ সরা তওবা : ৭০

রহস্য : (লুকমান বলল) ‘বাছা! কোনো কিছু যদি সরষে দানারও পরিমাণ হয় আর তা যদি থাকে পাথরের মধ্যে বা আকাশে বা মাটির নিচে, আল্লাহ্ তাও উপস্থিত করবেন। আল্লাহ্ তো সৃষ্টিদৰ্শী, সব বিষয়ের খবর রাখেন। — ৩১ সূরা লুকমান : ১৬

তোমরা গোপনেই কথা বল বা প্রকাশ্যে, তিনি তো অস্তর্যামী। যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনি কি জানবেন না? তিনি তো সৃষ্টিদৰ্শী, সম্যক অবগত। — ৬৭ সূরা মূলক : ১৩-১৪

আল্লাহ্ আয়াত ও হিকমতের কথা তোমাদের ঘরে যা পড়া হয় তা তোমরা স্মরণ রাখবে। আল্লাহ্ তো সৃষ্টিদৰ্শী, সব খবর রাখেন। — ৩৩ সূরা আহজ্বাব : ৩৪

তুমি কি লক্ষ কর না যে, আল্লাহ্ আকাশ থেকে বারিবর্ষণ করেন যাতে পৃথিবী স্ববৃজ-শ্যামল হয়ে ওঠে? আল্লাহ্ তো সৃষ্টিদৰ্শী, সব খবর রাখেন। — ২২ সূরা হজ : ৬৩

রাজা-বাদশাদের সফর : (বিলকিস) বলল, ‘রাজা-বাদশারা যখন কোনো জনপদে প্রবেশ করে তখন তাকে বিপর্যস্ত ক’রে দেয় ও সেখানকার র্যাদাবান ব্যক্তিদেরকে অপদস্থ করে ...।’ — ২৭ সূরা নম্রল : ৩৪

রায়িনা : [‘তাকান’, ‘শোনেন’ বা ‘থামেন তো’ অর্থে ‘রায়িনা’ শব্দটি ব্যবহৃত হলেও, ইহুদিরা কথাটার উচ্চারণ বিকৃত করে একটা কদর্থ করত। তাই আল্লাহ্ নির্দেশ করলেন, ‘রায়িনা’র পরিবর্তে দ্ব্যথাহীন শব্দ ‘উনজুরনা’ (আমাদের দিকে তাকান) ব্যবহার করতে।]

হে বিশ্বাসিগণ, রায়িনা বোলো না, বরং উনজুরনা বলো। আর শুনে রাখো অবিশ্বাসীদের জন্য নিদারণ শাস্তি রয়েছে। — ২ সূরা বাকারা : ১০৮

ইহুদিরা কথাগুলো বিকৃত করে এবং বলে, ‘আমরা শুনলাম ও মানলাম না, আর আমাদের শোন না-শোনার মতোই।’

আর তারা তাদের জিজ্ঞা কুঁচকে ধর্মকে অবজ্ঞা ক’রে বলে, ‘রায়িনা’।

কিন্তু তারা যদি বলত, ‘শুনলাম ও মানলাম এবং শোনো ও আমাদের দিকে তাকাও’, তবে তাদের জন্য ভালো ও সংগত হত। কিন্তু তাদের অবিশ্বাসের জন্য আল্লাহ্ তাদেরকে অভিশাপ দিয়েছেন। তাই তাদের অল্পলোকই বিশ্বাস করে। — ৪ সূরা নিসা : ৪৬

রাশিচক্র : কত মহান তিনি যিনি আকাশে বুরুজ [রাশিচক্র] সৃষ্টি করেছেন এবং সেখানে স্থাপন করেছেন এক প্রদীপ্তি সূর্য ও জ্যোতির্ময় চন্দ্র। — ২৫ সূরা ফুরকান : ৬১

আকাশে আমি রাশিচক্র সৃষ্টি করেছি ও পর্যবেক্ষকদের জন্য তা করেছি সুশোভিত। প্রত্যেক অভিশপ্ত শয়তান থেকে আমি তাকে রক্ষা ক’রে থাকি। আর কেউ চুরি

କରେ ଆକାଶର ସଂଖ୍ୟାଦ ଜାନତେ ଚାଇଲେ ଏକ ପ୍ରଦୀପଶିଖା ତାର ପିଛୁ ଧାଉୟା କରେ । — ୧୫
ସୁରା ହିଜର : ୧୬-୧୮

ରହ : [ଆତ୍ମା, ପ୍ରାଣ ବା ପ୍ରେରଣା] ହେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଆତ୍ମା ! ତୁମି ତୋମାର ପ୍ରତିପାଳକେର କାଛେ
ଫିରେ ଏସୋ, (ନିଜେ) ସଞ୍ଚୁଷ୍ଟ ହୁଏ ଓ (ତାକେ) ସଞ୍ଚୁଷ୍ଟ କର । ଆମାର ଦାସଦେର ଶାମିଲ ହୁଏ ଏବଂ
ଆମାର ଜାଗାତେ ପ୍ରବେଶ କରୋ । — ୮୨ ସୁରା ଫାଜର : ୨୭-୩୦

ସ୍ମରଣ କରୋ ତୋମାର ପ୍ରତିପାଳକ ଫେରେଶ୍ତାଦେରକେ ବଲେଛିଲେ, ‘ଆମି ମାଟି ଥେବେ ମାନୁଷ
ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ସବନ ଆମି ତାକେ ସୁଠାମ କରବ ଓ ତାର ମଧ୍ୟେ ଆମାର ରହୁ ସଂଖାର କରବ ତଥନ
ତୋମରା ତାକେ ସିଜଦା କରବେ ।’ ଫେରେଶ୍ତାରା ସକଳେଇ ସିଜଦା କରଲ, ଇବଲିମ ଛାଡ଼ା । —
୩୮ ସୁରା : ୭୧-୭୪

ତୋମାକେ ଓରା ରହୁ ସମ୍ପର୍କେ ପ୍ରଶ୍ନ କରେ । ବଲେ, ‘ରହୁ ଆମାର ପ୍ରତିପାଳକେର ଆଞ୍ଜାଧୀନ ।’
ଏ-ବିଷୟେ ତୋମାଦେରକେ ସାମାନ୍ୟରେ ଜାନ ଦେଓୟା ହେଁବେ । — ୧୭ ସୁରା ବନି-ଇସରାଇଲ : ୮୫

ସବନ ତୋମାର ପ୍ରତିପାଳକ ଫେରେଶ୍ତାଦେରକେ ବଲିଲେ, ‘ଆମି ହାଁଚେ-ଢାଳା ଶୁକନୋ
ଠନ୍ଠେମେ ମାଟି ଥେବେ ମାନୁଷ ସୃଷ୍ଟି କରେଛି । ସବନ ଆମି ତାକେ ସୁଠାମ କରବ ଏବଂ ତାର ମଧ୍ୟେ ଆମାର
ରହୁ [ପ୍ରାଣ] ସଂଖାର କରବ ତଥନ ତୋମରା ତାକେ ସିଜଦା କରବେ ।’ ତଥନ (ଆଦମକେ)
ଫେରେଶ୍ତାରା ସକଳେଇ ସିଜଦା କରଲ, ଇବଲିମ ଛାଡ଼ା, ମେ ସିଜଦା କରତେ ଅସ୍ତ୍ଵିକାର କରଲ ।
— ୧୫ ସୁରା ହିଜର : ୨୮-୩୧

ତୁମି ଏମନ କୋନେ ସମ୍ପଦାୟ ପାବେ ନା ଯାରା ଆଲ୍ଲାହ ଓ ପରକାଳେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ
ଅର୍ଥ ଭାଲୋବାସେ ତାଦେରକେ ଯାରା ଆଲ୍ଲାହ ଓ ତା'ର ରସୁଲେର ବିରୋଧିତା କରେ, ହୋକ ନା ତାରା
ତାଦେର ପିତା, ପୁତ୍ର, ଭାତା ବା ଜ୍ଞାତି-ଗୋତ୍ର । ଆଲ୍ଲାହ ତାଦେର ଅନ୍ତରେ ବିଶ୍ୱାସ ସୁଦୃଢ଼ କରେଛେ ଏବଂ
ନିଜେର ରହୁ ଦିଯେ ତାଦେରକେ ଶକ୍ତିଶାଲୀ କରେଛେ । ତିନି ତାଦେରକେ ପ୍ରବେଶ କରାବେନ ଜାଗାତେ,
ଯାର ନିଚେ ନଦୀ ବିହିବେ, ମେଥାନେ ତାରା ଚିରକାଳ ବାସ କରବେ । ଆଲ୍ଲାହ ତାଦେର ଓପର ପ୍ରସର ଏବଂ
ତାରାଓ ଆଲ୍ଲାହର ଅନୁଗ୍ରହେ ସଞ୍ଚୁଷ୍ଟ । ଏରାଇ ଆଲ୍ଲାହର ଦଲ । ଦେଖ, ଆଲ୍ଲାହର ଦଲରେ ସଫଳକାମ ହବେ ।
— ୫୮ ସୁରା ମୁଜାଦାଲା : ୨୨

ରହ-ଉଲ-କୁଦୁସ [ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା] : ଜିବରାଇଲ ଦ୍ର ।

ରହପକ ଆଯାତ : ତିନିହି ତୋମାର ପ୍ରତି ଏହି କିତାବ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ କରେଛେ ଯାର ମଧ୍ୟେ ମଞ୍ଜବୁତ
ଆୟାତଗୁଲୋ ଉତ୍ସୁଳିକିତାବ [କିତାବରେ ମୂଳ ଅଙ୍କଶ], ଆର ଅନ୍ୟଗୁଲୋ ରହପକ । ଯାଦେର ମନେ ବିକୃତି
ଆଛେ, ତାରା ଫିର୍ଦା [ବିରୋଧ] ସୃଷ୍ଟି ଓ କଦର୍ଥେର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯା ରହପକ ତା ଅନୁସରଣ କରେ । ଆଲ୍ଲାହ
ଛାଡ଼ା ଅନ୍ୟ କେଉ ଏର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଜାନେ ନା । ଆର ଯାରା ଜ୍ଞାନୀ ତାରା ବଲେ, ‘ଆମରା ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ
କରି । ସବହି ଆମାଦେର ପ୍ରତିପାଳକେର କାଛ ଥେବେ ଏମେହେ ।’ ଆର ବୋଧଶକ୍ତିସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିରା ଛାଡ଼ା
ଅନ୍ୟ କେଉ ଉପଦେଶ ଗ୍ରହଣ କରେ ନା । — ୩ ସୁରା ଆଲ-ଇ-ଇମରାନ : ୭

ରୋମ : ଆଲିଫ-ଲାମ-ମିମ । ରୋମାନରା ପରାଜିତ ହେଁବେ ନିକଟବତୀ ଅଞ୍ଚଳେ ; କିନ୍ତୁ ଓରା
ଓଦେର ଏ-ପରାଜ୍ୟେର ପର ଶୀଘ୍ରରେ ଜୟଲାଭ କରବେ କୟାମେ ବର୍ଷରେ ମଧ୍ୟେଇ । ଅଗ୍ର ଓ ପାଶତେର
ସିନ୍ଧାନ୍ତ ଆଲ୍ଲାହରି । ସେଦିନ ବିଶ୍ୱାସୀରା ଉତ୍ତରଫୁଲ ହବେ, ଆଲ୍ଲାହର ସାହାଯ୍ୟେ । — ୩୦ ସୁରା ରୋମ : ୧-୫

ରୋଜା : ହେ ବିଶ୍ୱାସିଗଣ ; ତୋମାଦେର ଜନ୍ୟ ସିଯାମ [ରୋଜା]-ର ବିଧାନ ଦେଓୟା ହଲୋ, ଯେମନ
ବିଧାନ ତୋମାଦେର ପୂର୍ବବତୀଦେରକେ ଦେଓୟା ହେଁବିଲ, ଯାତେ ତୋମରା ସାବଧାନ ହେଁୟ ଚଲତେ ପାର,

নির্দিষ্ট কয়েক দিনের জন্য। তোমাদের মধ্যে কেউ অসুস্থ হলে বা সফরে থাকলে অন্য সময়ে এ সংখ্যা পূরণ করে নিতে হবে। আর যে-ব্যক্তির পক্ষে রোজা রাখা দুঃসাধ্য তার একজন অভিব্রূতকে অন্নদান করা কর্তব্য। তবু যদি কেউ নিজের খুশিতে পূণ্য কাজ করে তবে তার পক্ষে বড়ই কল্যাণকর। আর যদি তোমরা উপলব্ধি করতে পারতে তবে বুঝতে, রোজা পালনই তোমাদের জন্য আরও বেশি কল্যাণকর।

রমজান মাস, এতে মানুষের পথপ্রদর্শক ও সৎপথের স্পষ্ট নির্দর্শন এবং ন্যায় ও অন্যায়ের মীমাংসাকারপে কোরান অবতীর্ণ হয়েছিল। অতএব তোমাদের মধ্যে যে-কেউ এ-মাস পাবে সে যেন এ-মাসে অবশ্যই রোজা রাখে। আর যে রোগী বা মুসাফির তাকে অন্য দিনে এ-সংখ্যা পূরণ করতে হবে।

আল্লাহ্ তোমাদের জন্য সহজ করতে চান, তোমাদেরকে কষ্ট দিতে চান না, যাতে তোমরা নির্ধারিত দিন পূর্ণ করতে পার ও তোমাদেরকে সৎপথে পরিচালিত করার জন্য আল্লাহ্ মহিমা ঘোষণা করতে পার, আর তোমরা কৃতজ্ঞ হলেও হতে পার। — ২ সুরা বাকারা : ১৮৩-১৮৫

রোজার রাত্রিতে তোমাদের জন্য স্ত্রী-সহবাস বৈধ করা হয়েছে। তারা তোমাদের পোশাক আর তোমরা তাদের পোশাক। আল্লাহ্ জানতেন যে, তোমরা আগুপ্ততারণ করছ। তাই তো তিনি তোমাদের ওপর দয়া করেছেন ও তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করেছেন। অতএব এখন তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের সঙ্গে সহবাস করতে পার ও আল্লাহ্ তোমাদের জন্য যা বিবিদ্ধ করেছেন তা কামনা করো। আর তোমরা পানাহার করো যতক্ষণ রাত্রির কৃষ্ণরেখা থেকে উষার শুভরেখা স্পষ্টরূপে তোমাদের কাছে প্রতিভাত না হয়। তারপর রাত্রি পর্যন্ত রোজা পূর্ণ করো। আর যখন তোমরা মসজিদে এতক্তকাফ (সংসার হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে কিছুকালের জন্য ধ্যান)–এ থাকো তখন স্ত্রী-সহবাস কোরো না।

এ আল্লাহ্ সীমারেখা, সুতরাং এর ধারেকাছে যেয়ো না। এভাবে আল্লাহ্ মানুষের জন্য তাঁর আয়ত স্পষ্ট করে ব্যক্ত করেন, যাতে তারা সাবধান হয়ে চলতে পারে। — ২ সুরা বাকারা : ১৮৭

আর আল্লাহ্ উদ্দেশ্যে হজ ও ওমরা পূর্ণ করো, কিন্তু যদি তোমরা বাধাপ্রাপ্ত হও, তবে সহজলভ্য কোরবানি করো। আর যে-পর্যন্ত কোরবানির (পশু) তার গন্তব্য স্থানে উপস্থিত না হয়, তোমরা মাথা মুড়িয়ো না। তোমাদের মধ্যে যদি কেউ পীড়িত হয় অথবা মাথায় যন্ত্রণাবোধ করে, তবে সে পরিবর্তে রোজা রাখবে, বা সাদকা দেবে (দানখয়ারাত করবে) বা কোরবানি দিয়ে তার ফিদয়া (খেসারত) দেবে। তারপর যখন তোমরা নিরাপদ হবে তখন তোমাদের মধ্যে যে হজের আগে ওমরা করে লাভবান হতে চায় সে সহজলভ্য কোরবানি করবে। কিন্তু যদি কেউ কোরবানির কিছুই না পায়, তবে তাকে হজের সময় তিনি দিন ও ঘরে ফেরার পর সাতদিন এই পুরো দশ দিন রোজা করতে হবে। এই নিয়ম তার জন্য, যার পরিবার-পরিজন পবিত্র কাব্যার কাছে বাস করে না। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় করো ও জ্ঞেন রাখো আল্লাহ্ মন্দ কাজে প্রতিফল দিতে কঠোর। — ২ সুরা বাকারা : ১৯৬

লাত ১ দেবদেবী দ্র.।

ଲାଯଲାତୁଳ କଦର : ଆମି ଏ (କୋରାନ) ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ କରେଛି ଲାଯଲାତୁଳ କାଦରେ [ମହିମାର ରାତ୍ରିତେ] । ମହିମାର ରାତ୍ରି ସମ୍ବନ୍ଧେ ତୁମି କୀ ଜାନ ? ମହିମାର ରାତ୍ରି ହଙ୍ଗାର ମାସେର ଚୟେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ । ସେ-ରାତ୍ରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାଜେ ଫେରେଶ୍ତାରା ଓ ଝର୍ହ [ଜିବରାଇଲ] ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୟ ତାଦେର ପ୍ରତିପାଲକେର ନିର୍ଦ୍ଦେଶେ । ଏ ଶାସ୍ତି ! ଉୟାର ଆବିର୍ତ୍ତବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ । — ୧୭ ସୁରା କାଦର : ୧-୫

ଲାଯଲାତୁଳ ମୁବାରକ : ହା—ମିମ । ଶପଥ ସୁମ୍ପଟ କିତାବେର, ଆମି ତୋ ଏ (କୋରାନ) ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ କରେଛ ଏକ ଲାଯଲାତୁଳ ମୁବାରକେ [ସୌଭାଗ୍ୟେର ରାତ୍ରିତେ] । ଆମି ତୋ ସତର୍କକାରୀ । ଏ ରାତ୍ରିତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିସ୍ୟ ହିସର କରା ହୟ । — ୪୪ ସୁରା ଦୁଖନ : ୧-୫

ଲୁକମାନ : ଆମିଇ ଲୁକମାନକେ ହିକମତ ଦାନ କରେଛିଲାମ ଏହି ବଲେ, ‘ଆଜ୍ଞାହର କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରୋ । ସେ କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରେ ମେ ତୋ ତା ନିଜେରେଇ ଜନ୍ୟ ତା କରେ, ଆର କେଉଁ ଅବିଶ୍ଵାସ କରଲେ ଆଜ୍ଞାହ ତୋ ଅଭାବମୁକ୍ତ, ପ୍ରଶଂସାର୍ଥ ।’

ସମ୍ରଗ କରୋ, ଲୁକମାନ ଉପଦେଶେର ଛଲେ ତାର ଛେଲେକେ ବଲେଛିଲ, ‘ହେ ବଂସ ! ଆଜ୍ଞାହର କୋନୋ ଶାରିକ କରୋ ନା । ଆଜ୍ଞାହର ଶାରିକ କରା ତୋ ଚରମ ସୀମାଲଭ୍ୟନ ।’ — ୩୧ ସୁରା ଲୁକମାନ : ୧୨-୧୩

‘ବାହ୍ଯ ! କୋନୋ କିଛୁ ଯଦି ସରିବାର ଦାନର ପରିମାଣେ ହୟ ଆର ତା ଯଦି ପାଥରେର ମଧ୍ୟେ ବା ଆକାଶେ ବା ମାଟିର ନିଚେ ଥାକେ, ଆଜ୍ଞାହ ତାଓ ଉପାହିତ କରବେନ । ଆଜ୍ଞାହ ତୋ ସୁକ୍ଷ୍ମଦଶୀ, ସବ ବିସ୍ୟେର ଥବର ରାଖେନ ।

‘ବାହ୍ଯ ! ନାମାଜ କାଯେମ କରବେ, ସେବରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେ ଓ ବିପଦେ-ଆପଦେ ଧୈର୍ୟ ଧାରଣ କରବେ । ଏ-ଇ ତୋ ଦୃଢ଼ସଂକଳ୍ପଜ୍ଞନେର କାଣ୍ଡ । ତୁମି ମନୁଷେର ସାମନେ ଗାଲ ଫୁଲିଯୋ ନା ଓ ମାଟିଟେ ଦେମାକ କରେ ପା ଫେଲୋ ନା । କାରଣ ଆଜ୍ଞାହ କୋନୋ ଉନ୍ନତ ଅହଂକାରୀକେ ଭାଲୋବାସେନ ନା । ତୁମି ସଂଘତଭାବେ ପା ଫେଲୋ ଓ ତୋମାର ଗଲାର ଆଓୟାଜ ନିଚୁ କର ; ଗଲାର ଆଓୟାଜେ ଗର୍ଦଭେର ଗଲାଇ ସବଚୟେ କ୍ରତିକଟ୍ଟ ।’ — ୩୧ ସୁରା ଲୁକମାନ : ୧୬-୧୯

ଲୁତ : ତିନି (ଲୁତ-ସମ୍ପଦାୟେର ଆବାସଭୂତି) ତୁଲେ ଫେଲେ ଦିଯେଛିଲେନ, ଏକ ସର୍ବଗ୍ରାହୀ ଶାସ୍ତି ତାକେ ଢେକେ ଫେଲେଛିଲ । ତବେ ତୁମି ତୋମାର ପ୍ରତିପାଲକେର କୋନ୍ ଅନୁଗ୍ରହ ସମ୍ପର୍କେ ମନ୍ଦେହ କରବେ ? — ୫୦ ସୁରା ନାଜମ : ୫୩-୫୫

ଲୁତ ସମ୍ପଦାୟ ସତର୍କକାରୀଦେର ଓପର ମିଥ୍ୟା ଆରୋପ କରେଛିଲ । ଆମି ତାଦେର ଓପର କାଁକର-ଛିଟାନୋ ଏକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଠିଯାଇଲାମ । ଲୁତେର ପରିବାରକେ ବାଦ ଦିଯେ, ତାଦେରକେ ଆମି ଭୋରରାତେ ଉନ୍ନତର କରେଛିଲାମ ବିଶେଷ ଅନୁଗ୍ରହ କରେ । ଯାରା କୃତଜ୍ଞ ଆମି ଏଭାବେଇ ତାଦେରକେ ପୂର୍ମକୃତ କରେ ଥାକି । ଆମାର କଠୋର ଶାସ୍ତି ସମ୍ପର୍କେ ଲୁତ ଓଦେରକେ ସତର୍କ କରେଛିଲ ; କିନ୍ତୁ ଓରା ମେ-ସତର୍କବାଣୀ ସମ୍ବନ୍ଧେ ତର୍କ ଶୁରୁ କରିଲ । ଓରା ସଥିନ ଲୁତେର କାହିଁ ଥେକେ ତାର ଅତିଥିଦେର ଦାବି କରିଲ ଆମି ତଥିନ ଓଦେର ଦୃଷ୍ଟିକ୍ରି ଲୋପ କରେ ଦିଲାମ ଆର ବଲଲାମ, ‘ଆମାର ଶାସ୍ତିର ସ୍ଵାଦ ନାଓ ଓ ଆମାର ସତର୍କବାଣୀର ବିରୋଧିତାର ଫଳ ଭୋଗ କରୋ ।’ ସାତସକାଳେ ବିରାମହୀନ ଶାସ୍ତି ତାଦେର ଓପର ହାମଲା କରିଲ । ଆର ଆମି ବଲଲାମ, ‘ଆମାର ଶାସ୍ତିର ସ୍ଵାଦ ନାଓ, ଆର ଆମାର ସତର୍କବାଣୀର ବିରୋଧିତାର ଫଳ ଭୋଗ କରୋ ।’ — ୫୪ ସୁରା କାମାର : ୩୦-୩୯

ଆର ଲୁତ ସଥିନ ତାର ସମ୍ପଦାୟକେ ବଲେଛିଲ, ‘ତୋମରା ଏମନ ନିର୍ଲଜ୍ଜ କର୍ମ କରଛ ଯା ତୋମାଦେର ପୂର୍ବେ ବିଶେ କେଉଁ କରେ ନି ? ତୋମରା ତୋ ଯୌନତ୍ୱପ୍ରିଯି ଭଜ୍ୟ ନାରୀ ଛେଡେ ପୂରୁଷେର କାହେ ଯାଛ, ତୋମରା ତୋ ସୀମାଲଭ୍ୟନକାରୀ ସମ୍ପଦାୟ ।’

উভরে তার সম্প্রদায় শুধু বলল, ‘এদের (লুত ও তাঁর সঙ্গীদের) শহর থেকে বের করে দাও, এরা তো এমন লোক যারা নিজেদেরকে বড় পবিত্র রাখতে চায়।’

তারপর আমি তার স্ত্রী ছাড়া তাকে ও তার পরিজনবর্গকে উদ্ধার করেছিলাম। যারা পেছনে রয়ে গেল তাদের মধ্যে রইল তার স্ত্রী। তাদের ওপর মূলধারে আমি প্রস্তরবৃষ্টি বর্ষণ করেছিলাম। সুতরাং অপরাদীদের পরিণাম কী হয়েছিল তা লক্ষ কর। — ৭৪ ৮০-৮৪

লুতের সম্প্রদায় রসূলদের ওপর মিথ্যা আরোপ করেছিল। যখন ওদের ভাই লুত ওদেরকে বলল, ‘তোমরা কি সাবধান হবে না? আমি তো তোমাদের জন্য এক বিশুস্ত রসূল। সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর ও আমার আনুগত্য কর। আমি এর জন্য তোমাদের কাছে কোনো প্রতিদান চাই না, আমার পূর্ম্বকার তো বিশুজ্জগতের প্রতিপালকের কাছে আছে। সৃষ্টির মধ্যে তোমরাই কেবল পুরুষের সঙ্গে উপগত হও, আর তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের জন্য যে-স্ত্রীদেরকে সৃষ্টি করেছেন তাদেরকে তোমরা পরিহার কর। না, তোমরা তো সীমালঞ্চনকারী সম্প্রদায়।’

ওয়াবলল, ‘হে লুত! তুম্হি যদি না থামো, তবে তোমাকে আমরা বের করে দেব।’

লুত বলল, ‘আমি তো তোমাদের এ-কাজকে ঘৃণা করিব। হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ও আমার পরিবার-পরিজনকে ওরা যা করে তার থেকে বাঁচাও।’

তারপর আমি তাকে ও তার পরিবার-পরিজনকে রক্ষা করলাম, এক বৃদ্ধা ছাড়া যে তাদের সাথে পেছনে রয়ে গেল। তারপর অন্য সবাইকে ধ্বৎস করলাম। আমি তাদের ওপর শাস্তি হিসাবে বৃষ্টি নামিয়েছিলাম। যাদের ভয় দেখানো হয়েছিল তাদের জন্য এ-বৃষ্টি ছিল কত খারাপ! এর মধ্যে তো নির্দশন রয়েছে, কিন্তু ওদের অধিকাংশই বিশ্বাস করে না। তোমার প্রতিপালক তো পরাক্রমশালী, পরম দয়াময়। — ২৬ সুরা শোআরা ১৬০-১৭৫

লুত যখন তার সম্প্রদায়কে বলেছিল, ‘তোমরা জেনেশুনে কেন অশ্লীল কাজ করছ? তোমরা কি যৌনত্পুরি জন্য নারীকে ছেড়ে পুরুষের কাছে যাবে? তোমরা তো এক অস্ত্র সম্প্রদায়।’ উভরে তার সম্প্রদায় শুধু বলল, ‘লুত-পরিবারকে তোমাদের শহর থেকে বের করে দাও, এরা তো এমন লোক যারা নিজেদেরকে বড় পবিত্র রাখতে চায়।’ তারপর আমি তার স্ত্রী ছাড়া তাকে ও তার পরিবার-পরিজনবর্গকে উদ্ধার করলাম। যারা পেছনে রয়ে গেল তাদের মধ্যে রইল তার স্ত্রী। আমি তাদের ওপর শাস্তি হিসাবে বৃষ্টি নামিয়েছিলাম; যাদের ভয় দেখানো হয়েছিল তাদের জন্য এই বৃষ্টি ছিল কী মারাত্মক! — ২৭ সুরা নমল ৫৪-৫৮

আর যখন আমার প্রেরিত ফেরেশতারা লুতের কাছে এল তখন তাদের আসতে দেখে সে মন-খারাপ করল ও বড় অসহায় বোধ করল। আর বলল, ‘এ কঠিন দিন! ’

তার সম্প্রদায় তার কাছে পাগলের মত ছুটে এল, আর আগে থেকে তারা কুকর্মে লিপ্ত ছিল। সে বলল, ‘হে আমার সম্প্রদায়! এরা আমার কন্যা, তোমাদের জন্য এরা পবিত্র। সুতরাং আল্লাহকে ভয় ও আমার অতিথিদের সাথে অন্যায় ব্যবহার করে আমাকে ছোট করো না। তোমাদের মধ্যে কি কোনো ভালো মানুষ নেই?’

ତାରା ବଲଲ, ‘ତୁମি ନିଶ୍ଚଯ ଜାନ, ତୋମାର କନ୍ୟାଦେରକେ ଆମାଦେର କୋନୋ ପ୍ରୟୋଜନ ନେହି । ଆମରା କି ଚାଇ ତା ତୁମ୍ଭି ଭାଲୋଭାବେଇ ଜାନ ।’

ସେ ବଲଲ, ‘ତୋମାଦେର ଓପର ଯଦି ଆମାର ଶକ୍ତି ଥାକତ ବା ଯଦି ଆମି କୋନୋ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦଲେର ଆଶ୍ରୟ ନିତେ ପାରତାମ ।’

ତାରା ବଲଲ, ‘ହେ ଲୁତ ! ଆମରା ତୋମାର ପ୍ରତିପାଲକ-ପ୍ରେରିତ ଫେରେଶ୍ତା । ଓରା କଥନାଇ ତୋମାର କାହେ ପୌଛିବେ ପାରବେ ନା । ସୁତରାଂ ତୁମ୍ଭି ରାତେର କୋନୋ ଏକ ସମୟେ ତୋମାର ପରିବାରବର୍ଗରେ ବୈରିଯେ ପଡ଼ ଓ ତୋମାଦେର ମଧ୍ୟେ କେଉଁ ପେଛନ ଫିରେ ଚେଯେ ନା ; କିନ୍ତୁ ତୋମାର ସ୍ତ୍ରୀ ଯାବେ ନା, ଓଦେର ଯା ଘଟିବେ ତାରା ତାଇ ଘଟିବେ । ସକଳାଙ୍କ ବେଳା ଓଦେର ଜନ୍ୟ ସମୟ ଠିକ କରା ହଲ । ସକଳ ହତେ କତାଇ-ବା ଦେରି !’

ତାରପର ସଖନ ଆମାର ଆଦେଶ ଏଲ ତଥନ ଆମି ଶହରଗୁଲୋକେ ଉଲଟିଯେ ଦିଲାମ ଓ ତାଦେର ଓପର ଏକଟାନା କଙ୍କର ବର୍ଷଣ କରିଲାମ, ତୋମାର ପ୍ରତିପାଲକରେ କାହେ ଯା ଛିଲ ଚିହ୍ନିତ । ଏ (ଶହରଗୁଲୋ) ସୀମାନଭୟନକାରୀଦେର କାହେ ଥେକେ ଦୂରେ ନଯ । — ୧୧ ସୁରା ହୁଦ ୫ ୭୭-୮୩

ସେ ବଲଲ, ‘ହେ ଫେରେଶ୍ତାଗଣ ! ତୋମାଦେର ଆର ବିଶେଷ କୀ କାଜ ଆହେ ?’

ଓରା ବଲଲ, ‘ଆମାଦେର ଏକ ପାପୀ ସମ୍ପଦାୟେର ବିରଳେ ପାଠାନୋ ହେବେ, ଲୁତେର ପରିବାରବର୍ଗ ଛାଡ଼ା, ଓଦେର ସକଳକେ ଆମରା ରକ୍ଷା କରିବ, କିନ୍ତୁ ଲୁତେର ସ୍ତ୍ରୀକେ ନଯ । ଆମି ଜେନେଛି ଯେ ଯାରା ପେଛନେ ଥେକେ ଯାବେ ସେ ତାଦେର ସାଥେଇ ଥାକବେ ।’

ଫେରେଶ୍ତାରା ସଖନ ଲୁତ ପରିବାରେର କାହେ ଏଲ, ତଥନ ଲୁତ ବଲଲ, ‘ତୋମରା ତୋ ଅପରିଚିତ ଲୋକ ।’

ତାରା ବଲଲ, ‘ନା, ଓରା (ଯେ ଶାସ୍ତିକେ) ସନ୍ଦେହ କରତ ଆମରା ତୋମାର କାହେ ତାଇ ନିଯେ ଏମେହି, ଆମରା ତୋମାର କାହେ ସତ୍ୟ ସଂବାଦ ନିଯେ ଏମେହି ଆର ଆମରା ତୋ ସତ୍ୟବାଦୀ । ସୁତରାଂ ତୁମ୍ଭି ରାତ ଥାକତେଇ ତୋମାର ପରିବାରଦେରକେ ନିଯେ ବୈରିଯେ ପଡ଼େ ଆର ତୁମ୍ଭି ତାଦେର ପେଛନେ ଥାକବେ ଆର ତୋମାଦେର ମଧ୍ୟେ କେଉଁ ଯେନ ପେଛନ ଫିରେ ନା ଚାଯ । ତୋମାଦେରକେ ସେଥାନେ ଯେତେ ବଲା ହେବେ ସେଥାନେ ଚାଲେ ଯାଓ ।’

ଆମି ଲୁତକେ ପ୍ରତ୍ୟାଦେଶ ଦିଯେ ଜ୍ଞାନିଯେ ଦିଲାମ ଯେ, ସକଳ ହତେନା-ହତେଇ ଓଦେରକେ ସମ୍ମଳ ବିନାଶ କରା ହବେ । ଶହରବାସୀଙ୍କ ଉଲ୍ଲମ୍ବିତ ହୟ ଉପର୍ଦ୍ଵିତୀୟ ହୁଲାରେ ଲୁତ ବଲଲ, ‘ଏରା ଆମାର ଅତିଥି, ସୁତରାଂ ତୋମରା ଆମାକେ ଅପମାନ କୋରୋ ନା । ତୋମରା ଆମ୍ବାହକେ ଭୟ କର ଓ ଆମାକେ ଛୋଟ କୋରୋ ନା ।’

ଓରା ବଲଲ, ‘ଆମରା କି ସାରା ଦୁନିଆର ଲୋକକେ ଆଶ୍ରୟ ଦିତେ ତୋମାକେ ନିଷେଧ କରି ନି ?’

ଲୁତ ବଲଲ, ‘ଏକାନ୍ତରୁ ଯଦି ତୋମରା କିଛୁ କରତେ ଚାଓ ତବେ ଆମାର ଏହି କନ୍ୟାରା ରଯେଛେ ।’

ତୋମାର ଜୀବନେର ଶପଥ ! ଓରା ମାତଳାମି କାରେ ଜ୍ଞାନ ହାରିଯେଛେ । ତାରପର ସୂର୍ଯ୍ୟଦୟରେ ସାଥେ ଏକ ଗୁରୁଗୁରୁ ଆସ୍ତାଜ ତାଦେରକେ ଘିରେ ଫେଲିଲ । ଆର ଆମି ଶହରଗୁଲୋକେ ଉଲଟିଯେ ଦିଲାମ ଓ ଓଦେର କଷକର ବର୍ଷଣ କରିଲାମ । ଏର ମଧ୍ୟେ ନିର୍ଦଶନ ରଯେଛେ ଅନ୍ତଦୃଷ୍ଟିସମ୍ପନ୍ନ ଲୋକଦେର ଜନ୍ୟ । ଯେ ପଥେ ଲୋକ ଚଲାଚଲ କରେ ତାର ପାର୍ଶ୍ଵ ଓଦେର ଧର୍ବସନ୍ତୂପ ଏଥନ୍ତ ବିଦ୍ୟମାନ । ଏର ମଧ୍ୟେ ତୋ ବିଶ୍ୱାସୀର ଜନ୍ୟ ନିର୍ଦଶନ ରଯେଛେ । — ୧୫ ସୁରା ହିଜର ୫ ୭୬-୭୭

আরও সৎপথে পরিচালিত করেছিলাম ইসমাইল, আল-ইয়াসায়া, ইউনুস ও লুতকে। আর তাদের প্রত্যেককে বিশ্বজগতের (সবকিছুর) ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছিলাম। আর তাদের পিতৃপুরুষ, বংশধর ও আত্মবন্দের কর্তককে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছিলাম, তাদের মনোনীত করেছিলাম ও সরল পথে পরিচালিত করেছিলাম। — ৬ সুরা আনআম : ৮৬-৮৭

লুতও ছিল রসুলদের একজন! আমি তাকে ও তার পরিবারের সকলকে উদ্ধার করেছিলাম; কিন্তু উদ্ধার করি নি এক বৃক্ষকে, যারা পেছনে পড়েছিল সে ছিল তাদের একজন। তারপর বাকি সবাইকে আমি সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করেছিলাম। তোমরা তো ওদের ধ্বংসস্তূপগুলোর ওপর দিয়ে পার হও সকাল-সন্ধ্যায়, তবুও কি তোমরা বুঝবে না? — ৩৭ সুরা সাফ্ফাত : ১৩৩-১৩৮

পাপে লিপ্ত ছিল ফেরাউন ও তার পূর্ববর্তীরা, আর লুত সম্প্রদায়। ওরা ওদের প্রতিপালকের রসুলদেরকে অমান্য করেছিল ; তার ফলে তিনি ওদেরকে কঠোর শাস্তি দিয়েছিলেন। — ৬৯ সুরা হাক্কা : ৯-১০

আর আমি তাকে (ইব্রাহিমকে) ও লুতকে উদ্ধার ক'রে নিয়ে সে-দেশে গেলাম, যেখানে আমি বিশ্বের জন্য কল্যান রেখেছি। — ২১ সুরা আম্বিয়া : ৭১

আর আমি লুতকে হিকমত ও জ্ঞান দিয়েছিলাম, এবং তাকে এক জনপদ থেকে উদ্ধার করেছিলাম যার অধিবাসীরা অশ্লীল কর্মে লিপ্ত ছিল। ওরা ছিল এক খারাপ সম্প্রদায়, সত্যত্যাগী। আর আমি তাকে অনুগ্রহ করেছিলাম। সে ছিল সৎকর্মপরায়ণদের একজন। — ২১ সুরা আম্বিয়া : ৭৪-৭৫

লুত যখন তার সম্প্রদায়কে বলেছিল, ‘তোমরা তো এমন অশ্লীল কর্ম করছ, যা তোমাদের পূর্বে কেউ করে নি। তোমরা কি পুরুষের সঙ্গে উপগত হচ্ছ না? তোমরা রাহজানি ও নিজেদের ঘজলিসে প্রকাশ্যে ঘৃণ্য কাজ করে থাকো।’

উত্তরে তার সম্প্রদায় শুধু এইটুকুই বলল যে, ‘আমাদের ওপর আল্লাহর শাস্তি আনো, যদি তুমি সত্য কথা বলে থাকো।’

সে (ইব্রাহিম) বলল, ‘হে আমার প্রতিপালক! ফ্যাশাদসৃষ্টিকারী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য করো।’

যখন আমার পাঠানো ফেরেশ্তারা সুসংবাদসহ ইব্রাহিমের কাছে এল, তারা বলেছিল, ‘আমরা এ-জনপদবাসীদেরকে ধ্বংস করব, এরা-তা সীমালঞ্চনকারী।’ সে (ইব্রাহিম) বলল, ‘এ শহরে তো লুত ও রয়েছে।’

ওরা বলল, ‘সেখানে কারা আছে তা আমরা ভালো জানি, আমরা তো তার স্ত্রীকে ছাড়া লুতকে ও তার পরিজনবর্গকে রক্ষা করব। যারা পেছনে পড়ে থাকবে তাদের মধ্যে তার স্ত্রী হবে একজন।’

যখন আমার পাঠানো ফেরেশ্তারা লুতের কাছে এল তখন তাদের আসতে দেখে সে ঘন-খারাপ করল ও বড় অসহায় বোধ করল। ওরা বলল, ‘ভয় পেয়ে না। দুঃখ কোরো না। আমরা তোমাকে ও তোমার পরিজনবর্গকে রক্ষা করব, তোমার স্ত্রীকে ছাড়া। সে তো তাদের একজন যারা পেছনে পড়ে থাকবে। আমরা এ-জনপদবাসীদের ওপর আকাশ থেকে শাস্তি

নামাব কারণ এরা সত্যত্যাগী ! আমি বোধশক্তিসম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য এর মধ্যে এক স্পষ্ট নির্দর্শন রেখেছি। — ২৯ সুরা আনকাবুত : ২৮-৩৫

লেখা ও লেখক : হে বিশ্বসিগণ ! তোমরা যখন একে অন্যের সাথে ঝগসংক্রান্ত কারবার করবে, তখন তা লিখে রেখো, আর তোমাদের মধ্যে কোনো লেখক যেন ন্যায্যভাবে লিখে দেয়। লেখক লিখতে অঙ্গীকার করবে না। যেহেতু আল্লাহ্ তাকে শিক্ষা দিয়েছেন, সুতরাং সে যেন লেখে। — ২ সুরা বাকারা : ২৮-২

লোকদেখানো কাজ : সুতরাং দুর্ভোগ সেসব নামাজ-আদায়কারী যারা তাদের নামাজ সম্বন্ধে উদাসীন যারা তা পড়ে লোকদেখানোর জন্য আর যারা অপরকে (সংসারের ছেটখাটো) জিনিস দিয়ে সাহায্য করতে চায় না। — ১০৭ সুরা মাউন : ৪-৭

হে বিশ্বসিগণ ! দানের কথা প্রচার করে ও কষ্ট দিয়ে (ঝোঁটা দিয়ে) তোমাদের দানকে ঐ লোকের মতো নষ্ট কোরো না যে নিজের ধন লোক-দেখানোর জন্য ব্যয় করে ও আল্লাহ্ এবং পরকালে বিশ্বাস করে না। তার উপর্মা একটি শক্ত পাথর যার ওপর কিছু মাটি থাকে, পরে তার ওপর প্রবল বৃষ্টি পড়ে তাকে মসৃণ করে ফেলে। যা তারা উপার্জন করে তার কিছুই তারা তাদের কাজে লাগাতে পারবে না। — ২ সুরা বাকারা : ২৬৪

আর যারা লোক-দেখানোর জন্য তাদের ধনসম্পদ ব্যয় করে এবং আল্লাহ্ ও শেষদিনে বিশ্বাস করে না (আল্লাহ্ তাদেরকেও ভালোবাসেন না)। আর শয়তান কারণ সঙ্গী হলে সে সঙ্গী কতই-না জঘন্য। — ৪ সুরা নিসা : ৩৮

(হে বিশ্বসিগণ) আর তোমরা তাদের মতো হয়ে না যারা গর্ভভরে ও লোক- দেখানোর জন্য নিজেদের ঘর থেকে বের হয় এবং (লোককে) আল্লাহ্ পথে বাধা দেয়। তারা যা করে আল্লাহ্ তা যিনে রয়েছেন। — ৮ সুরা আনফাল : ৪৭

... আর যখন তারা (মুনাফিকরা) নামাজে দাঁড়ায় তখন তিলেচালাভাবে কেবল লোক- দেখানোর জন্য দাঁড়ায়, এবং আল্লাহ্ কে তারা অল্পই স্মরণ করে। — ৪ সুরা নিসা : ১৪২

লোকভয় : এরা মানুষের কাছে লুকোতে চায় কিন্তু আল্লাহর কাছে লুকোতে পারে না। আর আল্লাহ্ তাদের সঙ্গে থাকেন যখন তারা রাত্রে এমন বিষয়ের পরামর্শ করে যা তিনি পছন্দ করেন না। আর তারা যা-ই করে তা আল্লাহর জ্ঞানের আয়ত্তে। দেখো, তোমরাই পার্থিব জীবনে তাদের পক্ষে কথা বলেছ। কিন্তু কিয়ামতের দিন আল্লাহর সামনে কে তাদের পক্ষে কথা বলবে, বা কে তাদের জন্য ওকালতি করবে ? — ৪ সুরা নিসা : ১০৮-১০৯

লোকমত : আর যদি তুমি পৃথিবীর অধিকার্ণ লোকের কথামতো চল তবে তারা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচুত করবে। তারা তো কেবল অনুমানের অনুসরণ করে। আর তারা যিথ্যাই বলে। — ৬ সুরা আনআম : ১১৬

লোভ : আর সে (মানুষ) তো ধনসম্পদের লালসায় মেতে আছে ...। — ১০০ সুরা আদিয়াত : ৮

আর তারা যেন কিছুতেই মনে না করে যে আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহে তাদের যা দিয়েছেন তাতে কৃপণতা করলে তাদের ভালো হবে। না, এ তাদের জন্য মন্দ। তারা যে-ধনে কৃপণতা করে কিয়ামতের দিন সে-ই তাদের গলার ফাঁস হবে। আকাশ ও পৃথিবীর উভয়রাখিকার

আল্লাহরই। আর তোমরা যা কর আল্লাহ তা ভালো করেই জানেন। — ৩ সুরা আল-ই-ইমরানঃ ১৮০

যা দিয়ে আল্লাহ তোমাদের কাউকে কারও ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন, তোমরা তার লালসা কোরো না। পুরুষ যা অর্জন করে তা তার প্রাপ্য, আর নারী যা অর্জন করে তা তার প্রাপ্য। আল্লাহর অনুগ্রহ প্রার্থনা করো, আল্লাহ তো সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ। — ৪ সুরা নিসাঃ ৩২

লোহাঃ ... আর আমি দিয়েছি লোহা যার মধ্যে রয়েছে প্রচণ্ড শক্তি ও মানুষের জন্য নানা উপকার ; আর এ এজন্য যে আল্লাহ জানতে পারেন কে না-দেখে তাঁকে ও তাঁর রসূলদেরকে সাহায্য করে। আল্লাহ তো শক্তিধর, পরাক্রমশালী। — ৫ সুরা ইহুদিদঃ ২৫

শপথঃ অঙ্গীকার, প্রতিশ্রুতি ও শপথ দ্র.

শক্রঃ বক্তু ও শক্র দ্র.

শক্রের শাস্তিঃ যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এ পৃথিবীতে ধ্বংসাত্মক কাজ করে তাদের শাস্তি এই যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে বা ক্রুশবিদ্ধ করা হবে বা উলটো দিক থেকে তাদের হাত ও পা কেটে ফেলা হবে বা তাদেরকে দেশ থেকে নির্বাসিত করা হবে। পৃথিবীতে এ-ই তাদের লাঙ্ঘনা, আর পরকালে তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি। তবে, তোমাদের আয়ত্তে আসার পূর্বে যারা তওবা করবে তাদের জন্য (এ শাস্তি) নয়। সুতরাং জেনে রেখো যে, আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। — ৫ সুরা মায়দাঃ ৩৩-৩৪

শনিবারঃ [ইহুদিদের জন্য শনিবার ছিল ছুটির দিন, বিশেষ প্রার্থনার দিন। শনিবারে মাছ ধরা নিষেধ করা হলেও ইহুদিদের একটা দল তা মানতো না।] তাদেরকে সম্মুতীরবতী অধিবাসীদের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করো, তারা শনিবারে সীমালভ্যন করত। শনিবার-পালনের দিন তাদের কাছে পানির ওপর মাছ ভেসে আসত, কিন্তু যেদিন তারা শনিবার পালন করত না সেদিন ওরা তাদের কাছে আসত না। যারা সত্য ত্যাগ করেছিল তাদেরকে আমি এইভাবে পরীক্ষা করেছিলাম।

আর যখন তাদের একদল বলেছিল, ‘আল্লাহ যাদেরকে ধ্বংস করবেন বা কঠোর শাস্তি দেবেন, কেন তোমরা তাদেরকে (অনর্থক) উপদেশ দিচ্ছ?’

তারা বলেছিল, ‘তোমাদের প্রতিপালকের প্রতি কর্তব্যপালনের জন্য, আর হয়ত তারা তাঁকে ভয় পেলেও পেতে পারে।’

তাদেরকে যে-উপদেশ দেওয়া হয়েছিল তারা যখন তা ভুলে গেল, তখনও যারা খারাপ কাজ থেকে নিজেদেরকে দূরে রেখেছিল তাদেরকে আমি উদ্ধার করেছিলাম। আর যারা সীমালভ্যন করে সত্য ত্যাগ করেছিল আমি তাদেরকে কঠোর শাস্তি দিয়েছিলাম। তারা যখন নিয়ন্ত কাজে বাড়াবাড়ি করতে লাগল তখন তাদেরকে বললাম, ‘ঘণ্টিত বানর হও !’

আরও স্মরণ করো, তোমার প্রতিপালক ঘোষণা করে দিলেন যে, তিনি তো কিয়ামত পর্যন্ত এমন লোককে তাদের চেয়ে শক্তিশালী করতে থাকবেনই যারা তাদেরকে কঠিন শাস্তি দিতে থাকবে। আর নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক তো শাস্তিদানে তৎপর। আর তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালুও। — ৭ সুরা আরাফঃ ১৬৩-১৬৭

শনিবার-পালন তো কেবল তাদেরই জন্য বাধ্যতামূলক করা হয়েছিল। যারা এ-সম্বন্ধে মতভেদ করত, যে-বিষয়ে ওরা মতভেদ করত তোমার প্রতিপালক তো অবশ্যই কিয়ামতের দিন সে-বিষয়ে ওদের বিচার- শীমাংসা করে দেবেন। — ১৬ সুরা নাহল : ১২৪

তোমাদের মধ্যে যারা শনিবারে শীমালজ্ঞন করেছিল তাদেরকে তোমরা ভালো করেই জান। আমি তাদেরকে বলেছিলাম, ‘তোমরা ঘৃণিত বানর হও।’ আমি এ-ঘটনাকে তাদের সমসাময়িক ও পরবর্তীদের শিক্ষা গ্রহণের জন্য দৃষ্টান্ত ও সাবধানিদের জন্য এক উপদেশস্বরূপ করেছি। — ২ সুরা বাকারা : ৬৫-৬৬

তোমাদের যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে, তোমরা তোমাদের কাছে যা আছে তার সমর্থকরূপে আমি যা অবর্তীর্ণ করেছি তাতে বিশ্বাস করো সেই সময় আসার পূর্বে যখন তোমাদের মুখ্যপ্রাত্মেরকে আমি ধ্বংস করব, তোমাদেরকে বিপরীত দিকে ফিরিয়ে দেব। এবং শনিবার অমান্যকরীদেরকে যেমন অভিশাপ দিয়েছিলাম আমি তেমন অভিশাপ তোমাদেরকে দেব। আল্লাহর আদেশ তো কার্যকর হয়েই থাকে। — ৪ সুরা নিসা : ৪৭

আর তাদের অঙ্গীকার নেবার সময় আমি তুর পাহাড়কে তাদের ওপর উচু করে ধরেছিলাম ও তাদেরকে বলেছিলাম, ‘মাথা নিচু করে ফটকে প্রবেশ করো।’ আর তাদেরকে বলেছিলাম, ‘শনিবারে শীমালজ্ঞন কোরো না, আর আমি তাদের কাছ থেকে দৃঢ় অঙ্গীকার নিয়েছিলাম।’

আর তারা (অভিশপ্ত হয়েছিল) তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গ করার জন্য, আল্লাহর আয়াত অবিশ্বাস করার জন্য, নবিদের অন্যায়ভাবে হত্যা করার জন্য, ও ‘আমাদের হাদ্য তো আচ্ছাদিত।’ এই কথার জন্য ; না তাদের অবিশ্বাসের জন্য আল্লাহই তাদের (হাদ্য) মোহর করে দিয়েছেন। তাই তাদের অল্প কয়েকজনই বিশ্বাস করে। — ৪ সুরা নিসা : ১৫৪-১৫৫

শয়তান : আর এ তো অভিশপ্ত শয়তানের কথা নয়। সুতরাং তোমরা কোন পথে চলেছো ? এ তো শুধু বিশুজ্জগতের জন্য উপদেশ। তোমাদের মধ্যে যে সরল পথে চলতে চায় তার জন্য। — ৮১ সুরা তাকভির : ২৫-২৮

হে আদমসত্ত্ব ! শয়তান যেন তোমাদেরকে প্রলুব্ধ না করে যেমন করে সে তোমাদের পিতামাতাকে (প্রলুব্ধ করে) জান্মাত হতে বের করিয়েছিল, তাদের লজ্জাহান তাদেরকে দেখাবার জন্য তাদেরকে উলঙ্ঘ করেছিল। সে নিজে ও তার দল তোমাদেরকে এমনভাবে দেখে যে তোমরা তাদের দেখতে পাও না। শয়তানকে আমি তাদের অভিভাবক করেছি যারা বিশ্বাস করে না। — ৭ সুরা আরাফ : ২৭

একদলকে তিনি সংপথে পরিচালিত করেছেন, আর অপর দলের পথভ্রষ্টতা তিনি ন্যায়মতো নির্ধারিত করেছেন। তারা আল্লাহকে ছেড়ে শয়তানকে তাদের অভিভাবক করেছিল ও নিজেদেরকে তারা মনে করত সংপথগামী। — ৭ সুরা আরাফ : ৩০

তাদেরকে তুমি সেই লোকের কথা শোনাও যাকে আমি নির্দশনাবলী দিয়েছিলাম, পরে সে সেগুলো বর্জন করে (আর কেমন করে) শয়তান তার পেছনে লাগে এবং সে বিপদগামীদের অস্তর্ভুক্ত হয়। — ৭ সুরা আরাফ : ১৭৫

আর যদি শয়তানের কুম্ভণা তোমাকে প্ররোচিত করে তবে আল্লাহ'র শরণ নেবে, নিচ্ছয় তিনি সব শোনেন, সব জানেন।

নিচ্ছয়ই যখন শয়তান কুম্ভণা দেয় তখন যারা সাবধান তারা সচেতন হয় ও তাদের চোখ খুলে যায়। আর তাদের ভাই-বেরাদররা (অবিশ্বাসীরা) তাদেরকে বিভ্রান্তির দিকে আকৃষ্ট করে ও এ-বিষয়ে তারা কোনো কসুর করে না। — ৭ সুরা আরাফ় : ২০০-২০২

(কিয়ামতের দিন) আরও বলা হবে, 'হে অপরাধীরা তোমরা আজ আলাদা হয়ে যাও !'

'হে আদমসন্তান ! আমি কি তোমাদের নির্দেশ দিই নি যে, তোমরা শয়তানের দাসত্ব কোরো না, কারণ সে তোমাদের শক্র ; আর তোমরা আমাকে অনুসরণ করো, আর এ-ই সরল পথ ? শয়তান তো তোমাদের পূর্বে বহজনকে বিভ্রান্ত করেছিল, তবুও কি তোমরা বোঝ নি ? এ-ই জাহানাম, যার কথা তোমাদেরকে বলা হয়েছিল। আজ তোমরা এতে প্রবেশ কর ; কারণ তোমরা অবিশ্বাস করেছিলে !'

আমি আজ এদের মুখ মোহর করে দেব ; এদের হাত আমার সঙ্গে কথা বলবে আর পা এদের কৃতকর্মের সাক্ষ্য দেবে। আমি ইচ্ছা করলে এদের দৃষ্টিশক্তি লোপ করে দিতে পারতাম ; তখন এরা পথে চলতে চাইলে কী করে এরা দেখতে পেত ? আর আমি ইচ্ছা করলে এদেরকে এদের নিজের জায়গায় এদের স্তর করে দিতে পারতাম, তাহলে এরা এগুতেও পারত না, পেছুতেও পারত না। — ৩৬ সুরা ইয়াসিন : ৫৯-৬৭

সীমালভনকারী সেন্দিন নিজের হাত দুটো কামড়াতে কামড়াতে বলবে, 'হায় ! আমি যদি রসূলের সাথে সৎপথ অবলম্বন করতাম ! হায় ! আমার দুর্ভাগ্য ! আমি যদি অমুক-অমুককে বক্ষুরপে গ্রহণ না করতাম ! আমার কাছে উপদেশ (কোরান) পৌছানোর পর আমাকে তো সে বিভ্রান্ত করেছিল !' শয়তান তো মানুষকে বিপদের সময় ছেড়ে চলে যায়। — ২৫ সুরা মানব সম্প্রদায় ফুরুকান : ২৭-২৯

হে মানবসম্প্রদায় ! আল্লাহ'র প্রতিশ্রুতি সত্য ! তাই পার্থিব জীবন যেন তোমাদেরকে কিছুতেই ধোকা না দেয়, আর ধোকাবাজ যেন কিছুতেই আল্লাহ'র সম্পর্কে তোমাদেরকে ধোকা না দিতে পারে। শয়তান তোমাদের শক্র ; তাই তাকে শক্র হিসাবেই গ্রহণ করো। সে তো তার দলবলকে এজন্য ডাকে যেন ওরা জাহানামে যায়। — ৩৫ সুরা ফাতির : ৫-৬

(ইব্রাহিম বলল) 'হে আমার পিতা ! শয়তানের উপাসনা কোরো না। শয়তান তো করুণাময়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে। হে আমার পিতা ! আমার ভয় হয়, তোমাকে করুণাময়ের শাস্তি স্পর্শ করবে ও তুমি শয়তানের বক্ষু হয়ে পড়বে !'

সে বলল, 'হে ইব্রাহিম ! তুমি কি আমার দেবদৈবীকে ঘণা কর ? যদি তুমি নিবৃত না হও তবে আমি তোমাকে পাথর মেরে (হত্যা করব)। তুমি চিরদিনের জন্য আমার কাছ থেকে দূরে সরে যাও !' — ১৯ সুরা মরিয়ম : ৪৪-৪৬

মানুষের কি মনে নেই যে, আমি তাকে পূর্বে সৃষ্টি করেছি যখন সে কিছুই ছিল না ? সুতরাং তোমার প্রতিপালকের শপথ ! আমি তো ওদেরকে ও শয়তানদের নিয়ে একসাথে জড় করব ও পরে নতজানু করিয়ে আমি ওদেরকে জাহানামের চারদিকে উপস্থিত করব। — ১৯ সুরা মরিয়ম : ৬৭-৬৮

তুমি কি লক্ষ কর না যে, আমি অবিশ্বাসীদের কাছে তাদের মন্দ কাজে বিশেষভাবে উৎসাহ দেওয়ার জন্য শয়তান পাঠিয়েছি। সুতরাং তুমি তাদের ব্যাপারে তাড়াতাড়ি কোরো না। আমি ওদের নির্ধারিত কাল গণনা করছি, যেদিন সাবধানিদেরকে করণাময়ের কাছে সম্মানিত অতিথি হিসাবে আমি সমবেত করব ও অপরাধীদেরকে তাড়িয়ে নিয়ে যাব তঃঙ্গর্ত অবস্থায় জাহাঙ্গামের দিকে। — ১৯ সুরা মরিয়ম : ৮৩-৮৬

তারপর ওদেরকে (অংশীবাদীদেরকে) ও পথবন্টদেরকে মুখ নিচু করে জাহাঙ্গামে দেকানো হবে আর ইবলিস বাহিনীর সবাইকে। — ২৬ সুরা শোআরা : ১৪-১৫

শয়তানরা এ (কোরান) অবতীর্ণ করে নি। এ ওদের কাজের নয়, আর এর ক্ষমতাও ওদের নেই। ওরা যাতে (ফেরেশতাদের কথা) শুনতে না পায় তার জন্য ওদেরকে দূরে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। — ২৬ সুরা শোআরা : ২১০-২১২

তোমাকে কি আমি জানাব কার কাছে শয়তানরা আসে? ওরা তো আসে প্রত্যেকটি ঘোর মিথ্যাবাদী ও পাপীর কাছে? ওরা কানকথা শোনে আর ওদের বেশির ভাগই মিথ্যাবাদী। — ২৬ সুরা শোআরা : ২২১-২২৩

তুমি আমার দাসদেরকে যা ভালো তা বলতে বলো। শয়তান ওদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উস্কানি দেয়, শয়তান তো মানুষের প্রকাশ্য শক্তি। — ১৭ সুরা বনি-ইসরাইল : ৫৩

আকাশে আমি রাশিচক্র সৃষ্টি করেছি ও পর্যবেক্ষকদের জন্য তা করেছি সুশোভিত। প্রত্যেক অভিশপ্ত শয়তান থেকে আমি তাকে রক্ষা করে থাকি। আর কেউ চুরি করে আকাশের সংবাদ জানতে চাইলে এক প্রদীপ শিখা তার পিছু ধাওয়া করে। — ১৫ সুরা হিজর : ১৬-১৮

আমার শাস্তি যখন তাদের ওপর পড়ল তখন তারা কেন বিনীত হল না? বরং তাদের হন্দয় কঠিন হয়ে গিয়েছিল এবং তারা যা করেছিল শয়তান তাকে তাদের দৃষ্টিতে শোভন করেছিল। — ৬ সুরা আনআম : ৪৩

তুমি যখন দেখ তারা আমার নির্দর্শন নিয়ে নির্বর্থক আলোচনায় মেতে আছে তখন তুমি দূরে সরে যাবে যে-পর্যন্ত না তারা অন্য প্রসঙ্গে ঘোগ দেয়। আর শয়তান যদি তোমাকে ভুল করায়, তবে খেয়াল হওয়ার পর সীমালজ্বনকারী সম্প্রদায়ের সঙ্গে বসবে না। — ৬ সুরা আনআম : ৬৮

বলো, ‘আল্লাহ্ ছাড়া আমরা কি এমন কিছুকে ডাকব যা তোমাদের কোনো উপকার বা অপকার করতে পারে না? আল্লাহ্ আমাদেরকে সংপ্রথ প্রদর্শনের পর আমরা কি সে ব্যক্তির মতো আগের অবস্থায় ফিরে যাব যাকে শয়তান পৃথিবীতে পথ ভুলিয়ে হয়রান করেছে, যদিও তার সহচরগণ তাকে পথের দিকে ডাক দিয়ে বলে, ‘আমাদের কাছে এসো!’ বলো, ‘আল্লাহ্ র পথই পথ। আর আমাদেরকে বিশ্বজগতের প্রতিপালকের কাছে আত্মসমর্পণ করতে আদেশ করা হয়েছে।’ — ৬ সুরা আনআম : ৭১

আর আমি এভাবে মানুষ ও জিনের মধ্যে শয়তানকে প্রত্যেক নবির শক্তি করেছি, ঘোকা দেওয়ার জন্য তারা একে অন্যকে চমকপ্রদ কথা দিয়ে উস্কানি দেয়। যদি তোমার প্রতিপালক ইচ্ছা করতেন তবে তারা এ করত না। তাই তুমি তাদেরকে ও তাদের মিথ্যা রচনাকে

পরিত্যাগ করো। আর তারা এ জন্যে প্রয়োচিত করে যে, যারা পরকালে বিশ্বাস করে না, তাদের মন যেন ওতে অনুরাগী হয় ও ওর প্রতি যেন তারা তুষ্ট হয়, আর তারা যা করে তাতে যেন তারা নিষ্প থাকতে পারে। — ৬ সুরা আনআম ৪ ১১২-১১৩

আর যাতে আল্লাহ'র নাম নেওয়া হয় নি তা তোমরা খেয়ো না ; তা তো অনাচার আর শয়তান তো তার বন্ধুদেরকে তোমাদের সাথে বিবাদ করতে উসকানি দেয়। যদি তোমরা তাদের কথায়তো ছল তবে তোমরা তো অংশীবাদী হয়ে যাবে। — ৬ সুরা আনআম ৪ ১২১

... আল্লাহ' তোমাদের যা জীবিকা হিসাবে দিয়েছেন তার থেকে খাও। আর শয়তানের পদাঞ্চক অনুসরণ কোরো না। সে তো তোমাদের প্রকাশ্য শক্র। — ৬ সুরা আনআম ৪ ১৪২

আর ওদেরকে যখন বলা হয় 'আল্লাহ' যা অবতীর্ণ করেছেন তোমরা তার অনুসরণ কর', তারা বলে, 'না, না, আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে যেমন দেখেছি আমরা তা-ই অনুসরণ করব!' যদি শয়তান তাদেরকে জ্বলন্ত আগন্তের দিকে ডাকে, তবুও কি? — ৩১ সুরা নুকমান ২

আমি তোমাদের কাছের আকাশকে নক্ষত্রাঙ্গি দিয়ে সুশোভিত করেছি আর একে প্রত্যেক অবাধ্য শয়তান থেকে রক্ষা করেছি। তাই শয়তানের ওপরের জগতের কিছু শূন্তে পারে না। তাদের ওপর সব দিক থেকে (উক্তা) ফেলা হয়, তাদেরকে তাড়ানোর জন্য। তাদের জন্য আছে অশেষ শাস্তি। তবে কেউ গোপনে হঠাৎ কিছু শূনে ফেললে জ্বলন্ত উক্তা তার পিছু নেয়। — ৩৭ সুরা সাফ্ফাত ৬-১০

ওদের সম্বন্ধে ইবলিসের অনুমান সত্য হল, শুধু একটি বিশ্বাসীদের দল ছাড়া, ওরা তাকে অনুসরণ করল যাদের ওপর তার কোনো আধিপত্য ছিলনা, তবে কারা পরকালে বিশ্বাসী ও কারা তা সন্দেহ করে তা প্রকাশ করে দেওয়াই ছিল আমার উদ্দেশ্য। তোমার প্রতিপালক সরবিষয়ের তত্ত্বাবধায়ক। — ৩৪ সুরা সাবা ২০-২১

যদি শয়তানের কুমক্রগা তোমাকে উসকানি দেয় তবে তুমি আল্লাহ'র শরণ নেবে ; তিনি সব শোনেন, সব জানেন। — ৪১ সুরা হা�-মিম-সিজ্দ ৩ ৩৬

যে-ব্যক্তি করুণাময় আল্লাহ'র শরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় তার জন্য তিনি এক শয়তানকে নিয়োজিত করেন, তারপর সে-ই তার সঙ্গী হয়। শয়তানেরাই মানুষকে সংপথ থেকে নিবৃত রাখে, অথচ মানুষ মনে করে তারা সংপথে পরিচালিত হচ্ছে। যখন সে আমার কাছে আসবে তখন সে বলবে, 'হায় ! আমার ও তোমার মধ্যে যদি পূর্ব ও পশ্চিমের ব্যবধান থাকত!' সঙ্গী হিসেবে সে খারাপ ! আর (তাদেরকে বলা হবে) 'যেহেতু তোমরা সীমালঙ্ঘন করেছিলে সেহেতু আজকের এই একত্রে শাস্তিভোগ তোমাদের কোনো উপকারে আসবে না !'

— ৪৩ সুরা জুখরুফ ৩ ৩৬-৩৯

শয়তান যেন তোমাদের কিছুতেই এ (সরল পথ) থেকে নিবৃত্ত না করে, সে তো তোমাদের প্রকাশ্য শক্র। — ৪৩ সুরা জুখরুফ ৬ ৬২

শপথ আল্লাহ'র, আমি তোমার পূর্বেও বহু জাতির কাছে রসূল পাঠিয়েছি, কিন্তু শয়তান ঐ সব জাতির কার্যকলাপ ওদের দ্যষ্টিতে শোভন করেছিল, তাই শয়তান আজ ওদের অভিভাবক। আর ওদের জন্য আছে নির্দারন শাস্তি। — ১৬ সুরা নাহল ৬ ৬৩

যখন তুমি কোরান আব্দিতি করবে তখন অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহ'র শরণ নেবে। যারা বিশ্বাস করে ও তাদের প্রতিপালকের ওপর নির্ভর করে তাদের ওপর ওর (শয়তানের) কোনো আধিপত্য নেই। ওর আধিপত্য তো কেবল তাদেরই ওপর যারা ওকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে ও যারা (আল্লাহ'র) শরিক করে। — ১৬ সুরা নাহল : ৯৮-১০০

যখন সব কিছুর মীমাংসা হয়ে যাবে তখন শয়তান বলবে, 'আল্লাহ' তোমাদেরকে প্রতিশৃঙ্খলি দিয়েছিলেন, সত্য প্রতিশৃঙ্খলি। আমিও তোমাদেরকে প্রতিশৃঙ্খলি দিয়েছিলাম, কিন্তু আমি তোমাদেরকে দেওয়া প্রতিশৃঙ্খলি রক্ষা করি নি। আমার তো তোমাদের ওপর কোনো কর্তৃত্ব ছিল না। আমি কেবল তোমাদেরকে ডাক দিয়েছিলাম আর তোমরা আমার ডাকে সাড়া দিয়েছিলে। তাই তোমরা আমাকে দোষ দিয়ো না, তোমরা নিজেদেরকে দোষ দাও। আমি তোমাদেরকে উদ্ধার করতে সাহায্য করতে পারব না ; আর তোমরাও আমাকে উদ্ধার করতে সাহায্য করতে পারবে না। তোমরা যে পূর্বে আমাকে আল্লাহ'র শরিক করেছিলে তার সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। সীমালজ্ঞনকারীদের জন্য তো আছে ভয়ানক শাস্তি।'

— ১৪ সুরা ইরাহিম : ২২

বলো, 'হে আমার প্রতিপালক ! আমি শয়তানের প্ররোচনা থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করি।' — ২৩ সুরা মুমিনুন : ১৭

আর আমি আদ ও সামুদকে ধ্বংস করেছিলাম। ওদের বাড়িয়রই তোমাদের জন্য এর সুস্পষ্ট প্রমাণ। শয়তান ওদের কাজকে ওদের দৃষ্টিতে শোভন করেছিল এবং ওদেরকে সংপথে চলতে বাধা দিয়েছিল। যদিও ওরা বিচক্ষণ লোক ছিল। — ২৯ সুরা আনকাবুত : ৩৮

হে মানবজাতি ! পথবীতে যা কিছু হালাল ও বিশুদ্ধ খাদ্যব্য রয়েছে, তা থেকে তোমরা আহার করো আর তোমরা শয়তানের পদাঞ্চল অনুসরণ কোরো না। সে তো তোমাদের প্রকাশ্য শক্তি। সে তো কেবল তোমাদেরকে মন্দ ও অশ্রুল কাজের নিদেশ দেয়, আর সে চায় যে, আল্লাহ'র স্মরণে তোমরা যা জান না তা বলো। — ২ সুরা বাকারা : ১৬৮-১৬৯

হে বিশ্বসিগণ ! তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করো ; আর শয়তানের পদাঞ্চল অনুসরণ কোরো না। সে তো তোমাদের প্রকাশ্য শক্তি। — ২ সুরা বাকারা : ২০৮

শয়তান তোমাদেরকে দারিদ্র্যের ভয় দেখায় ও খারাপ কাজে উসকানি দেয়, অপরদিকে আল্লাহ' তোমাদের তার ক্ষমা ও অনুগ্রহের প্রতিশৃঙ্খলি দেন। আর আল্লাহ' তো প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ। — ২ সুরা বাকারা : ২৬৮

স্মরণ করো, তিনি তাঁর পক্ষ থেকে নিরাপত্তার জন্য (বদরের যুদ্ধে) তোমাদেরকে তদ্বায় আচ্ছন্ন করেন ও আকাশ থেকে তোমাদের ওপর বৃষ্টি ঝরান তা দিয়ে তোমাদেরকে পবিত্র করার জন্য, তোমাদের কাছ থেকে শয়তানের কুমন্ত্রণাকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য, তোমাদের বুক শক্ত করার জন্য আর তোমাদের পা ছির রাখার জন্য। — ৮ সুরা আনফাল : ১১

স্মরণ করো, শয়তান তাদের কাজকর্ম তাদের দৃষ্টিতে শোভন করেছিল ও বলেছিল, 'আজ মানুষের মধ্যে কেউই তোমাদের ওপর বিজয়ী হবে না ; সাহায্য করার জন্য আমিই তোমাদের কাছে থাকব।' তারপর দুই দল যখন পরম্পরারের সম্মূলীন হল তখন সে সরে পড়ল ও বলল, 'তোমাদের সাথে আমার কোনো সম্পর্ক রইল না, তোমরা যা দেখতে পাও না আমি

তা দেখি। আমি আল্লাহকে ত্য করি, আর আল্লাহ তো শাস্তিদানে কঠোর।' — ৮ সুরা
আনফাল : ৪৮

যেদিন দু'দল পরম্পরের ঘোকাবিলা করেছিল সেদিন যারা পালিয়ে গিয়েছিল, শয়তানই
তাদের পদস্থলন ধাটিয়েছিল তাদের কাজের জন্য। আল্লাহ ক্ষমা করেন, বড়ই সহ্যশীল।
— ৩ সুরা আল-ই-ইমরান : ১৫৫

শয়তান তো তোমাদেরকে তার বক্ষুদের ভয় দেখায়! যদি তোমরা বিশ্বাস কর তবে
তোমরা তাদেরকে ভয় কোরো না, আমাকেই ভয় কর। — ৩ সুরা আল-ই-ইমরান : ১৭৫

... আর শয়তান কারও সঙ্গী হলে সে-সঙ্গী কতই-না জঘন্য। — ৪ সুরা নিসা : ৩৮

যারা বিশ্বাসী তারা আল্লাহর পথে সংগ্রাম করে; আর যারা অবিশ্বাসী তারা তাগুতের [
অসত্য দেবতার] পথে সংগ্রাম করে। সুতরাং তোমরা শয়তানের বক্ষুদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম কর।
শয়তানের কৌশল তো দুর্বল।' — ৪ সুরা নিসা : ৭৬

... তোমাদের প্রতি যদি আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না থাকত, তবে তোমাদের কিছু লোক
ছাড়া সকলে শয়তানের অনুসরণ করত। — ৪ সুরা নিসা : ৮৩

তাঁর পরিবর্তে তারা (প্রাণহীন) দেবদেবীর ও বিদ্রোহী শয়তানের পূজা করে।
আল্লাহ তাকে (শয়তানকে) অভিশাপ দেন ও সে বলে 'আমি তোমার দাসদের এক
নির্দিষ্ট অংশকে (আমার দলে) নিয়ে ফেলব ও তাদেরকে পথভৃষ্ট করবই; তাদের হাদয়ে
মিথ্যা বাসনার সৃষ্টি করবই। আমিই তাদেরকে নিশ্চয় নির্দেশ দেব এবং তারা পশুর কান ফুটো
করবে (দেবদেবীকে উৎসর্গ করার জন্য)। আর আমি তাদেরকে নিশ্চয় নির্দেশ দেব এবং
তারা আল্লাহর সৃষ্টি বিকৃত করবে।' আর যে আল্লাহর পরিবর্তে শয়তানকে অভিভাবক
হিসাবে গ্রহণ করে, সে তো প্রত্যক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সে তাদেরকে প্রতিশুতি দেয়
ও তাদের হাদয়ে মিথ্যার বাসনার সৃষ্টি করে, আর শয়তান তাদেরকে যে-প্রতিশুতি দেয় সে
তো ছলনা যাত্র। এদের বাসস্থান হবে জাহানাম, তার খেকে তারা নিষ্কৃতির উপায় পাবে না।
— ৪ সুরা নিসা : ১১৭-১২১

যারা তাদের কাছে সংপথ প্রকাশ হওয়ার পর তা পরিত্যাগ করে, শয়তান তাদের
কাজকে শোভন ক'রে দেখায় ও তাদেরকে মিথ্যা আশা দেয়। এ এজন্য যে, আল্লাহ যা
অবতীর্ণ করেছেন যারা তা অপচন্দ করে তাদেরকে ওরা বলে, 'আমরা কোনো কোনো বিষয়ে
তোমাদের মান্য করব।'

ওদের গোপন অভিসন্ধি আল্লাহর ভালো করেই জানা। ফেরেশ্তারা যখন ওদের মুখে ও
পিঠে আঘাত করে প্রাণ হরণ করবে তখন ওদের দশা কী হবে? এ এজন্য যে, আল্লাহ যাতে
অসম্ভুষ্ট হন ওরা তা-ই অনুসরণ করে ও তাকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টাকে অপ্রিয় মনে করে;
তিনি তাই তাদের কর্ম ব্যর্থ ক'রে দেন। — ৪৭ সুরা মুহাম্মদ : ২৫-২৮

এদের (মুনাফিকদের) তুলনা (সেই) শয়তান যে মানুষকে বলে, 'অবিশ্বাস করো।'
তারপর যখন সে অবিশ্বাস করে তখন শয়তান বলে, 'তোমার সাথে তো আমার কোনো
সম্পর্ক নেই। আমি বিশ্বপ্রতিপালক আল্লাহকে ত্য করি।' — ৫৯ সুরা হাশর : ১৬

হে বিশ্বসিগণ! তোমরা শয়তানের পদাঞ্চল অনুসরণ কোরো না। কেউ শয়তানের
পদাঞ্চল অনুসরণ করলে, শয়তান তো অল্পীল ও মন্দ কাজের নির্দেশ দেয়। আল্লাহর অনুগ্রহ

ও দয়া না থাকলে তোমাদের কেউই কথনও পবিত্র হতে পারতে না। তবে আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা পবিত্র করে থাকেন। আর আল্লাহ্ সব শোনেন, সব জানেন। — ২৪ সুরা নূর : ২১

মানুষের মধ্যে কেউ-কেউ অজ্ঞানতাবশত আল্লাহ্ সম্বন্ধে তর্ক করে ও প্রত্যেক বিদ্রোহী শয়তানের অনুসরণ করে। শয়তান সম্বন্ধে এ-নিয়ম ক'রে দেওয়া হয়েছে যে, যে-কেউ তার সাথে বন্ধুত্ব করবে সে তাকে পথব্রহ্ম করবে ও তাকে জ্ঞান আগন্তুর শাস্তির দিকে নিয়ে যাবে। — ২২ সুরা হজ : ৩-৪

আমি তোমার পূর্বে যেসব নবি ও রসুল পাঠিয়েছিলাম তারা যখনই কিছু আবশ্যিক করত তখনই শয়তান তাদের আবশ্যিকতে বাইরে থেকে কিছু ছুড়ে ফেলত। কিন্তু শয়তান যা বাইরে থেকে ছুড়ে ফেলে আল্লাহ্ তা দূর করে দেন। তারপর আল্লাহ্ তাঁর আয়াতগুলোকে সুসংবন্ধ করেন। আর আল্লাহ্ তো সর্বজ্ঞ তত্ত্বজ্ঞানী। শয়তান যা বাইরে থেকে ছুড়ে ফেলে তা দিয়ে তিনি পরীক্ষা করেন তাদেরকে যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে যারা পাষাণহৃদয়। সীমালজ্বনকারীরা তো অশেষ মতভেদে রয়েছে। — ২২ সুরা হজ : ৫২-৫৩

গোপন পরামর্শ তো হয় শয়তানের প্ররোচনায়, বিশ্বাসীদের দুঃখ দেওয়ার জন্য, তবে আল্লাহ্ ইচ্ছা ছাড়া শয়তান তাদের সামান্যতম ক্ষতি করতে পারে না। বিশ্বাসীদের কর্তব্য আল্লাহ্ ওপর নির্ভর করা। — ৫৮ সুরা মুজাদালা : ১০

শয়তান ওদের (মুনাফিকদের) ওপর প্রত্যুত্ত বিস্তার করেছে, আর আল্লাহ্ স্মরণ থেকে ওদেরকে ভুলিয়ে দিয়েছে। ওরা শয়তানেরই দল। সাবধান ! শয়তানের দল অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। — ৫৮ সুরা মুজাদালা : ১৯

হে বিশ্বাসিগণ ! মদ, জুয়া, মূর্তি ও ভাগ্যপরীক্ষার তীর ঘণ্ট্য বন্ত, শয়তানের কাজ। সুতরাং তোমরা তা বর্জন কর যাতে তোমরা সফল হতে পার। শয়তান তো মদ ও জুয়ার দ্বারা তোমাদের মধ্যে শক্রতা ও বিহুব ঘটাতে এবং আল্লাহ্ র ধ্যানে ও নামাজে তোমাদেরকে বাধা দিতে চায় ! তাহলে তোমরা কি নিবৃত্ত হবে না ? — ৫ সুরা মায়দা : ৯০-৯১

শরাবানতহরা : তাদের (সুকৃতিকারীদের)-কে মোহৰ করা (পাত্র) থেকে পবিত্র সুরা পান করানো হবে, কল্পুরি দিয়ে যা মোহৰ করা থাকবে। যারা এর জন্য প্রতিযোগিতা করতে চায় তারা প্রতিযোগিতা করুক। তাতে মেশানো হবে তসনিম ঝরনার পানি যা থেকে আল্লাহ্ সান্নিধ্যাপ্তুরা পান করবে। — ৮৩ সুরা মুতাফাফিফিন : ২৫-২৮

সাবধানিদেরকে যে-জান্মাতের প্রতিশূলিতি দেওয়া হয়েছে তার দষ্টান্ত, সেখানে আছে নির্মল পানির নহর, আছে দুধের নহর যার স্বাদ অপরিবতনীয়, যারা পান করে তাদের জন্য আছে সুস্বাদু সুধার নহর, আছে পরিশোধিত মধুর নহর আর সেখানে তাদের জন্য থাকবে নানা রকম ফলমূল, আর তাদের প্রতিপালকের ক্ষমা। — ৪৭ সুরা মুহাম্মদ : ১৫

... তাদের প্রতিপালক তাদের (জোন্নাতবাসীদের)-কে পান করাবেন শরাবানতহরা [বিশুদ্ধ পানীয়]। — ৭৬ সুরা দাহর : ২১

শরিয়ত : এরপর আমি তোমাকে শরিয়তের বিধানে প্রতিষ্ঠিত করেছি। সুতরাং তুমি তা অনুসরণ কর ; অজ্ঞদের খেয়ালখুশির অনুসরণ কোরো না'। — ৪৫ সুরা জাসিয়া : ১৮

আমি তোমাদের জন্য নির্ধারিত করেছি (সেই) ধর্ম যার নির্দেশ নুহকে দিয়েছিলাম,— যা আমি প্রত্যাদেশ করেছি তোমাকে,— যার নির্দেশ দিয়েছিলোম ইব্রাহিম, মুসা ও ঈসাকে, এই ব'লে যে, ‘তোমরা ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করো ও তার মধ্যে মতভেদ এনো না।’ তুমি অংশীবাদীদেরকে যার কাছে ডাকছ তা তাদের কাছে বড় কঠিন বলে মনে হয়। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা ধর্মের দিকে টানেন ; আর যে তাঁর দিকে মুখ ফেরায় তাকে তিনি ধর্মের দিকে পরিচালিত করেন। — ৪২ সুরা শুরা : ১৩

আর এর পূর্বে অবতীর্ণ কিতাবের সমর্থক ও সংরক্ষক হিসাবে আমি তোমার ওপর সত্যসহ কিতাব অবতীর্ণ করেছি। সুতরাং আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন সেইভাবে তুমি তাদের বিচার করো ও যে-সত্য তোমার কাছে এসেছে তা ছেড়ে দিয়ে তাদের খেয়ালখুশির অনুসরণ কোরো না। আমি তোমাদের প্রত্যেকের জন্য শরিম্মাত [আইন] ও স্পষ্ট পথ নির্ধারণ করেছি। ইচ্ছা করলে আল্লাহ্ তোমাদেরকে একজাতি করতে পারতেন, কিন্তু তিনি তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তা দিয়ে তোমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য (তা করেন নি)। তাই সংকর্মে তোমরা প্রতিযোগিতা কর। আল্লাহর দিকেই তোমরা সকলেই ফিরে যাবে। তারপর তোমরা যে-বিষয়ে মতভেদ করেছিলে সে-সম্বন্ধে তিনি তোমাদেরকে জানিয়ে দেবেন।

আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন তুমি সেইভাবে তাদের মধ্যে বিচার করো, তাদের খেয়ালখুশির অনুসরণ কোরো না। আর এ-সম্বন্ধে সতর্ক থাক যাতে আল্লাহ্ যা তোমার ওপর অবতীর্ণ করেছেন, ওরা তার কিছু থেকে তোমাকে বিচ্যুত করতে না পারে। যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে জেনে রাখো যে, তাদের কোনো কোনো পাপের জন্য আল্লাহ্ তাদেরকে শাস্তি দিতে চান, আর মানুষের মধ্যে অনেকেই তো সত্যত্যাগী।

তবে কি তারা জাহেলিয়া [প্রাগ-ইসলামী] যুগের বিচার ব্যবস্থা পেতে চায় ? দৃঢ় বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য বিচারে আল্লাহর চেয়ে ভালো আর কে ? — ৫ সুরা মাযিদ : ৪৮-৫০

শহীদ : আর যারা আল্লাহর পথে মারা যায় তাদের মৃত বোলো না, বরং তারা জীবিত ; কিন্তু তা তোমরা বুঝতে পার না। — ২ সুরা বাকারা : ১৫৪

আর যদি তোমরা আল্লাহর পথে নিহত হও বা মৃত্যুবরণ কর, তবে তারা যা জমা করে তার চেয়ে ভালো আল্লাহর ক্ষমা ও দয়া। আর তোমাদের মৃত্যু হলে বা তোমরা নিহত হলে তোমাদেরকে আল্লাহরই কাছে একত্র করা হবে। — ৩ সুরা আল-ই-ইমরান : ১৫৭-১৫৮

যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে তাদেরকে কখনই মৃত মনে কোরো না, বরং তারা তাদের প্রতিপালকের দৃষ্টিতে জীবিত ও তারা জীবিকাপ্রাপ্ত। — ৩ সুরা আল-ই-ইমরান : ১৬৯

আর যে-কেউ আল্লাহ্ ও রসূলের অনুসরণ করবে সে তাদের সঙ্গী হবে যাদেরকে আল্লাহ্ অনুগ্রহ করেছেন — যেমন, নবি, সত্যবাদী, শহীদ ও সংকর্মপরায়ণ ব্যক্তি। এবং তারা কত উত্তম সঙ্গী। — ৪ সুরা নিসা : ৬৯

যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলে বিশ্বাস করে তারাই তাদের প্রতিপালকের দৃষ্টিতে সিদ্ধিক [সত্যনিষ্ঠ] ও শহীদের মতো। তাদের জন্য রয়েছে তাদের আপ্য পুরস্কার ও জ্যোতি ...। — ৫৭ সুরা হাদিদ : ১৯

... যারা আল্লাহর পথে নিহত হয় তিনি কখনোই তাদের কাজ নষ্ট হতে দেন না। তিনি তাদেরকে সৎপথে পরিচালনা করেন ও তাদের অবস্থা ভালো করে দেন। তিনি তাদেরকে প্রবেশ করাবেন জান্মাতে, যার কথা তিনি তাদের জানিয়েছেন। — ৪৭ সুরা মুহাম্মদ : ৪-৬

যারা আল্লাহর পথে হিজরত করেছে ও পরে নিহত হয়েছে বা মৃত্যুবরণ করেছে তাদের আল্লাহ অবশ্যই উৎকৃষ্ট জীবিকা দান করবেন। আর আল্লাহই সর্বোৎকৃষ্ট জীবিকাদাত। তিনি তাদেরকে অবশ্যই এমন জাহাগায় প্রবেশ করাবেন যা তারা পছন্দ করবে। আর আল্লাহ তো তত্ত্বজ্ঞানী, সহিষ্ণু। — ২২ সুরা হজ : ৫৮-৫৯

শাস্তি : তাদের (জান্মাত ও জাহান্মামের) মধ্যে পর্দা আছে আর আরাফ [জান্মাত ও জাহান্মামের মধ্যস্থিতি প্রাচীর]-এ কিছু লোক থাকবে যারা প্রত্যেককে তার লক্ষণ দেখে চিনবে ও জান্মাতবাসীদেরকে ডেকে বলবে, ‘তোমাদের ওপর শাস্তি বর্ষিত হোক।’ তারা তখনও সেখানে প্রবেশ করে নি, তবে তারা আশা করছে। — ৭ সুরা আরাফ : ৪৬

পৃথিবীতে শাস্তিস্থাপনের পর সেখানে ফ্যাশান্ড ঘটাবেনা, তাঁকে ভয় ও আশাৰ সঙ্গে ডাকবে। আল্লাহর অনুগ্রহ তো সংকর্মপ্রয়াণদের কাছেই আছে। — ৭ সুরা আরাফ : ৫৬

(শোয়াইব বলেছিল) ... ‘তোমরা লোকদেরকে তাদের প্রাপ্য বস্তু কম দেবে না। আর পৃথিবীতে শাস্তি-স্থাপনের পর সেখানে ফ্যাশান্ড ঘটাবে না। তোমরা বিশ্বাসী হলে তোমাদের জন্য এ-ই কল্যাণকর।’ — ৭ সুরা আরাফ : ৮৫

(জান্মাতে) পরম দয়ালু প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তাদেরকে বলা হবে ‘সালাম’ [শাস্তি]।
— ৩৬ সুরা ইয়াসিন : ৫৮

সেখানে তারা শাস্তি ছাড়া কোনো নির্বর্থক কথা শুনবে না আর সেখানে সকাল-সন্ধ্যা তাদের জন্য থাকবে জীবনের উপকরণ। — ১৯ সুরা মরিয়ম : ৬২

যারা বিশ্বাসী ও সংকর্মপ্রয়াণ তাদের প্রতিপালক তাদের বিশ্বাসের জন্য তাদের পথনির্দেশ করবেন জান্মাতুন নাদীম [সুখকর উদ্যান]-এ যার পাদদেশে নদী বইবে। সেখানে তাদের ধৰ্ম হবে ‘হে আল্লাহ! তুমি মহান পবিত্র।’

আর সেখানে তাদের অভিবাদন হবে, ‘সালাম [শাস্তি]।’ আর তাদের শেয় ধৰ্ম হবে ‘সকল প্রশংসা বিশৃঙ্খলার প্রতিপালক আল্লাহর।’ — ১০ সুরা ইউনুস : ৯-১০

আল্লাহ দারুলসালাম [শাস্তির আবাস] -এর দিকে ডাক দেন আর যাকে ইচ্ছা সরল পথে পরিচালিত করেন। — ১০ সুরা ইউনুস : ২৫

সাবধানিরা থাকবে বরনাভৱ জান্মাতে। (তাদেরকে বলা হবে) ‘তোমরা শাস্তি ও নিরাপত্তার সাথে, ওখানে প্রবেশ কর।’ আর্থি তাদের অন্তর হতে দীর্ঘ দূর করব। তারা ভায়ের মত মুখোমুখি হয়ে আসবে বসবে। সেখানে তাদেরকে অবসাদ স্পর্শ করবে না ও সেখান থেকে তাদেরকে বে'র ক'রে দেওয়া হবে না। — ১৫ সুরা হিজর : ৪৫-৪৮

যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করত তাদেরকে দলে দলে জান্মাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। যখন তারা জান্মাতের কাছে উপস্থিত হবে তখন তার দরজা খুলে দেওয়া হবে ও জান্মাতের রক্ষীরা তাদেরকে বলবে, ‘তোমাদের প্রতি সালাম [শাস্তি], তোমরা সুখী হও আর স্থায়ীভাবে থাকার জন্য জান্মাতে প্রবেশ করো।’ — ৩৯ সুরা জুমা : ৭৩

... এভাবেই আল্লাহ পুরস্কৃত করেন সাবধানিদেরকে যাদের মতু ঘটায় ফেরেশতারা ওরা পবিত্র থাকা অবস্থায়। ফেরেশতারা বলবে, ‘তোমাদের ওপর শাস্তি! তোমরা যা করতে তার জন্য জানাতে প্রবেশ করো।’ — ১৬ সুরা নাহল : ৩১-৩২

যারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে তাদেরকে জানাতে প্রবেশ করান হবে, যার নিচে নদী বহুবে, সেখানে তারা থাকবে চিরকাল, তাদের প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে সেখানে তাদের অভিবাদন হবে ‘সালাম’ [শাস্তি]। — ১৪ সুরা ইব্রাহিম : ২৩

যেদিন তারা আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করবে সেদিন তাদের ওপর অভিবাদন করা হবে ‘সালাম’ [শাস্তি]। তিনি তাদের জন্য মহা প্রতিদান প্রস্তুত রেখেছেন। — ৩৩ সুরা আহজাব : ৪৪

যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে এ (কোরান) দিয়ে তিনি তাদেরকে শাস্তির পথে পরিচালিত করেন, আর নিজের ইচ্ছায় অঙ্গকার থেকে বের করে আলোর দিকে নিয়ে যান, আর ওদেরকে সরল পথে পরিচালিত করেন। — ৫ সুরা মায়িদা : ১৬

শাশ্বত বাণী : যারা শাশ্বত বাণীতে বিশ্বাসী তাদেরকে ইহজীবনে ও পরজীবনে আল্লাহ সুপ্রতিষ্ঠিত রাখবেন। যারা সীমালঞ্চনকারী আল্লাহ তাদেরকে বিভাসিতে রাখবেন। আল্লাহ যা ইচ্ছা তা-ই করেন। — ১৪ সুরা ইব্রাহিম : ২৭

শাস্তি : শপথ উষার! শপথ দশ রাত্রি! শপথ তার, যা জোড় ও যা বেজোড়! আর শপথ রাত্রির যথন তা শেষ হয়ে আসে! নিশ্চয়ই এর মধ্যে শপথ রয়েছে বোধশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তির জন্য।

তুমি কি দেখ নি তোমার প্রতিপালক কী করেছিলেন আদ বংশের ইয়াম গোত্রের ওপর যারা অধিকারী ছিল সুউচ্চ প্রাসাদের, যার সমতুল্য কোনো দেশে তৈরি হয় নি?

আর সামুদ্রের ওপর? যারা কুবা উপত্যকায় পাথর কেটে ঘর বানিয়েছিল? আর বহু শিবিরের অধিপিতি ফেরাউনের ওপর?

যারা দেশে সীমালঞ্চন করেছিল ও সেখানে অশাস্তি বাড়িয়েছিল। তারপর তোমার প্রতিপালক তাদের ওপর শাস্তির কশাঘাত হানলেন। তোমার প্রতিপালক তো সতর্ক দৃষ্টি রাখেন। — ৮৯ সুরা ফাজর : ১-১৪

যারা বিশ্বাসী নরনারীকে নির্যাতন করেছে ও তারপর তওবা করে নি তাদের জন্য আছে জাহানামের শাস্তি, আর দহনযন্ত্রণা। — ৮৫ সুরা বুরুজ : ১০

তোমার প্রতিপালকের মার বড়ই কঠিন। — ৮৫ সুরা বুরুজ : ১২

ওদের অধিকাংশের জন্যই শাস্তি অবধারিত, সুতরাং ওরা বিশ্বাস করবে না। আমি ওদের গলদেশে চিবুক পর্যন্ত বেড়ি পরিয়েছি, তাই ওরা উর্ধ্মযুৰী হয়ে আছে। আমি ওদের সামনে ও পেছনে প্রাচীর খাড়া করেছি তাদেরকে ঢেকে দিয়েছি; ফলে ওরা দেখতে পায় না। — ৩৬ সুরা ইয়াসিন : ৭-৯

যখন ওদের বলা হয়, ‘তোমরা পার্থিব ও পারলৌকিক শাস্তিকে ভয় করো যাতে তোমাদেরকে অনুগ্রহ করা যেতে পারে’ (যখন ওরা তা অগ্রহ্য করে)। — ৩৬ সুরা ইয়াসিন : ৪৫

যারা অবিশ্঵াস করে তাদের জন্য আছে কঠিন শাস্তি আর যারা বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে তাদের জন্য আছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার। — ৩৫ সুরা ফাতির : ৭

আল্লাহ্ মানুষকে তাদের কৃতকর্মের জন্য শাস্তি দিলে পৃথিবীতে জীবিত কাউকেই রেহাই দিতেন না। কিন্তু তিনি এক নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত তাদের অবকাশ দিয়ে থাকেন। তাদের সময় পূর্ণ হলে তারা জানতে পারবে। আল্লাহ্ তাঁর দাসদের ওপর দৃষ্টি রাখেন। — ৩৫ সুরা ফাতির : ৪৫

তোমার প্রতিপালকের পূর্বযোগণা না থাকলে ও কাল নির্ধারিত না থাকলে শাস্তি তো এসেই যেত। — ২০ সুরা তাহা : ১২৯

অতএব তুমি অন্য কোনো উপাস্যকে আল্লাহ্'র শরিক কোরো না ; করলে তুমি শাস্তি পাবে। — ২৬ সুরা শোআরা : ২১৩

আর যারা পরকালে বিশ্বাস করেনা তাদের জন্য আমি প্রস্তুত রেখেছি মর্মস্তুদ শাস্তি। — ১৭ সুরা বনি-ইসরাইল : ১০

ওরা যাদেরকে ডাকে তাদের মধ্যে যারা নিকটতর তারাই তো তাদের প্রতিপালকের নৈকট্যলাভের উপায় খোঁজে, তাঁর দয়া প্রত্যাশা করে ও তাঁর শাস্তিকে ভয় করে। তোমার প্রতিপালকের শাস্তি তো ভয়াবহ। এমন কোনো জনপদ নেই যা আমি কিয়ামতের পূর্বে ধ্বংস করব না বা যাকে কঠোর শাস্তি দেব না। এ তো কিতাবে লেখা আছে। — ১৭ সুরা বনি-ইসরাইল : ৫৭-৫৮

বলো, ‘যারা আল্লাহ্’র সম্বন্ধে মিথ্যা উত্তোলন করে তারা সফলকাম হবে না।’ পৃথিবীতে ওদের জন্য আছে কিছু সুখসংজ্ঞোগ, পরে আমারই নিকট ওদের প্রত্যাবর্তন। তারপর অবিশ্বাসের জন্য ওদেরকে আমি কঠিন শাস্তির স্বাদ আস্থাদন করাব। — ১০ সুরা ইউনুম : ৬৯-৭০

আমি নির্দিষ্টকালের জন্য যদি ওদের শাস্তি স্থগিত রাখি, তবে ওরা বলে, ‘কে এতে বাধা দিচ্ছে?’ সাবধান ! যদিন ওদের কাছে এ আসবে সেদিন তা ওদের কাছ থেকে ফিরে যাবে না, আর যা নিয়ে ওরা ঠাট্টাতামাশা করে তা ওদেরকেই ঘিরে রাখবে। — ১১ সুরা হৃদ : ৮

আমার শাস্তি যখন তাদের ওপর পড়ল তখন তারা কেন বিনীত হল না ? বরং তাদের হৃদয় কঠিন হয়ে গিয়েছিল এবং তারা যা করেছিল শয়তান তা তাদের দৃষ্টিতে শোভন করেছিল। তাদেরকে যে উপদেশ দেওয়া হয়েছিল তারা যখন তা ভুলে গেল তখন আমি তাদের জন্য সব কিছুর দরজা খুলে দিলাম। অবশ্যে, তাদেরকে যা দেওয়া হয়েছিল তা নিয়ে যখন তারা মন্ত্র ছিল তখন হঠাৎ আমি তাদেরকে পাকড়াও করলাম, তাই তারা তখনি নিরাশ হয়ে পড়ল। তারপর সীমালঞ্চনকারী সম্প্রদায়ের মূলোচ্ছেদ করা হল। আর প্রশংসা আল্লাহ্’রই যিনি বিশ্বজগতের প্রতিপালক। — ৬ সুরা আনআম : ৪৩-৪৫

বলো, ‘তোমরা আমাকে বলো, আল্লাহ্’র শাস্তি অগোচরে বা প্রকাশে তোমাদের ওপর পড়লে সীমালঞ্চনকারী সম্প্রদায় ছাড়া আর কে ধ্বংস হবে?’ — ৬ সুরা আনআম : ৪৭

যারা আমার নির্দশনকে মিথ্যা বলেছে সত্যত্যাগের জন্য তাদের ওপর শাস্তি নামবে। — ৬ সুরা আনআম : ৪৯

বলো, ‘তোমাদের ওপর বা নিচে থেকে শাস্তি পাঠাতে, তোমাদেরকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করতে বা এক দলকে অন্য দলের অত্যাচারের স্বাদ গ্রহণ করাতে তিনিই পারেন।’ — ৬ সুরা আনআম : ৬৫

আর তোমরা প্রকাশ্য ও প্রছন্ন পাপ বর্জন কর। যারা পাপ করে তাদের পাপের সমূচিত শাস্তি দেওয়া হবে। — ৬ সুরা আনআম : ১২০

... তোমার প্রতিপালকের শাস্তি দিতে সময় লাগে না, আবার তিনি তো ক্ষমা করেন, করুণা করেন। — ৬ সুরা আনআম : ১৬৫

মানুষের মধ্যে কেউ—কেউ অজ্ঞ লোকদেরকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্ছুত করার জন্য অসার বাক্য বেছে নেয় ও আল্লাহর প্রদর্শিত পথ নিয়ে ঠাট্টাবিদ্রূপ করে। ওদেরই জন্য অবমাননাকর শাস্তি রয়েছে। যখন ওদের কাছে আমার আয়াত আব্রাহিম করা হয় তখন ওরা দেমাকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, যেন ওরা এ শুনতে পায় নি, যেন ওদের কান দুটো বধির। সুতরাং ওদের নিদারুণ শাস্তির সংবাদ দাও। — ৩১ সুরা লুকমান : ৬-৭

আর যারা প্রবল হওয়ার উদ্দেশ্যে আমার আয়াতকে ব্যর্থ করার চেষ্টা করে তাদের জন্য রয়েছে ভয়ংকর নির্মম শাস্তি। — ৩৪ সুরা সাবা : ৫

আমি ওদেরকে এ—শাস্তি দিয়েছিলাম ওদের অবিশ্বাসের জন্য। আমি অক্তভুজ ছাড়া আর কাউকে শাস্তি দিই না। — ৩৪ সুরা সাবা : ১৭

আর যারা আমার আয়াতকে ব্যর্থ করার চেষ্টা করবে তাদেরকে দেওয়া হবে শাস্তি। — ৩৪ সুরা সাবা : ৩৮

তোমাদের কাছে শাস্তি আসার পূর্বে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের দিকে এগিয়ে যাও ও তাঁর কাছে আত্মসমর্পন কর। শাস্তি এসে পড়লে তোমরা সাহায্য পাবে না। — ৩৯ সুরা জুমার : ৫৪

... প্রত্যেক সম্প্রদায় নিজ নিজ রসূলকে নিরস্ত করার অভিসন্ধি করেছিল, আর তারা সত্যকে ব্যর্থ করে দেওয়ার জন্য অসার যুক্তিতর্কে মন্ত ছিল। তাই আমি ওদের ওপর শাস্তির আঘাত হানলাম। আর কতো কঠোর ছিল আমার শাস্তি। — ৪০ সুরা মুমিন : ৫

... নিশ্চয় সীমালঙ্ঘনকারীদের জন্য মারাত্মক শাস্তি রয়েছে। তুমি সীমালঙ্ঘনকারীদের দেখবে তারা সম্বন্ধে ভয় পাচ্ছে, আর এর শাস্তি ওদের ওপরই পড়বে। — ৪২ সুরা শূরা ২১-২২

তবে অত্যাচারিত হওয়ার পর যারা প্রতিশোধ গ্রহণ করে তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না, কেবল তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে যারা মানুষের ওপর অত্যাচার করে এবং পৃথিবীতে অহেতুক বিদ্রোহ করে বেড়ায়। তাদের জন্য রয়েছে মর্মস্তুদ শাস্তি। কেউ হৈর্য ধারণ করলে আর ক্ষমা করলে তা হবে শৈর্য্যের কাজ। — ৪২ সুরা শূরা : ৮১-৮৩

আমি তোমাদের শাস্তি একটু কমালেই তোমরা (তোমাদের পূর্বাবস্থায়) ফিরে যাও। যদিন আমি তোমাদের ঠিকভাবে পাকড়াও করব সেদিন নিশ্চয় আমি তোমাদের ওপর প্রতিশোধ নেব। — ৪৪ সুরা দুখান : ১৫-১৬

বিশ্বাসীদেরকে তুমি বলো তারা যেন ক্ষমা করে তাদেরকে যারা আল্লাহর শাস্তিকে ভয় করে না, তো আল্লাহ প্রত্যেক সম্প্রদায়কে তার কৃতকর্মের জন্য শাস্তি দেবেন। — ৪৫ সুরা জাসিয়া : ১৪

ওরা শুধু প্রতীক্ষা করে ওদের কাছে ফেরেশ্তা আসার বা তোমার প্রতিপালকের শাস্তি আসার। ওদের আগে যারা এসেছিল তারাও এ-ই করত। আল্লাহ ওদের ওপর কোনো জুনুম করেন নি, কিন্তু ওরাই নিজেদের ওপর জুনুম করত। তাই ওদের ওপর ওদেরই মদ কর্মের শাস্তি পড়েছিল। আর যা নিয়ে ওরা ঠাট্টাবিদ্রূপ করত তা-ই ওদেরকে ঘিরে ফেলেছিল। — ১৬ সুরা নাহল : ৩৩-৩৪

যখন সীমালজ্বনকারীরা শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে তখন ওদের শাস্তি হালকা করা হবে না ও তাদেরকে বিরামও দেওয়া হবে না। — ১৬ সুরা নাহল : ৮৫

আমি অবিশ্বাসীদের ও যারা আল্লাহর পথে বাধাদানকারীদের শাস্তির পর শাস্তি বৃদ্ধি করব; কারণ, তারা অশান্তি সৃষ্টি করত। — ১৬সুরা নাহল : ৮৮

যারা আল্লাহর নির্দর্শনে বিশ্বাস করেন না আল্লাহ তাদেরকে পথনির্দেশ করেন না ও তাদের জন্য আছে নিরাফুন শাস্তি। যারা আল্লাহর নির্দর্শনে বিশ্বাস করে না, তারা তো কেবল মিথ্যা বানায় আর তারাই মিথ্যাবাদী। কেউ তার বিশ্বাসস্থাপনের পর আল্লাহকে অঙ্গীকার করলে ও অবিশ্বাসের জন্য হাদয় উত্তুকু রাখলে তার ওপর আল্লাহর গজব পড়বে ও তার জন্য মহাশাস্তি রয়েছে, (অবশ্য) তার জন্য নয় যাকে অবিশ্বাস করতে বাধ্য করা হয়, তার চিন্ত তো বিশ্বাসে আটল। — ১৬ সুরা নাহল : ১০৪-১০৬

আল্লাহ দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন এক জনপদের যা ছিল নিরাপদ ও নিশ্চিত, যেখানে সব দিক থেকে প্রচুর জীবনের উপকরণ আসতো। তারপর ওরা আল্লাহর অনুগ্রহ অঙ্গীকার করল। তাই তারা যা করত তার জন্য আল্লাহ তাদের ক্ষুধা ও ভয়ের লেবাস পড়ালেন (স্বাদ গ্রহণ করালেন)। তাদের কাছে তো তাদেরই মধ্য থেকে এক রসূল এসেছিল, কিন্তু তারা তার ওপর মিথ্যা আরোপ করেছিল। তাই সীমালজ্বন করা অবস্থায় শাস্তি তাদেরকে পাকড়াও করল। — ১৬ সুরা নাহল : ১১২-১১৩

যদি তোমরা শাস্তি দাও, তবে যতখানি অন্যায় তোমাদের প্রতি করা হয় ততখানি শাস্তি দেবে। অবশ্য ধৈর্য ধরাই ধৈর্যশীলদের জন্য ভালো। — ১৬ সুরা নাহল : ১২৬

সকলে আল্লাহর কাছে উপস্থিত হবেই। তখন দুর্বলেরা যারা অহংকার করত তাদেরকে বলবে, ‘আমরা তো তোমাদের অনুসারী ছিলাম, এখন তোমরা আল্লাহর শাস্তি থেকে আমাদেরকে কি কিছুমাত্র রক্ষা করতে পারবে?’ ওরা বলবে, ‘আল্লাহ আমাদেরকে সংপত্তি পরিচালিত করলে আমরাও তোমাদেরকে সংপত্তি পরিচালিত করতাম। এখন আমরা রাগই করি বা সহ্যই করি, একই কথা। আমাদের কোনো নিষ্ক্রিতি নেই।’ — ১৪ সুরা ইব্রাহিম : ২১

যেদিন এ-পৃথিবীর পরিবর্তিত হবে অন্য পৃথিবীতে, আর আকাশও, তারা উপস্থিত হবে অদ্বিতীয় পরাক্রমশালী আল্লাহর সামনে। সেদিন তুমি পাপীদেরকে হাত-পা শেকলবাধা অবস্থায় দেবে। ওদের জন্ম হবে আলকাতারার আর আগুন ওদের মুখমণ্ডল ছেয়ে ফেলবে। এ এজন্য যে, আল্লাহ প্রত্যেকের কৃতকর্মের প্রতিফল দেবেন। আল্লাহ তো হিসাব গ্রহণে তৎপর। — ১৪ সুরা ইব্রাহিম : ৪৮-৫১

তাদের যে বলবে, ‘তিনি ছাড়াও আমি একজন উপাস্য’, তাকে আমি প্রতিদান দেব জাহানামে ; এভাবেই আমি সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে শাস্তি দিয়ে থাকি। — ২১ সুরা আল্বিয়া : ২৯

আমি কাউকেই তার সাধ্যাতীত দায়িত্বার অর্পণ করি না, আর আমার কাছে এক কিতাব আছে যা প্রকৃত সাক্ষ্য দেয়। আর ওদের প্রতি জুনুম করা হবে না। না, এ-বিষয়ে ওদের অন্তর অজ্ঞানে আচ্ছে, এছাড়া আরো (মন্দ) কাজ আছে যা ওরা করে থাকে।

আমি যখন ওদের মধ্যে সম্পদশালীদেরকে শাস্তি দিয়ে আঘাত করি তখনই ওরা চিংকার করে ওঠে। (তাদেরকে বলা হবে), ‘আজ চিংকার কোরো না, তোমরা আমার সাহায্য পাবে না। আমার আয়াত তো তোমাদের কাছে আবৃত্তি করা হতো, কিন্তু তোমরা সরে পড়তে, দেমাক করে এ-বিষয়ে অথবীন গল্পগুজুব করতে-করতে।’

তবে কি ওরা এ-বাণী বোঝার চেষ্টা করে না ? নাকি ওদের কাছে এমন কিছু এসেছে যা ওদের পূর্বপুরুষদের কাছে আসে নি ? বা, ওরা কি ওদের রসূলকে চেনে না বলে তাকে অস্বীকার করে ? বা, ওরা কি বলে যে, সে উত্থাদ ?

বরং সে ওদের কাছে সত্য এনেছে আর ওদের অধিকাংশই সত্যকে অপচূন্দ করে। সত্য যদি ওদের কামনা-বাসনার অনুগামী হতো তবে আকাশ, পৃথিবী ও তাদের মধ্যবর্তী সবকিছুই বিশ্বস্ত হয়ে পড়ত। অপরদিকে আমি ওদেরকে উপদেশ দিয়েছি, কিন্তু ওরা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে উপদেশ থেকে।

নাকি তুমি কি ওদের কাছে কোনো প্রতিদান চাও ? তোমার প্রতিপালকের প্রতিদানই শ্রেষ্ঠ আর তিনিই শ্রেষ্ঠ জীবিকাদাতা। তুমি অবশ্যই ওদেরকে সরল পথে ডেকেছ। মিশ্য যারা পরলোকে বিশ্বাস করে না তারা সরল পথ থেকে স'রে গেছে। আমি ওদেরকে দয়া করলেও ও ওদের দুঃখদৈন্য দূর করলেও ওরা অবাধ্যতায় বিভ্রান্তের ন্যায় ঘূরতে থাকবে। আমি ওদেরকে শাস্তি দিয়ে যার দিলাই, কিন্তু ওরা ওদের প্রতিপালকের কাছে নত হল না ও কাতর প্রার্থনাও করল না। যখন আমি ওদের জন্য কঠিন শাস্তির দুয়ার খুলে দিই তখনই ওরা এতে হতাশ হয়ে পড়ে। — ২৩ সুরা মুমিনুন : ৬২-৭৭

ভারী শাস্তির আগে ওদেরকে আমি হালকা শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করাব, যাতে ওরা (আমার দিকে) ফিরে আসে। যে-ব্যক্তি তার প্রতিপালকের নির্দশনগুলো স্মরণ করানোর পর তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় তার চেয়ে বড় সীমালঙ্ঘনকারী আর কে ? আমি অপরাধীদেরকে শাস্তি দিয়ে থাকি। — ৩২ সুরা সিজদা : ২১-২২

ওদের আগে যারা এসেছিল তারা মিথ্যা আরোপ করেছিল, তাই কী কঠিন হয়েছিল ওদের ওপর আমার শাস্তি ! — ৬৭ সুরা মুলক : ১৮

পাপে লিপ্ত ছিল ফেরাউন ও তার পূর্ববর্তীরা, আর লৃত সম্প্রদায়। ওরা ওদের প্রতিপালকের রসূলদেরকে অমান্য করেছিল, তার ফলে তিনি ওদেরকে কঠোর শাস্তি দিয়েছিলেন। — ৬৯ সুরা হাক্কা : ১৯-১০

... যারা তাদের প্রতিপালকের শাস্তিকে ভয় করে, তাদের প্রতিপালকের শাস্তি থেকে নিশ্চয় তাদের পরিত্রাণ নেই। — ৭০ সুরা মাআরিজ : ২৭-২৮

মানুষের কৃতকর্মের জন্য জলে ও স্থলে ফ্যাশাদ ছড়িয়ে পড়ে, যার ফলে ওদেরকে কোনো কোনো কর্মের শাস্তি ওদেরকে আস্বাদন করানো হয় যাতে ওরা সৎপথে ফিরে আসে। — ৩০ সুরা রাম ৪:৪১

আমি তোমার পূর্বে অন্যান্য রসূলকে পাঠিয়েছিলাম তাদের নিজ নিজ সম্প্রদায়ের কাছে। তারা তাদের জন্য সুম্পষ্ট নির্দর্শন এনেছিল। তারপর আমি অপরাধীদেরকে শাস্তি দিয়েছিলাম। — ৩০ সুরা রাম ৪:৪৭

তিনি যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন ও যাকে ইচ্ছা অনুগ্রহ করেন। তোমাদেরকে তাঁরই কাছে ফিরিয়ে আনা হবে। — ২৯ সুরা আনকাবুত ২:২১

ওদের প্রত্যেককেই আমি তার অপরাধের জন্য শাস্তি দিয়েছিলাম। — ২৯ সুরা আনকাবুত ৩:৪০

আর তারা তোমাকে শাস্তি এসে এগিয়ে আনতে বলে। যদি শাস্তির সময় নির্ধারিত না থাকত কখন ওদের ওপর শাস্তি পড়ত ! শীঘ্ৰই তা এসে পড়বে তাদের ওপর, তারা বুঝতেই পারবে না। ওরা তোমাকে শাস্তি এগিয়ে আনতে বলে। জাহানাম তো অবিশ্বাসীদেরকে ঘিরে ফেলবেই। সেদিন শাস্তি ওদেরকে গ্রাস করবে ওপর ও নিচ থেকে, আর তিনি বলবেন, ‘তোমরা যা করতে তার স্বাদ নাও’! — ২৯ সুরা আনকাবুত ৩:৫৩-৫৫

তা কত খারাপ যার বিনিময়ে তারা তাদের আত্মাকে বিক্রি করে, তা এই যে ! আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন তাকে তারা প্রত্যাখ্যান করে শুধু এই দীর্ঘায় যে, আল্লাহ্ তাঁর দাসদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা অনুগ্রহ করেন। এইভাবে তারা অর্জন করল গজবের ওপর গজব। অবিশ্বাসীদের ওপর রয়েছে অপমানকর শাস্তি। — ২ সুরা বাকারা ১:৯০

আকাশ ও পথিবীতে যা-কিছু আছে সবই আল্লাহ্। তোমাদের মনে যা আছে তা প্রকাশ কর বা গোপন রাখ, আল্লাহ্ তার হিসাব তোমাদের কাছ থেকে নেবেন। তারপর যাকে ইচ্ছা তিনি ক্ষমা করবেন ও যাকে খুশি শাস্তি দেবেন। আল্লাহ্ তো সর্ববিশয়ে সর্বশক্তিমান। — ২ সুরা বাকারা ১:২৮

... নিশ্চয় যারা আল্লাহ্ নির্দর্শনাবলীকে অমান্য করে তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি। আল্লাহ্ তো পরাক্রমশালী দণ্ডবিধাতা। — ৩ সুরা আল-ই-ইমরান ৪:৪

ফেরাউনের বংশধররাও তাদের পূর্ববর্তীদের মতো আমার আয়াতকে মিথ্যা মনে করে অঙ্গীকার করেছিল। তাই আল্লাহ্ তাদের পাপের জন্য তাদের শাস্তি দিয়েছিলেন। আল্লাহ্ তো দণ্ডনানে অত্যন্ত কঠোর। — ৩ সুরা আল-ই-ইমরান ৪:১১

যারা আল্লাহ্ নির্দর্শনগুলো অবিশ্বাস করে, নবিদেরকে অযথা হত্যা করে ও যে সব লোক এবং মানুষের মধ্যে যারা ন্যায়সংগত আদেশ দেয় তাদেরকে বধ করে, তুমি তাদেরকে যত্নগাদায়ক শাস্তির সংবাদ দাও। এইসব লোকের ইহকাল ও পরকালের কার্যবলী নিষ্ফল হবে ও তাদেরকে কেউ সাহায্য করবে না। — ৩ সুরা আল-ই-ইমরান ৪:২১-২২

এদের (সীমালঙ্ঘনকারীদের) প্রতিফল এই যে, এদের ওপর আল্লাহ্, ফেরেশতাদের ও মানুষের সকলেরই অভিশাপ ! তারা (অভিশপ্ত অবস্থায়) থাকবে চিরকাল, তাদের শাস্তি হালকা করা হবে না ও তাদেরকে বিরামও দেওয়া হবে না। — ৩ সুরা আল-ই-ইমরান ৪:৮৭-৮৮

আর যারা তাড়াতাড়ি অবিশ্বাস করে তাদের আচরণ যেন তোমাকে দুঃখ না দেয়। তারা নিশ্চয় আল্লাহ'র কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। আল্লাহ' পরকালে তাদের কোনো (কল্যাণের) অংশ দেবার ইচ্ছা করেন না। তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি। যারা বিশ্বাসের বিনিময়ে অবিশ্বাস ক্রয় করেছে তারা কখনো আল্লাহ'র কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে। আর অবিশ্বাসীরা যেন কিছুতেই মনে না করে যে আমি তাদের মঙ্গলের জন্য কাল বিলম্বিত করি, আমি কালবিলম্ব করি যাতে তাদের পাপ বৃদ্ধি পায়। আর তাদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি। — ৩ সুরা আল-ই-ইমরানঃ ১৭৬-১৭৮

আল্লাহ' অবশ্যই তাদের কথা শুনেছেন, যারা বলে, ‘আল্লাহ' অভাবগুণ্ট ও আমরা অভাবমুক্ত।’ তারা যা বলেছে তা ও নবিদেরকে অন্যায়ভাবে হত্যা করার বিষয় আমি নিখে রাখব ও বলব, ‘তোমরা দহনযন্ত্রণা ভোগ কর।’ এ সেই যা তোমরা নিজ হাতে পূর্বে পাঠিয়েছ। আর নিশ্চয় আল্লাহ' দাসদেরকে অত্যাচার করেন না। — ৩ সুরা আল-ই-ইমরানঃ ১৮১-১৮২

যারা নিজেরা যা করেছে তাতে আনন্দ প্রকাশ করে এবং যা নিজেরা করে নি এমন কাজের জন্য প্রশংসা পেতে ভালোবাসে তারা শাস্তি থেকে মুক্তি পাবে, তুষি কখনও এমন ভেবো না। তাদের জন্য রয়েছে নিদারূণ শাস্তি। — ৩ সুরা আল-ই-ইমরানঃ ১৮৮

আল্লাহ' অবিশ্বাসীদেরকে অভিশপ্ত করেছেন এবং তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন ঝলক্ত আগুন, যেখানে ওরা চিরকাল থাকবে এবং কোনো অভিভাবক বা সাহায্যকারী পাবে না। যেদিন আগুনে ওদের মুখ উলটে-পালটে পোড়ানো হবে সেদিন ওরা বলবে, ‘হায়, আমরা যদি আল্লাহ' ও রসূলকে মানতাম।’ তারা আরও বলবে, ‘হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আমাদের নেতা ও বড়লোকদের আনুগত্য করেছিলাম, আর ওরা আমাদেরকে পথভর্ত করেছিল। হে আমাদের প্রতিপালক! ওদের শাস্তি দ্বিগুণ করে দাও এবং ওদেরকে মহাঅভিশাপ দাও। — ৩৩ সুরা আহ্জাবঃ ৬৪-৬৮

শেষে আল্লাহ' মুনাফিক নরনারী ও অঙ্গীবাদী নরনারীকে শাস্তি দেবেন, আর বিশ্বাসী নরনারীকে ক্ষমা করবেন। আল্লাহ' ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। — ৩৩ সুরা আহ্জাবঃ ৭০

আর যে-কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো বিশ্বাসীকে হত্যা করবে তার শাস্তি জাহানাম, যেখানে সে চিরকাল থাকবে ও আল্লাহ' তার ওপর ঝুঁক হবেন, তাকে অভিশাপ দেবেন ও তার জন্য মহাশাস্তি প্রস্তুত করে রাখবেন। — ৪ সুরা নিসাঃ ৯৩

মুনাফিকদের সুখবর দাও যে তাদের জন্য রয়েছে ভয়ানক শাস্তি। — ৪ সুরা নিসাঃ ১৩৮

তোমরা যদি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর ও বিশ্বাস কর, তবে আল্লাহ' তোমাদেরকে শাস্তি প্রদান করে কী করবেন? আল্লাহ' অত্যন্ত জ্ঞানী, গুণগ্রাহী। — ৪ সুরা নিসাঃ ১৪৭

মঙ্গলের পরিবর্তে ওরা তোমাকে শাস্তি তাড়াতাড়ি এগিয়ে আনতে বলে, যদিও ওদের পূর্বে এর বহু দষ্টান্ত গত হয়েছে। মানুষের সীমালঙ্ঘন সংস্কেত তোমার প্রতিপালক তো মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল; আর তোমার প্রতিপালক শাস্তিদানেও কঠোর। — ১৩ সুরা রাদঃ ৬

তিনি যাকে ইচ্ছা তার অনুগ্রহের অস্তর্ভুক্ত করেন, কিন্তু সীমালঙ্ঘনকারীদের জন্য তো তিনি প্রস্তুত রেখেছেন ভয়ানক শাস্তি। — ৭৬ সুরা দাহরঃ ৩১

কত জনপদের বাসিন্দারা তাদের প্রতিপালক ও রসূলদের নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ করেছিল। ফলে আমি তাদের কাছ থেকে কড়া হিসাব নিয়েছিলাম আর তাদেরকে দিয়েছিলাম কঠিন শাস্তি। তারপর তারা তাদের কর্মের শাস্তি ভোগ করল, আর ক্ষতিই ছিল তাদের কর্মের ফল। আল্লাহ্ ওদের জন্য কঠিন শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন। — ৬৫ সুরা তালাক : ৮-১০

... আর তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। আল্লাহ্ কঠোর শাস্তি দাতা। — ৫৯ সুরা হাশর : ৭

ইহলোকে ও পরলোকে তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে, তোমরা যা নিয়ে মেতে ছিলে তার জন্য কঠিন শাস্তি তোমাদেরকে স্পর্শ করত। — ২৪ সুরা নূর : ১৪

... আবার অনেকের জন্য শাস্তি অবধারিত হয়েছে। আল্লাহ্ যাকে হেয় করেন তাকে কেউ সম্মানিত করতে পারে না। আল্লাহ্ তো যা ইচ্ছা তা-ই করেন। — ২২ সুরা হজ : ১৮

আর যারা অবিশ্঵াস করে ও আমার আয়ত অঙ্গীকার করে তাদেরই জন্য থাকবে অপমানকর শাস্তি। — ২২ সুরা হজ : ৫৭

... আর অবিশ্বাসীদের জন্য রয়েছে মারাত্মক শাস্তি। — ৫৮ সুরা মুজাদালা : ৪

... অবিশ্বাসীদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি। — ৫৮ সুরা মুজাদালা : ৫

আর মুনাফিক নর-নারী, অংশীবাদী নর-নারী যারা আল্লাহর সম্পর্কে ভাস্ত ধারণা পোষণ করে তাদেরকে তিনি শাস্তি দিবেন। — ৪৮ সুরা ফাতাহ : ৬

... আল্লাহকে ভয় কর, আল্লাহ্ শাস্তিদানে কঠোর। — ৫ সুরা মাযিদা : ২

যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে ও পৃথিবীতে ধ্বংসাত্মক কাজ করে তাদের শাস্তি এই যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে বা ক্রুশিবিদ্ধ করা হবে বা উলটো দিক থেকে তাদের হাত ও পা কেটে ফেলা হবে বা তাদেরকে দেশ থেকে নির্বাসিত করা হবে। পৃথিবীতে এ-ই তাদের লাঙ্ঘনা, আর পরকালে তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি। তবে, তোমাদের আয়তে আসার পূর্বে যারা তও্বা করে তাদের জন্য (এ শাস্তি) নয়। সুতরাং জেনে রেখো যে, আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। — ৫ সুরা মাযিদা : ৩৩-৩৪

তোমরা জেনে রেখো আল্লাহ্ তো শাস্তিদানে কঠোর, আর আল্লাহ্ তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। — ৫ সুরা মাযিদা : ১৯

শাস্তির সময় : আল্লাহ্ মানুষকে তাদের কৃতকর্মের জন্য শাস্তি দিলে পৃথিবীতে জীবিত কাউকেই রেহাই দিতেন না। কিন্তু তিনি এক নিদিষ্টকাল পর্যন্ত তাদের অবকাশ দিয়ে থাকেন। তাদের সময় পূর্ণ হলে তারা জানতে পারবে, আল্লাহ্ তাঁর দাসদের ওপর দৃষ্টি রাখেন। — ৩৫ সুরা ফাতির : ৪৫

তোমার প্রতিপালকের পূর্বযোগণা না থাকলে ও নিদিষ্টকাল না থাকলে শাস্তি তো এসেই যেত ! — ২০ সুরা তাহা : ১২৯

আর তোমার প্রতিপালক ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ওদের কৃতকর্মের জন্য তিনি ওদেরকে শাস্তি দিতে চাইলে তিনি ওদের শাস্তি তাড়াতাড়ি এগিয়ে আনতেন ; কিন্তু ওদের জন্য রয়েছে এক প্রতিশ্রুত মূরূর্ত যার থেকে ওদের পরিত্রাণ নেই। — ১৮ সুরা কাহাফ : ৫৮

আল্লাহ্ যদি মানুষকে তাদের সীমালঙ্ঘনের জন্য শাস্তি দিতেন তবে পৃথিবীতে কোনো জীবজন্মকেই রেহাই দিতেন না, কিন্তু তিনি এক নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত তাদেরকে অবকাশ দিয়ে থাকেন। তারপর যখন তাদের সময় আসে তখন তারা মৃহূর্তকাল দেরি বা তাড়াভড়ো করতে পারে না। তারা যা অপছন্দ করে তা-ই তারা আল্লাহ্‌র ওপর আরোপ করে। তাদের জিঞ্চা মিথ্যা দাবি করে যে, মঙ্গল তাদের জন্য। তাদের জন্য তো আছে আগুন, আর সবার আগে তাদেরকে সেখানে ফেলা হবে। — ১৬ সুরা নাহল : ৬১-৬২

আল্লাহ্‌র পূর্ববিধান না থাকলে তোমরা যা গ্রহণ করেছ তার জন্যে তোমাদের ওপর মহাশাস্তি পতিত হতো। — ৮ সুরা আনফাল : ৬৮

আর অবিশ্বাসীরা যেন কিছুতেই মনে না করে যে আমি তাদের মঙ্গলের জন্য কাল বিলম্বিত করি, আমি কালবিলম্ব করি যাতে তাদের পাপ বৃদ্ধি পায়। আর তাদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাকর শাস্তি। অসৎকে সৎ হতে পৃথক না করা পর্যন্ত তোমরা যে-অবস্থায় রয়েছ আল্লাহ্ সে-অবস্থায় বিশ্বাসীদের ছেড়ে দিতে পারেন না। — ৩ সুরা আল-ই-ইমরান : ১৭৮-১৭৯

তারা (তোমাকে) শাস্তি তাড়াতাড়ি এগিয়ে আনতে বলে, যদিও আল্লাহ্ কখনও তাঁর প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেন না। তোমার প্রতিপালকের একদিন তোমাদের গণনার হাজার বছরের সমান। আর আমি অবকাশ দিয়েছিলাম কত জনপদকে যখন ওরা সীমালঙ্ঘন করেছিল ; তারপর ওদেরকে শাস্তি দিয়েছিলাম। — ২২ সুরা হজ : ৪৭-৪৮

শিশুহত্যা : তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে দারিদ্র্যভয়ে হত্যা কোরো না। ওদেরকে ও তোমাদেরকে আমিই জীবিকা দিয়ে থাকি। নিশ্চয় ওদেরকে হত্যা করা মহাপাপ। — ১৭ সুরা বনি-ইসরাইল : ৩১

আর এইভাবে বহু অংশীবাদীর দৃষ্টিতে তাদের দেবতারা সন্তানহত্যাকে শোভন করেছে, তাদের ধৰ্মস করার জন্য ও তাদের ধর্মবিশ্বাসে বিভাস্তি সৃষ্টি করার জন্য। আর আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে তারা এটা করত না। তাই তাদের মিথ্যা নিয়ে তাদেরকে থাকতে দাও। — ৬ সুরা আনআম : ১৩৭

তারা তো ক্ষতিগ্রস্ত যারা নিবুদ্ধিতার জন্য ও অজ্ঞানতাবশত নিজেদের সন্তানদেরকে হত্যা করে এবং আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা বানানোর জন্য আল্লাহ্ যে জীবিকা দিয়েছেন তা হারাম করে। অবশ্যই তারা বিপথগামী ও তারা সংপথও পায় নি। — ৬ সুরা আনআম : ১৪০

... দারিদ্র্যের জন্য তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না, আমিই তোমাদেরকে ও তাদেরকে আহার দিয়ে থাকি। — ৬ সুরা আনআম : ১৫১

সুরা : পরামর্শ দ্র।

শুকরমাস : খাদ্য, শিকার ও পানীয় দ্র।

শৃঙ্খলা : যারা আল্লাহ্‌র পথে সারি বেঁধে সুদৃঢ় প্রাচীরের মতো সংগ্রাম করে আল্লাহ্ তাদেরকে ভালোবাসেন। — ৬১ সুরা আস্সাফ : ৮

শেষ : সব কিছুর সমাপ্তি তো তোমার প্রতিপালকের কাছে। তিনিই হাসান তিনিই কাদান। তিনিই মারেন, তিনিই বাঁচান। — ৫৩ সুরা নাজর : ৪২-৪৪

... জেনে রাখো, সব ব্যাপারেই পরিণতি আল্লাহ'র দিকে। — ৪২ সুরা শুরা : ৫৩

... আর সব ব্যাপারই তো ফিরে যায় আল্লাহ'র কাছে। — ৮ সুরা আনফাল : ৪৪
শেষদিন : কিয়ামত দ্র।

শেষ নবি : মুহাম্মদ তোমাদের মধ্যে কোনো পুরুষের পিতা নয়, বরং সে আল্লাহ'র
রসূল ও শেষ নবি। আল্লাহ'র সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ। — ৩৩ সুরা আহ্জাব : ৪০

শৈশব, ঘোবন, জরা ও বার্ধক্য : আমি যাকে দীর্ঘজীবন দিই তাকে তো আকৃতি-
প্রকৃতিতে উলটিয়ে দিই। তবুও কি ওরা থাকবে না ? — ৩৬ সুরা ইয়াসিন : ৬৮

তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে, পরে শুক্রবিন্দু থেকে, তারপর জমাট
রক্ত থেকে। তারপর তোমাদেরকে শিশুরূপে বের করেন। তারপর তোমরা ঘোবন লাভ
কর, পৌছাও বার্ধক্যে। তোমাদের মধ্যে কারও কারও পূর্বেই মৃত্যু ঘটে, আর এ এজন্য
যে তোমরা যাতে তোমাদের নির্ধারিত কাল প্রাপ্ত হও ও যাতে অনুধাবন করতে পার। —
৪০ সুরা মুমিন : ৬৭

আল্লাহ'ই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তারপর তিনি তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন, আর
কেউ-কেউ বয়সের শেষে গিয়ে পৌছবে, সবকিছু জ্ঞানের পরও তাদের আর কোনো জ্ঞান
থাকবে না। আল্লাহ' তো সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান। — ১৬ সুরা নাহল : ৭০

আল্লাহ' তোমাদেরকে দুর্বলরূপে সৃষ্টি করেন, দুর্বলতার পর তিনি শক্তি দেন, শক্তির পর
আবার দেন দুর্বলতা ও পক্ষকেশ (বার্ধক্য)। তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন, আর তিনি তো সর্বজ্ঞ,
সর্বশক্তিমান। — ৩০ সুরা বুম : ৫৪

... আমি যা ইচ্ছা করি তা এক নির্দিষ্ট কালের জন্য মাত্রগতে রেখে দিই। তারপর আমি
তোমাদেরকে শিশুরূপে বের করি, পরে তোমরা ঘোবনে উপনীত হও। তোমাদের মধ্যে কারও
কারও মৃত্যু ঘটবে, আবার তোমাদের মধ্যে কেউ-কেউ বয়সের শেষ প্রাপ্তে পৌছবে, সব কিছু
জ্ঞানের পর তার আর কোনোও জ্ঞান থাকবে না। — ২২ সুরা হজ : ৫

শোয়াইব ও মাদিয়ান সম্প্রদায় : ওদের পূর্বেও অবিশ্বাস করেছিল নুহের সম্প্রদায়,
রসবাসীরা ও সামুদ সম্প্রদায়, আদ, ফেরাউন ও লুত-সম্প্রদায় এবং আইকাবাসীরা
(শোয়াইব-সম্প্রদায়) ও তুবা-সম্প্রদায়। ওরা সকলেই রসূলদেরকে ঝিথ্যাবাদী বলেছিল।
তাই ওদের ব্যাপারে আমার ভীতি-প্রদর্শন সত্য হয়েছে। — ৫০ সুরা কাফ : ১২-১৪

আর মাদিয়ানবাসীদের কাছে তাদের ভাই শোয়াইবকে পাঠিয়েছিলাম। সে বলেছিল, 'হে
আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ'র উপাসনা করো। তিনি ছাড়া তোমাদের অন্য কোনো
উপাস্য নেই। তোমাদের কাছে তো তোমাদের প্রতিপালকের স্পষ্ট প্রমাণ এসেছে। সুতরাং
তোমরা মাপ ও ওজন ঠিকভাবে দেবে। তোমরা লোকদেরকে তাদের প্রাপ্য বস্তু কম দেবে না।
আর পথবিত্বে শাস্তিস্থাপনের পর সেখানে ফ্যাশান ঘটাবে না। তোমরা বিশ্বাসী হলে তোমাদের
জন্য এ-ই কল্যাণকর।'

আর তোমরা বিশ্বাসীদের ভয় দেখানোর জন্য কোনো পথে বসে থাকবে না, আল্লাহ'র
পথে তাদেরকে বাধা দেবে না ও তার মধ্যে দোষক্রটি খুঁজবে না। স্মরণ করো, তোমরা যখন
সংখ্যায় কম ছিলে, আল্লাহ' তখন তোমাদের সংখ্যা বৃক্ষি করেন ; আর লক্ষ করো

বিপর্যসস্থিতিকারীদের পরিণাম কেমন হয়েছিল। আর আমার কাছে যা পাঠানো হয়েছে তার ওপর যদি তোমাদের কোনো দল বিশ্বাস করে ও কোনো দল বিশ্বাস না করে, তবে বৈর্য ধরো যতক্ষণ না আল্লাহ্ আমাদের মধ্যে মীমাংসা ক'রে দেন ; আর তিনিই তো শ্রেষ্ঠ মীমাংসাকারী !

তার সম্পদায়ের অহংকারী প্রধানেরা বলল, ‘আমাদের সমাজে তোমাদেরকে ফিরে আসতে হবে। না আসলে, হে শোয়াইব ! তোমাকে ও তোমার সাথে যারা বিশ্বাস করেছে তাদেরকে আমাদের শহর থেকে বের করে দেবই !’

সে বলল, ‘কী, আমাদের অনিচ্ছা সঙ্গেও ? তোমাদের সমাজ থেকে আল্লাহ্ আমাদের উদ্ধার করার পর যদি আমরা তার মধ্যে ফিরে যাই তবে তো আমরা আল্লাহর ওপর মিথ্যা আরোপ করব। আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্ ইচ্ছা না করলে তার মাঝে ফিরে যাওয়া আমাদের কাজ নয়। সব কিছুই আমাদের প্রতিপালকের জানা। আমরা আল্লাহর ওপর নির্ভর করি। হে আমাদের প্রতিপালক ! আমাদের ও আমাদের সম্পদায়ের মধ্যে ন্যায্যভাবে মীমাংসা ক'রে দাও, আর তুমিই মীমাংসাকারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ !’

আর তার সম্পদায়ের অবিশ্বাসীরা বলল, ‘তোমরা যদি শোয়াইবকে মেনে চল তবে তোমাদের ক্ষতি হবে !’ তারপর তাদের ওপর ভূমিকম্প হামলা করল ; আর তারা নিজেদের ঘরে উপুড় হয়ে পড়ে শেষ হয়ে গেল। মনে হল, শোয়াইবকে যারা অবিশ্বাস করেছিল তারা যেন কখনও সেখানে বসবাস করেই নি। শোয়াইবকে যারা মিথ্যা ভেবেছিল তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। সে তাদের দিক হতে মুখ ফিরিয়ে নিল ও বলল, ‘হে আমার সম্পদায় ! আমার প্রতিপালকের খবর আমি তোমাদেরকে পৌছে দিয়েছি, আর তোমাদের উপদেশও দিয়েছি। সুতরাং আমি এক ধর্মদ্রেষ্টি সম্পদায়ের জন্য কী করে আক্ষেপ করি !’

— ৭ সুরা আরাফ় ৪: ৮৫-৯৩

আইকাবাসীরা [শোয়াইব-সম্পদায়, যারা অরণ্যবাসীরা বলে পরিচিত ছিল] রসূলদের ওপর মিথ্যা আরোপ করেছিল, যখন শোয়াইব ওদেরকে বলেছিল, ‘তোমরা কি সাবধান হবে ন ? আমি তো তোমাদের জন্য এক বিশৃঙ্খল রসূল। সুতরাং আল্লাহকে ভয় করো ও আমার আনন্দগ্রস্ত করো। আমি তোমাদের কাছে এর জন্য কোনো প্রতিদান চাই না। আমার পূরম্বকার তো বিশ্বজগতের প্রতিপালকের কাছে আছে। তোমরা মাপে পূর্ণ মাত্রায় দেবে ; যারা মাপে কম দেয় তোমরা তাদের মতো হয়ে না এবং সঠিক দাঁড়িপাল্লায় ওজন করবে ; লোককে তাদের প্রাপ্য বল্ল কর দেবে না ও পৃথিবীতে বিপর্যয় ঘটাবে না ; আর ভয় কর তাঁকে যিনি তোমাদেরকে ও তোমাদের পূর্বে যারা শেষ হয়েছে তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন !’

ওরা বলল, ‘তুমি তো একজন জাদগ্রস্ত ! তুমি আমাদেরই মতো একজন মানুষ, আমরা মনে করি, তুমি এক মিথ্যবাদী ! তুমি যদি সত্য কথা বলো, তবে একখণ্ড আকাশ আমাদের ওপর ফেলে দাও !’

সে বলল, ‘আমার প্রতিপালক ভালো জানেন তোমরা যা কর !’

তারপর ওরা তাকে অবিশ্বাস করল, পরে ওদের ওপর নেমে এল এক মেঘলা দিনের শাস্তি। সে ছিল এক ভয়ংকর দিনের শাস্তি। এর মধ্যে তো অবশ্যই রয়েছে নির্দশন, কিন্তু

ওদের অধিকাংশই বিশ্বাস করে না। আর তোমার প্রতিপালক, তিনি তো পরাক্রমশালী, পরম দয়াময়। — ২৬ সুরা শোআরা ৎ ১৭৬-১৯১

মাদিয়ানবাসীদের কাছে তাদের ভাই শোয়াইবকে পাঠিয়েছিলাম। সে বলেছিল, ‘হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর উপাসনা কর। তিনি ছাড়া তোমাদের অন্য কোনো উপাস্য নেই। তোমরা মাপে ও ওজনে কম কোরো না। আমি তোমাদের সমৃদ্ধি দেখেছি, কিন্তু আমি তোমাদের জন্য এক সর্বগ্রাসী দিনের শাস্তির আশঙ্কা করছি।

‘হে আমার সম্প্রদায়! মাপ ও ওজন ন্যায্যভাবে দেবে। লোককে তাদের প্রাপ্য বস্তু কম দিয়ো না ও পৃথিবীতে বিপর্যয় ঘটিয়ো না। যদি তোমরা বিশ্বাসী হও তবে আল্লাহর অনুমোদিত যা থাকবে তোমাদের জন্য তা ভালো। আমি তোমাদের তস্ত্ববধায়ক নই।’

ওরা বলল, ‘হে শোয়াইব! তোমার নামাজ কি তোমাকে নির্দেশ দেয় যে, আমাদের পিতৃপুরুষেরা যার উপাসনা করত আমরা তাকে ছেড়ে দেব, আর ধনসম্পদ সম্পর্কে আমরা যা খুশি করতে পারব না? তুমি তো এক বৈর্যধারী সদাচারী।’

সে বলল, ‘হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আমাকে বলো, আমি যদি আমার প্রতিপালক-প্রেরিত স্পষ্ট নির্দশনে প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকি, আর তিনি যদি তাঁর কাছ থেকে আমাকে ভালো জীবিকা দিয়ে থাকেন তবে কী করে আমি আমার কর্তব্য থেকে বিরত থাকব? আমি তোমাদেরকে যা নিষেধ করি আমি নিজে তা করতে ইচ্ছা করিব না। আমি আমার সাধ্যমত সংস্কার করতে চাই। আমার কাজ তো আল্লাহরই সাহায্যে, আমি তাঁরই দিকে মুখ ফিরিয়েছি।

‘হে আমার সম্প্রদায়! আমার সাথে মতের অমিল যেন কিছুতেই তোমাদের এমন ব্যবহার না করায় যাতে তোমাদের ওপর তেমন (শাস্তি) পড়বে, যা পড়েছিল নুহের সম্প্রদায়ের ওপর, আর হুদুর সম্প্রদায়ের ওপর বা সালেহের সম্প্রদায়ের ওপর, আর লূতের সম্প্রদায় তো তোমাদের থেকে দূরে নয়। তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো ও তাঁর দিকে ফিরে যাও। আমার প্রতিপালক তো পরম দয়ালু, প্রেময়।’

ওরা বলল, ‘শোয়াইব! তুমি যা বলো তার অনেক কথা আমরা বুঝি না। আর আমরা তো আমাদের মধ্যে তোমাকে দুর্বলই দেখছি, তোমার স্বজনবর্গ না থাকলে আমরা তোমাকে পাথর ছুঁড়ে মেরে ফেলতাম। আমাদের চেয়ে তো তুমি শক্তিশালী নও।’

সে বলল, ‘হে আমার সম্প্রদায়! তোমাদের কাছে কি আমার স্বজনবর্গ আল্লাহর চেয়ে বেশি শক্তিশালী? তোমরা তাঁকে সম্পূর্ণ ভুলে গিয়েছে। তোমরা যা কর আমার প্রতিপালক তো তা ঘিরে আছেন। হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা যেমন করছ করতে থাক, আমিও আমার কাজ করছি। তোমরা শীঘ্ৰই জানতে পারবে কার ওপর আসবে অপমানকর শাস্তি, আর কে মিথ্যাবাদী। সুতৰাঙ তোমরা প্রতীক্ষা কর, আমিও তোমাদের সাথে প্রতীক্ষা করছি।’

যখন আমার নির্দেশ এল তখন আমি শোয়াইব ও তার সঙ্গে যারা বিশ্বাস করেছিল তাদেরকে আমার অনুগ্রহে রক্ষা করলাম। তারপর, যারা সীমালক্ষণ করেছিল তাদেরকে এক মহাগর্জন আয়ত করল; তাই ওরা নিজেদের ঘরে উপুড় হয়ে শেষ হয়ে গেল, যেন তারা

সেখানে কথনও বসবাস করে নি। জেনে রাখো! ধৰৎসই ছিল মাদিয়ানবাসীদের পরিণাম, যেভাবে ধৰৎস হয়েছিল সামুদ্র সম্প্রদায়। — ১১ সুরা হৃদ ৪৮-৪৫

(লুতের সম্প্রদায়ের মত) আইকাবাসীরা (শোয়াইব-সম্প্রদায়) তো ছিল সীমান্তস্থন-কারী। সুতরাং আমি ওদেরকে শাস্তি দিয়েছি, ওদের উভয়েরই ধৰৎসন্তুপ তো প্রকাশ্য পথপার্শ্বে অবস্থিত। — ১৫ সুরা হিজের ৭৮-৭৯

আমি মাদিয়ানবাসীদের কাছে তাদের ভাই শোয়াইবকে পাঠিয়েছিলাম। সে বলেছিল, ‘হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর উপাসনা করো, শেষ দিনকে ভয় করো ও পৃথিবীতে ফ্যাশান কোরো না।’ কিন্তু ওরা তার ওপর মিথ্যা আরোপ করল। তারপর ওদের ওপর ভূমিকম্প হামলা করল। তাই ওরা নিজেদের ঘরে উপুড় হওয়া অবস্থায় শেষ হয়ে গেল। — ২৯ সুরা আনকাবুত ৩৬-৩৭

... এবং মাদিয়ানবাসীরা মিথ্যাবাদী বলেছিল নবিদেরকে আর মিথ্যাবাদী বলা হয়েছিল মুসাকেও। আমি অবিশ্বাসীদেরকে অবকাশ দিয়েছিলাম ও পরে তাদেরকে পাকড়াও করেছিলাম। কী ভয়ানক ছিল আমার শাস্তি! — ২২ সুরা হজ ৪৪

শ্রেষ্ঠ মর্যাদা ৪: আল্লাহর কাছে তাদের সবচেয়ে বড় মর্যাদা যারা বিশ্বাস করে, হিজরত করে, ও ধনপ্রাপ দিয়ে আল্লাহর পথে সংগ্রাম করে আর তারাই তো সফলকাম। — ৯ সুরা তওবা ২০

মড়যন্ত্র ৫: [আরবি শব্দ ‘মাকারা’ যা সদর্থে ও কদর্থে, উভয় অর্থে ব্যবহৃত হয়। এর বাংলা করা হল পরিকল্পনা, মড়যন্ত্র বা চক্রান্ত।]

তারা কি আল্লাহর পরিকল্পনাকে ভয় করে না? আসলে ক্ষতিগ্রস্ত সম্প্রদায় ছাড়া কেউ আল্লাহর পরিকল্পনা থেকে নিষ্পত্তক বোধ করে না। — ৭ সুরা আরাফ ১৯

ওরা (সামুদ্র সম্প্রদায়) মড়যন্ত্র করেছিল ও আমিও পরিকল্পনা করেছিলাম, কিন্তু ওরা বুঝতে পারে নি। অতএব দেখো ওদের মড়যন্ত্রের পরিণাম কী হয়েছিল! আমি অবশ্যই ওদেরকে ও ওদের সম্প্রদায়ের সকলকে ধৰৎস করেছি। — ২৭ সুরা নমল ৫০-৫১

... আর যারা মন্দ কাজের মড়যন্ত্র করে তাদের জন্য আছে কঠিন শাস্তি। তাদের মড়যন্ত্র ব্যর্থ হবেই। — ৩৫ সুরা ফাতির ১০

তারা পৃথিবীতে ঔদ্যত্য দেখাত ও কুটু মড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল। যারা মড়যন্ত্র করে, মড়যন্ত্র তাদেরকেই ঘিরে ফেলে। — ৩৫ সুরা ফাতির ৪ ৪৩

এভাবে প্রত্যেক জনপদে আমি অপরাধীদের প্রধান নিযুক্ত করেছি যেন তারা সেখানে মড়যন্ত্র করে। কিন্তু তারা যে শুধু তাদের নিজেদের বিরুদ্ধেই মড়যন্ত্র করে, তারা তা বোঝে না। — ৬ সুরা আনআম ১২৩

... যারা অপরাধ করেছে মড়যন্ত্র করার জন্য, আল্লাহর কাছ থেকে তাদের ওপর লাঞ্ছন ও কঠোর শাস্তি পড়বে। — ৬ সুরা আনআম ১২৪

ওদের পূর্ববর্তীরাও মড়যন্ত্র করেছিল, আল্লাহ ওদের মড়যন্ত্রের কাঠামোর ভিত্তিমূলে আঘাত করেছিলেন (আর সেই) কাঠামোর ছাদ ওদের ওপর ধসে পড়েছিল। আর ওদের ওপর এমন দিক থেকে শাস্তি এল যা ছিল ওদের ধারণাতীত। — ১৬ সুরা নাহল ২৬

যারা কুকর্মের ষড়যন্ত্র করে তারা কি এ-বিষয়ে নিশ্চিত আছে যে, আল্লাহ্ ওদের মাটির নিচে বিলীন করবেন না ? বা এমন দিক থেকে শাস্তি আসবে না যা ওদের ধারণাতীত ? বা চলাফেরার সময়ে তিনি ওদের পাকড়াও করবে না ? ওরা তো এ ব্যর্থ করতে পারবে না। বা ওদেরকে তিনি ভৌতসন্ত্বন্ত অবস্থায় পাকড়াও করবেন না ? তোমাদের প্রতিপালক তো দ্যাপরবশ, পরম দয়ালু। — ১৬ সুরা নাহল : ৪৫-৪৭

ওরা ভীষণ ষড়যন্ত্র করেছিল, কিন্তু আল্লাহ্ কাছে ওদের চক্রান্ত অজ্ঞান নেই, যদিও ওদের ষড়যন্ত্র এমন যে, পর্বতও যেন টলে যায়। — ১৪ সুরা ইব্রাহিম : ৪৬

স্মরণ করো, অবিশ্বাসীরা তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে ছিল তোমাকে বন্দি, বা হত্যা বা নির্বাসিত করার জন্য। তারা ষড়যন্ত্র করে, আর আল্লাহ্ পরিকল্পনা করেন। আর পরিকল্পনাকারীদের মধ্যে আল্লাহই শ্রেষ্ঠ। — ৮ সুরা আনফাল : ৩০

আর তারা (অবিশ্বাসীরা) ষড়যন্ত্র করল, আর আল্লাহও পরিকল্পনা করলেন! আল্লাহ্ তো শ্রেষ্ঠ পরিকল্পনাকারী। — ৩ সুরা আল-ই-ইমরান : ৫৪

ওদের পূর্বে যারা গত হয়ে গেছে তারাও চক্রান্ত করেছিল, কিন্তু সব চক্রান্তই আল্লাহর অধীন। প্রত্যেকে কি অর্জন করে তা তিনি জানেন। আর কাদের শেষ ভালো তা অবিশ্বাসীরা শীঘ্ৰই জানতে পারবে। — ১৩ সুরা রাদ : ৪২

সংযোগী : সাবধানি দ্র. ।

সংশোধনের সুযোগ : হে আদমসন্তান ! যদি তোমাদের মধ্য থেকে কোনো বসুল তোমাদের কাছে এসে আমার নির্দর্শনগুলো বয়ান করে, তখন যারা সাবধান হবে ও নিজেদের সংশোধন করবে তাদের কোনো ভয় থাকবে না এবং তারা দৃঢ়বিত্তও হবে না। — ৭ সুরা আরাফ : ৩৫

... কেউ বিশ্বাস করলে ও নিজেকে সংশোধন করলে তার কোনো ভয় নেই আর সে দৃঢ়বিত্তও হবে না। — ৬ সুরা আনআম : ৪৮

... তোমাদের কেউ অজ্ঞানতাবশত যদি খারাপ কাজ করে, তারপর তওবা করে ও নিজেকে সংশোধন করে তবে তো আল্লাহ্ ক্ষমাশীল পরম দয়ালু। — ৬ সুরা আনআম : ৫৪

বলো, 'হে আমার দাসগণ ! তোমরা যারা নিজেদের ওপর জুলুম করেছ, আল্লাহর অনুগ্রহ হতে নিরাশ হয়ে না। আল্লাহ্ সমুদয় পাপ ক্ষমা করে দেবেন। তিনি তো ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।'

তোমাদের কাছে শাস্তি আসার পূর্বে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের দিকে এগিয়ে যাও ও তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করো। শাস্তি এসে পড়লে তোমরা সাহায্য পাবে না। তোমাদের অঙ্গাতসারে তোমাদের ওপর অক্ষমাণ্ড শাস্তি আসার পূর্বে তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের ওপর যে-কল্যাণময় (কিতাব) অবর্তীণ করেছেন তার অনুসরণ করো, যাতে কাউকে বলতে না হয়, 'হায়, আল্লাহ্ প্রতি আমার কর্তব্যে আমি তো অবহেলা করেছি।' আমি তো উপহাসকারীদের একজন ছিলাম।' অথবা কেউ যেন না বলে, 'আল্লাহ্ আমাকে পথ প্রদর্শন করলে আমি তো একজন সাবধানি হতাম !' অথবা শাস্তি প্রত্যক্ষ করলে যেন কাউকে বলতে না হয় 'হায় ! যদি একবার (পৃথিবীতে) আমি ফিরে যেতে পারতাম তাহলে আমি সংকর্ম

করতাম ?' (আল্লাহু বলবেন), 'আসল ব্যাপার তো এই যে, আমার নির্দশনসমূহ তোমার কাছে এসেছিল কিন্তু তুমি এগুলো মিথ্যা বলে সেগুলো প্রত্যাখ্যান করেছিলে, আর তুমি তো ছিলো একজন অবিশ্বাসী !' — ৩১ সুরা জুমার : ৫৩-৫৯। শাস্তির সময় দ্র.।

সতর্কতা : হে বিশ্বাসিগণ ! সতর্কতা অবলম্বন করো, তারপর হয় দলে দলে বিভক্ত হয়ে অগ্রসর হও বা একত্রে অগ্রসর হও। — ৪ সুরা নিসা : ৭১

হে বিশ্বাসিগণ ! তোমরা যখন আল্লাহর পথে বের হবে তখন পরীক্ষা করে নেবে আর কেউ তোমাদের মঙ্গল কামনা করলে বা শুন্ধা জানালে ইহজীবনের সম্পদের লোভে তাকে বলো না, 'তুমি তো বিশ্বাসী নও !' কারণ, আল্লাহর কাছে অন্যায়সলভ্য সম্পদ প্রচুর রয়েছে। তোমরা তো পূর্বে এমনই ছিলে ! তারপর আল্লাহ তোমাদের ওপর অনুগ্রহ করেছেন, সুতরাং তোমরা পরীক্ষা করে নেবে। তোমরা যা কর আল্লাহ তা ভালো কর্যেই জানেন। — ৪ সুরা নিসা : ৯৪

সতর্ককারী : রসূল ও নবি দ্র.।

সততা : ওজন দ্র. সম্পত্তি দ্র.।

সত্য ও মিথ্যা : বলো, 'সত্য এসেছে আর মিথ্যা অস্তর্ধান করেছে। মিথ্যাকে অস্তর্ধান করতেই হবে !' — ১৭ সুরা বন-ইসরাইল : ৮১

আমি সত্যসহ তা (কোরান) অবতীর্ণ করেছি, আর তা সত্য নিয়েই অবতীর্ণ হয়েছে। আমি তো কেবল তোমাকে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে প্রেরণ করেছি। — ১৭ সুরা বন-ইসরাইল : ১০৫

বলো, 'হে মানুষ তোমাদের প্রতিপালকের কাছ থেকে তোমাদের কাছে সত্য এসেছে।' — ১০ সুরা ইউনুস : ১০৮

বলো, 'পৃথিবীতে সফর করো, তারপর দেখো যারা সত্যকে মিথ্যা বলেছিল তাদের কী পরিণাম হয়েছিল !' — ৬ সুরা আনআম : ১১

বলো 'আমার প্রতিপালক সত্য নিষ্কেপ করেন (অসত্যের বিরুদ্ধে)। তিনি অদ্যের পরিজ্ঞাতা !'

বলো, 'সত্য এসেছে, আর অসত্য (নতুন) কিছুই সৃষ্টি করে না বা (পুরাতন) কিছু ফিরিয়েও আনে না !' — ৩৪ সুরা সাবা : ৪৮-৪৯

যারা সত্য এনেছে আর যারা সত্যকে সত্য বলে মেনেছে তারাই তো সাবধানি। — ৩৯ সুরা জুমার : ৩৩

... প্রত্যেক সম্প্রদায় নিজ নিজ রসূলকে নিরস্ত করার অভিসংক্ষি করেছিল আর তারা সত্যকে ব্যর্থ করে দেওয়ার জন্য অসার যুক্তিতর্কে মন্ত ছিল। তাই আমি ওদের ওপর শাস্তির আঘাত হানলাম। আর কত কঠোর ছিল আমার শাস্তি ! — ৪০ সুরা মুমিন : ৫

... আল্লাহ মিথ্যাকে মুছে ফেলেন ও তাঁর বাণী দিয়ে সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেন। — ৪২ সুরা শূরা : ২৪

বলো, 'সত্য তোমাদের প্রতিপালকের কাছ থেকে ; যার ইচ্ছা সে বিশ্বাস করুন আর যার ইচ্ছা সে অবিশ্বাস করুন !' — ১৮ সুরা কাহাফ : ২৯

...সুতরাং পৃথিবীতে সফর করো ও দেখো যারা সত্যকে মিথ্যা বলেছে তাদের পরিণাম কী হয়েছিল। — ১৬ সুরা নাহল : ৩৬

তোমাদেরকে যে-প্রতিক্রিয়া দেওয়া হয়েছে তা নিশ্চয় সত্য ও বিচারের দিন তো অবশ্যস্তাবী। শপথ তরঙ্গিত আকাশের ! তোমাদের পরম্পরের মধ্যে কথায় কোনো মিল নেই। যে এ (সত্যধর্ম) থেকে ফিরিয়ে যায় তাকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। অভিশপ্ত সেই মিথ্যাবাদীরা যারা অস্ত্র ও উদাসীন। — ১১ সুরা জারিয়াত : ৫-১১

বরং আমি সত্য দিয়ে মিথ্যার ওপর আঘাত হানি ; আমি মিথ্যাকে চূণবিচূণ করে দেই আর তৎক্ষণৎ মিথ্যা নিচিঙ্ক হয়ে যায়। দুর্ভোগ তোমাদের, তোমরা যা বলছ তার জন্য ! — ২১ সুরা আম্বিয়া : ১৮

সত্য যদি ওদের কামনা-বাসনার অনুগামী হতো তবে আকাশ, পৃথিবী ও তাদের মধ্যবর্তী সব কিছুই বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ত। অপরদিকে আমি ওদেরকে উপদেশ দিয়েছি, কিন্তু ওরা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে উপদেশ থেকে। — ২৩ সুরা মুমিনুন : ৭১

তোমরা সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশিয়ো না ; আর জেনেশুনে সত্য গোপন করো না। — ২ সুরা বাকারা : ৪২

অতীতে, তোমাদের পূর্বে বহু বিধান ছিল ; সুতরাং তোমরা পৃথিবীতে সফর করো ও দেখো যারা মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছিল তাদের কী পরিণাম হয়েছে ! — ৩ সুরা আল-ই-ইমরান : ১৩৭

তিনি আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেন, নদীনালাগুলো পাত্র অনুসারে তা বয়ে নিয়ে যায়। আর যে ফেনা ওপরে ভেসে ওঠে স্নোত তা টেনে নিয়ে যায়। যখন অলংকার বা তৈজসপত্র তৈরি করার জন্য আগুনে তাতানো হয় তখন এমন আবর্জনা ওপরে উঠে আসে। এভাবে আল্লাহ সত্য ও অসত্যের দৃষ্টান্ত দিয়ে থাকেন। যা আবর্জনা তা ফেলে দেওয়া হয় আর যা মানুষের উপকারে আসে তা জমিতে থেকে যায়। এভাবে আল্লাহ উপমা দিয়ে থাকেন। — ১৩ সুরা রাদ : ১৭

এ এজন্যেও যে, আল্লাহই সত্য। আর তাঁর পরিবর্তে ওরা যাকে ডাকে তা অসত্য, আর আল্লাহ — তিনি তো সমুচ্ছ মহান। — ২২ সুরা হজ : ৬২

আল্লাহ বলবেন, ‘এ সেই দিন যে-দিন সত্যবাদীরা তাদের সততার জন্য উপকৃত হবে। তাদের জন্য আছে জানাত যার নিচে নদী বইবে। তারা সেখানে থাকবে চিরকাল। আল্লাহ তাদের ওপর প্রসন্ন হবে ও তারাও তাতে সন্তুষ্ট হবে। এটাই মহাসাফল্য।’ — ৫ সুরা মায়দা : ১১৯

সত্য ও সন্দেহ : সত্য তোমার প্রতিপালকের কাছ থেকে। সুতরাং যারা সন্দেহ করে তুমি তাদের শামিল হয়ো না। — ২ সুরা বাকারা : ১৪৭ = ৩ সুরা আল-ই-ইমরান : ৬০

যে-বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই তা অনুসরণ কোরো না। কান, চেখ, মন — প্রত্যেকের কৈফিয়ত তলব করা হবে। — ১৭ সুরা বনি-ইসরাইল : ৩৬

হে বিশ্বসিগণ ! তোমরা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে অনুমান থেকে দূরে থেকো। কারণ, কোনো কোনো ক্ষেত্রে কল্পনা বা অনুমান করা পাপ ! আর তোমরা একে অপরের

গোপন বিষয় সঞ্চান কোরো না ও একে অপরের অসম্ভাতে নিন্দা কোরো না। — ৪৯
সুরা হজুরাত : ১২

সত্যত্যাগী : ফাসেক দ্র.।

সৎকর্ম : বিশ্বাস, সৎকর্ম ও পুরস্কার দ্র.।

সৎকর্মে প্রতিযোগিতা : ... তারা (জ্ঞাকারিয়া ও তার স্ত্রী) সৎকর্মে প্রতিযোগিতা করত। তারা আমাকে ভরসা ও ভয়ের সাথে ডাকত আর আমার কাছে তারা ছিল বিনীত। — ২১ সুরা আশুয়া : ৯০

... তোমরা সৎকর্মে প্রতিযোগিতা করো। — ২ সুরা বাকারা : ১৪৮

... তারা আল্লাহ'ও শেষদিনে বিশ্বাস করে, সৎকর্মের নির্দেশ দেয়, অসৎকর্ম নিষেধ করে এবং তারা সৎকর্মে প্রতিযোগিতা করে। তারাই সজ্জনদের অস্তর্ভূত। — ৩ সুরা আল-ই-ইমরান : ১১৪

তোমরা প্রতিযোগিতা করো তোমাদের প্রতিপালকের কাছ থেকে ক্ষমা ও জাল্লাতলাভের জন্য যা আকাশ ও পথিকীর সমান প্রশংস্ত, যা সাবধানিদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। — ৩ সুরা আল-ই-ইমরান : ১৩৩

... সৎকর্মে তোমরা প্রতিযোগিতা করো। — ৫ সুরা মায়িদা : ৪৮

সন্দেহ : সত্য ও সন্দেহ দ্র.।

সংক্ষি : যুক্ত ও সংক্ষি দ্র.।

সর্ব্যাসবাদ : ... আর সর্ব্যাসবাদ — এ তো ওরাই নিজেরাই আল্লাহ'র সন্তুষ্টিলাভের জন্য প্রতিষ্ঠা করেছিল। আমি ওদের ওপর এ-বিধান চাপাই নি, অথচ এ-ও ওরা যথাযথভাবে পালন করে নি। ওদের মধ্যে যারা বিশ্বাস করেছিল তাদেরকে আমি দিয়েছিলাম পুরস্কার। আর ওদের বেশির ভাগই তো সত্যত্যাগী। — ৫৭ সুরা হাদিদ : ২৭

সর্ব্যাসী, পঙ্ক্তি বা পুরোহিত : নিশ্চয় আমি তওরাত অবতীর্ণ করেছিলাম ; ওতে ছিল পথনির্দেশ ও আলো। নবিরা যারা আল্লাহ'র অনুগত ছিল তারা ইহুদিদেরকে সেই অনুসারে বিধান দিত, রববানিয়া ও পঙ্ক্তিরাও বিধান দিত। কারণ, তাদেরকে আল্লাহ'র কিতাবের রক্ষক করা হয়েছিল ও তারা ছিল ওর সাক্ষী। সুতরাং মানুষকে ভয় কোরো না, আমাকেই ভয় কর আর আমার আয়াত নগণ্য মূল্যে বিক্রি কোরো না। আর আল্লাহ' যা অবতীর্ণ করেছেন সেই অনুসারে যারা বিধান দেয় না, তারাই অবিশ্বাসী। — ৫ সুরা মায়িদা : ৪৪

রববানি ও পঙ্ক্তিরা কেন তাদেরকে পাপ কথা বলতে ও অবৈধ ভক্ষণে নিষেধ করে না ? ওরা যা করে তাও তো খারাপ ! — ৫ সুরা মায়িদা : ৬৩

অবশ্য বিশ্বাসীদের বিরক্তে শক্তায় মানুষের মধ্যে ইহুদি ও অঞ্চলীয়দেরকে তুমি সবচেয়ে বেশি উগ্র দেখবে আর যারা বলে, 'আমরা খ্রিস্টান (মানুষের মধ্যে) তাদেরকেই তুমি বিশ্বাসীদের নিকটতর বক্ষুলোপে দেখবে, কারণ তাদের মধ্যে অনেক পঙ্ক্তি ও সংসারবিরাগী সর্ব্যাসী রয়েছে, আর তারা অহংকারও করে না। — ৫ সুরা মায়িদা : ৮-২

তারা আল্লাহকে ছাড়া তাদের পণ্ডিত ও সন্ন্যাসীদেরকে তাদের প্রতিপালকরাপে গ্রহণ করছে, আর মরিয়মপুত্র মসিহকেও। কিন্তু ওদেরকে এক উপাস্যের উপাসনা করার জন্যই আদেশ হয়েছিল। তিনি ছাড়া অন্য কোনো উপাস্য নেই। তারা যাকে শরিক করে তার থেকে তিনি কত পবিত্র !

তারা তাদের মুখের ফুৎকারে আল্লাহর জ্যোতি নেভাতে চায়। অবিশ্বাসীরা অগ্রীতিকর মনে করলেও আল্লাহ তাঁর জ্যোতির পূর্ণ উজ্জ্বল ছাড়া অন্যকিছু চান না। অংশীবাদীরা অগ্রীতিকর মনে করলেও অপর সমস্ত ধর্মের ওপর জয়যুক্ত করার জন্য তিনিই পথনির্দেশ ও সত্য ধর্ম নিয়ে তাঁর রসূল প্রেরণ করেছেন।

হে বিশ্বাসিগণ ! পণ্ডিত ও সন্ন্যাসীদের মধ্যে অনেকে লোকের ধন অন্যায়ভাবে ভোগ করে থাকে ও লোককে আল্লাহর পথ থেকে বিরত করে। যারা সোনা ও রূপা জমা করে এবং তা আল্লাহর পথে ব্যয় করে না তাদের মারাত্মক শাস্তির খবর দাও। — ৯ সুরা তওবা : ৩১-৩৪

সন্তানসন্ততি : ৪ ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততি দ্র.।

সন্তুষ্টি : তার (জাহানাম) থেকে দূরে রাখা হবে সেই সাবধানিকে যে ধনসম্পদ দান করে আত্মশুরীর জন্য, আর কারও প্রতি অনুগ্রহের প্রতিদানের প্রত্যাশায় নয়, কেবল তার মহান প্রতিপালকের সন্তুষ্টিলাভের জন্য। সে তো সন্তুষ্ট হবেই। — ৯২ সুরা লাইল : ১৭-২১

হে প্রশাস্ত আত্মা ! তুমি তোমার প্রতিপালকের কাছে ফিরে এসো, (নিজে) সন্তুষ্ট হও ও (তাঁকে) সন্তুষ্ট করো। আমার দাসদের শামিল হও এবং আমার জ্ঞানাতে প্রবেশ করো। — ৮৯ সুরা ফাজ্র : ২৭-৩০

আর এমন লোকও আছে যে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য জীবন সমর্পণ করে। — ২ সুরা বাকারা : ২০৭

যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে এ (কোরান) দিয়ে তিনি তাদেরকে শাস্তির পথে পরিচালিত করেন, আর নিজের ইচ্ছায় অঙ্ককার থেকে বের করে আলোর দিকে নিয়ে যান, আর ওদেরকে সরল পথে পরিচালিত করেন। — ৫ সুরা মায়দা : ১৬

আল্লাহ ও তাঁর রসূল ওদেরকে যা দিয়েছেন তাতে যদি ওরা তুষ্ট হতো তাহলে ভালো হতো আর যদি বলত, ‘আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট, আল্লাহ অবশ্যই শীঘ্ৰই নিজের অনুগ্রহ থেকে আমাদেরকে দান করবেন ও তাঁর রসূলও (দান করবেন)। আমরা আল্লাহরই ভক্ত !’ — ৯ সুরা তওবা : ৫৯

সফর : এরা কি পথিবীতে সফর করে না ও এদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কী হয়েছিল তা কি দেখে না ? ওরা তো এদের চেয়ে আরও শক্তিশালী ছিল। আকাশ ও পথিবীর কিছুই আল্লাহর বিধান ব্যর্থ করতে পারবে না। তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান। — ৩৫ সুরা ফাতির : ৪৪

বলো, ‘পথিবীতে সফর করো ও দেখো অপরাধীদের কী পরিণাম হয়েছিল !’ — ২৭ সুরা নমল : ৬৯

তোমার পূর্বেও আমি জনপদবাসীদের মধ্যে কেবল পুরুষদের প্রত্যাদেশসহ পাঠিয়েছিলাম। অবিশ্বাসীরা কি পথিবীতে সফর করে না ও দেখে না তাদের পূর্ববর্তীদের কী

পরিণতি হয়েছিল ? যারা সাবধানি তাদের জন্য পরলোকই শ্রেষ্ঠ ; তোমরা কি বোঝ না ? — ১২ সুরা ইউসুফ : ১০৯

আল্লাহ্ বিশ্বাসী নর ও নারীকে জান্মাতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যার নিচে নদী বইবে — সেখানে তারা থাকবে চিরকাল — আর প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন স্থায়ী জান্মাতে উত্তম বাসস্থানের। আর আল্লাহ্ সন্তুষ্টিই সবচেয়ে ভালো। এবং সে-ই মহাসাফল্য। — ৯ সুরা তওবা : ৭২

বলো, ‘পৃথিবীতে সফর কর, তারপর দেখ যারা সত্যকে মিথ্যা বলেছিল তাদের কী পরিণাম হয়েছিল !’ — ৬ সুরা আনআম : ১১

এরা কি পৃথিবীতে সফর করে না ? করলে, দেখত এদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কী হয়েছিল ? পৃথিবীতে এদের চেয়ে শক্তিতে ও কীর্তিতে ওরা আরও প্রবল ছিল। তারপর আল্লাহ্ ওদের পাপের জন্য ওদের শাস্তি দিয়েছিলেন আর আল্লাহ্ শাস্তি থেকে ওদের রক্ষা করার কেউ ছিল না। এ এজন্য যে, ওদের কাছে ওদের রসূলরা নির্দশন নিয়ে আসার পর ওরা তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। তাই আল্লাহ্ ওদেরকে শাস্তি দিলেন। তিনি তো শক্তিশালী, কঠোর শাস্তিদাতা। — ৪০ সুরা মুমিন : ২১-২২

ওরা কি পৃথিবীতে সফর করে নি ও ওদের পূর্ববর্তীদের কি পরিণাম হয়েছিল তা দেখে নি ? পৃথিবীতে তারা ছিল ওদের চেয়ে সংখ্যায় বেশি আর শক্তিতে ও কীর্তিতে আরও প্রবল। তারা যা করত তা তাদের কোনো কাজে আসে নি। — ৪০ সুরা মুমিন : ৮২

... সুতরাং পৃথিবীতে সফর করো ও দেখো, যারা সত্যকে মিথ্যা বলেছে তাদের পরিণাম কী হয়েছিল ? — ১৬ সুরা নাহল : ৩৬

তিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে প্রশস্ত করে দিয়েছেন, অতএব তোমরা দিগন্দিগন্তে বিচরণ কর ও তাঁর দেওয়া জীবনের উপকরণ থেকে আহার করো। পুনরুদ্ধানের পর তাঁরই কাছে ফিরতে হবে। — ৬৭ সুরা মূল্ক : ১৫

ওরা কি পৃথিবীতে সফর করে না ও দেখে না ওদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কি হয়েছে ? শক্তিতে তারা ছিল ওদের চেয়ে প্রবল। তারা জমি চাষ করত ও ওদের চেয়ে বেশি আবাদ করত। আর তাদের কাছে তাদের রসূলরা স্পষ্ট নির্দশন নিয়ে এসেছিল। আসলে ওদের ওপর আল্লাহ্ জুলুম করেন নি ; ওরা নিজেরাই নিজেদের ওপর জুলুম করেছিল। তারপর যারা মন্দ কাজ করেছিল তাদের পরিণাম হয়েছে মন্দ ; কারণ তারা আল্লাহ্ আয়ত অবিশ্বাস করত ও তা নিয়ে ঠাট্টাবিদ্যুপ করত। — ৩০ সুরা রাম : ৯-১০

বলো, ‘তোমরা পৃথিবীতে সফর করো ও দেখো তোমাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কি হয়েছে ? ওদের অধিকাংশই ছিল অশ্রীবাদী !’ — ৩০ সুরা রাম : ৪২

বলো, ‘পৃথিবীতে সফর করে দেখো কিভাবে তিনি সৃষ্টির সূচনা করেন। তারপর আল্লাহ্ আবার তাকে সৃষ্টি করবেন। আল্লাহ্ তো সববিষয়ে সর্বশক্তিমান !’ — ২৯ সুরা আনকাবুত : ২০

অতীতে, তোমাদের পূর্বে বহু বিধান ছিল ; সুতরাং তোমরা পৃথিবীতে সফর করো ও দেখো যারা মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছিল তাদের কী পরিণাম হয়েছে ! এ মানবজাতির জন্য স্পষ্ট ব্যাখ্যা ও সাবধানিদের জন্য পথপ্রদর্শক ও শিক্ষা। — ৩ সুরা আল-ই-ইমরান : ১৩৭-১৩৮

যারা অবিশ্঵াস করে দেশবিদেশে অবাধে ঘুরে বেড়ায় তারা যেন তোমাকে বিপ্রান্ত না করে। এ তো সামান্য উপভোগ। তারপর তারা জাহাঙ্গামে বাস করবে। আর সে কী জংগল বাসস্থান। — ৩ সুরা আল-ই-ইমরান ১৯৬-১৯৭

আর তোমরা যখন পৃথিবীতে সফর করবে তখন যদি তোমাদের ভয় হয় যে অবিশ্বাসীরা তোমাদের নির্যাতন করবে, তবে নামাজ সংক্ষেপ করলে তোমাদের কোনো দোষ নেই। অবিশ্বাসীরা তোমাদের প্রকাশ্য শক্তি। — ৪ সুরা নিসা ১০১

ওরা কি পৃথিবীতে সফর করে নি আর দেখে নি ওদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কী হয়েছিল? তিনি ওদের ধ্বংস করেছেন, আর অবিশ্বাসীদের অবস্থা অনুরূপই হবে। এ এজন্য যে, আল্লাহ্ বিশ্বাসীদের অভিভাবক; আর অবিশ্বাসীদের কোনো অবিভাবক নেই। — ৪৭ সুরা মুহাম্মদ ১০-১১

সীমালঞ্চনের জন্য আমি কত জনপদ ধ্বংস করেছি। এসব জনপদ আজ নিছাদ ধ্বংসস্তূপ। কত কৃপ পরিত্যক্ত আর সুউচ্চ প্রাসাদ ধ্বংসপ্রাপ্ত আজ! তারা কি দেশভ্রমণ করে নি যাতে তারা হাদয় দিয়ে বুঝতে পারে বা চোখ দিয়ে দেখতে পারে? চোখ তো নয়, বরং বুকের মাঝের হাদয়ই অঙ্ক। — ২২ সুরা হজ ৪৫-৪৬

সমন্বয় : তিনিই দুটি সাগরকে প্রবাহিত করেছেন, একটির পানি সুমিষ্ট ও সুপেয় আর অপরটির পানি লবণাক্ত ও বিস্বাদ, বুক জ্বালা করে। দুয়ের মধ্যে তিনি রেখে দিয়েছেন এক ব্যবধান, এক অন্তিক্রম্য বাধা। — ২৫ সুরা ফুরকান ১০

দুটো সাগর একরকম নয়—একটির পানি সুষ্ঠিত ও সুপেয়, অপরটির পানি লবণাক্ত ও বিস্বাদ। দুটি থেকেই তোমরা মাছ খাও ও তোমাদের ব্যবহারের জন্য রত্নাদি আহরণ কর। আর তোমরা দেখ ওর বুক চিরে জলযান চলাচল করে যাতে তোমরা তাঁর অনুগ্রহ অনুসঙ্গান করতে পার ও যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হও। — ৩৫ সুরা ফাতির ১২

তোমাদের প্রতিপালক তিনিই যিনি তোমাদের জন্য সমুদ্রে জলযান পরিচালিত করেন, যার ফলে তোমরা তাঁর অনুগ্রহ সঙ্গান করতে পার। তিনি তো তোমাদের বড় দয়া করেন।

সমন্বয়ের মধ্যে যখন তোমাদেরকে বিপদ স্পর্শ করে তখন তোমরা কেবল আল্লাহ্ ছাড়া অপর যাদের ডাকে তারা তোমাদের মন থেকে সঁরে যায়। তারপর তিনি যখন ডাঙায় এনে তোমাদের উদ্ধার করেন তখন তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও। যানুয় বড়ই অকৃতজ্ঞ।

তোমরা কি নিশ্চিন্ত আছ যে তিনি তোমাদেরকে স্থলে কোথাও ডুর্গত্ব করবেন না বা তোমাদের ওপর কক্ষ-ঝঁঝঁ প্রেরণ করবেন না? তখন তোমাদের জন্য কেউ ওকালতি করবে না। বা তোমরা কি নিশ্চিন্ত আছ যে তিনি তোমাদের আর-একবার সমুদ্রে নিয়ে যাবেন না ও তোমাদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড ঝড় পাঠাবেন না আর তোমাদের অবিশ্বাসের জন্য তোমাদেরকে ডুবিয়ে দেবেন না? তখন এ-বিষয়ে আমার বিরুদ্ধে তোমাদেরকে কেউ সাহায্য করবে না।

আমি তো আদমসম্ভানকে মর্যাদা দান করেছি, স্থলে ও সমন্বয়ে ওদের চলাচলের জন্য বাহন দিয়েছি এবং ওদের জীবনের জন্য উন্নত উপকরণ দিয়েছি। আর আমি যাদের সংষ্ঠি করেছি তাদের অনেকের ওপরে ওদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি। — ১৭ সুরা বনি-ইসরাইল ৬৬-৭০

আল্লাহ্ তো সমুদ্রকে তোমাদের অধীন করে নিয়েছেন, যাতে তাঁর আদেশে জলযানগুলো সমুদ্রের বুকে, চলাচল করতে পারে ও যাতে তোমরা তাঁর অনুগ্রহ অনুসন্ধান করতে পার ও তার কাছে কৃতজ্ঞ হও। — ৪৫ সুরা জাসিয়া : ১২

তিনিই সমুদ্রকে অধীন করেছেন যাতে তোমরা তাঁর থেকে তাজা মাছ আহার করতে পার ও তার থেকে আহরণ করতে পার যা দিয়ে তোমরা নিজেদের অলংকৃত কর। আর তোমরা দেখতে পাও তার বুক চিরে জলযান চলাচল করে। আর এ এজন্য যে তোমরা যেন তাঁর অনুগ্রহ সন্ধান করতে পার ও তোমরা যেন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। — ১৬ সুরা নাহল : ১৪

তিনি প্রবাহিত করেন দুই সমুদ্র যারা পরম্পরের মিলিত হয় ; কিন্তু ওদের মধ্যে ব্যবধান থাকে যা তারা অতিক্রম করতে পারে না। সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহ অঙ্গীকার করবে ? দুই সমুদ্র থেকে ওঠে মুক্তি ও প্রবাল। সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহ অঙ্গীকার করবে ? সমুদ্রে বিচরণশীল জলযানগুলো তাঁরই নিয়ন্ত্রণে পর্বতের (বা পতাকার) মতো শোভা পায়। সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহ অঙ্গীকার করবে ? — ৫৫ সুরা রহমান : ১৯-২৫

সম্পত্তি : পিতৃহীন বয়ঝ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত সদুদেশ্য ছাড়া তার সম্পত্তির কাছে যেয়ো না। — ১৭ সুরা বনি-ইসরাইল : ৩৪

আর তোমরা একে অন্যের ধন অন্যায়ভাবে গ্রাস কোরো না। আর মানুষের ধনসম্পদের কিছু অংশ জেনেশুনে অন্যায়ভাবে গ্রাস করার উদ্দেশ্যে বিচারকদের ঘৃষ দিয়ো না। — ২ সুরা বাকারা : ১৮

আর অল্পবুদ্ধিসম্পন্নদেরকে তাদের সম্পত্তি দিয়ো না যা আল্লাহ্ তোমাদের রাখতে দিয়েছেন। তার থেকে তাদের খাওয়া-পরার ব্যবস্থা করবে ও তাদের সাথে ভালোভাবে কথা বলবে। — ৪ সুরা নিসা : ৫

হে বিশ্বাসিগণ ! তোমরা একে অন্যের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস কোরো না, তোমরা অবশ্য পরম্পর রাজি হয়ে ব্যবসা করতে পার। — ৪ সুরা নিসা : ২৯

আল্লাহ্ এ-জনপদবাসীদের কাছ থেকে তাঁর রসূলকে যা-কিছু দিয়েছেন তা আল্লাহ্, রসূলের, তার আত্মীয় স্বজনদের, এতিমদের, অভাবগ্রস্ত ও মুসাফিরদের, যাতে তোমাদের মধ্যে যারা বিস্তুবান কেবল তাদের মধ্যেই ধনসম্পদ আবর্তন না করে। রসূল যার অনুমতি দেয় তা তোমরা গ্রহণ করো, ও যা নিয়েধ করে তা থেকে বিরত থেকো। আল্লাহকে তোমরা ভয় করো, আল্লাহ্ কঠোর শাস্তিদাতা। — ৫৯ সুরা হাশর : ৭

সম্মান, সম্মানজনক জীবিকা ও সম্মানের পরীক্ষা : ক্ষমতা, মর্যাদা ও সম্মান দ্র.।

সরল পথ : পথ, পথপ্রাণ ও পথভৱ্য দ্র.।

সাকার : তারপর সে একবার পিছিয়ে গেল ও পরে দক্ষভরে ফিরে এল, আর বলল, 'এ তো লোকপরম্পরায় প্রাণ জাদু ছাড়া আর কিছু নয়। এ তো মানুষেরই কথা !'

আমি তাকে সাকার-এ ছুড়ে ফেলব।

তুমি কি জান সাকার কী ? তা ওদের বাঁচতেও দেবে না বা মরতেও দেবে না, গায়ের চামড়া পুড়িয়ে ফেলবে। এর ওপরে রয়েছে উনিশ (জন প্রহরী)।

আমি ফেরেশ্তাদেরকেই করেছি জাহানামের প্রহরী। অবিশ্বাসীদের পরীক্ষার জন্যই
আমি ওদের এ-সংখ্যা উল্লেখ করেছি যাতে কিতাবীদের দৃঢ় প্রত্যয় জম্বে, বিশ্বাসীদের বিশ্বাস
বাড়ে, আর বিশ্বাসীরা ও কিতাবীরা সঙ্গে পোষণ না করে। এর ফলে যাদের অন্তরে ব্যাধি
আছে তারা ও অবিশ্বাসীরা বলবে, ‘আল্লাহ্ এ মাস্যালা [দষ্টান্ত] দিয়ে কি বোঝাতে চাইছেন?
এভাবে আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন এবং যাকে ইচ্ছা পথনির্দেশ করেন। তোমার
প্রতিপালকের বাহিনী সম্পর্কে একমাত্র তিনিই জানেন। জাহানামের এ বর্ণনা তো মানুষের জন্য
সাবধানবাণী।’ — ৭৪ সুরা মুদ্দাস-স্মির : ২৩-৩১

সাক্ষিনা : প্রশাস্তি দ্র।

সাক্ষাৎ : আমি আজ এদের মুখ মোহর করে দেব, এদের হাত আমার সঙ্গে কথা বলবে
ও পা এদের কৃতকর্মের সাক্ষ্য দেবে। — ৩৬ সুরা ইয়াসিন : ৬৫

... আর যখন তোমরা কথা বলবে তখন আত্মীয়স্বজনের বিরুদ্ধে হলেও ন্যায় বলবে
আর আল্লাহকে প্রদত্ত অঙ্গীকার পূর্ণ করবে। এইভাবে আল্লাহ্ তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন
যেন তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর। — ৬ সুরা আনআম : ১৫২

এভাবে আমি তোমাদেরকে এক মধ্যপদ্ধি জাতি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছি যাতে তোমরা
মানবজাতির জন্য সাক্ষী হতে পার, আর রসূল তোমাদের জন্য সাক্ষী হবে। — ২ সুরা
বাকারা : ১৪৩

... আর তোমাদের পছন্দমতো দুইজন পুরুষকে সাক্ষী রাখবে, আর যদি দুইজন পুরুষ
না থাকে, তবে একজন পুরুষ ও দুইজন স্ত্রীলোক। স্ত্রীলোকদের মধ্যে একজন ভুল করলে
তাদের একজন অন্যজনকে স্মরণ করিয়ে দেবে। সাক্ষীদের যখন ডাকা হবে তখন যেন তারা
অঙ্গীকার না করে।

আর এ (ঝণ) কম হোক বা বেশি হোক মেয়াদ লিখতে তোমরা বিরক্ত হয়ো না।
আল্লাহর কাছে এ বেশি ন্যায় ও প্রমাণের জন্য বেশি পাকাপোক্ত, আর তোমাদের
মধ্যে যেন সঙ্গে না জাগে তার জন্য প্রশংস্ত। কিন্তু তোমরা পরম্পর যে-ব্যাবসার
নগদ আদান-প্রদান কর তা তোমরা না লিখে রাখলে কোনো দোষ নেই। তোমরা
যখন পরম্পরের মধ্যে বেচাকেনা কর তখন সাক্ষী রেখো। লেখক ও সাক্ষী যেন ক্ষতিগ্রস্ত
না হয়, যদি তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত কর তবে এ হবে তোমাদের জন্য অন্যায়। তোমরা আল্লাহকে
ভয় কর। আল্লাহ্ তো তোমাদেরকে শিক্ষা দেন। আল্লাহ্ সকল বিষয়ে ভালো করেই জানেন।
— ২ সুরা বাকারা : ২৮২

... আর তোমরা সাক্ষ্য গোপন করো না। প্রকৃতপক্ষে যে তা গোপন করে, তার
অন্তর তো অপরাধ করে। তোমরা যা কর আল্লাহ্ তা ভালো করেই জানেন। — ২
সুরা বাকারা : ২৮৩

... তোমরা যখন তাদের (এতিমদের) সম্পদ সমর্পণ করবে তখন সাক্ষী রেখো। হিসাব
গ্রহণে আল্লাহই যথেষ্ট। — ৪ সুরা নিসা : ৬

তোমাদের নারীদের মধ্যে যারা ব্যভিচার করে তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের মধ্য হতে
চারজনের সাক্ষী নেবে। যদি তারা সাক্ষ্য দেয় (নিজেদের দোষ স্বীকার করে), তবে তাদেরকে

ঘরে আটকে রাখবে, যে-পর্যন্ত না তাদের মতু হয় বা আল্লাহ্ তাদের জন্য অন্য কোনো ব্যবস্থা করেন। — ৪ সুরা নিসা : ১৫

তখন তাদের কী অবস্থা হবে যখন আমি প্রত্যেক সম্প্রদায় থেকে একজন সাক্ষী উপস্থিত করব এবং তোমাকেও তাদের সাক্ষী হিসাবে উপস্থিত করব? — ৪ সুরা নিসা : ৪১

হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা ন্যায়বিচারে দ্বৃত প্রতিষ্ঠিত থাকবে, তোমরা আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে সাক্ষ্য দেবে, যদিও তা তোমাদের নিজেদের বা পিতামাতা বা আত্মীয়স্বজনের বিরুদ্ধে হয়; সে বিস্তুরণ হোক বা বিস্তুরাই হোক আল্লাহ্ উভয়েই যোগ্যতার অভিভাবক। সুতরাং তোমরা ন্যায়বিচার করতে কামনা-বাসনার অনুসরণ কোরো না। যদি তোমরা প্র্যাচালো কথা বল বা পাশ কেটে চল তবে তোমরা যা কর আল্লাহ্ তার খবর রাখেন। — ৪ সুরা নিসা : ১৩৫

ওদের (তালাকপ্রাণ স্ত্রীদের) ইন্দিতপূরণের কাল শেষ হয়ে এলে, হয় তোমরা ভালোভাবে ওদেরকে রেখে দেবে, না হয় ভালোভাবে ওদেরকে ছেড়ে দেবে আর তোমাদের মধ্য হতে দুজন ন্যায়পরায়ণ লোককে সাক্ষী রাখবে। তোমরা আল্লাহকে মনে রেখে সাক্ষ্য দেবে। — ৬৫ সুরা তালাক : ২

যারা সাক্ষী রঘণীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে ও সপক্ষে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করে না তাদের আশিবার কবাদ্বাত করবে ও কখনও তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করবে না। এরাই তো সত্যত্যাগী। — ২৪ সুরা নূর : ৪

হে বিশ্বাসিগণ! আল্লাহর উদ্দেশ্যে উচিত সাক্ষ্য দেওয়ার ব্যাপারে তোমরা অবিচল থাকবে। কোনো সম্প্রদায়ের প্রতি বিরাগ তোমাদেরকে যেন কখনও সুবিচার করা থেকে বিরত না রাখে। সুবিচার করো, তা আত্মসংযমের আরও কাছাকাছি। আর আল্লাহকে ভয় করো। তোমরা যা করো আল্লাহ্ তার খবর রাখেন। — ৫ সুরা মায়দা : ৮

হে বিশ্বাসিগণ! তোমাদের কারও যখন মতুকাল ঘনিয়ে আসে তখন অসিয়ত করার সময় তোমাদের মধ্য থেকে দুজন ন্যায়পরায়ণ লোককে সাক্ষী রাখবে। তোমরা সফরে থাকলে ও তোমাদের মরণদণ্ডা উপস্থিত হলে তোমাদের ছাড়া অন্য লোকদের মধ্য থেকে দুজন সাক্ষী মনোনীত করবে। তোমাদের সন্দেহ হলে নামাজের পর তাদেরকে অপেক্ষা করতে বলবে। তারপর তারা আল্লাহর নামে শপথ করে বলবে, ‘আমরা এর বিনিময়ে কোনো মূল্য গ্রহণ করব না যদি সে আত্মীয়ও হয় আর আমরা আল্লাহর সাক্ষ্য গোপন করব না, করলে আমরা নিশ্চয় পাপীদের অন্তর্ভুক্ত হব।’

যদি এ প্রকাশ পায় যে, তারা দুজন অপরাধে লিপ্ত হয়েছে, তবে যাদের স্বার্থহানি ঘটেছে, তাদের মধ্য থেকে তাদের নিকটতম দুজন তাদের স্থান নেবে ও আল্লাহর নামে শপথ ক'রে বলবে, ‘আমাদের সাক্ষ্য অবশ্যই তাদের থেকে বেশি সত্য আর আমরা সীমালঙ্ঘন করি নি, করলে আমরা তো সীমালঙ্ঘনকারীদের শামিল হব।’

এ-ই ভালো, তাহলে লোক ঠিকভাবে সাক্ষ্য দেবে বা ভয় করবে যে, শপথের পর আবার তাদের শপথ করানো হবে। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর ও শোনো। আল্লাহ্ সত্যত্যাগী সম্প্রদায়কে সংপথে পরিচালিত করেন না। — ৫ সুরা মায়দা : ১০৬-১০৮

সাক্ষী শ্রেষ্ঠ : বলো, ‘আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট। তিনি তাঁর দাসদের ভালো করেই জানেন ও দেখেন’ — ১৭ সুরা বনি-ইসরাইল : ৯৬

বলো, ‘সাক্ষী হিসাবে কে সর্বশ্রেষ্ঠ?’

বলো, ‘তোমাদের ও আমার মধ্যে আল্লাহই (শ্রেষ্ঠ) সাক্ষী। আর এই কোরান আমার কাছে প্রেরিত হয়েছে যেন তোমাদের ও যার কাছে এ পৌছবে তাদেরকে এ দিয়ে আমি সতর্ক করি। তোমরা কি এ—সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহর সঙ্গে অন্য কোনো উপাস্যও আছে?’

বলো, ‘আমি সে—সাক্ষ্য দিই না।’

বলো, ‘তিনি একমাত্র উপাস্য আর তোমরা যে (তাঁর) শরিক কর তাতে আমি নেই।’ — ৬ সুরা আনআম : ১৯

যারা অবিশ্বাস করেছে তারা বলে, ‘তুমি তো প্রেরিত পুরুষ নও।’

বলো, ‘আল্লাহ ও যাদের কাছে কিতাবের জ্ঞান আছে তারা আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী হিসাবে যথেষ্ট।’ — ১৩ সুরা রাদ : ৪৩

সাদকা : ৮ দান—ব্যয়রাত দ্র.

সাফল্য ও ব্যর্থতা : শপথ সূর্যের ও তার কিরণের ! শপথ চন্দ্রের যখন তা সূর্যের পর দেখা দেয় ! শপথ দিনের যখন সে তাকে (সূর্যকে) প্রকাশ করে ! শপথ রজনীর যখন সে তাকে দেকে ফেলে ! শপথ আকাশের ও তাঁর যিনি তাকে তৈরি করেছেন ! শপথ পৃথিবীর আর তাঁর যিনি তাকে বিস্তৃত করেছেন ! শপথ মানুষের আর তাঁর যিনি তাকে সুষ্ঠায় করেছেন, যিনি তাকে তার মন্দ কাজ ও তার ভালো কাজের জ্ঞান দিয়েছেন ! যে নিজেকে পবিত্র করবে সে—ই সফল হবে আর যে নিজেকে কলুষিত করবে সে—ই ব্যর্থ হবে।’ — ৯১ সুরা শামস : ১-১০

তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকা উচিত যারা (লোককে) ভালোর দিকে ডাকবে ও সংকর্মের নির্দেশ দিবে এবং অসংকর্মে ব্যাপারে নিষেধ করবে। আর এসব লোকই হবে সফলকাম। — ৩ সুরা আল-ই-ইমরান : ১০৮

... যারা কার্পণ্য থেকে নিজেদেরকে মুক্ত করেছে, তারাই সফলকাম। — ৫৯ সুরা হাশর : ৯

সাফা ও মারওয়া : হজ দ্র.

সাবধানি বা সংযুক্তি : সাবধানির জন্য তাদের প্রতিপালকের কাছে রয়েছে জামাতুন নবীম [সুখকর উদ্যয়ন]। — ৬৮ সুরা কলম : ৩৪

... আল্লাহ তোমাদের সম্বন্ধে ভালো করেই জানেন (তখন থেকে) যখন তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছিলেন যাটি থেকে, ও যখন তোমরা যাত্তগতে ছিলে ভুগ হয়ে। সুতরাং তোমরা নিজেদেরকে বড় পবিত্র ভেবো না ; কে সংযুক্তি তা তিনিই ভালো জানেন। — ৫৩ সুরা নাজর : ৩২

হে আদমস্তুন ! তোমাদের লজ্জাহান ঢাকার ও বেশভূত্যার জন্য আমি তোমাদেরকে পরিচ্ছদ দিয়েছি ; আর সাবধানতার পরিচ্ছদই সবচেয়ে ভালো। এ আল্লাহর নির্দেশনসমূহের অন্যতম যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে। — ৭ সুরা আরাফ : ২৬

যারা বিশ্বাসী ও সাবধানি তাদের জন্য পরলোকের পূর্বস্কারইউন্নত ! — ১২ সুরা ইউসুফ : ৯৪

... যারা সাবধানি তাদের জন্য পরলোকই শ্ৰেষ্ঠ, তোমরা কি বোৰ না? — ১২
সুৱা ইউসুফ : ১০৯

এ-ই জ্ঞানত, আমাৰ দাসদেৱ মধ্যে যারা সাবধানি তাদেৱ উপৰাধিকাৱ। — ১৯
সুৱা মৱিয়ম : ৬৩

যারা সত্য এনেছে ও যারা সত্যকে সত্য বলে মেনেছে তাৱাই তো সাবধানি। সবকিছুই
তাদেৱ প্ৰতিপালকেৱ কাছে রয়েছে। এ-ই সৎকৰ্মপৰায়ণদেৱ পূৰ্বস্কাৱ। কাৰণ, তাৱা যেসব
মন্দ কাজ কৱেছিল আল্লাহ্ তা ক্ষমা ক'ৰে দেবেন ও সৎকাজেৱ জন্য তাদেৱকে পূৰ্বস্কৃত
কৱবেন। — ৩৯ সুৱা জুমাৰ : ৩৩-৩৫

আল্লাহ্ সাবধানিদেৱ উদ্ধাৱ কৱবেন তাদেৱ সাফল্যসহ। তাদেৱকে অমঙ্গল স্পৰ্শ কৱবে
না, আৱ তাৱা দুঃখও পাবে না। — ৩৯ সুৱা জুমাৰ : ৬১

... সাবধানিদেৱ জন্য তোমাৰ প্ৰতিপালকেৱ কাছে রয়েছে পৱলোকেৱ কল্যাণ।
— ৪৩ সুৱা জুৰুরুফ : ৩৫

আৱ যারা সাবধানি ছিল তাদেৱ বলা হবে, ‘তোমাদেৱ প্ৰতিপালক কী অবতীৰ্ণ
কৱেছিলেন?’ তাৱা বলবে, ‘মহাকল্যাণ।’ যারা সৎকৰ্ম কৱে তাদেৱ জন্য এ-পৃথিবীতে
কল্যাণ আছে ও পৱলোকেৱ বাস আৱও উত্তম। আৱ সাবধানিদেৱ বাসেৱ জ্যোগা কী
ভালো। যাতে তাৱা প্ৰবেশ কৱবে তা স্থায়ী জ্ঞানত, তাৱা নিচে নদী বইবে, তাৱা যা-কিছু
চাইবে তাদেৱ জন্য সেখানে তা-ই থাকবে। এভাবেই আল্লাহ্ পূৰ্বস্কৃত কৱেন
সাবধানিদেৱকে, যাদেৱ মৃত্যু ঘটায় ফেৰেশতাৱা ওৱা পৰিত্ব থাকা অবস্থায়। (তাদেৱকে)
ফেৰেশতাৱা বলবে, ‘তোমাদেৱ ওপৱ শাস্তি। তোমরা যা কৱতে তাৱ জন্য জ্ঞানতে প্ৰবেশ
কৱ।’ — ১৬ সুৱা নাহল : ৩০-৩২

কাৰণ, যারা সাবধানতা অবলম্বন কৱে ও যারা সৎকৰ্মপৰায়ণ আল্লাহ্ অবশ্যই তাদেৱ
সঙ্গে আছেন। — ১৬ সুৱা নাহল : ১২৮

বলো, ‘আমি কি তোমাদেৱ এসব জিনিসেৱ চেয়ে আৱাও ভালো কিছুৰ খবৰ দেব? যারা
সাবধান হয়ে চলবে তাদেৱ প্ৰতিপালকেৱ কাছে তাদেৱ জন্য রয়েছে জ্ঞানত যার নিচে নদী
বইবে, সেখানে তাৱা থাকবে চিৰকাল; তাদেৱ জন্য (ৱইবে) পৰিত্ব সঙ্গনী ও আল্লাহ্ৰ
সন্তুষ্টি।’ আৱ আল্লাহ্ তাৱ দাসদেৱকে দেখেন। যারা বলে, ‘হে আমাদেৱ প্ৰতিপালক! আমৱা
তো বিশ্বাস কৱেছি; অস্ত্ৰেব তুমি আমাদেৱ অপৱাধ ক্ষমা কৱ ও নৱকেৱ শাস্তি থেকে
আমাদেৱকে রক্ষা কৱো।’ তাৱা তো ধৈৰ্যশীল, সত্যবাদী, অনুগত, দাতা আৱ উষাকালে
ক্ষমপ্ৰাৰ্থী। — ৩ সুৱা আল-ই-ইমৱান : ১৫-১৭

আৱ যা-কিছু তাৱা ভালো কাজ কৱেছে তাৱ প্ৰতিদান থেকে তাদেৱ কথনও বাঞ্ছিত
কৱা হবে না। আল্লাহ্ তো সাবধানিদেৱকে জানেন। — ৩ সুৱা আল-ই-ইমৱান : ১১৫

তোমৱা প্ৰতিযোগিতা কৱো তোমাদেৱ প্ৰতিপালকেৱ কাছ থেকে ক্ষমা ও জ্ঞানতেৱ যা
আকাশ ও পৃথিবীৰ সমান প্ৰশংস্ত, যা সাবধানিদেৱ জন্য প্ৰস্তুত কৱা হয়েছে। — ৩ সুৱা আল-
ই-ইমৱান : ১৩৩

... সুতৰাও তোমৱা আল্লাহ্ ও তাৱ বসুলদেৱ বিশ্বাস কৱো। তোমৱা বিশ্বাস কৱলে ও
সাবধান হয়ে চললে তোমাদেৱ জন্য রয়েছে মহাপূৰ্বস্কাৱ। — ৩ সুৱা আল-ই-ইমৱান : ১৭৯

সাবধানিদেরকে যে-জাগ্নাতের প্রতিশ্রূতি দেওয়া হয়েছে তার দৃষ্টান্ত, সেখানে আছে নির্মল পানির নহর, আছে দুধের নহর যার স্বাদ অপরিবতনীয়, যারা পান করে তাদের জন্য সুস্থানু সুধার নহর, আছে পরিশেষিত মধুর নহর আর সেখানে তাদের জন্য থাকবে নানা রকম ফলমূল, আর তাদের প্রতিপালকের ক্ষমা। সাবধানিয়া কি তাদের সমান যারা জাহানামে স্থায়ী হবে আর যাদের পান করতে দেওয়া হবে ফুটন্ত পানি যা ওদের নাড়িভুঁড়ি ছিমবিচ্ছিন্ন করে দেবে ? — ৪৭ সুরা মুহাম্মদ : ১৫

যারা সৎপথ ধরে আল্লাহ' তাদেরকে সৎপথে চলার শক্তি বৃক্ষি করেন, আর তাদেরকে সাবধানি হওয়ার শক্তি দেন। — ৪৭ সুরা মুহাম্মদ : ১৭

আর আমি তোমাদের জন্য সুস্পষ্ট নির্দর্শনাবলী অবতীর্ণ করেছি এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদের দৃষ্টান্ত (বর্ণনা করেছি) ও সাবধানিদের জন্য উপদেশ দান করেছি। — ২৪ সুরা নূর : ৩৪

... তোমাদের মধ্যে সেই আল্লাহ'র কাছে বেশি মর্যাদাসম্পন্ন যে বেশি সাবধানি। — ৪৯ সুরা হজুরাত : ১৩

... সৎকর্ম ও আত্মসংযমে তোমরা পরম্পরকে সাহায্য করবে, আর পাপ ও সীমালভনের ব্যাপারে একে অপরকে সাহায্য করবে না। আর আল্লাহ'কে ভয় করো। আল্লাহ' তো শাস্তিদানে কঠোর। — ৫ সুরা মায়দা : ২

... নিশ্চয় আল্লাহ' সাবধানিদেরকে ভালোবাসেন। — ৯ সুরা তওবা : ৪, ৭

আর জেনে রাখো যে, আল্লাহ' সাবধানিদের সঙ্গে আছেন। — ৯ সুরা তওবা : ৩৬, ১২৩

সাবা : সুলায়মান দ্র.।

সাবেয়ি : ইহুদি, খ্রিস্টান ও সাবেয়ি দ্র.।

সামেরি : মুসা ও বনি বনি-ইসরাইল দ্র.।

সায়েবা : দেবতার উৎসর্গ দ্র.।

সালসাবিল : সেখানে (জাগ্নাতে) থাকবে এক সালসাবিল নামে ঝরনা। — ৭৬ সুরা দাহর : ১৮

সালাত : [আরবি 'সালাত' শব্দের চেয়ে ফার্সি 'নামাজ' শব্দের সাথে আমরা বেশি পরিচিত] নামাজ দ্র.।

সালাম : শাস্তি দ্র.।

সালেহ্ ও সামুদ সম্প্রদায় : আর সামুদের ওপর ? যারা কুরা উপত্যকায় পাথর কেটে ঘর বানিয়েছিল ? আর বহু শিবিরের অধিপতি ফেরাউনের ওপর ?

তারা দেশে সীমালভন করেছিল ও সেখানে অশাস্তি বাড়িয়েছিল। তারপর তোমার প্রতিপালক ওদের ওপর শাস্তির কষ্টাভাব হানলেন। তোমার প্রতিপালক তো সতর্ক দৃষ্টি রাখেন। — ৮৯ সুরা ফাজর : ৯-১৪

তিনি আদ সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছিলেন আর সামুদ সম্প্রদায়কেও ; কাউকেই তিনি অব্যাহতি দেন নি। — ৫৩ সুরা নাজর : ৫০-৫১

অবাধ্যতায় সামুদেরা তাদের (নবির ওপর) মিথ্যা আরোপ করেছিল। ওদের মধ্যে সবচেয়ে হতভাগা লোকটা যখন তৎপর হয়ে উঠল তখন আল্লাহ'র বসুল ওদেরকে বলল, 'এ

আল্লাহর মাদি উট, আর ওকে পানি পান করতে দাও।' কিন্তু ওরা তার ওপর যিথ্যা আরোপ করল ও তাকে কেটে ফেলল। ওদের পাপের জন্য ওদের প্রতিপালক ওদেরকে সমূলে ধ্বংস একাকার করে দিলেন। আর এর পরিণামের জন্য (আল্লাহর) আশংকা করার কিছু নেই। — ১১ সুরা শামসঃ ১১-১৫

তোমার কাছে কি পৌছেছে ফেরাউন ও সামুদ্রের সৈন্যবাহিনীর (কথা)? তার পরও অবিশ্বাসীরা যিথ্যা আরোপ করে। আর আল্লাহ ওদের পেছন থেকে ওদেরকে ঘিরে রাখেন। — ৮৫ সুরা বুরুজঃ ১৭-২০

ওদের পূর্বেও অবিশ্বাস করেছিল নুহের সম্প্রদায়, রসবাসীরা ও সামুদ্র-সম্প্রদায়, আদ, ফেরাউন ও লুত-সম্প্রদায় এবং আইকাবাসীরা (শোয়াইব-সম্প্রদায়) ও তুরুবা-সম্প্রদায়। ওরা সকলেই রসূলদেরকে যিথ্যাবাদী বলেছিল। তাই ওদের ব্যাপারে আমার ভীতি-প্রদর্শন সত্য হয়েছিল। — ৫০ সুরা কাফঃ ১২-১৪

সামুদ্র-সম্প্রদায় সতর্ককারীদেরকে যিথ্যাবাদী বলেছিল। তারা বলেছিল, 'আমরা কি আমাদেরই একজনের অনুগত্য স্বীকার করব? তবে তো আমরা বিভ্রান্ত ও উমাদ হিসাবে গণ্য হব। আমাদের মধ্যে কি ওরই ওপর প্রত্যাদেশ হয়েছে? না, সে তো এক যিথ্যাবাদী, দেশাকি।'

তবিষ্যতে ওরা জানবে, কে যিথ্যাবাদী, দেশাকি। আমি ওদেরকে পরীক্ষার জন্য এক মাদি উট পাঠিয়েছি। সুতরাং (সালেহ!) তুমি ওদের ব্যবহার লক্ষ করো ও ধৈর্য ধরো, আর ওদেরকে জানিয়ে দাও যে, ওদের জন্য পানি পান করার পালা ঠিক করা হয়েছে এবং প্রত্যেকে ওরা পালাক্রমে পানি পান করার জন্য উপস্থিত হবে।

তারপর ওরা ওদের এক সঙ্গীকে ডাকল, সে সেটাকে (মাদি উটকে) মেরে ফেলল। কি কঠোর ছিল আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী! আমি ওদের ওপর একটা প্রচণ্ড গর্জন পাঠিয়ে দিলাম, ফলে ওরা খোয়াড় তৈরির শুকনো ডালপালার মতো হয়ে গেল। — ৫৪ সুরা কামারঃ ২৩-৩১

সামুদ্র জাতির কাছে তাদের ভাই সালেহকে পাঠিয়েছিলাম। সে বলেছিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর উপাসনা করো। তিনি ছাড়া তোমাদের অন্য কোনো উপাস্য নেই। তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের কাছ থেকে স্পষ্ট নির্দেশন এসেছে। এই মাদি উটটি আল্লাহর নির্দেশন। একে আল্লাহর জমিতে চরে থেকে দাও আর একে কোনো কষ্ট দিয়ো না, দিলে তোমাদের ওপর নিরাকৃণ শাস্তি পড়বে। স্মরণ করো, আদ জাতির পর তিনি তাদের জায়গায় তোমাদেরকে বসিয়েছেন। তিনি তোমাদেরকে পৃথিবীতে এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন যে, তোমরা সমতল জমিতে দালান বাড়ি ও পাহাড় কেটে বসত ঘর তৈরি করছ। তাই আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ কর ও পৃথিবীতে বিপর্যয় ঘটিয়ো না।'

তার সম্প্রদায়ের অহংকারী প্রধানরা হতমান বিশ্বাসীদেরকে বলল, 'তোমরা কি জান যে, সালেহকে আল্লাহ পাঠিয়েছেন?'

তারা বলল, 'তার কাছে যে-বাণী পাঠানো হয়েছে আমরা তার ওপর বিশ্বাস করি।'

অহংকারীরা বলল, 'তোমরা যা বিশ্বাস কর আমরা তা বিশ্বাস করি না।'

তারপর তারা সেই মাদি উটটাকে মেরে ফেললো ও আল্লাহ'র আদেশ অমান্য করল আর বলল, 'হে সালেহ ! তুমি যদি রসূল হও তবে আমাদেরকে যার ভয় দেখাছ তা নিয়ে এসো ।'

তারপর ভূমিকম্প তাদের ওপর আঘাত করল, ফলে তারা নিজেদের ঘরে উপুড় হয়ে পড়ে শেষ হয়ে গেল ।

তারপর সে তাদের কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বলল, 'হে আমার সম্পদায় ! আমি তো আমার প্রতিপালকের বাণী তোমাদের কাছে পৌছেছিলাম ও তোমাদেরকে উপদেশ দিয়েছিলাম, কিন্তু যারা উপদেশ দেয় তাদেরকে তোমরা তো ভালোবাস না ।' — ৭ সুরা আরাফ় : ৭৩-৭৯

সামুদ্র-সম্পদায় রসূলদের ওপর যিখ্যা আরোপ করেছিল । যখন ওদের ভাই সালেহ ওদেরকে বলল, 'তোমরা কি সাবধান হবে না ? আমি তো তোমাদের জন্য এক বিশুল্প রসূল । অতএব আল্লাহ'কে ভয় কর ও আমার আনুগত্য কর । আমি তোমাদের কাছে এর জন্য কেনো প্রতিদান চাই না । আমার পুরুষ্কার তো বিশুল্পগতের প্রতিপালকের কাছেই আছে । তোমাদেরকে কি পার্থিব ভোগসম্পদের মধ্যে নিরাপদে রেখে দেওয়া হবে — যেখানে রয়েছে বাগান, বরনা ও ফসলের ক্ষেত এবং খেজুরের এমন গাছ যার কাঁদিগুলো (ফলভারে) ভেঙে পড়ার উপক্রম হচ্ছে ? তোমরা তো দক্ষতার সাথে পাহাড় কেটে ঘর বানিয়েছ । তোমরা আল্লাহ'কে ভয় কর ও আমার আনুগত্য কর ; আর সীমালজ্বনকারীদের আদেশ মেনো না ; এরা পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করে, শান্তি প্রতিষ্ঠা করে না ।'

ওরা বলল, 'তুমি তো জানুগৃহ্ণ কর না ! তুমি তো আমাদেরই মতো একজন মানুষ, কাজেই তুমি সত্যবাদী হলে কোনো—একটা নির্দর্শন দেখাও ।'

সালেহ বলল, 'এই যে মাদি উট, এর ও তোমাদের পানি পান করার জন্য এক—এক দিনে এক—এক পালা ঠিক করা হয়েছে । আর একে কোনো কষ্ট দিয়ো না ; তা হলে মহাদিনের শান্তি তোমাদের ওপর পড়বে ।'

কিন্তু ওরা তাকে মেরে ফেলল ; পরে ওরা অনুত্পন্ন হল । তারপর শান্তি ওদেরকে গ্রাস করে ফেলল । এর মধ্যে তো নির্দর্শন রয়েছে, কিন্তু ওদের অধিকাংশই বিশ্বাস করে না । তোমার প্রতিপালক, তিনি তো পরাক্রমশালী, পরম দয়াময় । — ২৬ সুরা শোআরা : ১৪১-১৫৯

আমি তো সামুদ্র সম্পদায়ের কাছে তাদের ভাই সালেহকে পাঠিয়েছিলাম, এ আদেশ দিয়ে যে, 'তোমরা আল্লাহ'র উপাসনা করো', কিন্তু ওরা ঝিখিবিভক্ত হয়ে তর্কে মেতে উঠল ।

সে বলল, 'হে আমার সম্পদায় ! তোমরা কেন মঙ্গলের পরিবর্তে অঙ্গল এগিয়ে আনছ ? কেন তোমরা আল্লাহ'র কাছে ক্ষমা চাচ্ছ না যাতে তোমরা অনুগ্রহ পেতে পার ?'

ওরা বলল, 'তোমাকে ও তোমার সঙ্গে যারা আছে তাদেরকে আমরা অঙ্গলের কারণ মনে করি ।'

সালেহ বলল, 'তোমাদের শুভাশুভ আল্লাহ'র এখতিয়ারে । তোমরা তো এমন এক সম্পদায় যাদের পরীক্ষা করা হচ্ছে ।'

আর সেই শহরে ছিল এমন নয় ব্যক্তি যারা দেশে অশান্তি সৃষ্টি করত, কোনো ভালো কাজ করত না । ওরা বলল, 'চলো, আমরা আল্লাহ'র নামে শপথ গ্রহণ করি যে, আমরা

রাত্রিতে তাকে ও তার পরিবার-পরিজনকে হত্যা করব। তারপর তার দাবিদারকে জোর দিয়ে বলব, তার পরিবার-পরিজনকে মেরে ফেলতে আমরা (কাউকে) দেখি নি। আমরা তো সত্য কথা বলছি! ওরা ষড়যন্ত্র করেছিল ও আমিও পরিকল্পনা করেছিলাম, কিন্তু ওরা বুঝতে পারে নি। অতএব দেখো ওদের ষড়যন্ত্রের পরিণাম কি হয়েছিল! আমি অবশ্যই ওদেরকে ও ওদের সম্পদায়ের সকলকে ধ্বংস করেছি। এই তো সেই ঘরবাড়গুলো সীমালক্ষণের জন্য জনশূন্য অবস্থায় পড়ে আছে। এর মধ্যে জ্ঞানী সম্পদায়ের জন্য অবশ্যই নির্দেশন রয়েছে। আর যারা বিশ্বাসী ও সাবধানি ছিল তাদের আমি উদ্ধৃত করেছি। — ২৭ সুরা নমল ৪৫-৫৩

পূর্ববর্তীরা নির্দেশন অঙ্গীকার করাই আমি নির্দেশন প্রেরণ করা থেকে নিজেকে বিরত রাখি। আমি স্পষ্ট নির্দেশন হিসাবে সামুদ্রের কাছে এক মাদি উট পাঠিয়েছিলাম, তারপর তারা ওর ওপর ঝুলুম করেছিল। আমি ভয় প্রদর্শনের জন্যই নির্দেশন প্রেরণ করি। — ১৭ সুরা বনি-ইসরাইল ৫৯

সামুদ্র জাতির কাছে তাদের ভাই সালেহকে পাঠিয়েছিলাম। সে বলেছিল, ‘হে আমার সম্পদায়! তোমরা আল্লাহর উপাসনা কর। তিনি ছাড়া তোমাদের জন্য কোনো উপাস্য নেই। তিনি তোমাদের মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন ও তার মধ্যেই তিনি তোমাদের বসবাস করিয়েছেন। সুতরাং তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর ও তাঁরই দিকে ফিরে এস। আমার প্রতিপালক তো কাছেই (আছেন), ডাকলে তিনি সাড়া দেন।’

তারা বলল, ‘হে সালেহ! এ-পর্যন্ত তোমার ওপর আমরা বড় আশা করেছিলাম। আমাদের পূর্বপুরুষেরা যাদের উপাসনা করত তুমি কি আমাদের নিষেধ করছ তাদের উপাসনা করতে? তুমি যার দিকে আমাদের ডাকছ তার সম্বন্ধে আমাদের সংশয় রয়েছে।’

সে বলল, ‘হে আমার সম্পদায়! তোমরা আমাকে বলো, আমি যদি আমার প্রতিপালকের কাছ থেকে প্রমাণ পেয়ে থাকি ও তিনি যদি নিজে আমাকে অনুগ্রহ করে থাকেন, তারপর আমি যদি তাঁর অবাধ্য হই তবে আল্লাহর শাস্তি থেকে আমাকে কে রক্ষা করবে? তাই তোমরা তো কেবল আমার ক্ষতিহি বাড়াচ্ছ।

‘হে আমার সম্পদায়! আল্লাহর মাদি উট তোমাদের জন্য এক নির্দেশন। একে আল্লাহর জমিতে চরে থেতে দাও। একে কোনো কষ্ট দিয়ো না। কষ্ট দিলে শীত্বই তোমাদের ওপর শাস্তি নেমে আসবে।’

কিন্তু ওরা স্টোকে মেরে ফেলল। তারপর সে বলল, ‘তোমরা তোমাদের ঘরে তিন দিন জীবন উপভোগ ক’রে নাও। এ একটি অতিক্রমিতি যা মিথ্যা হওয়ার নয়।’

আর যখন আমার নির্দেশ এল তখন আমি সালেহ ও তার সঙ্গে যারা বিশ্বাস করেছিল তাদেরকে আমার অনুগ্রহে সেদিনের অপমান থেকে রক্ষা করলাম। তোমার প্রতিপালক তো পরাক্রমশালী। তারপর যারা সীমালক্ষণ করেছিল এক মহাগর্জন তাদের আঘাত করল, ফলে ওরা নিজের ঘরে উপুড় হয়ে শেষ হয়ে গেল, যেন তারা কখনও সেখানে বাস করে নি। দেখো! সামুদ্র সম্পদায় তাদের প্রতিপালককে অঙ্গীকার করেছিল। দেখো! সামুদ্র সম্পদায় (কেমন ভাবে) ধ্বংস হল। — ১১ সুরা হুদ ৬১-৬৮

হিজরবাসীরাও (হিজর উপত্যকায় বসবাসকারী সামুদ্র সম্পদায়) রসূলদের প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছিল। আমি ওদেরকে আমার নির্দেশন দিয়েছিলাম কিন্তু ওরা তা উপেক্ষা

করেছিল। ওরা নিশ্চিত হয়ে পাহাড় কেটে ঘর বানাত। তারপর এক সকালে এক বিকট
শব্দ ওদেরকে আবাত করল। সুতরাং ওরা যা করেছিল তা ওদের কোনো কাজে আসে নি।
— ১৫ সুরা হিজর : ৮০-৮৪

আর সামুদ্র সম্প্রদায়ের ব্যাপার তো এই যে, আমি ওদেরকে পথ নির্দেশ করেছিলাম কিন্তু
ওরা পথের দিশার চেয়ে অন্ধতা পছন্দ করেছিল। তাই তারা যা অর্জন করেছিল তার জন্য
অপমানকর শাস্তি তাদেরকে পাকড়াও করল। যারা বিশ্বাসী ও সাবধানি আমি তাদেরকে উদ্ধার
করলাম। — ৪১ সুরা হা-মিম-সিজ্দা : ১৭-১৮

আরও নির্দর্শন রয়েছে সামুদ্রের বৃত্তান্তে। যখন তাদেরকে বলা হয়েছিল, ‘ভোগ করে নাও
কিছু সময়?’ কিন্তু ওরা ওদের প্রতিপালককে অমান্য করল; তাই ওদের ওপর বজ্ঞ পতিত
হল আর ওরা তা অসহায় হয়ে দেখল। ওরা উঠে দাঁড়াতে পারে নি; আর তা ঝুঁতেও পারে
নি। — ৫১ সুরা জারিয়াত : ৪৩-৪৫

ধূব সত্য! ধূব সত্য কি? ধূব সত্য সম্বন্ধে তুমি কী জান? আদ ও সামুদ্র সম্প্রদায়
মহাপ্রলয়ের সত্যতা অঙ্গীকার করেছিল। সামুদ্রসম্প্রদায় ধৰঃস্পাতি হয়েছিল এক প্রলয়কর
বিপর্যয়ে। — ৬৯ সুরা হাক্কা : ১-৫

আর আমি আদ ও সামুদ্রকে (ধৰঃস্পাতি করেছিলাম)। ওদের বাড়িঘরই তোমাদের জন্য এর
সুস্পষ্ট প্রমাণ। শয়তান ওদের কাজকে ওদের দৃষ্টিতে শোভন করেছিল ও ওদেরকে সংপত্তে
চলতে বাধা দিয়েছিল যদিও ওরা বিচক্ষণ লোক ছিল। — ২৯ সুরা আনকাবুত : ৩৮

সাহস : যখন তোমাদের মধ্যে দুই দলের সাহস হারাবার উপক্রম হয়েছিল তখন
আল্লাহই ছিলেন উভয়ের সহায়ক। আর বিশ্বাসীদের উচিত আল্লাহর ওপর নির্ভর করা। —
৩ সুরা আল-ই-ইমরান : ১২২

আর (শক্র) সম্প্রদায়ের সন্ধানে তোমরা শৈথিল্য প্রদর্শন কোরো না। যদি তোমরা কষ্ট
পাও তাহলে তোমরা যেমন কষ্ট পাও তারাও তেমনি কষ্ট পায়; কিন্তু তোমরা আল্লাহর কাছে
যা আশা কর তারা তো সে আশা করে না। আর আল্লাহ্ তো সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময়। — ৪ সুরা
নিসা : ১০৮

সাহায্য : আল্লাহ্ অভিভাবক ও সাহায্যকারী দ্র.

সিজদা : ওর আচরণ ভালো নয়। তুমি তাকে অনুসরণ কোরো না। তুমি সিজদা করো,
আর আমার কাছে এসো। — ৯৬ সুরা আলাক : ১৯

তোমরা তো উদাসীন! বরং আল্লাহকে সিজদা কর ও তাঁর উপাসনা করো। — ৫৩
সুরা নজর : ৬১-৬২

... দাউদ বুঝতে পারল আমি তাকে পরীক্ষা করলাম। তারপর সে তার প্রতিপালকের
কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করল আর সিজদায় লুটিয়ে পড়ল এবং মুখ ফেরালো তাঁর দিকে। — ৩৮
সুরা সাদ : ২৪

যারা তোমার প্রতিপালকের সান্নিধ্যে রয়েছে তারা তো অহংকারে তাঁর উপাসনা থেকে
মুখ ফিরিয়ে নেয় না এবং তারা তাঁরই মহিমা ঘোষণা করে ও তাঁরই কাছে তারা সিজদা করে।
— ৭ সুরা আরাফ : ২০৬

আর সিজদার স্থান আল্লাহর জন্য। সুতরাং আল্লাহর সঙ্গে তোমরা অন্য কাউকে ডেকো না। — ৭২ সুরা জিন ৪: ১৮

যখন ওদেরকে বলা হয়, 'করণাময়কে সিজদা কর' তখন ওরা বলে, 'করণাময় আবার কে? তুমি কাউকে সিজদা করতে বললেই কি আমরা তাকে সিজদা করব?' এতে ওদের বিমুখতাই বৃদ্ধি পায়। — ২৫ সুরা ফুরকান ৪: ৬০

নবিদের মধ্যে যাদের আল্লাহ পুরস্কৃত করেছেন এরা তারাই ৪ আদমের বংশধর ও যাদেরকে আমি নুহের সঙ্গে নৌকায় চড়িয়েছিলেন তাদের বংশধর, ইব্রাহিম ও ইসরাইলের বংশধর — যাদেরকে আমি পথের হাদিস দিয়েছিলাম ও মনোনীত করেছিলাম। তাদের কাছে করণাময়ের আয়াত আবৃত্তি করা হলে তারা সিজদায় লুটিয়ে পড়ত ও অশ্রুবিসর্জন করত। — ১৯ সুরা মরিয়ম ৪: ৫৮

সে (হৃদস্ত) দেরি না করে এসে পড়ল ও বলল, 'আমি এমন সব তথ্য লাভ করেছি যা আপনার জানা নেই, আর সাবা থেকে সঠিক খবর নিয়ে এসেছি। আমি এক নারীকে দেখলাম যে সে-জাতির ওপর রাজত্ব করছে। তাকে সবই দেওয়া হয়েছে ও তার আছে এক বিরাট সিংহসন। আমি তাকে ও তার সম্প্রদায়কে দেখলাম তারা আল্লাহর পরিবর্তে সূর্যকে সিজদা করছে। শয়তান ওদের কাছে ওদের কাজকর্ম শোভন করেছে ও ওদের সৎপথ থেকে দূরে রেখেছে যেন ওরা সৎপথ না পায়, যিনি আকাশ ও পৃথিবীর গোপন বিষয়কে প্রকাশ করেন, যিনি জানেন যা তোমরা গোপন কর ও যা তোমরা প্রকাশ কর সেই আল্লাহকে যেন ওরা সিজদা না করে। আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, তিনিই মহা আরশের অধিপতি।'

— ২৭ সুরা নমল ৪: ২২-২৮

বলো, 'তোমরা এতে বিশ্বাস কর বা না-কর, যাদেরকে এর পূর্বে জ্ঞান দেওয়া হয়েছে তাদের কাছে যখন এ পাঠ করা হয় তখনই তারা সিজদায় লুটিয়ে পড়ে ও বলে 'আমাদের প্রতিপালক তো পবিত্র মহান। আমাদের প্রতিপালকের প্রতিক্রিয়া কার্যকরী হয়েই থাকে।' আর তারা কাঁদতে কাঁদতে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে, আর এ ওদের বিনয় বৃদ্ধি করে।' — ১৭ সুরা বনি-ইসরাইল ১০৭-১০৯

যে-লোক রাত্রিতে সিজদায় কিংবা দাঁড়িয়ে আনুগত্য প্রকাশ করে, প্রলোককে ভয় করে ও তার প্রতিপালকের অনুগ্রহ প্রত্যাশা করে সে কি তার সমান, যে তা করে না? — ৩৯ সুরা জুমার ৪: ৯

তাঁর নিদর্শনগুলোর মধ্যে রয়েছে রাত্রি ও দিন, সূর্য ও চন্দ্র। তোমরা সূর্যকে সিজদা কোরো না, চন্দ্রকেও নয়। তোমরা সিজদা করো আল্লাহকে যিনি এগুলো সৃষ্টি করেছেন, যদি তোমরা তাঁর অনুগত হয়ে থাক। ওরা অহংকার করলেও যারা তোমার প্রতিপালকের কাছে রয়েছে তারা দিনরাত তাঁর পবিত্র মহিমা ঘোষণা করে ও এতে তারা ক্লান্তি বোধ করে না। — ৪১ সুরা হা-মিম-সিজ্দ ৪: ৩৭-৩৮

ওরা কি লক্ষ করে না আল্লাহ যা-কিছু সৃষ্টি করেছেন তার প্রত্যেকের ছায়া ডালে বা বামে পড়ে, তারা বিনয়বত হয়ে আল্লাহকে সিজদা করে? যা-কিছু আকাশে আছে আল্লাহকেই সিজদা করে, পৃথিবীতে যত কিছু জীবজীব আছে সেসব এবং ফেরেশ্তারাও। ওরা অহংকার

করে না। ওরা ভয় করে ওদের উপরকার প্রতিপালককে, আর ওরা তাদেরকে যা আদেশ করা হয় ওরা তা-ই করে। — ১৬ সুরা নাহল : ৪৮-৫০

কেবল তারাই আমার নির্দশনগুলো বিশ্বাস করে যাদেরকে তা স্মরণ করিয়ে দিলে তারা সিজদায় লুটিয়ে পড়ে ও তাদের প্রতিপালকের পরিত্ব মহিমাকীর্তন করে এবং অহংকার করে না। — ৩২ সুরা সিজদা : ১৫

সুতরাং ওদের কি হল যে ওরা বিশ্বাস করে না? যখন ওদের কাছে কোরান আবৃত্তি করা হয় তখন কেন ওরা সিজদা করে না? — ৮৪ সুরা ইনশিকাক : ২০-২১

ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় আকাশে পথিবীতে যা-কিছু আছে সেসব ও তাদের ছায়াগুলোও সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহকে সিজদা করে। — ১৩ সুরা রাদ : ১৫

তুমি কি দেখ না যে, আল্লাহকে সিজদা করে যা-কিছু আছে আকাশে ও পথিবীতে, — সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্রগুলী, পর্বতরাঙ্গি, বৃক্ষলতা, জীবজন্ম, আর সিজদা করে মানুষের মধ্যে অনেকে। আবার অনেকের জন্য শাস্তি অবধারিত হয়েছে। আল্লাহ যাকে হেয় করেন তাকে কেউ সম্মানিত করতে পারে না। আল্লাহ তো যা ইচ্ছা তা-ই করেন। — ২২ সুরা হজ : ১৮

হে বিশ্বসিগণ! তোমরা ঝুকু করো, সিজদা করো ও তোমার প্রতিপালকের উপাসনা করো এবং সৎকর্ম করো যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার। — ২২ সুরা হজ : ৭৭

যারা তওবা করে, উপাসনা করে, আল্লাহর প্রশংসন করে, রোজা রাখে, ঝুকু ও সিজদা করে, সৎকর্মের নির্দেশ দেয়, অসৎকর্ম নির্বেধ করে আর আল্লাহর সীমারেখা মেনে চলে, তুমি সেই বিশ্বসীদেরকে সুখবর দাও। — ৯ সুরা তওবা : ১১২

সিজদায় অপারগতা : সেই দারজণ সংক্ষেপে দিন যেদিন ওদেরকে সিজদা করার জন্য ডাকা হবে, (সেদিন) কিন্তু ওরা তা করতে পারবে না, অপমানে নিচের দিকে তাকিয়ে থাকবে, অথচ ওরা যখন নিরাপদ, ছিল তখন তো ওদেরকে সিজদা করতে ডাকা হয়েছিল। — ৬৮ সুরা কালাম : ৪২-৪৩

সিজ্জিন ও ইল্লিহিন : না, দৃঢ়তিকারীদের কৃতকর্ম তো থাকবে সিজ্জিন-এ। সিজ্জিন সম্পর্কে তুমি কি জান? এ এক লিখিত কর্মবিবরণী।

সেদিন মন্দ পরিগাম হবে যিথ্যাচারীদের যারা বিচার দিনকে অঙ্গীকার করে। কেবল প্রত্যেক পাপিণ্ঠ সীমালঙ্ঘনকারী এ অঙ্গীকার করে; তার কাছে আমার আয়ত আবৃত্তি করা হলে সে বলে, ‘এ তো সেকালের উপকথা।’

এ তো সত্য নয়; ওদের কৃতকর্মই ওদের হন্দয়ে মরচে ধরিয়েছে।

সেদিন ওরা ওদের প্রতিপালকের কাছ থেকে দূরে থাকবে। তারপর ওরা জাহান্নামের আগুনে প্রবেশ করবে। তারপর বলা হবে, ‘এ-ই সেই যা তোমরা অঙ্গীকার করতে।’ অবশ্যই সুক্ষ্মতিকারীদের কৃতকর্ম থাকবে ইল্লিহিন-এ। ইল্লিহিন সম্পর্কে তুমি কী জান? এ এক লিখিত কর্মবিবরণী যারা আল্লাহর সাম্রাজ্যপ্রাপ্ত তারা (ফেরেশতারা) এ দেখবে। — ৮৩ সুরা মুতাফ্ফিফিন : ৭

সিয়াম : রোজা স্ট.

সীমালভ্যনকারী ও মিথ্যাবাদী : সেদিন দুর্ভোগ তাদের যারা মিথ্যা আরোপ করে ! — ৭৭ সুরা মূরসালাত : ১৫ = ১৯ = ২৪ = ২৮ = ৩৪ = ৩৭ = ৪০ = ৪৫ = ৪৭ = ৪৯

আর যারা আমার নির্দর্শনসমূহকে প্রত্যাখ্যান করবে ও অহংকারে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে তারাই আগুন বাস করবে, সেখানে তারা থাকবে চিরকাল। যে আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে বা তাঁর নির্দর্শনকে প্রত্যাখ্যান করে তার চেয়ে বড় সীমালভ্যনকারী আর কে ? (এ-ধরনের লোক যারা) তাদের কাছে কিতাব থেকে তাদের অংশ পৌছবে, যতক্ষণ না আমি যাদেরকে প্রাণ নেওয়ার জন্য পাঠাই তারা তাদের কাছে আসবে, আর তাদেরকে জিজ্ঞাসা করবে, ‘আল্লাহ ছাড়া যাদেরকে তোমরা ডাকতে তারা কোথায় ?’ তারা বলবে, ‘তারা তো সরে পড়েছে !’ আর তারা স্থীকার করবে যে তারা অবিশ্বাসী ছিল। — ৭ সুরা আরাফ : ৩৬-৩৭

অবশ্যই যারা আমার নির্দর্শনকে প্রত্যাখ্যান করে ও অহংকারে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, আকাশের দরজা তাদের জন্য খোলা হবে না ও তারা জানাতেও চুক্তে পারবে না যে-পর্যন্ত না সুচের ফুটোয় উট চুক্তে পারে। এভাবে আমি অপরাধীদেরকে প্রতিফল দেব। তাদের শয়ি হবে জাহানামের এবং উপরের আচ্ছাদনও। এভাবে আমি সীমালভ্যনকারীদেরকে শাস্তি দেব। — ৭ সুরা আরাফ : ৪০-৪১

তিনি তো সীমা অতিক্রমকারীদেরকে ভালোবাসেন না। — ৭ সুরা আরাফ : ৫৫

সীমালভ্যনকারী সেদিন নিজের হাত দুটো কামড়াতেকামড়াতে বলবে, ‘হায় ! আমি যদি রসূলের সাথে সৎপথ অবলম্বন করতাম ! হায় ! আমার দুর্ভোগ ! আমি যদি অমুক-অমুককে বঙ্গুরাপে গ্রহণ না করতাম ! আমার কাছে উপদেশ (কোরান) পৌছানোর পর আমাকে সে-বিভাস্ত করেছিল !’ শয়তান তো মানুষকে বিপদের সময় ছেড়ে চলে যায়। — ২৫ সুরা ফুরুকান : ২৭-২৯

...এবং সীমালভ্যনকারীদের সেখানে নতজান অবস্থায় রেখে দেব। — ১৯ সুরা মরিয়ম : ৭২

তোমাকে কি আমি জানাব কার কাছে শয়তান আসে ? ওরা তো আসে প্রত্যেকটি ঘোর মিথ্যাবাদী ও পাপীর কাছে। ওরা কানকথা শোনে আর ওদের বেশির ভাগই মিথ্যাবাদী। — ২৬ সুরা শোআরা : ২২১-২২৩

আর তোমরা মিথ্যাচারকেই তোমাদের জীবনের সম্বল করে রাখবে ? যখন কারও প্রাণ কঢ়াগত হয়, আর সেই সময় তোমরা তাকিয়ে থাক, তখন আমি তোমাদের সবার চেয়ে তার কাছে থাকলেও তোমরা দেখতে পাও না। তোমরা যদি কারও অধীনই না হও ও সত্যবাদী হও, তবে তোমরা তাকে ফিরিয়ে আন না কেন ? — ৫৬ সুরা ওয়াকিয়া : ৮২-৮৭

...আল্লাহর পথনির্দেশ অমান্য করে যে-ব্যক্তি নিজ খেয়ালখুশির অনুসরণ করে তার চেয়ে বড় বিভাস্ত আর কে ? নিশ্চয়ই আল্লাহ, সীমালভ্যনকারী সম্প্রদায়কে পথ দেখান না। — ২৮ সুরা কাসাস : ৫০

...আর, আমি কোনো জনপদকে কথনও ধ্বংস করি না যতক্ষণ পর্যন্ত না তার অধিবাসীরা সীমালভ্যন না করে। — ২৮ সুরা কাসাস : ৫৯

ওরা কি লক্ষ করে না, আল্লাহ যিনি আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন তিনি ওদের অনুরূপ সৃষ্টি করতে সক্ষম ? তিনি ওদের জন্য এক নির্দিষ্টকাল স্থির করেছেন, কোনো সন্দেহ নেই। তবু সীমালভ্যনকারীরা অস্থীকার করেই যাচ্ছে। — ১৭ সুরা বনি-ইসরাইল : ৯৯

যে-ব্যক্তি আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা বানায় বা আল্লাহ্'র নির্দশনকে প্রত্যাখ্যান করে তার চেয়ে বড় সীমালভ্যনকারী আর কে? অপরাধীরা তো সফল হয় না। — ১০ সুরা ইউনুস : ১৭

না, ওরা যে-বিষয়ের জ্ঞান আয়ত্ত করতে পারে না তা অস্বীকার করে। আর এখনও এর ব্যাখ্যা ওদের বোধগম্য হয় নি। এভাবে ওদের পূর্ববর্তীরাও মিথ্যা আরোপ করেছিল। সুতরাং দেখো, সীমালভ্যনকারীদের পরিগাম কি হয়েছিল। — ১০ সুরা ইউনুস : ৩৯

আর যদি পৃথিবীর সব কিছুই সীমালভ্যনকারীর হতো তাহলে নিশ্চয় সে তা মুক্তিপণ হিসাবে পেশ করে দিত। আর যখন তারা শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে তখন তারা তাদের মনস্তাপ গোপন করবে; আর তাদের মধ্যে ন্যায়সংগতভাবে মীমাংসা করে দেওয়া হবে, আর তাদের প্রতি কোনো জুলুম করা হবে না। — ১০ সুরা ইউনুস : ৫৪

বলো, 'তোমরা আমাকে বলো, আল্লাহ্ তোমাদের যে-জীবনের উপকরণ দিয়েছেন, তোমরা যে তার কিছু হালাল ও কিছু হারাম করেছ আল্লাহ্ কি তোমাদের এর অনুমতি দিয়েছেন, না তোমরা আল্লাহ্'র ওপর মিথ্যা আরোপ করছ?'

যারা আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা বানায় কিয়ামতের দিন সম্পর্কে তাদের কী ধারণা? আল্লাহ্ তো মানুষকে অনুগ্রহ করেন, কিন্তু ওদের বেশির ভাগই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না। — ১০ সুরা ইউনুস : ৫৯-৬০

বলো, 'যারা আল্লাহ্ সম্বন্ধে উদ্ভাবন করে তারা সফলকাম হবে না।'

পৃথিবীতে (ওদের জন্য) আছে কিছু সুখসম্মোগ। পরে আমারই নিকট ওদের প্রত্যাবর্তন। তারপর অবিশ্বাসের জন্য ওদের আমি কঠোর শাস্তির স্বাদ আস্বাদন করাব। — ১০ সুরা ইউনুস : ৬৯-৭০

যারা আল্লাহ্'র সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে, তাদের চেয়ে বড় সীমালভ্যনকারী আর কে? ওদের প্রতিপালকের সামনে ওদেরকে হাজির করা হবে আর সাক্ষীরা বলবে, 'এরাই এদের প্রতিপালকের বিরুদ্ধে মিথ্যা আরোপ করেছিল!' সাবধান! সীমালভ্যনকারীদের ওপর আল্লাহ্'র অভিশাপ, যারা আল্লাহ্'র পথে বাধা দেয় ও তার মধ্যে দোষক্রটি খোঁজে আর তারাই পরলোককে অস্বীকার করে। ওরা পৃথিবীতে আল্লাহ্'র বিধান ব্যর্থ করতে পারবে না আর আল্লাহ্ ছাড়া ওদের অপর কোনো অভিভাবক নাই। ওদের শাস্তি দিগুণ করা হবে। ওরা শুনতে চাইত না ও ওরা দেখতও না। ওরা নিজেদেরই ক্ষতি করে। আর যা বানায় গুণ ওদের কাছ থেকে স'রে যায়। নিশ্চয়ই ওরা পরলোকে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত হবে। — ১১ সুরা হুদ : ১৮-২২

আমি ওদের ওপর জুলুম করি নি, বরং ওরাই নিজেদের ওপর জুলুম করেছিল। যখন তোমার প্রতিপালকের বিধান এল, তখন ওদের উপাস্যরা, আল্লাহ্ ছাড়া যাদেরকে ওরা উপাসনা করত, তারা তাদের কোনো কাজে লাগল না। ধৰ্মস ছাড়া ওদের অন্য কিছু উন্নতি হল না। এমনি তোমার প্রতিপালকের মার! তিনি আঘাত করেন জনপদ-সমূহকে যখন ওরা সীমালভ্যন করে থাকে। মারাত্মক কঠিন মার তাঁর! যে পরলোকের শাস্তি ভয় করে নিশ্চয়ই এতে তার জন্য এর মধ্যে (ধৰ্মসপ্ত্র জনপদে) নির্দশন আছে!

১১ সুরা হুদ : ১০১-১০৩

ଯାରା ସୀମାଲଭ୍ୟନ କରେଛେ ତାଦେର ଦିକେ ତୁମି ଝୁକେ ପୋଡ଼ୋ ନା ; ପଡ଼ିଲେ, ଆଗୁନ ତୋମାଦେର ଶ୍ରଷ୍ଟ କରବେ । ଆର ଏ-ଅବଶ୍ୟ ଆଜ୍ଞାହ ଛାଡ଼ା ତୋମାଦେର କୋନୋ ଅଭିଭାବକ ଥାକବେ ନା, ଆର ତଥନ ତୋମାଦେର ସାହାଯ୍ୟ କରା ହେବେ ନା । — ୧୧ ସୂରା ହୃଦ ॥ ୧୧୩

ତୋମାଦେର ପୂର୍ବ୍ୟୁଗେ ଆମି ଯାଦେରକେ ତାଣ କରେଛିଲାମ ତାଦେର ମଧ୍ୟେ ଅଳ୍ପ କତକ ଛାଡ଼ା ଶୁଭ୍ୱଦ୍ଵିଷ୍ମପ୍ର ଏମନ ଲୋକ କି ଛିଲ ନା ଯାରା ପୃଥିବୀତେ ବିପର୍ଯ୍ୟ ଘଟାତେ ନିଷେଧ କରତ ? ସୀମାଲଭ୍ୟନକାରୀରା ତାରଇ ଅନୁସରଣ କରେଛିଲ ଯାତେ ଓରା ସୁଖ ସୁବିଧା ପେତ, ଆର ଓରା ଛିଲ ଅପରାଧୀ । — ୧୧ ସୂରା ହୃଦ ॥ ୧୧୬

ଆର ଯେ-ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜ୍ଞାହ ସମ୍ବନ୍ଧେ ମିଥ୍ୟା ରଚନା କରେ ବା ତାର ନିର୍ଦର୍ଶନକେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରେ ତାର ଚେଯେ ଆର ବଡ଼ ସୀମାଲଭ୍ୟନକାରୀ କେ ? ସୀମାଲଭ୍ୟନକାରୀରା ତୋ ସଫଳକାମ ହେବେ ନା । — ୬ ସୂରା ଆନନ୍ଦାମ ॥ ୨୧

ଦେଖୋ, ତାରା ନିଜେରାଇ ନିଜେଦେରକେ କୀଭାବେ ମିଥ୍ୟବାଦୀ ପ୍ରତିପର୍ଦ୍ଦ କରେ ଏବଂ ତାରା ଯେ ମିଥ୍ୟା ବାନାଯ ତା କୀଭାବେ ତାଦେର ଜନ୍ୟ ନିଷ୍ଫଳ ହେଁ ଯାଏ ।

ଆର ତାଦେର ମଧ୍ୟେ କିଛି ଲୋକ ତୋମାର ଦିକେ କାନ ପେତେ ଥାକେ ; କିନ୍ତୁ ଆମି ତାଦେର ଅନ୍ତରେର ଓପର ଆବରଣ ଦିଯାଇଛି ଯେଣ ତାରା ତା ବୁଝିତେ ନା ପାରେ । ଆମି ତାଦେରକେ ବଧିର କରେଛି । ଆର ତାରା ସମସ୍ତ ନିର୍ଦର୍ଶନ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରଲେଓ ତାରା ତାତେ ବିଶ୍ୱାସ କରବେ ନା, ଏମନ କି ତାରା ଯଥିନ ତୋମାର କାହେ ଉପର୍ତ୍ତି ହେଁ ତର୍କ ଶୁଣୁ କରେ ତଥନ ଅବିଶ୍ୱାସୀରା ବଲେ, ‘ଏ ତୋ ସେକାଲେର ଉପକଥା ଛାଡ଼ା ଆର କିଛୁଇ ନୟ ।’ ଆର ତାରା ଅନ୍ୟକେ ତା ଶୁଣିତେ ବାଧା ଦେଇ ଓ ନିଜେରାଓ ତା ଥେକେ ଦୂରେ ଥାକେ । ଆର ତାରା ଶୁଣୁ ନିଜେଦେଇ କ୍ଷତି କରେ, ଯଦିଓ ତାରା ତା ବୋଝେ ନା ।

ତୁମି ଯଦି ଦେଖିତେ ପେତେ ଯଥିନ ତାଦେରକେ ଆଗୁନେର ପାଶେ ଦାଢ଼ କରାନୋ ହେଁ ଓ ତାରା ବଲିବେ ‘ହୟ ! ଯଦି ଆମରା ଫିରେ ଯେତେ ପାରତାମ ତବେ ଆମରା ଆମାଦେର ପ୍ରତିପାଲକେର ନିର୍ଦର୍ଶନକେ ମିଥ୍ୟା ବଲତାମ ନା ଓ ଆମରା ବିଶ୍ୱାସୀଦେର ଅନ୍ତର୍ଭୂତ ହତାମ ।’ ନା, ପୂର୍ବେ ତାରା ଯା ଗୋପନ କରିତ ତା ଏଥନ ତାଦେର କାହେ ପ୍ରକାଶ ପେଯେଛେ ଆର ତାଦେରକେ ଫିରିଯେ ନିଷେ ଗେଲେଓ, ଯା କରିତେ ତାଦେରକେ ନିଷେଧ କରା ହେଁଛିଲ ଆବାର ତାରା ତା-ଇ କରତ, ଆର ତାରାଇ ମିଥ୍ୟବାଦୀ ।

ଆର ତାରା ବଲେ, ‘ଆମାଦେର ପାର୍ଥିବ ଜୀବନଇ ଏକମାତ୍ର ଜୀବନ ଏବଂ ଆମାଦେର ଆର ଆବାର ପୁନର୍ଜୀବିତ ହେବେ ନା ।’

ତୁମି ଯଦି ତାଦେରକେ ଦେଖିତେ ପେତେ, ଯଥିନ ତାଦେର ପ୍ରତିପାଲକେର ସାମନେ ଦାଢ଼ କରାନୋ ହେଁ ଓ ତିନି ବଲିବେ, ‘ତୋମରା ଯେ ଅବିଶ୍ୱାସ କରିତେ ତାର ଜନ୍ୟ ତୋମରା ଏଥନ ଶାସ୍ତି ଭୋଗ କରୋ ।’ — ୬ ସୂରା ଆନନ୍ଦାମ ॥ ୨୪-୩୦

ଯାରା ଆମାର ଆୟାତକେ ମିଥ୍ୟା ବଲେ ତାରା ବଧିର ଓ ମୂଳ୍ୟ, ତାରା ରଯେଛେ ଅନ୍ଧକାରେ । — ୬ ସୂରା ଆନନ୍ଦାମ ॥ ୩୧

ବଲୋ, ‘ତୋମରା ଆମାକେ ବଲୋ, ଆଜ୍ଞାହର ଶାସ୍ତି ଅଗୋଚରେ ବା ପ୍ରକାଶ୍ୟ ତୋମାଦେର ଓପର ପଡ଼ିଲେ ସୀମାଲଭ୍ୟନକାରୀ ସଂପଦାୟ ଛାଡ଼ା ଆର କେ ଧ୍ୱନ୍ସ ହେବେ ? — ୬ ସୂରା ଆନନ୍ଦାମ ॥ ୪୭

ଯାରା ଆମାର ନିର୍ଦର୍ଶନକେ ମିଥ୍ୟା ବଲେଛେ ସତ୍ୟତ୍ୟାଗେର ଜନ୍ୟ ତାଦେର ଓପର ଶାସ୍ତି ନାମବେ — ୬ ସୂରା ଆନନ୍ଦାମ ॥ ୪୯

যারা বিশ্বাস করেছে ও তাদের বিশ্বাসকে সীমালভন দ্বারা কল্পিত করে নি, নিরাপত্তা তাদেরই জন্য ও তারাই সংপথপ্রাপ্ত। — ৬ সুরা আনআম : ৮২

আর যে আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা বানায় বা বলে, ‘আমার কাছে প্রত্যাদেশ হয়’ যদিও তার কাছে, প্রত্যাদেশ হয় না এবং যে বলে, ‘আল্লাহ যা অবতারণ করেছেন আমিও তার মতো অবতারণ করতে পারি’, তার চেয়ে বড় সীমালভনকারী আর কে? আর যদি তুমি দেখতে পেতে যখন সীমালভনকারীরা মতুয়স্ত্রাগায় থাকবে আর ফেরেশ্তারা হাত বাড়িয়ে বলবে, ‘তোমাদের প্রাণ বের করো। তোমরা আল্লাহ সম্বন্ধে অন্যায় বলতে ও তাঁর নির্দর্শন সম্বন্ধে অহংকার করতে, সেজন্য আজ তোমাদেরকে অপমানকর শাস্তি দেওয়া হবে।’ — ৬ সুরা আনআম : ৯৩

... সুতরাং যে-ব্যক্তি অঙ্গনতাবশত মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা বানায় তার চেয়ে বড় সীমালভনকারী আর কে? আল্লাহ তো সীমালভনকারী সম্প্রদায়কে সংপথে পরিচালিত করেন না। — ৬ সুরা আনআম : ১৪৪

... এখন তো তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের কাছ থেকে সুস্পষ্ট প্রমাণ, পথনির্দেশ ও দয়া এসেছে। তারপর যে কেউ আল্লাহর নির্দর্শন প্রত্যাখ্যান করবে ও তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে তার চেয়ে বড় সীমালভনকারী আর কে? যারা আমার নির্দর্শনসমূহ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাদের এ-আচরণের জন্য আমি তাদেরকে খারাপ শাস্তি দেব। — ৬ সুরা আনআম : ১৫৭

(ফেরেশ্তাদেরকে বলা হবে) ‘একত্র করো সীমালভনকারী ও ওদের দোসরদেরকে, আর তাদেরকে যাদের ওরা উপাসনা করত আল্লাহর পরিবর্তে; আর ওদেরকে জাহানামের পথে নিয়ে যাও। তারপর ওদেরকে থামাও, কারণ ওদের প্রশ়ু করা হবে : ‘তোমাদের (এখন) কী হয়েছে যে তোমরা একে অপরকে সাহায্য করছ না।’

সেদিন তো ওরা সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করবে। আর ওরা একে অপরের দিকে ফিরে জিজ্ঞাসাবাদ করবে। ওরা বলবে, ‘তোমরা তো ডান দিক থেকে আমাদের কাছে আসতে [আমাদের ওপর জোর করতে] শক্তিশালীরা বলবে, ‘তোমরা তো বিশ্বাসই করতে না। আর তোমাদের ওপর আমাদের কোনো কর্তৃত্ব ছিল না। তোমরাই তো ছিলে সীমালভনকারী সম্প্রদায়! আমাদের বিরুদ্ধে আমাদের প্রতিপালকের কথা সত্য হয়েছে। আমাদেরকে অবশ্যই শাস্তির স্থাদ নিতে হবে। আমরা তোমাদেরকে বিভ্রান্ত করেছিলাম, কারণ আমরা নিজেরাই বিভ্রান্ত ছিলাম।’

ওরা সকলেই সেদিন শাস্তির শরিক হবে। অপরাধীদের ব্যাপারে আমি এমনই করে থাকি। ওদের কাছে ‘আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই’ বলা হলে ওরা অহংকারে তা অগ্রহ্য করত। আর বলত, ‘আমরা কি এক পাগল কবির কথায় আমাদের উপাস্যদের বাদ দেব?’

না, সে (মুহাম্মদ) তো সত্য নিয়ে এসেছিল আর সব রসুলদেরকে সত্য বলে স্বীকার করেছিল। তোমরা অবশ্যই মারাত্মক শাস্তি ভোগ করবে, আর তারাই শাস্তি ভোগ করবে তোমরা যা করতে, তবে যারা আল্লাহর বিশুদ্ধচিত্ত দাস তারা নয়। — ৩৭ সুরা সাফাফাত : ২২-৪০

এ আল্লাহর সৃষ্টি ! তিনি ছাড়া অন্যেরা কী সৃষ্টি করেছে তা আমাকে দেখাও । না, সীমালভ্যনকারীরা তো স্পষ্ট বিভাস্তিতে রয়েছে । — ৩১ সুরা লুকমান : ১১

যে-ব্যক্তি কিয়ামতের দিন তার মুখ দিয়ে কঠিন শাস্তি ঠেকাতে চাইবে সে কি তার মতো যে (এ থেকে) নিরাপদ ? সীমালভ্যনকারীদেরকে বলা হবে, ‘তোমরা যা করতে তার শাস্তির স্বাদ নাও ।’ ওদের পূর্ববর্তীরাও মিথ্যা বলেছিল, তাই শাস্তি তাদেরকে গ্রাস করেছিল তাদের অঙ্গাতসারে । তাই আল্লাহ তাদেরকে পার্থিব জীবনে লাঞ্ছিত করেন, আর তাদের পরলোকের শাস্তিও হবে কঠিন । যদি তারা জানত ! — ৩৯ সুরা জুমার : ২৪-২৬

যে-ব্যক্তি আল্লাহ সম্বর্কে মিথ্যা বলে ও সত্য আসার পর তা প্রত্যাখ্যান করে তার চেয়ে বড় সীমালভ্যনকারী আর কে ? অবিশ্বাসীদের বাসস্থান তো জাহান্নামই । — ৩৯ সুরা জুমার : ৩২

যারা সীমালভ্যন করেছে, যদি কিয়ামতের দিন কঠিন শাস্তি থেকে মুক্তির জন্য পশ হিসাবে প্রথিবীর সবকিছু ওদের থাকে ও তার সাথে সমপরিমাণ আরও থাকে তবুও (তাদের কাছ থেকে তা নেওয়া হবে না), আর তাদের ওপর আল্লাহর কাছ থেকে এমন শাস্তি এসে পড়বে যা ওরা কল্পনাও করে নি । ওদের কৃতকর্মের মন্দ ফল ওদের কাছে প্রকাশ হয়ে পড়বে ; আর ওরা যা নিয়ে ঠাট্টাবিদ্রূপ করত তা ওদেরকে ঘিরে রাখবে । — ৩৯ সুরা জুমার : ৪৭-৪৮

ওরা ওদের কর্মের মন্দফল ভোগ করেছে, এদের মধ্যে যারা সীমালভ্যন করে তারাও তাদের কর্মের ফল তোগ করবে, আর আল্লাহর শাস্তি ব্যাহত করতে পারবে না । — ৩৯ সুরা জুমার : ৫১

যারা আল্লাহর ওপর মিথ্যা আরোপ করে তুমি কিয়ামতের দিন তাদের মুখ কালো দেখবে । উদ্ভুতদের বাসস্থান কি জাহান্নাম নয় ? — ৩৯ সুরা জুমার : ৬০

যারা আল্লাহর আয়াতকে মিথ্যা বলে তারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত । — ৩৯ সুরা জুমার : ৬৩

আসন্ন দিন সম্পর্কে ওদেরকে সতর্ক করে দাও, যখন দুঃখেকচ্ছে ওদের প্রাণ ওষ্ঠগত হবে । সীমালভ্যনকারীদের জন্য কোনো অন্তরঙ্গ বন্ধু নেই, এমন কেউ সুপারিশ করারও নেই যার সুপারিশ গ্রহণ করা হবে । — ৪০ সুরা মুমিন : ১৮

নিশ্চয় আমি আমার রসুলদেরকে ও বিশ্বাসীদেরকে পার্থিব জীবনে ও কিয়ামতের দিনে সাহায্য করব, যেদিন সীমালভ্যনকারীদের ওজর-আপত্তি কোনো কাজে আসবে না । ওদের জন্য রয়েছে অভিশাপ আর ওদের জন্য রয়েছে দুর্ভোগের নিবাস । — ৪০ সুরা মুমিন : ৫১-৫২

... সীমালভ্যনকারীদের কোনো অভিভাবক নেই, কোনো সাহায্যকারীও নেই । — ৪২ সুরা শূরা : ৮

... নিশ্চয়ই সীমালভ্যনকারীদের জন্য মারাত্মক শাস্তি রয়েছে । তুমি সীমালভ্যন-কারীদেরকে দেখবে তারা যা অর্জন করেছে (তাদের কৃতকর্ম) সে-সম্বন্ধে ডয় পাচ্ছে ; আর এর শাস্তি ওদের ওপরই পড়বেই । — ৪২ সুরা শূরা : ২১-২২

ওরা বলে, ‘করুণাময় আল্লাহ ইচ্ছা না করলে আমরা এদের পূজা করতাম না ।’ এ-বিষয়ে ওদের কোনো জ্ঞান নেই, ওরা তো কেবল মিথ্যাই বলে । — ৪৩ সুরা জুরুরফ : ২০

তারপর আমি ওদেরকে কর্মের প্রতিফল দিলাম। দেখ, মিথ্যাচারীদের পরিণাম কী হয়েছে?— ৪৩ সুরা জুখরফঃ ২৫

(আর তাদেরকে বলা হবে) ‘যেহেতু তোমরা সীমালভ্যন করেছিলে সেহেতু আজকের এই একত্রে শাস্তিভোগ তোমাদের কোনো উপকারে আসবেনা’ — ৪৩ সুরা জুখরফঃ ৩৯

দুর্ভোগ প্রত্যেক ঘোর মিথ্যাবাদী পাপীর যে আল্লাহ'র আয়াতের আবৃত্তি শোনে অথচ ঔক্ত্যের সাথে নিজের মতে অটল থাকে যেন সে তা শোনে নি! তাকে কষ্টকর শাস্তির খবর দাও। যখন সে আমার কোনো আয়াত জানতে পারে তখন তা নিয়ে সে হস্তিঠাট্টা করে। ওদের জন্য রয়েছে অপমানকর শাস্তি। ওদের জন্য অপেক্ষা করছে জাহানাম; ওদের কৃতকর্ম ওদের কোনো কাজে আসবে না। ওরা আল্লাহ'র পরিবর্তে যাদেরকে অভিভাবক ঠিক করেছে তারাও নয়। ওদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি। — ৪৫ সুরা জাসিয়া ঃ ৭-১০

আল্লাহ'র সামনে ওরা তোমার কোনো উপকার করতে পারবে না। সীমালভ্যনকারীরা একে অপরের বক্ষু; কিন্তু আল্লাহ' তো সাবধানিদের অভিভাবক। — ৪৫ সুরা জাসিয়া ঃ ১৯

সীমালভ্যনকারীদের প্রাপ্য তা যা তাদের সঙ্গীদের প্রাপ্য ছিল। সতরাং তারা যেন আমার কাছে তাড়াহড়ো না করে। — ৫১ সুরা জারিয়াত ঃ ৫৯

... আমি সীমালভ্যনকারীদের জন্য আগুন তৈরি করে রেখেছি, যার বেড় ওদেরকে ঘিরে থাকবে। ওরা পান করতে চাইলে ওদের দেওয়া হবে গলিত ধাতুর মতো পানীয় যা ওদের মুখ পুড়িয়ে দেবে। কী ভীষণ সে-পানীয়! আর কী খারাপ সে-আশ্রয়! — ১৮ সুরা কাহাফঃ ২৯

তার প্রতিপালকের নির্দশনগুলো স্মরণ করিয়ে দেওয়ার পর সে যদি মুখ ফিরিয়ে নেয় ও তার কৃতকর্মগুলো ভুলে যায় তবে তার চেয়ে বড় সীমালভ্যনকারী আর কে! আমি ওদের অন্তরের ওপর আবরণ দিয়েছি যেন ওরা এ (কোরান) বুঝতে না পারে আর ওদেরকে বধির করেছি। তুমি ওদেরকে সংপথে ডাকলেও ওরা কখনও সংপথে আসবে না। — ১৮ সুরা কাহাফঃ ৫৭

সেইসব জনপদের অধিবাসীদেরকে আমি ধ্বংস করেছিলাম যখন ওরা সীমালভ্যন করেছিল এবং ওদের ধ্বংসের জন্য আমি ঠিক করেছিলাম এক নির্দিষ্ট ক্ষণ। — ১৮ সুরা কাহাফঃ ৫৯

... সুতরাং পৃথিবীতে সফর করো ও দেখো যারা সত্যকে মিথ্যা বলেছে তাদের পরিণাম কী হয়েছিল। — ১৬ সুরা নাহলঃ ৩৬

আমি ওদেরকে জীবনের যে-উপকরণ দিয়েছি ওরা তার এক অংশ নির্ধারিত করে তাদের জন্য যাদের সম্বন্ধে ওরা কিছুই জানে না। শপথ আল্লাহ'! তোমরা যে মিথ্যা বনাও সে-সম্বন্ধে তোমাদেরকে প্রশ্ন করা হবে। — ১৬ সুরা নাহলঃ ৫৬

আল্লাহ' যদি মানুষকে তাদের সীমালভ্যনের জন্য শাস্তি দিতেন তবে পৃথিবীতে কোনো জীবজন্মকেই রেহাই দিতেন না, কিন্তু তিনি এক নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত তাদেরকে অবকাশ দিয়ে থাকেন। তারপর যখন তাদের সময় আসে তখন তারা মৃত্যুর্কাল দেরি বা তাড়াহড়ো করতে পারে না। তারা যা অপছন্দ করে তা-ই তারা আল্লাহ'র ওপর আরোপ করে। তাদের জিস্তা মিথ্যা দাবি করে যে, মঙ্গল তাদের জন্য। তাদের জন্য তো আছে আগুন, আর সবার আগে তাদেরকে সেখানে ফেলা হবে। — ১৬ সুরা নাহলঃ ৬১-৬২

যখন সীমালঙ্ঘনকারিগণ শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে তখন তাদের শাস্তি হালকা করা হবে না ও তাদেরকে কোনো বিবাম দেওয়া হবে না। — ১৬ সুরা নাহল : ৮৫

যারা আল্লাহর নির্দশনে বিশ্বাস করে না তারাই কেবল মিথ্যা বানায়, আর তারাই মিথ্যবাদী। — ১৬ সুরা নাহল : ১০৫

তাদের কাছে তো তাদেরই ধৰ্য থেকে এক রসূল এসেছিল, কিন্তু তারা তার ওপর মিথ্যা আরোপ করেছিল। তাই সীমালঙ্ঘন করা অবস্থায় শাস্তি তাদেরকে পাকড়াও করল। — ১৬ সুরা নাহল : ১১৩

আর তোমরা (সেই) মিথ্যা বোলো না যা তোমাদের জিঞ্চা বানায় ‘এ হালাল আর ওটা হারাম।’ যারা আল্লাহর স্মরক্ষে মিথ্যা বানায় তারা সফলকাম হবে না। — ১৬ সুরা নাহল : ১১৬

...যারা সীমালঙ্ঘনকারী আল্লাহ তাদেরকে বিভাসিতে রাখবেন। — ১৪ সুরা ইব্রাহিম : ২৭

তুমি কখনও মনে কোরো না যে, সীমালঙ্ঘনকারীরা যা করে সে বিষয়ে আল্লাহ সচেতন নন, তবে তিনি ওদেরকে সেই দিন পর্যন্ত অবকাশ দেবেন যেদিন তাদের চক্ষু স্থির হবে। তারা গলা বাড়িয়ে ও মাথা সোজা করে ছুটাছুটি করবে; নিজেদের দিকে ওদের দৃষ্টি থাকবে না আর ওদের হস্তয় খালি হয়ে যাবে। যেদিন তাদের শাস্তি আসবে সেদিনের স্মরক্ষে তুমি মানুষকে সতর্ক কর। তখন সীমালঙ্ঘনকারীরা বলবে, ‘হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের কিছুকালের জন্য অবকাশ দাও, আমরা তোমার ডাকে সাড়া দেব ও রসূলদের অনুসরণ করব।’

তোমরা কি পূর্বে শপথ করে বলতে না যে, তোমাদের কোনো পরজীবন নেই? যদিও তোমরা বাস করতে তাদের বাসভূমিতে যারা নিজেদের ওপর জুলুম করেছিল ও তাদের ওপর আমি কী করেছিলাম তাও তোমাদের ভালো করেই জানা ছিল। আর তোমাদের কাছে আমি ওদের দৃষ্টান্তও উপস্থিত করেছিলাম। ওরা ভীষণ স্বর্যস্ত করেছিল, কিন্তু আল্লাহর কাছে ওদের চক্রান্ত অজানা নেই, যদিও ওদের যত্নস্ত্র এমন যে, পর্বতও যেন টলে যায়। তুমি কখনও মনে কোরো না, আল্লাহ তাঁর রসূলদেরকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করবেন। আল্লাহ তো পরাক্রমশালী ও দণ্ডবিধাতা। — ১৪ সুরা ইব্রাহিম : ৮২-৮৭

যানুরের হিসাবনিকাশের সময় আসন্ন, কিন্তু ওরা উদাসীনতায় মুখ ফিরিয়ে রয়েছে। যখনই ওদের কাছে ওদের প্রতিপালকের কোনো নতুন উপদেশ আসে ওরা তো হাসিঠাট্টা করতে করতে শোনে, তাদের মন সাড়া দেয় না। সীমালঙ্ঘনকারীরা গোপনে পরামর্শ করে, ‘এতো তোমাদেরই মত একজন মানুষ, তবুও কি তোমরা দেখেশুন্মে জাদুর ঝঝরে পড়বে?’

(রসূল) বলল, ‘আকাশ ও পৃথিবীর সমস্ত কথাই আমার প্রতিপালক জানেন, আর তিনি তো সবই জানেন।’ ওরা বলল, ‘অলীক স্পন্দ। না, সে এ বানিয়েছে। না, সে তো এক কবি। সুতরাং সে আমাদের কাছে এক নির্দশন আনুক যেমন নির্দশন দিয়ে পূর্বসুরিদের পাঠানো হয়েছিল।’ এদের পূর্বে যে সব জনপদ আমি ধৰ্মস করেছি ওর অধিবাসীরা বিশ্বাস করত না; তবে কি এরা বিশ্বাস করবে? — ২১ সুরা আল্বিয়া : ১-৬

আমি কত জনপদ ধর্ষণ করেছি যার অধিবাসীরা সীমালভ্যন করেছিল এবং তাদের পরে অন্য জাতি সৃষ্টি করেছি। তারপর যখন ওরা আমার শাস্তি প্রত্যক্ষ করল তখনই ওরা জনপদ থেকে পালাতে লাগল। (ওদের বলা হয়েছিল), ‘পালিয়ো না, বরং ফিরে এস তোমাদের আরাম-আয়াশের কাছে ও তোমাদের বাসগহে, যাতে তোমাদেরকে জিঞ্চাসাবাদ করা যায়।’

ওরা বলেছিল, ‘হায়, দুর্ভোগ আমাদের! আমরা তো সীমালভ্যন করেছিলাম।’ আমি ওদের কাটা শস্য ও নেতানো আগুনের মতো না করা পর্যস্ত ওদের এ-আর্তনাদ স্তম্ভ হয় নি। — ২১ সুরা আম্বিয়া : ১১-১৫

তাদের মধ্যে যে বলবে, ‘তিনি ছাড়াও আমি একজন উপাস্য, তাকে আমি প্রতিদান দেব জাহানামে; এভাবেই আমি সীমালভ্যনকারীদেরকে শাস্তি দিয়ে থাকি।’ — ২১ সুরা আম্বিয়া : ২৯

যে-ব্যক্তি তার প্রতিপালকের নির্দশনগুলো স্মরণ করানোর পরও তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় তার চেয়ে বড় সীমালভ্যনকারী আর কে? আমি অপরাধীদেরকে শাস্তি দিয়ে থাকি। — ৩২ সুরা সিজদা : ২২

ওদের আগে যারা এসেছিল তারা মিথ্যা আরোপ করেছিল, তাই কী কঠিন হয়েছিল ওদের ওপর আমার শাস্তি! — ৬৭ সুরা মূল্ক : ১৮

তারপর যখন মহাসংকট উপস্থিত হবে (তখন) মানুষ যা করেছে তা স্মরণ করবে। আর সকলের নিকট জাহানাম প্রকাশ করা হবে। তখন যে সীমালভ্যন করেছে ও পার্থিব জীবন বেছে নিয়েছে জাহানামই হবে তার ঠিকানা। — ৭৯ সুরা নাজিয়াত : ৩৪-৩৯

সেদিন সীমালভ্যনকারীদের ওজর-আপত্তি ওদের কোনো কাজে আসবে না ও আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার সুযোগও তাদেরকে দেওয়া হবে না। — ৩০ সুরা কাম : ৫৭

... আল্লাহ্ অবশ্যই প্রকাশ করে দেবেন কারা সত্যবাদী ও কারা মিথ্যাবাদী। — ২৯ সুরা আনকাবুত : ৩

যে-ব্যক্তি আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা বানায় বা তাঁর কাছ থেকে আগত সত্যকে অঙ্গীকার করে তার চেয়ে বড় সীমালভ্যনকারী আর কে? অবিশ্বাসীদের আশুয়স্তুল তো জাহানাম। — ২৯ সুরা আনকাবুত : ৬৮

সেদিন মন্দ পরিগাম হবে মিথ্যাচারীদের, যারা বিচারের দিনকে অঙ্গীকার করে। কেবল প্রত্যেক পাপিণ্ঠ সীমালভ্যনকারীই এ অঙ্গীকার করে; তার কাছে আমার আয়াত আবৃত্তি করা হলে সে বলে, ‘এ তো সেকালের উপকথা।’

এ তো সত্য নয়, ওদের কৃতকর্ম ওদের হস্তয়ে মরচে ধরিয়েছে।

সেদিন তো ওরা ওদের প্রতিপালকের কাছ থেকে দূরে থাকবে। তারপর ওরা জাহানামের আগুনে প্রবেশ করবে। তারপর বলা হবে, ‘এ-ই সেই যা তোমরা অঙ্গীকার করতে।’ — ৮৩ সুরা মৃতাফফিফিন : ১০-১৭

তাদের অস্তরে ব্যাধি রয়েছে। তারপর আল্লাহ্ তাদের ব্যাধি বৃদ্ধি করেছেন; আর তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি, কারণ তারা মিথ্যাচারী। — ২ সুরা বাকারা : ১০

যে আল্লাহর মসজিদে তার নাম স্মরণ করতে বাধা দেয় ও তা ধ্বনি করার চেষ্টা করে তার চেয়ে বড় সীমালভ্যনকারী কে হতে পারে? ভয় না করে তাদের সেখানে ঢোকা উচিত নয়। পৃথিবীতে তাদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনিভোগ ও পরকালে তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।

— ২ সুরা বাকারা : ১১৪

... আল্লাহ তো সীমা অতিক্রমকারীদেরকে ভালোবাসেন না। — সুরা বাকারা ২ : ১৯০

... আর আল্লাহ সীমালভ্যনকারী সম্পদায়কে সংপত্তিরে নির্দেশ দেন না। এদের প্রতিফল এই যে, এদের ওপর আল্লাহর, ফেরেশতাদের ও মানুষের সকলেরই অভিশাপ। তারা (অভিশপ্ত অবস্থায়) থাকবে চিরকাল, তাদের শাস্তি হালকা করা হবে না ও তাদেরকে বিরামও দেওয়া হবে না। — ৩ সুরা আল-ই-ইমরান : ৮৬-৮৮

• তওরাত অবর্তীর্ণ হওয়ার পূর্বে ইসরাইল নিজের জন্য যা হারাম করেছিল তা ছাড়া বনি-ইসরাইলের জন্য সব খাদ্যই হালাল করা হয়েছিল। বলো, ‘যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে তওরাত এনে পড়ো।’ এরপরও যারা আল্লাহকে মিথ্যা দোষারোপ করে, তারাই সীমালভ্যনকারী। — ৩ সুরা আল-ই-ইমরান : ৯৩-৯৪

দেখো! তারা আল্লাহর সম্বন্ধে কেমন মিথ্যা বানায়, আর প্রকাশ্য পাপ হিসাবে এ-ই যথেষ্ট। — ৪ সুরা নিসা : ৫০

... মানুষের সীমালভ্যন সত্ত্বেও তোমার প্রতিপালক তো মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল, আর তোমার প্রতিপালক শাস্তিদানেও কঠোর। — ১৩ সুরা রাদ : ৬

তিনি যাকে ইচ্ছা তাঁর অনুগ্রহের অন্তর্ভুক্ত করেন, কিন্তু সীমালভ্যনকারীদের জন্য তো তিনি প্রস্তুত রেখেছেন ভয়ানক শাস্তি। — ৭৬ সুরা দাহর : ৩১

শেষে অবিশ্বাসী ও মূনাফিক উভয়ের পরিণাম হবে জাহানাম। সেখানে এরা চিরকাল থাকবে। আর এ-ই সীমালভ্যনকারীদের কর্মফল। — ৫৯ সুরা হাশর : ১৭

ওরা বলে, ‘আমরা আল্লাহ ও রসূলে বিশ্বাস করি ও মান্য করি।’ কিন্তু তারপর ওদের একদল মুখ ফিরিয়ে নেয়, আসলে ওরা বিশ্বাস করে না। ওদের মধ্যে ফয়সালা করে দেওয়ার জন্য ওদেরকে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের দিকে আহ্বান করলে ওদের একদল মুখ ফিরিয়ে নেয়। রায় ওদের পক্ষে হবে মনে করলে ওরা বিনীতভাবে রসূলের কাছে ছুটে আসে। ওদের অন্তরে কি ব্যাধি আছে, না ওরা সন্দেহ করে? নাকি ওরা ভয় করে যে, আল্লাহ ও তাঁর রসূল ওদের ওপর জুনুম করবেন? ওরাই তো সীমালভ্যনকারী।

— ২৪ সুরা নুর : ৪৭-৫০

যারা অবিশ্বাস করে ও মানুষকে আল্লাহর পথে বাধা দেয় আর যে মসজিদ-উল-হারামকে আমি স্থানীয় ও বহিরাগত সকলের জন্য সমান করেছি তা থেকে মানুষকে নিব্রত করে, তাদেরকে আমি কঠিন শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করাব; আর যে সীমালভ্যন করে মসজিদুল-হারামে পাপ কার্য করতে ইচ্ছা করে তাকেও। — ২২ সুরা ইজ : ২৫

আর আমি অবকাশ দিয়েছিলাম কত জনপদকে যখন ওরা সীমালভ্যন করেছিল; তারপর ওদেরকে শাস্তি দিয়েছিলাম। আর প্রত্যাবর্তন করতে হবে আমারই কাছে।

— ২২ সুরা ইজ : ৪৮

আর ওরা উপাসনা করে এমন কিছুর যার (সমর্থনে) তিনি কোনো দলিল পাঠান নি, আর যার সম্বন্ধে তাদের কোনো জ্ঞান নেই। সীমালভ্যনকারীদেরকে কেউ সাহায্য করবে না। — ২২ সুরা হজ ৮-১

যে ইসলামের দিকে আছত হয়েও আল্লাহ'র সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে তার চেয়ে বড় সীমালভ্যনকারী আর কে? আল্লাহ' সীমালভ্যনকারী সম্প্রদায়কে সংপথে পরিচালিত করেন না। — ৬১ সুরা সাফাফ্র ৮-৭

... তোমাদেরকে মসজিদ-উল-হারামে বাধা দেওয়ার জন্য কোনো সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ যেন কখনও তোমাদেরকে সীমালভ্যনে প্ররোচিত না করে। সৎকর্ম ও আত্মসংরক্ষণে তোমরা পরম্পরাকে সাহায্য করবে, আর পাপ ও সীমালভ্যনের ব্যাপারে একে অপরকে সাহায্য করবে না। — ৫ সুরা মায়দা ৮-২

... আর আল্লাহ' যা অবতীর্ণ করেছেন সেই অনুসারে যারা বিচার করে না তারাই সীমালভ্যনকারী। — ৫ সুরা মায়দা ৮-৪৫

... আল্লাহ' সীমালভ্যনকারী সম্প্রদায়কে সংপথে পরিচালিত করেন না। — ৫ সুরা মায়দা ৮-৫১

আর তাদের (অবিশ্বাসীদের) অনেককেই তুমি পাপ, সীমালভ্যন ও হারাম ভক্ষণে তৎপর দেখবে। — ৫ সুরা মায়দা ৮-৬২

হে বিশ্বাসিগণ! আল্লাহ' তোমাদের জন্য যেসব ভালো জিনিস হালাল করেছেন সেসবকে তোমরা হারাম কোরো না। আল্লাহ' ত্রে সীমা অতিক্রমকারীদেরকে ভালোবাসেন না। — ৫ সুরা মায়দা : ৮-৭

... আল্লাহ' সীমালভ্যনকারী সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেন না। ওদের ঘর যা ওরা তৈরি করছে তা ওদের সন্দেহের কারণ হয়ে থাকবে, যে-পর্যন্ত না ওদের অন্তর ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। আর আল্লাহ' ত্রো সর্বজ্ঞ তত্ত্বজ্ঞানী। — ৯ সুরা তত্ত্বা ১০৯-১১০

সুক্রিতিকারী ও দুর্ক্ষিতিকারী : সুক্রিতিকারীরা তো থাকবে পরম স্বাচ্ছন্দ্যে ও দুর্ক্ষিতিকারীরা গনগনে আগুনে। বিচারের দিন তারা সেখানে প্রবেশ করবে। সেখান থেকে তারা পালাতে পারবে না। ৮২ সুরা ইন্ফিতার : ১৩-১৬

ওরা কি চিঞ্চা করে না যে, ওদের আবার ওঠানো হবে সেই ঘৃহদিনে যেদিন সবমানুষ দাঁড়াবে বিশ্বজগতের প্রতিপালকের সামনে? না, দুর্ক্ষিতিকারীদের কৃতকর্ম তো থাকবে সিজ্জিন-এ। সিজ্জিন সম্পর্কে তুমি কী জান। এ এক লিখিত কর্মবিবরণী। যেদিন মন্দ পরিণাম হবে মিথ্যাচারীদের যারা বিচারের দিন অশ্বীকার করে। — ৮৩ সুরা মুতাফ্ফিফিন : ৪-১১

অবশ্যই সুক্রিতিকারীদের কৃতকর্ম থাকবে ইন্সিইন-এ। ইন্সিইন সম্পর্কে তুমি কী জান? এ এক লিখিত কর্মবিবরণী যারা আল্লাহ'র সাম্রিধ্যপ্রাপ্ত তারা (ফেরেশতারা) এ দেখবে। সুক্রিতিকারীরা তো পরম স্বাচ্ছন্দ্যে থাকবে। তারা সুসজ্জিত আসনে বসে থাকবে। তুমি তাদের মুখ্যগুল দেখতে পাবে স্বাচ্ছন্দ্যের দীপ্তি। তাদেরকে মোহর করা (পাত্র) থেকে পরিত্র সুরা পান করা হবে, কস্তুরি দিয়ে তা মোহর করা থাকবে। যারা এর জন্য প্রতিযোগিতা করতে চায়

তারা প্রতিযোগিতা করুক। তাতে মেশানো হবে তসনিমি ঝরনার পানি যা থেকে আল্লাহর সান্নিধ্যপ্রাপ্তরা পান করবে।

দৃষ্টিকারীরা বিশ্বাসীদের হাসিঠাটা করত এবং তারা যখন ওদের কাছ দিয়ে যেত তখন তারা পরম্পরকে বাঁকা চোখে ইশারা করত। ওরা যখন নিজেদের মাঝে ফিরে আসত তখন উল্লিখিত হয়ে ফিরে আসত আর যখন ওরা তাদেরকে (বিশ্বাসীদেরকে) দেখত তখন তারা বলত, ‘এরাই তো পথভ্রষ্ট।’

অথচ ওদেরকে তো তাদের (বিশ্বাসীদের) তত্ত্বাবধায়ক ক’রে পাঠানো হয় নি। আজ বিশ্বাসীরা অবিশ্বাসীদেরকে উপহাস করছে — তাদেরকে লক্ষ করছে উচু আসন থেকে। (তারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছে), ‘অবিশ্বাসীরা যা করত তার প্রতিফল পেল তো !’ — ৮৩ সুরা মুতাফ্ফিফিন : ১৮-৩৬

সুচের ফুটোয় উট : ... তারা জাগ্নাতেও ঢুকতে পারবে না যে—পর্যন্ত না সুচের ফুটোয় উট ঢুকতে পারে। এভাবে আমি অপরাধীদেরকে প্রতিফল দেব। — ৭ সুরা আরাফ : ৪০

সুদ : মানুষের ধনসম্পদ বৃদ্ধির জন্য তোমরা সুদে যা দিয়ে থাক তা আল্লাহর কাছে বৃদ্ধি পায় না। কিন্তু তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য জাকাত দিয়ে থাক, তাদেরই ধনসম্পদ বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। — ৩০ সুরা বুম : ৩৯

যারা সুদ খায় তারা সেই লোকের মতো দাঢ়াবে যাকে শয়তান স্পর্শ ক’রে পাগল ক’রে দিয়েছে। এ এজন্য যে তারা বলে, ‘বেচাকেনা তো সুদের মত।’ আল্লাহ বেচাকেনাকে হালাল ও সুদকে হারাম করেছেন। যার কাছে তার প্রতিপালকের উপদেশ এসেছে সে বিরত হয়েছে। অতীতে যা হয়েছে তা তারাই এবং তার ব্যাপার আল্লাহর এখতিয়ারে ! আর যারা আবার (সুদ) নিতে আরাঞ্জ করবে তারাই আগুনে বাস করবে। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। আল্লাহ সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন ও দানকে বৃদ্ধি ক’রে দেন। আল্লাহ কোনো অকৃতজ্ঞ পাপীকে ভালোবাসেন না। — ২ সুরা বাকারা : ২৭৫-২৭৬

হে বিশ্বসিগণ ! যদি তোমরা বিশ্বাসী হও তোমরা আল্লাহকে ভয় কর ও সুদের যা বকেয়া আছে তা ছেড়ে দাও। যদি তোমরা না ছেড়ে দাও তবে জেনে রাখো যে, এ আল্লাহ ও তার বসুলের সাথে যুদ্ধ। কিন্তু যদি তোমরা তওবা কর, তবে তোমাদের মূলধন তোমাদেরই।

তোমরা জুলুম কোরো না ও জুলুম হতেও দিয়ো না। যদি (খাতক) অভাবী হয়, তবে তাকে সচ্ছল হওয়া পর্যন্ত অবকাশ দাও। আর যদি ঝণ মাফ করে দাও, তবে তা তোমাদের জন্য আরও ভালো, যদি তোমরা তা জানতে ! আর তোমরা সেই দিনকে ভয় কর যেদিন তোমাদেরকে আল্লাহর কাছে ফিরিয়ে আনা হবে তারপর প্রত্যেককে তার কর্মফল পুরোপুরি প্রদান করা হবে। আর তাদের ওপর কোনো জুলুম করা হবে না। — ২ সুরা বাকারা : ২৭৮-২৮১

হে বিশ্বসিগণ ! তোমরা [ক্রমবর্ধমান হারে বা চক্ৰবৰ্ধি হারে] সুদ খেয়ো না। আর আল্লাহকে ভয় কর। তবেই তোমরা সফল হতে পারবে। আর তোমরা সেই আগুনকে ভয় করো যা অবিশ্বাসীদের জন্য প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে। — ৩ সুরা আল-ই-ইমরান : ১৩০-১৩১

ভালো ভালো জিনিস যা ইহুদিদের জন্য হালাল ছিল তা আমি তাদের জন্য হারাম করেছি তাদের সীমালঙ্ঘনের জন্য এবং আল্লাহর পথে অনেককে বাধা দেবার জন্য, এবং তাদের সুদগ্রহণের জন্য, যদিও তা তাদের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়েছিল, এবং অন্যায়ভাবে লোকের ধনসম্পদ গ্রাস করার জন্য। তাদের মধ্যে যারা অবিশ্বাসী তাদের জন্য মর্মস্তুদ শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি। — ৪ সুরা নিসা : ১৬০-১৬১

সুন্দর নাম : আর সুন্দর নামগুলো আল্লাহরই। তোমরা তাকে সেইসব নামেই ডাকবে। যারা তাঁর নাম বিকৃত করে তাদেরকে বর্জন করবে। তাদের কৃতকর্মের ফল তাদের দেওয়া হবে। — ৭ সুরা আরাফ : ১৮০

আল্লাহ, তিনি ছাড়া অন্য কোনো উপাস্য নেই। সব সুন্দর নাম তাঁরই। — ২০ সুরা তাহা : ৮

বলো, ‘তোমরা ‘আল্লাহ’ নামে ডাক বা ‘রহমান’ নামে ডাক, তোমরা যে-নামেই ডাক তাঁর সব নামই তো সুন্দর।’... — ১৭ সুরা বনি-ইসরাইল : ১১০

কত মহান নাম তোমার প্রতিপালকের, যিনি মহিমময় ও মহানুভব। ৫৫ : সুরা রহমান : ৭৮

তিনিই আল্লাহ, সজ্ঞনকর্তা, উষ্টাবনকর্তা, ক্লপদাতা, সব সুন্দর নাম তাঁরই। আকাশ ও পৃথিবীতে যা-কিছু আছে সমস্তই তাঁর পরিত্র মহিমা ঘোষণা করে। তিনি পরাক্রমশালী, তত্ত্বজ্ঞানী। — ৫৯ সুরা হাশর : ২৪

সুপারিশ : (জাগ্নাতবাসীরা) অপরাধীদের সম্পর্কে (বলবে), ‘তোমাদের কিসে সাকার-এ নিয়ে এল ? ওরা বলবে, ‘আমরা নামাজ পড়তাম না, আমরা অভাবীকে খাবার দিতাম না, আর যারা অথথা কথা বলে তাদের সাথে যোগ দিয়ে অথথা কাজ করতাম। আমরা বিচারদিনকে অঙ্গীকার করেছি, আমাদের কাছে অবধারিত (মত্ত্য) আসা পর্যন্ত।’ তাই সুপারিশকারীদের কোনো সুপারিশ ওদের কোনো কাজে আসবে না। — ৭৪ সুরা মুদ্দাস্সির : ৪১-৪৮

আকাশে তো কত ফেরেশ্তা রয়েছে ! কিন্তু ওদের কোনো সুপারিশে ফল দেবে না যতক্ষণ না আল্লাহ যাকে ইচ্ছা ও যার ওপর সন্তুষ্ট তাকে অনুমতি দেন। — ৫৩ সুরা নাজর : ২৬

যে করুণাময়ের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি বা অনুমতি পেয়েছে সে ছাড়া অন্য কারও সুপারিশ করার ক্ষমতা থাকবে না। — ১৯ সুরা মরিয়ম : ৮৭

করুণাময় যাকে অনুমতি দেবেন ও যার কথা তাঁর কাছে গ্রহণযোগ্য হবে সে ছাড়া কারও সুপারিশ সেদিন কোনো কাজে আসবে না। — ২০ সুরা তাহা : ১০৯

তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ, যিনি আকাশ ও পৃথিবী ছয় দিনে সংষ্ঠি করেন, তারপর তিনি আরশে সমাসীন হন। তিনি সকল বিষয় নিয়ন্ত্রণ করেন। তাঁর অনুমতি ছাড়া কেউ সুপারিশ করতে পারে না। তিনিই আল্লাহ, তোমাদের প্রতিপালক। সুতরাং তাঁর উপাসনা করো। তোমরা কি বোঝার চেষ্টা করবে না ? — ১০ সুরা ইউনুস : ৩

ওরা আল্লাহ, ছাড়া যার উপাসনা করে তা তাদের ক্ষতি করে না, উপকারও করে না। ওরা বলে, এগুলো আল্লাহর কাছে আমাদের সুপারিশকারী !’ বলো, ‘তোমরা কি আল্লাহকে

আকাশ ও পৃথিবীর এমন কিছুর সংবাদ দেবে যা তিনি জানেন না? তিনি পবিত্র মহান! আর তারা যাকে শরিক করে তিনি তার উর্ধ্বে। — ১০ সুরা ইউনুস : ১৮

যারা ভয় করে যে, তাদের প্রতিপালকের কাছে তাদের এমন অবস্থায় সমবেত করা হবে যে, তিনি ছাড়া তাদের কোনো অভিভাবক বা সুপারিশকারী থাকবে না, (তাদেরকে) তুমি এ (কোরান) দিয়ে স্তর্ক কর; হয়তো তারা সাবধান হবে। — ৬ সুরা আনআম : ৫১

যারা তাদের ধর্মকে ক্রীড়াকৌতুক হিসাবে গ্রহণ করে ও পার্থিব জীবন যাদেরকে প্রতারিত করে তুমি তাদের সঙ্গ বর্জন কর, আর এ (কোরান) দিয়ে তাদেরকে উপদেশ দাও, যাতে কেউ নিজ কৃতকর্মের জন্য ধ্বংস না হয়, যখন আল্লাহ ছাড়া তার কোনো অভিভাবক ও সুপারিশকারী থাকবে না, আর বিনিময়ে সব কিছু দিলেও তা নেওয়া হবে না। এরাই কৃতকর্মের জন্য ধ্বংস হবে। অবিশ্বাস করার কারণে এদের জন্য রয়েছে অত্যন্ত গরম পানীয় ও কষ্টদায়ক শাস্তি। — ৬ সুরা আনআম : ৭০

তোমরা আমার কাছে নিঃসঙ্গ অবস্থায় এসেছ যেমন প্রথমে তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছিলাম। তোমাদেরকে যা দিয়েছিলাম তা তোমরা পেছনে ফেলে এসেছ। তোমরা যাদেরকে অংশী করতে সেই সুপারিশকারীদেরকেও তোমাদের সাথে দেখছি না। তোমাদের মধ্যকার সম্পর্ক অবশ্য ছিন্ন হয়েছে, আর তোমরা যা ধারণা করেছিলে তাও নিষ্কল হয়েছে। — ৬ সুরা আনআম : ৯৪

যাকে অনুমতি দেওয়া হয় সে ছাড়া আল্লাহর কাছে কারও সুপারিশে ফল দেবে না। যখন ওদের অস্ত্র থেকে তয় দূর হবে তখন ওরা পরম্পরাকে জিজ্ঞাসা করবে, ‘তোমাদের প্রতিপালক কী ত্বকুম করেছেন?’ তার উত্তরে তারা বলবে, ‘যা সত্য তিনি তা-ই বলেছেন। তিনি সুউচ্চ মহান!’ — ৩৪ সুরা সাবা : ২৩

তবে কি ওরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে সুপারিশ করার জন্য ধরেছে? বলো, ‘ওদের কোনো ক্ষমতা না থাকলেও, আর ওরা না বুঝলেও?’ বলো, ‘সব সুপারিশ আল্লাহরই এখতিয়ারে। আকাশ ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব আল্লাহরই। তারপর তাঁরই কাছে তোমাদেরকে ফিরিয়ে আনা হবে।’ — ৩৯ সুরা জুমার : ৪৩-৪৪

যারা আরশ ধারণ ক'রে আছে ও যারা তার চারপাশ ঘিরে আছে তারা তাদের প্রতিপালকের পবিত্র মহিমা ঘোষণা করে ও তাঁর ওপর বিশ্বাস করে এবং বিশ্বাসীদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে বলে, ‘হে আমাদের প্রতিপালক! তোমার দয়া ও জ্ঞান সর্বব্যাপী। অতএব যারা তওবা ক'রে তোমার পথ অবলম্বন করে তুমি তাদেরকে ক্ষমা কর জাহানামের শাস্তি থেকে রক্ষা করো। হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি তাদের স্থায়ী জান্মাতে প্রবেশ করাও, যার প্রতিশ্রুতি তুমি তাদের দিয়েছিলে, (আর তাদের) পিতা-মাতা, পতি-পত্নী ও সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে যারা সংকর্ম করেছে তাদেরকেও। তুমি তো শক্তিমান, তদ্বজ্ঞানী। আর তুমি তাদেরকে শাস্তি থেকে রক্ষা করো। সেদিন তুমি যাকে শাস্তি থেকে রক্ষা করবে তাকে তো অনুগ্রহই করবে; এ-ই তো মহাসাফল্য।’ — ৪০ সুরা মুমিন : ৭-৯

... সীমালঘনকারীদের জন্য কোনো অস্তরঙ্গ বক্তু নেই, এমন কেউ সুপারিশ করারসও নেই যার সুপারিশ গ্রহণ করা হবে। — ৪০ সুরা মুমিন : ১৮

আল্লাহর পরিবর্তে ওরা যাদেরকে ডাকে তাদের সুপারিশ করার ক্ষমতা নেই, তবে যারা সত্য উপলব্ধি করে ও সাক্ষ্য দেয় উভয়ের কথা স্বতন্ত্র। — ৪৩ সুরা জুখুরফঃ ৮৬

তারা (আল্লাহর সম্মানিত দাসরা) আগে বাড়িয়ে কথা বলে না। তারা তাঁর আদেশ অনুসারেই কাজ করে। তাদের সামনে—পেছনে যা—কিছু আছে তা তিনি জানেন। তারা সুপারিশ করে শুধু ওদের জন্য যাদের ওপর তিনি সন্তুষ্ট ও যারা তাঁর ভয়ে ভীতসন্ত্রস্ত। — ২১ সুরা আল্বিয়া : ২৭-২৮

আল্লাহ আকাশ, পৃথিবী ও উভয়ের মাঝের সব কিছু হয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। তারপর তিনি আরশে সমাচারী হন। তিনি ছাড়া তোমাদের কোনো অভিভাবক বা সুপারিশকারী নেই; তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না? — ৩২ সুরা সিজদা : ৪

সেদিন রহ [জিবরাইল] ও ফেরেশ্তারা সারি বিঁধে দাঢ়াবে। করণাময় যাকে অনুমতি দেবেন সে ছাড়া অন্য কেউ কথা বলবে না, আর সে ঠিক কথা বলবে। — ৭৮ সুরা নাবা : ৩৮

ওরা যাদের অঙ্গীদার করেছে তারা ওদের হয়ে সুপারিশ করবে না, আর ওরাও অঙ্গীকার করবে ওদের দেবদৈবীদেরকে। — ৩০ সুরা রাম : ১৩

আর তোমরা সেই দিনকে ভয় করো যেদিন কেউ কারও কাজে আসবে না, আর কারও সুপারিশ স্থীর্ত হবে না, আর কারও কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ গঢ়ীত হবে না, আর কেউ কোনোরকম সাহায্য পাবে না। — ২ সুরা বাকারা : ৪৮

আর তোমরা সেই দিনকে ভয় করো যেদিন কেউ কারও উপকারে আসবে না, আর কারও কাছ থেকে কোনো ক্ষতিপূরণও গঢ়ীত হবে না ও কোনো সুপারিশে কারও কোনো লাভ হবে না, আর কেউ কোনো সাহায্যও পাবে না। — ২ সুরা বাকারা : ১২৩

হে বিশ্বসিগণ! আমি তোমাদেরকে যে জীবনের উপকরণ দিয়েছি তার থেকে ব্যয় কর সেইদিন আসার পূর্বে যেদিন কোনো কেনাবেচা, বন্ধুত্ব বা সুপারিশ থাকবে না। অবিশ্বাসীরাই জুনুম করে। আল্লাহ—তিনি ছাড়া অন্য কোনো উপাস্য নেই। তিনি চিরঞ্জীব অনাদি। তাঁকে ত্স্বা বা নিদ্রা স্পর্শ করবে না। আকাশ ও পৃথিবীতে যা—কিছু আছে সবই তাঁর। কে আছে যে তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর কাছে সুপারিশ করবে? — ২ সুরা বাকারা : ২৫৪-২৫৫

কেউ কোনো ভালো কাজের সুপারিশ করলে তার মধ্যে তার অংশ থাকবে, আর কেউ কোনো মন্দ কাজের সুপারিশ করলে তার মধ্যেও তার অংশ থাকবে। আল্লাহ তো সব বিষয়ই লক্ষ রাখেন। — ৪ সুরা নিসা : ৮৫

সুলায়মান ও সাবাবাসী : আমি দাউদকে সুলায়মানের মতো পুত্র দিলাম। সে ছিল উত্তম দাস ও সব সময় আমার ওপর নির্ভর করত। বিকেলে যখন তার সামনে সুশিক্ষিত দ্রুতগামী ঘোড়াদের উপস্থিত করা হল সে বলল, ‘আমি তো আমার প্রতিপালকের স্মরণ থেকে বিমুখ হয়ে (অশু) সম্পদের প্রেমে যগ্ন হয়ে আছি, এদিকে সূর্য ডুবে গেছে! ওগুলোকে আবার আমার সামনে আনো।’ তারপর সে ওদের (ঘোড়া গুলোর) পা ও গলা কাটতে লাগল।

আমি সুলায়মানকে পরীক্ষা করলাম ও তার আসনের ওপর রাখলাম এক লাশ। সুলায়মান তখন আমার দিকে মুখ ফেরাল। সে বলল, ‘হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ক্ষমা

করো ও আমাকে এমন এক রাজ্য দান করো, আমি ছাড়া কেউ যার অধিকারী হতে পারবে না। তুমি তো মহা দাতা।'

তখন আমি বায়ুকে তার অধীন করে দিলাম, সে যেখানে ইচ্ছা সেখানে তাকে (বয়ে) নিয়ে যেত। আমি আরও অধীন করে দিলাম জিনকে, যারা সকলেই ছিল স্থপতি ও ডুবুরি। এবং আরও অনেককে, জোড়া শেকল পড়িয়ে। 'এসব আমার অনুগ্রহ, এ থেকে তুমি অন্যকে দিতে বা নিজে রাখতে পার। এর জন্য তোমাকে হিসাব দিতে হবে না।' আর তার জন্য রয়েছে আমার নৈকট্যলাভের র্যাদা। আর ফিরে যাওয়ার জন্য ভালো জায়গা।

— ৩৮ সূরা সামাদ : ৩০-৪০

আমি অবশ্যই দাউদ ও সুলায়মানকে জ্ঞান দান করেছিলাম আর তারা বলেছিল, 'প্রশংসা আল্লাহর যিনি আমাদেরকে তাঁর বহু বিশ্বাসী দাসের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন।'

সুলায়মান ছিল দাউদের উত্তরাধিকারী ও সে বলেছিল, 'হে মানুষ ! আমাকে পাখিদের ভাষা বোঝবার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে এবং আমাকে সবই দেওয়া হয়েছে, এ তো স্পষ্ট অনুগ্রহ।'

সুলায়মানের সামনে তার বাহিনীকে — জিন, মানুষ ও পাখিদের সমবেত করা হল এবং ওদের বিভিন্ন বৃহে বিন্যস্ত করা হল। যখন ওরা পিপড়েদের উপত্যকায় পৌছুল তখন এক পিপড়ে বলল, 'পিপড়েরা ! তোমরা তোমাদের ঘরে ঢেকো, না হলে, সুলায়মান ও তার বাহিনী তোমাদের পায়ের তলায় পিষে ফেলবে আর তারা টেরও পাবে না।'

(সুলায়মান) ওর কথায় মুক্তি হাসল ও বলল, 'হে আমার প্রতিপালক ! তুমি আমাকে সামর্থ্য দাও যাতে আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি আমার ওপর ও আমার পিতামাতার ওপর তুমি যে-অনুগ্রহ করেছ তার জন্য, আর যাতে আমি সৎকাজ করতে পারি যা তুমি পছন্দ কর, আর তোমার অনুগ্রহে আমাকে তোমার সৎকর্মপূর্যণ দাসদের শামিল কর।'

(সুলায়মান) পাখিদের ভালো করে দেখল ও বলল, 'হৃদ্দদ্বকে দেখছি না কেন ? সে কি উধাও হয়েছে ? সে উপযুক্ত কারণ না দর্শালে আমি তো ওকে কঠিন শাস্তি দেব কিংবা মেরে ফেলব।'

সে (হৃদ্দদ্ব) দেরি না করে এসে পড়ল ও বলল, 'আমি এমন সব তথ্য লাভ করেছি যা আপনার জানা নেই, আর সবা থেকে সঠিক খবর নিয়ে এসেছি। আমি এক নারীকে দেখলাম যে সে-জাতির ওপর রাজত্ব করছে। তাকে সবই দেওয়া হয়েছে ও তার আছে এক বিরাট সিংহাসন। আমি তাকে ও তার সম্প্রদায়কে দেখলাম তারা আল্লাহর পরিবর্তে সূর্যকে সিজদা করছে। শয়তান ওদের কাছে ওদের কাজকর্ম শোভন করেছে ও ওদের সংপৰ্ক থেকে দূরে রেখেছে যেন ওরা সংপৰ্ক না পায়, এবং যিনি আকাশ ও পৃথিবীর গোপন বিষয়কে প্রকাশ করেন, যিনি জানেন যা তোমরা গোপন কর ও যা তোমরা প্রকাশ কর, সেই আল্লাহকে যেন ওরা সিজদা না করে। আল্লাহ, ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, তিনিই যথা আরশের অধিপতি।'

(সুলায়মান) বলল, 'আমি দেখব, তুমি সত্য বলছ, না তুমি মিথ্যা বলছ ? তুমি আমার এ-চিঠি নিয়ে যাও। এ তাদের কাছে দিয়ে এস। তারপর তাদের কাছ থেকে স'রে পড় ও দেখ তারা কী উত্তর দেয় ?'

(সাবার রানি বিলকিস) বলল, ‘হে পারিষদবর্গ ! আমাকে এক সম্মানিত পত্র দেওয়া হয়েছে। এ সুলায়মানের কাছ থেকে। আর তা এই : পরম করণাময় পরম দয়াময় আল্লাহর নামে। অহংকার ক’রে আমাকে অমান্য কোরো না, আর আনুগত্য স্থীকার ক’রে আমার কাছে উপস্থিত হও !’

(বিলকিস) বলল, ‘হে পারিষদবর্গ ! আমার এ সমস্যায় তোমাদের পরামর্শ দাও, আমি যা করি তা তো তোমাদের উপস্থিতিতেই করি !’

ওরা বলল, ‘আমরা তো শক্তিশালী ও কঠোর যোদ্ধা ; তবে নির্দেশ দেওয়ার ক্ষমতা আপনার, কী নির্দেশ দেবেন তা আপনিই দেখুন !’

(বিলকিস) বলল, ‘রাজা-বাদশারা যখন কোনো জনপদে প্রবেশ করে তখন ওকে বিপর্যস্ত করে দেয় ও সেখানকার মর্যাদাবান ব্যক্তিদেরকে অপদষ্ট করে ; এরাও তা-ই করবে। আমি তার কাছে উপটোকন পাঠাচ্ছি দেখি, দূতেরা কী উত্তর আনে !’

দৃত সুলায়মানের কাছে এলে সুলায়মান বলল, ‘তোমরা কি আমাকে ধনসম্পদ দিয়ে সাহায্য করতে চাও ? আল্লাহ তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তার চেয়ে উত্তম জিনিস দিয়েছেন আমাকে, অথচ তোমরা তোমাদের উপটোকন নিয়ে উৎফুল্ল বোধ করছ। তোমরা ওদের কাছে ফিরে যাও, আমি অবশ্যই ওদের বিরুদ্ধে এমন এক সৈন্যবাহিনী নিয়ে উপস্থিত হব যা রুখবার শক্তি ওদের নেই। আমি ওদের সেখান থেকে অপমান ক’রে বের করে দেব ও ওদেরকে দলিত করব !’

(সুলায়মান আরও) বলল, ‘হে আমার পারিষদবর্গ ! তারা আমার কাছে আত্মসমর্পণ করতে আসার পূর্বে তোমাদের মধ্যে কে তার সিংহাসন আমাকে এনে দেবে ?’

এক শক্তিশালী জিন বলল, ‘আপনি আপনার স্থান থেকে ওঠার আগেই আমি তা এনে দেব। এ-ব্যাপারে আমি এমন শক্তি রাখি। আর আমাকে বিশ্বাস করতে পারেন !’ কিতাবের জ্ঞান যার ছিল সে বলল, ‘আপনি চোখের পলক ফেলার আগেই আমি তা এনে দেব।’

(সুলায়মান) যখন তা সামনে রাখা দেখল তখন সে বলল, ‘এ আমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ যাতে তিনি আমাকে পরীক্ষা করতে পারেন, আমি কৃতজ্ঞ না অকৃতজ্ঞ। যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে সে তা নিজের জন্য করে, আর যে অকৃতজ্ঞ সে জেনে রাখুক যে, আমার প্রতিপালকের অভাব নেই, তিনি মহানুভব !’

সুলায়মান বলল, ‘তার সিংহাসনের আকৃতি বদলে দাও ; দেখি সে ঠিক ধরতে পারে, না সে ভুল করে ?’

(বিলকিস) যখন পৌছল তখন তাকে জিঞ্জাসা করা হল, ‘তোমার সিংহাসন কি এরকম ?’

সে বলল, ‘এ তো এরকমই। আমরা আগেই সব কিছুই জেনেছি ও আত্মসমর্পণও করেছি।’

আল্লাহর পরিবর্তে সে যার পৃজ্ঞা করত তা-ই তাকে সত্য থেকে সরিয়ে রেখেছিল, সে (বিলকিস) ছিল অবিশ্বাসী সম্প্রদায়ের একজন।

তাকে বলা হল, ‘এই প্রাসাদে প্রবেশ কর।’ যখন সে ঘটার দিকে তাকাল তখন তার মনে হল এ এক স্বচ্ছ জলাশয় ও সে তার কাপড় ইঁটু পর্যন্ত টেনে তুলল। সুলায়মান বলল, ‘এ তো স্বচ্ছ স্ফটিকের প্রাসাদ।’

(বিলকিস) বলল, ‘হে আমার প্রতিপালক! আমি তো নিজের ওপর ভুলুম করেছিলাম, আমি সুলায়মানের সাথে বিশুজ্জগতের প্রতিপালকের কাছে আত্মসমর্পণ করছি।’ — ২৭
সুরা নমল ১৫-৪৪

আমি বাতাসকে সুলায়মানের অধীন করেছিলাম, যার সকালের বেড়ানো ছিল এক মাসের পথ, আর বিকালের বেড়ানোও ছিল একমাসের পথ। আমি তার জন্য গলানো তামার এক ঝরনা বইয়েছিলাম। আল্লাহর অনুমতিক্রমে কিছু জিন তার সামনে কাজ করত। ওদের মধ্যে যারা আমার নির্দেশ অমান্য করে তাদের, আমি জলন্ত আগুনে শাস্তির স্বাদ গৃহণ করাব। ওরা সুলায়মানের ইচ্ছানুযায়ী প্রাসাদ, ভাস্কর্য, পানির হাউজের মতো পাত্র ও চুল্লির জন্য বিরাট ডেগ তৈরি করত। (আমি বলেছিলাম), ‘হে দাউদ-পরিবার! তোমরা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে কাজ করতে থাকো। আমার দাসদের মধ্যে অল্পই আছে যারা কৃতজ্ঞ।’

যখন আমি সুলায়মানের মৃত্যু ঘটালাম তখন ঘুণপোকা, যা সুলায়মানের লাঠি খাচিল জিনদেরকে তার মৃত্যুর কথা জানাল। যখন সুলায়মান মাটিতে পাঢ়ে গেল তখন জিনেরা ঝুঁঝতে পারল যে, যদি ওরা অদৃশ্য বিষয় জানত তা হলে ওরা এতকাল অপমানকর শাস্তিতে বাঁধা থাকত না।

সাবাবাসীদের জন্য ওদের বাসভূমিতে ছিল এক নির্দশন — দুটি বাগান, একটা ভানদিকে, আর একটা বামদিকে। ওদেরকে বলা হয়েছিল, ‘তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের দেওয়া খাবার খাও ও তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো! জায়গা হিসেবে এ তো ভালো আর তোমাদের প্রতিপালক তো স্ফুরণশীল।’

পরে ওরা আদেশ অমান্য করল! তাই আমি ওদের ওপর বাঁধভাঙ্গা বন্যা বইয়ে দিলাম, আর ওদের বাগান দুটোকে বদলে দিলাম এমন দুটো বাগানে যেখানে উৎপন্ন হয় বিশ্বাদ ফলমূল, বাউগাছ আর কিছু কুলগাছ। আমি ওদেরকে এ-শাস্তি দিয়েছিলাম ওদের অবিশ্বাসের জন্য। আমি অকৃতজ্ঞ ছাড়া আর কাউকেও শাস্তি দিই না।

ওদের আর যে-সব জনপদকে আমি অনুগ্রহ করেছিলাম সেগুলোর মাঝে বহু দৃশ্যমান জনপদ স্থাপন করেছিলাম, আর মাঝে মাঝে সফরে তাদের বিশ্বামের জন্য, নির্দিষ্ট ব্যবধানে, বিশ্বামের জায়গা ঠিক করেছিলাম ও ওদেরকে বলেছিলাম, ‘তোমরা এ-সব জনপদে দিনে ও রাতে নিরাপদে ভ্রমণ করতে পার।’

কিন্তু ওরা বলল, ‘হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের সফরের জন্য বিশ্বামের জায়গা দূরে দূরে রাখো।’ এভাবে ওরা নিজেদের ওপর ভুলুম করেছিল। তাই আমি ওদেরকে কাহিনীর বিষয়বস্তু করে দিলাম ও ওদেরকে ছিরবিছির করে দিলাম। প্রত্যেক বৈষণীল কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য এর মধ্যে নির্দশন রয়েছে। ওদের সম্বন্ধে ইবলিসের অনুমান সত্য হল ও শুধু একটি বিশ্বাসদের দল ছাড়া যাদের ওপর তার কোনো আধিপত্য ছিলনা ওরা তাকে অনুসরণ করল। কারা পরকালে বিশ্বাসী ও কারা তা সন্দেহ করে তা প্রকাশ করে দেওয়াই ছিল আমার উদ্দেশ্য। তোমার প্রতিপালক সববিষয়ের তস্ত্বাবধায়ক।’ — ৩৪ সুরা সাবা ১২-১১

আর স্মরণ করো দাউদ ও সুলায়মানের কথা যখন তারা বিচার করছিল এক অস্যস্কেত্র সম্পর্কে যেখানে রাত্রে এক লোকের ডেড় ঢুকে পড়েছিল। আমি তাদের বিচার দেখছিলাম। আর আমি সুলায়মানকে এ-বিষয়ের মীমাংসা জানিয়ে দিয়েছিলাম এবং তাদের প্রত্যেককে আমি হিকমত ও জ্ঞান দিয়েছিলাম।

আমি পাহাড় ও পাখিদের জন্য নিয়ম করে দিয়েছিলাম যেন ওরা দাউদের সাথে আমার পরিত্র মহিমাবীর্ত্তন করে। আমই ছিলাম এইসবের কর্তা।

আমি তাকে তোমাদের জন্য বর্ম তৈরি করতে শিখিয়েছিলাম, যা যুদ্ধে তোমাদেরকে রক্ষা করে; সুতরাং তোমরা কি কৃতজ্ঞ হবে না?

আর দূরস্থ বাতাসকে সুলায়মানের বশ করেছিলাম; তা তার আদেশ অনুসারে সে-দেশের দিকে বইত যার জন্য আমি মঙ্গল রেখেছিলাম। প্রত্যেক ব্যাপারই আমি ভালো করে জানি।

আর শয়তানের মধ্যে কিছু তার জন্য ড্যুবুরির কাজ করত, এ ছাড়া অন্য কাজও করত; আমি তাদের ওপর নজর রাখতাম। — ২১ সুরা আল-বিয়া : ৭৮-৮২

আর সুলায়মানের রাজত্বে শয়তানেরা যা আগড়াত তারা (সাবাবাসীরা) তা মেনে চলত। সুলায়মান অবিশ্বাস করে নি, বরং শয়তানেরাই অবিশ্বাস করেছিল। তারা মানুষকে শিক্ষা দিত (সেই) জাদু যা বাবেল শহরের দুই ফেরেশ্তা হাবুত ও মারুতের ওপর অবতীর্ণ হয়েছিল। তাই ‘আমরা তো তোমাদের জন্য ফিৎনা (পরীক্ষাস্থরূপ)। তোমরা অবিশ্বাস করো না।’ — এই না বলে তারা কোনো মানুষকে শিক্ষা দিত না। এ-দুজনের কাছ থেকে তারা এমন বিষয় শিক্ষা করত যা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাতে পারতো তবু আল্লাহর নির্দেশ ছাড়া তারা কারও কোনো ক্ষতি করতে পারতো না।

তারা যা শিক্ষা করতো তা তাদের ক্ষতিসাধনই করতো, আর কোনো উপকারে আসত না। আর তারা ভালো করেই জানত যে, যে-কেউ তা কিনবে পরকালে তার কোনো অংশ নেই। আর যদি তারা জানত, তারা যার বিনিময়ে নিজেদের বিক্রি করেছিল তা কত নিকৃষ্ট! আর তারা যদি বিশ্বাস করত ও আল্লাহকে ডয় করত তবে নিশ্চয় তারা আল্লাহর কাছে ভালোই পুরস্কারই পেত, যদি তারা জানত। — ২ সুরা বাকারা : ১০২-১০৩

সূর্যঃ চন্দ্ৰ ও সূর্য দ্ব।

সৃষ্টি, আকাশ ও পৃথিবী : তুমি তোমার মহান প্রতিপালকের পরিত্র মহিমা ঘোষণা করো, যিনি সৃষ্টি করেন ও সুবিন্যস্ত করেন এবং যিনি বিকাশসাধনের জন্য নির্দিষ্ট মাত্রা অনুযায়ী গঠন করেন, তারপর পথের হদিস দেন। — ৮৭ সুরা আলা : ১-৩

তিনি সৃষ্টি করেন যুগল পুরুষ ও নারী স্থলিত শুক্রবিন্দু হতে। — ৫৩ সুরা নাজরম : ৪৫-৪৬

তিনি সৃষ্টির সূচনা করেন ও পুনরাবৃত্ত ঘটান। আর তিনি ক্ষমাশীল, প্রেময় ; সম্মানিত আরশের অধিকারী। তিনি যা ইচ্ছা তা করেন। — ৮৫ সুরা বুরাজ : ১৩-১৬

ওরা কি ওদের ওপরে-রাখা আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখে না আমি কীভাবে তা নির্মাণ করেছি ও তাকে সুশোভিত করেছি, আর তাতে কোনো ফাটলও নেই? — ৫০ সুরা কাফ : ৬

ଆମି ଆକାଶ ଓ ପୃଥିବୀର ଏବଂ ଦୁଯେର ମଧ୍ୟବତ୍ତୀ ସମ୍ବନ୍ଧ କିଛୁ ଛୟ ଦିନେ ସୃଷ୍ଟି କରେଛି । ଦ୍ଵାନ୍ତି ଆମାକେ ସ୍ପର୍ଶ କରେ ନି । — ୫୦ ସୁରା କାର୍ଫ : ୩୮

ଆମି ତୋ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁକେ ଯଥାସ୍ଥଭାବେ ସୃଷ୍ଟି କରେଛି । ଆମାର ଆଦେଶ ତୋ ଏକ କଥାୟ, ଚୋଖେର ପଲକେର ମତୋ । — ୫୪ ସୁରା କାମାର : ୪୯-୫୦

ତୋମାଦେର ପ୍ରତିପାଳକ ଆଲ୍ଲାହ ଯିନି ଆକାଶ ଓ ପୃଥିବୀ ଛୟ ଦିନେ ସୃଷ୍ଟି କରେନ, ତାରପର ତିନି ଆରଣେ ସମାସୀନ ହନ । ତିନିହି ଦିନକେ ରାତ୍ରି ଦିଯେ ଢେକେ ଦେନ ଯାତେ ଓରା ଏକେ ଅନ୍ୟକେ ଦ୍ରତ୍ତଗତିତେ ଅନୁସରଣ କରେ । ଆର ମୂର୍ଖ, ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ନକ୍ଷତ୍ରାଜି ତାରଇ ଆଜ୍ଞାଧୀନ, ତିନି ତାଦେରକେ ସୃଷ୍ଟି କରେଛେ । ଜେମେ ରାଖୋ, ସୃଷ୍ଟି କରା ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଓୟା ତାରଇ କାଜ । ତିନି ମହିମଯ ବିଶ୍ୱପ୍ରତିପାଳକ । — ୭ ସୁରା ଆରାଫ : ୫୪

ପବିତ୍ର-ମହାନ ତିନି ଯିନି ଉତ୍ତିଦ୍ର, ମାନୁଷ ଏବଂ ଓରା ଯାଦେର ଜ୍ଞାନେ ନା ତାଦେର ପ୍ରତ୍ୟେକକେ ଜୋଡ଼ାଯ ଜୋଡ଼ାଯ ସୃଷ୍ଟି କରେଛେ । — ୩୬ ସୁରା ଇଯାସିନ : ୩୬

ମାନୁଷ କି ଦେଖେ ନା, ଆମି ତାକେ ଶୁକ୍ରବିନ୍ଦୁ ଥେକେ ସୃଷ୍ଟି କରେଛି ? ଅର୍ଥଚ ପରେ ସେ ପ୍ରକାଶ୍ୟ ତର୍କ କରେ । — ୩୬ ସୁରା ଇଯାସିନ : ୧୧

ଯିନି ନିଜେର କ୍ଷମତାୟ ଆକାଶ ଓ ପୃଥିବୀ ସୃଷ୍ଟି କରେଛେ ତିନି କି ଓଗୁଲୋର ଅନୁରପ ସୃଷ୍ଟି କରତେ ପାରେନ ନା ? ହୁଁ, ତିନି ତୋ ମହାସ୍ଵଷ୍ଟା, ସର୍ବଜ୍ଞ । ତିନି ସଖନ କିଛୁ କରତେ ଇଚ୍ଛା କରେନ ତଥବା ତିନି କେବଳ ବଲେନ ‘ହୁଁ’, ଆର ତା ହୟେ ଯାଯ । ତାଇ ତିନି ତୋ ପବିତ୍ର ଓ ମହାନ, ଯିନି ସକଳ ବିଷୟେ ସାର୍ବଭୌମ କ୍ଷମତାର ଅଧିକାରୀ ; ଆର ତାରଇ କାହେ ତୋମରା ଫିରେ ଯାବେ । — ୩୬ ସୁରା ଇଯାସିନ : ୮୧-୮୩

ଆକାଶ ଓ ପୃଥିବୀର ସାର୍ବଭୌମତ୍ତ୍ଵ ତାରଇ । ତିନି କୋନୋ ସନ୍ତାନ ଗ୍ରହଣ କରେନ ନି । ସେଇ ସାର୍ବଭୌମତ୍ତ୍ଵରେ ତାର କୋନୋ ଶରିକ ନେଇ । ତିନି ସବ କିଛୁ ସୃଷ୍ଟି କରେଛେ ଆର ପ୍ରତ୍ୟେକକେ ତାର ଯଥୋଚିତ ପ୍ରକୃତି ଦାନ କରେଛେ । — ୨୫ ସୁରା ଫୁରୁକାନ : ୨

ତିନି ଆକାଶ, ପୃଥିବୀ ଓ ମଧ୍ୟବତ୍ତୀ ସବ କିଛୁ ଛୟ ଦିନେ ସୃଷ୍ଟି କରେନ, ତାରପର ତିନି ଆରଣେ ସମାସୀନ ହନ । — ୨୫ ସୁରା ଫୁରୁକାନ : ୫୯

ଆଲ୍ଲାହ ଆକାଶ ଏବଂ ଦୁଯେର ପୃଥିବୀ ହିଂସା କରେ ରେଖେଛେ ଯାତେ ଓରା କଷ୍ଟଚୂତ ନା ହୟ, ଓରା କଷ୍ଟଚୂତ ହଲେ କେ ଓଦେର ହିଂସା ରାଖବେ ? ତିନି ତୋ ସହିଷ୍ଣୁ କ୍ଷମାଶୀଳ । — ୩୫ ସୁରା ଫାତିର : ୪୧

ମାନୁଷେର କି ମନେ ନାହିଁ ଯେ, ଆମି ତାକେ ପୂର୍ବେ ସୃଷ୍ଟି କରେଛି ଯଥନ ମେ କିଛୁଇ ଛିଲ ନା ? — ୧୯ ସୁରା ମରିଯମ : ୬୭

ଆମି ତୋମାଦେର ସୃଷ୍ଟି କରେଛି, ତବେ କେନ ତୋମରା ବିଶ୍ୱାସ କରଛ ନା ? ତୋମରା କି ଭେବେ ଦେଖେଛ ତୋମରା ଯା (ବୀର୍ଯ୍ୟ) ଫେଲେ ଦାଓ ? ତାର ଥେକେ ତୋମରା ସୃଷ୍ଟି କର, ନା ଆମି ସୃଷ୍ଟି କରି ? ଆମି ତୋମାଦେର ମୃତ୍ୟୁକାଳ ନିର୍ଧାରଣ କରେଛି, ଆର ଆମି ଆକ୍ଷମ ନୟ ତୋମାଦେର ଆକାର ପରିବର୍ତନ କରତେ ଓ ତୋମାଦେରକେ ଆବାର ସୃଷ୍ଟିର କରତେ, ଯା ତୋମରା ଜାନ ନା ।

ପ୍ରଥମ ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ବନ୍ଧେ ତୋମରା ତୋ ଜାନ । ତବେ ତୋମରା କେନ ବୋଧାର ଚେଷ୍ଟା କର ନା ? ତୋମରା ଯେ-ବୀଜ ବୋଲେ ମେ-ସମ୍ପର୍କେ ଚିନ୍ତା କରେଛ କି ? ତୋମରାଇ କି ଓର ଅଙ୍ଗକୁ ଗଜାଓ, ନା ଆମି ତା କରି ? ଆମି ଇଚ୍ଛା କରଲେ ଏକେ ଖଡ଼କୁଟୀଯ ପୁଣିଯେ ଦିତେ ପାରତାମ, ତଥବା ତୋମରା ଅବାକ ହୟେ ବଲତେ, ‘ଆମରା ତୋ ଦେନାୟ ପଡ଼ିଲାମ ! ଆମରା ତୋ ବନ୍ଧିତ ହଲାମ ।’

তোমরা যে-পানি পান কর সে-সম্পর্কে কি তোমরা চিন্তা করেছ? তোমরাই কি তা মেঘ থেকে নামিয়ে আন, না আমি তা বর্ষণ করি? আমি ইচ্ছা করলে তা লোন করে দিতে পারি। তবুও কেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর না?

তোমরা যে-আগুন ছালো তা কি লক্ষ করে দেখেছ? তোমরাই কি গাছ সৃষ্টি করেছ (যার থেকে আগুন তৈরি হয়), না আমি? আমি একে করেছি এক নির্দশন ও মরুবাসীদের জন্য প্রয়োজনীয় বস্তু। সুতরাং তুমি তোমার মহান প্রতিপালকের নামের পবিত্র মহিমা ঘোষণা কর। — ৫৬ সুরা ওয়াকিয়া : ৫-৭৪

সাত আকাশ ও পথিবী আর তাদের মধ্যকার সব কিছু তাঁরই পবিত্র মহিমাকীর্তন করে, আর এমন কিছু নেই যা তাঁর পবিত্র মহিমাকীর্তন করে না। অবশ্য ওদের পবিত্র মহিমাকীর্তন তোমরা বুঝতে পারবে না। তিনি সহ্য করেন, ক্ষমাও করেন। — ১৭ সুরা বনি-ইসরাইল : ৪৪

ওরা কি লক্ষ করে না যে, আল্লাহ্ যিনি আকাশ ও পথিবী সৃষ্টি করেছেন তিনি ওদের অনুরূপ সৃষ্টি করতে সক্ষম? তিনি ওদের জন্য এক নির্দিষ্ট কাল স্থির করেছেন, কোনো সম্মেহ নেই। তবু সীমালঘনকারীরা অধীকার করেই যাচ্ছে। — ১৭ সুরা বনি-ইসরাইল : ১৯

তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্ যিনি আকাশ ও পথিবীর ছয় দিনে সৃষ্টি করেন, তারপর তিনি আরশে বসেন। তিনি সকল বিষয় নিয়ন্ত্রণ করেন। তাঁর অনুমতি ছাড়া কেউ সুপারিশ করতে পারে না। তিনিই আল্লাহ্ তোমাদের প্রতিপালক; সুতরাং তাঁর উপাসনা কর। তোমরা কি বোঝার চেষ্টা করবে না? — ১০ সুরা ইউসুফ : ৩

দিন ও রাত্রির পরিবর্তনে এবং আল্লাহ্ আকাশ ও পথিবীতে যা সৃষ্টি করেছেন তাতে সাধারণ সম্প্রদায়ের জন্য নির্দশন রয়েছে। — ১০ সুরা ইউসুফ : ৬

তিনিই তোমাদের বিশ্বামের জন্য রাত্রি ও দেখবার জন্য দিনে সৃষ্টি করেছেন। যে-সম্প্রদায় কথা শোনে তাদের জন্য নিশ্চয়ই এতে নির্দশন রয়েছে। — ১০ সুরা ইউসুফ : ৬৭

যখন তাঁর আরশ পানির ওপর ছিল তখন তিনিই আকাশ ও পথিবী ছয় দিনে সৃষ্টি করেন, তোমাদের মধ্যে কে আচরণে ভালো তা পরীক্ষার জন্য। — ১১ সুরা হুদু : ৭

পথিবীকে আমি বিস্তৃত করেছি, আর ওর মধ্যে পর্বতমালা সৃষ্টি করেছি; আমি পথিবীতে প্রত্যেক বস্তু সুপরিমিতভাবে সৃষ্টি করেছি। আর আমি ওর মধ্যে তোমাদের জন্য জীবনের উপকরণের ব্যবস্থা করেছি, আর তাদের জন্যও যাদেরকে তোমরা জীবনের উপকরণ দাও না। প্রত্যেক জিনিসের ভাণ্ডার আমার কাছে আছে আর আমি তা প্রয়োজনীয় পরিমাণে সরবরাহ করে থাকি। — ১৫ সুরা হিজর : ১৯-২১

তিনিই তোমাদের মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন, তারপর এক কাল নির্দিষ্ট করেছেন। — ৬ সুরা আনআম : ২

তিনি আকাশ ও পথিবীর আল্লাহ্। — ৬ সুরা আনআম : ৩

তিনি যথাবিধি আকাশ ও পথিবী সৃষ্টি করেছেন, যখন তিনি বলেন, ‘হও’, তখন তা হয়ে যায়। তাঁর কথাই সত্য। — ৬ সুরা আনআম : ৭৩

তিনি উষার উম্রেষ ঘটন। আর তিনিই বিশ্বামের জন্য রাত্রি এবং গণনার জন্য চন্দ ও সূর্যকে সৃষ্টি করেছেন, এসব পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ কর্তৃক সুবিন্যস্ত। — ৬ সুরা আনআম : ৯৬

(অবিশ্বাসীদেরকে) জিজ্ঞাসা করো, ওদের সৃষ্টি করা বেশি কঠিন, না আমি অন্য যা সৃষ্টি করেছি (তা সৃষ্টি করা বেশি কঠিন) ? ওদেরকে আমি এঁটেল মাটি থেকে সৃষ্টি করেছি। — ৩৭
সুরা সাফ্ফাত : ১১

তিনি বিনা থামে আকাশ তৈরি করেছেন, তোমরা তা দেখছ। তিনি পৃথিবীতে পাহাড় বসিয়েছেন, যাতে এ তোমাদেরকে নিয়ে না ঢালে পড়ে। আর এর মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছেন নানা রকম জীবজগত। তিনি আকাশ থেকে বারিবর্ষণ করেন। আর এর মধ্যে সব রকম সুন্দর জোড়া (ভিনিস) উৎপাদন করেন।

এ আল্লাহর সৃষ্টি ! তিনি ছাড়া অন্যেরা কী সৃষ্টি করেছে আমাকে দেখাও ? না, সীমান্তবিনাকারীরা তো স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রয়েছে ! — ৩১ সুরা লুকমান : ১০-১১

তুমি যদি ওদের জিজ্ঞাসা কর, ‘কে আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছে ?’, ওরা নিশ্চয় বলবে, ‘আল্লাহ’। — ৩১ সুরা লুকমান : ২৫

তিনি সুপরিকল্পিতভাবে আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। তিনি রাত্রি দিয়ে দিনকে ও দিনকে দিয়ে রাত্রিকে ঢেকে রাখেন। তিনি সূর্য ও চন্দ্রকে নিয়ন্ত্রণাধীন করেন। প্রত্যেকে আবর্তন করে এক নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত। জেনে রাখ, তিনি পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল। — ৩৯ সুরা জুমার : ৫

তুমি যদি ওদের জিজ্ঞাসা কর, ‘কে আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছে ?’, ওরা নিশ্চয় বলবে, ‘আল্লাহ’। — ৩৯ সুরা জুমার : ৩৮

আল্লাহ সমস্ত কিছুর সৃষ্টি ও তিনি সমস্ত কিছুর কর্মবিধায়ক। আকাশ ও পৃথিবীর চাবি তাঁরই কাছে। — ৩৯ সুরা জুমার : ৬২-৬৩

বলো, ‘তোমরা কি তাঁকে অঙ্গীকার করবে যিনি দু’দিনে পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, আর তোমরা তাঁর সমকক্ষ দাঁড় করাতে চাও ? তিনি তো বিশুজ্গতের প্রতিপালক। তিনি পর্বতমালা স্থাপন করেছেন ও সেখানে কল্যাণ রেখেছেন আর চারদিনের মধ্যে সেখানে মাত্রা অন্যুয়ায়ী খাদ্যের ব্যবস্থা করেছেন, সমানভাবে সকলের জন্য, যারা এর সন্ধান করে। তারপর তিনি আকাশের দিকে মন দিলেন, আর তা ছিল ধোঁয়ার মতো। তারপর তিনি তাকে (আকাশকে) ও পৃথিবীকে বললেন, ‘তোমরা কি দুজনে স্বেচ্ছায় আসবে, নাকি অনিচ্ছায় ?’ তারা বলল, ‘আমরা স্বেচ্ছায় এলাম !’ তারপর তিনি আকাশকে দুদিনে সাত-আকাশে পরিণত করলেন আর প্রত্যেক আকাশকে তার কাজ বুঝিয়ে দিলেন। আর তিনি নিচের আকাশকে সাজালেন প্রদীপ দিয়ে (এবং সুরক্ষিত করলেন)। পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞের বিকাশসাধনের জন্য তা মাত্রা অন্যুয়ায়ী ব্যবস্থাপনা। — ৪১ সুরা হা-মিম-সিজ্দা : ৯-১২

মানুষের সৃষ্টির চেয়ে আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করা তো আরও কঠিন, অবশ্য বেশির ভাগ মানুষ এ জানে না। — ৪০ সুরা মুমিন : ৫৫

তিনিই আল্লাহ, তোমাদের প্রতিপালক, সবকিছুর সৃষ্টি। তিনি ছাড়া কেনে উপাস্য নেই। সুতরাং তোমরা কোথায় ফিরে যাচ্ছ ? যারা আল্লাহর নির্দর্শনকে অঙ্গীকার করে তারা এইভাবে ফিরে যায়। আল্লাহই তোমাদের জন্য পৃথিবীকে বাসের উপযোগী করেছেন এবং আকাশকে করেছেন ছাদ। আর তিনি তোমাদেরকে আকার দান করেছেন, তোমাদের আকৃতি করেছেন

সর্বোৎকৃষ্ট ও তোমাদের দান করেছেন উত্তম জীবনের উপকরণ। তিনিই আল্লাহ তোমাদের প্রতিপালক। কত মহান, বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহ! — ৪০ সুরা মুমিনঃ ৬২-৬৪

তিনি জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান। আর যখন তিনি কিছু করাবেন ব'লে হিঁর করেন তখন তিনি শুধু বলেন, ‘হও’, আর তা হয়ে যায়। — ৪০ সুরা মুমিনঃ ৬৮

তিনি আকাশ ও পথিবীর সৃষ্টিকর্তা। তিনি তোমাদের মধ্য থেকে জোড়া সৃষ্টি করেছেন ও আনআম (গবাদি পশু)-র মধ্য থেকে সৃষ্টি করেছেন আনআম-এর জোড়া। এভাবে তিনি তোমাদের বৎশ বিস্তার করেন। কোনো কিছুই তাঁর মতো নয়। তিনি সব শোনেন, সব দেখেন। — ৪২ সুরা শুরা ঃ ১১

তাঁর অন্যতম নির্দেশন আকাশ ও পথিবীর সৃষ্টি আর এই দুইয়ের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছেন যেসব জীবজন্তু সেগুলো। যখন ইচ্ছা তিনি তাদেরকে সমবেত করতে পারেন। — ৪২ সুরা শুরা ঃ ২৯

তুমি যদি ভিজ্ঞাসা কর, ‘কে আকাশ ও পথিবী সৃষ্টি করেছে?’ ওরা অবশ্যই বলবে, ‘এ গুলো তো সৃষ্টি করেছেন শক্তিমান, সর্বজ্ঞ’ যিনি তোমাদের জন্য পথিবীকে করেছেন শয়া (-স্বরূপ) ও সেখানে করেছেন চলার পথ যাতে তোমরা গন্তব্যস্থলে পৌছতে পার। — ৪৩ সুরা জুবুরুফঃ ৯-১০

তিনি সবকিছুরই যুগল সৃষ্টি করেন। আর তিনি তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন জলযান ও পশুর ওপর তোমরা চড়তে পার। — ৪৩ সুরা জুবুরুফঃ ১২

আমি আমার ক্ষমতায় আকাশ তৈরি করেছি, আর আমি নিশ্চয়ই মহাপরাক্রান্ত; আর আমি মাটিকে বিছিয়ে দিয়েছি; আর কত সুন্দরভাবেই—না আমি তা করতে পেরেছি। আমি প্রত্যেক বস্তু সৃষ্টি করেছি জোড়ায় জোড়ায়, যাতে তোমরা বুঝতে পার কর। — ৫১ সুরা জারিয়াতঃ ৪৭-৪৯

আমার উপাসনার জন্যই আমি মানুষ ও জিনকে সৃষ্টি করেছি। — ৫১ সুরা জারিয়াতঃ ৫৬

তবে কি ওরা লক্ষ করে না, উট কীভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে? কীভাবে আকাশ উর্ধ্বে রাখা হয়েছে? পর্বতমালাকে কীভাবে শক্ত করে দাঁড় করানো হয়েছে, আর পথিবীকে কীভাবে সমান করা হয়েছে? — ৮৮ সুরা গাশিয়া ঃ ১৭-২০

তিনি যথাবিধি আকাশ ও পথিবী সৃষ্টি করেছেন। ওরা যাকে শরিক করে তিনি তো তার উর্ধ্বে। তিনি শুক্র থেকে মানুষ সৃষ্টি করেছেন, অথচ দেখো, সে প্রকাশ্যে তর্ক করে!

তিনি আনআম (গবাদি পশু) সৃষ্টি করেছেন; তোমাদের জন্য এর মধ্যে শীতবস্ত্রের উপকরণ ও বহু উপকার রয়েছে আর তার থেকে তোমরা আহার্য পেয়ে থাকো। আর তোমরা যখন গোধুলিলগ্নে ওদেরকে চারণভূমি থেকে ঘৰে নিয়ে আস ও সকালে যখন ওদেরকে চারণভূমিতে নিয়ে যাও তখন তোমরা ওর সৌন্দর্য উপভোগ কর। আর ওরা তোমাদের ভার বহন করে নিয়ে যায় দূরদেশে যেখানে প্রাণান্ত কষ্ট ছাড়া তোমরা পৌছতে পারতে না। নিশ্চয়ই তোমাদের প্রতিপালক দয়াপরবশ, পরম দয়ালু। তোমাদের আরোহণের জন্য ও শোভার জন্য তিনি সৃষ্টি করেছেন অশু, অশ্বেতর ও গর্দভ। আর তিনি সৃষ্টি করেন এমন অনেক কিছু যা তোমরা জান না। — ১৬ সুরা নাহলঃ ৩-৮

ଆର ତିନି ତୋମାଦେର ଅଧୀନ କରେଛେ ନାନାରକମ ଜିନିସ ଯା ତୋମାଦେର ଜନ୍ୟ ପୃଥିବୀତେ ସୃଷ୍ଟି କରେଛେ । ଏତେ ରହେଛେ ନିଦର୍ଶନ ମେହି ସମ୍ପ୍ରଦାୟେର ଜନ୍ୟ ଯାରା ଉପଦେଶ ଗ୍ରହଣ କରେ । — ୧୬ ସୁରା ନାହଳ ୫ ୧୩

ତାହଲେ ଯିନି ସୃଷ୍ଟି କରେନ ତିନି କି ତାରଇ ମତୋ, ଯେ ସୃଷ୍ଟି କରେ ନା ? ତବୁଓ କି ତୋମରା ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରବେ ନା ? — ୧୬ ସୁରା ନାହଳ ୫ ୧୭

ଆମି କୋନୋ କିଛୁ ଚାଇଲେ ସେ-ବିଷୟେ ଆମାର କଥା କେବଳ ଏହି ଯେ, ଆମି ବଲି, ‘ହେ’, ତଥନ ତା ହ୍ୟେ ଯାଯ୍ । — ୧୬ ସୁରା ନାହଳ ୫ ୪୦

ଓରା କି ଲଙ୍ଘ କରେ ନା ଆଜ୍ଞାହ୍ ଯ-କିଛୁ ସୃଷ୍ଟି କରେଛେ ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକେର ହାୟା ଡାନେ ବା ବାମେ ପଡ଼େ, ତାରା ବିନ୍ୟାବନତ ହ୍ୟେ ଆଜ୍ଞାହ୍କେ ସିଜ୍ଜଦ କରେ ? — ୧୬ ସୁରା ନାହଳ ୫ ୪୮

ତୋମରା କି ଲଙ୍ଘ କର ନି ଆଜ୍ଞାହ୍ କୀଭାବେ ସୃଷ୍ଟି କରେଛେ ସାତ ଶ୍ରେ ସାଜାନୋ ଆକାଶ ଆର ମେଖାନେ ଚନ୍ଦ୍ରକେ ଆଲୋ ହିସାବେ ଓ ଶୂର୍କେ ପ୍ରଦୀପ ହିସାବେ ଥାପନ କରେଛେ । — ୧୧ ସୁରା ନୁହ ୫ ୧୫-୧୬

ତିନିଇ ଆଜ୍ଞାହ୍ ଯିନି ଆକାଶ ଓ ପୃଥିବୀକେ ସୃଷ୍ଟି କରେଛେ, ଯିନି ଆକାଶ ହତେ ପାନି ବର୍ଷଣ କରେ ତା ଦ୍ୱାରା ତୋମାଦେର ଜୀବିକାର ଜନ୍ୟ ଫଳମୂଳ ଉପାଦାନ କରେନ, ଯିନି ଜଳଧାନକେ ତୋମାଦେର ଅଧୀନ କରେଛେ ଯାତେ ତା ତାର ଆଦେଶେ ସମୁଦ୍ରେ ବିଚରଣ କରେ, ଆର ଯିନି ନଦୀକେବେ ତୋମାଦେର ଅଧୀନ କରେଛେ । — ୧୪ ସୁରା ହୁଦ ୫ ୩୨

ଅବିଶ୍ଵାସୀରା କି ଭେବେ ଦେଖେ ନା ଯେ, ଆକାଶ ଓ ପୃଥିବୀ ଓତ୍ପ୍ରୋତ୍ତଭାବେ ମିଶେ ଛିଲ । ତାରପର ଆମି ଉଭ୍ୟକେ ପ୍ରଥକ କରେ ଦିଲାମ ଏବଂ ପ୍ରାଣବାନ ସବ କିଛୁ ପାନି ଥିକେ ସୃଷ୍ଟି କରଲାମ । ତବୁଓ କି ଓରା ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନା ? ଆର ଆମି ପୃଥିବୀତେ ସୁଦୃଢ଼ ପର୍ବତ ସୃଷ୍ଟି କରେଛି ଯାତେ ପୃଥିବୀ ଓଦେରକେ ନିଯେ ଏଦିକେ ବା ଓଦିକେ ଢଳେ ନା ଯାଯ୍, ଆର ଆମି ଓର ମଧ୍ୟେ ପ୍ରଶନ୍ତ ପଥ କରେ ଦିଯୋଛି ଯାତେ ଓରା ଗତ୍ସବ୍ୟଥିଲେ ପୌଛତେ ପାରେ । ଆର ଆମି ଆକାଶକେ କରେଛି ଏକ ସୂର୍ଯ୍ୟକିନ୍ତ ଛାଦ, ତବୁ ଓରା ତାର ନିଦର୍ଶନସମ୍ବୂହ ଥିକେ ମୁଖ ଫିରିଯେ ନେଯ । ଆଜ୍ଞାହ୍ରୁ ସୃଷ୍ଟି କରେଛେ ରାତ୍ରି ଓ ଦିନ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ଚନ୍ଦ୍ରକେ । ପ୍ରତ୍ୟେକେଇ ନିଜ ନିଜ କକ୍ଷପଥେ ବିଚରଣ କରେ । — ୨୧ ସୁରା ଆସ୍ତିବ୍ୟା ୫ ୩୦-୩୩

ଆମିଇ ତୋ ତୋମାଦେର ଉର୍ଧ୍ଵେ ସୃଷ୍ଟି କରେଛି ସାତ ଆକାଶ ଓ ଆମି ସୃଷ୍ଟିର ବ୍ୟାପାରେ ବେଖେଯାଲ ନାହିଁ । ଆର ଆମି ଆକାଶ ଥିକେ ପରିମିତଭାବେ ବାରିବର୍ଷଣ କରି, ତାରପର ଆମି ତା ମାଟିତେ ଧରେ ରାଖି ; ଏବଂ ଆମି ତା ସରିଯେ ନିତେଷ ପାରି । — ୨୩ ସୁରା ମୁମିନୁ ୫ ୧୭-୧୮

ବଲୋ, ‘ଯଦି ତୋମରା ଜାନ ତବେ ବଲୋ, ଏହି ପୃଥିବୀ ଆର ଏର ମଧ୍ୟେ ଯାରା ଆଛେ ତାରା କାର ?’

ଓରା ବଲବେ, ‘ଆଜ୍ଞାହ୍ର !’

ବଲୋ, ‘ତବେ କେନ ତୋମରା ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରବେ ନା ?’ ବଲୋ, ‘କେ ସମ୍ପାଦକାଶ ଓ ଆରଶେର ମାଲିକ ?’

ଓରା ବଲବେ, ‘ଆଜ୍ଞାହ୍ !’ ବଲୋ, ‘ତବୁଓ କି ତୋମରା ସାବଧାନ ହେ ନା ?’

ବଲୋ, ‘ଯଦି ତୋମରା ଜାନ, ତବେ ଆମାକେ ବଲୋ, ସବ କିଛିରୁ କର୍ତ୍ତ୍ଵ କାର ହାତେ, ଯିନି ରଙ୍ଗ କରେନ ଓ ଯାର ଓପର ଆର ରଙ୍ଗକ ନେଇ ?’ ଓରା ବଲବେ, ‘ଆଜ୍ଞାହ୍ର !’

ବଲୋ, ‘ତବୁଓ ତୋମରା କେମେନ କରେ ବିଭାଗ୍ତ ହଚ୍ଛ ?’ ବର୍ଣ୍ଣ, ଆମି ତୋ ଓଦେର କାହେ ସତ୍ୟ ପୈଛିଯେଛି ; କିନ୍ତୁ ଓରା ତୋ ମିଥ୍ୟ କଥା ବଲେ । — ୨୩ ସୁରା ମୁମିନୁ ୫ ୮୪-୯୦

আল্লাহ্ আকাশ, পথিবী ও মাঝের সব কিছু ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। তারপর তিনি আরশে সমাপ্ত হন। তাঁর বিরুদ্ধে তোমাদের কোনো অভিভাবক বা সুপারিশকারী নেই; তবুও কি তোমরা উপর্যুক্ত গ্রহণ করবে না? — ৩২ সুরা সিজদা : ৪

... যিনি তাঁর প্রত্যেকটি সৃষ্টিকে উত্তমরূপে সজ্ঞন করেছেন, আর মানবসৃষ্টির সূচনা করেছেন মাটি থেকে। — ৩২ সুরা সিজদা : ৭

তারা কি সৃষ্টাইন সৃষ্টি? না, তারা নিজেরাই সৃষ্টি? না, তারা কী আকাশ ও পথিবী সৃষ্টি করেছে? ওরা তো অবিশ্বাসী। তারা কি তোমার প্রতিপালকের ভাণ্ডারের অধিকারী বা তার সব কিছুর নিয়ন্তা? নাকি তাদের কি কোনো সিডি আছে যেখানে চাঢ়ে তারা কান পেতে থাকে? থাকলে, তাদের মধ্যকার যে—কোনো শ্রেতা সুস্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে আসুক? — ৫২ সুরা তুর : ৩৫-৩৮

তিনি স্তরে স্তরে সাজিয়ে সাজিয়ে সাত আকাশ সৃষ্টি করেছেন; করণাময় আল্লাহর সৃষ্টিতে তুমি কোনো খুঁত দেখতে পাবে না। আবার তাকিয়ে দেখ কোনো ত্রুটি দেখতে পাও কি না। তারপর তুমি বার বার তাকাও, তোমার দৃষ্টি ব্যর্থ ও ক্লান্ত হয়ে ফিরে আসবে। — ৬৭ সুরা মূলক : ৩-৪

আমি কি পথিবীকে বিস্তৃত করি নি, আর পর্বতকে করি নি কীলকস্বরূপ? আমি তোমাদেরকে জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছি। আমি বিশ্বামের জন্য তোমাদের নিদ্রা দিয়েছি, রাত্রিকে করেছি আবরণস্বরূপ এবং দিবসকে করেছি জীবিকা আহরণের সময়। আমি তোমাদের ওপরে সুস্থিত সপ্ত (আকাশ) নির্মাণ করেছি এবং প্রোজেক্ষন দীপ সৃষ্টি করেছি। আমি মেঘমালা হতে মূলধারে বৃষ্টিপাত করি, তা দিয়ে উৎপন্ন করি শস্য, উদ্ভিদ ও ধনসম্পর্কিষ্ঠ উদ্যান। — ৭৮ সুরা নাবা : ৬-১৬

তোমাদের সৃষ্টি বেশি কঠিন, না আকাশের? তিনি যা নির্মাণ করেছেন? তিনি একে সুউচ্চ ও সুবিন্যস্ত করেছেন। তিনিই রাত্রিকে অঙ্ককার ছেয়ে রেখেছেন ও দিনে প্রকাশ করেছেন সূর্যের আলো। তারপর তিনি পথিবীকে বিস্তৃত করেছেন। তার থেকে ঝরনা ও চারণভূমি বের করেছেন ও পর্বতকে দৃঢ়ভাবে প্রোত্তিষ্ঠিত করেছেন। (এ-সমস্ত) তোমাদের ও তোমাদের আনন্দামের (গবাদি পশুর)ভোগের জন্য। — ৭৯ সুরা নাজিয়াত : ২৭-৩৩

ওরা কি নিজেদের অস্তরে ভেবে দেখে না যে, আল্লাহই আকাশ, পথিবী ও উভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছু যথাযথভাবে ও এক নির্দিষ্টকালের জন্য সৃষ্টি করেছেন? কিন্তু মানুষের মধ্যে অনেকেই তাদের প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাতের ব্যাপারে অবিশ্বাস করে। — ৩০ সুরা রাম : ৮

তাঁর নির্দেশনাবলীর মধ্যে এক নির্দেশন এই যে, তিনি তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন। এখন তোমরা মানুষ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছ। আর তাঁর নির্দেশনাবলীর মধ্যে আর একটি হল, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের সঙ্গীনীদের সৃষ্টি করেছেন যাতে তোমরা ওদের কাছে শাস্তি পাও আর তিনি তোমাদের মধ্যে পরম্পরারের সম্মতি ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। চিন্তাবলী সম্প্রদায়ের জন্য এতে অবশ্যই নির্দেশন রয়েছে। আর তাঁর নির্দেশনাবলীর মধ্যে অন্যতম নির্দেশন, আকাশ ও পথিবীর সৃষ্টি এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র্য। এতে জ্ঞানীদের জন্য অবশ্যই নির্দেশন রয়েছে। — ৩০ সুরা রাম : ২০-২২

আর তাঁর নির্দর্শনাবলীর মধ্যে আর-এক নির্দর্শন, তাঁরই আদেশে আকাশ ও পৃথিবীর স্থিতি। তারপর আল্লাহ্ যখন তোমাদেরকে মাটি থেকে ওঠার জন্য ডাকবেন তখন তোমরা উঠে আসবে। আকাশ ও পৃথিবীতে যা-কিছু আছে তা তাঁরই। সকলেই তাঁর হকুম মানে। আর তিনিই সেই যিনি প্রথমবার সৃষ্টি করেন, তারপর তিনি আবার একে সৃষ্টি করবেন। এ তাঁর জন্য সহজ। আকাশ ও পৃথিবীতে সর্বোচ্চ মর্যাদা তাঁরই; আর তিনিই শক্তিমান, তত্ত্বজ্ঞানী। — ৩০ সুরা রাম ১: ২৫-২৭

আল্লাহ্ যথাযথভাবে আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। এর মধ্যে অবশ্যই নির্দর্শন রয়েছে বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য। — ২৯ সুরা আন্কাবুত ১: ৪৪

যদি তুমি ওদেরকে জিজ্ঞাসা কর, ‘কে আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন ও চন্দ্ৰ-সূর্যকে নিয়ন্ত্ৰণ করেন?’ ওরা অবশ্যই বলবে, ‘আল্লাহ্।’ তাহলে ওরা কোথায় ঘূরপাক খাচ্ছে? — ২৯ সুরা আন্কাবুত ১: ৬১

তিনি পৃথিবীর সব কিছু তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন, তারপর তিনি আকাশের দিকে মন দেন ও তাকে সাত আকাশে সাজান। তিনি সব বিষয়ই ভালোভাবে জানেন। — ২ সুরা বাকারা ১: ২৯

আল্লাহ্ আকাশ ও পৃথিবীর সুষ্ঠা; আর যখন তিনি কিছু করতে ঠিক করেন শুধু বলেন ‘হও’, তখন তা হয়ে যায়। — ২ সুরা বাকারা ১: ১১৭

আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে এবং দিন ও রাত্রির পরিবর্তনে নির্দর্শন রয়েছে সেই বোধশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য যারা দাঁড়িয়ে, বসে ও শুয়ে আল্লাহকে স্মরণ করে ও আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি সম্বন্ধে চিন্তা করে আর (বলে), ‘হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি এ নিরর্থক সৃষ্টি করনি। তুমি পবিত্র। তুমি আমাদেরকে আগুনের শাস্তি থেকে রক্ষা করো ...।’ — ৩ সুরা আল-ই-ইমরান ১৯০-১৯১

তিনিই ছয় দিনে আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন; তারপর তিনি আরশে সমাচীন হয়েছেন। তিনি জানেন যা-কিছু মাটিতে ঢেকে ও যা-কিছু মাটি থেকে বের হয়, আর আকাশ থেকে যা-কিছু নামে ও আকাশে যা-কিছু ওঠে। তোমরা যেখানেই থাক না কেন তিনি তোমাদের সঙ্গে আছেন। তোমরা যা-কিছু কর, আল্লাহ্ তা দেখেন। — ৫৭ সুরা হাদিদ ১: ৪

আল্লাহই বিনাস্তভে উত্তরদেশে আকাশমণ্ডলী স্থাপন করেছিলেন, তোমরা যা (এখন) দেখছ। তারপর তিনি আরশে সমাচীন হন এবং সূর্য ও চন্দ্ৰকে নিয়ন্ত্ৰণাধীন করেন, প্রত্যেকে এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত আবর্তন করে। তিনি সকল বিষয় নিয়ন্ত্ৰণ করেন এবং নির্দর্শনসম্মূহ বিশদভাবে ব্যাখ্য করেন যাতে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের সঙ্গে সাক্ষাতের বিষয়ে নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করতে পার।

তিনিই পৃথিবীকে বিস্তৃত করেছেন এবং তার মধ্যে পর্বত ও নদী সৃষ্টি করেছেন, আর সৃষ্টি করেছেন প্রত্যেক ফল দুই-দুই প্রকারের। তিনি দিনকে রাত্রি দিয়ে ঢেকে রেখেছেন। এর মধ্যে অবশ্যই চিত্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য নির্দর্শন রয়েছে। মাটির পরম্পর অংশ সংলগ্ন। ওর মধ্যে আছে আঙুরের বাগান, শস্যের ক্ষেত, বহুশিরবিশিষ্ট বা একশিরবিশিষ্ট খেজুরের গাছ; ওদেরকে একই পানি দেওয়া হয়, আর ফল হিসাবে কোনো ফলকে আমি অপর

ফলের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়ে থাকি। অবশ্যই চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য এর মধ্যে নির্দর্শন রয়েছে। — ১৩ সুরা রাদ : ২-৪

বলো, ‘কে আকাশ ও পৃথিবীর প্রতিপালক?’

বলো, ‘আল্লাহ! বলো, ‘তবে কি তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে অপরকে গ্রহণ করবে যারা নিজেদের লাভ বা ক্ষতি করতে পারে না?’

বলো, ‘অঙ্গ ও চক্ষুশ্যান কি সমান, বা অঙ্গকার ও আলো কি এক?’

তবে তারা যাদেরকে আল্লাহর শরিক করেছে তারা আল্লাহর সৃষ্টির মতো এমন কী সৃষ্টি করেছে যাতে কর্তৃ তাদের কাছে মনে হয়েছে (উভয়) সৃষ্টিই সমান?

বলো, ‘আল্লাহ! সব জিনিসের সৃষ্টি, তিনি এক, পরাক্রমশালী।’ — ১৩ সুরা রাদ : ১৬

তিনি সৃষ্টি করেছেন মানুষ। তিনি তাকে ভাব প্রকাশ করতে শিখিয়েছেন। সূর্য ও চন্দ্র নির্দিষ্ট কক্ষ পথে ঘোরে। ত্বরিতা ও ব্রহ্মাদি তারই নিয়ম মেনে চলে। তিনি আকাশকে রেখেছেন সমুদ্রত এবং তিনি ভারসাম্য স্থাপন করেছেন যাতে তোমরা ভারসাম্য লজ্জন না কর। তোমরা ন্যায় ও জনের ধান রাখো ও ওজনে কম দিয়ো না। তিনি সৃষ্টি জীবের জন্য পৃথিবীকে বিছিয়ে দিয়েছেন। সেখানে রায়েছে ফলমূল, খেজুর গাছের নুতন কাঁদি, ঝোসায় ঢাকা শস্যদানা আর সুগন্ধি গাছগাছড়া। অতএব তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অঙ্গীকার করবে?

মানুষকে তিনি পোড়ামাটির মতো শুকনো মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন, আর জিনকে সৃষ্টি করেছেন ধূমৱৈরী অগ্নিশিখা থেকে। সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহকে অঙ্গীকার করবে? — ৫৫ সুরা রহমান : ৩-১৬

আকাশ ও পৃথিবীতে যা আছে সকলেই তাঁর কাছে প্রাণী। প্রত্যেক দিনই তিনি (সৃষ্টির) মহিমায় বিরাজ করেন। সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহকে অঙ্গীকার করবে? — ৫৫ সুরা রহমান : ২৯-৩০

আল্লাহই সাত আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। আর এভাবেই আকাশ ও পৃথিবীর সকল স্তরে তাঁর নির্দেশ নেমে আসে। তাই তোমরা বুঝতে পার যে, আল্লাহ! সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান, আর সমস্ত কিছুই তাঁর জ্ঞান। — ৬৫ সুরা তালাক : ১২

তিনিই আল্লাহ, সৃজনকর্তা, উন্নতবনকর্তা, ক্রপদাতা, সকল সুন্দর নাম তাঁরই। আকাশ ও পৃথিবীতে যা-কিছু আছে সমস্তই তাঁর পরিত্র মহিমা ঘোষণা করে। তিনি পরাক্রমশালী, তত্ত্বজ্ঞানী। — ৫৯ সুরা হাশর : ২৪

আল্লাহ! পানি হতে সমস্ত জীব সৃষ্টি করেছেন। ওদের কিছু বুকে ভর দিয়ে চলে, কিছু দুই পায়ে চলে, আর কিছু চার পায়ে। আল্লাহ! তো সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। — ২৪ সুরা নুর : ৪৫

তুমি কি দেখ না যে, আল্লাহকে সিজদা করে যা-কিছু আছে আকাশে ও পৃথিবীতে — সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্রমণ্ডলী, পর্বতরাজি, ব্রহ্মলতা, জীবজন্তু, আর মানুষের মধ্যে অনেকে। আবার অনেকের জন্য শাস্তি অবধারিত হয়েছে। আল্লাহ! যাকে হেয় করেন তাকে কেউ সম্মানিত করতে পারে না। আল্লাহ! তো যা-ইচ্ছা তা-ই করেন। — ২২ সুরা হজ : ১৮

আকাশ ও পৃথিবীতে যা-কিছু আছে তা তাঁরই। আর আল্লাহ্, তিনি তো অভাবমুক্ত প্রশংসার্হ। তুমি কি লক্ষ কর না যে, পৃথিবীতে যা-কিছু আছে সেসবকে ও তাঁর নির্দেশে সমুদ্রে বিচরণশীল জলযানগুলোকে আল্লাহ্ তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন? আর তিনিই আকাশকে স্থির রাখেন যাতে তাঁর অনুমতি ছাড়া তা পৃথিবীর ওপর পড়ে না যায়? আল্লাহ্ নিশ্চয়ই মানুষের প্রতি দয়াপরবশ, পরমদ্যালু। — ২২ সুরা হজঃ ৬৪-৬৫

তুমি কি জান না যে, আকাশ ও পৃথিবীতে যা-কিছু আছে আল্লাহ্ তা জানেন? এ—সবই লেখা আছে এক কিতাবে। এ আল্লাহর কাছে সহজ। — ২২ সুরা হজঃ ৭০

তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। তোমাদের মধ্যে কেউ-কেউ অবিশ্বাস করে ও কেউ-কেউ বিশ্বাস করে। তোমরা যা কর আল্লাহ্ তা ভালো করেই দেখেন। তিনি যথাযথভাবে সৃষ্টি করেছেন আকাশ ও পৃথিবী ও তোমাদেরকে আকৃতি-দান করেছেন, তারপর তোমাদের আকৃতিকে করেছেন সুন্দর, আর প্রত্যাবর্তন তো তারই কাছে। আকাশ ও পৃথিবীতে যা-কিছু আছে সবই তিনি জানেন; আর তিনি জানেন তোমরা যা গোপন কর ও তোমরা যা প্রকাশ কর; আর তিনি তো অস্ত্রার্থী। — ৬৪ সুরা আগুবুনঃ ২-৪

আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর বাহিনীসমূহ আল্লাহরই এবং আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। — ৪৮ সুরা ফাতাহঃ ১

আকাশ ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব আল্লাহরই ...। — ৪৮ সুরা ফাতাহঃ ১৪

... আকাশ ও পৃথিবীতে আর তাদের মধ্যে যা-কিছু আছে তার সার্বভৌমত্ব আল্লাহরই। — ৫ সুরা মায়িদা ঃ ১৭

তুমি কি জান না যে, আকাশ ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব আল্লাহরই? — ৫ সুরা মায়িদা ঃ ৪০

আকাশ ও পৃথিবী এবং ওদের মাঝে যা-কিছু আছে তার সার্বভৌমত্ব আল্লাহর এবং তিনি সর্ববিষয়ে শক্তিমান। — ৫ সুরা মায়িদা ঃ ১২০

আকাশ ও পৃথিবীর সার্বভৌম ক্ষমতা নিশ্চয় আল্লাহর। তিনিই জীবন দান করেন। আর তিনিই মত্তু ঘটান। — ৯ সুরা তওবা ঃ ১১৬

সৃষ্টির উদ্দেশ্যঃ আমি আকাশ ও পৃথিবী এবং দুয়ের মাঝখানে কোনোকিছুই অনর্থক সৃষ্টি করি নি, যদিও অবিশ্বাসীদের তা-ই ধারণা। অবিশ্বাসীদের জন্য তাই রয়েছে জাহান্নামের শাস্তি। — ৩৮ সুরা সাদঃ ২৭

তিনি সূর্যকে তেজস্কর ও চন্দকে জ্যোতির্ময় করেছেন এবং তার কক্ষপথ নির্দিষ্ট করেছেন যাতে তোমরা বৎসর গণনা ও কালনির্ণয়ের জ্ঞান লাভ করতে পার। আল্লাহ্ নির্বর্থক এসব সৃষ্টি করেন নি। এসব নির্দর্শন তিনি জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য বিশদভাবে বয়ন করেন। — ১০ সুরা ইউনুসঃ ৫

যখন আরশ পানির ওপর ছিল তখন তিনিই আকাশ ও পৃথিবী ছয়দিনে সৃষ্টি করে, তোমাদের মধ্যে কে আচরণে ভালো তা পরীক্ষা করার জন্য। — ১১ সুরা হুদঃ ৭

আকাশ ও পৃথিবী এবং ওদের মাঝে কোনো কিছুই আমি অথবা সৃষ্টি করি নি। আর কিয়ামত আসবেই; সূতরাং তুমি পরম ঔদাসীন্যে ওদেরকে উপেক্ষা কর। তোমার প্রতিপালক তো মহাসুষ্ঠা মহাজ্ঞানী। — ১৫ সুরা হিজরঃ ৮৫-৮৬

আমি আকাশ ও পৃথিবী আর দুয়ের মাঝে কোনোকিছুই খেলাচ্ছলে সৃষ্টি করি নি। আমি তাদের অথবা সৃষ্টি করি নি ; কিন্তু ওদের অধিকাংশই তা জানে না। — ৪৪ সুরা দুখান : ৩৮-৩৯

আমার উপাসনার জন্যই আমি মানুষ ও জিনকে সৃষ্টি করেছি। আমি ওদের কাছ থেকে জীবিকা চাই না। আর এ-ও চাই না যে, ওরা আমাকে খাওয়াবে। — ৫১ সুরা জারিয়াত : ৫৬-৫৭

আকাশ ও পৃথিবী আর ওদের মাঝে কোনো কিছুই আমি ক্রীড়াচ্ছলে সৃষ্টি করি নি। আমি যদি চিন্তিবিনোদনের উপকরণ সৃষ্টি করতে চাইতাম তবে আমি আমার কাছে যা আছে তা দিয়েই তা করতাম ; আমি তা করি নি। বরং আমি সত্য দিয়ে মিথ্যার ওপর আধাত হানি ; আমি মিথ্যাকে চূণবিচূর্ণ করে দিই, আর তৎক্ষণাত্মে মিথ্যা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। দুর্ভোগ তোমাদের, তোমরা যা বলছ তার জন্য ! আকাশ ও পৃথিবীতে যারা আছে তারা তাঁরই। তাঁর সামিল্যে যারা আছে তারা তাঁর উপাসনা করতে অহঙ্কার করে না ও ক্লান্তিও বোধ করে না। তারা দিনরাত তাঁর পবিত্র মহিমাকীর্তন করে ; তারা শৈথিল্য করে না। — ২১ সুরা আস্বিয়া : ১৬-২০

মহামহিমায় তিনি যিনি সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। তিনি সববিষয়ে সর্বশক্তিমান, যিনি মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করেছেন, তোমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য যে কে তোমাদের মধ্যে কর্মে উত্তম। তিনি পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল। — ৬৭ সুরা মূলক : ১-২

আল্লাহ যথাযথভাবে আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, এর মধ্যে অবশ্যই নির্দশন রয়েছে বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য। — ২৯ সুরা আনকাবুত : ৪৪

আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে এবং দিন ও রাত্রির পরিবর্তনে নির্দশন রয়েছে সেই বোধশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য ...। — ৩ সুরা আল-ই-ইমরান : ১৯০

সৃষ্টির পরিবর্তন : আমি কি প্রথমবার সৃষ্টি করেই ক্লান্ত হয়ে পড়েছি যে, পুনঃসৃষ্টির ব্যাপারে ওরা সন্দেহ করছে ! — ৫০ সুরা কাফ : ১৫

তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদের অস্তিত্ব বিলোপ করতে পারেন ও এক নৃতন সৃষ্টি অস্তিত্বে আনতে পারেন। এ আল্লাহর পক্ষে কঠিন নয়। — ৩৫ সুরা ফাতির : ১৬-১৭

আমি তোমাদের মৃত্যুকাল নির্ধারণ করেছি, আর আমি অক্ষম নয় তোমাদের আকার পরিবর্তন করতে ও তোমাদেরকে আবার সৃষ্টি করতে, যা তোমরা জান না। — ৫৬ সুরা ওয়াকিয়া : ৬০-৬১

ওরা কি বোঝে না যে, আল্লাহ যিনি আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, আর যিনি এ-সকলের সৃষ্টিতে কোনো ক্লান্তি বোধ করেন নি, তিনি মৃতকে জীবন দান করতেও সক্ষম। তিনি তো সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। — ৪৬ সুরা আহকাফ : ৩৩

তুমি কি লক্ষ কর না যে, আল্লাহ আকাশ ও পৃথিবী যথাযথভাবে সৃষ্টি করেছেন ?

তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদের অস্তিত্ব বিলোপ করতে পারেন ও এক নৃতন সৃষ্টি অস্তিত্বে আনতে পারেন। আর এ আল্লাহর জন্য কঠিন নয়। — ১৪ সুরা ইত্রাহিম : ১৯-২০

যেদিন এ-পথিবী পরিবর্তিত হবে অন্য পথিবীতে, আর আকাশও, তারা উপস্থিত হবে অদ্বিতীয় পরাক্রমশালী আল্লাহর সামনে সেদিন তুমি পাপীদের হাত-পা শেকল-ঠাঁধা অবস্থায় দেখবে। — ১৪ সূরা ইস্রাইল : ৪৮-৪৯

আল্লাহ সৃষ্টিকে অস্তিত্বে আনেন। তিনি একে আবার সৃষ্টি করবেন। তারপর তাঁরই কাছে তোমাদের ফিরে যেতে হবে। — ৩০ সূরা রাম : ১১

তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে আর-এক নিদর্শন, তাঁরই আদেশে আকাশ ও পথিবীর স্থিতি। তারপর আল্লাহ যখন তোমাদের মাটি থেকে ওঠার জন্য ডাকবেন তখন তোমরা উঠে আসবে। আকাশ ও পথিবীতে যা-কিছু আছে তা তাঁরই। সকলেই তাঁর হস্ত মানে। আর তিনিই সেই যিনি প্রথমবার সৃষ্টি করেন, তারপর আবার একে সৃষ্টি করবেন। এ তাঁর জন্য সহজ। আকাশ ও পথিবীতে সর্বোচ্চ মর্যাদা তাঁরই; আর তিনিই শক্তিমান, তত্ত্বজ্ঞানী। — ৩০ সূরা বুম : ২৫-২৭

ওরা কি লক্ষ করে না কিভাবে আল্লাহ সৃষ্টিকে অস্তিত্ব দেন, তারপর তা আবার সৃষ্টি করেন? এ তো আল্লাহর জন্য সহজ।

বলো, ‘পথিবীতে সফর করে দেখ কিভাবে তিনি সৃষ্টির সূচনা করেন! তারপর আল্লাহ আবার সৃষ্টি করবেন। আল্লাহ তো সর্ববিশ্বে সর্বশক্তিমান।’ — ২৯ সূরা আনকাবুত : ১৯-২০

সৃষ্টির সেরা : যারা বিশ্঵াস করে ও সৎকর্ম করে তারাই সৃষ্টির সেরা। — ৯৮ সূরা বাহায়িনা : ৭

সৌন্দর্য : হে আদমসন্তান! প্রত্যেক নামাজের সময় তোমরা সুন্দর পোশাক পরবে, পানাহার করবে, কিন্তু অপচয় করবে না। তিনি অপচয়কারীদেরকে ভালোবাসেন না।

বলো, ‘আল্লাহ নিজের দাসদের জন্য যেসব সুন্দর জিনিস ও বিশুদ্ধ জীবিকা সৃষ্টি করেছেন তা কে হারাম করেছে? বলো, ‘পার্থিব জীবনে বিশেষ করে কিয়ামতের দিনে যারা বিশ্বাস করে এসব তাদের জন্য।’ এভাবে আমি জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য নির্দশনসমূহ পরিকার করে ব্যান করি। — ৭ সূরা আরাফ : ৩১-৩২

আমি অবিশ্বাসীদের কাউকে—কাউকে তাদের পরীক্ষা করার জন্য পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য হিসেবে ভোগবিলাসের যে-উপকরণ দিয়েছি তার দিকে তুমি কখনও লক্ষ কোরো না। — ২০ সূরা তাহা : ১৩১

তোমাদের যা-কিছু দেওয়া হয়েছে তা তো পার্থিব জীবনের ভোগ ও শোভা। আর যা আল্লাহর কাছে আছে তা (আরও) ভালো ও স্বার্যী। তোমরা কি তা বুঝবেনা? — ২৮ সূরা কামাল : ৬০

যদি কেউ পার্থিব ও তার শোভা-সৌন্দর্য কামনা করে তবে পথিবীতে আমি ওদের কর্মের পরিমিত ফল দান করি, আর পথিবীতে ওরা কম পাবে না। ওদের জন্য পরকালে আগুন ছাড়া অন্য কিছুই নেই। আর তারা যা করে তা পও হবে। আর ওরা যা কাজ করে তা তো অথইন। — ১১ সূরা হুদ : ১৫-১৬

পথিবীর ওপর যা-কিছু আছে আমি সেগুলোকে তার শোভা করেছি মানুষকে এই পরীক্ষা করার জন্য যে, ওদের মধ্যে কে কর্মে ভালো। তার ওপর যা-কিছু আছে তাকে আমি বিবানভূমিতে পরিণত করব। — ১৮ সূরা কাহাফ : ৭-৮

তুমি তাদের সঙ্গে থাকবে যারা সকালসন্ধ্যায় তাদের প্রতিপালককে ডাকে তাঁর সন্তুষ্টি-লাভের আশায়, আর তাদের ওপর থেকে তুমি চোখ ফিরিয়ে নিয়ে না পার্খিব জীবনের শোভা কামনা করে। — ১৮ সুরা কাহাফঃ ৪ ২৮

আর তোমরা যখন গোধুলিলগ্নে ওদেরকে (গবাদি পশুদের) চারণভূমি থেকে ঘরে নিয়ে আস ও সকালে যখন ওদেরকে চারণভূমিতে নিয়ে যাও তখন তোমরা ওর সৌন্দর্য উপভোগ কর। — ১৬ সুরা নাহল ৪ ৬

তোমাদের আরোহণের জন্য ও শোভার জন্য তিনি সৃষ্টি করেছেন অশ্ব, অশ্বেতর ও গর্দভ। আর তিনি সৃষ্টি করেন এমন অনেক কিছু যা তোমরা জান না। — ১৬ সুরা নাহল ৪ ৮

নারী, সজ্ঞান, ও রৌপ্যের ভাণ্ডার, মার্কামারা ঘোড়া, গবাদি পশু এবং ক্ষেতখামারের প্রতি বাসনাপ্রীতি (হেতু) মানুষের কাছে (তাদের) সৌন্দর্যমণ্ডিত করা হয়েছে। এসব পার্খিবজীবনের ভোগ্যবস্তু। আর আল্লাহ, তাঁরই নিকট তো উত্তম আশ্রয়স্থল। — ৩ সুরা আল-ই-ইমরান ৪ ১৪

স্পষ্ট প্রমাণ ৪ এই জনপদের কিছু বৃক্ষস্তুতি আমি তোমার কাছে বয়ান করেছি। তাদের রসূল তো তাদের কাছে স্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে এসেছিল, কিন্তু তারা তা পূর্বেই প্রত্যাখ্যান করেছিল বলে তারা আর বিশ্বাস করতে পারল না। এভাবে আল্লাহ অবিশ্বাসীদের হাদয় মোহর করে দেন। — ৭ সুরা আরাফঃ ১০১

ওরা বলে, ‘সে তার প্রতিপালকের কাছ থেকে আমাদের জন্য কোনো নির্দর্শন আনে না কেন?’ আগের কিতাবগুলোতে কি ওদের জন্য সুস্পষ্ট প্রমাণ দেওয়া হয়নি?

যদি তার (আসার) আগে তাদেরকে শাস্তি দিয়ে আমি ধ্বৎস করতাম তবে ওরা বলত, ‘হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদের কাছে একজন রসূল পাঠালে না কেন? পাঠালে, আমরা লাঞ্ছিত ও অপমানিত হওয়ার পূর্বে তোমার নির্দর্শন মেনে চলতাম।’

বলো, ‘প্রত্যেকেই প্রতীক্ষা করছে, সুতরাং তোমরাও প্রতীক্ষা করো। তারপর তোমরা জানতে পারবে কারা সরল পথে আছে ও কারা সংপথ অবলম্বন করছে।’ — ২০ সুরা তাহা ৪ ১৩৩-১৩৫

তোমাদের প্রতিপালকের কাছ থেকে তোমাদের কাছে প্রত্যক্ষ প্রমাণ তো এসেছে। যে-কেউ তা লক্ষ করবে তা তার নিজের জন্যই করবে, আর কেউ লক্ষ না করলে তাও তার নিজের জন্যই, আর আমি তোমাদের রক্ষক নই। আর আমি এভাবে নির্দর্শনগুলো বিভিন্ন প্রকারে বয়ান করি। ফলে ওরা (অবিশ্বাসীরা) বলে, ‘তুমি তো এর পূর্ববর্তী কিতাব পড়ে বলেছে’। কিন্তু আমি তো জানী সম্প্রদায়ের জন্য স্পষ্টভাবে বয়ান করি। — ৬ সুরা আনআম ৪ ১০৪-১০৫

বলো, ‘চূড়ান্ত প্রমাণ তো আল্লাহরই, তিনি যদি ইচ্ছা করতেন তবে তোমাদের সকলকে সংপথে পরিচালিত করতেন।’ — ৬ সুরা আনআম ৪ ১৪৯

তোমার পূর্বে আমি প্রত্যাদেশসহ মানুষই পাঠিয়েছিলাম। তোমরা যদি না জান তবে উপদেশপ্রাপ্ত সম্প্রদায়কে (কিতাবিদেরকে) জিজ্ঞাসা করো। (আমি পাঠিয়েছিলাম) স্পষ্ট নির্দর্শন ও জুরুর [গ্রহসমূহ]। আর আমি তোমার ওপর উপদেশবাণী অবর্তীণ করেছি মানুষের

কাছে যা অবর্তীর্ণ করা হয়েছিল তা তাদেরকে পরিষ্কার করে বোঝাবার জন্য যাতে ওরা চিন্তাভাবনা করে। — ১৬ সুরা নাহল : ৪৩-৪৪

স্মরণ কর আল্লাহকে : সুতরাং তুমি তোমার প্রতিপালকের নাম স্মরণ কর আর একনিষ্ঠভাবে তাঁর কাছে আত্মনিবেদন কর। তিনি উদয়াচল ও অস্তাচলের প্রতিপালক, তিনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, অতএব তুমি তাঁকেই কর্মবিধায়করাপে গ্রহণ কর। — ৭৩ সুরা মুজাফ্ফিল : ৮-৯

... আল্লাহর স্মরণই সব চেয়ে বড়। ... — ২৯ সুরা আনকাবুত : ৪৫

তোমরা আমাকেই স্মরণ কর আর আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করব। আমার কাছে তোমরা কৃতজ্ঞ হও, আর কৃতগুলি হয়ো না। — ২ সুরা বাকারা : ১৫২

আর তিনি তাঁর পথ দেখান তাদেরকে যারা তাঁর দিকে মুখ ফেরায়, যারা বিশ্঵াস করে ও আল্লাহর সুবরণে যাদের চিন্ত প্রশান্ত হয়। জেনে রাখো, আল্লাহর সুবরণেই চিন্ত প্রশান্ত হয়। — ১৩ সুরা রাদ : ২৮

আর তাদের মতো হয়ো না যারা আল্লাহকে ভুলে গেছে! তাই আল্লাহ ওদেরকে নিজেদেরকে ভুলে যেতে দিয়েছেন। ওরাই তো সত্যত্যাগী। — ৫৯ সুরা হাশের : ১৯

হে বিশ্বাসিগণ ! তোমাদের ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণে উদাসীন না করে। যারা উদাসীন হবে তারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত। — ৬৩ সুরা মুনাফিকুন : ৯

স্বত্ত্বাব : বলো, ‘প্রত্যেকেই নিজ স্বত্ত্বাব অনুযায়ী কাজ করে থাকে, কিন্তু তোমার প্রতিপালকই ভালো জানেন কে পথের হিসেব পেয়েছে।’ — ১৭ সুরা বনি-ইসরাইল : ৮৪

স্বর্ণরৌপ্য : ব্যয় ও মিতব্যয় দ্র.

স্বত্ত্বাব : কষ্ট ও আসান দ্র।

স্বামী-স্ত্রী : সুতরাং মানুষ বোঝার চেষ্টা করুক কি থেকে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে সবেগে স্থলিত পানি হতে। এ নির্গত হয় সুলব [মেরুদণ্ড, নরের যৌনদেশ অর্থে] ও তারাইব [পঞ্জর, নারীর যৌনদেশ অর্থে]-এর মিলনে। — ৮৬ সুরা তারিক : ৫-৭

তিনিই তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন ও তার থেকে তার সঙ্গনী সৃষ্টি করেন যাতে সে তার কাছে শান্তি পায়। তারপর যখন সে তার সাথে সংগত হয় তখন সে লঘু গর্ভ ধারণ করে ও এ নিয়ে সে সময় পার করে। গর্ভ যখন গুরুভাব হয় তখন তারা দুঃজনে তাদের প্রতিপালক আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে, ‘যদি তুমি আমাদেরকে এক পূর্ণাঙ্গ সন্তান দাও তবে তো আমরা কৃতজ্ঞ হই।’

তিনি যখন তাদেরকে এক পূর্ণাঙ্গ সন্তান দেন, তারা তাদের যা দেওয়া হয় সে-সম্বন্ধে আল্লাহর শরিক করে। কিন্তু তারা যাকে শরিক করে আল্লাহ তার চেয়ে অনেক উর্ধ্বে। — ৭ সুরা আরাফ : ১৮৯-১৯০

তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে আরেকটি হল, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের সঙ্গনীদের সৃষ্টি করেছেন যাতে তোমরা ওদের কাছে শান্তি পাও। আর তিনি

তোমাদের মধ্যে পরম্পরের প্রতি সম্প্রীতি ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য এতে অবশ্যই নির্দর্শন রয়েছে। — ৩০ সুরা রাম ১:২১

রোজার রাত্রিতে তোমাদের জন্য স্ত্রী-সহবাস বৈধ করা হয়েছে। তারা তোমাদের পোশাক ও তোমরা তাদের পোশাক। আল্লাহ্ জানতেন যে, তোমরা আত্মপ্রতারণা করছ। তাই তো তিনি তোমাদের ওপর দয়া করছেন ও তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করেছেন। অতএব এখন তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের সাথে সহবাস করতে পার ও আল্লাহ্ তোমাদের জন্য যা বিধিবন্ধ করেছেন তা কামনা করো। আর তোমরা পানাহার কর যতক্ষণ রাত্রির কৃষ্ণরেখা থেকে উষার শুভরেখা স্পষ্ট করে তোমাদের কাছে প্রতিভাত না হয়। তারপর রাত্রি পর্যন্ত রোজা পূর্ণ করো। আর যখন তোমরা মসজিদে এতেকাফ-এ থাকো তখন স্ত্রী সহবাস কোরো না। এ আল্লাহ্'র সীমারেখা, সুতোরাগ এর ধারেকাছে যেয়ো না। এভাবে আল্লাহ্ ঘননুরে জন্য তাঁর আয়াত স্পষ্ট করে ব্যক্ত করেন, যাতে তারা সাবধান হয়ে চলতে পারে। — ২ সুরা বাকারা ১৮৭

সুবিদিত মাসে হজ হয়। যে-কেউ এই মাসগুলোতে হজ করা পবিত্র বলে মনে করে, সে যেন হজের সময় স্ত্রী-সঙ্গে, অনাচার ও ঝগড়াবিবাদ না করে। — ২ সুরা বাকারা ১৯৭

লোকে তোমাকে রজঃস্মাৰ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে। তুমি বলো, 'তা অশুচি'। তাই রজঃস্মাৰকালে স্ত্রীসঙ্গ বর্জন করবে, আর যতদিন না তারা পবিত্র হয়, তাদের কাছে (সহবাসের জন্য) যেয়ো না। তারপর যখন তারা পরিশুম্বুদ্ধ হবে, তখন তাদের কাছে ঠিক সেইভাবে যাবে যেভাবে আল্লাহ্ তোমাদেরকে আদেশ দিয়েছেন। যারা তওবা করে পবিত্র থাকে তাদেরকে আল্লাহ্ ভালোবাসেন।

তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের শস্যক্ষেত্রে যেভাবে ইচ্ছা যেতে পার। আর তোমরা তোমাদের নিজেদের জন্য আগেই কিছু পাঠাও [ভালো কাজ করো] ও আল্লাহকে ভয় করো। আর জেনে রাখো যে, আল্লাহ্'র সাথে নিশ্চয়ই তোমাদের দেখা করতে হবে। আর বিশ্বসীদেরকে সুখবর দাও। — ২ সুরা বাকারা ২২২-২২৩

আর তোমাদের মধ্যে যারা স্ত্রী রেখে মারা যায়, তারা তাদের স্ত্রীদের জন্য এই অসিয়ত করবে যে, তাদেরকে যেন এক বছর পর্যন্ত ভরণপোষণ দেওয়া হয় ও বাড়ি থেকে বের করে না দেওয়া হয়। কিন্তু তারা যদি বের হয়ে যায় তবে তারা নিজেদের জন্য তাদের অধিকারমতো যা করবে তাতে তোমাদের কোনো পাপ নেই। আল্লাহ্ তো শক্তিমান তত্ত্বজ্ঞানী। — ২ সুরা বাকারা ১২০

হে বিশ্বসিগণ ! জবরদস্তি করে নারীদেরকে তোমাদের উত্তরাধিকার গণ্য করা তোমাদের জন্য বৈধ নয়। তোমরা তাদেরকে যা দিয়েছ তা থেকে কিছু আত্মসাং করার উদ্দেশ্যে তাদের ওপর অত্যাচার কোরো না। তারা যদি প্রকাশ্যে ব্যভিচার না করে তোমরা তাদের সাথে সংভাবে জীবনযাপন করবে। তোমরা যদি তাদেরকে ঘৃণা কর তবে এমন হতে পারে যে আল্লাহ্ যার মধ্যে প্রভৃত কল্যাণ রেখেছেন তোমরা তাকে ঘৃণা করছ।

আর যদি তোমরা এক স্ত্রীর ভায়গায় অন্য স্ত্রী নেওয়া ঠিক কর আর তাদের একজনকে প্রচুর অর্থও দিয়ে থাক তবুও তার থেকে কিছুই নেবে না। তোমরা কি মিথ্যা

অপবাদ দিয়ে ও জুলুম করে তা নিয়ে নিবে? কেমন করে তোমরা তা নিবে, যখন তোমরা পরম্পর সহবাস করেছ ও তারা তোমাদের কাছ থেকে শক্ত প্রতিশ্রূতি নিয়েছে? — ৪ সুরা নিসা : ১৯-২১

পুরুষ নারীর কর্তা, কারণ আল্লাহ্ তাদের এককে অপরের ওপর বিশিষ্টতা দান করেছেন, আর এ এজন্য, যে পুরুষরা তাদের ধনসম্পদ থেকে ব্যয় করে। তাই সার্বী স্ত্রীরা অনুগতা এবং যা লোকচক্ষুর অন্তরালে আল্লাহর হেফাজতে তারা তার হেফাজত করে। স্ত্রীদের মধ্যে যাদের অবাধ্যতার আশঙ্কা হয় তাদেরকে ভালো করে উপদেশ দাও, তারপর তাদের বিচানায় যেয়ো না ও তাদের প্রহার করো। যদি তারা তোমাদের অনুগত হয় তবে তাদের বিকল্পে কোনো পথ খুঁজবে না। আল্লাহ্ তো মহান, শ্রেষ্ঠ। আর যদি দুজনের (স্বামীস্ত্রীর) মধ্যে বিরোধ আশঙ্কা কর তবে তোমরা তার (স্বামীর) পরিবার থেকে একজন ও ওর (স্ত্রীর) পরিবার হতে একজন সালিশ নিযুক্ত করবে। যদি তারা উভয়ে নিষ্পত্তি চায় তবে আল্লাহ্ তাদের মধ্যে ফয়সালার অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, সবিশেষ অবহিত। — ৪ সুরা নিসা : ৩৪-৩৫

কোনো স্ত্রী যদি তার স্বামীর কাছ থেকে দুর্ব্যবহার ও উপেক্ষিত হওয়ার আশংকা করে তবে তারা আপস-নিষ্পত্তি করতে চাইলে তাদের কোনো দোষ নেই। আপস করা তো ভালো। কিন্তু মানুষ লালসায় আসক্ত। আর যদি তোমরা সংকর্মপরায়ণ ও সাবধান হও তবে (জেনে রাখো) তোমরা যা কর আল্লাহ্ তার খবর রাখেন। আর তোমরা যতই ইচ্ছা কর-না-কেন তোমাদের স্ত্রীদের সাথে কখনই সমান ব্যবহার করতে পারবে না, তবে তোমরা কোনো একজনের দিকে সম্পূর্ণভাবে ঝুঁকে পোড়ো না ও অপরকে ঝুলিয়ে রেখো না। আর যদি তোমরা নিজেদেরকে সংশোধন কর ও সাবধান হও তবে নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। আর যদি তারা পরম্পর পথক হয়ে যায় তবে আল্লাহ্ তাঁর প্রাচুর্য দ্বারা তাদের প্রত্যেকের অভাব দূর করবেন। আল্লাহ্ তো উদার, তত্ত্বজ্ঞানী। — ৪ সুরা নিসা : ১২৮-১৩০

হে বিশ্বাসিগণ! তোমাদের স্ত্রী ও সন্তানসন্ততিদের কেউ-কেউ তোমাদের শক্ত, অতএব তাদের সম্পর্কে সর্তক থেকো। তোমরা যদি ওদেরকে মার্জনা কর, ওদের দোষক্রটি উপেক্ষা কর ও ওদেরকে ক্ষমা কর, তবে জেনে রেখো, আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। — ৬৪ সুরা তাগাবুন : ১৪

স্বেচ্ছা : নিশ্চয় এ এক অনুশাসন। অতএব যার ইচ্ছা সে তার প্রতিপালকের পথ অবলম্বন করুক। — ৭৩ সুরা মুজাফ্ফিল : ১৯

না, এ তো এক অনুশাসন। অতএব যার ইচ্ছা সে এর থেকে শিক্ষা গ্রহণ করুক। আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া কেউ এর থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারবে না। তিনিই একমাত্র ভয় করবার যোগ্য এবং তিনিই ক্ষমা করার অধিকারী। — ৭৪ সুরা মুদ্দাস্মিল : ৫৪-৫৬

সুতরাং তোমরা কোন পথে চলেছ? এ তো শুধু বিশ্বজগতের জন্য উপদেশ, তোমাদের মধ্যে যে সরল পথে চলতে চায় তার জন্য। বিশ্বজগতের প্রতিপালকের অনুমতি না হলে তোমাদের মতি হয় না। — ৮১ সুরা আকতির : ২৬-২৯

বলো, ‘আমি এর জন্য তোমাদের কাছে কোনো প্রতিদান চাই না, কেবল এ-ই চাই প্রত্যেকে যেন স্বেচ্ছায় তার প্রতিপালকের পথ অবলম্বন করে।’ — ২৫ সুরা ফুরকান : ৫৭

তোমার প্রতিপালক ইচ্ছা করলে পৃথিবীতে যারা আছে তারা সকলেই বিশ্বাস করত। তা হলে কি তুমি বিশ্বাসী হওয়ার জন্য মানুষের ওপর জবরদস্তি করবে?

আল্লাহর অনুমতি ছাড়া বিশ্বাস করা কারও সাধ্য নেই। আর যারা বোঝে না আল্লাহ তাদেরকে কলুষলিপ্ত করেন। — ১০ সুরা ইউনুস : ১৯-১০০

বলো, ‘সত্য তোমাদের প্রতিপালকের কাছ থেকে ; যার ইচ্ছা সে বিশ্বাস করুক ও যার ইচ্ছা সে অবিশ্বাস করুক।’ — ১৮ সুরা কাহাফ : ২৯

এ এক উপদেশ, অতএব যার ইচ্ছা সে তার প্রতিপালকের পথ অবলম্বন করুক। আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া তোমাদের ইচ্ছা কার্যকর হবে না। নিচয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, তরবজ্ঞানী।

তিনি যাকে ইচ্ছা তাঁর অনুগ্রহের অন্তর্ভুক্ত করেন, কিন্তু সীমালভ্যনকারীদের জন্য তো তিনি প্রস্তুত রেখেছেন ভয়ানক শাস্তি। — ৭৬ সুরা দাহর : ২৯-৩১

‘হও’, আর তা হয়ে যায় : সৃষ্টি দ্র।

হজ ও ওমরা : নিচয় সাফা ও মারওয়া [দুটি পাহাড়ের নাম] আল্লাহর নির্দেশন সমূহের অন্যতম। সুতরাং যে আল্লাহর ঘরে [কাবা ঘরে] হজ বা ওমরা করে, তার জন্য এই দুটি প্রদক্ষিণ করলে কোনো পাপ নেই, আর যে-ব্যক্তি ইচ্ছা করে কোনো ভালো কাজ করে, আল্লাহ তার স্বীকৃতি দেন ; আর তিনি তো সব জানেন। — ২ সুরা বাকারা : ১৫৮

লোকে তোমাকে হেলাল [নৃতন চাঁদ] সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে, বলো, ‘তা মানুষের সময় ও হজের সময়-নির্দেশ করে?’ পেছন দিক দিয়ে ঘরে প্রবেশ করাতে কোনো পুণ্য নেই, কিন্তু পুণ্য আছে কেউ সাবধান হয়ে চলে। অতএব তোমরা সদর দরজা দিয়ে ঘরে প্রবেশ করো, আর তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার। — ২ সুরা বাকারা : ১৮৯

আর আল্লাহর উদ্দেশ্যে হজ ও ওমরা পূর্ণ করো কিন্তু যদি তোমরা বাধাপ্রাপ্ত হও, তবে সহজলভ্য কোরবানি করো। আর যে-পর্যন্ত কোরবানির (পশু) তার গন্তব্য স্থানে উপস্থিত না হয় তোমরা যাথা মুড়িয়ো না। তোমাদের মধ্যে যদি কেউ পীড়িত হয় বা মাথায় যন্ত্রণা বোধ করে, তবে সে তার পরিবর্তে রোজা রাখবে বা সাদকা দেবে [দান-খয়রাত করবে] বা কোরবানি দিয়ে তার ফিদ্যা [খেসারত] দেবে।

তারপর যখন তোমরা নিরাপদ হবে তখন তোমাদের মধ্যে যে-ব্যক্তি হজের আগে ওমরা করে লাভবান হতে চায় সে সহজলভ্য কোরবানি করবে। কিন্তু যদি কেউ কোরবানির কিছুই না পায়, তবে তাকে হজের সময় তিনি দিন ও ঘরে ফেরার পর সাতদিন এই পুরো দশদিন রোজা করাতে হবে। এই নিয়ম তার জন্য, যার পরিবার-পরিজন পবিত্র কাবার কাছে বাস করে না। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর ও জেনে রাখো আল্লাহ মন্দ কাজের প্রতিফল দিতে কঠোর।

সুবিদিত মাসে [শাওয়াল, জিলকদ ও জিলহজ] হজ হয়। যে-কেউ এ মাসগুলোতে হজ করা পবিত্র বলে মনে করে সে যেন হজের সময় স্ত্রী-সঙ্গেগ, অনাচার ও বগড়া-বিবাদ না করে। আর তোমরা যে সৎকাজ কর আল্লাহ তা জানেন, আর তোমরা (পরকালের) পাথেয়

সংগ্রহ কর, আর আত্মসংযমই তো শ্রেষ্ঠ পাথেয়। হে বোধশক্তি-সম্পন্নরা ! তোমরা আমাকেই ভয় করো।

তোমাদের পক্ষে তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহ কামনায় কোনো দোষ নেই (অর্থাৎ হজের সময় ব্যাবসা-বাণিজ্য হারাম নয়)। যখন তোমরা আরাফাত থেকে দৌড়ে ফিরে আসবে তখন মাশয়ার্ক-উল-হারামের কাছে পৌছে আল্লাহকে স্মরণ করবে, আর তিনি যেভাবে নির্দেশ দিয়েছেন ঠিক সেভাবে তাকে স্মরণ করবে, যদিও পূর্বে তোমরা বিভাস্তদের অস্তর্ভুক্ত ছিলে। তারপর অন্যান্য লোক যেখানে দ্রুতগতিতে প্রত্যাবর্তন করে তোমরাও সেখান থেকে দ্রুতগতিতে প্রত্যাবর্তন করবে। আর আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও, আল্লাহ তো ক্ষমাশীল পরম দয়ালু। তারপর যখন তোমরা অনুষ্ঠানাদি সম্পন্ন ক'রে নেবে, তখন আল্লাহকে এমনভাবে স্মরণ করবে যেমন তোমরা তোমাদের পিতৃপুরুষকে স্মরণ করতে বা তার চেয়েও গভীরভাবে।

এমন কিছু লোক আছে যারা বলে, ‘হে আমাদের প্রতিপালক ! আমাদেরকে এই পৃথিবীতেই দাও !’ পরকালে তাদের জন্য তো কোনো অংশ নেই। আর তাদের মধ্যে অনেকে বলে, ‘হে আমাদের প্রতিপালক ! আমাদের ইহকালে কল্যাণ দাও ও পরকালেও কল্যাণ দাও এবং আমাদেরকে অগ্নিশঙ্ক্রা থেকে রক্ষা কর !’ তারা যা অর্জন করেছে তার প্রাপ্য অংশ তাদেরই। আল্লাহ তো হিসাব গ্রহণে অত্যন্ত তৎপর।

তোমরা নিদিষ্ট সংখ্যক দিনগুলোতে [মিনা অবস্থানকালে জিলহজ মাসের ১১, ১২ ও ১৩ তারিখ] আল্লাহকে স্মরণ কর, আর যদি কেউ তাড়াতাড়ি করে দুই দিনেই চলে আসে, তাতে তার কোনো পাপ নেই। এ তার জন্য যে সাবধানে চলে। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর ও জেনে রাখো যে, তাঁর কাছে তোমাদের একত্র করা হবে। — ২ সুরা বাকারা : ১৯৬-২০৩

নিচয় মানবজাতির জন্য সর্বপ্রথম যে-গৃহ প্রস্তুত হয়েছিল তা তো বাক্সা [মক্কার অপর নাম]-য়, তা আশীর্বাদপ্রাপ্ত ও বিশুজ্জগতের দিশারি। সেখানে বহু স্পষ্ট নির্দেশন রয়েছে (যেমন) — ইব্রাহিমের দাঁড়াবার স্থান। আর যে-কেউ সেখানে প্রবেশ করে সে নিরাপদ। মানুষের মধ্যে যার সেখানে যাওয়ার সামর্য্য আছে আল্লাহর উদ্দেশ্যে সেই গৃহের হজ করা তার অবশ্যকর্তব্য। আর যে অস্তীকার করবে সে জেনে রাখুক আল্লাহ বিশুজ্জগতের উপর নির্ভর করেন না। — ৩ সুরা আল-ই-ইমরান : ৯৬-৯৭

আর স্মরণ করো যখন আমি ইব্রাহিমের জন্য কাবাঘরের জায়গা ঠিক করে দিয়েছিলাম, তখন আমি (বলেছিলাম) আমার সঙ্গে কোনো শরিক দাঁড় করিয়ো না ও আমার ঘরকে পরিত্র রেখো তাদের জন্য যারা তাওয়াফ [প্রদক্ষিণ] করে ও যারা নামাজে দাঁড়ায়, রুকু ও সিজদা করে।

আর মানুষের কাছে হজ ঘোষণা করে দাও। ওরা তোমার কাছে আসবে পায়ে হেঁটে ও ধাবমান উটের পিঠে চড়ে, আসবে দুরদুরান্তের পথ অতিক্রম করে, যাতে ওরা ওদের মঙ্গল লাভ করে, আর নিদিষ্ট দিনগুলোতে আল্লাহর নাম নেয় আনআম (গবাদি পশুদের) জবাই করার সময়, যা জীবনের উপকরণ হিসাবে তাদেরকে তিনি দিয়েছেন ; তোমরা তার থেকে খাও ও অভিবী ফকিরদেরও যাওয়াও।

তারপর তারা যেন তাদের দৈহিক অপরিচ্ছন্নতা দূর করে ও তাদের মানত পূর্ণ করে এবং প্রাচীন ঘর (কাবা) তওয়াফ করে। এ-ই (হজ)। আর কেউ আল্লাহর নির্ধারিত পবিত্র অনুষ্ঠানগুলোর সম্মান করলে তার প্রতিপালকের কাছে তার জন্য ভালো।

তোমাদের কাছে উল্লিখিত ব্যক্তিগুলো ছাড়া অন্যান্য আনআম (পবাদিপশু) তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে। সুতরাং তোমরা প্রতিমারূপ অপবিত্রতাকে বর্জন করো ও দূরে থাকো যিথ্যো কথা থেকে, আল্লাহর প্রতি একনিষ্ঠ হয়ে ও তাঁর কোনো শরিক না করে। আর যে-কেউ আল্লাহর শরিক করে তার অবস্থা এমন যেন সে আকাশ থেকে পড়ল, তারপর পাখি তাকে ছেঁ মেরে নিয়ে গেল বা বাতাস তাকে উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে এক দূর জায়গায় ফেলে দিল। এ-ই তাঁর বিধান। আর কেউ আল্লাহর নির্দর্শনগুলোকে সম্মান করলে সে তো তা (করে) হাদয়ের ধর্মনিষ্ঠা থেকে। এ-সব (কোরবানির) পশুর মধ্যে এক নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত তোমাদের জন্য নানা উপকার রয়েছে; তারপর ওদের কোরবানির জায়গা হবে প্রাচীন ঘরের (কাবার) কাছে।

আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য (কোরবানির) নিয়ম করে দিয়েছি যাতে আমি তাদের জীবনের উপকরণ হিসাবে যেসব গবাদি পশু দিয়েছি সেগুলো জবাই করার সময় তারা আল্লাহর নাম নেয়। তোমাদের উপাস্য তো একমাত্র আল্লাহ। সুতরাং তাঁরই কাছে আত্মসমর্পণ কর ও বিনীতদের সুসংবাদ দাও, যদের হাদয় আল্লাহর নাম করা হলে ভয়ে কাঁপে, যারা তাদের বিপদ-আপদে দৈর্ঘ্য ধরে ও নামাজ কায়েম করে এবং আমি তাদেরকে যে-জীবনের উপকরণ দিয়েছি তার থেকে ব্যয় করে।

আর উটকে তোমাদের জন্য আল্লাহর অন্যতম নির্দর্শন করেছি। তোমাদের জন্য ওতে মন্দল রয়েছে। সুতরাং সারি বেঁধে দাঁড় করিয়ে ওদেরকে জবাই করার সময় তোমরা আল্লাহর নাম নাও। যখন ওরা কাত হয়ে পড়ে যায় তখন তোমরা তা থেকে খাও আর খাওয়াও যে চায় না তাকে, আর যে চায় তাকেও। এভাবে আমি ওদেরকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছি যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। আল্লাহর কাছে ওদের মাংস বা রক্ত পৌছায় না, বরং পৌছায় তোমাদের ধর্মনিষ্ঠ। এভাবে তিনি এদেরকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন যাতে তোমরা আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর, এজন্য যে তিনি তোমাদের পথপ্রদর্শন করেছেন। সুতরাং তুমি সৎকর্মপ্রায়ণদের খবর দাও! — ২২ সূরা হজঃ ১৬-৩৭

হে বিশ্বসিগণ! তোমরা অঙ্গীকার পূর্ণ করবে। যেসব-জন্মের কথা তোমাদেরকে বলা হচ্ছে তা ছাড়া আনআম চুতস্পন্দ গবাদিপশুকে তোমাদের জন্য হালাল করা হল, তবে এহ্রামরত অবস্থায় শিকার হালাল মনে করবে না। নিশ্চয় আল্লাহ যা ইচ্ছা আদেশ করেন।

হে বিশ্বসিগণ! অবমাননা কোরো না আল্লাহর নির্দর্শনের, পবিত্র মাসের, কোরবানির জন্য কাবায় পাঠানো পশুর, গলায় মার্কামারা মালাপরানো পশুর, আর তাদের যারা পবিত্র ঘরে আসে তাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহ ও সন্তুষ্ট লাভের আশায়। যখন তোমরা এহ্রামমুক্ত হবে তখন শিকার করতে পার ...। — ৫ সূরা মায়দা : ১-২

হে বিশ্বসিগণ! এহ্রামে খাকাকালে তোমরা শিকার-জন্ম বধ কোরো না। তোমাদের মধ্যে কেউ ইচ্ছা করে তা বধ করলে, যা বধ করল তার বদলা অনুরূপ গৃহপালিত জন্ম কাবাতে পাঠাতে হবে কোরবানির জন্য, যার ফয়সালা করবে দুজন ন্যায়পরায়ণ লোক। ওর

প্রায়শিত্ব হবে দরিদ্রকে অন্নদান করা বা সম্পরিমাণ রোজা করা, যাতে সে নিজের কৃতকর্মের ফল ভোগ করে। যা গত হয়েছে আল্লাহ্ তা ক্ষমা করেছেন, আর কেউ তা আবার করলে আল্লাহ্ তাকে শাস্তি দেবেন। আর আল্লাহ্ তো পরাক্রমশালী দণ্ডবিধাতা।

তোমাদের জন্য সমুদ্রে শিকার করা ও তা খাওয়া বৈধ করা হয়েছে তোমাদের ও মুসাফিরদের ভোগের জন্য। আর তোমরা যতক্ষণ এহুরামে থাকবে ততক্ষণ ভাঙ্গার শিকার তোমাদের জন্য অবৈধ। আর তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় করো যাঁর কাছে তোমাদেরকে একত্র কর্য হবে। — ৫ সুরা মায়দা : ৯৫-৯৬

মহান হজ্জের দিনে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের পক্ষ থেকে মানুষের ওপর এ এক ঘোষণা যে, আল্লাহ্‌র সাথে অংশীবাদীদের কোনো সম্পর্ক নেই ও তাঁর রসূলের সঙ্গেও নয়। তোমরা যদি তওবা কর তবে তোমাদের কল্যাণ হবে। আর তোমরা যদি যথ ফিরিয়ে নাও তবে জেনে রাখো যে, তোমরা আল্লাহ্‌কে দুর্বল করতে পারবে না। আর অবিশ্বাসীদেরকে নিদরঞ্জন শাস্তির সংবাদ দাও। — ৯ সুরা তওবা : ৩

হতাশা : ৪ উল্লাস ও হতাশা দ্র.

হরুফে মুকান্তেয়াত : [কোরানের উনত্রিশটি সুরার প্রথমে এক বা একাধিক অক্ষরের সংক্ষিপ্ত উল্লেখ আছে। এই অক্ষর বা হরুফগুলোকে হরুফে মুকান্তেয়াত বলে। এই সংক্ষিপ্ত অক্ষরগুলোর অর্থ উক্তার করার জন্য নানা অনুমানের আশ্রয় নেওয়া হয়েছে, কিন্তু এ-পর্যন্ত কোনো সিদ্ধান্ত সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য হয় নি। বেশির ভাগ বিশ্বাসী তাই এদের তাৎপর্য উক্তার করার চেষ্টা না করে বিশ্বাস করে যে এদের অর্থ একমাত্র আল্লাহই জানেন।]

আয়িন-সিন-কাফ। — ৪২ সুরা শূরা : ২

আলিফ-লাম-মিম। — ৩১ সুরা লুকমান : ১ = ৩২ সিজদা : ১ = ৩০ সুরা রুম : ১ = ২৯ সুরা আনকাবুত : ১ = ২ সুরা বাকারা : ১ = ৩ সুরা আল-ই-ইমরান : ১

আলিফ-লাম-মিম-রা। — ১৩ সুরা রাদ : ১

আলিফ-লাম-মিম-রা। — ১০ সুরা ইউনুস : ১ = ১১ সুরা হুদ : ১ = ১২ সুরা ইউসুফ : ১ = ১৪ সুরা ইব্রাহিম : ১ = ১৫ সুরা ইজরাইল : ১

আলিফ-লাম-মিম-সাদ। — ৭ সুরা আ'রাফ : ১

ইয়া-সিন। — ৩৬ সুরা ইয়াসিন : ১

কাফ। — ৫০ সুরা কাফ : ১

কাফ-হা-ইয়া-আয়িন-সাদ। — ১৯ সুরা মরিয়ম : ১

তা-সিন। — ২৭ সুরা নমল : ১

তা-সিন-মিম। — ২৬ সুরা শোআরা : ১ = ২৮ সুরা কাসাস : ১

তা'হা। — ২০ সুরা তা'হা : ১

মুন। — ৬৮ সুরা কালাম : ১

সাদ। — ৩৮ সুরা সাদ : ১

হা-মিম। — ৪১ সুরা হা-মিম-সিজদা : ১ = ৪০ সুরা মুমিন = ৪২ সুরা শূরা : ১ = ৪৩ সুরা জুখুরুফ : ১ = ৪৪ সুরা দুখান : ১ = ৪৫ সুরা জাসিয়া : ১ = সুরা আহকাফ : ১

হাওয়ারিৎ : [হাওয়ারি'র অর্থ ধোপা যে কাপড় পরিষ্কার করে। সৈসার খাস শিষ্যদের কোরানে হাওয়ারি, (বহুবচন হাওয়ারিউন), নামে উল্লেখ করা হয়েছে। সৈসা, দ্র.

হাতির দল : তুমি কি দেখ নি তোমার প্রতিপালক হস্তিবাহিনীর প্রতি কী করেছিলেন। তিনি কি ওদের কৌশল ব্যর্থ করে দেন নি? ওদের বিরুদ্ধে তিনি ঝাঁকে ঝাঁকে আবাবিল পাখি পাঠিয়েছিলেন, যারা ওদের ওপর কক্ষ ফেলেছিল। তারপর তিনি ওদেরকে (জন্তজানোয়ারের) খাওয়া ভূঘর মত করে ফেলেন। — ১০৫ সুরা ফিল : ১-৫

হাবিয়া : কিন্তু যার পাঞ্চা হালকা হবে তার জ্ঞানগা হবে হাবিয়া। সে কী, তুমি তা জান? (সে) এক গনগনে আগুন। — ১০১ সুরা কারিয়া : ৮-১১

হাম : দেবতার উৎসর্গ দ্র.।

হামান : ফেরাউনের মন্ত্রী। মুসা ও বনি ইসরাইল দ্র.।

হা-মিম : হরুফে মুকাবেয়াত দ্র.।

হারাম : হালাল ও হারাম দ্র.।

হারাম খাদ্য : খাদ্য দ্র.।

হারাম শরিফ : মক্কা, মকামে ইব্রাহিম, কাবা ও কিবলা দ্র.।

হারুন : নবি। মুসার ভাই। মুসা ও বনি ইসরাইল দ্র.।

হারুত ও মারুত : সুলায়মান দ্র.।

হালাল ও হারাম : বলো, 'আল্লাহ্ নিজের দাসদের জন্য যেসব সুন্দর জিনিস ও বিশুদ্ধ জীবিকা সৃষ্টি করেছেন তা কে হারাম করেছে?' বলো, 'পার্থিব জীবনে, বিশেষ করে কিয়ামতের দিনে, যারা বিশ্বাস করে এসব তাদের জন্য।' এভাবে আমি জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য নির্দেশনসমূহে পরিষ্কার করে বয়ন করি। — ৭ সুরা আরাফ : ৩২

বলো, 'তোমরা আমাকে বলো, আল্লাহ্ তোমাদেরকে জীবনে যে-উপকরণ দিয়েছেন তোমরা যে তার কিছু হালাল ও কিছু হারাম করেছ আল্লাহ্ কি তোমাদেরকে এর অনুমতি দিয়েছেন, না তোমরা আল্লাহর প্রতি যিথ্যা আরোপ করছ? — ১০ সুরা ইউনুস : ৫৯

বলো, 'আল্লাহ্ যে এ হারাম করেছেন এ সম্বন্ধে যারা সাক্ষ্য দেবে তাদের হাজির করো।'

তারা সাক্ষ্য দিলেও তুমি তাদের কাছে এ স্থীকার কোরো না। যারা আমার আয়াতকে প্রত্যাখ্যান করেছে, যারা প্রকালে বিশ্বাস করে না ও প্রতিপালকের সমকক্ষ দাঁড় করায় তুমি তাদের খেয়ালখুশির অনুসরণ কোরো না। — ৬ সুরা আনআম : ১৫০

আর তোমরা (সেই) যিথ্যা বোলো না যা তোমাদের জিজ্ঞা বানায় 'এ হালাল আর ওটা হারাম।' যারা আল্লাহর সম্বন্ধে যিথ্যা বানায় তারা সফলকাম হবে না। — ১৬ সুরা নাহল : ১১৬

হে মানবজাতি! পৃথিবীতে যা-কিছু হালাল ও বিশুদ্ধ খাদ্যদ্রব্য রয়েছে তা থেকে তোমরা আহার করো। আর তোমরা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ কোরো না। — ২ সুরা বাকারা : ১৬৮

(আল্লাহ) তো তোমাদের জন্য শুধু মড়া, রজ্জ, শূকরের মাংস ও যেসব জন্তুর ওপর (জৰাই করার সময়) আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের নাম করা হয়ে থাকে, তা তোমাদের জন্য হারাম

করেছেন। তবে কেউ অবাধ্য না হয়ে ও সীমালঙ্ঘন না করে নিরূপায় হলে আল্লাহ্ তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। — ২ সুরা বাকারা : ১৭৩

... আল্লাহ্ বেচাকেনাকে হালাল ও সুন্দরে হারাম করেছেন। — ২ সুরা বাকারা : ২৭৫

তওরাত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে ইসরাইল নিজের জন্য যা হারাম করেছিল তা ছাড়া বনি-ইসাইলদের জন্য সকল খাদ্যই হালাল ছিল। বলো, ‘যদি তোমরা সত্য কথা বলো তবে তওরাত এমে পড়ো’ এরপরও যারা আল্লাহকে মিথ্যা দোষারোপ করে, তারাই সীমালঙ্ঘনকারী। — ৩ সুরা আল-ই-ইমরান : ৯৩-৯৪

তোমাদের জন্য সমুদ্রের শিকার ও তা খাওয়া হালাল করা হয়েছে। তোমাদের ও মুসাফিরদের ভোগের জন্য। আর তোমরা যতক্ষণ এহরামে থাকবে ততক্ষণ ডাঙ্গার শিকার তোমাদের জন্য অবৈধ। — ৫ সুরা মায়দা : ৯৬

... যেসব জন্মুর কথা তোমাদেরকে বলা হচ্ছে তা ছাড়া আনআম চতুর্পদ গবাদি পশুকে তোমাদের জন্য হালাল করা হল, তবে এহরামরত অবস্থায় (হজ বা ওমরার সময়) শিকার হালাল মনে করবে না। — ৫ সুরা মায়দা : ১

তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে মৃত পশু, রক্ত ও শূকরমাংস, আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের নামে জবাই-করা পশু, আর গলা-চিপে যারা জন্মু, বাড়ি-খাওয়া মরা জন্মু, পড়ে-মরা জন্মু, শিং-এর ঘায়ে মরা জন্মু ও হিংস্র পশ্চতে খাওয়া জন্মু, তবে তোমরা যা জবাই করে পবিত্র করেছ তা ছাড়া। — ৫ সুরা মায়দা : ৩

আজ তোমাদের জন্য সব ভালো জিনিস হালাল করা হল। যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে তাদের খাদ্যব্য তোমারে জন্য হালাল, আর তোমাদের খাদ্যব্য তাদের জন্য হালাল (করা হল)। আর বিশ্বাসী সচরিত্বা নারী ও তোমাদের পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে তাদের সচরিত্বা নারী তোমাদের জন্য হালাল [বৈধ] করা হল, যদি তোমরা বিষের জন্য তাদেরকে মোহর দাও, ব্যভিচার বা উপপত্তি করার জন্য নয়। — ৫ সুরা মায়দা : ৫

হে বিশ্বসিগণ! আল্লাহ্ তোমাদের জন্য যে-সব ভালো জিনিস হালাল করেছেন সেসবকে তোমরা হারাম কোরো না। আল্লাহ্ তো সীমা অতিক্রমকারীদেরকে ভালোবাসেন না। আর আল্লাহ্ তোমাদেরকে যে হালাল ও উত্তম জীবিকা দিয়েছেন তার থেকে খাও আর আল্লাহকে ভয় করো, যাঁর ওপর তোমরা সকলে বিশ্বাস কর। — ৫ সুরা মায়দা : ৮৭-৮৮

হাসি-কান্না : তিনিই হসান, তিনিই কানান। — ৫৩ সুরা নজৰ্ম : ৪৩

কিয়মত নিকটবর্তী। আল্লাহ্ ছাড়া কেউই এ ঘটাতে সক্ষম নয়। তোমরা কি একথায় অবাক হচ্ছ? আর হাসিঠাট্টা করছ, কাঁদছ না? তোমরা তো উদাসীন। বরং আল্লাহকে সিজদা কর ও তাঁর উপাসনা করো। — ৫৩ সুরা নজৰ্ম : ৫৭-৬২

আমি যখন মানুষকে অনুগ্রহের স্বাদ দিই ওরা তখন তাতে উৎফুল্ল হয়। আর ওদের ক্রতৃকর্মের ফলে ওরা দুর্দশাগ্রস্ত হলেই ওরা হতাশ হয়ে পড়ে। ওরা কি লক্ষ করে না, আল্লাহ্ যার জন্য ইচ্ছা তার জীবনের উপকরণ বাঢ়ান বা কমান? এর মধ্যে বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য তো নির্দর্শন রয়েছে। — ৩০ সুরা বুম : ৩৬-৩৭

হিজরবাসী : হিজরবাসীরাও (হিজর উপত্যকায় বসবাসকারী সামুদ-সম্প্রদায়) রসূলদের প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছিল। আমি ওদেরকে আমার নির্দর্শন দিয়েছিলাম, কিন্তু

ওরা তা উপেক্ষা করেছিল। ওরা নিশ্চিত হয়ে পাহাড় কেটে ঘর বানাত। তারপর এক সকালে এক বিকট শব্দ ওদেরকে আঘাত করল। সুতরাং ওরা যা করেছিল তা ওদের কোনো কাজে আসে নি। — ১৫ সুরা হিজর : ৮০-৮৫

হিজরত : যারা তাদের ওপর অত্যাচার হওয়ার পর আল্লাহ'র পথে হিজরত [দেশত্যাগ বা গহত্যাগ] করেছে আমি অবশ্যই তাদেরকে পৃথিবীতে উন্নত আবাস দেব, আর পরলোকে তাদের পুরুষ্বারণও বেশি। যদি ওরা এ বেঁোৱার চেষ্টা করত! (দেশত্যাগীরা) আল্লাহ'র পথে ধৈর্য ধরে ও তাদের প্রতিপালকের ওপর নির্ভর করে। — ১৬ সুরা নাহল : ৪১-৪২

নিশ্চয়ই আল্লাহ' তাদেরই জন্য যারা নির্যাতিত হওয়ার পর হিজরত করে, পরে জিহাদ করে ও ধৈর্য ধারণ করে, এরপর তোমার প্রতিপালক তো (তাদেরকে) ক্ষমা করবেন, দয়া করবেন। — ১৬ সুরা নাহল : ১১০

নিশ্চয়, যারা বিশ্বাস করে ও আল্লাহ'র পথে হিজরত করে ও জিহাদ করে তারাই আল্লাহ'র দয়ার আশা রাখে। আর আল্লাহ' তো ক্ষমাশীল পরম দয়ালু। — ২ সুরা বাকারা : ২১৮

নিশ্চয় যারা বিশ্বাস করেছে, হিজরত করেছে, ধনপ্রাণ দিয়ে আল্লাহ'র পথে সংগ্রাম করেছে ও যারা আশ্রয় দিয়েছে এবং সাহায্য করেছে তারা পরম্পর পরম্পরের বক্তু।

আর যারা বিশ্বাস করেছে কিন্তু ধর্মের জন্য হিজরত করে নি, হিজরত না করা পর্যন্ত তাদের অভিভাবকছের দায়িত্ব তোমার নেই। আর ধর্ম সম্বন্ধে যদি তারা তোমাদের সাহায্য প্রার্থনা করে তবে তাদের সাহায্য করা তোমাদের কর্তব্য, অবশ্য তাদের বিরুদ্ধে নয় যে—সম্প্রদায়ের সাথে তোমাদের চুক্তি রয়েছে। তোমরা যা কর আল্লাহ' তা ভালো করেই দেখেন।

যারা অবিশ্বাস করেছে তারা পরম্পর পরম্পরের বক্তু। যদি তোমরা তা (তোমাদের পরম্পরের মধ্যে তেমন বন্ধুত্ব) না কর তবে দেশে ফির্না ও মহাবিপর্যয় দেখা দেবে।

যারা বিশ্বাস করেছে, হিজরত করেছে ও আল্লাহ' পথে সংগ্রাম করেছে এবং যারা আশ্রয় দান করেছে তারাই প্রকৃত বিশ্বাসী, তাদের জন্য ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকা রয়েছে। আর যারা পরে বিশ্বাস করেছে, হিজরত করেছে ও তোমাদের সঙ্গে থেকে সংগ্রাম করেছে তারাও তোমাদের অস্তর্ভূক্ত। আর আল্লাহ'র বিধানে আত্মীয়রা একে অন্যের চেয়ে বেশি হকদার। আল্লাহ' সব বিশ্বই ভালো করে জানেন। — ৮ সুরা আনাম : ৭২-৭৫

তারপর তাদের প্রতিপালক তাদের ডাকে সাড় দিয়ে বলেন, ‘আমি তোমাদের মধ্যে কোনো কর্মনির্ণয় পুরুষ বা নারীর কর্ম বিফল করি না, তোমরা পরম্পর সমান। সুতরাং যারা দেশত্যাগ করে পরবাসী হয়েছে, নিজের ঘর থেকে উৎখাত হয়েছে, আমার পথে নির্যাতিত হয়েছে, যুদ্ধ করেছে ও নিহত হয়েছে আমি তাদের মন্দ কাজগুলি অবশ্যই দ্রু করে দেব এবং অবশ্যই তাদেরকে জাগাত দান করব, যার নিচে নদী বইবে। এ আল্লাহ'র পুরুষ্কার। বস্তুত আল্লাহ'র কাছেই রয়েছে তালো পুরুষ্কার।’ — ৩ সুরা আল-ই-ইমরান : ১৯৫

হে বিশ্বাসিগণ! তোমাদের কাছে বিশ্বাসী নারীরা দেশত্যাগী হয়ে এলে তাদেরকে পরীক্ষা কোরো। আল্লাহ' তাদের বিশ্বাস সম্বন্ধে তালো করেই জানেন। যদি তোমরা জানতে পার যে তারা বিশ্বাসী তবে তাদের অবিশ্বাসীদের কাছে ফেরত পাঠিয়ো না। — ৬০ সুরা মুমতাহিনা : ১০

... আল্লাহর পথে হিজরত না করা পর্যন্ত তাদের (অবিশ্বাসীদের) মধ্য থেকে কাউকে তোমরা বঙ্গ হিসাবে গ্রহণ করবে না। — ৪ সুরা নিম্না : ৮৯

যারা নিজেদের ওপর অত্যাচার করে তাদের প্রাণ নেওয়ার সময় ফেরেশ্তারা বলে, 'তোমরা কী অবস্থায় ছিলে?' তারা বলে, 'দুনিয়ায় আমরা অসহায় ছিলাম!'

তারা (ফেরেশ্তারা) বলে, 'তোমরা নিজের দেশ ছেড়ে অন্য দেশে বসবাস করতে পারতে, আল্লাহর দুনিয়া কি এমন প্রশংস্ত ছিল না?' এরাই বাস করবে জাহানামে, আর বাসস্থান হিসাবে তা কী জগন্য! তবে যেসব অসহায় পুরুষ, নারী ও শিশু কোনো উপায় অবলম্বন করতে পারে না ও কোনো পথেও পায় না, আল্লাহ হ্যত তাদের পাপ ক্ষমা করবেন, কারণ আল্লাহ পাপমোচনকারী ক্ষমাশীল। আর যে-কেউ আল্লাহর পথে দেশ ত্যাগ করবে সে পৃথিবীতে বহু আশ্রয় ও প্রাচুর্য লাভ করবে। আর যে-কেউ আল্লাহ ও রসুলের উদ্দেশ্যে দেশত্যাগী হয়ে বের হয় আর তার মৃত্যু ঘটে তার পুরস্কারের ভার আল্লাহর ওপর। আল্লাহ তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। — ৪ সুরা নিম্না : ৯৭-১০০

যারা আল্লাহর পথে হিজরত করেছে ও পরে নিহত হয়েছে বা মৃত্যুবরণ করেছে তাদেরকে আল্লাহ উৎকৃষ্ট জীবিকা দান করবেন। আর আল্লাহই সর্বোৎকৃষ্ট জীবিকাদাতা। তিনি তাদেরকে অবশ্যই এমন জায়গায় প্রবেশ করাবেন যা তারা পছন্দ করবে। আর আল্লাহ তো তত্ত্বজ্ঞানী, সহিষ্ণু। কথা এই। আর তাকে যেভাবে কষ্ট দিয়েছিল সেইভাবে কেউ প্রতিশোধ নিলে ও আবার তাকে অন্যায় করা হলে আল্লাহ নিশ্চয় তাকে সাহায্য করবেন। আল্লাহ তো পাপমোচন করেন, ক্ষমা করেন। — ২২ সুরা হজ : ৫৮-৬০

আল্লাহর কাছে তাদের সব চেয়ে বড় মর্যাদা আর তারাই তো সফলকাম যারা বিশ্বাস করে, হিজরত করে ও ধনপ্রাপ্ত দিয়ে আল্লাহর পথে সংগ্রাম করে। তাদের প্রতিপালক তাদেরকে নিজ দয়া ও নিজ সন্তোষ এবং জান্মাতের খবর দিচ্ছেন যেখানে তাদের জন্য রয়েছে স্থায়ী সুখ। সেখানে তারা থাকবে চিরকাল। আল্লাহর কাছেই তো সবচেয়ে বড় পুরস্কার। — ৯ সুরা তওবা : ২০-২২

হিসাব ও হিসাবের খাতা : ৩ কর্মফল দ্র.

হতামা : দুর্ভোগ প্রত্যেকের যে সামনে ও পেছনে লোকের নিম্না করে, যে অর্থ জমায় ও বারবার তা গোনে, ভাবে যে তার অর্থ তাকে অমর করে রাখবে। কখনও না। তাকে তো ফেলা হবে তুতায়া। তুতামা কী, তুমি কি তা জান? এ আল্লাহরই প্রচ্ছলিত হতাশন যা হৎপিণ্ডগুলোকে গ্রাস করবে, ওদেরকে বেঁধে রাখবে দীর্ঘায়িত স্তুতে। — ১০৪ সুরা হুমাজা : ১-৭

হুদ ও আ'দ সম্প্রদায় : তুমি কি দেখনি তোমার প্রতিপালক কী করেছিলেন আ'দ বংশের ইরাম গোত্রের ওপর যারা অধিকারী ছিল সুউচ্চ প্রাসাদের, যার সমতুল্য কোনো দেশে তৈরি হয়নি? — ৮৯ সুরা ফাজর : ৬-৭

তিনিই আ'দ সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছিলেন ...। — ৫৩ সুরা নজ'ম : ৫০

ওদের পূর্বেও অবিশ্বাস করেছিল নুহের সম্প্রদায়, রসবাসীরা ও সামুদ সম্প্রদায়, আ'দ, ফেরাউন ও লুত-সম্প্রদায় এবং আইকাবাসীরা (শোয়াইব-সম্প্রদায়) ও তুবুব-সম্প্রদায়। ওরা

ସକଳେଇ ରସୁଲଦେର ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ବଲେଛିଲ । ତାଇ ଓଦେର ଓପର ଆମାର ହମକି ସତ୍ୟ ହୟେଛିଲ । — ୫୦ ସୁରା କାଫ୍ : ୧୨-୧୪

ଆଦ ସମ୍ପଦାୟ ସତ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟଖ୍ୟାନ କରେଛିଲ, ଫଳେ କୀ କଠୋର ହୟେଛିଲ ଆମାର ଶାନ୍ତି ଆର ହଁଶିଯାରି । ଆମି ଏକ ଚରମ ଦୂର୍ଭାଗ୍ୟେର ଦିନେ ଓଦେର ଓପର ଏକ ଖୋଡ଼ୋ ହାଓୟା ପାଠିଯେଛିଲାମ । ଉପଭାନେ ଖେଜୁର ଗାହେର ମତୋ ମାନୁଷକେ ତା ଉଂଥାତ କରେଛିଲ । କୀ କଠୋର ଛିଲ ଆମାର ଶାନ୍ତି ଓ ହଁଶିଯାରି ! — ୫୪ ସୁରା କମର : ୧୮-୨୧

ଆର ଆଦ ଜାତିର କାହେ ଓଦେର ଭାଇ ହୁଦକେ ପାଠିଯେଛିଲାମ । ମେ ବଲେଛିଲ, ‘ହେ ଆମାର ସମ୍ପଦାୟ ! ତୋମରା ଆଜ୍ଞାହର ଉପାସନା କରୋ, ତିନି ଛାଡ଼ା ଅନ୍ୟ କୋନେ ଉପାସ୍ୟ ନେଇ, ତୋମରା କି ସାବଧାନ ହେବେ ନା ?’

ତାର ସମ୍ପଦାୟେର ପ୍ରଧାନରା ଯାରା ଅବିଶ୍ୱାସ କରେଛିଲ ତାରା ବଲେଛିଲ ‘ଆମରା ତୋ ଦେଖଛି ତୁମି ଏକଜନ ନିରୋଧ, ଆର ଆମରା ତୋ ତୋମାକେ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ମନେ କରି ।’

ମେ ବଲଲ, ‘ହେ ଆମାର ସମ୍ପଦାୟ ! ଆମି ନିରୋଧ ନିଃ ଆମି ତୋ ବିଶ୍ୱଜଗତେର ପ୍ରତିପାଳକେର ରସୁଲ । ଆମି ଆମାର ପ୍ରତିପାଳକେର ବାଣୀ ତୋମାଦେର କାହେ ପୌଛେ ଦିଲ୍ଲି ଆର ଆମି ତୋମାଦେର ଏକଜନ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଉପଦେଷ୍ଟ । ତୋମରା କି ଅବାକ ହୁଚୁ, ଯେ ତୋମାଦେର କାହେ ତୋମାଦେରଇ ଏକଜନେର ଯାଧ୍ୟମେ ତୋମାଦେର ପ୍ରତିପାଳକେର କାହୁ ଥେକେ ତୋମାଦେରକେ ସତର୍କ କରାର ଜନ୍ୟ ଉପଦେଶ ଏସେଛେ ? ଆର ସ୍ମରଣ କରୋ, ଆଜ୍ଞାହ ତୋମାଦେରକେ ନୁହେର ସମ୍ପଦାୟେର ପରେ ସ୍ତଳାଭିମିଳି କରେଛେ ଆର ତୋମାଦେରକେ ଦୈହିକ ଶକ୍ତିତେ ସମ୍ବନ୍ଧ କରେଛେ । ସୁତରାଂ ତୋମରା ଆଜ୍ଞାହର ଅନୁଗ୍ରହ ସ୍ମରଣ କର, ହୟତ ତୋମରା ସଫଳକାମ ହେବେ ।’

ତାରା ବଲଲ, ‘ତୁମି କି ଆମାଦେର କାହେ ଏ-ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟେ ଏସେହ ଯେ ଆମରା ଯେନ ଶୁଦ୍ଧ ଆଜ୍ଞାହର ଉପାସନା କରି ଆର ଆମାଦେର ପୂର୍ବପୂରୁଷରା ଯାର ଉପାସନା କରନ୍ତ ତାକେ ବାଦ ଦିଇ ? ସୁତରାଂ, ତୁମି ସତ୍ୟବାଦୀ ହୁଲେ ଆମାଦେରକେ ଯାର ଭୟ ଦେଖାଇ ତା ଆନ୍ତୋ !’ ମେ ବଲଲ, ‘ତୋମାଦେର ପ୍ରତିପାଳକେର ଶାନ୍ତି ଓ ଗଜବ ତୋ ତୋମାଦେର ଜନ୍ୟ ଠିକ କରାଇ ଆଛେ । ତବେ କି ତୋମରା ଆମାର ସାଥେ ତକ କରନ୍ତ ଚାଓ, ଏମନ କତଗୁଲୋ ନାମ ସମ୍ବନ୍ଧେ ଯା ତୋମରା ଓ ତୋମାଦେର ପିତୃପୂରୁଷରା ସୃଷ୍ଟି କରେଇ ଆର ଯେ-ସମ୍ବନ୍ଧେ ଆଜ୍ଞାହ କୋନେ ସନଦ ପାଠାନ ନି ? ସୁତରାଂ ତୋମରା ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରୋ, ଆମିଓ ତୋମାଦେର ସାଥେ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରାଇ !’ ତାରପର ତାକେ ଓ ତାର ସନ୍ଧିଦେରକେ ନିଜ ଅନୁଗ୍ରହେ ଆମି ଉଦ୍ଧାର କରେଛିଲାମ, ଆର ଆମାର ନିର୍ଦିଶନମୂଳକେ ଯାରା ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରେଛିଲ ଆର ଯାରା ବିଶ୍ୱାସ କରେନି ତାଦେରକେ ନିର୍ମଳ କରେଛିଲାମ । — ୭ ସୁରା ଆରାଫ : ୬୫-୭୨

ଆମି ଆଦ, ସାମୁଦ, ରସବାସୀ ଓ ଓଦେର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳେର ବହୁ ସମ୍ପଦାୟକେବେ ଧ୍ୱନି କରେଛି । — ୨୫ ସୁରା ଫୁରୁକାନ : ୩୮

ଆଦ ସମ୍ପଦାୟ ରସୁଲଦେର ବିରକ୍ତକେ ମିଥ୍ୟା ଆରୋପ କରେଛିଲ । ଯଥନ ଓଦେର ଭାଇ ହୁଦ ଓଦେର ବଲଲ, ‘ତୋମରା କି ସାବଧାନ ହେବେ ନା ? ଆମି ଅବଶ୍ୟଇ ତୋମାଦେର ଜନ୍ୟ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ରସୁଲ । ଅତ୍ୟଏ ଆଜ୍ଞାହକେ ଭୟ କରୋ ଓ ଆମାର ଆନୁଗ୍ରତ୍ୟ କରୋ । ଆମି ତୋମାଦେର କାହେ ଏବଂ ଜନ୍ୟ କୋନେ ପ୍ରତିଦାନ ଚାଇ ନା, ଆମାର ପୁରସ୍କାର ତୋ ବିଶ୍ୱଜଗତେର ପ୍ରତିପାଳକେର କାହେଇ ଆଛେ । ତୋମରା ତୋ ଅସ୍ଥା ପ୍ରତ୍ୟେ ଉଚ୍ଚ ଜ୍ୟାଗାୟ ସ୍ତନ୍ତ ତୈରି କରାଇ । ତୋମରା ପ୍ରାସାଦ ତୈରି କରାଇ ଏହି ମନେ କରିବେ, ତୋମରା ଚିରକାଳ ଥାକବେ । ଆର ଯଥନ ତୋମରା ଆସାତ କର ତଥନ ନିଷ୍ଠୁରଭାବେ

আঘাত করে থাক। তোমরা আল্লাহকে ভয় করো ও আমার অনুগত হও। ভয় কর তাঁকে যিনি তোমাদেরকে সেসব দিয়েছেন, যা তোমরা জান। তোমাদেরকে দিয়েছেন আনআম (গবাদি পশু), সন্তানসন্তি, বাগান আর ঝরনা। আমি তো তোমাদের জন্য আশঙ্কা করি মহাদিনের শাস্তির।'

ওরা বলল, 'তুমি উপদেশ দাও বা না-ই দাও, দু-ই আমাদের কাছে সমান। এ আমাদের পূর্বপুরুষদেরই রীতিনীতি মাত্র, আমরা শাস্তি পাব না।'

তারপর ওরা তাঁকে প্রত্যাখ্যান করল, আর আমি ওদের ধৰ্মস করলাম। এতে অবশ্যই আছে নির্দর্শন। কিন্তু ওদের অনেকেই বিশ্বাস করে না। আর তোমার প্রতিপালক তিনি তো পরাক্রমশালী, পরম দয়ায়ী। — ২৬ সুরা শোআরা : ১২৩-১৪০

আর আদ জাতির কাছে ওদের ভাই হুদকে পাঠিয়েছিলাম। সে বলেছিল, 'হে আমার সম্প্রদায় ! তোমরা আল্লাহর উপাসনা করো। তিনি ছাড়া অন্য কোনো উপাস্য নেই। তোমরা তো কেবল মিথ্যা বানাও। হে আমার সম্প্রদায় ! আমি এর পরিবর্তে তোমাদের কাছে প্রতিদান চাই না। আমার প্রতিদান আছে তাঁরই কাছে যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন। তোমরা কি বেঝার চেষ্টা করবে না ? হে আমার সম্প্রদায় ! তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কাছে ক্ষমা চাও, তারপর তাঁর দিকে ফিরে যাও। তিনি তোমাদের জন্য প্রচুর বৃষ্টি দেবেন। তিনি তোমাদের আরও শক্তি বৃদ্ধি করবেন। আর তোমরা অপরাধী হয়ে মুখ ফিরিয়ে নিয়ো না।'

ওরা বলল, 'হে হুদ ! তুমি আমাদের কাছে কোনো স্পষ্ট প্রমাণ আনোনি, তোমার কথায় আমরা আমাদের উপাস্যদের ছেড়ে দেব না আর আমরা তোমাদের ওপর বিশ্বাস করি না। আমরা তো বলি, আমাদের উপাস্যদের মধ্যে কেউ তোমাকে অশুভভাবে আচ্ছন্ন করেছেন ?'

সে বলল, 'আমি আল্লাহকে সাক্ষী করছি আর তোমরাও সাক্ষী হও, যে তোমরা যাকে আল্লাহর শরিক কর, আমার তাঁর সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই। তাঁকে (আল্লাহকে) ছাড়া তোমরা সকলে আমার বিরুদ্ধে যড়যষ্ট করো আর আমাকে অবকাশ দিয়ো না। আমি নির্ভর করি আমার ও তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহর ওপর ; এমন কোনো জীবজন্ম নেই যে তাঁর পূর্ণ আয়ন্ত্রধীন নয়। আমার প্রতিপালক সরল পথে আছেন। তারপর তোমরা মুখ ফিরিয়ে নিলে আমি যা নিয়ে তোমাদের কাছে প্রেরিত হয়েছি আমি তো তা তোমাদের কাছে পৌছে দিয়েছি, আর আমার প্রতিপালক তোমাদের থেকে অন্য কোনো সম্প্রদায়কে তোমাদের স্থলাভিয়ক্তি করবেন আর তোমরা তাঁর কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। আমার প্রতিপালক তো সমস্ত কিছুর রক্ষণাবেক্ষণ করেন।'

আর যখন আমার নির্দেশ এল তখন হুদ ও তাঁর সঙ্গে যারা বিশ্বাস করেছিল তাদেরকে আমি আমার অনুগ্রহে ক্ষমা করলাম ও তাদের কঠিন শাস্তি থেকে রক্ষা করলাম। এই আদ জাতি তাদের প্রতিপালকের নির্দর্শন অস্থীকার করেছিল। আর তাঁর রসূলদের অমান্য করেছিল, আর ওরা প্রত্যেক উক্ত সৈয়দাচারীর নির্দেশ অনুসরণ করত। এ-পথবীতে ওদের অভিশাপগ্রস্ত করা হয়েছিল, আর ওরা কিয়ামতের দিনেও (অভিশপ্ত হবে)। জেনে রাখো, আদ সম্প্রদায় তাদের প্রতিপালককে অস্থীকার করেছিল। জেনে রাখো ধৰ্মসই ছিল হৃদের সম্প্রদায় আদের পরিণাম। — ১১ সুরা হুদ : ৫০-৬০

এর পরও, তারা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে তাদেরকে বলো, ‘আমি তো তোমাদেরকে এক ধরণের শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করেছি যেমন শাস্তির সম্মুখীন হয়েছিল আদ ও সামুদ! যখন ওদের কাছে ও ওদের পূর্ববর্তীদের কাছে রসুলুরা এসেছিল ও তারা বলেছিল, ‘তোমরা আল্লাহ্ ছাড়া কারও উপাসনা করো না’, তখন ওরা বলেছিল, ‘আমাদের প্রতিপালকের এমন ইচ্ছা হলে তিনি অবশ্যই ফেরেশতা পাঠাতেন। অতএব তোমাদেরকে যা দিয়ে পাঠানো হয়েছে আমরা তা প্রত্যাখ্যান করলাম।’

আদ সম্প্রদায়ের ব্যাপার তো এই যে, ওরা পথিবীতে অথথা অহংকার করত আর বলত, ‘আমাদের চেয়ে শক্তিশালী কে আছে?’ ওরা কি তবে লক্ষ করেনি যে, আল্লাহ্ যিনি ওদেরকে সৃষ্টি করেছেন তিনি ওদের চেয়েও শক্তিশালী? অথচ ওরা আমার নির্দর্শনগুলোকে অস্থীকার করত! তারপর আমি ওদেরকে পার্থিব জীবনে অপমানকর শাস্তি ভোগ করানোর জন্য দুর্ভোগের দিনে ওদের বিরুদ্ধে ঝোড়ো হাওয়া পাঠিয়েছিলাম। পরকালের শাস্তি তো আরও অপমানকর, আর ওদের তো সাহায্য করার জন্য কেউ থাকবে না। — ৪১ সুরা হা�মিম-সিজ্দা : ১৩-১৬

স্মরণ করো আদদের ভাই হুদের কথা, যার আগে ও পরেও সতর্ককারীরা এসেছিল, সে তার আহকাফবাসী সম্প্রদায়কে (হিয়েমেনের আহকাফ মালভূমির বাসিন্দারা) এ বলে সতর্ক করেছিল, ‘আল্লাহ্ ছাড়া কারও উপাসনা কোরো না। তোমাদের জন্য আমার ভয় হয় মহাদিনের শাস্তির।’

ওরা বলেছিল, ‘তুমি কি আমাদের দেবদেবীদের পূজা থেকে আমাদের বিরত করতে এসেছ? তুমি সত্যবাদী হলে আমাদেরকে যার ভয় দেখাচ্ছ তা নিয়ে এসো।’

সে বলল, ‘এর জ্ঞান তো কেবল আল্লাহরই, আমি যা নিয়ে প্রেরিত হয়েছি কেবল তা-ই তোমাদের কাছে প্রচার করি। আমি দেখছি, তোমরা তো এক অবুরু সম্প্রদায়।’

ওরা তারপর যখন দেখল এক মেঘ তাদের উপত্যকার কাছে এসে পড়ছে তখন ওরা বলতে লাগল, ‘এ-মেঘ আমাদের বৃষ্টি দিবে।’

হুদ বলল, ‘এই তো সেই জিনিস যা তোমরা তাড়াতাড়ি আনতে চেয়েছ, এ তো এক দারুণ শাস্তির বড় বয়ে নিয়ে আসছে। আল্লাহর নির্দেশে এ সবিকুল ধরণের ক'রে দেবে।’

তারপর ওদের পরিণাম এই হল যে, ওদের বসতিগুলো ছাড়া আর কিছুই রইল না। এভাবে আমি অপরাধী সম্প্রদায়কে প্রতিফল দিয়ে থাকি। আমি ওদেরকে যে-প্রতিষ্ঠা দিয়েছিলাম, তোমাদেরকে তা দিইনি, আমি ওদের দিয়েছিলাম কান, চোখ ও হাদয়, কিন্তু ওদের কান, চোখ ও হাদয় ওদের কোনো কাজে আসেনি, কেননা ওরা আল্লাহর আয়াতকে অস্থীকার করেছিল। যা নিয়ে ওরা ঠাট্টাবিদ্যপ করত তা-ই ওদের ঘিরে ফেলল। — ৪৬ সুরা আহকাফ : ২১-২৬

আর নির্দর্শন রয়েছে আদের ঘটনায়, যখন আমি তাদের বিরুদ্ধে পাঠিয়েছিলাম এক বিধবল্লী বড়, এ যার ওপর দিয়ে বয়ে গিয়েছিল তাই চূণবিচূর্ণ করে দিয়েছিল। — ৫১ সুরা জারিয়াত : ৪১-৪২

আদ ও সামুদ সম্প্রদায় মহাপ্রলয়ের সত্যতা অস্থীকার করেছিল। সামুদ সম্প্রদায় ধরণস্প্রাপ্ত হয়েছিল এক প্রলয়কর বিপর্যয়ে। আদ সম্প্রদায় ধরণস্প্রাপ্ত হয়েছিল এক প্রচণ্ড

ঝড়ে হাওয়ায়, যা তিনি ওদের ওপর বইয়ে দিয়েছিলেন একনাগাড়ে সাত দিন আট রাত। তুমি তখন থাকলে দেখতে ওরা সেখানে উলটে পড়ে আছে অস্তঙ্গসারশূন্য খেজুরগাছের গুড়ির মতো। তুমি কি দেখতে পাও, তাদের কেউ বাকি আছে? — ৬৯ হাক্কা : ৪-৮

আর আমি আদ ও সামুদকে ধ্বংস করেছিলাম! ওদের বাড়িগুলি তোমাদের জন্য এর সুস্পষ্ট প্রমাণ। শয়তান ওদের কাজকে ওদের দৃষ্টিতে শোভন করেছিল এবং ওদের সংপথে চলতে বাধা দিয়েছিল, যদিও ওরা বিচক্ষণ লোক ছিল। — ২৯ সুরা আনকাবুত : ৩৮

হৃদাইবিয়ার সন্ধি : আল্লাহ্ তোমার জন্য সুস্পষ্ট বিজয় অবধারিত করেছেন। — ৪৮ সুরা ফাতত্ত্ব : ১

ওরাই তো অবিশ্বাস করেছিল ও তোমাদেরকে নিবন্ধন করেছিল মসজিদ-উল-হারামে যেতে ও বাধা দিয়েছিল কোরবানির পশুদের কোরবানির জায়গায় পৌছুতে। (আল্লাহ্ মকায় জোর করে ঢোকার নির্দেশ দিতেন) যদি (ওদের) মধ্যে বিশ্বাসী পুরুষ ও বিশ্বাসী নারী না থাকত — যাদের কথা তোমরা জান না, যাদেরকে পদদলিত করলে সেই অজানা অপরাধের জন্য তোমাদের দোষারোপ করা হত। (কিন্তু তিনি এ-ই স্থির করলেন) যাতে যাকে ইচ্ছা তিনি নিজে অনুগ্রহ দান করতে পারেন। যদি ওরা প্রথক থাকত, আমি অবিশ্বাসীদেরকে মারাত্মক শাস্তি দিতাম। — ৪৮ সুরা ফাতত্ত্ব : ২৫

হৃদহৃদ : সুলায়মান ও সাবাবাসী দ্র.।

হৃদাইনের মুদ্র : আল্লাহ্ তোমাদেরকে তো বহু ক্ষেত্রে সাহায্য করেছেন। আর হৃনাইনের যুদ্ধের দিনে যখন তোমাদের সংখ্যার আধিক্য তোমাদেরকে উৎফুল্ল করেছিল, কিন্তু তা তোমাদের কোনো কাজে আসে নি, আর পৃথিবী প্রশস্ত হওয়া সম্মেও তোমাদের জন্য ছোট হয়ে গিয়েছিল ও তোমরা পেছন ফিরে পালিয়ে গিয়েছিলেন। তারপর আল্লাহ্ তাঁর কাছ থেকে তাঁর রসূল ও বিশ্বাসীদের প্রশাস্তি দেন ও এমন এক সৈন্যবাহিনী অবতীর্ণ করেন যা তোমরা দেখতে পাও নি। আর অবিশ্বাসীদেরকে তিনি শাস্তি দিলেন। এ-ই অবিশ্বাসীদের কর্মফল। এর পরও যাকে ইচ্ছা আল্লাহ্ ক্ষমা করতে পারেন, আল্লাহ্ তো ক্ষমাশীল পরম দয়ালু। — ৯ সুরা তুরওবা : ২৫-২৭

হুর : সেখানে তাদের (জাম্মাতবাসীর) জন্যে থাকবে আনন্দনয়ন হর, সংরক্ষিত মুক্তের মত তাদের কর্মের পূর্বকারন্তরণ। — ৫৬ সুরা ওয়াকিয়া : ২২-২৪

নিখুঁতভাবে আমি ওদেরকে সৃষ্টি করেছি, নির্খুত ; এছাড়াও ওদেরকে করেছি চিরকুমারী, প্রেময় ও সমবয়স্কা, ডানপাশের সঙ্গীদের জন্য। — ৫৬ সুরা ওয়াকিয়া : ৩৫-৩৮

তাদের জাম্মাতে আল্লাহ্ বিশুক্তিষ্ঠ দাসদের সঙ্গে থাকবে নতদৃষ্টি, আয়তলোচনা নারী, সুরক্ষিত ডিমের মতো উজ্জ্বল-শুভ। — ৩৭ সুরা : ৪৮-৪৯

সাবধানিরা থাকবে নিরাপদ স্থানে ঝরনাভরা জাম্মাতে, ওরা পরবে যিহি ও পুরু রেশমি বস্ত্র ও মুখোযুথি হয়ে বসবে। এমনই (ঘটবে)। আর আয়তলোচনা হরের সঙ্গে আমি তাদের মিলন ঘটাবো। — ৪৪ সুরা দুখান : ৫১-৫৮

তারা সারিবদ্ধভাবে হেলন দিয়ে বসবে সুসজ্জিত আসনে। আমি তাদের মিলন ঘটাবো আয়তলোচনা হরের সঙ্গে। — ৫২ সুরা তুর : ২০

যারা বিশ্বাস করে ও সংকর্ম করে তাদের সুখবর দাও যে তাদের জন্য রয়েছে জান্মাত যার নিচে নদী বইবে। যখন তাদেরকে ফলমূল খেতে দেওয়া হবে তখন তারা বলবে, ‘আমাদের আগে যে-জীবনের উপকরণ দেওয়া হতো এ তো তা-ই।’ তাদের অনুরূপ ফলই দেওয়া হবে ও সেখানে তাদের জন্য থাকবে পবিত্র সঙ্গিনী, আর তারা সেখানে থাকবে চিরকাল। — ২ সুরা বাকারা : ২৫

বলো, ‘আমি কি তোমাদের এসব জিনিসের চেয়ে আরও ভালো কিছুর ব্যব দেব ? যারা সাবধান হয়ে চলবে তাদের জন্য রয়েছে জান্মাত, যার নিচে নদী বইবে, সেখানে তারা থাকবে চিরকাল। তাদের জন্য (রইবে) পবিত্র সঙ্গিনী ও আঞ্চাহ্র সন্তুষ্টি। আঞ্চাহ্র তার দাসদেরকে দেখেন। — ৩ সুরা আল-ই-ইমরান : ১৫

আর যারা বিশ্বাস করে ও ভালো কাজ করে তাদেরকে জান্মাতে প্রবেশ করাব যার নিচে নদী বইবে ; সেখানে তারা চিরকাল থাকবে ; সেখানে তাদের জন্য থাকবে পবিত্র সঙ্গিনী ; আর তাদের চিরস্মৃতি ছায়ানীড়ে প্রবেশ করাব। — ৪ সুরা নিসা : ৫৭

সেখানে থাকবে আয়তনযন্না তরুণীরা যাদের পূর্বে মানুষ বা জিন স্পর্শ করেনি। সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহকে অঙ্গীকার করবে ? (তারা) প্রবাল ও পদ্মরাগের মতো। সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অঙ্গীকার করবে। — ৫৫ সুরা রহমান : ৫৬-৫৭

সেখানে থাকবে পবিত্র ও মনোরমা নারী। সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহকে অঙ্গীকার করবে ? তাঁবুর জেনানায় থাকবে হর। সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহকে অঙ্গীকার করবে ?

এদেরকে পূর্বে মানুষ বা জিন স্পর্শ করেনি। সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহকে অঙ্গীকার করবে ?

ওরা সুন্দর গালিচা-বিছানো সবুজ চাদরের ওপর হেলান দিয়ে বসবে। সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অঙ্গীকার করবে ? কত মহান নাম তোমার প্রতিপালকের, যিনি মহিমময় ও মহানুভব। — ৫৫ সুরা রহমান : ৭০-৭৮

ৰ. ব. ক.



Price : Taka 350.00 Only

ISBN 984-07-5439-7